مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

১২

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১২)

[**পরিচ্ছেদ :** দাড়ি-গোঁফ ও চুলের বিধান, আদব ও শিষ্টাচার, সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা, মা-বাবার হক, হাদিয়া, নাম ও উপাধী, ছবি, জন্মনিয়ন্ত্রণ, গান-বাদ্য ও সংগীত, খেলা-ধুলা, দাস-দাসী, জায়েয-নাজায়েযের বিবিধ অধ্যায়
অধ্যায় : উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন, অসিয়ত, উত্তরাধিকার সম্পদ, নিখোঁজ ব্যক্তির উত্তরাধিকার]

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান

(রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

(খণ্ড-১২)

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

হযরত আকদাস ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

মুফতী আরশাদ রহমানী (দা. বা.)

মুহতামিম : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

সংকলন ও সম্পাদনায়

মুফতী এনামুল হক কাসেমী

মুফতী নূর মুহাম্মদ

মুফতী মঈনুদ্দীন

মুফতী শরীফুল আজম

শব্দ বিন্যাস ও তাখরীজ

মুফতী মুহাম্মদ মুর্তাজা

মুফতী মাহমুদ হাসান

প্রকাশকাল : মার্চ ২০১৮

হাদিয়া : ৭৫০ (সাতশত পঞ্চাশ) টাকা

Scanned by CamScanner

সূচীপত্র

باب اللحى والشوارب والأشعار ২১

পরিচ্ছেদ : দাড়ি-গোঁফ ও চুলের বিধান ২১

দাড়ির বিধান ও পরিমাণ ২১

দাড়ি রাখার হুকুম ও পরিমাণ ২৩

এক মুষ্টির কমে দাড়ি ছাঁটা হারাম ২৪

দাড়ি ছাঁটা বা মুণ্ডানো ২৪

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক মুষ্টির চেয়ে বেশি ছিল ২৫

দাড়ি মুণ্ডনকারীকে মুতাওয়াল্লী বা কমিটির সদস্য বানানো ২৭

চাকরির জন্য দাড়ি কাটা ২৮

নিম দাড়ি রাখা ওয়াজিব ২৮

নিম দাড়ি মুণ্ডানোর হুকুম ২৯

নিম দাড়ির আশপাশ ছাঁটা ৩০

মুখমণ্ডলের পশম পরিষ্কার করা ৩১

দাড়ির সীমারেখা ও নাকের পাশের পশম কাটা ৩২

দাড়ির সীমারেখা ৩৩

গালের ওপর গজানো পশম দাড়ি কি না ৩৪

গণ্ডদেশের পশম কাটা ৩৫

এক মুষ্টির চেয়ে লম্বা দাড়ি রাখা ও দাড়িতে আগুন দেওয়ার কথা বলা ৩৫

দাড়িতে জট রাখা ৩৮

ভ্রু কাটার হুকুম ও চেহারার চুলের সংজ্ঞা ৩৯

মোচ কাটার নিয়ম ও ব্লেড ব্যবহারের হুকুম ৪০

মোচ কাটার সীমারেখা ৪১

চুল রাখা ও কাটার সুন্নাত তরীকা ৪১

মাথা মুণ্ডানোর হুকুম ৪৩

শাস্তিস্বরূপ মাথা মুণ্ডন করানো ৪৪

মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত ৪৫

মাথা মুণ্ডানোর হুকুম ৪৬

মাথার সাইড কমানো ৪৮

চুল কেটে গর্দান চাঁছা ৪৮

কিশোরী ও মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা ৪৯

পুরুষদের মতো নারীদের চুল রাখা ৫০

মেয়েদের চুল বেসামাল লম্বা হলে করণীয় ৫১

মেয়েদের চুল কেটে নিতম্ব পর্যন্ত করা ৫১

নারীর চুল অস্বাভাবিক লম্বা হলে করণীয় ৫২

Scanned by CamScanner

মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ ফেটে গেলে করণীয়..৫৩
মেয়েদের জন্য চুল ছোট করা..৫৪
জট ছাড়ানোর জন্য মহিলার মাথা মুণ্ডানো..৫৫
জট সমস্যার সমাধানে নারীর মাথা মুণ্ডানো..৫৫
কালো খেজাব ব্যবহারের হুকুম..৫৬
স্মার্ট থাকার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করা..৫৮
চুল-দাড়িতে কালো খেজাব ও গোসলের হুকুম..৫৯
চুল কালো করার লক্ষ্যে রিগেন তেল ব্যবহার করা..৬০
অকালে পাকা চুল-দাড়িতে খেজাব ব্যবহার করা..৬০
নকল চুল পরিধান করা..৬৪
পরচুলা ব্যবহার করে নামায আদায় করা..৬৪
নাভির নিচের পশম কাটার হুকুম ও সীমারেখা..৬৫
নাভির নিচের কর্তনযোগ্য চুলের সীমারেখা..৬৭
নাভির নিচের ও বগলের লোম কাটার সীমারেখা..৬৮
লোমনাশক লোশন ব্যবহার করা..৬৮
পায়ের লোম ও ভ্রু তোলার বিধান..৬৯

باب آداب المعاشرة..৭০

পরিচ্ছেদ : আদব ও শিষ্টাচার..৭০
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের মাঝে কুশল বিনিময়ের পদ্ধতি..৭০
পা দিয়ে ঠেলে কাউকে ঘুম থেকে জাগানো..৭১
কারো শরীরে পা লাগলে সালাম করা..৭২
মোবাইলে মিস্‌ডকল দেওয়া..৭২
মোবাইলে অটো রিসিভ সেট করে রাখা..৭৩
মসজিদ থেকে বারবার সাহরীর এলান করা..৭৩
ছাত্রকে যেসব গালি দেয়া অবৈধ..৭৪
ছাত্রকে শাসন করার কারণে উস্তাদকে গালি দেয়া..৭৪
পাঠ না শিখলে বা প্রতিষ্ঠানের কাজ না করলে ছাত্রকে বেত্রাঘাত ও গালি দেয়া..৭৫
চিঠির মাধ্যমে সালাম-কালাম, সরাসরি বন্ধ..৭৭
অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া..৭৮
তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে অবৈধ ভাবে ঘর সংসারকারীকে বয়কট করা..৭৯
ইহুদী খ্রীষ্টানের সাথে বন্ধুত..৮০
হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা..৮০
অমুসলিম কর্মচারী রাখা..৮১
রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে কারো সম্মান প্রদর্শন করা..৮১

Scanned by CamScanner

স্ত্রীর সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কখন বৈধ......৮৩
অবৈধ উপার্জনকারী ও অবৈধ কাজে লিপ্ত ভাইয়ের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও খাওয়া দাওয়া করা......৮৪
বিশেষ কারণে খালা, ফুফু ও মামা সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা......৮৫
বাসার কাজের লোকদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা......৮৬
সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা......৮৮
কারো একই দোষ বারবার বলে বেড়ানো......৮৯
গীবতের প্রকার ও হুকুম......৯০
কোরআন-হাদীস লেখা কাগজ বক্সে ভরে খাটের নিচে রাখা......৯২
باب السلام والمصافحة والمعانقة......৯৩
পরিচ্ছেদ : সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা......৯৩
সালামে ৯০ ও উত্তরে ১০ নেকী......৯৩
সালামের উত্তর দেওয়ার সুন্নাত তরীকা......৯৪
সালামদাতাকে উত্তর শুনিয়ে দেওয়া......৯৫
সালামের উত্তর শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব......৯৬
সালামের জবাব দেওয়ার পর পুনরায় সালাম দিলে করণীয়......৯৬
উভয়ে সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার হুকুম......৯৭
কে আগে সালাম দেবে......৯৭
সালাম দেওয়ার নিয়ম......৯৮
হিন্দু শিক্ষকের সাথে সালামের আদান-প্রদান......৯৯
হিন্দু শিক্ষককে সালাম বা আদাব বলা......১০০
বিধর্মীকে সালাম দেওয়া......১০২
অমুসলিমের সালামের উত্তর প্রদান......১০২
ফাসেককে সালাম দেওয়া......১০৩
মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের সালাম দেওয়া......১০৪
পরনারীকে সালাম দেওয়া ও তার উত্তর দেওয়া......১০৫
পরনারীর সাথে সালামের আদান-প্রদান......১০৫
স্ত্রী লোকের সাথে সালাম-মুসাফাহা......১০৬
সালামদাতা থেকে উত্তরদাতা বড় হলেও উত্তর দেওয়া ওয়াজিব......১০৭
শ্রোতাদের যেকোনো একজন উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে......১০৮
মুসাফাহা করলে প্রত্যেকেই সালাম দিতে হবে......১০৯
পেছন দিক থেকে কাউকে সালাম দেওয়া......১১০
কাউকে অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি......১১০
সব সময় অমুককে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌঁছাবে......১১১
যেসব অবস্থায় সালাম দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ......১১২

Scanned by CamScanner

খানা খাওয়ার সময় সালাম প্রদান ও গ্রহণ করা ১১৩
মসজিদে প্রবেশকালে সালাম প্রদান করা ১১৪
সাক্ষাৎকালে আগে সালাম না দিয়ে পরে দেওয়া........ ১১৫
কলিংবেলের সালাম ১১৬
মুসাফাহার নিয়ম........ ১১৬
মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি ১১৭
মুসাফাহার প্রচলিত দু'আ........ ১১৮
মুসাফাহাকালে يغفر الله لنا ولكم পড়া........ ১১৯
মুসাফাহাকালে হাতে চাপ দেওয়া ও ঝাড়া দেওয়া ১১৯
মুসাফাহা করে বুকে হাত রাখা........ ১২০
মুসাফাহার মাসনুন তরীকা ও দু'আ ১২১
মুসাফাহাকালে হাত ঝাড়া দেওয়ার বিধান........ ১২২
পরনারীর সাথে মুসাফাহা........ ১২২
মহিলাদের পরস্পরের মুসাফাহা ১২৩
বিদায়কালে মুসাফাহা করা ১২৪
বিদায়কালে মুসাফাহা করা সুন্নাত ১২৫
বিদায়কালে সালাম-মুসাফাহাকে বিদ'আত বলা মূর্খতা ১২৬
বিদায়কালে মেহমানের সাথে মুসাফাহা করা........ ১২৬
মুআনাকা কয়বার করতে হয়........ ১২৭
তিনবার মুআনাকা করা ১২৭
মুআনাকার সুন্নাত তরীকা........ ১২৮
সাক্ষাৎ ও বিদায়কালে মুআনাকা করা ১২৮
ঈদের নামাযের পর মুআনাকা........ ১২৯
ঈদের দিন মুআনাকার প্রথা ১২৯
মহিলাদের পরস্পর মুআনাকা করা........ ১৩০
মুআনাকার সময় পঠিত দু'আ........ ১৩১

باب حقوق الوالدين ১৩৩

পরিচ্ছেদ : মা-বাবার হক ১৩৩
পিতা-মাতার গীবত করা ও তাদের মারধর করা ১৩৩
পিতার-মাতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া........ ১৩৪
জালেম-ফেতনাবাজ পিতার সাথে সন্তানের করণীয়........ ১৩৫
জালেম ও ব্যভিচারী পিতার সাথে করণীয় ১৩৭
মা ও স্ত্রীর হকসমূহ........ ১৩৮
স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া........ ১৩৯
বিয়ের পর মেয়েদের ওপর মা-বাবার হক........ ১৪০

Scanned by CamScanner

অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা ১৪১
তালাকপ্রাপ্তা মায়ের খিদমত ১৪২
পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান এদের মধ্যে সর্বাধিক হক কার ১৪৩
একজন ব্যক্তির আয়-রোজগারে কার কার হক আছে ১৪৩

باب الهدية ১৪৫

পরিচ্ছেদ : হাদিয়া ১৪৫
বাচ্চার জন্য দেওয়া হাদিয়ায় মা-বাবার তসরুফ ১৪৫
বাচ্চার জন্য দেওয়া হাদিয়ায় হস্তক্ষেপ ১৪৬
আকীকা ও খতনা অনুষ্ঠানে আসা হাদিয়া খরচ করা ১৪৭
ছোট বাচ্চাদেরকে দেওয়া টাকার হুকুম ১৪৮
বেনামাযী ও সুদি ব্যাংক আমানতকারীর হাদিয়া ১৪৯
কোম্পানির হাদিয়া ডাক্তারদের গ্রহণ করা ১৪৯
ডাক্তারকে হাদিয়া/উপহার দেওয়া ১৫০
সার্ভিসিং বিল থেকে ড্রাইভারকে কিছু দেওয়া ১৫১
অমুসলিমের সাথে উপহারের আদান-প্রদান ১৫২
টাকা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগেই তালাক দিলে টাকার মালিক স্বামী থাকবে. ১৫৩

باب الأسماء والألقاب ১৫৫

পরিচ্ছেদ : নাম ও উপাধী ১৫৫
শাদ্দাদ হুসাইন নাম রাখা ১৫৫
খোদাবখশ, রাব্বী, এলাহী ইত্যাদি নাম রাখা ১৫৫
রাব্বী নাম রাখা যাবে না ১৫৬
নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ১৫৭
ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের নাম পরিবর্তন করা ১৫৮
রহমান ভাই বলে সম্বোধন করা ১৫৮
রহমান, কুদ্দুস বলে সম্বোধন করা ১৫৯
আব্বাসুর রহমান নাম রাখা ১৬০
আবুল আলা মওদূদী নাম রাখা ১৬১
আব্দুস সুবহান নাম রাখা ১৬২
নাম পরিবর্তন করলে নতুনভাবে আকীকা করা ১৬৩
নূরানী বেগম নামকরণ করা ১৬৩
সিফাতুল্লাহ ও রহমতুল্লাহ নাম রাখা ১৬৪
নামের শুরুতে মুহাম্মদ ও মুসাম্মত ব্যবহার করা ১৬৪
মুহাম্মদ শব্দের অর্থ ও নামের শুরুতে মুহাম্মদ রাখা ১৬৫
নামের শুরু সংক্ষেপে মুহা. মোঃ লেখা ১৬৬
নাম সংক্ষিপ্তকরণ ১৬৬

Scanned by CamScanner

সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন এর অর্থ ১৬৭
ডাক নাম আপেল রাখা ১৬৭
'বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা ১৬৭
'হুজুর' শব্দের অর্থ ও কোনো আলেমকে 'হুজুর' বলে খেতাব করা ১৬৮
সৈয়দ এর সঠিক বানান ১৬৯
باب التصاوير ১৭০
পরিচ্ছেদ : ছবি ১৭০
প্রাণীর ছবি তোলার হুকুম ১৭০
পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো ১৭১
নফল হজের জন্য ছবি উঠানো ১৭২
নফল হজ ও ওমরার জন্য ছবি উঠানো ১৭২
ছবি তোলা কখন অবৈধ ১৭৩
ছবি উঠাতে বাধ্যকারীরা গোনাহগার হবে ১৭৪
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো ১৭৫
ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ছবি তোলা ১৭৫
মিছিলের ফটোর বিধান ১৭৬
সাংবাদিককে ছবি উঠাতে বাধা দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব ১৭৭
বিনা কারণে ছবিসম্বলিত পোস্টার ছাপানো ১৭৮
সাংবাদিককে ছবি উঠাতে নিষেধ করা ১৭৮
পত্রিকায় ছাপানো ছবি দেখা ১৭৯
মৃত ব্যক্তির ছবি অ্যালবামে যত্ন করে রাখা ১৮০
শোকেসে জীব-জন্তুর পুতুল রাখা ১৮১
রহমতের ফেরেশতা আসে না পুরো ঘরে নাকি ছবির স্থানে ১৮২
থাকা হয় না এমন রুমে ছবি রাখা ১৮৩
হাফ ছবি ও জিহাদের সচিত্র ভিডিও ১৮৪
চেহারা ব্যতীত শরীর অঙ্কন করা ১৮৫
শরীর আবৃত করে চেহারা ও চোখ খোলা রেখে ছবি উঠানো ১৮৬
অপকর্ম রোধে ছবির বাধ্যবাধকতা ১৮৬
নামায শেখানোর জন্য মানবদেহের আকার অঙ্কন করা ১৮৭
ছবিযুক্ত দিয়াশলাই মসজিদে রাখা ১৮৮
টাকার ছবি ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক কি না ১৮৮
হযরত ঈসা (আ.) কি মিডিয়া ব্যবহার করবেন ১৯০
ছবি তোলা, দেখা ও ঘরে ঝুলিয়ে রাখা ১৯০
ছবি অঙ্কন করা এবং ক্ষেতে ও গাছে কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা ১৯১

Scanned by CamScanner

ছবিযুক্ত কাগজ ফটোস্ট্যাট করা ১৯৩
প্রেসের মালিকদের ছবিযুক্ত পোস্টার ছাপানো ১৯৪
ছবিসহ পলিথিন ব্যাগ তৈরি করা ১৯৪
ছবি তুলে লোড করে দিয়ে উপার্জন করা ১৯৫
কার্টুন ছবির সফটওয়্যার তৈরি করা ১৯৬
ভিডিও এবং এডিটিং ব্যবসা ১৯৭
টিভিতে দেখানোর জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরি করা ১৯৯
মোবাইলে ছবি ও ভিডিও করা ১৯৯
টিভিতে ফুটবল খেলা দেখা ও দেখায় অভ্যস্ত শিক্ষকের হুকুম ২০০
মুসল্লিসহ মসজিদের ভিডিও করা এবং মসজিদের ছবি ক্রয় করা ২০১
ত্রাণ বিতরণের প্রমাণস্বরূপ ছবি তোলা ২০২
পুরুষের ছবি পুরুষের দেখা ২০৩
মোবাইলে ছবি তুলে সংরক্ষণ বা ডিলিট করা ২০৪
মোবাইলে ভিডিও কলের হুকুম ২০৫
টেলিভিশন দেখা, রাখা ও তাতে বক্তব্য দেওয়ার হুকুম ২০৬
টিভিতে ইসলামী প্রোগ্রাম দেখা ২০৭
টেলিভিশনে কোরআনের তিলাওয়াত ২০৮
টিভিতে ওয়াজ-নসীহত, কিরাত ও মাসআলা শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া ২০৯
টিভিতে খবর শোনা ২১০
টিভিতে কোরআন শোনা ২১০
ওয়াজের ভিডিও করে মহিলাদের দেখানো ২১১
ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবির হুকুম ২১২
প্রামাণ্যচিত্র আকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী সম্প্রচার করা ২১৩
আফগান যুদ্ধের ভিডিও চিত্র দেখা ২১৫
ভিডিওতে মুসলিম নির্যাতনের দৃশ্য দেখা ২১৬
টিভি দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা ২১৬
ভিডিওতে পুরুষকে পুরুষ ও মহিলাকে মহিলার দেখা ২১৮
নারীর কণ্ঠে খবর, তিলাওয়াত ও সংগীত শোনা ২১৮
যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে হুকুমের সম্পর্ক ২২০
মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর কংকাল ঘরে রাখা ২২১

باب ضبط التوليد ২২৩

পরিচ্ছেদ : জন্মনিয়ন্ত্রণ ২২৩
তিনের অধিক সন্তান না নেওয়া ২২৩
খরচ কমানোর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ ২২৩

Scanned by CamScanner

দুর্বলতার কারণে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ........ ২২৪
শারীরিক ঝুঁকির কারণে গর্ভপাত ঘটানো ২২৫
স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটানো........ ২২৭
জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আযল পদ্ধতি........ ২২৮
কনডম ব্যবহার করা........ ২৩০
কয়েল পদ্ধতি গ্রহণ করা........ ২৩১
আযল ও পরিবার পরিকল্পনা........ ২৩৩
আযল, ইনজেকশন বা বড়ির ব্যবহার........ ২৩৫
চরম স্বাস্থ্যহানির কারণে আযল করা........ ২৩৭
‘এমআর’ করার হুকুম........ ২৩৮
বাচ্চার লালন-পালনের স্বার্থে গর্ভপাত ঘটানো........ ২৪০
জন্মনিয়ন্ত্রণকারীর হাতের খানা ও তার জানাযা........ ২৪১
বিনা প্রয়োজনে সিজার করা........ ২৪২
باب الغناء والمعازف........ ২৪৩
পরিচ্ছেদ : গান-বাদ্য ও সংগীত........ ২৪৩
গান ও মিউজিক শোনা এবং পিয়ানো বাজানোর হুকুম........ ২৪৩
কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ থাকলেই গান বৈধ হয় না........ ২৪৪
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গান-বাদ্যের সমর্থন করেছেন বলা মূর্খতা........ ২৪৫
কোনো মুসলমান গান-বাদ্যকে বৈধ বলতে পারে না........ ২৪৭
কোনো মুসলমানের জন্য টিভি দেখা ও গান শোনা বৈধ নয়........ ২৪৯
ইকো মেশিন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়........ ২৫০
গানের স্বরের তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়........ ২৫১
আল্লাহ শব্দের পশ্চাৎধ্বনি........ ২৫১
টিকিট কিনে ইসলামী সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ........ ২৫৩
গানের মঞ্চের সাদৃশ্যে সংগীতানুষ্ঠানে মঞ্চ সাজানো........ ২৫৫
প্রচলিত ইসলামী সংগীতানুষ্ঠান........ ২৫৬
ইসলামী সংগীত সরাসরি বা ক্যাসেটে শোনা........ ২৫৮
বাদ্যসহ জিহাদী সংগীত........ ২৫৯
ইসলামী সংগীতের ভিডিও ক্যাসেট কেনা, শোনা ও দেখা........ ২৫৯
কবিতার সংজ্ঞা, লেখা, গাওয়া ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা........ ২৬০
মোবাইলে গান, বাদ্য, সিনেমা, আজান ও তিলাওয়াত শোনা........ ২৬৪
বাদ্যজাতীয় রিংটোন শুনলে গোনাহ হবে........ ২৬৫
বৈধ রিংটোন ও রিংটোন হিসেবে আয়াতের ব্যবহার........ ২৬৬
রিংটোন ও গাড়ির সাংকেতিক বাজনা........ ২৬৭

Scanned by CamScanner

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া.. ২৬৭
ঘরে গান-বাদ্যের ব্যাপক প্রচলন হলে করণীয়.. ২৬৮

باب الألعاب والملاهي.. ২৭০

পরিচ্ছেদ : খেলা-ধুলা.. ২৭০
নিজে খেলা বা টিভিতে খেলা দেখা.. ২৭০
খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের খেলায় অংশগ্রহণ.. ২৭১
ক্রিকেট, দাবা, হকি খেলা ও দেখার হুকুম.. ২৭২
পেশাদার ক্রিকেটার হওয়া.. ২৭৩
পেশা হিসেবে বা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ক্রিকেট খেলা.. ২৭৪
প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা.. ২৭৫
ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেলাধুলা করা.. ২৭৭
পত্রিকায় খেলার খবর দেখা জায়েয বলা.. ২৭৮
বানর-বেজির খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা.. ২৭৯
ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা.. ২৮০
কম্পিউটারে গেমস খেলার হুকুম.. ২৮১
ইসলামী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে নাটক তৈরি করা.. ২৮২
অন্যের আকার-আকৃতি ধারণ করা.. ২৮৩
স্ত্রীকে তা'লীম দেওয়ার জন্য ঘরে টিভি রাখা.. ২৮৪
খেলাধুলাবিষয়ক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বেতন-ভাতার হুকুম.. ২৮৫
নৌকাবাইচে অংশগ্রহণ ও পুরস্কার গ্রহণ করা.. ২৮৮
স্বামী-স্ত্রীর লুডু খেলা.. ২৯০

باب الرق.. ২৯২

পরিচ্ছেদ : দাস-দাসী.. ২৯২
দাস-দাসীর প্রথা.. ২৯২
দাস প্রথা বিলুপ্তির নেপথ্যে.. ২৯২
কাজের লোকেরা দাস-দাসী নয়.. ২৯৪

متفرقات الحظر والإباحة.. ২৯৫

জায়েয-নাজায়েযের বিবিধ অধ্যায়.. ২৯৫
সরকারি কোয়ার্টারের জায়গায় লাগানো গাছের ফলমূল ভোগ করা.. ২৯৫
জুতায় কোনো কিছু লেখা ও তা ব্যবহার করা.. ২৯৬
আরবী লেখা জুতা ব্যবহার করা.. ২৯৬
ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে অগোচরে ঘর থেকে সম্পদ নিয়ে যাওয়া.. ২৯৭
জুতা, ঝাড়ু, হাঁড়ি ক্ষেতে বা গাছে ঝুলিয়ে রাখা.. ২৯৯
লাইট ফিট করে কীটপতঙ্গকে মাছের আহার বানানো.. ৩০০

Scanned by CamScanner

পিঁপড়া মারা ৩০১
আগুন দিয়ে পিঁপড়া পুড়ে ফেলা ৩০২
ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা ৩০৩
ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা ৩০৪
কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করা ৩০৫
সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠির ব্যবহার ৩০৬
মৌজা রেটে জমি রেজিস্ট্রি করা ৩০৭
চাকরির জন্য বয়স কমিয়ে লেখা ৩০৯
বয়স কমিয়ে লেখা ও অসৎ আয়ে জীবিকা নির্বাহকালীন ইবাদত ৩১০
চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসে লেখাপড়া ও সিএ ফার্মের ব্যবসা ৩১১
কদমবুচিকে সুন্নাত মনে করা ৩১৩
নর-নারী পরস্পরকে কদমবুচি করা ৩১৪
অমুসলিমের মৃত্যুতে কি দু'আ পড়া যায় ৩১৫
ঋতুস্রাবকালীন স্ত্রীকে দিয়ে বীর্যপাত ঘটানো ৩১৫
দাইয়ুছের সংজ্ঞা ও তার হুকুম ৩১৬
টাকার বিনিময়ে অন্যকে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করতে দেওয়া ৩১৮
অমুসলিম মিশনারি সদস্য হওয়া এবং চাকরি ও সহযোগিতা করা ৩১৮
এনজিও সংস্থায় চাকরি করা ৩২০
শুভ হালখাতার অনুষ্ঠান ৩২১
প্রাইভেট লাইসেন্স করা গাড়ি ভাড়া দেওয়া ৩২২
জনসন গ্রুপের প্রসাধনী ব্যবহার করা ৩২৩
কোরআন শরীফ লোড করা মোবাইল ফোন নিয়ে চলাফেরা ও নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া ৩২৩
রিংটোন হিসেবে কোরআনের তিলাওয়াত ৩২৪
অ্যালার্ম, কলিংবেল ও মোবাইলের রিংটোন হিসেবে আযানের ব্যবহার ৩২৫
ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো দেশে অবস্থান করা ৩২৫
হজ ও ওমরার ভিসায় সৌদি গিয়ে সেখানে থেকে যাওয়া ৩২৬
ইনকাম ট্যাক্স না দেওয়া বা কম দেওয়া এবং ডিউ কম দেওয়ার জন্য পণ্যমূল্য কম দেখানো ৩২৭
জমিজমা ও ঘরবাড়ির খাজনা না দেওয়া ৩২৮
ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া ৩৩০
মা-বাবা ছাড়া অন্য কাউকে মা-বাবা বলে ডাকা ৩৩১
শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা ৩৩২
নবজাতকের কানে আযান-ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি ৩৩৩
ডিবি ওয়ান লটারির মাধ্যমে আমেরিকা যাওয়া ৩৩৪
জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করা ৩৩৬

Scanned by CamScanner

ফেতনাবাজ ও মুনাফেকের হুকুম ৩৩৯
কোনো আলেমের মৃত্যু-পরবর্তী স্মরণসভা ৩৪০
ইন্টারনেট ব্যবহার করার হুকুম ৩৪১
নারীদের হস্তশিল্পমণ্ডিত জিনিস ঘরে ঝুলিয়ে রাখা ৩৪২
স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা ৩৪২
নবীদের স্মরণে 'হাই' চলে যায় ৩৪৩
কোরআন-হাদীস লিখিত পরীক্ষার খাতা বিক্রি করা.. ৩৪৪
কুপন, রসিদ ও পোস্টারে আল্লাহ শব্দ বা কোরআনের আয়াত লেখা.. ৩৪৫
মসজিদ-মাদরাসা ও ঘরবাড়ির ওয়ালে পোস্টার ও স্টিকার লাগানো ৩৪৬
অন্যের দেয়ালে চিকা মারা ৩৪৬
কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক.. ৩৪৭
ছেড়ে দেওয়া গৃহপালিত পশু অন্যের কিছু খেয়ে ফেললে ওই জন্তুর হুকুম.. ৩৪৮
সকালে ঘুমানোর হুকুম.. ৩৪৯
অমুসলিম হোটেলে কর্মরত ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ ৩৪৯
রোবটের সাথে যৌন মিলন.. ৩৫০
জ্যোতিষী পেশা ও জ্যোতিষীর অধীনে চাকরি করা.. ৩৫১
টাকা দিয়ে মাস্তান-প্রভাবশালী লোকের মাধ্যমে নিজের হক উসূল করা ৩৫২
চাকরির জন্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তি দ্বারা সুপারিশ করানো.. ৩৫৩
টাকার বিনিময়ে বদলি পরীক্ষা ও টাকার হুকুম ৩৫৪
নকল করে পাস করে সেই সার্টিফিকেটে চাকরি করা ৩৫৪
পরীক্ষার হলে সাহায্য করা/নেওয়া ৩৫৫
নকল করে পাস করা সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করা.. ৩৫৬
প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানা এবং তদবির করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ডিগ্রি লাভ করা ৩৫৭
রূহ, কলব, নফস.. ৩৫৮
আরবদের সিগারেটখোর বলা.. ৩৬০
অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা.. ৩৬১
বন্ধু নির্বাচন.. ৩৬২
'আল্লাহ যেন এই ছেলের টাকা আমাকে না খাওয়ান' ৩৬২
'এই রাতের নামায রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলের সমান বা এর চেয়ে বেশি' বলা ভ্রষ্টতা.. ৩৬৩
কষ্টদাতাদের ক্ষমা না করা ও তাদের সাথে কথা বন্ধ করা ৩৬৩
মেহমানের খাতিরে বাসায় সোফাসেট রাখা.. ৩৬৪
ড্রেসিং টেবিল ও সোফা রাখা ৩৬৫
চোর ধরার জন্য কোরআন চালান দেওয়া ৩৬৫
কাউকে আপন মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া ৩৬৬

Scanned by CamScanner

বিসমিল্লাহর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা ৩৬৭
নেশাখোরদের সাথে চলাফেরা ও খাওয়াদাওয়া করলে ইবাদত কবুল হবে কি না ৩৬৮
দ্বীনি বিষয় রেকর্ড করা কি বদ্বীনি ৩৬৮
বৃহস্পতিবার আসরের পর নখ কাটা ৩৬৯
বেনামাযী পবিত্রতায় উদাসীন স্ত্রীর রান্না খাওয়া ৩৭০
কালেকশনের জন্য ছোট মাদরাসাকে জামেয়া নাম দেওয়া ৩৭১
কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ ৩৭১
বিশ্বাসঘাতকতা ৩৭২
ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানি করা ৩৭৩
লাইব্রেরি করার জন্য মাহফিল করে কালেকশন করা ৩৭৪
স্ত্রীর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা ৩৭৫
নামাযের মোবাইল নাম্বার ৩৭৫
পড়ার অনুপযোগী কোরআন শরীফ কী করবে ৩৭৫
তৃতীয় শ্রেণীতে সফর করে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া উসুল করা ৩৭৭
মজুরি আদায়ের নিমিত্তে মিথ্যা ভাউচারে দস্তখত করা ৩৭৮
অমুসলিমের দেওয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা ৩৭৯
ধর্মীয় কাজে অমুসলিমের অনুদান গ্রহণ করা ৩৮০
কাবা ঘরের ছবিযুক্ত জায়নামাযে বসা ৩৮০
না জানিয়ে ঘরের চাল বিক্রি করে ব্যবসা করা ৩৮১
সেন্টের ব্যবহার ও ব্যবসা করা ৩৮২
সেন্ট ব্যবহার করার হুকুম ৩৮২
সেন্ট ব্যবহার করে নামায পড়া ৩৮৩
শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া ৩৮৪
মসজিদে এনজিওর দেওয়া নলকূপ স্থাপন করা ৩৮৪
ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে আত্মীয়তা করা ৩৮৫
পশুর বীর্য সংগ্রহ ও প্রবেশ করানোর আধুনিক পদ্ধতি ৩৮৫
বিজ্ঞপ্তি দেখে ইমাম হওয়ার দরখাস্ত করা ৩৮৬
'ইনশাআল্লাহ ইকামত বলুন' বলা ৩৮৭
ড্রেনে কাগজ, ভাত-তরকারি ফেলা ৩৮৭
স্কুল-কলেজের জন্য জমি দান করা ৩৮৮
অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করা ৩৮৯
অমুসলিম ডাক্তার দ্বারা খতনা করানো ৩৯০
ধোঁকাবাজকে ধোঁকা দিয়ে নিজের হক উসুল করা ৩৯০
মাদরাসার বেতন না নিয়ে তাবিজ বিক্রি করে উপার্জন করা ৩৯২
সরকারি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে চাকরি নেওয়া ৩৯৩

Scanned by CamScanner

দাওয়াত ও চাঁদা সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া.................................... ৩৯৪
উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংখ্যা ও নাম ৩৯৫
যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে পেতে হবে.................................... ৩৯৬
সৌন্দর্যবর্ধনে প্লাস্টিক সার্জারি করা ৩৯৭
মৃত অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য ঈসালে সাওয়াব ৩৯৮
সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাঁদা গ্রহণ ও ধর্মীয় কাজের প্রতি কঠোরতা .. ৩৯৯
এনজিওদের আয়োজিত ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করা.................................... ৪০২
লটারির মাধ্যমে আমীর নির্বাচন ৪০৩
পত্রিকায় ছাপানো মহিলাদের লেখা পড়া.................................... ৪০৪
খোদা, ভগবান, এড়ফ বলার হুকুম.................................... ৪০৫
মুরগির তাপে হাঁসের ডিম ফুটানো ৪০৬
কেউ পশুপাখিকে কষ্ট দিলে করণীয়.................................... ৪০৬
স্ক্রিনে আয়াত বা আল্লাহ লেখা মোবাইলসহ বাথরুমে প্রবেশ করা ৪০৭
পকেট গেট দিয়ে ঝুঁকে প্রবেশ করা ৪০৮
কোনো ধরনের গালি বৈধ নয়.................................... ৪০৮
বালেগ ও নাবালেগের পরিচয়.................................... ৪০৯
রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনিয়মিত আমল উম্মতের নিয়মিত পালন করা.................................... ৪১০
শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ দেখতে যাওয়া.................................... ৪১০
ফাসেকের সংজ্ঞা.................................... ৪১১
স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদে স্বামীর হক.................................... ৪১২
যোগ্য অমুসলিম কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া.................................... ৪১৩
অন্যের তুলনায় নিজে ভালো থাকার দু'আ করা ৪১৪
মেয়ে সন্তানের ফজীলত ও লালন-পালন.................................... ৪১৪
স্বামী-স্ত্রী কত দিন পর্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে ৪১৫

كتاب الفرائض ৪১৭
অধ্যায় : উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন.................................... ৪১৭

باب الوصية ৪১৭
পরিচ্ছেদ : অসিয়ত ৪১৭
অসিয়তের সংজ্ঞা ও পদ্ধতি ৪১৭
নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করার অসিয়ত ৪১৮
স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বসতে নিষেধ করা.................................... ৪১৯
ঋণ, জমি ও হজ বাবদ অসিয়ত.................................... ৪২০
সম্পত্তি বণ্টননীতির অসিয়ত.................................... ৪২১
সন্তানের মোহর আদায় করার অসিয়ত ৪২৩

Scanned by CamScanner

কোনো এক ছেলেকে হজ করানোর অসিয়ত করা..৪২৩
জমিজমা ও মেয়েদের ব্যাপারে অসিয়ত..৪২৪
টাকা দান করার অসিয়ত ও তা দ্বারা নাতির কিতাব ক্রয় করা..৪২৫
পেনশনের টাকার ব্যাপারে অসিয়ত..৪২৬
জমির ওয়াক্‌ফসংক্রান্ত অসিয়ত ৪২৭
একই জমির ব্যাপারে ক্রয় দলিল ও অসিয়তনামা..৪২৮
"নাতি আমার সম্পত্তিতেই থাকবে" - হেবার অন্তর্ভুক্ত ৪৩০

باب الميراث..৪৩২

পরিচ্ছেদ : উত্তরাধিকার সম্পদ..৪৩২
মিরাছি সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি ৪৩২
ভাই থাকলে ভাতিজা মিরাছ পায় না..৪৩২
পৈতৃক সব কিছুতেই মেয়েরা অংশীদার..৪৩৩
কোনো কারণে সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা..৪৩৪
স্ত্রীর মোহর স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে..৪৩৪
দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানরা মিরাছ না পাওয়ার শর্তে বিয়ে করা..৪৩৬
স্ত্রীর নামে কেনা সম্পত্তি তার মিরাছ নয় ৪৩৭
স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরসূরি কারা হবে..৪৩৮
যোগাযোগ না থাকলেও স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের মিরাছ পাবে ৪৩৮
মৃত স্বামীর ঋণ পরিশোধ করে মিরাছ থেকে তা দাবি করা ৪৪০
স্ত্রী মারা গেলে বিবাহের পর শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের হুকুম ৪৪১
স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তি সাবেক স্বামী পাবে না..৪৪২
স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি তার বৈধ স্ত্রী পাবে ৪৪৪
মৃত স্ত্রীর সম্পদ তার সন্তান ও প্রমাণিত স্বামী পাবে ৪৪৫
মৃত স্ত্রীর সম্পদ বণ্টন না করে যৌথ রাখা..৪৪৬
তালাকের ইদ্দত চলাকালীন স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে অন্যের মিরাছ পাবে কি না ৪৪৭
মৃত স্ত্রী ও সন্তান জীবিত স্বামী ও পিতার সম্পদ পাবে না..৪৪৮
স্বামী ছেড়ে অন্যের সাথে ভেগে গেলে বঞ্চিত করা..৪৫০
পিত্রালয় থেকে পাওয়া মায়ের সম্পদে ছেলেমেয়ে সমান অংশীদার..৪৫১
বাবা ও ছেলের যৌথ পুঁজির বণ্টননীতি..৪৫১
ছেলের আয় দিয়ে পিতার নামে নেওয়া সম্পত্তির বণ্টন..৪৫২
ছেলেদের জন্য কেনা দোকানে পিতার সহযোগী হিসেবে কাজ করলেই দখলস্বত্ব লাভ হয় না..৪৫৪
ছেলের নিজস্ব সম্পত্তি পিতার তরকা নয় ৪৫৫
সুস্থ অবস্থায় সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া ৪৫৬

Scanned by CamScanner

ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যাকে ভিটার বদলে জমি দেওয়া ৪৫৭
মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ও মানগত দিক দিয়ে তারতম্য করা..... ৪৫৮
সংগত কারণে কোনো ছেলেকে বঞ্চিত করা.................................. ৪৫৯
ত্যাজ্যপুত্র মিরাছ পাবে ৪৬১
বদ-দ্বীন সন্তানকে ত্যাজ্য করা ৪৬২
অবাধ্য মেয়েকে বঞ্চিত করে অন্যদের সম্পদ দিয়ে দেওয়া ৪৬৩
জীবদ্দশায় সম্পদ বন্টন করে দেওয়ার নীতিমালা................................ ৪৬৫
জীবদ্দশায় সম্পদ বন্টনকালে ছেলেমেয়ের মাঝে তারতম্য করা ৪৬৬
জীবদ্দশায় বন্টনে ছেলেমেয়েদের মাঝে সমতা উত্তম ৪৬৭
জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে জমির বন্টন.. ৪৬৯
বন্টননীতি ও সমাধানের স্বার্থে এওয়াজ-বদল ৪৭১
মেয়েদের টাকা দিয়ে ছেলেদের স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া............................ ৪৭২
পালক মেয়ের নামে সমস্ত সম্পদ লিখে দেওয়া..................................... ৪৭২
ছেলেদের দেওয়া অংশে নির্মিত ঘরে মেয়েদের দাবি অগ্রাহ্য..................... ৪৭৩
. হেবা সম্পদের ওপর কবজা না হলে তা মিরাছ সম্পদ গণ্য হবে............... ৪৭৪
ভাই-ভাতিজাকে বঞ্চিত করে স্ত্রী ও মেয়েদের সম্পদ লিখে দেওয়া ৪৭৫
বাবার কেনা অংশ ফুফু থেকে ছেলের কেনা ও মিরাছের হুকুম................... ৪৭৬
পিতার সম্পদ সব ছেলেরা সমান পাবে খেদমতগুজার হোক বা না হোক..... ৪৭৭
নাবালেগ সন্তানের টাকা দিয়ে পিতার নামে কেনা জমির মিরাছের হুকুম ৪৭৮
কারো কাছে রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ ও মিরাছ হিসেবে বন্টন হবে............. ৪৭৯
মরহুমের গর্ভবতী স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পূর্বে মিরাছ বন্টন করা.................. ৪৮০
হেবা করা সম্পত্তি ও হজের জন্য রাখা জমিতে ওয়ারিশদের দাবি ৪৮১
বন্টনের আগেই কিছু সম্পদ ভোগদখলে নেওয়া.................................. ৪৮২
বোনদের সম্পত্তি ভোগ করার বিভিন্ন বাহানা ৪৮৩
বোন নিজের অংশ ভাইকে দিয়ে দিলে আর দাবি করতে পারবে না........... ৪৮৪
হেবা সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি অগ্রাহ্য ৪৮৫
পৈতৃক সম্পত্তি আনতে স্ত্রীকে বাধ্য করা.. ৪৮৬
আগে বা পরে মৃত্যুবরণকারী প্রমাণিত না হলে মিরাছ পাবে না ৪৮৬
মেয়েদের সাথে মরহুমের চাচাতো ভাই কখন মিরাছ পাবে....................... ৪৮৭
লিঙ্গ পরিবর্তন হলে মিরাছ কতটুকু পাবে.. ৪৮৯
কোনো সন্তানকে জমি বিক্রি করে টাকা দিলে সে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না .. ৪৯০
ছেলেসন্তান থাকলে বোন ও তার সন্তানরা হকদার হবে না ৪৯১
পিতা থাকাবস্থায় খালা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না......................... ৪৯২
বাবা-মা থাকতে সন্তান মারা গেলে নাতি মিরাছ পায় না ৪৯২
নাতি-নাতনির মিরাছ আইন.. ৪৯৩
লা-শরীকের বিধান ৪৯৫

Scanned by CamScanner

মুসলিম-অমুসলিম পরস্পরের মিরাছ পায় না ৪৯৬
মিথ্যা ওয়ারিশ সেজে অন্যের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়া ৪৯৭
সন্তান থাকতে নাতি-নাতনিরা ওয়ারিশ হয় না ৪৯৮
নাতি-নাতনির জন্য দাদা-দাদি কর্তৃক হেবা করা ৪৯৯
ছেলেমেয়ে থাকতে জামাতা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না ৫০০
মৃতের ভাই কখন মিরাছ পাবে ৫০০
সৎমায়ের নামে আসা পেনশনের টাকায় মিরাছের হুকুম ৫০১
অবসর ভাতা থেকে চাচা ও দাদি মিরাছ পাবে কি না ৫০২
মিরাছ হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বণ্টননীতি ৫০৩
নানির সম্পদ নাতিরা পাবে কি না ৫০৩
নাতিরা নানার থেকে মিরাছ পাবে কি না ৫০৪
নাতিদের অংশে নানির হস্তক্ষেপ ৫০৫
দাদা-দাদির ঘর ও গাছগাছালি ভোগ করা ৫০৬
কোনো অংশীদার তার অংশ না নিলে কারা পাবে ৫০৬
কোনো সন্তানের নামে সম্পত্তি কিনলেই সে তার মালিক হয় না ৫০৭
টালবাহানা ও ধোঁকা দিয়ে বোনদের সম্পদ না দেওয়া এবং লিখে নেওয়া ৫০৮
ছোট সন্তান মারা গেলে তার নামে থাকা সম্পদের মিরাছ ৫১০
যৌথ সম্পদ দিয়ে মায়ের নামে জমি ক্রয় করা ৫১২
পৃথক ছেলে, ভাইয়ের সম্পদে অন্য ভাইদের দাবি ও পুত্রবধূর পাওনা ঋণ প্রসঙ্গ ৫১৩
মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্তানের নামে করা হেবা অগ্রহণযোগ্য, সম্পত্তি-আয় সকল ওয়ারিশের মাঝে বণ্টন হবে ৫১৬
ব্যবহৃত আসবাবও মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে ৫১৮
যৌথ মিরাছি সম্পত্তি দিয়ে মেহমানদারি, দু'আর মাহফিল ইত্যাদি করা ৫১৯
অবৈধ টাকা দিয়ে বাবার নামে ছেলের কিনে দেওয়া জমির অংশ নেওয়া ৫২১
বণ্টনের আগে বোনদের দাবি ছেড়ে দেওয়া ও নাবালেগ থাকতে যৌথ সম্পদ থেকে খরচ করা ৫২১
মা-বাবার সম্পদে ছেলেমেয়ের হক ও পৃথক ছেলের অংশ ৫২৩
পৈতৃক সম্পদ না নিয়ে ভাইকে দিয়ে দেওয়া ৫২৪
কোনো সন্তানের নামে বাবার করা ঋণ ও অন্যান্য ঋণ ত্যাজ্য সম্পত্তি দিয়ে পরিশোধ করবে ৫২৫
যৌথ সম্পদ দ্বারা উপার্জিত অর্থবিত্তে সকলের হক আছে, মাকে কোনো সন্তানের কাছে যেতে বাধা দেওয়া ৫২৬
যৌথ দোকান ও তার আয়ের মধ্যে সকল ওয়ারিশ আনুপাতিকহারে অংশীদার হবে ৫২৭
মেয়ে এবং বোন থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই অংশীদার হবে না ৫২৯

Scanned by CamScanner

জুমু'আ তরক করে উপার্জনকারীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করা বৈধ ৫২৯
সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন অংশীদার হবে না ৫৩০
কারো নামে নমিনি করলেই সে সম্পদের মালিক হবে না ৫৩০
মোহরানা বাবদ দেওয়া জমিতে অন্যের দাবি অগ্রাহ্য ৫৩১
ধোঁকা দিয়ে সম্পদ নিজের নামে লিখে নেওয়া ৫৩২
বাবার টাকা দিয়ে দাদার নামে কেনা জমিতে সন্তানদের মিরাছ ৫৩৩
এতিমের সম্পদ এওয়াজ-বদল করা ৫৩৫
মৃত নারীর কোনো ওয়ারিশ নেই, আছে স্বামীর অন্য ঘরের মেয়ে—করণীয় কী ৫৩৬
স্বামী ও দুই মেয়ের মধ্যে সম্পদের বণ্টন ৫৩৭
বোনের সম্পত্তি তার ওয়ারিশরা ভোগ করবে ৫৩৮
মেয়েদের সম্পদ না দিয়ে চাচা-ভাতিজাদের ভোগ করা ৫৩৯

باب المفقود ৫৪০

পরিচ্ছেদ : নিখোঁজ ব্যক্তির উত্তরাধিকার ৫৪০
নিখোঁজ ছেলে বাপের ওয়ারিশ কি না ৫৪০
নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি ও ভোগ করা ৫৪০
নিখোঁজ ছেলের স্ত্রী ও সন্তানরা শ্বশুর ও দাদার সম্পদ পাবে কি না ৫৪১
নিখোঁজ ছেলেকে বঞ্চিত করে অন্যদের সম্পদ হেবা করে দেওয়া ৫৪৩

Scanned by CamScanner

باب اللحى والشوارب والأشعار

পরিচ্ছেদ : দাড়ি-গোঁফ ও চুলের বিধান

দাড়ির বিধান ও পরিমাণ

প্রশ্ন : ক. ইসলামে দাড়ি রাখা ফরয, ওয়াজিব নাকি সুন্নাত?

খ. দাড়ির পরিমাণ কতটুকু হবে?

গ. দাড়ি না রাখা বা নির্দিষ্ট পরিমাণের চেয়ে কম রাখার বিধান কী?

ঘ. দাড়ি ছাঁটাইকৃত লোকের ইমামতির বিধান কী?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের বর্ণনা হতে বোঝা যায় যে দাড়ি আল্লাহর নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নবী-রাসূলকে দাড়ি অবস্থায় মানুষের হেদায়েতের জন্য পাঠিয়েছেন। হাদীসে বর্ণিত আছে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই দাড়ি রেখেছেন এবং মুসলিম উম্মাহকে দাড়ি রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন—বোখারী শরীফে ও অন্য হাদীস গ্রন্থে বর্ণিত আছে। অর্থাৎ দাড়ি বাড়াও, দাড়ি পূর্ণ করো, দাড়ি বেশি করো, দাড়ি লম্বা করো এবং গোঁফ খাটো করো।
উপরোক্ত হাদীসসমূহের আলোকে সমস্ত হাদীস বিশারদ ও ফিকাহবিদগণ এবং চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারী উলামায়ে কেরামগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে মুসলমানমাত্রই দাড়ি রাখতে হবে এবং দাড়ি ইসলামের চিহ্ন, তা রাখা ওয়াজিব। তবে তার সীমারেখা নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতবিরোধ আছে। কোনো কোন উলামায়ে কেরামের মতে, দাড়ি কোনো রকমে কাটছাঁট করা যাবে না। এ মত পোষণকারী হলেন সৌদি আরবের গ্রান্ড মুফতী আব্দুল্লাহ বিন বাজ (রহ.) ও তাঁর অনুসারী উলামায়ে কেরাম। চার ইমাম ও তাঁদের অনুসারী উলামায়ে কেরাম বলেন, যেহেতু হাদীসে আছে যে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো কোনো সময় দাড়ি কেটেছেন, তাই কাটতে পারবে। তবে তার পরিমাণ কী হবে তা নির্ধারণ করা হয়েছে বোখারী শরীফের হাদীস দ্বারা, যেখানে বর্ণিত আছে যে হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রা.) দাড়ি এক মুষ্টির অতিরিক্ত কেটে ফেলতেন। তেমনিভাবে হযরত ওমর (রা.), হযরত আবু হুরায়রা (রা.)ও এক মুষ্টির অতিরিক্ত কেটে ফেলতেন।
ওপরে বর্ণিত হাদীসসমূহের আলোকে সমস্ত উলামায়ে কেরাম বলেন, এক মুষ্টির কমে দাড়ি কর্তন করা হারাম। এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখা একেবারে দাড়ি না রাখার সমান গোনাহ ও অপরাধ। উলামায়ে কেরাম এ ধরনের এক মুষ্টির কম দাড়ি রাখার অপরাধীকে ফাসেকের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। আর ফাসেকের পেছনে নামায পড়া সর্বসম্মতিক্রমে মাকরূহে তাহরীমি। এমতাবস্থায় এক মুষ্টির কম দাড়ি কর্তন করা লোককে ইমাম নিয়োগ না করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। (৪/২৫৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨٢ (٥٨٩٢) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى،

Scanned by CamScanner

وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه»۔

📖 فيه أيضا ٤/ ٨٣ (٥٨٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»۔

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٩٥ (٤١٩٩) : عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى»۔

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٥١ : فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة۔

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٦٦/١ : إن الأخذ من اللحية وهى دون القبضة لم يبحه أحد، وقال العلائى : إن الأخذ وهى دون القبضة كما يفعله بعض المغاربة ومخنثة الرجال لم يبحه أحد۔

📖 البدر السارى على فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٤ /٣٨٠ : واعلم أنهم اختلفوا في اللحية ما الأفضل فيها؟ فقيل: تقصير ما زادت على القبضة، كما في "كتاب الآثار" لمحمد؛ وقيل: بل الإعفاء أفضل مطلقا، أما قطع ما دون ذلك، فحرام إجماعا، بين الأئمة رحمهم الله تعالى، هذا خلاصة ما في تقرير الفاضل عبد القدير۔

📖 الدر المختار (سعيد) ٤١٨/٢ : وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح۔

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ۴/ ۲۲۳ : الجواب-ڈاڑھی رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے لقوله : خالفوا المشركين، أوفروا اللحى۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٣٨٤ : داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور منڈانا اور ایک قبضہ تک پہنچنے سے پہلے کاٹنا ناجائز ہے، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أوفروا اللحى۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٣/ ٢٦٠ : الجواب- ڈاڑھی قبضہ سے کم کرنا حرام ہے، بلکہ یہ دوسرے کبیرہ گناہوں سے بھی بدتر ہے... غرضیکہ ڈاڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق ہے، اور فاسق کی امامت مکروہ تحریمی ہے، اس لئے ایسے شخص کو امام بنانا جائز نہیں۔

দাড়ি রাখার হুকুম ও পরিমাণ

প্রশ্ন : শরীয়তে দাড়ি রাখার হুকুম কী? তার পরিমাণ কতটুকু?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখা ওয়াজিব ও একজন মুসলমানের বিশেষ একটি নিদর্শন। তার পরিমাণ হচ্ছে কমপক্ষে এক মুষ্টি, তাই এক মুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত দাড়ি কাটা বা ছাঁটা নাজায়েয। (১৮/৫১০/৭৬৯৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨٢ (٥٨٩٢) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٨٣ (٥٨٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى» -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٢٩ (٢٦٠) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ١٠١٨ (٢٣٥٧) : عن مروان يعني ابن سالم المقفع، قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف» .

📖 الدر المختار (سعيد) ٤١٨/٢ : وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۲۳ : الجواب-ڈاڑھی رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے لقوله : خالفوا المشركين، أوفروا اللحى-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۸۴ : داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور منڈانا اور ایک قبضہ تک پہنچنے سے پہلے کاٹنا ناجائز ہے، عن ابن عمر ؓ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أوفروا اللحى-

এক মুষ্টির কমে দাড়ি ছাঁটা হারাম

প্রশ্ন : দাড়ি রাখার হুকুম কী? দাড়ি ছাঁটা ইমামের পেছনে ইকতিদা সহীহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তে দাড়ি রাখা যেহেতু ওয়াজিব এবং এক মুষ্টির কম দাড়ি ছাঁটা হারাম। তাই এ ধরনের ব্যক্তির পেছনে নামাযের ইকতিদা করলে নামায সহীহ হয়ে গেলেও তা মাকরূহে তাহরীমি হবে। সুতরাং পরিপূর্ণ শরীয়তের হুকুম বিধান মান্য করেন, এমন ব্যক্তিকেই ইমাম বানানো জরুরি। (১৮/৫১০/৭৬৯৫)

📖 كنز الدقائق (المطبع المجتبائی) ص ٢٨ : وكره إمامة العبد والأعرابي والفاسق والمبتدع والأعمى وولد الزنا-

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر... كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۳ /۱۵۸ : الجواب- داڑھی خواہ ناقص ہو یا مکمل ہر صورت میں منڈوانا ناجائز اور حرام ہے... ایسے امام کی اقتداء دیگر فسق وفجور کے حکم میں ہو کر مکروہ تحریمی ہے-

দাড়ি ছাঁটা বা মুণ্ডানো

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি দাড়ি খাটো করে অথবা মুণ্ডায়, তাহলে এ দুই সুরতের মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কি না? এবং তার পেছনে ইকতেদা করার হুকুম কী? এবং ইসলামের দৃষ্টিতে দাড়ি রাখার সীমানা কতটুকু?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ইসলামের প্রতীকি নিদর্শন এবং ওয়াজিব। এর চেয়ে ছোট করে কাটা বা মুণ্ডানো গোনাহের দিক থেকে উভয়টিই সমান। তাই এমন ব্যক্তির পেছনে ইকতিদা করা মাকরূহে তাহরীমি বলে বিবেচিত। (১৬/১৯৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨٢ (٥٨٩٢) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٨٣ (٥٨٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى» -

📖 كتاب الآثار لأبى حنيفة ص ١٩٨ : محمد قال :أخبرنا أبو حنيفة عن الهيثم عن ابن عمر أنه يقبض على لحيته ثم يقبض ما تحت القبضة- قال محمد: وبه نأخذ وهو قول أبي حنيفة-

📖 فتح البارى (دار المعرفة) ١٠/ ٣٥٠ : وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٦٠ : (قوله وفاسق) من الفسق: وهو الخروج عن الاستقامة، ولعل المراد به من يرتكب الكبائر ... ... كالمبتدع تكره إمامته بكل حال، بل مشى في شرح المنية على أن كراهة تقديمه كراهة تحريم لما ذكرنا قال: ولذا لم تجز الصلاة خلفه أصلا عند مالك ورواية عن أحمد -

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর এক মুষ্টির চেয়ে বেশি ছিল

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক বলে যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ ছিল না, তাই আমরাও এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখি না। এটি সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দাড়ি রাখা সমস্ত নবীর সুন্নাত এবং ইসলাম ধর্মের 'শিআর' তথা মৌলিক চিহ্ন। কোরআন-হাদীস, ইজমা-কিয়াস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে রাসূল (সা:)-এর দাড়ি এক মুষ্টির কম ছিল না, তাই দাড়ি কেটে এক মুষ্টির চেয়ে কম রাখা হারাম এবং জঘন্যতম অপরাধ। (১৮/৬৯১/৭৮১০)

📖 سورة طه الآية ٩٤ : ﴿قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨٢ (٥٨٩٢) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٨٣ (٥٨٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٩٥ (٤١٩٩) : عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى» -

📖 فيه أيضا ٢/ ١٠١٨ (٢٣٥٧) : عن مروان يعني ابن سالم المقفع، قال: «رأيت ابن عمر يقبض على لحيته، فيقطع ما زاد على الكف» .

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٥١ : فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/٤١٨ : (قوله: وأما الأخذ منها إلخ) بهذا وفق في الفتح بين ما مر وبين ما في الصحيحين عن ابن عمر عنه – صلى الله

Scanned by CamScanner

عليه وسلم - «أحفوا الشوارب واعفوا اللحية» قال: لأنه صح عن ابن عمر راوي هذا الحديث أنه كان يأخذ الفاضل عن القبضة۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۲۳ : الجواب-ڈاڑھی رکھنا واجب اور قبضہ سے زائد کٹانا حرام ہے لقوله : خالفوا المشركين، أوفروا اللحى۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۸۴ : داڑھی کا رکھنا واجب ہے اور منڈانا اور ایک قبضہ تک پہنچنے سے پہلے کاٹنا ناجائز ہے، عن ابن عمر رضـ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين أوفروا اللحى۔

দাড়ি মুণ্ডনকারীকে মুতাওয়াল্লী বা কমিটির সদস্য বানানো

প্রশ্ন : দাড়ি মুণ্ডনকারী ব্যক্তি ফাসেক কি না? এসব ব্যক্তিকে মসজিদ কমিটির কর্মকর্তা, সদস্য বা মুতাওয়াল্লী বানানো বা হওয়া গোনাহের কাজ হবে কি না?

উত্তর : দাড়ি মুণ্ডনকারী ও এক মুষ্ঠির থেকে কমে কর্তনকারী শরীয়তের দৃষ্টিতে ফাসেক। মসজিদ-মাদরাসা ইসলাম ধর্মের পবিত্র স্থান ও নিদর্শন। খোদাভীরু আলেম মসজিদ পরিচালনায় পারদর্শী লোক থাকাবস্থায় বেআমল-ফাসেক ব্যক্তি এসব দ্বীনি প্রতিষ্ঠানের মুতাওয়াল্লী হওয়ার অধিকার রাখে না। তবে কোথাও এ ধরনের লোক মুতাওয়াল্লী হয়ে গেলে এবং আমানতদার হলে তাকে সরানোর চেষ্টা না করা উচিত। (৫/৪৫৮/১০২১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ٢٢٦ : أما الأول فقال في فتح القدير الصالح للنظر من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف قال وصرح بأنه مما يخرج به الناظر ما إذا ظهر به فسق كشربه الخمر ونحوه. اهـ وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو بنائبه لأن الولاية مقيدة بشرط النظر وليس من النظر تولية الخائن لأنه يخل بالمقصود وكذا تولية العاجز لأن المقصود لا يحصل به -

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۲۰۲ : پس اگر زید مرتکب فعل حرام کا ہے کہ قبضہ سے کم داڑھی کو کترواتا یا منڈاتا ہے تو وہ فاسق ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲۶۰/۳ : داڑھی کٹانے یا منڈانے والا فاسق ہے۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۷/ ۲۰۵ : متولی وہ شخص مقرر کیا جاسکتا ہے جو امین یعنی دیانتدار ہو اور انتظام و نگہداشت وقف کی صلاحیت رکھتا ہو..... اور صحت تولیت کے لئے متولی کا بالغ اور عاقل ہونا شرط ہے۔

Scanned by CamScanner

চাকরির জন্য দাড়ি কাটা

প্রশ্ন : আমি দরিদ্র ও অভাবে জর্জরিত পরিবারের সন্তান। আমি অতি কষ্টে আলিম পাস করেছি। কিন্তু বর্তমানে পারিবারিক অসচ্ছলতা এবং দৈন্যদশা প্রকট হওয়ায় সামনে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আর আমার নিজেরও এমন সামর্থ্য নেই যে আমি কোনো ব্যবসায় নামব। এমন সময় এক ব্যক্তি তার মেয়েকে আমার সাথে বিয়ে দিতে চায়। তার মেয়েকে বিয়ে করলে সে আমাকে সেনাবাহিনীতে চাকরির ব্যবস্থা করে দেবে। কিন্তু এখানেও একটি বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। তা হলো, আমার মুখের সুন্নাতি দাড়ি নিয়ে সেনাবাহিনীতে যাওয়া যাবে না। দাড়ি ফেলতে হবে, না হয় ছোট করে কাটতে হবে। পারিবারিক এহেন কঠিন মুহূর্তে দাড়ি ছোট করার বৈধতা শরীয়তের দৃষ্টিতে আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব, এর চেয়ে কম করে কাটা বা মুণ্ডানো হারাম। তাই সেনাবাহিনীতে চাকরির অজুহাতে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ নেই। (১৯/৬২৯/৮৩৬২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤١٨/٢ : وأما الأخذ منها وهي دون ذلك كما يفعله بعض المغاربة، ومخنثة الرجال فلم يبحه أحد، وأخذ كلها فعل يهود الهند ومجوس الأعاجم فتح.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۶/ ۲۴۷ : ان روایات واقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاڑھی رکھنا واجب ہے اور ایک مشت سنت مؤکدہ ہے اس سے کم کرنا مکروہ تحریمی ہے اور اتنی لمبی رکھنا کہ لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھیں اور مزاق سا بن جائے یہ بھی خلاف سنت ہے، لہذا ملازمت اور اچھی تنخواہ کے خاطر ڈاڑھی منڈانا اور فرنچ کٹ بنانے کی شرط قبول کرنا جائز نہیں ہے، حق تعالی رزاق ہے اسی پر اعتماد وتوکل کرنا چاہئے۔

নিম দাড়ি রাখা ওয়াজিব

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় নিম দাড়ি নিয়ে অত্যন্ত সমস্যা হচ্ছে। কেউ বলেন, নিম দাড়ি রাখা মুবাহ (ভালো) আর কর্তন করা মাকরূহ। আবার কেউ বলেন, নিম দাড়ি রাখা ওয়াজিব। যেমন দাড়ি রাখা ওয়াজিব, কর্তন করা হারাম।

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী নিম দাড়ি, দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। তা কাটা নাজায়েয বিধায় এ থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (১৯/৮৫/৮০১৬)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٧٢ (٣٥٤٦) : عن حريز بن عثمان، أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: «كان في عنفقته شعرات بيض».

📖 فيض البارى (دار الكتب العلمية) ٦/ ٩٩ : قوله: (ويأخذ هذين) والمراد منهما الشدقان، دون الفنكين، فإن قطع الأشعار التي على وسط الشفة السفلى، أي العنفقة، بدعة، ويقال لها: "ريش بجه".

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٠٧/٦ : نتف الفنبكين بدعة وهما جانبا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية اهـ (قوله والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال وبه أخذ. محيط اهـ.

📖 إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ١/ ١٤٤ : الخامس نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة، شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته-

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٤/ ٢٣٠ : سوال- ... ... اور احياء العلوم ميں ہے: ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة، شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته،

لہذا جواب طلب یہ امر ہے کہ نتف معنی اکھاڑنے کے ہیں یا مونڈنے پر بھی استعمال ہو سکتا ہے؟

الجواب- حکم دونوں کا ایک ہی ہے۔

নিম দাড়ি মুণ্ডানোর হুকুম

প্রশ্ন : থুতনির ওপরের নিম দাড়ি রাখার ব্যাপারে কোনো উপযুক্ত দলিল আছে কি না? থাকলে দলিলসহ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : থুতনির ওপরের নিম দাড়ি ও দাড়ির হুকুমে বিধায় মুণ্ডানো নিষেধ। (১৭/৭৭৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٤٧٢ (٣٥٤٦) : عن حريز بن عثمان، أنه سأل عبد الله بن بسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أرأيت النبي صلى الله عليه وسلم كان شيخا؟ قال: «كان في عنفقته شعرات بيض» -

📖 فيض الباري (دار الكتب العلمية) ٦/ ٩٩ : قوله: (ويأخذ هذين) والمراد منهما الشدقان، دون الفنكين، فإن قطع الأشعار التي على وسط الشفة السفلى، أي العنفقة، بدعة، ويقال لها: "ريش بجه".

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٠٧/٦ : نتف الفنبكين بدعة وهما جانبا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب ولا ينتف أنفه لأن ذلك يورث الأكلة وفي حلق شعر الصدر والظهر ترك الأدب كذا في القنية اهـ (قوله والسنة فيها القبضة) وهو أن يقبض الرجل لحيته فما زاد منها على قبضة قطعه كذا ذكره محمد في كتاب الآثار عن الإمام، قال وبه أخذ. محيط اهـ.

📖 إحياء علوم الدين (دار المعرفة) ١/ ١٤٤ : الخامس نتفها أو نتف بعضها بحكم العبث والهوس وذلك مكروه ومشوه للخلقة ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة، شهد عند عمر بن عبد العزيز رجل كان ينتف فنيكيه فرد شهادته ورد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابن أبي ليلى قاضي المدينة شهادة من كان ينتف لحيته -

নিম দাড়ির আশপাশ ছাঁটা

প্রশ্ন : ঠোঁটের নিচের পাশের অংশ চেঁছে ফেলার অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : নিচের ঠোঁটের পাশের অংশ না কাটাই উত্তম। (১০/৩৭৩/৩১৪৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٠٧ : [تنبيه] نتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة وهي شعر الشفة السفلى كذا في الغرائب -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۳۰ : سوال- خاکسار نے خط بنوانے میں بچی کے طرفین کا حلق کرانا ہے یہ ناجائز ہے یا جائز؟
الجواب- احتیاط اور معمول ترک حلق ہے۔

Scanned by CamScanner

মুখমণ্ডলের পশম পরিষ্কার করা

প্রশ্ন : আলেম সমাজের মাঝে মৌখিক ও আমলগত মতানৈক্যপূর্ণ একটি মাসআলা তথা চেহারার কেশ পরিষ্কার করা সম্পর্কে আরবী-উর্দু ফাতওয়ার মাঝে সমন্বয় সমাধান আছে কি না? ফাতওয়ায়ে শামী ৯ম খণ্ড ৫ পৃষ্ঠায় লিখেছেন :

وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب

এখানে মহিলাদের বিষয়টি বাদ দিয়ে পুরুষদের ব্যাপারে চেহারার কেশ পরিষ্কার করার ওপর কঠোর নিষেধ রয়েছে। আবার কিছু উর্দু ফাতওয়ার কিতাবে আছে, চেহারার কেশ কাটা জায়েয। যেমন, فتاوی محمودیہ। অতএব এ দুই মতানৈক্যপূর্ণ ফাতওয়ার সমন্বয় কী?

উত্তর: ফুকাহায়ে কেরামের নির্ভরযোগ্য মতানুসারে চেহারার দুই পাশে দাঁতবিশিষ্ট হাড়, থুতনি, গণ্ডদেশসহ চেহারার ওপর গজানো সমস্ত কেশ দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। শরয়ী দৃষ্টিকোণে দাড়ি বা তার কোনো অংশ কাটা-ছাঁটা বা উপড়ে ফেলা বৈধ নয় বিধায় অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরাম চেহারার যেকোনো অংশের ওপর গজানো পশম কাটা, ছাঁটা ও উপরানো নাজায়েয বলে ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। তবে কোনো কোন ফিকহের কিতাবে ও অভিধানের কিতাবের ভাষ্য মতে নাকের পাশে গালের ওপর গজানো কেশ দাড়ির অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় অনেক মুফতিয়ানে কেরাম তা কাটা, ছাঁটা ও উপড়ানো জায়েয ফাতওয়া দিয়েছেন। অতএব এ ধরনের ফাতওয়ার ভিত্তিতে এ পশম দূর করার সুযোগ বোঝা গেলেও অধিকাংশ মুফতিয়ানে কেরামের মতে আমল করাই অধিক সতর্কতা ও তাকওয়াযোগ্য। (৫/৬৭৩/৬১৯৮)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٤٦/٢٢ : واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلت: على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابا.

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ١٠/ ٣٥٠ : واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن -

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ١٦ : وظاهر كلامهم أن المراد باللحية الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن وفي شرح الارشاد اللحية الشعر النابت بمجتمع اللحيين

Scanned by CamScanner

والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض.

📖 منحة الخالق بهامش البحر (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ١٦ : (قوله: والعارض ما بينهما وبين العذار إلخ) قال الرملي أي فيسمى الشعر النابت على الخدين إلى العظم الناتئ بقرب الأذن عارضا والنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن عذارا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١٠٠/١ : وفي شرح الإرشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر.

📖 القاموس المحيط (مؤسسة الرسالة) ص ١٣٣٠ : اللحية، بالكسر: شعر الخدين والذقن -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۹۲ : رخساروں کے بال منڈوانا جائز ہے، مگر خلاف اولی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۸/ ۲۸۲ : الجواب- رخسار اور حلق کے بالوں کا چنوانا اور منڈوانا شرعا درست ہے نہ منڈوانا بہتر ہے۔

দাড়ির সীমারেখা ও নাকের পাশের পশম কাটা

প্রশ্ন : শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে দাড়ির সীমা কতটুকু ? অনেকে নাকের আশপাশে, গালের ওপরের পশম কেটে ফেলে, এর বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দাড়ি বলা হয় উভয় চোয়ালের ওপর কানপট্টি পর্যন্ত ও তার মাঝের উভয় গণ্ডের ওপর এবং থুতনি ও নিচের ঠোঁটের নিচে গজানো লোমকে। তাই দাড়ি উক্ত নির্ধারিত স্থানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে। এর মধ্যে দাড়ি রূপে যা তা কাটা ও চাঁছা নাজায়েয। নাকের আশপাশের কেশ কাটা জায়েয হলেও না কাটা উত্তম। (১০/৩৭৩/৩১৪৭)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٤٦/٢٢ : واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلت: على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابا.

Scanned by CamScanner

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ١٠/ ٣٥٠ : واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن -

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١/١٠٠ : وفي شرح الإرشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر.

📖 منحة الخالق بهامش البحر (دار الكتاب الإسلامي) ١/ ١٦ : (قوله: والعارض ما بينهما وبين العذار إلخ) قال الرملي أي فيسمى الشعر النابت على الخدين إلى العظم الناتئ بقرب الأذن عارضا والنابت على العظم الناتئ بقرب الأذن عذارا.

📖 لسان العرب (دار صادر) ١٥/ ٢٤٣ : واللحي: منبت اللحية من الإنسان وغيره، وهما لحيان وثلاثة ألح، على أفعل، إلا أنهم كسروا الحاء لتسلم الياء، والكثير لحي ولحي، على فعول، مثل ثدي وظبي ودلي فهو فعول. ابن سيده: اللحية اسم يجمع من الشعر ما نبت على الخدين والذقن، والجمع لحى ولحى، بالضم، مثل ذروة وذرى؛ قال سيبويه: والنسب إليه لحوي؛ قال ابن بري: القياس لحيي. ورجل ألحى ولحياني: طويل اللحية، وأبو الحسن علي بن خازم يلقب بذلك، وهو من نادر معدول النسب، فإن سميت رجلا بلحية ثم أضفت إليه فعلى القياس. والتحى الرجل: صار ذا لحية، وكرهها بعضهم. واللحي: الذي ينبت عليه العارض، والجمع ألح ولحي ولحاء؛ قال ابن مقبل:

تعرض تصرف أنيابها، ... ويقذفن فوق اللحا التفالا

واللحيان: حائطا الفم، وهما العظمان اللذان فيهما الأسنان من داخل الفم من كل ذي لحى -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۹۲ : رخساروں کے بال منڈوانا جائز ہے، مگر خلاف اولی ہے۔

দাড়ির সীমারেখা

প্রশ্ন : চেহারার কোন কোন অংশের পশম দাড়ির অন্তর্ভুক্ত? নাক ও কানের মাঝখানের অংশের পশম, দাড়ির অন্তর্ভুক্ত কি না? নিচের ঠোঁটের অংশে গজানো পশম দাড়ির

Scanned by CamScanner

অন্তর্ভুক্ত কি না? থুতনির কোন অংশ পর্যন্ত দাড়ির সীমারেখা? থুতনির নিচের হাড়ের শক্ত অংশ, নাকি তার নিচের নরম অংশসহ? বিস্তারিত জানানোর অনুরোধ রইল।

উত্তর : ফুকাহায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে দাড়ি বলা হয় দুই চোয়ালের দাঁতবিশিষ্ট হাড়ের ওপর গজানো পশম এবং কান ও চোখের মধ্যবর্তী স্থানে গজানো সারিবদ্ধ পশমকে। কোনো কোনো ফিকাহবিদের মতে, ঠোঁটের নিচের অংশে গজানো পশম ও নাকের উভয় দিকসংলগ্ন গালের ওপর গজানো ও থুতনির নিচের নরম অংশে গাজানো পশমও দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এ সকল কেশ কাটা বা উপড়ানো অনুচিত। (১৫/৫৯১/৬১৪৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/١٠٠ : (قوله: جميع اللحية) بكسر اللام وفتحها نهر، وظاهر كلامهم أن المراد بها الشعر النابت على الخدين من عذار وعارض والذقن. وفي شرح الإرشاد: اللحية الشعر النابت بمجتمع الخدين والعارض ما بينهما وبين العذار وهو القدر المحاذي للأذن، يتصل من الأعلى بالصدغ ومن الأسفل بالعارض بحر-

📖 فيه أيضا ٥/ ٣٧٣ : وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اه-

📖 التعريفات الفقهية (المكتبة الأشرفية) ٤٥٢ : اللحية شعر اللحيين والذقن واللحى هو العظم الذي عليه الأسنان والذقن هو مجتمع اللحيين-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/٣٥٨ : ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث-

গালের ওপর গজানো পশম দাড়ি কি না

প্রশ্ন : গালের ওপর চুলগুলো দাড়ি কি না? ওইগুলো রাখা কি ওয়াজিব? দু-একটি সহীহ হাদীসের দলিলসহ জানাবেন।

উত্তর : গালের ওপরের চুলগুলো না কাটা উত্তম। কেননা কোনো কোনো মুহাদ্দিসীনে কেরাম দাড়ির যে সংজ্ঞা দিয়েছেন সেই মতে গালের চুলগুলো দাড়ির অন্তর্ভুক্ত। (৫/৮৬)

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاری (دار إحياء التراث) ٤٦/٢٢ : واللحى بكسر اللام وضمها بالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي إسم لما نبت على الخدين والذقن، قاله بعضهم. قلت: على الخدين ليس بشيء، ولو قال: على العارضين لكان صوابا.

📖 فتح الباري (دار المعرفة) ١٠/ ٣٥٠ : واللحى بكسر اللام وحكي ضمها وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن-

📖 التوشيح شرح البخاری للسيوطی (مكتبة الرشد) ٨/ ٣٦٠٥ : (اللحى): بكسر اللام، وحكى ضمها والقصر، جمع "لحية" بالكسر: ما نبت على الخدين والذقن.

গণ্ডদেশের পশম কাটা

প্রশ্ন : অনেকে হলকুম তথা গণ্ডাদেশের নিচের অংশে গলায় যে পশম গজায়, এগুলো চেঁছে ফেলে, এর বিধান কী?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী হলকুমের লোম কাটা জায়েয হলেও উচিত নয়। (১০/৩৭৩/৩১৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٨/٥ : ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بذلك-

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص٨١٨ : حلق کے بالوں کو منڈانا علامہ شامیؒ نے ممنوع لکھا ہے ... ... حلق کے بالوں کے منڈانے میں امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے، شامی سے جو قول منقول ہوا ہے وہ امام صاحب کا مذہب ہے اور اس میں احتیاط ہے لیکن ابو یوسفؒ سے جواز منقول ہے۔

এক মুষ্টির চেয়ে লম্বা দাড়ি রাখা ও দাড়িতে আগুন দেওয়ার কথা বলা

প্রশ্ন : আমি এক জামে মসজিদে ইমামতি করি। আমি দাড়ি গজানোর পর থেকে আর কর্তন করিনি। যখন বেশ লম্বা হয় তখন ঢাকার অধিবাসী আমার এক হুজুরের কাছে জিজ্ঞেস করি, হুজুর! আমার মনে চায় বেশ লম্বা দাড়ি রাখতে (অর্থাৎ এক মুষ্টি থেকেও বেশ লম্বা) তা কি শরীয়ত মতে নাজায়েয ও হারাম হবে? হুজুর বললেন–না, হারাম

Scanned by CamScanner

হবে না, কিন্তু হেফাজতে ও যত্নে রাখতে হবে। তাই আমার দাড়ি এখন প্রায় চার মুষ্টি লম্বা। দুই-তিন দিন আগে আমি যখন বাজারে যাই সেখানে আমার দাড়ি নিয়ে দুজন আলেমের বেশ আলোচনা হয়। তারা একপর্যায়ে বলে এক মুষ্টি থেকে বেশি লম্বা দাড়ি রাখা হারাম, যে রেখেছে সে হারাম কাজ করেছে। আমি যখন হারামের দলিল চাইলাম তারা বলল, দলিলের জন্য পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে কবর থেকে উঠিয়ে লিখিত দলিল নিয়ে আসি। এভাবে কথা বলতে বলতে আরেকজন বলে, এ রকম দাড়িতে আগুন লাগিয়ে জ্বালিয়ে দাও।
তাই জানতে চাই, এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি রাখা জায়েয না হারাম? এবং ওই দুই আলেম যে হারাম বলেছে তাদের কথা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? এবং আগুন লগিয়ে জ্বালিয়ে দিতে বলেছে, তাদের কী হুকুম?

উত্তর : অসংখ্য হাদীস শরীফে দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ এসেছে। দাড়িকে আপন গতিতে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এ হিসেবে দাড়িতে কাটছাঁট না করে আপন অবস্থায় রেখে দেওয়া শরীয়তের উদ্দেশ্য। কিন্তু যেহেতু কোনো কোনো সাহাবী হতে এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কাটার প্রমাণ পাওয়া যায়, তাই সমস্ত ইমাম ও ফিকাহবিদের মতে কমপক্ষে এক মুষ্টি পরিমাণ দাড়ি রাখা ওয়াজিব।
এক মুষ্টির অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা যাবে কি না–এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। অনেকে বলেন, অতিরিক্ত দাড়ি কর্তন করা উত্তম। আবার কেউ কেউ বলেন, অতিরিক্ত অংশ কর্তন না করাই উত্তম, যদিও কাটার অনুমতি আছে। কিন্তু এক মুষ্টির অতিরিক্ত লম্বা রাখা হারাম–এ ধরনের কোনো মত শরীয়তে কোনো আলেম হতে পাওয়া যায় না বিধায় যে ব্যক্তি এ ধরনের মত ব্যক্ত করেছে তার কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং অজ্ঞতার প্রমাণ। অজ্ঞতার ওপর এ ধরনের কথা বলা মারাত্মক গোনাহ। আর যে ব্যক্তি দাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার কথা বলেছে তার জন্য অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি হতে ক্ষমা চেয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি দিলে তাওবা করা জরুরি। এ ধরনের কটূক্তির দ্বারা অনেক সময় ঈমান চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। (৮/৬৫৬/২৩০৩)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ٤/ ٨٢ (٥٨٩٢) : عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " خالفوا المشركين: وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب " وكان ابن عمر: «إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه»۔

📖 فيه أيضا ٤/ ٨٣ (٥٨٩٣) : عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «انهكوا الشوارب، وأعفوا اللحى»۔

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٩٥ (٤١٩٩) : عن عبد الله بن عمر، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإحفاء الشوارب، وإعفاء اللحى» -

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٥١ : فحصل خمس روايات أعفوا وأوفوا وأرخوا وأرجوا ووفروا ومعناها كلها تركها على حالها هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه وهو الذي قاله جماعة من أصحابنا وغيرهم من العلماء وقال القاضي عياض رحمه الله تعالى يكره حلقها وقصها وتحريقها وأما الأخذ من طولها وعرضها فحسن وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجزها قال وقد اختلف السلف هل لذلك حد فمنهم من لم يحدد شيئا في ذلك إلا أنه لا يتركها لحد الشهرة ويأخذ منها وكره مالك طولها جدا ومنهم من حدد بما زاد على القبضة فيزال ومنهم من كره الاخذ منها الا في حج أوعمرة -

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٢/ ٤٦- ٤٧ : وقال الطبري: فإن قلت: ما وجه قوله: اعفوا اللحى؟ وقد علمت أن الإعفاء الإكثار وأن من الناس من إذا ترك شعر لحيته اتباعا منه لظاهر قوله: اعفوا اللحى، فيتفاحش طولا وعرضا ويسمج حتى يصير للناس حديثا ومثلا، قيل: قد ثبتت الحجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خصوص هذا الخبر وأن اللحية محظور إعفاؤها، وواجب قصها على اختلاف من السلف في قدر ذلك وحده، فقال بعضهم: حد ذلك أن يزاد على قدر القبضة طولا، وأن ينتشر عرضا فيقبح ذلك، وروي عن عمر رضي الله عنه، أنه رأى رجلا قد ترك لحيته حتى كبرت فأخذ يجذيها ثم قال: ائتوني بجلمتين ثم أمر رجلا فجزما تحت يده، ثم قال: إذهب فأسلح شعرك أو أفسده، يترك أحدكم نفسه حتى كأنه سبع من السباع، وكان أبو هريرة يقبض على لحيته فيأخذ ما فضل، وعن ابن عمر مثله، وقال آخرون: يأخذ من طولها وعرضها ما لم يفحش، ولم يجدوا في ذلك حدا غير أن معنى ذلك عندي ما لم يخرج من عرف الناس، وقال عطاء: لا بأس أن يأخذ من لحيته الشيء القليل من طولها

Scanned by CamScanner

وعرضها إذا كبرت وعلت كراهة الشهرة، وفيه تعريض نفسه لمن يسخر به -

📖 فتح البارى (دار المعرفة) ١٠/ ٣٥٠ : وقال عياض يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن بل تكره الشهرة في تعظيمها كما يكره في تقصيرها كذا قال وتعقبه النووي بأنه خلاف ظاهر الخبر في الأمر بتوفيرها قال والمختار تركها على حالها وأن لا يتعرض لها بتقصير ولا غيره وكأن مراده بذلك في غير النسك لأن الشافعي نص على استحبابه فيه -

📖 امداد المفتيين (دار الاشاعت) ص ٨١٨ : در مختار میں ہے : ولا بأس من بنتف المشيب وأخذ أطراف اللحية والسنة فيها القبضة : اس روایت سے معلوم ہوا کہ طریقۂ سنت ڈاڑھی کے بارے میں یہ ہے کہ مقدار ایک مشت کی رکھی جائے اور ایک مشت سے زائد کٹانا جائز ہے—اور ابن عمرؓ کی حدیث کا یہی مطلب ہے کہ آنحضرت ﷺ ان زائد بالوں کو جو ایک مشت سے زائد اور بڑے ہوتے تھے ان کو کترا دے تھے اور ڈاڑھی کو برابر کر دیتے تھے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٩/ ١٧٩ : تمام مسلمان ڈاڑھی رکھنے کو ایک اسلامی شعار سمجھتے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ ... اور جو لوگ کہ اس سنت نبویہ کی ہنسی اڑائیں تمسخر کریں آوازیں کسیں ان کے ایمان کی خیر نہیں۔

দাড়িতে জট রাখা

প্রশ্ন : আমার দাড়ি ঘন, চামড়া দেখা যায় না। আমার দাড়ির নিচের দিকে ডানপাশে একটা জট আছে, যা এক মুষ্টির অধিক লম্বা হয়ে দড়ির মতো ঝুলে পড়েছে, যার কারণে মুসল্লিরা আমাকে বলেছে যে তুমি মসজিদের সামনের কাতারে নামায পড়তে পারবে না, তোমার সাথে যারা নামায পড়বে তাদেরও নামায হবে না। প্রশ্ন হলো, দাড়িতে জট রাখা বা কাটার হুকুম কী? জট দাড়ির হুকুমে হবে কি না? এতে ওজু-গোসলের ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : ইসলাম পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন ধর্ম। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে ইসলামে বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য চুল-দাড়িসহ সর্বক্ষেত্রে পরিচ্ছন্নতা বজায় রেখে চলা ইসলামের এক মহান দাবি। তাই আপনার স্বীকারোক্তি অনুযায়ী আপনার দাড়ির নিচের জট, যা এক মুষ্ঠির অধিক লম্বা হয়ে দাড়ির

Scanned by CamScanner

মতো ঝুলে থাকে। এ দৃশ্যটি সত্যিই দৃষ্টিকটু বিধায় আপনার উচিত হবে যদি উক্ত জট দাড়ির সীমানা (যে হাড়ের ওপরে দাঁত গজায়) ছেড়ে গলার সীমান্তে হয়ে থাকে, তাহলে গোড়া থেকে জটটি কেটে ফেলা। আর যদি উক্ত জট দাড়ির সীমানায় হয়ে থাকে তাহলে এক মুষ্টি পরিমাণের পর কেটে ফেলা এবং যেকোনো মাধ্যমে জট পরিষ্কার করে চিরুনি ও তেলের মাধ্যমে ধীরে ধীরে জটটি স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা। ঘন দাড়ি হওয়ায় উক্ত জটের কারণে ওজু-গোসলের কোনো ক্ষতি হবে না। (১১/৭৪/৩৪০৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٤ : ويغسل شعر الشارب والحاجبين وما كان من شعر اللحية على أصل الذقن ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا أن يكون الشعر قليلا تبدو منه المنابت. كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 البحر الرائق (سعيد) ١/ ١١ : وفي المغرب اللحي العظم الذي عليه الأسنان. اهـ وهذا الحد للوجه مروي في غير رواية الأصول، ولم يذكر حده في ظاهر الرواية قال في البدائع: وهذا تحديد صحيح۔

📖 صحيح مسلم (٢٢٣) : عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «الطهور شطر الإيمان -

📖 سنن النسائي (٥٢٣٧) : عن أبي قتادة قال: كانت له جمة ضخمة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم «فأمره أن يحسن إليها، وأن يترجل كل يوم» -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢ / ١٦ : الجواب-اگر ڈاڑھی اتنی ہلکی ہو کہ اس میں سے چہرے کی کھال نظر آتی ہو تو کھال تک پانی پہنچاناضروری ہے ورنہ نہیں، بال جو چہرے کی حد کے اندر ہے ان کا دھونا فرض ہے اور جو تھوڑی سے نیچے لٹک رہے ہیں ان کا دھونا ضروری نہیں اولی ہے۔

ভ্রু কাটার হুকুম ও চেহারার চুলের সংজ্ঞা

প্রশ্ন : ভ্রু কাটার নিয়ম কী? চেহারার চুল কাকে বলে?

উত্তর : ভ্রু কাটার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই। তবে ভ্রু যদি অতিরিক্ত বেশি হয়ে যায়, তাহলে তা কেটে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা জায়েয আছে। যে চুল মুখমণ্ডল ও গণ্ডদেশের ওপর গজায় তাকে চেহারার চুল বলে। আর চেহারা বলা হয় কপালের চুলের গোড়া

Scanned by CamScanner

থেকে থুতনির নিচ এবং এক কানের লতি থেকে অপর কানের লতি পর্যন্ত অংশকে। (১১/৬৬৭/৩৪৯৯)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٣ : ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجه، وذكر في غير رواية الأصول أنه من قصاص الشعر إلى أسفل الذقن، وإلى شحمتي الأذنين، وهذا تحديد صحيح؛ لأنه تحديد الشيء بما ينبئ عنه اللفظ لغة؛ لأن الوجه اسم لما يواجه الإنسان، أو ما يواجه إليه في العادة، والمواجهة تقع بهذا المحدود-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٨/٥ : ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث-

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٨/ ٧٦ : آبرو بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہوں توان کو درست کرکے عام حالت کے مطابق کرنا جائز ہے، غرضیکہ تزیین مستحب ہے اور ازالہ عیب کا استحباب نسبۃً زیادہ مؤکد ہے اور تلبیس و تغییر خلق ناجائز ہے۔

মোচ কাটার নিয়ম ও ব্লেড ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : মোচ ছাঁটা বা কাটার নিয়ম কী? ব্লেড ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : মোচের সুন্নাতের ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য মত হলো মোচ এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করে ছাটা, যা দেখতে হলকের মতো মনে হয়। ব্লেড ব্যবহার করা অনুচিত। (১৮/১৩২)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ٥٢٦ : قال الطحاوي يستحب إحفاء الشوارب ونراه أفضل من قضاه وفي شرح شرعة الإسلام قال الإمام الإحفاء قريب من الحلق وأما الحلق فلم يرد بل كرهه بعض العلماء ورآه بدعة اهوفي الخانية وينبغي أن يأخذ من شاربه حتى يوازي الطرف الأعلى من الشفة العليا ويصير مثل الحاجب اهوعن الشعبي كان يقص شاربه حتى يظهر طرف الشفة العليا وما قاربه من أعلاه ويأخذ ما شذ مما فوق ذلك وينزع ما قارب الشفة من جانبي الفم ولا يزيد على ذلك اهقال في فتح الباري وهذا أعدل ما وقفت عليه من الآثار-

Scanned by CamScanner

মোচ কাটার সীমারেখা

প্রশ্ন : মোচ কতটুকু কাটবে?

উত্তর : মোচ সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে কাটবে। (১২/৪৫৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٧ : والقص منه حتى يوازي الحرف الأعلى من الشفة العليا سنة بالإجماع.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲/ ۴۱۲ : لیکن اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ کاٹنے میں اتنا مبالغہ کیا جائے کہ گویا حلق نظر آئے۔

চুল রাখা ও কাটার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : ১. চুল রাখা ও কাটার সুন্নাত তরীকা কয়টি ও কী কী?

২. বর্তমান যুগে দেখা যায় চুল কাটার পদ্ধতি অনেক। যেমন–হাউছাঁট, আর্মি ছাঁট ইত্যাদি। শহরে আরো অনেক রকমের ছাঁট রয়েছে। এর ঢং হলো, চুল কোথাও খাটো, কোথাও লম্বা, আবার কোথাও একেবারে চাঁছা, এ ধরনের চুল কাটার হুকুম কী? হারাম, না মাকরূহ, না জায়েয? মাকরূহ হলে তাহরীমি কি না?

১. চুল মুণ্ডানো, অর্থাৎ চেঁছে ফেলা সুন্নাত কি না?

উত্তর : চুল রাখা ও কাটার ব্যাপারে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তিনটি পদ্ধতি রয়েছে : এক. বাবরি রাখা, দুই. মুণ্ডিয়ে ফেলা, তিন. সমস্ত চুল সমান করে কাটা। উক্ত তিন পদ্ধতির প্রথমোক্তটি সর্বসম্মতিক্রমে সুন্নাত। দ্বিতীয় পদ্ধতিও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী সুন্নাত। কিন্তু শেষোক্ত পদ্ধতিটি সুন্নাত নয়, বরং উলামায়ে কেরাম তা বৈধ বলেছেন। সুতরাং উক্ত তিন পদ্ধতির বহির্ভূত অন্য কোনো পদ্ধতিতে চুল রাখা বা কাটা বিশেষ করে চুলের কিছু অংশ চেঁছে ফেলা মাকরূহে তাহরীমি।

অতএব ইংরেজদের অনুকরণে বর্তমান যুগের ইউছাঁট, হিপপি ছাঁট, আর্মি ছাঁট ইত্যাদি নিত্যনতুন পদ্ধতিগুলো শরীয়ত পরিপন্থী তথা মাকরূহে তাহরীমি হওয়ায় মুসলমানদের জন্য বর্জনীয়। (১১/৬১৬)

📖 سنن أبي داود (٣٥٦) : عن عثيم بن كليب، عن أبيه، عن جده، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد أسلمت فقال له النبي

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم: «ألق عنك شعر الكفر» يقول: احلق قال: وأخبرني آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لآخر معه: «ألق عنك شعر الكفر واختتن» -

📖 فيه أيضا (٤١٩٢) : عن عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم، ثم أتاهم، فقال: «لا تبكوا على أخي بعد اليوم»، ثم قال: «ادعوا لي بني أخي»، فجيء بنا كأنا أفرخ، فقال: «ادعوا لي الحلاق»، فأمره فحلق رءوسنا -

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ٤/ ١٨٧ (٣٩٣٣) : عن أبي قتادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٩٤ (٤١٩٥) : عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله» -

📖 الاستذكار (دار الكتب العلمية) ٤٣٥/٨ : وروى بن جريج عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه،

وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائرا الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن تحلقه -

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٨٧/٢ : ويعضد ما ذكرنا من استئصال الشعر ما رواه الدارمي في آخر هذا الحديث: ((وكان علي رضي الله عنه يجز شعره))، وفيه أن المداومة علي حلق الرأس سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرره علي ذلك، ولأنه رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم، والعض عليها بالنواجذ.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٧/٥ : وفي روضه الزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق وإما الحلق وذكر الطحطاوي الحلق سنة ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة كذا في التتارخانية. يستحب حلق الرأس في كل جمعة كذا في الغرائب.

Scanned by CamScanner

ولا بأس للرجل أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه لأنه يصير مشابها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية كذا في الذخيرة. ويجوز حلق الرأس وترك الفودين إن أرسلهما وإن شدهما على الرأس فلا كذا في القنية.

يكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب. وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع.

মাথা মুণ্ডানোর হুকুম

প্রশ্ন : বাবরি ব্যতীত চুল রাখার সুন্নাত তরীকা কী কী? অনেকে বলে মাথা কামানো খারেজিদের আলামত, কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : চুল রাখার শরয়ী পদ্ধতি তিনটি। এক. লিম্মা, জুম্মা, ওয়াফরা-এর কোনো এক প্রকার চুল রাখা। দুই. পুরা মাথা মুণ্ডানো সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। তিন. আর সর্বদিকে সমান রেখে চুল ছাঁটা বা রাখা জায়েয। এ ছাড়া অন্য প্রকারের চুল রাখা, ছাঁটা, কামানো সুন্নাত পরিপন্থী বা অনুত্তম।

মাথা মুণ্ডানো অধিকাংশ বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের মতে সুন্নাত। যারা চুল কামানো খারেজিদের আলামত বলে তাদের কথা সঠিক নয়। (১৩/৬২৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) (٤١٨٣- ٤١٨٧) : عن البراء، قال: «ما رأيت من ذي لمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم» زاد محمد بن سليمان: «له شعر يضرب منكبيه» قال أبو داود: كذا رواه إسرائيل، عن أبي إسحاق، قال: يضرب منكبيه، وقال شعبة: «يبلغ شحمة أذنيه».

عن البراء، قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يبلغ شحمة أذنيه».

عن أنس، قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شحمة أذنيه».

Scanned by CamScanner

عن أنس بن مالك، قال: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أنصاف أذنيه» -

عن عائشة، قالت: «كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوق الوفرة، ودون الجمة» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٠٧ : وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة، وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تتارخانية قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٧ : وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٨٦ : الجواب- (٥) سر کے بال منڈوانا جائز ہے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی سنت دائمہ ہے۔

শাস্তিস্বরূপ মাথা মুণ্ডন করানো

প্রশ্ন : মাথা হলক (মুণ্ডন) করার হুকুম কী? যদি কোনো ব্যক্তি সব সময় হলক করে অথবা কাউকে অপরাধী হিসেবে হলক করার হুকুম দেয়, তাহলে সেই হলক সুন্নাত হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মাথা হলক করা সুন্নাত। আর অপরাধী ব্যক্তি হলকের সময় যদি সুন্নাতের নিয়্যাত করে তাহলে সুন্নাত আদায় হয়ে প্রতিদানের আশা করা যায়। (১৮/১৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٠٧ : وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة،

Scanned by CamScanner

ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة، وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تتارخانية قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب۔

মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত

প্রশ্ন : মাথার চুল হলক করা সুন্নাত না জায়েয?

উত্তর : মাথার চুলের বেলায় লিম্মা, জুম্মা, ওয়াফরা-এর যেকোনো এক পদ্ধতিতে চুল রাখা আসল সুন্নাত। হলকের ব্যাপারে দ্বিমত থাকলেও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তাও সুন্নাতের পর্যায়ভুক্ত। (১২/৫৯৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ١/ ١٢٨ (٢٤٩) : عن علي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار» قال علي: فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا، وكان يجز شعره -

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٨٧/٢ : ويعضد ما ذكرنا من استئصال الشعر ما رواه الدارمي في آخر هذا الحديث: ((وكان علي رضي الله عنه يجز شعره))، وفيه أن المداومة علي حلق الرأس سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرره علي ذلك، ولأنه رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم، والعض عليها بالنواجذ.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٥/ ١٤٩ : عام عادت مبارکہ بال رکھنے کی تھی منڈوانا بہت کم ثابت ہے بعض صحابہ ہمیشہ منڈاتے تھے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٨٠ : بال رکھنے کی جائز صورتیں تین ہیں :
(١) پٹے رکھنا، اس کی تین قسمیں ہیں: (١) کانوں کی لو تک اس کو عربی میں وفرہ کہتے ہیں (٢) کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک اس کو لمہ کہتے ہیں (٣) کندیوں تک اس کو جمہ کہتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

(۲) حلق یعنی پورے سر کے بال منڈوانا۔

(۳) پورے سر کے بالوں کو برابر کاٹنا۔

ان میں سب سے افضل پہلی صورت ہے پھر دوسری صورت کا درجہ ہے اور آخری صورت کی صرف گنجائش ہے اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں کہ پٹے رکھنا مسنون ہے، البتہ حلق کی سنیت میں اختلاف ہے، علامہ طیبیؒ نے حضرت علیؓ کے دائمی عمل کی وجہ سے مسنون کہاہے اسی طرح امام طحاویؒ نے بھی اس کی سینت نقل کی ہے۔

মাথা মুণ্ডানোর হুকুম

প্রশ্ন : মাথা মুণ্ডানোর হুকুম কী? কিছু আলেম এটাকে মাকরূহ বলে থাকেন।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলগুলো সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে ওই ধরনের আমল, যা ছেড়ে দেওয়া গোনাহ। দ্বিতীয় ভাগের আমলগুলো ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই। তবে না ছেড়ে আমল করলে তার সাওয়াব পাওয়া যায় এবং আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) খুশি হন। প্রথম প্রকারের আমল যা ছেড়ে দেওয়া গোনাহ, তাকে সুন্নাত বলা হয়। যেমন ফজরের পূর্বের সুন্নাত বিনা ওজরে ছেড়ে দিলে গোনাহ হয়। দ্বিতীয় ভাগের আমলগুলো ছেড়ে দেওয়ার মধ্যে কোনো গোনাহ নেই, এগুলোকেও সুন্নাত বলা হয়। কখনো কখনো মুস্তাহাব বা মুস্তাহসানও বলা হয়। যেমন মাথায় চুল রাখা বা না রাখা বা খাটো করে রাখা। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তিন পদ্ধতিতে চুল রেখেছেন, তাই উলামায়ে কেরাম লিম্মা, জুম্মা ও ওয়াফরা–এ তিন পদ্ধতির কোনো এক পদ্ধতিতে লম্বা চুল রাখাকে দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাত বলেছেন। আর হলক সহীহ হাদীস দ্বারা রাসূল (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমল থেকে হজ ও ওমরার বেলায় প্রমাণিত। তাই এ নিয়ে উলামায়ে কেরামের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন যে হলক একমাত্র হজ ও ওমরার বেলায় সুন্নাত। হলক করা খলীফায়ে রাশেদ হযরত আলী থেকে বর্ণিত হওয়ায় অনেক মুহাদ্দিসীন, মুহাক্কিকীন ও ফুকাহায়ে কেরাম এটাকে চুল রাখার মতো দ্বিতীয় প্রকারের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত বলে মত পোষণ করেছেন।

আমাদের আকাবির ও উলামায়ে মুহাক্কিকগণকে তিন প্রকারের চুল রাখতে দেখা গেছে। তবে তাঁদের অধিকাংশের মধ্যে চুল না রাখার আমলই বেশি ছিল। লিম্মা, জুম্মা ও ওয়াফরা–এ তিন পদ্ধতির আমলকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম ছিল। আর খাটো রাখার আমল তাঁদের মধ্যে একেবারেই কম বা কোনো ওজরবশত ছিল। এর পরও যদি

Scanned by CamScanner

কেউ সমস্ত চুল সমানভাবে কেটে খাটো করে রাখতে চায় কোনো অসুবিধ নেই। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুকরণ-অনুসরণের সাওয়াব ও বরকত থেকে বঞ্চিত থাকবে। কিন্তু সমস্ত চুল সমান করে না কাটা বা চতুর্পাশে ব্লেড অথবা ক্ষুর দ্বারা কামিয়ে বাকি অংশ রেখে দেওয়া উভয়টি গোনাহ। (৮/৩৮৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٩٤ (٤١٩٥) : عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم: رأى صبيا قد حلق بعض شعره وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقال: «احلقوه كله، أو اتركوه كله» -

📖 الاستذكار (دار الكتب العلمية) ٤٣٥/٨ : وروى بن جريج عن عطاء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ شعرا فليحسن إليه أو ليحلقه،

وروى عثمان بن الأسود عن مجاهد قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ثائرا الرأس فقال إما أن تحسن إلى شعرك وإما أن تحلقه -

📖 شرح الطيبي على المشكاة (إدارة القرآن) ٨٧/٢ : ويعضد ما ذكرنا من استئصال الشعر ما رواه الدارمي في آخر هذا الحديث: ((وكان علي رضي الله عنه يجز شعره))، وفيه أن المداومة علي حلق الرأس سنة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قرره علي ذلك، ولأنه رضوان الله عليه من الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمرنا بإتباع سنتهم، والعض عليها بالنواجذ.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٣٤٦ : ويستحب حلق الكل للاتباع ولم يذكر سنن الحلق؛ لأنه لا يخص الحلق في الحج؛ لأن أصل الحلق في كل جمعة مستحب كما صرح به في القنية -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤٠٧ : وفي الروضة للزندويستي أن السنة في شعر الرأس إما الفرق أو الحلق. وذكر الطحاوي: أن الحلق سنة، ونسب ذلك إلى العلماء الثلاثة، وفي الذخيرة: ولا بأس أن يحلق وسط رأسه ويرسل شعره من غير أن يفتله وإن فتله فذلك مكروه، لأنه يصير مشبها ببعض الكفرة والمجوس في ديارنا يرسلون الشعر من غير فتل، ولكن لا يحلقون وسط الرأس بل يجزون الناصية تتارخانية قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب-

Scanned by CamScanner

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) صـ ٥٢٥- ٥٢٦ :
وأما حلق الرأس ففي التتارخانية عن الطحاوي أنه سن عند أئمتنا الثلاثة اهوفي روضة الزند ويستى السنة في شعر الرأس أما الفرق وأما الحلق اهيعني حلق الكل إن أراد التنظيف أو ترك الكل ليدهنه ويرجله ويفرقه لما في أبي داود والنسائي عن ابن عمران أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا حلق بعض رأسه وترك بعضه فقال صلى الله عليه وسلم: "احلقوه كله أو اتركوه كله" وفي الغرائب يستحب حلق الشعر في كل جمعة وفي شرح النقاية عن الإمام يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة اه-

মাথার সাইড কমানো

প্রশ্ন : চুল ছাঁটার সময় মাথার সাইড কামানো জায়েয কি না?

উত্তর : চুল কাটার সময় গর্দানের পশম কামানো জায়েয। এ ছাড়া চুলের সাইড কামানো মাকরূহ। (১৩/৬২৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٧ : وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٧ : قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨/ ٧٢ : الجواب- عالمگیریہ میں قفا کے بال مونڈنے کی کراہت منقول ہے،... امداد الفتاوی میں غالبا اسی عبارت میں قفا بمعنی گردن لے کر حکم لکھا گیا ہے: حقیقت یہ ہے کہ قفا بمعنی مؤخر الرأس (گدی) ومؤخر العنق (گردن کی پشت) دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے گدی سر کا حصہ ہے اور گردن مستقل عضو ہے... لہذا گدی کا حلق قزع میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگر گردن کا حلق مکروہ ہونے کی کوئی وجہ ظاہر نہیں۔

চুল কেটে গর্দান চাঁছা

প্রশ্ন : পুরুষের জন্য ঘাড় চাঁছা যাবে কি না? অনেক উলামায়ে কেরাম না চাঁছার কথা বলে থাকেন। তাঁদের কথা সঠিক কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পুরুষের জন্য ঘাড় চাঁছাতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে 'কযা' করতে নিষেধ করেছেন তা হচ্ছে মাথার কিছু অংশ মুণ্ডানো আর কিছু অংশ না মুণ্ডিয়ে চুল ছেড়ে রাখা, যা ইহুদিদের ধর্মীয় নিদর্শন বা ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের ফ্যাশন, আর তা নাজায়েয ও গোনাহ। (১৭/৪০৮/৮১০১)

📖 صحيح مسلم (٢١٢٠) : أخبرني عمر بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع» قال: قلت لنافع وما القزع قال: «يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعض»

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٧ : وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يكره أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا في الينابيع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٧ : قال ط: ويكره القزع وهو أن يحلق البعض ويترك البعض قطعا مقدار ثلاثة أصابع كذا في الغرائب.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٧٦ : الجواب- عالمگیریہ میں قفا کے بال مونڈنے کی کراہت منقول ہے،... امداد الفتاوی میں غالبا اسی عبارت میں قفا بمعنی گردن لے کر حکم لکھا گیا ہے: حقیقت یہ ہے کہ قفا بمعنی مؤخر الرأس (گدی) ومؤخر العنق (گردن کی پشت) دونوں معانی میں استعمال ہوتا ہے گدی سر کا حصہ ہے اور گردن مستقل عضو ہے... لہذا گدی کا حلق قزع میں داخل ہونے کی وجہ سے مکروہ ہے، مگر گردن کا حلق مکروہ ہونے کی کوئی وجہ ظاہر نہیں۔

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ٥٩١ : گردن دوسرا عضو ہے سر کی حد سے نیچے کے بال گردن کے منڈوانے درست ہیں بعض سر کے بال لینے اور بعض چھوڑنے مکروہ ہیں تحریما ،لان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہی عن القزعة الحدیث، گردن کا بال منڈوانے اگرچہ سر کے نہ منڈوائے درست ہیں البتہ بہتر نہیں ہے۔

কিশোরী ও মহিলাদের মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা

প্রশ্ন : কিশোরী অথবা প্রাপ্তবয়স্ক মহিলাদের জন্য পুরো মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাগণ ফ্যাশন হিসেবে বা পুরুষের আকৃতি ধারণ করার জন্য মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করা নাজায়েয ও হারাম। তবে বিশেষ প্রয়োজনে (যেমন—মাথায় এমন

Scanned by CamScanner

রোগ হয়েছে, যার চিকিৎসা চুল মুণ্ডানো ছাড়া সম্ভব নয়) অপারগতায় মাথার চুল মুণ্ডানো বা ছোট করার অনুমতি আছে। (৪/১৮৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» -

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٥ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۴۱ : الجواب- جب بال منڈائے بغیر علاج معالجہ مفید نہیں ہے تو مجبورا بال منڈانے کی اجازت ہے، خلاصۃ الفتاوی میں ہے المرأة إذا حلقت رأسها إن كان الوجع أصابها لا بأس به وإن كان للتشبه بالرجال يكره، یعنی عورت بال منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اجازت ہے، لیکن تشبہ بالرجال یا فیشن کیلئے ہو تو جائز نہیں حرام ہے۔

পুরুষদের মতো নারীদের চুল রাখা

প্রশ্ন : মেয়েদের চুল কেটে পুরুষের ন্যায় করা বা এক বিগত পরিমাণ করা বা ছাঁটার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : মহিলাদের চুল কেটে এক বিঘত পরিমাণ করা বা পুরুষের চুলের মতো করে ফেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম ও শরীয়ত পরিপন্থী। হাদীস শরীফে এ ধরনের মহিলার জন্য আল্লাহর লা'নতের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। (১৩/৪৮৩/৫৩১৭)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» -

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» -

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٥ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه-

মেয়েদের চুল বেসামাল লম্বা হলে করণীয়

প্রশ্ন : মেয়ের চুল যদি অতিরিক্ত লম্বা হয়ে যায়, যা সামাল দিতে কষ্ট হয় তখন চুল কাটার অনুমতি শরীয়তে আছে কি না? প্রমাণসহ জানালে খুশি হব।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় মেয়েদের চুল ছাঁটার অনুমতি নেই। তবে কোনো মেয়ের চুল বেশি লম্বা হলে পুরুষ বা অমুসলিম মেয়েদের সাথে কোনো ধরনের সাদৃশ্য না হয়–এ পরিমাণ চুল লম্বা রেখে তা থেকে অতিরিক্ত লম্বা চুলের আগা প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাসমূহের কারণে কাটা যেতে পারে। (১৫/২৩/৫৯২৩)

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١٠ / ٣١١ : البتہ اتنے بڑے ہوں کہ سرین سے بھی نیچے ہو جائیں اور عیبدار معلوم ہونے لگیں تو سرین سے نیچے والے حصہ کے بالوں کو کاٹا جاسکتا ہے۔

মেয়েদের চুল কেটে নিতম্ব পর্যন্ত করা

প্রশ্ন : ১. যদি কোনো মহিলার হাঁটু পর্যন্ত লম্বা চুল হয় এবং তার লম্বা চুল সামলাতে সমস্যা হয়, তবে কি সেই মেয়ে চুল কেটে কোমর পর্যন্ত করতে পারবে?

২. ছেলেদের যেমন দাড়ি এক মুষ্টি পরিমাণ লম্বা রেখে বাকিটুকু কেটে ফেলতে পারে, সে রকম মহিলারদের চুল নির্দিষ্ট পরিমাণ লম্বা রেখে বাকিটুকু কেটে ফেলা জায়েয আছে? যদি থাকে, তবে দয়া করে পরিমাণটা একটু লিখে দেবেন।

উত্তর : শরয়ী জরুরত তথা হজ বা ওমরাহর এহরাম খোলার সময় এক আঙুল পরিমাণ চুল কাটার অনুমতি ব্যতীত মহিলাদের জন্য মাথার চুল কাটা বা ছাঁটা জায়েয নেই। তবে অপারগতায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে চুল সামলানো সম্ভব না হলে নিতম্ব পর্যন্ত কাটার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৩/২২২/৫২২০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال»-

Scanned by CamScanner

📖 سنن النسائی (دار الحدیث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٠٧ : وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق -

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٨١ : قوله: وتمنع من حلق رأسها. أي حلق شعر رأسها. أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر: مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز(انتهى) . والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى، والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة. فليحرر، والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة، ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴ / ۳۵۴ :الجواب-اس میں کسی کو کلام نہیں کہ عورتیں بوقت ضرورت اپنے بالوں کو کتر کر کس قدر کم کر سکتی ہے چنانچہ حج میں عورتوں کیلئے قصر بقدر انملہ جائز، بلکہ تحلل کے لئے ضروری ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱۰ / ۳۱۱ : البتہ اتنے بڑے ہوں کہ سرین سے بھی نیچے ہو جائیں اور عیبدار معلوم ہونے لگیں تو سرین سے نیچے والے حصہ کے بالوں کو کاٹا جاسکتا ہے۔

📖 امداد الفتاوی ۴ / ۲۲۹

নারীর চুল অস্বাভাবিক লম্বা হলে করণীয়

প্রশ্ন : মহিলার চুল যদি সীমাহীন লম্বা হয়ে যায় যেমন–কোমর পর্যন্ত তাহলে তা একটু কাটা যাবে কি না? যদি কাটা যায় তাহলে কতটুকু কাটতে পারবে?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় মহিলাদের চুল কাটা জায়েয নেই। তবে যদি এত লম্বা হয়, যা বিশ্রী দেখায় যেমন নিতম্বের নিচে পর্যন্ত চলে যাওয়া এমতাবস্থায় নিতম্বের নিচের অংশটুকু কাটার অনুমতি আছে। (১৮/৭৫৭/৭৮২২)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٠٧ : وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ٣ / ٣٨١ : قوله: وتمنع من حلق رأسها. أي حلق شعر رأسها. أقول ذكر العلامي في كراهته أن لا بأس للمرأة أن تحلق رأسها لعذر: مرض ووجع وبغير عذر لا يجوز(انتهى) . والمراد بلا بأس هنا الإباحة لا ما ترك فعله أولى، والظاهر أن المراد بحلق شعر رأسها إزالته سواء كان بحلق أو قص أو نتف أو نورة. فليحرر، والمراد بعدم الجواز كراهية التحريم لما في مفتاح السعادة، ولو حلقت فإن فعلت ذلك تشبها بالرجال فهو مكروه لأنها ملعونة.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٨/٥ : ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها بالرجل فهو مكروه كذا في الكبرى.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١٠ / ٣٢٢ : الجواب- اگر معتد بہ مقدار تک بال بڑھ چکے ہیں تو مزید بڑھانے کے لئے بال کاٹنے کی اجازت نہ ہوگی۔

📖 فیہ ایضا ١٠ / ٣١١ : البتہ اتنے بڑے ہوں کہ سرین سے بھی نیچے ہو جائیں اور عیبدار معلوم ہونے لگیں تو سرین سے نیچے والے حصہ کے بالوں کو کاٹا جا سکتا ہے۔

মহিলাদের চুলের অগ্রভাগ ফেটে গেলে করণীয়

প্রশ্ন : কোনো মেয়ের চুলের আগা যদি ফেটে যায়, যা দেখতে বিশ্রী ও অসুন্দর দেখায়, তখন সেই চুলের অগ্রভাগ কি কেটে সমান করা যাবে? এতে শরীয়তের হুকুম কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেয়েদের চুল লম্বা রাখা মেয়েদের এমন এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ও প্রতীক, যা তাদের পুরুষদের সাদৃশ্য থেকে পৃথক রাখে। তাই রোগ বা শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত তাদের জন্য মাথার চুল কাটা বা মুণ্ডানো নাজায়েয। প্রশ্নে বর্ণিত সমস্যাসমূহ উক্ত ওজরের অন্তর্ভুক্ত নয়। (১৫/২৩/৫৯২৩)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال» -

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٥ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٨/٥ : ولو حلقت المرأة رأسها فإن فعلت لوجع أصابها لا بأس به وإن فعلت ذلك تشبها بالرجل فهو مكروه كذا في الكبرى.

مجنونة أصابها الأذى في رأسها ولا ولي لها فمن حلق شعرها فهو محسن بعد أن يترك علامة فاصلة للنساء كذا في الملتقط.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۴۱ : الجواب-جب بال منڈائے بغیر علاج معالجہ مفید نہیں ہے تو مجبورا بال منڈانے کی اجازت ہے، خلاصۃ الفتاوی میں ہے المرأة إذا حلقت رأسها إن كان الوجع أصابها لا بأس به وإن كان للتشبه بالرجال يكره، یعنی عورت بال منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اجازت ہے، لیکن تشبہ بالرجال یا فیشن کیلئے ہو تو جائز نہیں حرام ہے۔

মেয়েদের জন্য চুল ছোট করা

প্রশ্ন : মেয়েরা চুল ছোট করে রাখতে পারবে কি না?

উত্তর : হজ-ওমরার সময় ইহরাম হতে হালাল হওয়ার নিমিত্তে মহিলাদের জন্য আঙুলের এক কর (অগ্রভাগ) তথা দুই ইঞ্চি পরিমাণ মাথার চুল কাটার অনুমতি আছে। এ ছাড়া কখনো মহিলাদের মাথার চুল কাটা বা ছোট করার অনুমতি নেই। বর্তমানে মডেল মহিলাদের চুলের আকার-আকৃতি পুরুষের চুলের সাথে সম্পূর্ণ মিল, এভাবে

Scanned by CamScanner

মহিলা পুরুষের বা পুরুষ মহিলার আকৃতি ধারণ করা মারাত্মক গোনাহ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ গর্হিত ও বর্জনীয় কাজ। (৭/৬৪৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٨١ (٥٨٨٥) : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٠٧ : وفيه: قطعت شعر رأسها أثمت ولعنت زاد في البزازية وإن بإذن الزوج لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولذا يحرم على الرجل قطع لحيته، والمعنى المؤثر التشبه بالرجال.

জট ছাড়ানোর জন্য মহিলার মাথা মুণ্ডানো

প্রশ্ন : এক বৃদ্ধা মহিলার মাথার চুলে জট পড়েছে। এখন তার খুবই সমস্যা হচ্ছে। ওই মহিলা কি তার মাথার চুল হলক করতে পারবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের চুল কাটা ও চাঁছা সবই হারাম। তবে কোনো সমস্যার সমাধান চুল চাঁছা ব্যতীত না হলে প্রয়োজন পরিমাণ চাঁছতে পারবে। (১২/৪৩৭)

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها».

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٥ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه.

📖 فتاوى رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۴۱ : الجواب-جب بال منڈائے بغیر علاج معالجہ مفید نہیں ہے تو مجبورا بال منڈانے کی اجازت ہے، خلاصۃ الفتاوی میں ہے المرأة إذا حلقت رأسها إن كان الوجع أصابها لا بأس به وإن كان للتشبه بالرجال يكره، یعنی عورت بال منڈانے پر مجبور ہو جائے تو اجازت ہے، لیکن تشبہ بالرجال یا فیشن کیلئے ہو تو جائز نہیں حرام ہے۔

জট সমস্যার সমাধানে নারীর মাথা মুণ্ডানো

প্রশ্ন : আমার মার বয়স ৭০-এর ওপরে। আমার মার চুল জট হয়ে ওপরের দিকে হয়ে গেছে। এতে করে পানি জমে থাকে। এতে শরীরে ঠাণ্ডা লাগে। আর ঠাণ্ডার কারণে শরীর অসুস্থ হয়ে যায়। প্রশ্ন হলো, চুল ফেলে দিলে শরীয়তে কোনো অসুবিধা হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মহিলাদের জন্য চুল কাটা বা সম্পূর্ণ ফেলে দেওয়া মাকরূহ বা গোনাহের কাজ। তবে ওজরবশত অনুমতি আছে। সুতরাং আপনার আম্মাকে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। যদি তিনি ভালোভাবে যাচাই করে বলেন যে তাঁর চুল ফেলানো ছাড়া রোগ মুক্তির অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই, এতে রোগ বৃদ্ধির প্রবল আশঙ্কা আছে, তাহলে এ ক্ষেত্রে চুল কাটা বা সম্পূর্ণ ফেলানো যেতে পারে, অন্যথায় নয়। (৯/৬৫২)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٤/ ٤٧١ (٥٠٦٤) : عن علي: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها» -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٢٠٥ : وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت تشبه الرجال فهو مكروه -

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ٧/ ١٣٢ : سوال- میرے سر کے بالوں کے سرے پھٹ جاتے ہیں جس سے بال بڑھنا بھی رک جاتے ہیں اور بال بد نما بھی معلوم ہوتے ہیں، جس کے لئے بالوں کوان کے سروں پر سے تراشناپڑتا ہے تاکہ تمام لٹیں برابر رہیں اور پھٹے ہوئے سرے بھی ختم ہو جائیں، کیا بالوں کی حفاظت کے نظریئے سے ان کو کبھی کبھار ہلکاسا تراش لیناجائز ہے؟
جواب- بغیر عذر کے عورت کو سر کے بال کاٹنا مکروہ ہے-

কালো খেজাব ব্যবহারের হুকুম

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন কোন পরিস্থিতিতে ও কী কী শর্তে কালো খেজাব ব্যবহার করা জায়েয?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় কালো খেজাব ব্যবহার করা নাজায়েয ও গোনাহ। তবে শুধুমাত্র জিহাদের ময়দানে কাফের-দুশমনদের ভীতি প্রদর্শনের জন্য মুজাহিদদের জন্য কালো খেজাব ব্যবহারের অনুমতি আছে। এ ছাড়া স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীর জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করা ইমাম আবু ইউসুফ (রা.)-এর মতে জায়েয হলেও অন্যান্য ফিকাহবিদ ও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী এ ক্ষেত্রেও কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমি হবে। (৯/৯২৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٧٢ (٢١٠٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» -

Scanned by CamScanner

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨٠ : ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة ويحرم خضابه بالسواد على الأصح وقيل يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لقوله صلى الله عليه وسلم واجتنبوا السواد هذا مذهبنا وقال القاضي اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل ورووا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم وقال آخرون الخضاب أفضل وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره ثم اختلف هؤلاء فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم بن عمر وأبو هريرة وآخرون وروي ذلك عن علي وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران وخضب جماعة بالسواد روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابني علي وعقبة بن عامر وبن سيرين وأبي بردة وآخرين قال القاضي قال الطبراني الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة والنهي لمن له شمط فقط قال واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك قال ولا يجوز أن يقال فيهما ناسخ ومنسوخ قال القاضي وقال غيره هو على حالين فمن كان فى موضع عادة أهل الصبغ أو تركه فخروجه عن العادة شهرة ومكروه والثاني أنه يختلف باختلاف نظافة الشيب فمن كان شيبته تكون نقية أحسن منها مصبوغة فالترك أولى ومن كانت شيبته تستبشع فالصبغ أولى هذا مانقله القاضي والأصح الأوفق للسنة ما قدمناه عن مذهبنا والله أعلم-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٩ : وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى ومن فعل ذلك ليزين نفسه للنساء وليحبب نفسه إليهن فذلك مكروه وعليه عامة المشايخ وبعضهم جوز ذلك من

Scanned by CamScanner

غير كراهة وروي عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه قال كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها كذا في الذخيرة-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۳۶۳- ۳۶۴ : سیاہ خضاب کی حرمت پر مذاہب اربعہ کا اجماع ہے... ... جہاد کے سوا کسی بھی مقصود کے لئے سیاہ خضاب کا استعمال مکروہ ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہ دشمن پر رعب ڈالنے کی غرض سے جہاد کے موقع سیاہ خضاب کا استعمال بالاتفاق محمود و مستحسن ہے شوہر کا بیوی کی خاطر خضاب لگانا مکروہ ہے عام مشائخ کا یہی مذہب ہے-

স্মার্ট থাকার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমি নানা কারণে বাধ্য হয়ে স্মার্ট থাকার জন্য খেজাব ব্যবহার করছি। অনেক আলেম ও উচ্চতরের অ্যারাবিয়ানগণও নিয়মিত খেজাব দিচ্ছেন দেখেছি। এখন আমি যা করছি তা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : পাকা চুল ও দাড়িতে মেহেদির খেজাব ব্যবহার করা ভালো। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় কালো খেজাব ব্যবহার করা নিষেধ। বিধায় স্মার্ট থাকার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৮/৪২০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٧٢ (٢١٠٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٢٢ : قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها -

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۸۰ : سوال- چالیس سال کی عمر میں سیاہ خضاب لگانا کیسا ہے؟

Scanned by CamScanner

الجواب-سیاہ خضاب کسی شرعی مصلحت سے لگانا مثلا جہاد میں شرکت کے لئے یا بوڑھے شوہر کو جوان بیوی کی خوشنودی کے لئے جائز ہے اور اگر کوئی شرعی ضرورت نہ ہو تو خالص سیاہ خضاب مکروہ ہے، البتہ اول مہندی لگا کر بعد میں بال بھورے کر لئے جائیں یا مہندی اور وسمہ ملا کر لگایا جائے جس سے خالص سیاہی نہیں آتی تو یہ جائز ہے۔

চুল-দাড়িতে কালো খেজাব ও গোসলের হুকুম

প্রশ্ন : যদি কোনো ব্যক্তি কাঁচা বা পাকা চুল বা দাড়ির মধ্যে কালো খেজাব লাগায় তবে তা জায়েয হবে কি না? খেজাব লাগানোর পর গোসল করলে তার গোসল হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধুমাত্র সৌন্দর্যের জন্য দাড়ি বা চুলে কালো খেজাব ব্যবহার করা নাজায়েয। তবে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজাহিদগণের জন্য ব্যবহারের অবকাশ আছে। আর যদি কোনো কারণে কারো চুল বা দাড়ি অকালে পেকে যায় তাহলে সে ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ (রা.)-এর মতানুসারে কালো খেজাব ব্যবহার করার অবকাশ থাকলেও কুচকুচে কালো খেজাব ব্যবহার না করে লাল-কালোমিশ্রিত খেজাব ব্যবহার করা উত্তম হবে। খেজাব যদি এমন গাঢ় প্রলেপযুক্ত হয় যার কারণে চুলে পানি পৌঁছতে পারে না তাহলে তার গোসল হবে না, অন্যথায় হয়ে যাবে। (১৯/৯২০/৮৫৩৩)

📖 الدر المحتار (سعيد) ٧٥٦/٦ : (اختضب لأجل التزين للنساء والجواري جاز) في الأصح ويكره بالسواد وقيل لا ومر في الخطر-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٢٢/٦ : (قوله ويكره بالسواد) أي لغير الحرب. قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۷/ ۱۴۵ : سوال-ایک شخص نے اپنے سفید بالوں میں سیاہ خضاب لگایا ہے کیا یہ خضاب لگانا درست ہے اگر لگایا ہو تو وضو اور غسل جنابت صحیح ہو گا یا نہیں؟

الجواب- سیاہ خضاب لگانا سخت گناہ ہے احادیث میں اس پر سخت وعید آئی ہے،... ... اگر کسی نے باوجود ناجائز ہونے کے خالص سیاہ خضاب لگایا ہو اگر وہ پانی کی طرح پتلا ہو اور خشک ہونے کے بعد بالوں تک پانی پہنچنے کے لئے رکاوٹ نہ بنتا ہو تو اس صورت میں وضو غسل ہو جائے گا اور اگر وہ گاڑھا ہو بالوں تک پانی پہنچنے کے لئے رکاوٹ بنتا ہو تو پھر وضو غسل صحیح نہ ہو گا۔

Scanned by CamScanner

চুল কালো করার লক্ষ্যে রিগেন তেল ব্যবহার করা

প্রশ্ন : পত্রিকার খবর অনুযায়ী রিগেন নামের গাছগাছালি দিয়ে এক প্রকার তেল বের করেছে, যা সাদা চুল কালো করে। এর সত্যতা আমি যাচাই করিনি। মনে হয় এতে কিছু রাসায়নিক দ্রব্য অবশ্যই থাকতে পারে। ওই তেল ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত তেল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা জায়েয, যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য দলিল দ্বারা উক্ত তেল নাপাক বা হারাম হওয়া প্রমাণিত না হয়। তবে সন্দিহান অবস্থায় যত দূর সম্ভব এরূপ তেলের ব্যবহার থেকে বিরত থাকাই উত্তম। আর যদি বাস্তবে তেলের নামে খেজাব হয়ে থাকে তাহলে ওই তেল ব্যবহার করা নাজায়েয। (৩/২৫)

📖 مسائل معارف القرآن ٢٦٥ : انگریزی دواؤں کے احکام : مسئلہ : تمام انگریزی دوائیں جو یورپ وغیرہ سے آتی ہیں جن میں شراب وغیرہ نجس اشیاء کا ہونا معلوم ویقینی ہو اس کا استعمال اس شرط کیساتھ جائز ہے کہ اس دوا کے استعمال سے شفاء ہو جانا عادۃ یقینی ہو اور کوئی حلال دواء اس کا بدل نہ ہو سکے اور جن دواؤں میں حرام و نجس اجزا کا وجود مشکوک ہے ان کے استعمال میں اور زیادہ گنجائش ہے اور احتیاط بہر حال احتیاط ہے خصوصا جبکہ اور کوئی شدید ضرورت بھی نہ ہو۔ البقرۃ، آیت ١٧٣۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٢ / ٤٢٢ : کسی کو دھوکہ دینے کیلئے سیاہ خضاب کریں جیسے مرد عورت کو یا عورت مرد کو دھوکہ دینے اور اپنے آپ کو جوان ظاہر کرنے کیلئے ایسا کرے یا کوئی ملازم اپنے آقا کو دھوکہ دینے کیلئے کرے یہ باتفاق ناجائز ہے کیونکہ دھوکہ دینا علامت نفاق میں سے ہے اور کسی مسلمان کو دھوکہ دے کر اس سے کوئی کام نکالنا باتفاق حرام ہے۔

অকালে পাকা চুল-দাড়িতে খেজাব ব্যবহার করা

প্রশ্ন : গত সফর সংখ্যায় 'মাসিক আল কাউসার' পত্রিকায় একটি প্রশ্নের উত্তর আসে, তা সঠিক কি না?

প্রশ্ন : আমার বয়স ২৭ বছর। বিভিন্ন ঝামেলার কারণে মাথার অনেক চুল পেকে গেছে। পাকা শুরু হয়েছে ৪-৫ বছর আগে থেকে। আমি বিয়ে করেছি। বিয়ের সময় সেলুনে গিয়ে কালো খেজাব লাগাই। এখন অনেকে বলছে কালো খেজাব লাগানো নাকি নাজায়েয। আসলে কি আমার জন্য কালো খেজাব লাগানো কি নাজায়েয?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণনা সঠিক হলে তবে আপনার জন্য কালো খেজাব ব্যবহার জায়েয। কারণ হাদীসে কালো খেজাব ব্যবহারের ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা এসেছে তা হলো চুল বা দাড়িতে রং দিয়ে বয়স ঢাকার ক্ষেত্রে। জামে তিরমিযীতে কালো খেজাব ব্যবহারের নিষেধসম্বলিত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা মুবারকপুরী (রহ.) বলেন,

أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد إلخ

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আল্লামা সাহারানপুরী (রহ.) সহীহ বোখারীর টীকাতে উল্লেখ করেন,

ومنشأ الشريعة بنهيه أن لا يلتبس الشيب بالشباب

সুতরাং উল্লিখিত তথ্যাদি থেকে প্রতীয়মান হয় যে বয়সের কারণে না পেকে অন্য কোনো কারণে পেকে থাকলে চুলে কালো খেজাব লাগাতে কোনো অসুবিধা নেই। অবশ্য এ ক্ষেত্রেও কালো খেজাবের সাথে সামান্য মেহেদি রং মিশ্রিত করে নেওয়া ভালো।

প্রকাশ থাকে যে আপনি ততটুকু বয়স পর্যন্ত কালো খেজাব লাগাতে পারবেন যে বয়সের মধ্যে সাধারণত চুল পাকে না, এরপর আর তা ব্যবহার জায়েয হবে না। মাসআলাটির জন্য আরো দেখা যেতে পারে, জামে তিরমিযী ১/৩০৫, সুনানে আবু দাউদ ২/৫৭৮, তাকমিলাতুল ফাতহিল মুলহিম ৪/১৪৯, ফতাওয়ায়ে শামি ৬/৪২২।

এ ছাড়া জানতে চাই, দাড়িতে খেজাবের হুকুম কি চুলের মতো, না ভিন্ন?

উত্তর : শরীয়তের নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কালো খেজাব ব্যবহার করা মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয ও অবৈধ। শুধুমাত্র শরয়ী জিহাদরত মুজাহিদদের জন্য বিশেষ কারণে কালো খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে।

এমনকি রোগের কারণে হোক বা অন্য কারণে হোক অল্প বয়সে যাদের চুল সাদা হয়ে গেছে তাদের জন্যও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী কালো খেজাব ব্যবহার করার অনুমতি নেই। বরং তারা কালো রং ছাড়া অন্য রং এর খেজাব ব্যবহার করতে পারবে। এ ক্ষেত্রে চুল ও দাড়ির হুকুম এক ও অভিন্ন। প্রশ্নপত্রে যে সমস্ত দলিল পেশ করা হয়েছে সেগুলো ব্যক্তিগত মতের পর্যায়ভুক্ত। (১১/৩৪৩/৩৫৪৪)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٧٢ (٢١٠٢) : عن جابر بن عبد الله، قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد» -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ١٤٩ : (قوله واجتنبوا السواد) به استدل من قال بمنع الخضاب بالسواد، وتفصيل الكلام فى ذلك أن الخضاب بالسواد يختلف حكمه باختلاف الأغراض على الشكل التالى، الأول أن يكون الخضاب بالسواد من الغزاة ليكون أهيب فى عين العدوّ وهذا جائز بالاتفاق، قال فى الفتاوى الهندية ٥/ ٣٦٩ : وأما الخضاب بالسواد فمن فعل ذلك من الغزاة ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود منه، اتفق عليه المشايخ رحمهم الله تعالى-

والثانى : أن يفعله الرجل للغش والخداع ويرى نفسه شابا وليس بشاب فهذا ممنوع بالاتفاق لاتفاق العلماء على تحريم الغش والخداع -

والثالث : أن يفعله للزينة وهذا فيه اختلاف فأكثر العلماء على كراهته تحريما، وروى عن أبى يوسف رح أنه قال : كما يعجبنى أن تتزين لى يعجبها أن أتزين لها، وحديث الباب حجة المانعين؛ لأن الأمر بالاجتناب ههنا مطلق وأخرج أبو داود رح فى كتاب الترجل (٤٢١٢) حدثنا أبو توبة، حدثنا عبيد الله، عن عبد الكريم الجزري، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد، كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة»، أخرجه النسائى أيضا -

📖 تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٦٠ : هذا وقد ذكرنا دلائل المجوزين والمانعين مع بيان مالها وما عليها فعليك أن تتأمل فيها، وقد جمع الحافظ بن القيم في زاد المعاد بين حديث جابر وحديث بن عباس المذكورين بوجهين فقال فإن قيل قد ثبت في صحيح مسلم النهي عن الخضاب بالسواد والكتم يسود الشعر فالجواب من وجهين أحدهما أن النهي عن التسويد البحت،

Scanned by CamScanner

فأما إذا أضيف إلى الحناء شيء آخر كالكتم ونحوه فلا بأس به فإن الكتم والحناء يجعل الشعر بين الأحمر والأسود بخلاف الوسمة فإنها تجعله أسود فاحما وهذا أصح الجوابين الجواب الثاني أن الخضاب بالسواد المنهي عنه خضاب التدليس كخضاب شعر الجارية والمرأة الكبيرة تغر الزوج والسيد بذلك وخضاب الشيخ يغر المرأة بذلك فإنه من الغش والخداع فأما إذا لم يتضمن تدليسا ولا خداعا فقد صح عن الحسن والحسين رضي الله عنهما أنهما كانا يخضبان بالسواد إلخ

قلت : الجواب الأول هو أحسن الأجوبة بل هو المتعين عندي وحاصله أن أحاديث النهي عن الخضب بالسواد محمولة على التسويد البحت والأحاديث التي تدل على إباحة الخضب بالسواد محمولة على التسويد المخلوط بالحمرة هذا ما عندي والله تعالى أعلم -

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٢٢/٦ : قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو، ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه، وعليه عامة المشايخ، وبعضهم جوزه بلا كراهة روي عن أبي يوسف أنه قال: كما يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۴۷ : الجواب - پس یہ حدیث تو صحیح ہے کہ سیاہ خضاب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ بعض لوگ آخر زمانہ میں سیاہ خضاب لگائیں گے ان کو جنت کی خوشبو نہ پہنچے گی اور فتویٰ اسی پر ہے کہ سیاہ خضاب جائز نہیں۔ مگر یہ کہ جہاد میں دشمن کو مرعوب کرنے کے لئے لگانا جائز ہے۔ اور امام ابو یوسفؒ سے اس میں جو رخصت مروی ہے۔ جیسا کہ عالمگیری و شامی میں مذکور ہے۔ وہ روایت ضعیف ہے یا مؤول ہے اس خاص صورت کے ساتھ جبکہ کسی کے بال بوجہ مرض قبل از وقت سپید ہو جائیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۳۶۳- ۳۶۴ : سیاہ خضاب کی حرمت پر مذاہب اربعہ کا اجماع ہے... ... جہاد کے سوا کسی بھی مقصود کے لئے سیاہ خضاب کا استعمال مکروہ ہے ذخیرہ میں لکھا ہے کہ دشمن پر رعب ڈالنے کی غرض سے جہاد کے موقع سیاہ خضاب کا

Scanned by CamScanner

استعمال بالاتفاق محمود و مستحسن ہے شوہر کا بیوی کی خاطر خضاب لگانا مکروہ ہے عام مشائخ کا یہی مذہب ہے۔

নকল চুল পরিধান করা

প্রশ্ন : আমি একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। আমার মাথায় চুল নেই বললেই চলে। তাই আমি যদি মাথায় নকল চুল পরিধান করি তাহলে তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যদি কোনো পুরুষের অকালে চুল ঝরে যায়। আর সে প্রয়োজন মনে করে তাহলে মানুষের চুল বা নাপাক জিনিসের তৈরি নকল চুল ব্যতীত অন্য পবিত্র জিনিস দ্বারা তৈরি বস্তু মাথায় পরিধান করলে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্য না হয়ে থাকলে অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৯/৬৬৮/৮৩২২)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/١٩٠-١٩١: وقد دل الحديث على أن وصل المرأة شعرها الكبيرة تستحق اللعن، وقد اختلف العلماء فى تفصيل هذا الحكم على أقوال، ... والذى يظهر من كتب الحنفية أن الراجح عندهم القول الثانى وهو تخصيص الحرمة بشعر الآدمى ... وهو القول الأعدل إن شاء الله تعالى ...
تفصيل القول الثانى : الوصل بشعر الآدمى حرام، وكذلك الوصل بشعر نجس من غير الآدمى، وأما الشعر الطاهر من غير الآدمى فيجوز الوصل به بإذن الزوج أو السيد وهو قول لبعض الشافعية كماحكى عنهم النووىؒ -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٨ : ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر كذا في فتاوى قاضيخان.

পরচুলা ব্যবহার করে নামায আদায় করা

প্রশ্ন : আমার মাথায় চুল না থাকায় আমি পরচুলা ব্যবহার করি এবং তা ব্যবহার করে নামায পড়ি। পরচুলাটি মানুষের চুল দিয়ে বানানো। এটি বৈধ কি না? এবং নামাযের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানুষকে আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মানিত জীব হিসেবে সৃষ্টি করেছেন বিধায় মানুষের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্মানিত। তাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রয়-বিক্রয় এবং তা দ্বারা যেকোনোভাবে উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। সুতরাং মানুষের চুল দ্বারা তৈরি পরচুলা ব্যবহার করা হারাম ও কবীরা গোনাহ। তাই এরূপ চুল ব্যবহার না করা জরুরি। এর ব্যবহার অবস্থায় আদায়কৃত নামায সহীহ হলেও মাকরূহ হবে। (৭/৩৩৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١٣٣/٥ : والثاني أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير والآدمي بجميع أجزائه مكرم ولا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه (وجه) قولهما أن السن من الآدمي جزء منه فإذا انفصل استحق الدفن كله والإعادة صرف له عن جهة الاستحقاق فلا تجوز وهذا لا يوجب الفصل بين سنه وسن غيره.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٨/٥ : في جواز صلاة المرأة مع شعر غيرها الموصول اختلاف بينهم والمختار أنه يجوز كذا في الغياثية.

📖 فيه أيضا ١١٥/٣ : ولا يجوز بيع شعور الإنسان ولا يجوز الانتفاع بها وهو الصحيح كذا في الجامع الصغير.

নাভির নিচের পশম কাটার হুকুম ও সীমারেখা

প্রশ্ন : নাভির নিচের পশম কাটার হুকুম কী? তার সীমারেখা কতটুকু?

উত্তর : নাভির নিচের পশম সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। জুমু'আর দিনে উত্তম এবং ৪০ দিন থেকে বেশি বিলম্ব করা মাকরূহে তাহরীমি। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য যেকোনো পন্থায় পরিষ্কার করার অনুমতি আছে। তবে পুরুষদের জন্য ক্ষুর দ্বারা উত্তম এবং মহিলাদের জন্য হাত দ্বারা বা অন্য কোনো উপকরণ দ্বারা উপড়ে ফেলা উত্তম। (১০/১৭৮)

📖 شرح صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٣/ ١٤٨ : قال أبو سليمان الخطابي : ذهب أكثر العلماء إلى أنها السنة وكذا ذكره جماعة غير الخطابي قالوا ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وقيل هي الدين ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة

Scanned by CamScanner

والاستنشاق ولا يمتنع قرن الواجب بغيره كما قال الله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب والله أعلم أما تفصيلها فالختان واجب عند الشافعي وكثير من العلماء وسنة عند مالك وأكثر العلماء وهو عند الشافعي واجب على الرجال والنساء جميعا ثم إن الواجب في الرجل أن يقطع جميع الجلدة التي تغطي الحشفة حتى ينكشف جميع الحشفة وفي المرأة يجب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج والصحيح من مذهبنا الذي عليه جمهور أصحابنا أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجب ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يختن الصغير قبل بلوغه ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين وإذا قلنا بالصحيح استحب أن يختن في اليوم السابع من ولادته وهل يحسب يوم الولادة من السبع أم تكون سبعة سواه فيه وجهان أظهرهما يحسب واختلف أصحابنا في الخنثى المشكل فقيل يجب ختانه في فرجيه بعد البلوغ وقيل لا يجوز حتى يتبين وهو الأظهر وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان أحدهما عاملا دون الآخر ختن العامل وفيما يعتبر العمل به وجهان أحدهما بالبول والآخر بالجماع ولو مات إنسان غير مختون ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا الصحيح المشهور أنه لا يختن صغيرا كان أو كبيرا والثاني يختن الكبير دون الصغير والله أعلم وأما الاستحداد فهو حلق العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة وهي الموسى وهو سنة والمراد به نظافة ذلك الموضع والأفضل فيه الحلق ويجوز بالقص والنتف والنورة والمراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر الرجل وحواليه وكذاك الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج أنه الشعر النابت حول حلقة الدبر فيحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما-

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٠٦ : (و) يستحب (حلق عانته وتنظيف بدنه بالاغتسال في كل أسبوع مرة) والأفضل يوم الجمعة وجازفي كل خمسة عشرة وكره تركه وراء الأربعين مجتبى وفيه حلق الشارب بدعة وقيل سنة ولا بأس بنتف الشيب -

Scanned by CamScanner

নাভির নিচের কর্তনযোগ্য চুলের সীমারেখা

প্রশ্ন : নাভির নিচের চুল কাটা সুন্নাত। এর সীমা কতটুকু?

উত্তর : নাভির নিচের চুলের সীমা হলো, মূত্রথলির নিচে শরীরের নিম্নাংশের হাড় থেকে লজ্জাস্থান, নিম্নের আশপাশের চুল, যা উভয় রান পর্যন্ত বিস্তৃত। (১৩/১০১/৫১৮০)

📖 حاشية الطحطاوي على المراقي (قديمى كتبخانه) صـ ٥٢٧ : والسنة في حلق العانة أن يكون بالموسى لأنه يقوي وأصل السنة يتأدى بكل مزيل لحصول المقصود وهو النظافة وإنما جاء الحديث بلفظ الحلق لأنه الأغلب وسواء في ذلك الرجل والمرأة، وقال النووي الأولى في حقه الحلق وفي حقها النتف والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار-

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٤٨١ : وحلق العانة أو نتفها أو استعمال النورة وكذا نتف الإبط، والعانة الشعر القريب من فرج الرجل والمرأة ومثلها شعر الدبر بل هو أولى بالإزالة لئلا يتعلق به شيء من الخارج عند الاستنجاء بالحجر-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ / ٧٧ : الجواب- عانہ کی حد مثانہ سے نیچے پیڑو کی ہڈی سے شروع ہوتی ہے جس پر دلائل ذیل ہے :

(١) شرمگاہ جس حصہ میں ہے اس کی ہڈی یہاں ختم ہو جاتی ہے،

(٢) مخصوص نوعیت کے گھنے بالوں کی ابتداء یہیں سے ہوتی ہے۔

(٣) ستر کے بیان میں الخط المار بالسرة المحيط بجوانب البدن سے عانہ تک ایک عضو شمار کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عانہ اور سرہ کے درمیان ایک عضو فاصل ہے اور سرہ سے پیڑو کی ہڈی تک ایک ہی نوعیت ہے لہذا یہ عضو فاصل پیڑو کی ہڈی تک ہے اور ہڈی سے عانہ شروع ہوتا ہے،...

(٥) شامیہ کی آئندہ عبارت... ...سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ عانہ کی ابتداء سرہ سے متصل نہیں سو پیڑو کی ہڈی کی ابتداء سے لے کر اعضاء ثلاثہ ان کے حوالی ان کی محاذات میں رانوں کا وہ حصہ جس کے تلوث کا خطرہ ہے۔

Scanned by CamScanner

নাভির নিচের ও বগলের লোম কাটার সীমারেখা

প্রশ্ন : নাভির নিচের পশম কাটার সীমা কতটুকু? এবং বগলের লোম কাটার হুকুম কী? এবং উভয়টি কাটার সময় সীমা কত দিন?

উত্তর : লজ্জাস্থানের ওপরিভাগের বিশেষ ধরনের লোম ও আশপাশ এবং পেছনের রাস্তার লোম কামানো সুন্নাত। তদ্রূপ বগলের লোম পরিষ্কার করাও সুন্নাত। তবে তা চাঁছার তুলনায় সম্ভব হলে উপড়ে ফেলা ভালো। প্রত্যেক সপ্তাহে বা ১৫ দিন অন্তর পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। তবে ৪০ দিনের বেশি বিলম্ব করা মাকরূহে তাহরীমি, তথা নাজায়েয। (১৮/১৩২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٠٧ : (قوله وكره تركه) أي تحريما لقول المجتبى ولا عذر فيما وراء الأربعين ويستحق الوعيد اهوفي أبي السعود عن شرح المشارق لابن ملك روى مسلم عن أنس بن مالك «وقت لنا في تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط أن لا نترك أكثر من أربعين ليلة» وهو من المقدرات التي ليس للرأي فيها مدخل فيكون كالمرفوع -

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ٥٢٧ : والإبط أولى فيه النتف لورود الخبر ولأن الحلق يغلظ الشعر ويزيد الرائحة الكريهة بخلاف النتف ثم العانة هي الشعر الذي فوق الذكر وحواليه وحوالي فرجها ويستحب إزالة شعر الدبر خوفا من أن يعلق به شيء من النجاسة الخارجة فلا يتمكن من إزالته بالاستجمار -

লোমনাশক লোশন ব্যবহার করা

প্রশ্ন : লন্ডন ও পাকিস্তানে তৈরি এক প্রকার টুথপেস্টের মতো দেখতে লোমনাশক দামি লোশন বাজারে কিনতে পাওয়া যায়, তা ব্যবহারের শরীয়তে কতটুকু অনুমতি আছে?

উত্তর : শরীরের যেসব স্থানে ক্ষুর বা ব্লেড ব্যবহার করার অনুমতি আছে সেসব স্থানে লোমনাশক ক্রিম ব্যবহার করা জায়েয। (৪/৬৩)

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٢/ ٤٤ : ويستحب إزالة شعر عانة الرجل بالحلق أو بالنورة. أما عانة المرأة فتسن إزالتها بالنتف.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۱۰ : سوال- ایک اس طرح کا صابون نکلا ہے جو بجائے استرہ کے استعمال کیا جاتا ہے؟ اور اس میں ناپاک اجزاء بھی مشترک نہیں ہیں؟
الجواب- تم نے اس سوال میں صابون کا ایجاد ہونا اور اس میں کسی جزو نجس کا شریک نہ ہونا تو لکھا ہے اور کچھ پوچھا نہیں شاید یہ مقصود ہو کہ اس کا استعمال جائزہ ہے یا نہیں اگر یہ مقصود ہے تو جواب اس کا یہ ہے کہ جس جگہ استرہ کا استعمال جائز ہے وہاں اس کا استعمال بھی جائز ہے۔

পায়ের লোম ও ভ্রু তোলার বিধান

প্রশ্ন : আমি যদি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পায়ের লোম তুলি বা ভ্রু তুলি এবং তাতে ব্যাথা অনুভব না হয়, তবে কি পাপ হবে?

উত্তর : পায়ের লোম বা ভ্রু তোলার অনুমতি শরীয়তে থাকলেও অনুচিত। (৫/৩৫৬)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٨ : ولا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا بأس بذلك ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث كذا في الينابيع.

Scanned by CamScanner

باب آداب المعاشرة

পরিচ্ছেদ : আদব ও শিষ্টাচার

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবাগণের মাঝে কুশল বিনিময়ের পদ্ধতি

প্রশ্ন : প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের কুশল বিনিময় কি ধরনের ছিল ?

উত্তর : রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. কুশল বিনিময় করার সময় সাধারণত সালাম মুছাফাহা করতেন এবং মাঝে মধ্যে মুআনাকা করতেন, যা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (১৭/২৯/৬৯১৩)

📖 سنن ابى داود (٥٢٠٠) : عن أبي هريرة، قال: «إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار، أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه أيضا»

📖 سنن ترمذى (٢٦٩٨) : عن أنس بن مالك، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك».

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٣٧٠ (٢٤٩٠) : عن أنس بن مالك، قال: «كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استقبله الرجل فصافحه لا ينزع يده من يده حتى يكون الرجل الذي ينزع، ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه ولم ير مقدما ركبتيه بين يدي جليس له» -

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ١/ ٤٦٤ (١١٩٦) : عن ابن عمر، قال: وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب إلى بلاد الحبشة، فلما قدم اعتنقه وقبل بين عينيه، ثم قال: «ألا أهب لك، ألا أبشرك، ألا أمنحك، ألا أتحفك؟» قال: نعم، يا رسول الله! ... الحديث.

Scanned by CamScanner

পা দিয়ে ঠেলে কাউকে ঘুম থেকে জাগানো

প্রশ্ন : কেউ কেউ বলে যে, ঘুমন্ত মানুষকে ডাকার সুন্নত তরীকা হল, যে ডাকবে সে তার পা দ্বারা ঘুমন্ত ব্যক্তির পায়ে ঘষা দিতে থাকবে। যে দেশের মানুষ ভুলে কারো গায়ে পা লাগলে মাফ চায়। সে দেশে ইচ্ছা করে পা লাগানো আদবের পরিপন্থী কিনা ? যেমন আরব দেশে বাপের নাম ধরে ডাকা দোষনীয় নয়। কিন্তু আমাদের দেশে এটা আদবের খেলাফ। জানার বিষয় হল, এভাবে ঘুম থেকে উঠানো সুন্নাত কিনা? যদি না হয় তাহলে সঠিক তরীকা কী?

উত্তর : ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করার বিভিন্ন পদ্ধতি হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যথা সালাম দিয়ে, নামাযের কথা বলে, পানি ছিটিয়ে দিয়ে, পা ধরে নেড়ে, অথবা পা দ্বারা ঠেলে। এসব পদ্ধতির মধ্যে সর্বশেষ দুটো পদ্ধতির উল্লেখ যে হাদীসে আছে তার ভাষ্য হল, পা দ্বারা নেড়ে। হাদীস বিশারদগণ এর দুটো অর্থ করেছেন। ক. ঘুমন্ত ব্যক্তির পা ধরে হালকা ঝাঁকানো খ. নিজের পা দিয়ে ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানো। এ দুটো অর্থের মধ্যে আমাদের দেশে 'ক'-এর অর্থ প্রযোজ্য। তবে যে দেশে অন্যের শরীরে পা লাগানো দোষ মনে করে না সে সমাজে 'খ'-এর অর্থ নেয়া যেতে পারে। তাই ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগানোর পন্থা একমাত্র পা দিয়ে শরীরে নাড়া দেয়া বলা এবং সর্বাবস্থায় সকল সমাজে জাগানোর সন্নাত তরীকাকে এ অর্থের উপর সীমাবদ্ধ করা সঠিক নয়। (১৫/৫২৬/৬১০৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٥٦٨ (١٣٠٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته، فإن أبت، نضح في وجهها الماء، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها، فإن أبى، نضحت في وجهه الماء».

📖 فيه أيضا ٢/ ٥٤٧ (١٢٦٤) : عن مسلم بن أبي بكرة، عن أبيه، قال: «خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الصبح، فكان لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة، أو حركه برجله .

📖 شرح عقود رسم المفتى (زكريا) ص ١٨٠ : وفى القنية : ليس للمفتى ولا للقاضى أن يحكما على ظاهر المذهب ،ويترك العرفَ.

📖 آداب المعاشرات (مکتبۃ البشری) ص ٦ : صحیح مسلم میں حضرت مقداد بن اسود سے ایک طویل قصے ملی، مروی ہے کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے مہمان تھے اور آپ ہی کے یہاں مقیم تھے بعد عشاء اگر لیٹ رہتے، حضور اقدس ﷺ دیر میں تشریف لائے تو چونکہ مہمانوں کے سونے اور جاگنے دونوں کا احتمال ہوتا تھا اس میں سلام تو کرے شاید جاگتے ہوں اور ایسا آہستہ سلام کرتے کہ اگر جاگتے ہوں تو سن لیں اور اگر سوتے ہوں آنکھ نہ کھلے۔

কারো শরীরে পা লাগলে সালাম করা

প্রশ্ন : আমাদের মাঝে প্রচলন আছে যে, এক ব্যক্তির পা অন্য ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করলে তাকে সালাম করতে হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এর কোন সমাধান আছে কিনা? থাকলে তা কি?

উত্তর : এক ব্যক্তির পা অন্য ব্যক্তির শরীর স্পর্শ করলে তাকে পা ছুয়ে সালাম করার প্রথা শরীয়তের দৃষ্টিতে ভিত্তিহীন। তবে পা লাগাকে সমাজে যেহেতু বেয়াদবী মনে করা হয়, তাই ক্ষমা চেয়ে নেয়া শ্রেয়। (৯/২১৩/২৫৬৯)

📖 الدر المختار على صدر الرد (ايج ايم سعيد) ٦ / ٣٨٣ : (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریابکڈپو) ۱۵/۳۵۳ : الجواب—حامداً ومصلیاً، تعظیم کے لئے ماں کے پیروں کو چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، یہ اسلامی تعظیم نہیں، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا چاہئے۔

মোবাইলে মিস্‌ডকল দেওয়া

প্রশ্ন : এক মোবাইল দ্বারা অন্য মোবাইলে মিস্‌ডকল দেওয়া জায়েয হবে কিনা? এবং অপর ব্যক্তির জন্য মিস্‌ডকল ধরা (মিস্‌ডকল খাওয়া) জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : বিনা প্রয়োজন মিস্‌ডকল দেওয়া অনুচিত। প্রয়োজনবশতঃ পরিচিত নাম্বারে কোম্পানীর পক্ষ থেকে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে মিস্‌ডকল দেওয়া আপত্তিকর নয়। কারো যদি মিস্‌ডকল দিয়ে বিরক্ত করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে মিস্‌ডকল ধরে শায়েস্তা করা যেতে পারে। (১৩/৭৯৩/৫৪২৩)

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۸ / ۱۱۲ : کسی شخص کے لئے ایسے تصرفات شرعا بھی جائز نہیں جو لوگوں کی ایذاء رسانی کے موجب ہوں۔

Scanned by CamScanner

মোবাইলে অটো রিসিভ সেট করে রাখা

প্রশ্ন : মোবাইলে অটো রিসিভ করে রাখা বা মিস্‌ডকল বাতি ফিট করে মিস্‌ডকল ধরার হুকুম কি?

উত্তর : জায়েয আছে। (১৩/১০১০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢ / ٣٣٦ : دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلا إذا تحمل حصته باقيهم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢ / ٣٣٦ : (قوله: دفع النائبة والظلم عن نفسه أولى إلخ) النائبة ما ينوبه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غيره كما في القنية عن البزدوي والمراد دفع ما كانت بغير حق۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨ / ١١٢ : کسی شخص کے لئے ایسے تصرفات شرعا بھی جائز نہیں جو لوگوں کی ایذا رسانی کے موجب ہوں۔

মসজিদ থেকে বারবার সাহরীর এলান করা

প্রশ্ন : রমজানে বিভিন্ন জুমা মসজিদে মানুষ সাহরী খাওয়ার জন্য এবং সাহরীর সময় জানানোর জন্য বারবার এলান করা শরীয়তসম্মত কি না ?

উত্তর : মানুষের সুবিধার্থে ঘুম থেকে জাগানোর এবং সাহরীর সময় জানানোর জন্য এলান করা জায়েয হবে। কোন পদ্ধতিতে করা হবে তা পরার্মশের ভিত্তিতে নির্ধারণ করবে। (৬/২৫২/১১৯২)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٣/ ٣٢٧ : جواب: سحری اور افطار کے اوقات کی اطلاع دینے میں کوئی مضائقہ نہیں لیکن لاؤڈ اسپیکر پر اعلانات کا اتنا شور کہ لوگوں کا سکون غارت ہو جائے اور اس وقت کوئی شخص اطمینان سے نماز بھی نہ پڑھ سکے ناجائز ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٤/ ٢٩١ : بلاشبہ صبح کا وقت غفلت کا وقت ہے غافلوں کو بیدار کرنے اور نماز باجماعت کا عادی بنانے کیلئے باہمت لوگ جگانے کیلئے نکلتے ہوں تو ان کو روکنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تک ضرورت ہو یہ عمل جاری رکھا جاسکتا ہے مگر کام سلیقہ سے ہونا چاہئے تماشہ نہ بنالیا جائے اور باعث ایذاء مسلمین نہ ہو، مستورات اور معذورین مکانوں میں نماز اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں تو ان کا لحاظ رکھا جائے، لوگوں کو چاہئے کہ غافلین میں اپنا شمار نہ کرائیں اور لوگوں کو اٹھانے کی زحمت سے بچائیں۔

Scanned by CamScanner

ছাত্রকে যেসব গালি দেয়া অবৈধ

প্রশ্ন : উস্তাদ তার ছাত্রকে শয়তান, খবীছ, জানোয়ার, গাধা, বদমায়েশ, হাইওয়ান, শুয়োর, গরু, ছাগল ইত্যাদি বলে গালি দিতে পারবে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত শব্দগুলো দ্বারা গালি দেওয়া জায়েয নেই বিধায় এ সব শব্দ দ্বারা গালি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। (১০/৬০০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ١٣٢ : ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر " لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه وقيل في عرفنا يعزر لأنه يعد شينا وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٦٣ : أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له: يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب، يا خنزير، يا حمار يا ثور، ونحو ذلك - لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر؛ دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٤/ ٦٩ : (وعزر) الشاتم (بيا كافر) وهل يكفر إن اعتقد المسلم كافرا؟ نعم وإلا لا به يفتى شرح وهبانية، ولو أجابه لبيك كفر خلاصة. وفي التتارخانية، قيل لا يعزر ما لم يقل يا كافر بالله لأنه كافر بالطاغوت فيكون محتملا (يا خبيث يا سارق يا فاجر يا مخنث يا خائن) يا سفيه يا بليد يا أحمق يا مباحي يا عواني.

ছাত্রকে শাসন করার কারণে উস্তাদকে গালি দেয়া

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির সন্তানকে মাদরাসার উস্তাদ শাসন করায় যদি ওই ব্যক্তি বলে আমি ওই ওস্তাদকে গুলি করে মারতাম, তাহলে এ কথা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু যুক্তিযুক্ত? এর বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : দুনিয়াবী কোনো দ্বন্দ্বের কারণে উস্তাদকে কোনো গার্ডিয়ান গালি দিলে সে ফাসেক বলে গণ্য হবে। তবে ছাত্রদেরকে শাসন করার ক্ষেত্রে শরয়ী নীতিমালা লঙ্ঘণ করা অন্যায়, অবিচার ও গুনাহের কাজ। (১৭/১৮৪/৬৯৪১)

📖 صحيح بخارى (٤٨) : حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر».

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا بكڈپو) ٦ / ٣٣٧ : شتم العالم أو العلوى لأمر غير صالح فى ذاته وعداوته، لخلافه الشرع لا يكون كفرا.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٤ / ١٤٤ : السب لغة واصطلاحا الشتم وهو مشافهة الغير بما يكره وإن لم يكن فيه حد، كيا احمق.

পাঠ না শিখলে বা প্রতিষ্ঠানের কাজ না করলে ছাত্রকে বেত্রাঘাত ও গালি দেয়া

প্রশ্ন :

১) কোনো ছাত্র দৈনিক সবক না পড়লে উস্তাদের জন্য উক্ত ছাত্রকে বেত্রাঘাত করা ও অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ করা এবং মন্দ কথা বলা বৈধ হবে কিনা?

২) কোনো ছাত্র মাদরাসার কাজে অবহেলা করলে বা না করলে অকাট্য ভাষায় গালি-গালাজ করা বৈধ হবে কিনা?

উত্তর : সাধারণতঃ একে অপরকে গালি দেওয়া শরীয়ত পরিপন্থী কাজ। বিশেষতঃ ছাত্রকে অশ্লীল ভাষায় গালি দেয়া উস্তাদের জন্য জায়েয হবে না, বরং কল্পনাও করা যায় না। সুতরাং যদি কোনো তালেবে ইলম ঠিকমত লেখা পড়া না করে এবং মাদরাসার যেকোনো কাজে অবহেলা অথবা অংশগ্রহন না করে তাহলে তাকে গালি না দিয়ে বুঝিয়ে কাজ চালিয়ে নিবে। লেখাপড়ায় মনোযোগী হওয়ার জন্য প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবে বেত্রাঘাত করতে পারবে। তবে বর্তমানে যেহেতু অভিভাবকদের পক্ষ থেকে মারধর করার অধিকার দেয়া হয় না তাই নাবালেগদেরকে মারা জায়েয হবে না। তেমনিভাবে মাদরাসার বা ব্যক্তিগত কাজে অবহেলা করলে শাস্তি দেয়া কখনো জায়েয হবে না, তবে উস্তাদ ছাত্রদের তরবিয়তের লক্ষ্যে রাগ দেখানো দোষনীয় নয়। (১২/৪৬০)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ١٣٢ : ولو قال يا حمار أو يا خنزير لم يعزر " لأنه ما ألحق الشين به للتيقن بنفيه وقيل في عرفنا يعزر

Scanned by CamScanner

لأنه يعد شينا وقيل إن كان المسبوب من الأشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لأنه يلحقهم الوحشة بذلك.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٦٣ : أو بقول يحتمل الصدق والكذب بأن قال له: يا خبيث، يا فاسق، يا سارق، يا فاجر، يا كافر، يا آكل الربا، يا شارب الخمر، ونحو ذلك، فإن قال له: يا كلب، يا خنزير، يا حمار يا ثور، ونحو ذلك - لا يجب عليه التعزير؛ لأن في النوع الأول إنما وجب التعزير؛ لأنه ألحق العار بالمقذوف، إذ الناس بين مصدق ومكذب فعزر؛ دفعا للعار عنه، والقاذف في النوع الثاني ألحق العار بنفسه بقذفه غيره بما لا يتصور؛ فيرجع عار الكذب إليه لا إلى المقذوف.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ١/ ١٧٠ : والمنصوص أنه يجوز للمعلم أن يضربه بإذن أبيه نحو ثلاث ضربات وسطا سليما، ولم يقيد بغير العصا-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٣٠ : أي لا يجوز ضرب ولد الحر بأمر أبيه، أما المعلم فله ضربه لأن المأمور يضربه نيابة عن الأب لمصلحته، والمعلم يضربه بحكم الملك بتمليك أبيه لمصلحة التعليم، وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة، وبأن لا يزيد على ثلاث ضربات ورده الناظم بأنه لا وجه له، ويحتاج إلى نقل وأقره الشارح قال الشرنبلالي: والنقل في كتاب الصلاة يضرب الصغير باليد لا بالخشبة، ولا يزيد على ثلاث ضربات -

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۱۳۴ : طالب علم اگر بالغ ہے لڑکا ہو یا لڑکی تو اس کو تعلیم میں کوتاہی کرنے پر سزا دینا جائز ہے بشرطیکہ والدین کی طرف سے سزا دینے کی اجازت ہو اور اس کی حد یہ ہے کہ کما وکیفا ومحلا ضرب معتاد سے زیادہ نہ ہو، مگر آجکل عوام کو علم دین کی طرف زمانہ سابق کی طرح رغبت نہیں رہی اس لئے اکثر والدین کو معلم کی سزا ناگوار ہوتی ہے، نیز معلم بھی آجکل زیادہ تر مسائل سے جاہل اور اخلاق سے کورے ہیں وہ حدود کی رعایت نہیں کرتے اس لئے زمانہ میں ایسے سوالات کا یہی جواب دیا جائے گا کہ معلم خود سزا نہ دے بلکہ جو لڑکا تعلیم میں کوتاہی کرے اسی دن والدین کو اطلاع کر دی جائے کہ یہ لڑکا محنت نہیں کرتا اب والدین خواہ سزا دیں یا نہ دیں اختیار ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲/ ۲۰۳ : چہرہ اور مذاکیر کے علاوہ سارے بدن پر تاوقتیکہ تجاوز عن الحد نہ ہو مارنا جائز ہے یعنی اس طرح مارنا کہ بدن کہیں سے زخمی ہو جائے یا کہیں کی ہڈی ٹوٹ جائے یا بدن پر سیاہ داغ پڑ جائیں یا ایسی ضرب ہو جس کا اثر قلب پر پڑتا ہو جائز نہیں اگر مارنے میں حد معلوم سے تجاوز ہو یا چہرہ اور مذاکیر پر خواہ ایک ہی ہاتھ چلائے گناہگار ہوگا، استاذ کو بشرط اجازت والدین اس قدر مارنے کا اختیار ہے جس کا جو مذکور ہوا اور وہ بھی جبکہ مارنے کے لئے کوئی صحیح غرض تادیب یا تنبیہ یا کسی بری بات پر سزا دہی ہو بے قصور مارنا یا مقدار قصور سے زیادہ مارنا جائز نہیں بلکہ استاذ خود مستحق تعزیر ہوگا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۱۰۲ : الجواب- چھوٹے بچوں کو بغیر چھڑی وغیرہ کے صرف ہاتھ سے وہ بھی ان کے تحمل کے موافق میں تین چپت تک مار سکتا ہے وہ بھی سر اور چہرہ کو چھوڑ کر یعنی گردن اور کمر پر، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں، ورنہ بچے قیامت میں قصاص لیں گے بچوں پر نرمی اور شفقت کی جائے اب پیٹنے کا دور تقریبا ختم ہو گیا، اس کے اثرات اچھے نہیں ہوتے، بچے بے حیا اور نڈر ہو جاتے ہیں، مار کھانے کی عادی ہو کر یاد نہیں کرتے بلکہ اکثر تو پڑھنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔

চিঠির মাধ্যমে সালাম-কালাম, সরাসরি বন্ধ

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তির পরস্পরের মাঝে ঝগড়া হয়ে সালাম-কালাম সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। এমনকি চলাফেরায় এ পরিমাণ সতর্কতা অবলম্বন করে, যাতে একজন অপরজনের সামনে না পড়ে। প্রশ্ন হল, সরাসরি কথা না বলে পত্রের মাধ্যমে সালাম-কালাম করলে হাদীসে বর্ণিত ধমকি থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যাবে কিনা?

উত্তর : মুসলমান পরস্পর কথাবার্তা বন্ধ রাখার উপর হাদিস শরীফে যে শাস্তি ও হুমকীর কথা পাওয়া যায় তা থেকে নিস্কৃতি পাওয়ার জন্য নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী শুধুমাত্র সালাম করলে যথেষ্ট হবে না, বরং সালামের সাথে কথাবার্তা বলতে হবে, যদি কথা না বলার কারণে অন্য বক্তির কষ্ট হয়। অন্যের কষ্ট না হলে শুধু সালামই যথেষ্ট বলে বিবেচিত। তবে দূরে থাকলে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সালাম-কালাম করলেও উক্ত ধমকী থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যাবে। (১১/৫৫৪/৩৪০৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١١٩ (٦٠٧٧) : عن أبي أيوب الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، يلتقيان: فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام " -

Scanned by CamScanner

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٧٥٩ : وإنما يكون البادئ خيرهما لدلالة فعله، على أنه أقرب إلى التواضع وأنسب إلى الصفاء وحسن الخلق، وللإشعار بأنه معترف بالتقصير، وللإيماء إلى حسن العهد وحفظ المودة القديمة، أو كأنه بادئ في المحبة والصحبة والله أعلم. قال الأكمل: وفيه حث على إزالة الهجران، وأنه يزول بمجرد السلام اهـ وفيه إيماء بأنه لا يخفى لمسلم أن يبدأ بالكلام قبل السلام.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤١١ : (وصلة الرحم واجبة ولو) كانت (بسلام وتحية وهدية) ومعاونة ومجالسة ومكالمة وتلطف وإحسان ويزورهم غبا ليزيد حبا بل يزور أقرباءه كل جمعة أو شهر ولا يرد حاجتهم لأنه من القطيعة في الحديث «إن الله يصل من وصل رحمه ويقطع من قطعها» وفي الحديث «صلة الرحم تزيد في العمر»-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١١ : (قوله ولو كانت بسلام إلخ) قال في تبيين المحارم: وإن كان غائبا يصلهم بالمكتوب إليهم، فإن قدر على المسير إليهم كان أفضل.

অন্যের কাছে দু'আ চাওয়া

প্রশ্ন : এক মুসলমান অপর মুসলমানের নিকট দু'আ চাইতে পারে কি ?

উত্তর : একে অপরের নিকট দু'আ চাইতে পারে যা কোরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। যেমন হযরত ওমর (রা:) ওমরায় যাওয়ার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে দু'আ চেয়েছেন এবং কোরআন শরীফে রয়েছে, ইউসুফ আ.-এর ভাইয়েরা তাঁর পিতার নিকট দু'আ চেয়েছেন। (১৭/২৯/৬৯১৩)

📖 سورة يوسف الآية ٩٧- ٩٨ : ﴿قَالُوا يَاأَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ۝ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٣٨ (٣٥٦٢) : عن ابن عمر، عن عمر، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فقال: «أي أخي أشركنا في دعائك ولا تنسنا».

Scanned by CamScanner

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর সাথে অবৈধ ভাবে ঘর সংসারকারীকে বয়কট করা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করার পর আগের মত ঘর সংসার করছে। মহল্লাবাসীর পক্ষ থেকে উক্ত ব্যক্তিকে বার বার বলা হয়েছে তোমার স্ত্রীকে পৃথক করে দাও! কিন্তু তা সে গ্রহণ করেনি। পরবর্তীতে মহল্লাবাসী তার মসজিদ কমিটির সদস্যপদ বাতিল করে। ওই মসজিদে তাকে নামায পড়তে ও তার সন্তানদেরকে মকতব পড়াতে নিষেধ করে দেয়। জানার বিষয় হলো, উক্ত ব্যক্তিকে কমিটির সদস্যপদ থেকে বহিষ্কার করা এবং মসজিদে নামায পড়তে নিষেধ ও তার সন্তানদের মকতবে পড়তে নিষেধ করা শরীয়তসম্মত হয়েছে কিনা?

উত্তর : কোনো ব্যক্তি স্বীয় স্ত্রীকে ৩ তালাক দেয়ার পর শরয়ী পদ্ধতি অনুযায়ী হালালা ব্যতীত উক্ত স্ত্রী নিয়ে আগের মত ঘর-সংসার করা স্পষ্ট যিনা-ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত। এমন ব্যক্তি অবশ্যই শাস্তির উপযুক্ত। কিন্তু শাস্তি হিসেবে তাকে মসজিদে নামায পড়তে, জামাতে শরীক হতে ও তার সন্তানদের মকতবে পড়াতে নিষেধ করা যাবে না। বরং তার আত্মীয়-স্বজন এবং এলাকাবাসীর কর্তব্য হলো, উক্ত ব্যক্তির সাথে সামাজিক বয়কট করা অর্থাৎ মসজিদকমিটির সদস্যপদ থেকে বহিঃষ্কার করা এবং তার সাথে সালাম-কালাম, লেন-দেন, চলা-ফেরা, উঠা-বসা না করা এবং অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করা, যাতে সে প্রশ্নোল্লিখিত অপকর্ম পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়। (১৯/২২৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٧/ ٨٠ (٢٧٦٩) : عن ابن شهاب، قال: ثم غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، وهو يريد الروم ونصارى العرب بالشام، قال ابن شهاب: فأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، أن عبد الله بن كعب كان قائد كعب، من بنيه، حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال كعب بن مالك: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط، إلا في غزوة تبوك ... ... قال : ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا، أيها الثلاثة، من بين من تخلف عنه، قال: فاجتنبنا الناس، وقال: تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، فلبثنا على ذلك خمسين ليلة، فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان، وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه، وهو في مجلسه بعد الصلاة، الحديث .

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٩١٠ : سوال- کوئی شخص زنا کرے فی زماننا اس کی کیا سزا ہے؟ محض توبہ کفایت ہے یا اور کچھ سزا ہے، شریعت میں جو سزا مقرر ہے اس دیار میں وہ جاری کرنی مشکل ہے۔

الجواب- زناء کی حد شرعی دار الحرب میں جاری نہیں ہو سکتی کیونکہ اجرائے حدود کے لئے دار الاسلام شرط ہے کما صرح بہ الدر المختار- من کتاب الحدود- لہذا فیما بینہ وبین اللہ تو توبہ بھی کافی ہے، لیکن اگر مسلمان کسی جگہ متفق ہوں اور سب متفق ہو کر زانی سے قطع تعلقات کردیں اور جب تک توبہ نہ کرے مقاطعہ جاری رکھیں تو مناسب ہے۔ واللہ تعالی اعلم

ইহুদী খ্রীষ্টানের সাথে বন্ধুত্ব

প্রশ্ন : আহলে কিতাব তথা ইহুদী, নাসারার সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারবো কিনা?

উত্তর : ইহুদী খ্রীষ্টানদের সাথে কোনো মুসলমানদের আন্তরিক বন্ধুত্ব থাকতে পারে না, এটা ঈমান পরিপন্থী। তবে লেনদেন সামাজিকতা রক্ষা করতে শরীয়তে আপত্তি নেই। (১৩/১৯৯/৫১৬২)

📖 سورة المائدة الآية ٥١ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارٰى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهٗ مِنْهُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

📖 اللباب فى علوم الكتاب (دار الكتب العلمية) ٧ / ٣٧٩ : ومعنى لا تتخذوهم أي: لا تعتمدوا على استنصارهم، ولا تتوددوا إليهم.

হিন্দুর সঙ্গে সম্পর্ক রাখা

প্রশ্ন : হিন্দু মুসলিম পারস্পরিক সম্পর্ক রাখতে পারবে কি না?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য অন্য কোনো ধর্মাবলম্বী তথা হিন্দু, খ্রীষ্টান ইত্যাদি জাতির সাথে আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখা জায়েয নেই। তবে দুনিয়াবী কায়-কারবার ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদি কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করার অনুমতি আছে। (৬/৩/১০৪৫)

Scanned by CamScanner

التفسير المظهرى (رشيديه) ٢/ ٣٢ : لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكافِرِينَ أَوْلِياءَ نهوا عن موالاتهم بقرابة او صداقة ونحو ذلك او عن الاستعانة بهم فى الغزو وسائر الأمور الدينية مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ فيه اشارة الى ان ولايتهم لا يجتمع ولاية المؤمنين لاجل منافاة بين ولاية المتعادين ففى ولاية الكفار قبح بالذات وقبح بالعرض بالحرمان عن ولاية المؤمنين.

فتاوى محموديه (زكريا) ٥/ ١٨٧ : کفار سے محبت اور دوستی کا تعلق رکھنا شرعاناجائز ہے،البتہ دنیوی ضروریات کیلئے معاملات کا تعلق رکھنادرست ہے۔

অমুসলিম কর্মচারী রাখা

প্রশ্ন : দোকানে মুসলমান ছাড়া হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান কর্মচারী রাখা যাবে কি ? রাখা গেলে তাদের সাথে কোন নিয়ম বা পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে?

উত্তর : প্রয়োজনে দোকান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে অমুসলিম কর্মচারীও নিযুক্ত করা যাবে। তবে তাদের সাথে আন্তরিক মুহাব্বত ব্যতীত সকল ক্ষেত্রে শরীয়তের নির্দেশ হিসেবে মুসলমানদের মত ন্যায় ও ইনসাফপূর্ণ আচরণ করতে হবে। (৭/৯২৯/১৯৩২)

الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤١٠ : وإسلامه ليس بشرط أصلا فتجوز الإجارة والاستئجار من المسلم والذمي والحربي والمستأمن.

فتاوى محموديه (زكريا) ٨ / ٣٠٠ : کفار سے دوستانہ اور دلی محبت حرام ہے لقولہ تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، البتہ دنیوی معاملات میں لین دین وغیرہ بضرورت درست ہے۔

রাস্তার দুইধারে দাঁড়িয়ে কারো সম্মান প্রদর্শন করা

প্রশ্ন : কোনো বিশেষ মেহমান আসার সময় তাকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য রাস্তার দুই ধারে দাঁড়িয়ে আসসালাম আহলান সাহলান ইত্যাদী বলা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : মেহমানের সম্মান অবশ্যই করতে হবে, কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এতে কোনো বিজাতীয় কালচার অবলম্বন করা না হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা জায়েয হবে যদি কোনো রকম শরীয়ত পরিপন্থী কাজ সংযোজিত না হয়। কোনো সম্মানের

Scanned by CamScanner

অধিকারী মেহমানের আগমনে সম্মান প্রদর্শনের জন্য দাঁড়ানো ও অভ্যর্থনামূলক আহলান সাহলান ইত্যাদি বলা জায়েয হবে, তবে এর জন্য কাউকে বাধ্য করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, এর কারণে সুন্নত পদ্ধতিতে সালাম দেওয়া যেন বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হয়। (১২/৫২৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٨٤/٦ : (قوله يجوز بل يندب القيام تعظيما للقادم إلخ) أي إن كان ممن يستحق التعظيم .

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣ / ١٢٦ : قوله – "قوموا إلى سيدكم" به استدل من قال بجواز القيام للقادم وجملة القول فى هذه المسئلة أن القيام على أقسام :

١- أن يكون السيد جالسا ويتمثل له الحاضرون قياما طوال مجلسه، وهو ممنوع بنص الحديث؛ لأنه دأب الأعاجم المتكبرين ولا خلاف فى عدم جوازه.

٢- أن يقوم الناس للقادم يحب أن يقوموا له تكبرا أو تعاظما على القائمين، وهو ممنوع ايضًا باتفاق العلماء.

٣- أن يقوم الناس لمن لا يتكبر ولا يتعاظم على القائمين ولكن يخشى أن يدخل نفسه بسبب ذلك ما يحذر وهو مكروه.

٤- أن يقوم الرجل لقادم من سفر فرحا بقدومه، ليسلم عليه وهذا مندوب ولا خلاف فى جوازه.

٥- أن يقوم الرجل لمن حصلت له نعمة فيهنئه عليها وهو مندوب ايضًا.

٦- أن يقوم الرجل لمن أصابته مصيبة فيسليه عليها وهو مندوب ايضًا،

٧- أن يقوم الرجل لمن دخل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك

وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماء فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم وللإمام النووى رحمه الله فى جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج، وقد حكى الحافظ فى الفتح ١١ / ٥٠ : دلائل النووى وابن الحاج ببسط وتفصيل-

📖 امداد الفتاوى (زکریا بکڈپو) ۴ / ۲۷۲ : دوسری قسم قیام تعظیمی ہے، اس میں اگر تعظیم دل سے ہے تو وہ شخص اس تعظیم کے قابل ہونا چاہئے ورنہ اگر تعظیم کے قابل

Scanned by CamScanner

نہیں، مثلا کافر ہے تو اس قسم کی اجازت نہیں، چنانچہ روایت ثانیہ اس پر دال ہے اور اگر تعظیم صرف ظاہر میں ہے اور اور کسی مصلحت سے ہے مثلا یہ خیال ہے کہ اگر تعظیم نہ کریں گے تو یہ شخص دشمن ہو جائیگا یا یہ کہ خود اس کی دل شکنی ہو گی یا اس شخص کی ہدایت پر آنے کی امید ہے یا اس شخص اس کا محکوم و نوکر ہے یا ایسی ہی کوئی اور مصلحت ہے تو جائز ہے چنانچہ حدیث اول کی شرح اور روایت اولی اس پر شاہد ہے اور اگر نہ وہ قابل تعظیم ہے اور نہ کوئی مصلحت و ضرورت ہے تو ممنوع ہے۔

স্ত্রীর সাথে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া কখন বৈধ

প্রশ্ন : স্ত্রীর নিকট কোন কোন ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া জায়েয আছে?

উত্তর : স্ত্রীকে খুশি রাখার লক্ষ্যে সরাসরি মিথ্যার আশ্রয় না নিয়ে রুপক অর্থবোধক বাক্য ব্যবহার করে অসত্যের আশ্রয় নেয়ার অনুমতি আছে। (১০/৩৫৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤٢٨/٦ : وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ... وأهل الترضي والقتال ليظفروا۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٢٧/٦ : (قوله قال) أي صاحب المجتبى وعبارته قال - عليه الصلاة والسلام - «كل كذب مكتوب لا محالة إلا ثلاثة الرجل مع امرأته أو ولده والرجل يصلح بين اثنين والحرب فإن الحرب خدعة» ، قال الطحاوي وغيره هو محمول على المعاريض، لأن عين الكذب حرام. قلت: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: ١٠]- وقال - عليه الصلاة والسلام - «الكذب مع الفجور وهما في النار» ولم يتعين عين الكذب للنجاة وتحصيل المرام اهـ

📖 فيه أيضا ٤٢٨/٦ : (قوله جاز الكذب) بوزن علم مختار أي بالكسر فالسكون قال الشارح ابن الشحنة، نقل في البزازية أنه أراد به المعاريض لا الكذب الخالص (قوله وأهل الترضي) ليحترز به عن الوحشة والخصومة شارح كقوله: أنت عندي خير من ضرتك أي من بعض الجهات، وسأعطيك كذا أي إن قدر الله تعالى۔

Scanned by CamScanner

অবৈধ উপার্জনকারী ও অবৈধ কাজে লিপ্ত ভাইয়ের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য ও খাওয়া দাওয়া করা

প্রশ্ন : আমরা ৬ ভাই। আমাদের একটি কারখানা আছে। আমরা সবাই একই সাথে একই বাসায় থাকি। একসাথে সবার রান্না হয়। প্রত্যেক ভাইয়ের নিজস্ব গাড়ী ও আলাদা আলাদা ব্যবসা আছে। কারখানার জন্য বিদেশ হতে কাচামাল আমদানী করতে হয়। কাচামাল আমদানীর জন্য ব্যাংকে ১০/১২ দিনের সুদ দিতে হয়। যদি খুব চেষ্টা করি তবে সুদ দিতে হয় না। ২/৩ ভাই নিজস্ব ব্যবসার জন্য ব্যাংকে সুদ দেয়। এমতাবস্থায় ১০/১২ দিনের জন্য সুদ দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কি?

বর্তমান যুগে নতুন প্রযুক্তিতে ডিসএনটিনা নামক টেলিভিশন ফেতনা বের হয়েছে। তার মাধ্যমে পৃথিবীতে যা ঘটে তা তাৎক্ষণিক দেখা যায়। নগ্ন, অর্ধনগ্ন, ছায়াছবি, অপসংস্কৃতি যা পাশ্চাত্য সমাজে বৈধ, সব কিছু দেখা যায়। আমরা, স্ত্রীরা ও ছেলে-মেয়েরা ও ধ্বংসের সম্মুখীন। আমার ভাইদেরকে ডিসএনটিনা টেলিভিশন দেখলে মানা করি ও সুদ দিতে মানা করি। কিন্তু ২/১ জন মানে ২/৩ জন মানে না, এখন শরীয়তের দৃষ্টিতে কি করণীয় ?

যদি আমার ২/৩ ভাই উক্ত বিষয়াদিতে শরীয়তের বিধান না মানে তাহলে তাদের সাথে ব্যবসা, থাকা ও খাওয়া-দাওয়া করা জায়েয কিনা?

এ দুটি কারণে ভাইদের সাথে ব্যবসা বাণিজ্য থাকা-খাওয়া ত্যাগ করলে শরীয়তের বিধানে আমার কি অপরাধ হবে? কি করলে আমরা একসাথে থাকতে পারি, তা জানতে চাই?

উত্তর : সুদ নেয়া-দেয়া ইসলামে নিষিদ্ধ। আর টিভির যে সমস্ত প্রোগ্রাম প্রশ্নে উল্লেখ করা হয়েছে, তাও শরীয়তের পরিপন্থী। মুসলমান সমাজকে এসব অশ্লীল কাজ থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা সমাজের জ্ঞানী-গুণী লোকদের কর্তব্য। সেক্ষেত্রে আপনিও আপনার ভাইদেরকে বুঝানোর চেষ্টায় রত থাকবেন। আর ঐ ভাইদেরকে এমন আলেমদের খেদমতে নিয়ে যাবেন, যাদের কথা মানবে বলে আশা করা যায়। এরপরও যদি সংশোধন না হয় তাহলে ভাইদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে সংশোধন করার চেষ্টা করবেন। তাতে কোন গুনাহ হবে না, বরং সাওয়াব হবে। (১/৩১৫)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٧٠٩ : فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما.

Scanned by CamScanner

📖 بذل المجهود (دار الكتب العلمية) ١٩ /١٥٢ : قال السيوطى : والمراد حرمة الهجران إذا كان الباعث عليه وقوع تقصير فى حقوق الصحبة والأخوة وآداب العشرة كاغتياب وترك نصيحة، وأما ما كان من جهة الدين والمذهب فهجران أهل البدع والأهواء واجب إلى وقت ظهور التوبة.

বিশেষ কারণে খালা, ফুফু ও মামা সম্পর্কীয় আত্মীয়তা ছিন্ন করা

প্রশ্ন : ইসলামে আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা ও তাদের হক্বের ব্যাপারে কঠোর হুকুম রয়েছে। কিন্তু খালা, ফুফা, মামা সম্পর্কীয় আত্মীয় স্বজনদের বাসায় দুনিয়াবী জাকজমক ও পদ পদীর জ্ঞান গরিমা আর বদদ্বীনি পরিবেশ থাকার কারণে সম্পর্ক ত্যাগ করা যাবে কিনা?

উত্তর : শরীয়তের নির্দেশনামতে কোনো বদদ্বীন ফাসেক ফাজেরের সাথে মুসলমানদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক থাকতে পারে না। আর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা যেমন দ্বীনের সার্থে অতীব গুরুত্বপূর্ণ, তেমনিভাবে দ্বীনের স্বার্থ লংঘন হলেও সেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ করার বিধান রয়েছে। অতএব, বদদ্বীন পরিবেশে যাতায়াত ও বাহ্যিক সম্পর্ক একমাত্র দাওয়াতের নিয়তে বৈধ, যতক্ষণ হেদায়েত গ্রহনের আশা থাকে। সুকৌশলে উত্তম নসীহতের মাধ্যমে দ্বীনের কথা বলার জন্য যাতায়াত করবে। আর তা নিষ্ফল হলে এবং সম্পর্ক বিচ্ছেদের মাধ্যমে হেদায়েতের আশা থাকলে অবশ্যই সম্পর্ক ত্যাগ করবে। এ ছাড়া নিজ ঈমান আকীদা ও চরিত্রের হেফাজত এবং অন্যায়ের প্রতি ধিক্কার জানাতে হলেও সম্পর্ক বিচ্ছেদ করা উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (৬/৬৩৬/১৩৪২)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٧٥٨ : قال الخطابي: رخص للمسلم أن يغضب على أخيه ثلاث ليال لقلته، ولا يجوز فوقها إلا إذا كان الهجران في حق من حقوق الله تعالى، فيجوز فوق ذلك. وفي حاشية السيوطي على الموطأ، قال ابن عبد البر: هذا مخصوص بحديث كعب بن مالك ورفيقيه، حيث أمر صلى الله عليه وسلم أصحابه بهجرهم، يعني زيادة على ثلاث إلى أن بلغ خمسين يوما. قال: وأجمع العلماء على أن من خاف من مكالمة أحد وصلته ما يفسد عليه دينه أو يدخل مضرة في دنياه يجوز له مجانبته وبعده، ورب صرم جميل خير من مخالطة تؤذيه. وفي النهاية: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتب وموجدة، أو

Scanned by CamScanner

تقصير يقع في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع واجبة على مر الأوقات ما لم يظهر منه التوبة والرجوع إلى الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر بهجرانهم خمسين يوما، وقد هجر نساءه شهرا وهجرت عائشة ابن الزبير مدة، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم، وماتوا متهاجرين، ولعل أحد الأمرين منسوخ بالآخر.

قلت: الأظهر أن يحمل نحو هذا الحديث على المتواخيين أو المتساويين، بخلاف الوالد مع الولد، والأستاذ مع تلميذه، وعليه يحمل ما وقر من السلف والخلق لبعض الخلف، ويمكن أن يقال الهجرة المحرمة إنما تكون مع العداوة والشحناء، كما يدل عليه الحديث الذي يليه، فغيرها إما مباح أو خلاف الأولى -

📖 مجالس الأبرار ص ٥١٠ : وقد اتفق السلف على إظهار البغض والعداوة للظلمة والمبتدعة وكل من عصى الله بمعصية متعدية منه إلى غيره، وأما من عصى الله تعالى فى حق نفسه فقد اختلفوا فيه : فمنهم من نظر إليه بنظر الرحمة، ولم يعرض عنه، ومنهم من شدد الإنكار عليه، واختار المهاجرة عنه، لقوله تعالى : لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ- فدلت الآية على أن من يرتكب المعاصى والمنكرات يجب هجره، ولو كان من الأقرباء ويكون هذا الهجر على وجه العقوبة والتأديب بمنزلة التعزير، وأما النظر إليه بنظر الرحمة فيفضى إلى المداهنة؛ لأن أكثر البواعث على الأعضاد على المعاصى المداهنة، ومراعاة القلوب والخوف من نفرتها ووحشتها.

বাসার কাজের লোকদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমি একজন ইংরেজি শিক্ষিত ঘরের সন্তান। তাবলীগে সময় লাগিয়েছি। আল্লাহর মেহেরবানীতে অন্তরে দ্বীনের অনুভূতি জেগেছে। আমার বাসায় কাজের বুয়া,

Scanned by CamScanner

দারোয়ান, চাকর ও গাড়ীর ড্রাইভার আছে। তাদের সাথে আমার পরিবারের সবাই খুব কঠোর আচরণ করে। যথা গালি-গালাজ করে এই বলে যে, আমার খাস আমার পরছ, আরেকজনের গুণ গা-ছ, ফকিন্নির ঘরের ফকিন্নি, পেটটা ভরে ঠিকই খাছ, কাজের বেলায় ফাকিঁ দেছ। তাছাড়া এভাবে ডাকে, এই ড্রাইভার, এই বুয়া, এই দারোয়ান এবং কাজের ছোট ছেলে মেয়েকে মারধর করে, যা জুলুমের অর্ন্তভুক্ত। এতে আমার কষ্ট লাগে। আমি তাদেরকে বুঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু তারা আমার কথা বঝুতে চায় না। তারা মনে করে, চাকর-বাকরদের কাজের বিনিময়ে টাকা দেই, এরচেয়ে বেশি আর কি। এধরনের আচরণের ব্যাপারে শরীয়তে কোনো ধমকি এসেছে কিনা? যেহেতু তাদের দ্বীনের বুঝ নেই, তাই কুরআন- সুন্নাহর আলোকে কিছু দিকনির্দেশনা দিন।

উত্তর : ইসলামী দৃষ্টিকোণে গরীব-ধনীর পার্থক্য আল্লাহ তা'আলার মহা কুদরতের নির্দশন। একে অপরের প্রয়োজন মিটিয়ে সুষ্ঠ সুন্দর সমাজ গঠন করার নিমিত্তেই এই ব্যবধান। এ কারণে হাদীসের ভাষায় একে অপরের জন্যে পরীক্ষাস্বরূপ বলে উল্লেখ আছে। ইরশাদ হয়েছে, "ধনীর জন্যে দরীদ্র সবলের জন্যে দুর্বল, মালিকের জন্যে অধীনস্ত পরীক্ষাস্বরুপ।"

সুতরাং শরীয়তের এ বিধানকে সামনে রেখে অধীনস্তদের থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ নেয়া উচিৎ। সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের আদেশ করা নিষেধ। সে যদি দায়ীত্ব পালনে অক্ষম হয়, তবে মালিক তাকে শাস্তি না দিয়ে সহযোগিতা করা এবং ভূল করলে ক্ষমা ও সতর্ক করা শরীয়তের বিধান। তাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধীনস্তদের সঙ্গে সদাচরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তিনি ইরশাদ করেন- তোমরা যা খাও তাদেরকে তাই খেতে দাও। তোমরা যা পরিধান করো তাদেরকে তাই পরিধান করতে দাও। আল্লাহর সৃষ্টিকে কষ্ট দিও না।'

অন্যত্র রাসূল কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক প্রশ্নের জবাবে ইরশাদ করেন, খাদেমকে প্রয়োজনে সত্তর বার ক্ষমা করো। উপরোক্ত বিধি বিধান মোতাবেক প্রতীয়মান হয় যে গৃহ শ্রমিক তথা বাসার দারোয়ান, ড্রাইভার, কাজের বুয়াদেরকে মারপিট করা, গালমন্দ করা, তাদেরকে সামর্থ্যের বাইরে কোনো কাজের চাপ প্রয়োগ করা খুবই নিন্দনীয়। বরং উত্তম আদর্শ দেখানো জরুরী। তাদেরকে গালমন্দ করা ইসলামী সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

মূলতঃ অধীনস্তদের প্রতি দুরাচার ও রুক্ষতার উৎপত্তি কৃপণতা ও অহংকার থেকে। কৃপন ও অহংকারীর প্রতি আল্লাহর রাসূলের কঠোর হুশিয়ারী রয়েছে। তাই আপনার পরিবারের লোকদের মধ্যে খোদাভীতি ও ধর্মীয় অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে দাওয়াতের মেহনতে অগ্রসর হোন। সাধ্যমত অন্যায় কাজে বাধা দিন, সৎ ও ন্যায়ের প্রতি উৎসাহ দিন। আপনার এ দায়িত্ব পালনের পরও তারা যদি মন্দ কাজ করে তবে এর জন্য একমাত্র তারাই দায়ী থাকবে, আপনি বেঁচে যাবেন।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য যে, নিজ পরিবারের লোকজন সুশিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের অভাবে অন্যায় করে থাকে। এর জন্য অভিভাবকই দায়ী। অভিভাবক নিজ দায়িত্ব পালন করলে এসব হত না। তারপর হলেও অভিভাবক দায়ী থাকবে না। (১৫/৮১৫/৬২৬৭)

📖 سورة النساء الآية ٣٦ : ﴿وَاعْبُدُوا اللهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٩٣ (٥١٥٦) : عن علي رضى الله عنه، قال: كان آخر كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، «الصلاة الصلاة، اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١٩٥ (٥١٦١) : عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من لاءمكم من مملوكيكم، فأطعموه مما تأكلون، واكسوه مما تلبسون، ومن لم يلائمكم منهم، فبيعوه، ولا تعذبوا خلق الله» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١١٠ (١٩٤٩) : عن عبد الله بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا رسول الله، كم أعفو عن الخادم؟ فقال: «كل يوم سبعين مرة».

📖 فيه أيضا ٤/ ٦٦ (١٨٥٣) : عن أبي هريرة يخبرهم بذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا كفى أحدكم خادمه طعامه حره ودخانه فليأخذ بيده فليقعده معه، فإن أبى فليأخذ لقمة فليطعمها إياه» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ٧/ ٣٤٥ (٢٩٤٢) : عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «... ... وعبدك أخوك فأحسن إليه، وإن وجدته مغلوبا فأعنه» -

সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

প্রশ্ন : শরীয়ত মোতাবেক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা? থাকলে এর পদ্ধতি কী? এবং সমাজ গঠন না করলে এ ব্যাপারে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ক্ষতি আছে কিনা? কিংবা কেউ যদি সমাজবদ্ধ না হয়ে একাকি থাকে তাহলে তা শরীয়ত বিরোধী হবে কিনা?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সামাজিক নীতিমালা শরীয়ত পরিপন্থী না হলে ইসলামী শরীয়তে সমাজভিত্তিক জীবন যাপন নিষিদ্ধ নয়, বরং তা মুসলমানদের জন্য প্রশংসনীয় ও কাম্য। কারণ আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে মুসলমানদেরকে পরস্পর মৈত্রী, শৃংখলা ও ঐক্যবদ্ধ জীবন যাপনের নির্দেশের পাশাপশী পরস্পর বিভেদ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করতে নিষেধ করেছেন। এতদসত্ত্বেও কেউ সমাজবদ্ধ না হয়ে ইসলাম ও মুসলমানদের স্বার্থ রক্ষার্থে অঙ্গিকারাবদ্ধ হয়ে একাকী জীবন যাপন করলে তাকে শরীয়ত বিরোধী বলা না গেলেও তা শরীয়তে কাম্য নয়। (৯/৪২৩/২৬৮৯)

📖 سورة آل عمران الآية ١٠٣ : ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٢/ ٢٠٠ (١٨٤٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من خرج من الطاعة، وفارق الجماعة، ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية، يغضب للعصبة، ويقاتل للعصبة، فليس من أمتي، ومن خرج من أمتي على أمتي، يضرب برها وفاجرها، لا يتحاش من مؤمنها، ولا يفي بذي عهدها، فليس مني».

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٣١٦ (١٢٣٩) : عن البراء بن عازب رضي الله عنه، قال: " أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق ".

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٩ / ٣٥٢ : جواب- مسلمانوں کو شرعی اور معاشرتی اور اصلاحی ضرورتوں کو رفع کرنے کے لئے انجمن بنانا اور اس میں ملکر خلوص کے ساتھ کام کرنا بہت اچھی بات ہے۔

কারো একই দোষ বারবার বলে বেড়ানো

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির একই দোষ কয়েকবার বা একাধিক লোকের কাছে বলার দ্বারা গুনাহ দ্বিগুন হবে কি? হলে কেন? এবং এর সমাধান কি হতে পারে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতে অন্যের নিকট শরয়ী প্রয়োজন ছাড়া তার দোষ বলাকে গীবত বলে, যা সম্পূর্ণ হারাম। এভাবে যতবার বলবে প্রত্যেক বারই পৃথক গীবত বলে গণ্য হবে। এ থেকে পরিত্রাণের রাস্তা হল যার দোষ তাকে অবহিত করা। এর দ্বারা সংশোধন না হলে তার বড় কাউকে তথা তার শাইখ বা উস্তাদকে তার সংশোধনের নিমিত্তে বলা যেতে পারে। (১০/৬১৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤١٠ : ومن الغيبة أن يقول: بعض من مر بنا اليوم أو بعض من رأيناه إذا كان المخاطب يفهم شيخا معينا لأن المحذور تفهيمه دون ما به التفهيم، وأما إذا لم يفهم عينه جاز وتمامه في شرح الوهبانية، وفيها: الغيبة أن تصف أخاك حال كونه غائبا بوصف يكرهه إذا سمعه. عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال قال - عليه الصلاة والسلام -، «أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال: ذكرك أخاك بما يكره قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته» وإذا لم تبلغه يكفيه الندم وإلا شرط بيان كل ما اغتابه به-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٤٠٨ : (قوله فتباح غيبة مجهول إلخ) اعلم أن الغيبة حرام بنص الكتاب العزيز وشبه المغتاب بآكل لحم أخيهميتا إذ هو أقبح من الأجنبي ومن الحي، فكما يحرم لحمه يحرم عرضه قال - صلى الله عليه وسلم - " «كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه» ؛ رواه مسلم وغيره، فلا تحل إلا عند الضرورة بقدرها كهذه المواضع.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ / ۲۵۲ : پھر معاصی مذکورہ کا اظہار بھی اگر ضرورت دینیہ سے ہو جیسے مصلح کے سامنے بغرض اصلاح اس میں وہ علت نہیں پائی جاتی، اس لئے وہ ممنوع نہیں، جیسے بدن مستور کا کشف معالج کے سامنے جائز ہے اوروں کے سامنے جائز نہیں۔

গীবতের প্রকার ও হুকুম

প্রশ্ন : একজন মুফতী সাহেব বলেছেন, গীবত দুই প্রকার। এর প্রতিউত্তরে আরেকজন আলেম বলেছেন, মূলত গীবত এক প্রকার, তবে এর কিছু সুরত আছে। কিছু সুরত এমন আছে যাতে গীবত করা জায়েয। যেমন বাদশাহর গীবত করা। আর কিছু সুরত এমন আছে যাতে গীবত করা যাবে না। ওই আলেম দলীল হিসেবে থানভী রহ.

Scanned by CamScanner

یوں تو عیب ہر حال میں حرام ہے এবং اصلاح النساء এর ২৩৫ নম্বর পৃষ্ঠার ইবারত দ্বারা এর কুরআনের আয়াত ২৬ নম্বর পারা সূরা হুজরাত ১২ নাম্বার আয়াত। কিন্তু মুফতী সাহেব এগুলো মেনে নিতে রাজী নন। এমতাবস্থায় এর সমাধান কী?

উত্তর : গীবতের বিভিন্ন দিক ও পদ্ধতি রয়েছে বিধায় উভয়ের কথা সঠিক, কারো কথা বেঠিক নয়। (১৩/৫৩/৫১৫৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤٠٩ : وفي تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث: الغيبة على أربعة أوجه: في وجه هي كفر بأن قيل له لا تغتب فيقول: ليس هذا غيبة، لأني صادق فيه فقد استحل ما حرم بالأدلة القطعية، وهو كفر، وفي وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه، فهو مغتاب، ويرى من نفسه أنه متورع، فهذا هو النفاق، وفي وجه: هي معصية وهو أن يغتاب معينا ويعلم أنها معصية فعليه التوبة، وفي وجه: هي مباح وهو أن يغتاب معلنا بفسقه أو صاحب بدعة وإن اغتاب الفاسق ليحذره الناس يثاب عليه لأنه من النهي عن المنكر اهـ

أقول: والإباحة لا تنافي الوجوب في بعض المواضع الآتية (قوله ومتظاهر بقبيح) وهو الذي لا يستتر عنه ولا يؤثر عنده إذا قيل عنه إنه يفعل كذا اهـ ابن الشحنة قال في تبيين المحارم: فيجوز ذكره بما يجاهر به لا غيره قال - صلى الله عليه وسلم - «من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له» وأما إذا كان مستترا فلا تجوز غيبته اهـ

قلت: وما اشتهر بين العوام من أنه لا غيبة لتارك الصلاة إن أريد به ذكره بذلك وكان متجاهرا فهو صحيح وإلا فلا.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٨ /١٢٣ : سورة الحجرات ١٢/ ٤٩ : بعض روایات سے ثابت ہے کہ آیت غیبت کی جو عام حرمت کا حکم ہے یہ مخصوص البعض ہے یعنی بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے مثلا کسی شخص کی برائی کسی ضرورت یا مصلحت سے کرنا پڑے تو وہ غیبت میں داخل نہیں بشرطیکہ وہ ضرورت و مصلحت شرعا معتبر ہو جیسے کسی ظالم کی شکایت کسی ایسے شخص کے سامنے کرنا جو ظلم کو دفع کر سکے یا کسی اولاد وبیوی کی شکایت اس کی باپ اور شوہر سے کرنا جو ان کی اصلاح کر سکے، یا کسی واقعہ

Scanned by CamScanner

کے متعلق فتوی حاصل کرنے کے لئے صورت واقعہ کا اظہار یا مسلمانوں کو کسی شخص کے
دینی یادنیوی شر سے بچانے کے لئے کسی کا حال بتلانا الخ۔

কোরআন–হাদীস লেখা কাগজ বক্সে ভরে খাটের নিচে রাখা

প্রশ্ন : ধর্মীয় বই ও মাসিক পত্রিকা যার মধ্যে কুরআন ও হাদীস লেখা আছে, সেগুলো কোনো সুটকেস বা ট্রাংকের ভিতরে রেখে শোয়ার খাট বা চৌকির নিচে রাখা কেমন?

উত্তর : সংরক্ষণ বা হেফাজতের নিয়তে সুটকেস বা ট্রাংকের ভিতরে কুরআন লেখা কাগজাদি রেখে তা চৌকির নিচে রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো অসুবিধা নেই। নষ্ট হওয়ার আশংকা না থাকলে উপরস্থানে রাখাই শ্রেয়। (৫/৯/৭৯০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦١ : (قوله أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى قهستاني.

📖 نفع المفتی والسائل ص ٣٢٨ : سوال۔ایک کاغذ پر اللہ کا نام لکھا ہے اور اس کاغذ کو اس بستر کے نیچے رکھ دیا جس پر لوگ بیٹھتے ہیں آیا یہ مکروہ ہے؟
جواب-ظاہر یہ ہے کہ اس نے کاغذ کو حفاظت کیلئے بستر کے نیچے رکھا ہے یا کسی دوسرے وجہ سے اسنے ایسا کیا ہے تو یہ مکروہ نہیں ہے، جیسا کہ ایک شخص حفاظت کیلئے قرآن پر سر رکھکر سو جائے اور جیسا کہ کسی جانور پر سوار ہو اور اس جانور پر تھیلیوں میں شرعی کتابیں بھری ہوئی ہیں اگر حفاظت پیش نظر نہیں تو پھر مکروہ ہے۔

Scanned by CamScanner

باب السلام والمصافحة والمعانقة

পরিচ্ছেদ : সালাম, মুসাফাহা ও মুআনাকা

সালামে ৯০ ও উত্তরে ১০ নেকী

প্রশ্ন : আমাদের জানা মতে, সালাম দিলে ৯০ নেকী, উত্তর দিলে ১০ নেকী–এ কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : পূর্ণ সালাম السلام عليكم ورحمة الله وبركاته উচ্চারণকারী সালামদাতার জন্য ৩০ নেকি এবং সালামের সাথে সাথে মুসাফাহাও করা হলে ৯০ (রহমত) নেকী। উত্তরদাতার জন্য কোরআন ও হাদীসে প্রশংসা রয়েছে এবং সালামদাতার সমপরিমাণ বা তার চেয়ে বেশি শব্দ দ্বারা জবাব দেওয়ার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কিন্তু সাওয়াবের কোনো পরিমাণ উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

তবে মুসাফাহাসহ উত্তরদাতার জন্য ১০ নেকীর (রহমত) কথা কিতাবে উল্লেখ আছে। (৯/৪৮৮/২৬৭৩)

📖 سورة النساء الآية ٨٦ : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ الله كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢٠٨ (٥١٩٥) : عن عمران بن حصين، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليكم، فرد عليه السلام، ثم جلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «عشر» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله، فرد عليه، فجلس، فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرد عليه، فجلس، فقال: «ثلاثون» -

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ١/ ٤٣٧ (٣٠٨) : عن أبي عثمان النهدي قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى الرجلان المسلمان فسلم أحدهما على صاحبه فإن أحبهما إلى الله أحسنهما بشرا بصاحبه، فإذا تصافحا نزلت عليهما مائة رحمة، للبادي منهما تسعون وللمصافح عشرة».

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ١١/ ٢٩١ (٨٥٥٧)

Scanned by CamScanner

সালামের উত্তর দেওয়ার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : সালামের উত্তর দেওয়ার সুন্নাত তরীকা কী?

উত্তর : সালামের উত্তর শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তবে কোনো কারণবশত শুনিয়ে উত্তর দেওয়া সম্ভব না হলে মুখে উচ্চারণের সাথে সাথে ইশারায় উত্তর বুঝিয়ে দেওয়া হলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে, অন্যথায় ওয়াজিব আদায় হবে না। সাথে সাথে সালামের উত্তর উত্তম পন্থায় বাড়িয়ে দেওয়া সুন্নাত, অর্থাৎ কেউ 'আসসালামু আলাইকুম' বললে এর জবাবে 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ' বলবে। (১৩/৮৬৪/৫৪৭২)

📖 سورة النساء الآية ٨٦ : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ٣/ ٥٣ (٨٠٨) : عن علي، قال: دخلت المسجد، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم: في عصبة من أصحابه فقلت: السلام عليكم فقال: وعليكم السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك قال: فدخلت الثانية فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك، فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك، أنا وأنت يا علي في السلام سواء، إنه يا علي من مر على مجلس فسلم، عليهم كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٣ : (قوله وشرط في الرد إلخ) أي كما لا يجب الرد إلا بإسماعه تتارخانية (قوله فلو أصم يريه تحريك شفتيه) قال في شرح الشرعة: واعلم أنهم قالوا إن السلام سنة واستماعه مستحب، وجوابه أي رده فرض كفاية، وإسماع رده واجب بحيث لو لم يسمعه لا يسقط هذا الفرض عن السامع حتى قيل لو كان المسلم أصم يجب على الراد أن يحرك شفتيه ويريه بحيث لو لم يكن أصم لسمعه اهـ.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۱۹ : اگر اسماع جواب پر قدرت ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں جیسے خط کے سلام کا جواب اگر خط کا جواب لکھا تو اس میں سلام کا جواب لکھنا بھی واجب ہے اور یہ ابلاغ بمنزلہ اسماع ہے اور اگر خط کا جواب نہیں لکھا تو زبان سے جواب دینا واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

সালামদাতাকে উত্তর শুনিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। তবে সালামদাতাকে শুনিয়ে উত্তর দেওয়া ওয়াজিব না সুন্নাত? জানতে চাই। মুফতী তকী উসমানী দা.বা. লিখেছেন, শুনিয়ে উত্তর দেওয়া সুন্নাত, কথাটার সঠিকতা জানতে চাই।

উত্তর : মুসলমানদের একে-অপরকে সালাম দেওয়া সুন্নাত হলেও তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। তবে এ ক্ষেত্রে সালামদাতা নিকটে থাকলে তাকে শুনিয়ে উচ্চস্বরে সালামের উত্তর দেওয়া নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী ওয়াজিব। মুফতী তকী উসমানী দা.বা.-এর লিখিত কথাটির মূল বক্তব্য তাঁর লিখিত হাদীসের ব্যাখ্যাগ্রন্থ তাকমিলায় উল্লেখ রয়েছে। যার সারমর্ম হলো, তিনি আকাবিরদের কোনো কিতাবে এমন দেখেছেন, যদিও মৌলিক ফিকাহ ও ফাতওয়ার কিতাবে তিনি এমনটি পাননি। (১১/৩৫০/৩৫৫২)

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢٢/ ٢٣٠ : وأقل السلام ابتداء وردا أن يسمع بصاحبه، ولا يجزئه دون ذلك، ... ... وكذا إذا سلم عليه الأصم وأراد الرد عليه فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤١٣ : وشرط في الرد وجواب العطاس إسماعه فلو أصم يريه تحريك شفتيه اھ.

📖 حاشية الطحطاوى على الدر (رشيديه) ٤/ ٢٠٧ : وشرط في الرد وجواب العطاس إسماعه لا يجب الرد إلا بالإسماع.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٦ : لا يسقط فرض جواب السلام إلا بالإسماع كما لا يجب إلا بالإسماع، كذا في الغياثية.

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ٢٤٥ : قال العبد الضعيف عفى الله عنه وقد رأيت فى بعض كتب شيخ مشايخنا الإمام محمد أشرف على التهانوىؒ أن رد السلام واجب وإسماعه مستحب وفيه سعة لمن يشكل عليه الإسماع، ولكنى لم أجده فى كتب الفقهاء القدامى.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٩/ ١٩ : اگر اسماع جواب پر قدرت ہو تو ضروری ہے ورنہ نہیں جیسے خط کے سلام کا جواب اگر خط کا جواب لکھا تو اس میں سلام کا جواب لکھنا بھی واجب ہے اور یہ ابلاغ بمنزلۂ اسماع ہے اور اگر خط کا جواب نہیں لکھا تو زبان سے جواب دینا واجب ہے۔

Scanned by CamScanner

সালামের উত্তর শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব

প্রশ্ন : সালামের জবাব শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব কি না?

উত্তর : সালামের জবাবদাতাকে শুনিয়ে দেওয়া ওয়াজিব। তবে শুনতে না পারলে তাকে ইশারা করে বোঝাবে যে উত্তর দেওয়া হচ্ছে। (৮/৬২৪/২২৯০)

📖 الأذكار للنووي (دار ابن حزم) ١/ ٤٠٧ : فصل [رفع الصوت بالسلام] : وأقل السَّلام الذي يصير به مسلمًا مؤديا سنّة السلام أن يرفع صوته بحيث يُسمع المسلَّم عليه، فإن لم يسمعه لم يكن آتيا بالسلام، فلا يجب الردّ عليه. وأقلّ ما يسقط به فرض ردّ السلام أن يرفع صوته بحيث يسمعه المسلمُ، فإن لم يسمعه لم يسقط عنه فرض الرد، ذكرهما [أبو سعد] المتولي وغيره.

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٤/ ٢٧٦ : اعلام ضروری ہے، اگر قریب ہو تو اسماع سے اور اگر بعید یا اصم ہو تو اشارہ سے مع تلفظ بلسان کے۔

সালামের জবাব দেওয়ার পর পুনরায় সালাম দিলে করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে সালাম দিল। যাকে সালাম দেওয়া হলো তিনি সালামের জবাব দেওয়ার পর আবার যদি আসসালামু আলাইকুম বলে, তাহলে জবাবদাতার এ সালামের শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : মুসলমান পরস্পর দেখা হলে সালাম দেওয়া সুন্নাত ও অপর মুসলমানের জন্য তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। উত্তরদাতা পুনরায় সালাম দেওয়া শরীয়তের কোনো বিধানের আওতায় পড়ে না। তাই যদি পুনরায় সালাম দেয়, অপর ব্যক্তির জন্য এ সালামের উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই। (১৪/২৪৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٥ : (في فتاوى آهو) رجل أتى قوما فسلم عليهم وجب عليهم رده، فإن سلم ثانيا في ذلك المجلس لم يجب عليهم ثانيا، وكذلك التشميت لم يجب ثانيا ويستحب، كذا في التتارخانية.

Scanned by CamScanner

উভয়ে সালাম দিলে উত্তর দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : দুই ব্যক্তি সাক্ষাৎকালে উভয়ে 'আসসালামু আলাইকুম' বললে, কারো ওপর উত্তর দেওয়া ওয়াজিব হবে কি না?

উত্তর : যদি দুজন একই সাথে সালাম দেয়, তাহলে দুজনের ওপরই সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব হয়ে যায়। (১১/৬৭৪/৩৬৬৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٦ : قال في التتارخانية ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي، والصغير على الكبير، وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما، فإن سلما معا يرد كل واحد وقال الحسن: يبتدئ الأقل بالأكثر اه.

📖 الفقه على المذاهب الأربعة (دار الكتب العلمية) ٢/ ٥٩ : فإذا التقى اثنان ونطق كل منهما بالسلام وجب الرد على كل واحد منهما لصاحبه، وأن يرفع صوته به حتى يسمعه من سلم عليهم سماعاً محققاً.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۱۹ : الجواب- دونوں پر جواب دیناواجب ہے۔

কে আগে সালাম দেবে

প্রশ্ন : প্রথম সালাম কে করবে? সর্বাবস্থায় ছোট বড়কে আগে সালাম করবে?

উত্তর : হাদীসের ভাষ্য মতে, যারা প্রথমে সালাম করবে তারা হলো, আরোহী ব্যক্তি পায়ে হেঁটে চলমান ব্যক্তিকে, দণ্ডায়মান ব্যক্তি বসা ব্যক্তিকে এবং অল্পসংখ্যক লোক বেশিসংখ্যক লোককে এবং ছোট বড়কে এবং আগমনকারী ব্যক্তি অভ্যর্থনাকারীকে। উল্লেখ্য, সর্বাবস্থায় শুধু ছোট বড়কেই সালাম দেওয়ার নিয়ম শরীয়তে নেই এবং উল্লিখিত পদ্ধতির বিপরীত করাও নাজায়েয নয়। (১৫/৮৮১/৬২৯০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٥٤ (٦٢٣١) : عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير».

📖 صحيح مسلم (٢١٦٨) : عن أنس بن مالك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «مر على غلمان فسلم عليهم».

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٤/ ١٥٥ (٦٢٣٣) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٥ : واختلف الناس في المصري والقروي قال بعضهم: يسلم الذي جاء من المصر على الذي يستقبله من القرى، وقال بعضهم: على القلب، ويسلم الراكب على الماشي والقائم على القاعد والقليل على الكثير، والصغير على الكبير، كذا في الخلاصة.ويسلم الماشي على القاعد ويسلم الذي يأتيك من خلفك، كذا في المحيط.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٣٥٥ : ويسلم الآتى من المصرى على من يستقبله من القرى، وقيل يسلم القروى على المصرى والراكب على الماشى والقائم على القائد والقليل على الكثير والصغير على الكبير.

সালাম দেওয়ার নিয়ম

প্রশ্ন : সালাম দেওয়ার নিয়ম কী?

উত্তর : উচ্চস্বরে পরিষ্কার ভাষায় সালামের বাক্য শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করা। সালাম গ্রহণকারী একা হোক বা অধিক 'আলাইকুম' তথা বহুবচন ব্যবহার করা এবং আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু পর্যন্ত বলা এর বেশি না বলা। সালামের সময় বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া হাত না উঠানো সুন্নাত। হ্যাঁ, দূরবর্তী লোককে সালাম দিতে সালামের শব্দের সাথে সাথে হাত দ্বারা ইশারা করা সুন্নাত পরিপন্থী নয়। (১৫/৮৮১/৬২৯০)

📖 سورة النساء الآية ٨٦ : ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا﴾

📖 مسند البزار (مكتبة العلوم والحكم) ٣/ ٥٣ (٨٠٨) : عن علي، قال: دخلت المسجد، فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم: في عصبة من أصحابه فقلت: السلام عليكم فقال: وعليكم السلام ورحمة الله عشرون لي وعشر لك قال: فدخلت الثانية فقلت: السلام عليكم ورحمة الله فقال: وعليك السلام ورحمة

Scanned by CamScanner

الله وبركاته ثلاثون لي وعشرون لك، فدخلت الثالثة فقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال: وعليك السلام ورحمه الله وبركاته ثلاثون لي وثلاثون لك، أنا وأنت يا علي في السلام سواء، إنه يا علي من مر على مجلس فسلم، عليهم كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات۔

📖 سنن الترمذي (٢٦٩٥) : عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع، وتسليم النصارى الإشارة بالأكف»۔

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٥-٣٢٤ : ينبغي لمن يسلم على أحد أن يسلم بلفظ الجماعة وكذلك الجواب، كذا في السراجية. والأفضل للمسلم أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمجيب كذلك يرد، ولا ينبغي أن يزاد على البركات شيء، قال ابن عباس - رضي الله عنهما - لكل شيء منتهى ومنتهى السلام البركات، كذا في المحيط.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲ /۳۹۵ : سوال ایک دوسرے کو سلام کرتے وقت السلام علیکم کے لفظ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے یا نہیں؟

الجواب: نہیں، ہاتھ نہ اٹھائے اگر سامع دور ہو یا اونچا سنتا ہو تو اسکو سلام کی آواز پہنچائے اور سننے میں شک ہو تو سلام کے لفظ کے ساتھ ہی ہاتھ سے اشارہ کرے۔

হিন্দু শিক্ষকের সাথে সালামের আদান-প্রদান

প্রশ্ন : আমাদের বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিন্দু। তিনি আমাদের সালাম প্রদান করেন, আমরাও তাঁকে সালাম দিয়ে থাকি। উক্ত সমস্যাটির শরীয়তসম্মত সমাধান কী?

উত্তর : কোনো কাফেরকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। প্রয়োজনে দিতে হলে

السلام على من اتبع الهدى

বলবে, অথবা শুধুমাত্র সালাম শব্দটি উচ্চারণ করবে। তারা সালাম দিলে তার জবাবে শুধুমাত্র وعليكم বলবে। (১৯/২৮৪/৮১৫১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٣١ (٢١٦٧) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه».

📖 فيه أيضا ١٤/ ١٢٨ (٢١٦٣) : عن أنس، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتاب يسلمون علينا فكيف نرد عليهم؟ قال: «قولوا وعليكم» .

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤١٢ : وفي شرح البخاري للعيني في حديث «أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف» قال وهذا التعميم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر لحديث «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» رواه البخاري ... ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد .

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٢ : (قوله فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التتارخانية، وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ.(قوله ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له " وعليك " فرد دعاءه عليه.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٩/ ١٠٧ : سوال- غیر مسلم کو السلام علیکم کہنا جائز ہے یا نہیں؟
جواب- غیر مسلم کو السلام علی من اتبع الہدی کہے یا ان کے سلام کے جواب میں صرف وعلیکم کہدے۔

হিন্দু শিক্ষককে সালাম বা আদাব বলা

প্রশ্ন : হিন্দু শিক্ষক, যার কাছে আমি ছোটবেলায় লেখাপড়া করেছি। সাক্ষাতে তাকে সালাম দেওয়া যাবে কি না? অথবা তাদের পরিভাষায় 'আদাব' বলা যাবে কি না? যদি কোনোটাই বলা না যায়, তাহলে তার সাথে সাক্ষাৎ হলে ইসলামের দৃষ্টিতে শিক্ষক হিসেবে তাকে কিভাবে সম্মান করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : অমুসলিমদের মুসলমানদের পদ্ধতিতে সালাম দেওয়া যাবে না। তবে উস্তাদের সম্মানার্থে 'আদাব' বলা যেতে পারে। (৯/৭৫৭/২৮৪৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ١٣١ (٢١٦٧) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق، فاضطروه إلى أضيقه» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٤١٩ : لأن الابتداء به إعزاز للمسلم عليه، ولا يجوز إعزازهم، وكذا لا يجوز تواددهم وتحاببهم بالسلام ونحوه، قال تعالى: {لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله} [المجادلة: ٢٢] الآية. ولأنا مأمورون بإذلالهم، كما أشار إليه سبحانه بقوله: {وهم صاغرون}... ... وفي شرح مسلم للنووي، قال بعض أصحابنا يكره ابتداؤهم بالسلام ولا يحرم، وهذا ضعيف ; لأن النهي للتحريم، فالصواب تحريم ابتدائهم، وحكى القاضي عياض عن جماعة: أنه يجوز ابتداؤهم للضرورة والحاجة، وهو قول علقمة والنخعي. وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سلم الصالحون، وإن تركت فقد ترك الصالحون. قلت: الترك أصلح على ما هو الأصح. قال: وأما المبتدع فالمختار أنه لا يبدأ بالسلام إلا لعذر وخوف من مفسدة، ولو سلم على من لم يعرفه، فبان ذميا استحب أن يسترد سلامه بأن يقول: استرجعت سلامي تحقيرا له. قلت: ولا بأس بمثل هذا للمبتدع، أو للمباغض، أو المتكبر الذين لم يردوا عليه السلام.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٢٥٦ : سوال-ہندؤوں کو نمشکار یا نمسے کہنا کیسا ہے؟

الجواب-اس کی اجازت نہیں کیونکہ یہ مخصوص مذہبی الفاظ ہیں۔ ومن تشبه بقوم فهو منهم. البتہ جو الفاظ مذہبی نہیں ہیں بلکہ معاشرتی ہیں جیسے آداب یا اداب عرض ہے ان کی گنجائش ہے۔

Scanned by CamScanner

বিধর্মীকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : একজন হিন্দু ব্যক্তি দোকানে কর্মচারীর কাজ করে। মুসলমানগণ যখন দোকানে যায় তখন তাকে সালাম দেয়। প্রশ্ন হলো, উক্ত হিন্দু ব্যক্তিকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেওয়া যাবে কি না? আর যদি মুসলমানগণ তাকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেয় তবে সে কোন তরীকায় জবাব দেবে? অর্থাৎ ইসলামী তরীকায় জবাব দেবে, না হিন্দুদের তরীকায় জবাব দেবে?

উত্তর : কোনো বিধর্মীকে ইসলামী তরীকায় সালাম দেওয়া নাজায়েয। তবে কোনো বিশেষ প্রয়োজনার্থে সালাম দেওয়া যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে السلام على من اتبع الهدى বলাই শ্রেয়। কোনো কারণে বিধর্মীকে সালাম দেওয়া হলে তার উত্তর দেওয়ায় শরীয়তের কোনো বিধান নেই। (১৫/৭৪/৫৯১২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٤١٢ : (ويسلم) المسلم (على أهل الذمة) لو له حاجة إليه وإلا كره هو الصحيح كما كره للمسلم مصافحة الذمي. وإذا كان له حاجة فلا بأس بالتسليم عليه، ولا بأس برد السلام على أهل الذمة، ولكن لا يزاد على قوله وعليكم، قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله تعالى -: إن مررت بقوم وفيهم كفار فأنت بالخيار إن شئت قلت: السلام عليكم وتريد به المسلمين، وإن شئت قلت: السلام على من اتبع الهدى، كذا في الذخيرة.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ /١٣٤ : الجواب-کافر کو تعظیما سلام کہنا کفر ہے، تعظیم مقصود نہ ہو محض تحیہ طور پر ہو تو ناجائز ہے اور کسی حاجت سے ہو تو جائز ہے مگر السلام علی من اتبع الھدی کہے، کافر کے سلام کا جواب دینا جائز ہے مگر جواب میں صرف وعلیک کہے۔

অমুসলিমের সালামের উত্তর প্রদান

প্রশ্ন : বিজাতিদের দেওয়া সালাম গ্রহণ করা বা উত্তর দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিজাতিদের দেওয়া সালাম গ্রহণ করা জায়েয। এতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে উত্তর শুধু "ওয়া আলাইকা" শব্দ বলবে। (১৩/৫১৮/৫৩২৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤١٢- ٤١٣ : ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالرد (و) لكن (لا يزيد على قوله وعليك) كما في الخانية (ولو سلم على الذمي تبجيلا يكفر) لأن تبجيل الكافر كفر ولو قال لمجوسي يا أستاذ تبجيلا كفر كما في الأشباه وفيها: لو قال لذمي أطال الله بقاءك إن نوى بقلبه لعله يسلم أو يؤدي الجزية ذليلا فلا بأس به.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤١٢- ٤١٣ : (قوله فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه ط لكن في التتارخانية، وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخذ.

(قوله ولكن لا يزيد على قوله وعليك) لأنه قد يقول: السام عليكم أي الموت كما قال بعض اليهود للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له " وعليك " فرد دعاءه عليه وفي التتارخانية قال محمد: يقول المسلم وعليك ينوي بذلك السلام لحديث مرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «إذا سلموا عليكم فردوا عليهم» " (قوله تبجيلا) قال في المنح قيد به لأنه لو لم يكن كذلك بل كان لغرض من الأغراض الصحيحة فلا بأس به ولا كفر.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨ / ١٣٢ : الجواب- کافر کو تعظیما سلام کہنا کفر ہے، تعظیم مقصود نہ ہو محض تحیہ طور پہ ہو تو ناجائز ہے اور کسی حاجت سے ہو تو جائز ہے مگر السلام علی من اتبع الھدی کہے۔ کافر کے سلام کا جواب دینا جائز ہے مگر جواب میں صرف وعلیک کہے۔

ফাসেককে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : কবীরা গোনাহকারী তথা ফাসেককে সালাম দেওয়া জায়েয নেই–কথাটি কতটুকু সঠিক?

উত্তর : সালাম একটি দু'আ। এর দ্বারা সম্মান প্রদর্শনপূর্বক দু'আ করা উদ্দেশ্য হয়। প্রকাশ্যে গোনাহে লিপ্ত ব্যক্তি নিজেও শরীয়তের সম্মান বজায় রাখে না বিধায় সে এ সম্মানের পাত্র নয়। তাই তাকে সালাম দেওয়া মাকরূহ। তবে ফাসেক মুসলমান পরিচিত হলে সালাম না দেওয়ার দ্বারা ইসলামের প্রতি বিরূপ ধারণা সৃষ্টি বা পরস্পরে

Scanned by CamScanner

দূরত্ব সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা দিলে হেদায়েতের নিয়্যাতে সালাম দেওয়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১৩/৩৭২/৫৪৬৪)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١/ ١٣٨ : ومنها: الإشارة إلى تعميم السلام وهو أن لا يخص به أحدا دون أحد، كما يفعله الجبابرة، لأن المؤمنين كلهم أخوة وهم متساوون في رعاية الأخوة، ثم هذا العموم مخصوص بالمسلمين، فلا يسلم ابتداء على كافر لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تبدؤا اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه)، رواه البخاري، وكذلك خص منه الفاسق، بدليل آخر، وأما من يشك فيه فالأصل فيه البقاء على العموم حتى يثبت الخصوص.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٥ : وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي؛ ولا على من يسب الناس أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم ويسلم على قوم في معصية وعلى من يلعب بالشطرنج ناويا أن يشغلهم عما هم فيه عند أبي حنيفة وكره عندهما تحقيرا لهم.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ١٣٥ : الجواب-بدعتی اور علانیہ فسق میں مبتلی شخص کو سلام کہنا جائز نہیں،... البتہ اگر کسی فاسق سے تعارف اور جان پہچان ہے تو سلام کہنا جائز ہے اس لئے کہ ایسی صورت میں سلام نہ کہنے میں کبر کا گمان ہو سکتا ہے نیز اسے دین اور دینداروں سے مزید تنفر کرنے کا باعث ہے جواب دینا بہر حال ضروری ہے۔

মঞ্চে উঠে শ্রোতাদের সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : সভার মঞ্চে উঠে মাইকে শ্রোতাদের সালাম দেওয়া কি সুন্নাত, না সুন্নাত পরিপন্থী?

উত্তর : মুসলমানদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। তদুপরি কোনো মসলিসে আগন্তুক ব্যক্তি মজলিসে উপস্থিতদের সালাম দেওয়া হাদীস দ্বারা নির্দেশিত। সুতরাং বক্তা মঞ্চে উঠে প্রথমে শ্রোতাদের সালাম করা সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে। (১৭/১২৯)

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٣ (٥٢٠٨) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا انتهى أحدكم إلى المجلس، فليسلم فإذا أراد أن يقوم، فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة».

পরনারীকে সালাম দেওয়া ও তার উত্তর দেওয়া

প্রশ্ন : বেগানা মহিলার সালামের উত্তর বা তাদের সালাম দেওয়া যাবে কি না? এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ কী?

উত্তর : বেগানা যুবতী মহিলাকে সালাম দেওয়া জায়েয নেই। ওই মহিলা সালাম দিলে তার উত্তর স্বশব্দে দেবে না। অবশ্য বৃদ্ধা মহিলাকে সালাম করা এবং তার সালামের উত্তর স্বশব্দে দেওয়া যেতে পারে । (২/১৫৬/৩৭৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٩ : وفي الشرنبلالية معزيا للجوهرة: ولا يكلم الأجنبية إلا عجوزا عطست أو سلمت فيشمتها لا يرد السلام عليها وإلا لا انتهى، وبه بان أن لفظه لا في نقل القهستاني، ويكلمها بما لا يحتاج إليه زائدة فتنبه -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٩ : (قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه
وفي الذخيرة: وإذا عطس فشمتته المرأة فإن عجوزا رد عليها وإلا رد في نفسه اهوكذا لو عطست هي كما في الخلاصة.

পরনারীর সাথে সালামের আদান-প্রদান

প্রশ্ন : গায়রে মাহরাম, অর্থাৎ বেগানা মহিলাকে সালাম দেওয়া-নেওয়ার বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : গায়রে মাহরাম পুরুষ-মহিলার মাঝে সালাম আদান-প্রদান জায়েয নেই। তবে যদি কোনো মহিলা সালাম দেয় এবং সে যুবতী হয় তাহলে মুখে উচ্চারণ না করে নিঃশব্দে উত্তর দেবে। আর যদি বৃদ্ধা হয় তাহলে মুখে উচ্চারণ করে উত্তর দিতে পারবে। (১৯/৬০৬/৮৩৭৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٩ : (قوله وإلا لا) أي وإلا تكن عجوزا بل شابة لا يشمتها، ولا يرد السلام بلسانه قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام - بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه، وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على العكس اه.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۱ : الجواب-اجنبی مرد اور عورت کیلئے ایک دوسرے کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا جائز نہیں، اگر کسی نے سلام کیا تو دوسرا دل میں جواب دے آواز سے نہ دے... ... تو سلام ورد سلام کی گنجائش ہے۔

স্ত্রী লোকের সাথে সালাম-মুসাফাহা

প্রশ্ন : স্ত্রী লোকের সাথে সালাম-মুসাফাহা করা যায় কি না?

উত্তর : যে সমস্ত মহিলার সাথে বিবাহ হারাম তাদের সালাম দেওয়া যাবে। মুসাফাহা করাও যাবে, যদি মনের আস্থা থাকে। এ ছাড়া অন্য মহিলাদের সালাম দেবে না, মুসাফাহাও করবে না। যদি এরূপ কোনো মহিলা সালাম দেয় সে ক্ষেত্রে বৃদ্ধা হলে উত্তর দেবে, নচেৎ মনে মনে উত্তর দেবে। (৩/৭২/৪৭৮)

📖 صحيح البخاري (٧٢١٤) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {لا يشركن بالله شيئا}، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها "

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٩ : قال في الخانية: وكذا الرجل مع المرأة إذا التقيا يسلم الرجل أولا، وإذا سلمت المرأة الأجنبية على رجل إن كانت عجوزا رد الرجل - عليها السلام -

Scanned by CamScanner

بلسانه بصوت تسمع، وإن كانت شابة رد عليها في نفسه،
وكذا الرجل إذا سلم على امرأة أجنبية فالجواب فيه على
العكس اهـ.

সালামদাতা থেকে উত্তরদাতা বড় হলেও উত্তর দেওয়া ওয়াজিব

প্রশ্ন : আমরা জানি, সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব। প্রশ্ন হলো, সালামের জবাব দেওয়া কি সকলের জন্য ওয়াজিব, না ক্ষেত্রবিশেষ? যদি তা-ই হয় তাহলে সেগুলো কী? আমি এক মুফতী সাহেব থেকে শুনেছি, সালামদাতার থেকে যিনি বড় তাঁর জন্য নাকি সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব নয়, এ কথাটি কি সত্য?

উত্তর : সালামের উত্তর দেওয়া ওয়াজিব। তবে যে ক্ষেত্রে সালাম দেওয়া মাকরূহ সে ক্ষেত্রে কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়, যা নিম্নে বর্ণিত হলো :
ইবাদত ও ইলমে দ্বীন শেখা-শেখানোতে ব্যস্ত ব্যক্তিকে, গায়রে মাহরাম যুবতীকে, খেল-তামাশায় মত্ত, উলঙ্গ, মলমূত্র ত্যাগে ব্যস্ত বা নিজ স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত ব্যক্তিকে এবং বাদী, বিবাদী ও বিচারককে তার এজলাসে সালাম দেওয়া মাকরূহ।
মুফতী সাহেবের কথা ঠিক নয়। সালামের উত্তর দেওয়ার ব্যাপারে ছোট-বড় কারো ভেদাভেদ নেই। (১২/৭০০/৫০০৪)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ١/ ٣١٦ (١٢٤٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس "-

📖 بدائع الصنائع (دار الكتب العلمية) ٧/ ١٠ : ويسلم على الخصوم إذا دخلوا المحكمة؛ لأن السلام من سنة الإسلام - وكان شريح يسلم على الخصوم - لكن لا يخص أحد الخصمين بالتسليم عليه دون الآخر، وهذا قبل جلوسه في مجلس الحكم، فأما إذا جلس لا يسلم عليهم، ولا هم يسلمون عليه، أما هو فلا يسلم عليهم؛ لأن السنة أن يسلم القائم على القاعد، لا القاعد على القائم، وهو قاعد وهم قيام.وأما هم فلا يسلمون عليه؛ لأنهم لو سلموا عليه لا يلزمه الرد؛ لأنه اشتغل بأمر هو أهم وأعظم من رد السلام، فلا يلزمه الاشتغال كذا ذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني في رجل يقرأ

Scanned by CamScanner

القرآن، فدخل عليه آخر: أنه لا ينبغي له أن يسلم عليه، ولو سلم عليه لا يلزمه الجواب، وكذا المدرس إذا جلس للتدريس لا ينبغي لأحد أن يسلم عليه، ولو سلم لا يلزمه الرد؛ لما قلنا.

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦١٦ :

سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع
مصل وتال ذاكر ومحدث ... خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع
مكرر فقه جالس لقضائه ... ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا
مؤذن أيضا أو مقيم مدرس ... كذا الأجنبيات الفتيات امنع
ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ... ومن هو مع أهل له يتمتع
ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ... ومن هو في حال التغوط أشنع
ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ... وتعلم منه أنه ليس يمنع.

শ্রোতাদের যেকোনো একজন উত্তর দিলেই যথেষ্ট হবে

প্রশ্ন : যাকে লক্ষ করে সালাম দেওয়া হয় তার জন্য কি সালামের জবাব দেওয়া ওয়াজিব, না শ্রোতাদের থেকে একজনের ওপর ওয়াজিব হয়? যেমন–আমার শায়েখকে কেউ সালাম দিল, আর শায়খের পাশে আমি ছিলাম এখন সালামের জবাব কি শুধু শায়খের ওপর ওয়াজিব হবে, না শ্রোতাদের থেকে একজনের ওপর ওয়াজিব হয়?

উত্তর : মজলিসে একাধিক ব্যক্তি উপস্থিত থাকলে যেকোনো একজনে উত্তর দিলে তা সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যাবে। যদিও সবাই উত্তর দেওয়া উত্তম। কেউ জবাব না দিলে সকলে গোনাহগার হবে। তবে কোনো একজনের নাম নিয়ে সালাম করা হলে সে-ই উত্তর দিতে হবে। (১২/৭০০/৫০০৪)

📖 شعب الإيمان (مكتبة الرشد) ١١/ ٢٦٨ : عن علي، مرفوعا: " يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم "

📖 فتاوى قاضيخان مع الهندية (زكريا) ٣/ ٣٢٧ : رجل كان جالسا فى قوم فسلم عليه رجل وقال السلام عليك يا فلان فرد عليه السلام بعض القوم سقط عمن سلم عليه، وقيل إن

Scanned by CamScanner

سمى رجلا فقال السلام عليك يا زيد مثلا فرد عليه (السلام) عمرو لايسقط رد السلام من زيد، وإن لم يسم وقال السلام عليك وأشار إلى رجل فرد عليه غيره سقط السلام عن المشار إليه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٥ : وإن سلم واحد منهم جاز عنهم جميعا، وإن سلم كلهم فهو أفضل، وإن تركوا الجواب فكلهم آثمون، وإن رد واحد منهم أجزأهم وبه ورد الأثر وهو اختيار الفقيه أبي الليث - رحمه الله تعالى -، وإن أجاب كلهم فهو أفضل، كذا في الذخيرة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤١٣ : ولو قال: السلام عليك يا زيد لم يسقط برد غيره، ولو قال يا فلان أو أشار لمعين سقط وشرط في الرد-

মুসাফাহা করলে প্রত্যেকেই সালাম দিতে হবে

প্রশ্ন : আমরা শুনেছি, একত্রে যদি জামাতের লোক এক ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করে তখন জামাতের মধ্যে থেকে যদি এক ব্যক্তি সালাম দেয় তবে বাকি লোকদের সালাম দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু একজন আলেম বললেন, মুসাফাহা করতে হলে প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন সালাম দিতে হবে। প্রশ্ন হলো, মুসাফাহা করলে প্রত্যেককে ভিন্ন ভিন্ন সালাম দিতে হবে, নাকি একজনের সালাম যথেষ্ট হবে?

উত্তর : মুসাফাহার সময় ভিন্ন ভিন্ন সালাম দেওয়া হাদীস ও ফিকহের কিতাব দ্বারা প্রমাণিত। তাই কোনো ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করার সময় মুসাফাহা করলে ভিন্ন ভিন্ন সালাম দিতে হবে, যদি মুফাফাহা না করে তাহলে জামাতের মধ্যে একজন ব্যক্তির সালাম দেওয়াই যথেষ্ট হবে। (১৩/৯৩২)

📖 المعجم الكبير (مكتبة ابن تيمية) ٢/ ١٧٦ (١٧٢١) : عن جندب، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٨٢ : والسنة أن تكون بكلتا يديه، وبغير حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام،

Scanned by CamScanner

فإن فيه عرقا ينبت المحبة كذا جاء في الحديث ذكره القهستاني وغيره اهـ.

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ١/ ٥٤٣ : سوال-مصافحہ کس وقت مسنون ہے؟
الجواب-دو مسلمانوں کی باہم ملاقات کی صورت میں سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔

পেছন দিক থেকে কাউকে সালাম দেওয়া

প্রশ্ন : পেছন দিক থেকে সালাম দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী হবে কি না?

উত্তর : এভাবে সালাম দেওয়া সুন্নাত পরিপন্থী নয়। (১৬/৮২০/৬৮০০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٦ : قال في التتارخانية ويسلم الذي يأتيك من خلفك ويسلم الماشي على القاعد والراكب على الماشي، والصغير على الكبير، وإذا التقيا فأفضلهما يسبقهما، فإن سلما معا يرد كل واحد وقال الحسن: يبتدئ الأقل بالأكثر اهـ.

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٢٦ : ويسلم الماشي على القاعد، والصغير على الكبير، والراكب على الماشي، ويسلم الذي يأتيك من خلفك، وإذا التقى الرجلان ابتدرا بالسلام؛ نقل ذلك عن عطاء رضي الله عنه. قال الحسن: قوم يستقبلون قوماً، يبدأ الأقل بالأكثر.

কাউকে অন্যের মাধ্যমে সালাম পৌঁছানোর পদ্ধতি

প্রশ্ন : আমি যখন পূর্বের মাদরাসার উস্তাদদের সাথে দেখা করতে যাই, তখন আমি আসার সময় তাঁরা বলেন যে তোমার অমুক অমুক উস্তাদকে আমার সালাম বলিও। সালাম প্রেরক উস্তাদ হওয়ায় কিছু বলাও যায় না, আবার এদিকে সবাইকে সালাম পৌঁছানোও সম্ভব হয় না। জানার বিষয় হলো, এ নিয়মে সালাম পাঠানো কি যথেষ্ট, না পূর্ণ সালাম প্রত্যেকের জন্য উচ্চারণ করতে হবে। আর উল্লিখিত অবস্থায় আমার জন্য সালাম পৌঁছানো কি ওয়াজিব? পৌঁছানো সম্ভব না হলে গোনাহগার কে হবে? আর এতে সালাম নেওয়া-দেওয়ার পূর্ণ সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় এ নিয়মে সালাম পৌছানো সহীহ। তবে সালাম পৌছাবে বলে দায়িত্ব নিলেই পৌছানো ওয়াজিব, অন্যথায় ওয়াজিব হয় না। (১০/৫৮১/৩২৬৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤١٥ : ولو قال لآخر: أقرئ فلانا السلام يجب عليه ذلك.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٥ : (قوله يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها، والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل.

সব সময় অমুককে আমার পক্ষ থেকে সালাম পৌছাবে

প্রশ্ন : অনেকে অনেক সময় বলে থাকে যে আমার পক্ষ থেকে অমুকের কাছে সব সময় সালাম পৌছাবে, আমি বলি বা না বলি। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের কথা বলে যাকে স্থায়ীভাবে জিম্মাদারী দিয়েছে সে কতবার সালাম পৌছাতে হবে। যদি এভাবে জিম্মাদার ব্যক্তি ওই ব্যক্তির পক্ষ হতে সালাম পৌছাতে থাকে তাহলে সালামকারী কি প্রত্যেকবার সালামের সাওয়াব পাবে, আর প্রত্যেকবার সালামের উত্তর দেওয়া কি ওয়াজিব?

উত্তর : কেউ সালাম পৌছানোর জিম্মাদারী দিলেই তা পৌছানো ওয়াজিব হয়ে যায় না, বরং পৌছানোর ওয়াদা করলেই ওয়াজিব হয়। যে পরিমাণ ওয়াদা করে সে পরিমাণ ওয়াজিব হবে এবং তার সাওয়াব হবে। যার পক্ষ থেকে জিম্মাদারী আদায় করা হয় সেও সাওয়াব পায়। (৯/৮৭৬/২৮৯৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٢٦ : وإذا أمر رجلا أن يقرأ سلامه على فلان يجب عليه ذلك، كذا في الغياثية. ذكر محمد - رحمه الله تعالى - في باب الجعائل من السير حديثا يدل على أن من بلغ إنسانا سلاما من غائب كان عليه أن يرد الجواب على المبلغ أولا، ثم على ذلك الغائب، كذا في الذخيرة.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٥ : (قوله يجب عليه ذلك) لأنه من إيصال الأمانة لمستحقها، والظاهر أن هذا إذا رضي بتحملها تأمل. ثم رأيت في شرح المناوي عن ابن حجر التحقيق أن الرسول إن التزمه أشبه الأمانة وإلا فوديعة اهـ أي فلا يجب عليه الذهاب لتبليغه كما في الوديعة قال الشرنبلالي: وهكذا عليه تبليغ السلام إلى حضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الذي أمره به؛ وقال

Scanned by CamScanner

أيضا: ويستحب أن يرد على المبلغ أيضا فيقول: وعليك وعليه السلام اهـ

📖 آداب المعاشرات ص ۴۴ : اگر کسی سے وعدہ کرلے تمہارا سلام پہنچاؤں گا تو سلام پہنچانا واجب ہو جاتا ہے، ورنہ نہیں۔

যেসব অবস্থায় সালাম দেওয়া ও নেওয়া নিষিদ্ধ

প্রশ্ন : খাবার অবস্থায়, নামাযরত অবস্থায়, আজান চলাকালীন সময়ে, প্রস্রাব অবস্থায় সালাম দেওয়া যাবে কি না? যদি দেওয়া যায় তার জবাবের সুন্নাত তরীকা কী? উল্লেখিত বিষয়ে গত ১১/১২/১১ ইং তারিখে রাত ১০টায় পিস টিভিতে মাওলানা শায়েখ আব্দুর রব বিন ইউসুফ এ বিষয়ে আলোচনা করেন। তাঁর মতে, সালাম দেওয়া যাবে এবং জবাবও দিতে হবে। তিনি বলেন,

খাবার/আজান চলাকালীন সময়ে সালামের জবাব মুখে উচ্চারণ করা যাবে।

নামাযরত অবস্থায় সালামের জবাব মুখে না দিয়ে ডান হাতের কবজি দিয়ে দিতে হবে।

প্রস্রাব-পায়খানারত অবস্থায় কেউ সালাম দিলে প্রস্রাব-পায়খানা থেকে ফারেগ হয়ে সালামের জবাব দিতে হবে।

আলোচ্য মাসআলাগুলো কতটুকু সঠিক?

উত্তর : খানা, নামায, প্রস্রাব-পায়খানারত ব্যক্তিকে এবং আজান চলাকালীন সময়ে সালাম দেওয়া মাকরূহ। কেউ অজ্ঞতাবশত সালাম দিলে তার উত্তর প্রদান আগে ও পরে কোনো সময় ওয়াজিব নয়। (১৮/৫৭৮/৭৭৩৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦١٥- ٦١٦ : (ورد السلام) ولو سهوا (بلسانه) لا بيده بل يكره على المعتمد. نعم لو صافح بنية السلام قالوا تفسد، كأنه لأنه عمل كثير: وفي النهر عن صدر الدين الغزي:

سلامك مكروه على من ستسمع ... ومن بعد ما أبدي يسن ويشرع

مصل وتال ذاكر ومحدث ... خطيب ومن يصغي إليهم ويسمع

مكرر فقه جالس لقضائه ... ومن بحثوا في الفقه دعهم لينفعوا

مؤذن أيضا أو مقيم مدرس ... كذا الأجنبيات الفتيات امنع

ولعاب شطرنج وشبه بخلقهم ... ومن هو مع أهل له يتمتع

ودع كافرا أيضا ومكشوف عورة ... ومن هو في حال التغوط أشنع

Scanned by CamScanner

ودع آكلا إلا إذا كنت جائعا ... وتعلم منه أنه ليس يمنع.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦١٨ : لكن في البحر عن الزيلعي ما يخالفه فإنه قال: يكره السلام على المصلي والقارئ، والجالس للقضاء أو البحث في الفقه أو التخلي ولو سلم عليهم لا يجب عليهم الرد لأنه في غير محله. اهـ ومفاده أن كل محل لا يشرع فيه السلام لا يجب رده. ... ...وقد نظم الجلال الأسيوطي المواضع التي لا يجب فيها رد السلام ونقلها عنه الشارح في هامش الخزائن فقال:

رد السلام واجب إلا على ... من في الصلاة أو بأكل شغلا
أو شرب أو قراءة أو أدعيه ... أو ذكر أو في خطبة أو تلبيه
أو في قضاء حاجة الإنسان ... أو في إقامة أو الآذان
أو سلم الطفل أو السكران ... أو شابة يخشى بها افتتان
أو فاسق أو ناعس أو نائم ... أو حالة الجماع أو تحاكم
أو كان في الحمام أو مجنونا ... فواحد من بعدها عشرونا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٦/ ٣٠٣ : نمازی کو سلام: جب کوئی شخص نماز میں مشغول ہو اس کو سلام نہ کیا جائے کہ یہ مکروہ ہے اگر کسی نے ناواقفیت سے سلام کر لیا تو وہ جواب نہ دے نہ زبان سے نہ اشارہ سے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ١٣٦ : مواقع کراہت سلام درج ذیل ہیں: جو شخص جواب دینے سے عاجز ہو اسے سلام کہنا خواہ حقیقۃ عاجز ہو جیسے کھانے میں مشغول ہو یا شرعا عاجز ہو جیسے نماز، اذان، اقامت، ذکر، تلاوت، یا علوم دینیہ کی تعلیم و تعلم میں مشغول ہو.... ...پیشاب پاخانہ میں میں مشغول شخص، شطرنج تاش وغیرہ میں مشغول شخص، بیوی کے ساتھ مشغول شخص، ان تمام صورتوں میں راجح قول یہ ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا واجب نہیں۔

খানা খাওয়ার সময় সালাম প্রদান ও গ্রহণ করা

প্রশ্ন : খাবার সময় সালাম প্রদান ও গ্রহণ সম্পর্কে শরীয়তে হুকুম কী?

উত্তর : খাবার সময় সালাম দেওয়া মাকরূহ এবং ওই সময় কেউ সালাম দিলে তার উত্তর দেওয়া ওয়াজিব নয়। (১৯/৬০৬/৮৩৭৪)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤١٥ : ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا كما يكره على عاجز عن الرد حقيقة كآكل أو شرعا كمصل وقارئ ولو سلم لا يستحق الجواب اهـوقدمنا في باب ما يفسد الصلاة كراهته في نيف وعشرين موضعا وأنه لا يجب رد سلام عليكم بجزم الميم.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤١٥ : (قوله ولو سلم لا يستحق الجواب) أقول: في البزازية: وإن سلم في حال التلاوة فالمختار أنه يجب الرد بخلاف حال الخطبة والأذان وتكرار الفقه اهـ وإن سلم فهو آثم تتارخانية. وفيها والصحيح أنه لا يرد في هذه المواضع اهـ.

মসজিদে প্রবেশকালে সালাম প্রদান করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মসজিদগুলোর অবস্থা এই যে মসজিদের ভেতরে বসে বসে বিভিন্ন ধরনের দুনিয়াবী আলোচনা চলে। এটাকে কেউ নিষেধ করলে মানে না। কিন্তু কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশকালে সালাম দিলে সবাই একই সাথে বলে মাকরূহ। জানার বিষয় হলো, মসজিদে প্রবেশকালে সালাম দিলে কোন কোন অবস্থায় মাকরূহ, আর কোন অবস্থায় জায়েয?

উত্তর : মসজিদে প্রবেশকালে ফেরেশতাদের নিয়তে মৃদুস্বরে নিম্নে লিখিত সালাম দেওয়ার অনুমতি আছে। যথা :

السلام علينا من ربنا، وعلى عباد الله الصالحين

যদি লোকজন নীরবে বসে থাকে বা আলাপ-আলোচনায় রত থাকে তাদের সম্বোধন করে সালাম দেওয়াও সুন্নাত। তবে কেউ যদি নামাযে বা তিলাওয়াতে মগ্ন থাকে তাকে সালাম দেওয়া যাবে না। যারা মসজিদে প্রবেশকালে সর্বাবস্থায় সালাম দেওয়া মাকরূহ বলে, তাদের কথা সঠিক নয়। (১১/৫৮৪/৩৬৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢١ : حرمة المسجد خمسة عشر أولها أن يسلم وقت الدخول إذا كان القوم جلوسا غير مشغولين بدرس ولا بذكر، فإن لم يكن فيه أحد أو كانوا في الصلاة فيقول السلام علينا من ربنا، وعلى عباد الله الصالحين.

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦١٨ : وحاصلها: أنه يأثم بالسلام على المشغولين بالخطبة أو الصلاة أو قراءة القرآن أو مذاكرة العلم أو الآذان أو

Scanned by CamScanner

الإقامة، وأنه لا يجب الرد في الأولين لأنه يبطل الصلاة والخطبة كالصلاة، ويردون في الباقي لإمكان الجمع بين فضيلتي الرد.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۵/ ۹۰ : مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے والا شخص بھی حکماذاکر ہے جیسا کہ روایت سے ثابت ہے اس لئے یہ بھی ذاکر کے حکم میں ہو کر اس کو سلام کرنا جائز نہیں، تاہم اگر کوئی نماز کے بعد ویسے ہی فارغ بیٹھا ہو تو اسے سلام کرنے میں مضائقہ نہیں۔

সাক্ষাৎকালে আগে সালাম না দিয়ে পরে দেওয়া

প্রশ্ন : কারো সাথে সাক্ষাৎ হলে আগে সালাম দিতে হয়। কেউ যদি উল্টো করে, তাহলে তা ঠিক হবে?

উত্তর : সাক্ষাতের সময় প্রথমে সালাম দেওয়া সুন্নাত। এর উল্টো করা সুন্নাত বর্জনের শামিল। (১৭/৭৯৯/৭৩২৮)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٤٨١ (٢٦٩٩) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام قبل الكلام.

📖 عمل اليوم والليلة لابن السني (دار القبلة) ص ١٧٥ (٢١٤) : عن ابن عمر، رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه».

📖 فيض القدير (المكتبة التجارية) ٤/ ١٤٩ : (السلام قبل الكلام) لأن في الابتداء بالسلام إشعارا بالسلام وتفاؤلا بالسلامة وإيناسا لمن يخاطبه وتبركا بالابتداء بذكر الله قال الله تعالى {فإذا دخلتم بيوتا فسلموا} قال ابن القيم: ويذكر عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يأذن لمن لم يبدأ بالسلام قال في الفردوس: والسلام مشتق من السلامة وهي التخلص من الآفات فكانوا في الجاهلية يحيي أحدهم صاحبه بقوله أنعم صباحا وعم صباحا ويبيت اللعن ويقول سلام عليكم فكأنه علامة للمسالمة وأنه لا حرب ثم جاء الإسلام بالقصر على السلام وإفشائه اه فالمسلم كأنه يقول للمسلم عليه أحييك بأن السلام أي السلامة محيطة بك مني من جميع جهاتك فأنا مسالم لك بكل حال ومنقاد فاقبل عقد هذا التأمين برد مثله.

Scanned by CamScanner

কলিংবেলের সালাম

প্রশ্ন : এখন আধুনিক সালামের কলিংবেলের সালাম এসে গেছে। এই সালামের দ্বারা কি অনুমতি বোঝা যাবে?

উত্তর : বর্তমানে যেই আধুনিক কলিংবেলের সালাম এসেছে তা অনুমতি চাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হলে যথেষ্ট। তবে কলিংবেলের পর আগন্তুক নিজের নাম এমন আওয়াজে বলে দেওয়া জরুরি, যাতে বাড়িওয়ালা শুনতে পায়। তবে তাতে সালামের সুন্নাত আদায় হবে না। (৯/৮৭৬/২৮৭৪)

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ٦ / ٣٩١ : اجازت لینے کے طریقے ہر زمانے اور ہر ملک میں مختلف ہو سکتے ہیں ان میں سے ایک طریقہ دروزہ پر دستک دینے کا تو خود روایت حدیث سے ثابت ہے اسی طرح جو لوگ اپنے دروازوں پر گھنٹی لگا لیتے ہیں اس گھنٹی کا بجادینا بھی واجب استیذان کی ادائیگی کیلئے کافی ہے بشرطیکہ گھنٹی کے بعد اپنا نام بھی ایسی آواز سے ظاہر کردے جس کو مخاطب سن لے اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ جو کسی جگہ رائج ہو اس کا استعمال کرلینا بھی جائز ہے۔

মুসাফাহার নিয়ম

প্রশ্ন : শরীয়তে মুসাফাহার নিয়ম কী?

উত্তর : মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাতে উভয়ের দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত। (৭/৪৪৯/১৬৭৪)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١٦٣ : وقال ابن مسعود: «علمني النبي صلى الله عليه وسلم التشهد، وكفي بين كفيه» وقال كعب بن مالك: «دخلت المسجد، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني» .

📖 فيه أيضا ٤/ ١٦٤ (٦٢٦٥) : عن عبد الله بن سخبرة أبو معمر قال: سمعت ابن مسعود، يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفي بين كفيه، التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن: «التحيات لله، والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد

Scanned by CamScanner

أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا: السلام - يعني - على النبي صلى الله عليه وسلم-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٣٨٦ : داہنے ہاتھ کے بطن کو دوسرے آدمی کے داہنے بطن سے ملانااور بایاں ہاتھ دونوں کادونوں سے داہنے ہاتھ کے ظہر سے ملانا یہ مصافحہ ہے ،یہی سنت ہے۔

মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি

প্রশ্ন : মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি কী?

উত্তর : মুসলমানদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের সময় মুখে সালাম ও উত্তর প্রদানের পর দুই হাতে মুসাফাহা করা এবং দু'আ পড়া সুন্নাত। আর এক হাতে মুসাফাহা করলেও কোনো অসুবিধা নেই। (৫/১৪২/৮৫৬)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٤ (٥٢١١) : عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل، واستغفراه غفر لهما» .

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٤٥٨ : قال النووي: اعلم أن المصافحة سنة ومستحبة عند كل لقاء، وما اعتاده الناس بعد صلاة الصبح والعصر لا أصل له في الشرع على هذا الوجه، ولكن لا بأس به، فإن أصل المصافحة سنة وكونهم محافظين عليها في بعض الأحوال ومفرطين فيها في كثير من الأحوال لا يخرج ذلك البعض عن كونه من المصافحة التي ورد الشرع بأصلها، وهي من البدعة المباحة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٨١ : وفي القنية: السنة في المصافحة بكلتا يديه.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ٢٧٠ : سوال- ... ...ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا کس امام کا مذہب ہے؟ اگر دو ہاتھ سے مصافحہ کرے تب بھی ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا کیسا ہے؟
الجواب-اس میں وسعت ہے جس طرح چاہو کرو۔

Scanned by CamScanner

মুসাফাহার প্রচলিত দু'আ

প্রশ্ন : আমরা সালাম বাদ মুসাফাহা করে থাকি এবং তার সাথে সাথে দু'আ পড়ে থাকি ، يغفر الله لنا ولكم হুবহু এই দু'আ সাব্যস্ত আছে কি না?

উত্তর : হাদীসের মধ্যে মুসাফাহার সময় হামদ, দরূদ, দু'আ ও ইস্তেগফার করার গুরুত্ব ও ফজীলতের বর্ণনা রয়েছে। হাদীসের ভাষ্যকাররা ওই সব হাদীসের আলোকে يغفر الله لنا ولكم দ্বারা ইস্তেগফার করার কথাও উল্লেখ করেছেন। (৫/২১০/৮৮৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٤ (٥٢١١) : عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل، واستغفراه غفر لهما» .

📖 تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٢٩ : وفيه سنية المصافحة عند الملتقى وأنه يستحب عند المصافحة حمدالله تعالى والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولكم۔

📖 الفتح الرباني (دار إحياء التراث العربي) ١٧/ ٣٤٨ : وأخرج ابن السني عن أنس قال ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيد رجل ففارقه حتى قال اللّٰهُمَّ آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار (وفيه) عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من عبدين متحابين في الله يستقبل أحدهما صاحبه فيصليان على النبي صلى الله عليه وسلم إلا لم يتفرقا حتى تغفر ذنوبهما ما تقدم منها وما تأخر، وفي هذه الأحاديث سنية المصافحة عند اللقا وأنه يستحب عن المصافحة حمد الله تعالى والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولكم والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن اقتصر على شيء من ذلك كفى، والأفضل الجمع .

Scanned by CamScanner

মুসাফাহাকালে يغفر الله لنا ولكم পড়া

প্রশ্ন : يغفر الله لنا ولكم মুসাফাহার সময় পড়া হয়। হুবহু এই বাক্য কোথায় রয়েছে?

উত্তর : আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যা আউনুল মা'বুদের ১৪ নং খণ্ড ৬৮ পৃষ্ঠায় এবং তুহফাতুল আহওয়াজীর সপ্তম খণ্ড ৪২৯ পৃষ্ঠায় এর কথা আছে। (৯/৮২১/২৮৪৭)

📖 عون المعبود (دار الكتب العلمية) ١٤ /٨١ : وفي الحديث سنية المصافحة عند اللقي وأنه يستحب عند المصافحة حمد الله تعالى والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولكم -

📖 تحفة الأحوذي (دار الكتب العلمية) ٧/ ٤٢٩ : وفيه سنية المصافحة عند الملتقى وأنه يستحب عند المصافحة حمدالله تعالى والاستغفار وهو قوله يغفر الله لنا ولكم-

মুসাফাহাকালে হাতে চাপ দেওয়া ও ঝাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব জুমু'আর আলোচনায় বলেছেন, মুসাফাহার সময় হালকা চাপ দেওয়া এবং হাত ঝাড়া দেওয়া সুন্নাত। হাত ঝাড়া দিলে গোনাহসমূহ ঝরে যায়। কোরআন-সুন্নাহর আলোকে এর সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : এক মুসলমান অপর মুসলমানের সাথে মুসাফাহা করার সময় তাদের সগীরা গোনাহ ঝরে যায় বলে হাদীস শরীফে আছে। মুসাফাহার সময় হাতে হালকা চাপ দেওয়ার কথা কোনো কিতাবে নেই। তবে হাত হালকা ঝাড়া দেওয়ার কথা কোনো কোনো কিতাবে থাকলেও এর কোনো নির্ভরযোগ্য সূত্র বা হাদীস পাওয়া যায় না। মুসাফাহার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, প্রথমে সালাম দেওয়া, তারপর উভয় হাতে মুসাফাহা করা। (১৩/৭১৬/৫৪৪৪)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٠/ ٦٢٩ (١٨٦٩٩) : عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان، إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» .

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٨٤ (٢٤٥) : عن حذيفة بن اليمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن المؤمن إذا لقي

Scanned by CamScanner

المؤمن فسلم عليه، وأخذ بيده، فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٨١ : (قوله وتمامه إلخ) ونصه: وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ الأصابع ليس بمصافحة خلافا للروافض، والسنة أن تكون بكلتا يديه، وبغير حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام، فإن فيه عرقا ينبت المحبة كذا جاء في الحديث ذكره القهستاني وغيره اهـ.

📖 جامع الفتاوى (ربانى بکڈپو) ۱/ ۵۴۳ : الجواب- دو مسلمانوں کی باہم ملاقات کی صورت میں سلام کے بعد دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا مسنون ہے۔

📖 آداب المعاشرات ص٦٠ : فرمایا کہ مصافحہ کی وقت ترکیب مشہور ہے کہ انگوٹھوں کو دبادے یہ بے اصل اور یہ حدیث موضوع ہے کہ انگوٹھوں میں رگ محبت ہے۔

মুসাফাহা করে বুকে হাত রাখা

প্রশ্ন : কারো সাথে মুসাফাহা করার পর বুকে হাত দেওয়া কি শরীয়ত অনুমোদন করে?

উত্তর : মুসাফাহার পর বুকে হাত দেওয়া শুধুমাত্র প্রথা, যা শরীয়তসম্মত নয়। সুতরাং তা থেকে বিরত থাকা উচিত। (১৮/৬২০/৭৭৬৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٨١ : (قوله وتمامه إلخ) ونصه: وهي إلصاق صفحة الكف بالكف وإقبال الوجه بالوجه فأخذ الأصابع ليس بمصافحة خلافا للروافض، والسنة أن تكون بكلتا يديه، وبغير حائل من ثوب أو غيره وعند اللقاء بعد السلام وأن يأخذ الإبهام، فإن فيه عرقا ينبت المحبة كذا جاء في الحديث ذكره القهستاني وغيره اهـ.

📖 جامع الفتاوى (ربانى بکڈپو) ۱/ ۵۴۴ : داہنے ہاتھ کے بطن کو دوسرے آدمی کے داہنے بطن سے ملانا اور بایاں ہاتھ دونوں کا دونوں سے داہنے ہاتھ کے ظہر سے ملانا یہ مصافحہ ہے، یہی سنت ہے۔

Scanned by CamScanner

মুসাফাহার মাসনুন তরীকা ও দু'আ

প্রশ্ন : শরীয়তে ইসলামে মুসাফাহার মাসনুন তরীকা কী? মুসাফাহার হুকুম কী? মুসাফাহার সময় হাত ফাঁকা থাকবে, না মেলানো থাকবে? মুসাফাহা এক হাতে না দুই হাতে? মুসাফাহার সময় কি দু'আ পড়তে হবে? মুসাফাহার পর বুকে হাত মুছতে হবে কি না? মুসাফাহার আগে সালাম দিতে হবে কি না? থানভী (রহ.) আদাবুল মুআশারা ৪৩ পৃষ্ঠায় বলেছেন, আঙুল চাপ দিয়ে মুসাফাহা করার নিয়মটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং আঙুলে মুহাব্বতের রগ থাকে এই হাদীসটি বানোয়াট বা ভিত্তিহীন।

উত্তর : পরস্পরকে বেশি বেশি সালাম দেওয়া সর্বাবস্থায় সুন্নাত। মুসাফাহা ও মুআনাকা প্রথম সাক্ষাতের সময়ে পালনীয় সুন্নাত। সাক্ষাতে প্রথমে সালাম অতঃপর মুসাফাহা সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি সর্বজনস্বীকৃত। হাতের আঙুলের সাথে আঙুল মেলানোর দ্বারা সুন্নাত আদায় হয় না এবং দুই হাতে মুসাফাহা করা সুন্নাত। মুসাফাহায় হামদ ও ইস্তেগফার পাঠের কথা হাদীসে আছে। এ হিসেবে يغفر الله لنا ولكم পড়া হয়। মুসাফাহার পর বুকে হাত মোছার কথা ভিত্তিহীন। মুসাফাহাতে বৃদ্ধাঙ্গুল স্পর্শ সম্পর্কিত কথিত হাদীসটি সূত্রগত দিক দিয়ে প্রমাণিত নয়। এ ব্যাপারে হযরত থানভী (রহ.)-এরকথা সম্পূর্ণ সহীহ। (৮/৪১৬/২১৭২)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٦٦٠ : وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لقوله عليه السلام فيما يرويه الطبراني والبيهقي: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن، فسلم عليه وأخذ بيده، فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر». ولخبر: «ما من مسلمين يلتقيان يتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا» والسنة في المصافحة بكلتا يديه. قال النووي في الأذكار: اعلم أن المصافحة مستحبة عند كل لقاء، وأما ما اعتاده الناس من المصافحة بعد صلاة الصبح والعصر، فلا أصل له في الشرع على هذا الوجه.

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٨/ ٢٢١ : قال في الجامع الصغير: ويكره تقبيل غيره ومعانقته ولا بأس بالمصافحة لما روي أنه - عليه الصلاة والسلام - «سئل أيقبل بعضنا بعضا قال: لا، قالوا: ويعانق بعضنا بعضا، قال: لا قالوا: أيصافح بعضنا بعضا قال: نعم» قال مشايخنا: إن كان يأمن على نفسه من الشهوة وقصد البر

Scanned by CamScanner

والإكرام وتعظيم المسلم فلا بأس به والحديث محمول على هذا التفصيل المصافحة سنة قديمة متوارثة .

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٤ (٥٢١١) : عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا التقى المسلمان فتصافحا، وحمدا الله عز وجل، واستغفراه غفر لهما».

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۹/ ۹۲ : اس سے ثابت ہے کہ آخری یعنی ابہام کو پکڑنے کی انہوں نے نسبت کسی کتاب کی طرف نہیں کی، اور جو حدیث ذکر کی ہے اس کی بھی کوئی سند نہیں بتائی۔ اور خود صلوۃ مسعودیہ سے پہلے یہ نقل کر چکا ہیں کہ أخذ الأصابع ليس بمصافحة .

মুসাফাহাকালে হাত ঝাড়া দেওয়ার বিধান

প্রশ্ন : মুসাফাহা করার সময় হাত ঝাড়া দিলে সব গোনাহ ঝরে যাওয়ার ব্যাপারে যে হাদীসগুলো বাহরুর রায়েকের ৮/১৯৯ পৃষ্ঠায় ও হেদায়ার চতুর্থ খণ্ডের টীকাতে বর্ণনা রয়েছে, তা কতটুকু সহীহ ও আমলযোগ্য?

উত্তর : মুসাফাহার ফজীলতের ওপর বিভিন্ন বিশুদ্ধ ও স্পষ্ট হাদীস পাওয়া যায় তন্মধ্যে আল বাহরুর রায়েকের অষ্টম খণ্ডের ৮/১৯৯ পৃষ্ঠায় ও হেদায়ার চতুর্থ খণ্ডে ৪৫২ পৃষ্ঠার টীকাতে উল্লিখিত হাদীসগুলো আমলযোগ্য। কিন্তু হাত ঝাড়া দেওয়ার কথাটি অনেক তালাশের পরও পাওয়া যায়নি। (৯/৭০১)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٤٩٤ (٢٧٢٧) : عن البراء بن عازب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا».

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٤ (٥٢١٢) : عن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما من مسلمين يلتقيان، فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا».

পরনারীর সাথে মুসাফাহা

প্রশ্ন : পরনারীর হাতে হাত দিয়ে মুসাফাহা করা যায় কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বেগানা মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করা জায়েয নয়। (৩/৭২/৪৭৮)

📖 صحيح البخاري (٧٢١٤) : عن عائشة رضي الله عنها، قالت: " كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: {لا يشركن بالله شيئا}، قالت: وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة إلا امرأة يملكها "

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٧ : (وما حل نظره) مما مر من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس كشف الحقائق لابن سلطان والمجتبى (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة.

মহিলাদের পরস্পরের মুসাফাহা

প্রশ্ন : পুরুষদের ন্যায় মহিলারা পরস্পর মুসাফাহা করতে পারবে কি না? এবং এটা কোন পর্যায়ের। অনুরূপ পুরুষ-মহিলার পরস্পর মুসাফাহা করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? এ ব্যাপারে মাহরাম এবং গায়রে মাহরামের মধ্যে পার্থক্য আছে কি না?

উত্তর : পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও পরস্পর মুসাফাহা করা সুন্নাত। এই সুন্নাতের প্রচলন এবং প্রচার-প্রসার করা উত্তম কাজ। পুরুষের জন্য স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য মাহরাম মহিলার সাথে মুসাফাহা থেকেও বিরত থাকা ভালো। তবে কারণবশত কুমন্ত্রণা ও কুধারণা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকাবস্থায় শুধু মাহরামদের সাথে মুসাফাহার অনুমতি থাকলেও গায়রে মাহরামের সাথে সম্পূর্ণ নিষেধ। (৮/৮২৬/২৩৫৫)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٢٦٦٠ : وتسن مصافحة الرجلين والمرأتين لقوله عليه السلام فيما يرويه الطبراني والبيهقي: «إن المؤمن إذا لقي المؤمن، فسلم عليه وأخذ بيده، فصافحه، تناثرت خطاياهما، كما يتناثر ورق الشجر».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٧ : (وما حل نظره) مما مر من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه - عليه

Scanned by CamScanner

الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، ...وما حل النظر إليه حل مسه ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة، فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر، وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة، وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له، ولا يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها، ولا إلى جنبها، ولا يمس شيئا من ذلك، كذا في المحيط. وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب، كذا في القنية.

📖 بہشتی زیور ۳/ ٦٧ : مسئلہ: عورتوں میں بھی السلام علیکم اور مصافحہ کرنا سنت ہے اس کو رواج دینا چاہئے۔

বিদায়কালে মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : বিদায়ের সময় মুসাফাহা আছে কি না?

উত্তর : বিদায়ের সময় মুসাফাহা সম্পর্কে কিছু কিছু উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য থাকলেও অধিকাংশ উলামায়ে কেরামের মতে বিদায়ের সময়ও সালামের মতো মুসাফাহা করার প্রমাণ পাওয়া যায়। (৭/৪৪৯/১৬৭৪)

📖 سنن الترمذي (٣٤٤٢) : عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك»

📖 عمل اليوم والليلة للنسائی (مؤسسة الرسالة) ص ٣٥٤ (٥١٣) : عن قزعة قال كنت عند عبد الله بن عمر فأردت الانصراف فقال كما

Scanned by CamScanner

أنت حتى أودعك كما ودعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فصافحني ثم قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك -

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٨/ ٤٠٣ : الجواب- بوقت وداع مصافحہ متعدد احادیث کے علاوہ درایۃً بھی ثابت ہے۔

বিদায়কালে মুসাফাহা করা সুন্নাত

প্রশ্ন : বিদায়কালে মুসাফাহা সুন্নাত কি না?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী বিদায়কালেও মুসাফাহা করা সুন্নাত। (৯/২৬৫/২৫৯৯)

📖 سنن الترمذی (دار الحدیث) ٥/ ٣٢٣ (٣٤٤٢) : عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٤/ ٤٩١ : رخصت کے وقت مصافحہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب-اختلاف ہے، مجوزین کی دلیل یہ حدیث فعلی ہے۔

عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك» رواه الترمذی وابوداود وابن ماجه، وفی روايتهما لم يذكر وآخر عملك، مشكوة باب الدعوات فی الأوقات۔

قلت : والأخذ باليد هوحقيقة المصافحة لا سيما اذا كان من الجانبين كما يشعر به لفظ الحديث يدع يد النبی ﷺ -

اور یہ حدیث قولی ہے۔

عن أبی أمامة أن رسول الله ﷺ قال وتمام تحياتكم بينكم المصافحة۔

قلت : وظاهر أن التحية يعنی السلام عليكم وقت الوداع فكذا المصافحة والضعف لا يضر فی الفضائل- والله اعلم -

Scanned by CamScanner

احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٤٠٣ : الجواب- بوقت وداع مصافحہ متعدد احادیث کے علاوہ درایۃً بھی ثابت ہے۔

বিদায়কালে সালাম-মুসাফাহাকে বিদ'আত বলা মূর্খতা

প্রশ্ন : জনৈক আলেম বলেন, বিদায় নেওয়ার সময় সালাম ও মুসাফাহা করা উভয়টি বিদ'আত। কথাটি সঠিক কি না?

উত্তর : আগমনকালে সালাম ও মুসাফাহা যেমন সুন্নাত, তেমনি বিদায়কালেও সালাম করা সুন্নাত। আর নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী মুসাফাহা করাও সুন্নাত। (৯/১৩৮/২৪৯৫)

سنن الترمذی (دار الحديث) ٤/ ٤٨٥ (٢٧٠٦) : عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة».

فيه أيضا (٣٤٤٢) : عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك»

عمل اليوم والليلة للنسائی (مؤسسة الرسالة) ص ٣٥٤ (٥١٣) : عن قزعة قال كنت عند عبد الله بن عمر فأردت الانصراف فقال كما أنت حتى أودعك كما ودعني النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فصافحني ثم قال أستودع الله دينك وأمانتك وخواتم عملك.

احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٤٠٣ : الجواب- بوقت وداع مصافحہ متعدد احادیث کے علاوہ درایۃً بھی ثابت ہے۔

বিদায়কালে মেহমানের সাথে মুসাফাহা করা

প্রশ্ন : কোনো মেহমান বা কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় মুসাফাহা করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মেহমান বা কোনো ব্যক্তিকে বিদায় দেওয়ার সময় মুহাব্বতের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তার সাথে মুসাফাহা করা হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে প্রমাণিত বিধায় ইহা জায়েয ও বরকতপূর্ণ। (১৫/৫৪৮/৬১২৩)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٥/ ٣٢٣ (٣٤٤٢) : عن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ودع رجلا أخذ بيده، فلا يدعها حتى يكون الرجل هو يدع يد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: «استودع الله دينك وأمانتك وآخر عملك».

মুআনাকা কয়বার করতে হয়

প্রশ্ন : মুআনাকা একবার করা সুন্নাত, না তিনবার?

উত্তর : নির্ভরযোগ্য কিতাবে একবার করার দ্বারা মুআনাকার সুন্নাত আদায় হয়ে যায় মর্মে উল্লেখ আছে। (৬/৫৫৩/১৩০৬)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٩/ ١١٨ : سوال- معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تین مرتبہ کاندھے سے ملتے ہیں اور بعض لوگ صرف ایک طرف ملتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے؟
الجواب- حامدا ومصیا، صرف ایک طرف کافی ہے۔

তিনবার মুআনাকা করা

প্রশ্ন : তিনবার মুআনাকা করলে কোনো অসুবিধা আছে কি না? তিনবার নাকি একবার মুআনাকা করা উত্তম?

উত্তর : মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হলে একে-অপরের কাঁধে কাঁধ মেলানোকে শরীয়তের পরিভাষায় মুআনাকা বলে। উভয়ের কাঁধ শুধু একবার মেলানোর দ্বারাই যথেষ্ট হবে, যা ফাতওয়া মাহমুদিয়ায় উল্লেখ আছে। (৬/৮০৭/১৪২৮)

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٩/ ١١٨ : سوال- معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تین مرتبہ کاندھے سے ملتے ہیں اور بعض لوگ صرف ایک طرف ملتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے؟
الجواب- حامدا ومصیا، صرف ایک طرف کافی ہے۔

Scanned by CamScanner

মুআনাকার সুন্নাত তরীকা

প্রশ্ন : মুআনাকা করার সুন্নাত তরীকা কী? ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ায় একবার করার যে কথা বলা হয়েছে, তা কতটুকু সহীহ?

উত্তর : মুআনাকা অর্থ গলাগলি করা, তথা সাক্ষাতে মুসলমানের একে-অন্যের সাথে গলা মেলানোকে ইসলামে মুআনাকা বলে। উভয়ে আপন ডান পার্শ্বে একবার গলা মেলালেই এ সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এ ব্যাপারে ফাতাওয়ায়ে মাহমুদিয়ার বর্ণনা সম্পূর্ণ সঠিক। (৬/৭০৯/১৩৭৫)

📖 سنن الترمذي (٢٧٣٢) : عن عائشة، قالت: «قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فأتاه فقرع الباب، فقام إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عريانا يجر ثوبه، والله ما رأيته عريانا قبله ولا بعده، فاعتنقه وقبله».

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١٢/ ٢٩١ : وروي عن جعفر بن أبي طالب في قصة رجوعه من أرض الحبشة، قال: فخرجنا حتى أتينا المدينة، فتلقاني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاعتنقني، ثم قال: «ما أدري أنا بفتح خيبر أفرح، أم بقدوم جعفر».

📖 معجم لغة الفقهاء (دار النفائس) ص ٤٣٨ : المعانقة: بضم الميم من عانق، وضع كل من الرجلين ذقنه على كتف الاخر وعنقه على عنقه، وضمه إليه بيديه.

সাক্ষাৎ ও বিদায়কালে মুআনাকা করা

প্রশ্ন : মুআনাকা কয়বার করতে হয় এবং তা কি শুধু সাক্ষাতের সময়ই করতে হয়, নাকি বিদায়কালেও?

উত্তর : সফর থেকে আগমনকারী বা দীর্ঘদিন পর সাক্ষাৎকারী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎকালে মুআনাকা করা সুন্নাত। তবে ওই সুন্নাত একবার মুআনাকার (গলা মেলানোর) দ্বারা আদায় হয়ে যায়। আমাদের দেশে তিনবার মুআনাকার যে প্রচলন রয়েছে তার প্রমাণ কোনো কিতাবে পাওয়া যায় না। বিদায়কালে মুআনাকা থেকে বিরত থাকা বাঞ্ছনীয়। (৫/১৪২/৮৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۹/ ۱۱۸ : سوال- معانقہ کا سنت طریقہ کیا ہے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ تین مرتبہ کاندھے سے ملتے ہیں اور بعض لوگ صرف ایک طرف ملتے ہیں صحیح طریقہ کیا ہے؟

الجواب- حامدا ومصلیا، صرف ایک طرف کافی ہے۔

ঈদের নামাযের পর মুআনাকা

প্রশ্ন : ঈদের নামাযের পর মুআনাকা করার বিধান কী?

উত্তর : ঈদ উপলক্ষে মুআনাকা করার কোনো ভিত্তি ইসলামী শরীয়তে নেই। তাই এ প্রথা বর্জনীয়। (৬/৫৫৩/১৩০৬)

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٣٧ (٩٧) : عن أنس قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٨١ : ونقل في تبيين المحارم عن الملتقط أنه تكره المصافحة بعد أداء الصلاة بكل حال، لأن الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - ما صافحوا بعد أداء الصلاة، ولأنها من سنن الروافض اهـ ثم نقل عن ابن حجر عن الشافعية أنها بدعة مكروهة لا أصل لها في الشرع، وأنه ينبه فاعلها أولا ويعزر ثانيا ثم قال: وقال ابن الحاج من المالكية في المدخل إنها من البدع، وموضع المصافحة في الشرع، إنما هو عند لقاء المسلم لأخيه لا في أدبار الصلوات فحيث وضعها الشرع يضعها فينهى عن ذلك ويزجر فاعله لما أتى به من خلاف السنة اهـ

ঈদের দিন মুআনাকার প্রথা

প্রশ্ন : ঈদের দিন মুআনাকা করার কী হুকুম?

উত্তর : বিশেষভাবে ঈদের দিন মুআনাকা করার যে প্রথা বর্তমান সমাজে চলছে ইসলামের সোনালি যুগে তার প্রমাণ পাওয়া যায় না বিধায় তা পরিহারযোগ্য। (৬/৮০৭/১৪২৮)

Scanned by CamScanner

📖 المعجم الأوسط (دار الحرمين) ١/ ٣٧ (٩٧) : عن أنس قال: «كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تلاقوا تصافحوا، وإذا قدموا من سفر تعانقوا».

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ١٤٨ : سوال- معانقہ کرنا بالخصوص عیدین کے روز کس درجہ کا گناہ ہے مکروہ ہے یا حرام؟

جواب- معانقہ ومصافحہ بوجہ تخصیص کہ اس روز میں اس کو موجب سرور اور باعث مؤدت اور ایام سے زیادہ مثل ضروری کے جانتے ہیں بدعت ہے اور مکروہ تحریمی اور علی الاطلاق ہر روز مصافحہ کرنا سنّت ہے ایسا ہی بشرائط خود یوم العید کے ہے اور علی ہذا معانقہ جیسا بشرائط خود دیگر ایام میں ہے ویسا ہی یوم عید کے ہے کوئی تخصیص اپنی رائے سے کرنا بدعت ضلالہ ہے۔

মহিলাদের পরস্পর মুআনাকা করা

প্রশ্ন : মহিলারা পরস্পর মুআনাকা করতে পারবে কি না? এবং পুরুষ-মহিলা মুআনাকা করতে পারবে কি না?

উত্তর : মহিলাদের পরস্পর সালাম-মুসাফাহার ওপর সমাপ্ত করাই শ্রেয়। মুআনাকা নিষেধ না হলেও বর্তমানে প্রচলিত মুআনাকা শরীয়তে বর্ণিত পদ্ধতিতে না হওয়ায় মহিলাদের পরস্পর মুআনাকা থেকে বিরত থাকাই শ্রেয়।
আর পুরুষের জন্য স্বীয় স্ত্রী ব্যতীত অন্য মাহরাম মহিলার সাথে মুসাফাহা-মুআনাকা থেকেও বিরত থাকা ভালো। (৮/৮২৬/২৩৫৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٦٧ : (وما حل نظره) مما مر من ذكر أو أنثى (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها «لأنه - عليه الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة» وقال - عليه الصلاة والسلام -: «من قبل رجل أمه فكأنما قبل عتبة الجنة» وإن لم يأمن ذلك أو شك، فلا يحل له النظر والمس.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٨ : وأما نظره إلى ذوات محارمه فنقول: يباح له أن ينظر منها إلى موضع زينتها الظاهرة والباطنة وهي الرأس والشعر والعنق والصدر والأذن والعضد والساعد والكف والساق والرجل والوجه، ...وما حل النظر إليه حل مسه

Scanned by CamScanner

ونظره وغمزه من غير حائل ولكن إنما يباح النظر إذا كان يأمن على نفسه الشهوة، فأما إذا كان يخاف على نفسه الشهوة فلا يحل له النظر، وكذلك المس إنما يباح له إذا أمن على نفسه وعليها الشهوة، وأما إذا خاف على نفسه أو عليها الشهوة فلا يحل المس له، ولا يحل أن ينظر إلى بطنها أو إلى ظهرها، ولا إلى جنبها، ولا يمس شيئا من ذلك، كذا في المحيط. وللابن أن يغمز بطن أمه وظهرها خدمة لها من وراء الثياب، كذا في القنية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۰۷ : الجواب- پاکستان اور ہندوستان کے عوام میں معانقہ کا مروجہ طریقہ کہ سینہ کے علاوہ پیٹ بھی ملادیتے ہیں اس کا بطریق خصوصیت نبویہ بھی کوئی ثبوت نہیں، علاوہ ازیں اس میں اور بھی کئی مفاسد ہیں، لہذا یہ رسم قبیح واجب الترک ہے۔

মুআনাকার সময় পঠিত দু'আ

প্রশ্ন : আমরা মুআনাকা করার সময় যে দু'আ পড়ে থাকি اللهم زد محبتي لله ورسوله এটা কি কোনো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত? যদি হয়ে থাকে তাহলে তা কী এবং তার মান কী? এবং দু'আটি পড়ার শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : মুআনাকা করার বিষয়টি নবীজির হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তবে প্রচলিত দু'আটি আমরা কোনো হাদীসের কিতাবে পাইনি। হাদীসের কিতাবে এ ব্যাপারে যা পাওয়া যায় তা হলো রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হযরত হাসান অথবা হুসাইন (রা.)-এর সাথে মুআনাকা করার সময় এ বলে দু'আ করেছিলেন :

اللّٰهُمَّ أحبه وأحب من يحبه

আর মুসলিম শরীফের বর্ণনায় দু'আটি এরূপ :

اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه

উল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের অর্থ ও মর্ম এবং প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটির অর্থ প্রায় একই হওয়ার কারণে মুআনাকার সময় প্রশ্নে বর্ণিত দু'আটি পড়া যেতে পারে, তবে সুন্নাতের নিয়্যতে পড়বে না। (১৫/১৮৪/৫৯৩৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٩١ (٢١٢٢) : عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه، قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في

Scanned by CamScanner

طائفة النهار، لا يكلمني ولا أكلمه، حتى أتى سوق بني قينقاع، فجلس بفناء بيت فاطمة، فقال «أثم لكع، أثم لكع» فحبسته شيئا، فظننت أنها تلبسه سخابا، أو تغسله، فجاء يشتد حتى عانقه، وقبله وقال: «اللّٰهُمَّ أحبه وأحب من يحبه»، قال سفيان: قال عبيد الله: أخبرني أنه رأى نافع بن جبير، أوتر بركعة ".

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٢١٠ (٥٢٢٠) : عن الشعبي، أن النبي صلى الله عليه وسلم: «تلقى جعفر بن أبي طالب فالتزمه، وقبل ما بين عينيه».

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۱ /۲۰۲ : بس مختصر بات یہی ہے کہ سنت رسول ﷺ اور تعامل صحابہ میں اس کی جو حد منقول ہے اس کو اسی حد پر رکھا جائے۔

Scanned by CamScanner

باب حقوق الوالدين

পরিচ্ছেদ : মা-বাবার হক

পিতা-মাতার গীবত করা ও তাদের মারধর করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু পরিবারের সন্তানরা পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করে না। এমনকি পিতা-মাতাকে মারধর পর্যন্ত করে এবং পিতা-মাতার গীবত করে। আর যে সমস্ত সন্তান পিতা-মাতা অসহায় হওয়ার পরও তাদের দেখাশোনা করে না, তাদের টাকা-পয়সা দেয় না—এমন অবস্থায় পিতা-মাতা যদি তাদের ওপর রাগ করে বলে তুই আমার বাড়ি থেকে বের হয়ে যা অথবা সম্পদ থেকে মাহরুম করে, তাহলে পিতা-মাতা গোনাহগার হবে কি না? এবং পিতা-মাতার গীবত করা সন্তানের জন্য বৈধ হবে কি না? যদি কোনো সন্তান পিতা-মাতার গীবত করে তাহলে শরীয়তে তার শাস্তি কী?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে বিনা কারণে সন্তানকে সম্পদ থেকে মাহরুম করা বৈধ নয়। তবে সন্তান যদি বাস্তবে পিতা-মাতার অবাধ্য হয় এবং উক্ত সম্পদকে অপব্যবহার করার আশঙ্কা হয়—এমতাবস্থায় উক্ত সন্তানকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা অবৈধ হবে না। আর পিতা-মাতাকে গালিগালাজ করা ও মারধর করা এবং গীবত করা জঘন্যতম অপরাধ। এর কঠোর শাস্তি আখিরাতে ভোগ করতে হবে। এ ধরনের সন্তানের পরিণাম ভালো হবে না দুনিয়াতেও। শরীয়তে এর কোনো নির্দিষ্ট শাস্তি নেই বিধায় উক্ত সন্তানের বিচার সামাজিকভাবে করা যেতে পারে। (১৫/২৫৫/৫৯৯০)

📖 سورة الإسراء الآية ٢٣- ٢٤ : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ○ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا﴾

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٤٠٠ : ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له أكثر من قوته.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦٦ : وعزر كل مرتكب منكر أو مؤذي مسلم بغير حق بقول أو فعل.

Scanned by CamScanner

📖 الدرالمختار (سعيد) ٦/ ٤١٠ : بالفعل وبالتعريض وبالكتابة وبالحركة وبالرمز و (بغمز العين والإشارة باليد) وكل ما يفهم منه المقصود فهو داخل في الغيبة وهو حرام.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۳۰۴ : الجواب- بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد دینا خلاف اولی ہے، لہذا اپنے مصارف کے لئے یا کسی کار خیر میں لگانے کی نیت سے جائیداد فروخت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۵/ ۱۶۹ : والدین کو مارنے یا گالی گلوچ کرنے پر شرعا کوئی حد مقرر نہیں بلکہ اس کی سزا حاکم وقت اور قاضی کی صوابدید پر ہے کہ وہ جرم کی نوعیت کے مطابق سزا تجویز کرے اگر کوڑے مارنے کی سزا تجویز کرے تو یہ سزا انتالیس کوڑوں سے زیادہ اور تین سے کم نہ ہو یا پھر اس کو جیل میں اس وقت تک ڈال دیا جائے جب تک کہ وہ اپنے جرم سے توبہ نہ کرے۔

পিতার-মাতার অসন্তুষ্টি সত্ত্বেও লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : আমি বর্তমানে একটি মাদরাসায় ইফতা প্রথম বর্ষে পড়ছি। মাদরাসার কানুন হলো, এই কোর্সে দুই বছর পূর্ণ করতেই হবে। এ শর্তের ওপরই আমি এখানে ভর্তি হয়েছি। প্রকাশ থাকে যে শর্তটি মুখে উচ্চারণ করা হয়নি। বরং ভর্তি ফরমে লিখিত ছিল। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারণে আমার পিতা-মাতা আমার লেখাপড়ার কারণে অসন্তুষ্ট। কারণ যদি আমি পড়ালেখা না করে চাকরি করতাম তাহলে কিছু হলেও তারা আর্থিক সচ্ছলতা পেতেন। এদিকে এক বছর পড়ে যদি চলে যাই তাহলে শর্ত ভঙ্গ হবে এবং উস্তাদরা মনে কষ্ট নেবেন। তাঁদের বদ দু'আ পড়ারও প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। কারণ আমি নিয়মিত খিদমতের দ্বারা তিন-চারজন উস্তাদের মন জয় করতে পেরেছি। তাই আমি জানতে চাই,

১) বর্তমানে আমার করণীয় কী?
২) কার কথাকে প্রাধান্য দেব?
৩) মুস্তাহাব কাজের ক্ষেত্রে পিতা-মাতার কথা মেনে চলব, না পীর সাহেবের কথা মেনে চলব?

উত্তর : জরুরত পরিমাণ ইলমে দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরযে আইন, তার বেশি অর্জন করা ফরযে আইন নয়। যদি মা-বাবা খিদমত ও জীবিকা নির্বাহের জন্য আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী হন তাহলে তাঁদের খিদমত করা ওয়াজিব। তাই প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনার জন্য আপনার মা-বাবার কথাকে প্রাধান্য

Scanned by CamScanner

দেওয়া ও তাঁদের খিদমত করা জরুরি। উস্তাদ ও পীর সাহেবের কাছে গিয়ে পারিবারিক অবস্থা এবং পিতা-মাতার নির্দেশ শুনিয়ে তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে মাতা-পিতার খিদমত করতে গেলে ওয়াদা ভঙ্গের গোনাহ হবে না এবং উস্তাদদের বদ দু'আও লাগবে না। (১৯/৬৩২)

📖 سورة الإسراء الآية ٢٣ : ﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٢٦ (٤٩٩٥) : عن زيد بن أرقم، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إذا وعد الرجل أخاه، ومن نيته أن يفي له فلم يف ولم يجئ للميعاد فلا إثم عليه».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٠٨ : وله الخروج لطلب العلم الشرعي بلا إذن والديه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٨ : (قوله وله الخروج إلخ) أي إن لم يخف على والديه الضيعة بأن كانا موسرين، ولم تكن نفقتهما عليه. وفي الخانية: ولو أراد الخروج إلى الحج وكره ذلك قالوا إن استغنى الأب عن خدمته فلا بأس، وإلا فلا يسعه الخروج، فإن احتاجا إلى النفقة ولا يقدر أن يخلف لهما نفقة كاملة أو أمكنه إلا أن الغالب على الطريق الخوف فلا يخرج، ولو الغالب السلامة يخرج.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٦٥ : وقال محمد - رحمه الله تعالى - في السير الكبير إذا أراد الرجل أن يسافر إلى غير الجهاد لتجارة أو حج أو عمرة وكره ذلك أبواه فإن كان يخاف الضيعة عليهما بأن كانا معسرين ونفقتهما عليه وماله لا يفي بالزاد والراحلة ونفقتهما فإنه لا يخرج بغير إذنهما.

জালেম-ফেতনাবাজ পিতার সাথে সন্তানের করণীয়

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির পিতা ইংরেজি শিক্ষিত ও দ্বীনদার, তবে খুবই খিটখিটে মেজাজ। সাধারণ ব্যাপারেও তাঁর মেজাজ গরম হয়ে যায় এবং মানুষের সাথে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি দ্বীনি ও দুনিয়াবী কাজগুলো নিজের ইচ্ছাস্বাধীন মতো করতে ভালোবাসেন। কখনো তিনি দ্বীনি কাজগুলো নিজ ইচ্ছামতো করতে গিয়ে মারাত্মক আকারের ফেতনা সৃষ্টি করে যাচ্ছেন। সাথে সাথে দুনিয়াবী কাজের মধ্যে

Scanned by CamScanner

অনেক ক্ষেত্রে ফেতনা হয়ে গেছে। আর বাড়িতে তাঁর বিবি-বাচ্চাদের সাথে চরম দুর্ব্যবহার চালাতেই থাকেন। জায়গায়-বেজায়গায় তাঁর মাকে মানুষের সামনে ও আত্মীয়স্বজনের সামনে মারধর করতে, গালিগালাজ করতে ও অপমানিত করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন না। তাঁর মাকে সর্বদা বান্দির ন্যায় খাটাতে থাকেন এবং তাঁর আরাম-আয়েশের দিকে লক্ষ করেন না। অসহায় মায়ের এই করুণ দৃশ্য দেখে বারবার বিভিন্নভাবে তাঁর সন্তানরা পিতাকে অনেক অনেক বুঝিয়েছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সন্তানের উক্ত পিতার অত্যাচার হতে মাতাকে রক্ষা করার কী উপায় হতে পারে? এবং দ্বীন ও দুনিয়ার কাজসমূহ স্বাধীনভাবে সমাধানের কুফল হতে পিতাকে রক্ষা করার এমন কী উপায় বা সমাধান কোরআন-হাদীস বা শরয়ী কানুন মোতাবেক হতে পারে। অনুগ্রহপূর্বক তা বিস্তারিত জানালে আনন্দিত হব।

উত্তর : সন্তানের করণীয় হলো, তাদের পিতার হেদায়েতের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলার কাছে দু'আ করা এবং নিম্নে বর্ণিত পদ্ধতিগুলো অবলম্বন করা :

(১) সম্মান ও আদবের প্রতি খেয়াল রেখে নম্রতা ও হিকমতের সহিত আরো ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করা। প্রয়োজনে এ কাজে পিতার কাছে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য এমন কোনো ব্যক্তির সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

(২) সম্ভব হলে কিছুদিনের জন্য পিতাকে তাবলীগে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থাও করা যেতে পারে।

(৩) কোনো হক্কানী পীর বা আলেমের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করে দেওয়া যেতে পারে। আর এ পদ্ধতিই অধিক ফলপ্রসূ হওয়ার ব্যাপারে আশা করা যায়।

(৪) হক্কানী উলামায়ে কেরামের লিখিত বই-পুস্তক অধ্যয়নের জন্য ব্যবস্থা করে দেওয়া যেতে পারে। (১০/২২১/৩০১৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٧٨ : في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما.

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱/ ۴۸۹ : سوال-کیا لڑکے کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے والدین کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے؟

جواب-حاصل ہے اگر والدین قبول کرلیں فبہا ونعمت ورنہ سکوت اختیار کرے اور ان کے لئے استغفار کرے ان کو امر بالمعروف کرنے میں احترام اور نرمی کا برتاؤ ضروری ہے-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۹/ ۵۵ : سوال-میرے والد صاحب کی حرکتیں بے جا ہیں، انہوں نے اپنی بہو سے زناء کیلئے کہا وہ شراب بھی پیتے ہے مجھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟

Scanned by CamScanner

الجواب۔ کوشش کیجئے کہ وہ کسی صاحب نسبت بزرگ کی خدمت میں جایا کریں، موقع ملے تو ان کو ایسی تبلیغی جماعت کے ساتھ روانہ کر دیجئے جو صحیح طریقہ پر کام کرنے والی ہو جو اصول کی بھی پابندی کرے، اور ان کیلئے ہمیشہ دعاء خیر کرتے رہا کریں، اگر وہ پڑھنا جانتے ہوں تو حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کی دوسرے بزرگ کی کتابیں ان کو دیجئے کہ وہ ان کا مطالعہ کیا کریں، اگر وہ نہ پڑھیں تو خود کسی دوسرے سے ان کو کتابیں سنوائیں۔ اللہ پاک اصلاح فرمائے، اٰمین۔

জালেম ও ব্যভিচারী পিতার সাথে করণীয়

প্রশ্ন : আমার পিতা একজন জালেম ও ব্যভিচারী। পাড়া-প্রতিবেশীদের ওপর জুলুম ও হক নষ্ট করে। তিনবার ব্যভিচারী প্রমাণিত হয়েছেন। এমতাবস্থায় তাঁর সাথে আমার সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে কি? এমনকি সম্প্রতি আমার ছোট ভাইয়ের বউয়ের সাথে ব্যভিচার করার কারণে আমার ছোট ভাই বউ তালাক দিতে বাধ্য হয়েছে। এখন আমার পিতার চেহারা দেখতেও আমার ঘৃণা লাগে। এত কিছু জানার পরও যদি আমার মা আমার পিতার সাথে সম্পর্ক রাখেন, আমার মায়ের সাথে কি আমার সম্পর্ক রাখা ঠিক হবে? কোরআন-হাদীসের আলোকে আমার করণীয় কী?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে পাপের জন্য পাপী নিজেই দায়ী এবং এর শাস্তি তাকেই ভোগ করতে হবে। তবে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও পাপীকে পাপ থেকে বিরত রাখার চেষ্টা না করলে সেও কিয়ামতের দিবসে জিজ্ঞেসিত হবে। তবে বিরত রাখতে গিয়ে ভিন্ন কোনো পাপের পথ অবলম্বন করা যাবে না। জুলুম, অত্যাচার, ব্যভিচার যেমন পাপের কাজ; তেমনিভাবে মা-বাবার সঙ্গে দুর্ব্যবহার করাও অন্যায় কাজ। কাজেই আপনার পিতা-মাতাকে বিরত রাখতে গিয়ে আপনি সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন কোনো পাপ করবেন, এর অনুমতি শরীয়ত দেয় না। হ্যাঁ, এ ক্ষেত্রে আপনার করণীয় হলো, তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে বেশি বেশি দু'আ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং নম্র ও মার্জনীয় ভাষায় তাদের নসীহত করা, সম্ভব হলে পিতাকে বুঝিয়ে তাবলীগের চিল্লায় পাঠিয়ে দেবে। আশা করা যায়, আল্লাহ পাক তাঁদেরকে সঠিক বুঝ দিয়ে দেবেন। আপনিও এই প্রচেষ্টার প্রতিদান পাবেন এবং তাঁদের পাপের দরুন আল্লাহর দরবারে জিজ্ঞেসিত হওয়া থেকে মুক্তি পাবেন। (১৬/২৩৭/৬৫০৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٧٨ : في فصول العلامي: إذا رأى منكرا من والديه يأمرهما مرة، فإن قبلا فبها، وإن كرها سكت عنهما واشتغل بالدعاء والاستغفار لهما فإن الله تعالى يكفيه ما أهمه من أمرهما.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٩/ ٥٥ : سوال- میرے والد صاحب کی حرکتیں بے جا ہیں، انہوں نے اپنی بہو سے زناء کیلئے کہا وہ شراب بھی پیتی ہے مجھے ان کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہئے؟

الجواب- کوشش کیجئے کہ وہ کسی صاحب نسبت بزرگ کی خدمت میں جایا کریں، موقع ملے توان کوایسی تبلیغی جماعت کے ساتھ روانہ کردیجئے جو صحیح طریقہ پر کام کرنے والی ہو جو اصول کی بھی پابندی کرے، اور ان کیلئے ہمیشہ دعاء خیر کرتے رہا کریں، اگر وہ پڑھنا جانتے ہوں تو حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی کسی دوسرے بزرگ کی کتابیں ان کو دیجئے کہ وہ ان کا مطالعہ کیا کریں، اگر وہ نہ پڑھیں تو خود کسی دوسرے سے ان کو کتابیں سنوائیں۔ اللہ پاک اصلاح فرمائے، اٰمین۔

মা ও স্ত্রীর হকসমূহ

প্রশ্ন : আমার মায়ের মাথার সমস্যার কারণে এবং স্বভাবের রুক্ষতার কারণে স্ত্রীর সাথে একত্র করতে পারি না, ঝগড়া হয়ে থাকে। কিন্তু আমি মায়ের হক পুরো করতে গিয়ে স্ত্রীকে তালাক ছাড়া সব রকমের শাস্তি দিয়েছি। এখন আমি মায়ের জন্য দেশে বাড়িঘর করে খাবারদাবারের ব্যবস্থা করা সত্ত্বেও মা ঢাকার বাড়ি আসতে চান। আমি অন্যায়কে ভয় করি, তাই নাও করতে পারি না। কিন্তু ঢাকা এলে যে সমস্যা হচ্ছে, তার সমাধান কী হবে, তাও জানি না। অতএব মা ও স্ত্রীর কী কী হক রয়েছে? বিস্তারিত বলে দেবেন এবং আমার মাকে আমি ঢাকা আনব কি না, তাও জানাবেন।

উত্তর : শরীয়তে মা এবং স্ত্রী উভয়ের হক আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সুতরাং শরীয়তের বিধান অনুযায়ী উভয়ের হক আদায়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে। মায়ের হক আদায় করতে গিয়ে স্ত্রীর প্রতি জুলুম ও অন্যায় করা কখনো জায়েয হবে না। মায়ের সম্মান প্রদর্শন এবং প্রয়োজনে সার্বিক খিদমত করা যেমনি আপনার দায়িত্ব, তেমনিভাবে স্ত্রী যদি একা থাকতে চায় তার ব্যবস্থা করাও আপনার কর্তব্য। সুতরাং আপনার স্ত্রীর যদি ঢাকা একা থাকতে চায়, তাহলে আপনি আপনার মাকে বুঝিয়ে সার্বিক খিদমতের ব্যবস্থা করে দেশের বাড়িতে রাখার চেষ্টা করবেন। আর যদি আপনার স্ত্রী খুশিমনে আপনার মাকে ঢাকা আনতে সম্মতি প্রদান করে তাহলে ঢাকায় নিয়ে আসতে পারেন, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে মায়ের সার্বিক খিদমতের দায়িত্ব আপনার ওপরই থাকবে। স্ত্রীর ওপর শ্বশুর-শাশুড়ির খিদমত করা ওয়াজিব বা ফরয নয়। কোনো রকম চাপ সৃষ্টি ছাড়া খুশিমনে করতে চাইলে ভালো কথা, নচেৎ আপনি নিজে বা খাদেম রেখে মায়ের খেমদত করবেন। আরো বিস্তারিত জানার জন্য হক্কানী উলামায়ে কেরামের লিখিত মাতা-পিতা ও স্ত্রীর হকসংক্রান্ত পুস্তিকাদি পাঠ করতে পারেন। (১২/৫৪৪/৪০২৮)

Scanned by CamScanner

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٢٠٨ (٣٦٦٢) : عن أبي أمامة، أن رجلا قال: يا رسول الله، ما حق الوالدين على ولدهما؟ قال: «هما جنتك ونارك».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٢/ ٩١٨ (٢١٤٢) : عن حكيم بن معاوية القشيري، عن أبيه، قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟، قال: «أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، أو اكتسبت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجرإلا في البيت.

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٥/ ٢٠٦ : لأن المستحق عليها بالنكاح تسليم النفس إلى الزوج للاستمتاع وما سوى ذلك من الأعمال تؤمر به تدينا ولا تجبر عليه في الحكم نحو كنس البيت وغسل الثياب والطبخ والخبز.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٢ : وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه.

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ٨/ ۴١٢ : زید کو اس حالت میں یہ کرنا چاہئے کہ اپنی زوجہ کو لے کر علیحدہ رہے اور والدین کی خدمت اور فرمانبرداری کرتا رہے اور جو کچھ ان کا حق ہے ادا کرے تاکہ دارین میں فلاح پاوے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ١٧۵ : الجواب—بیوی اگر اپنی خوشی سے شوہر کے والدین کی خدمت کرتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے، اور بیوی کے لئے موجب سعادت، لیکن یہ اخلاقی چیز ہے نہ کہ قانونی، اگر شوہر کے والدین سے الگ رہنا چاہے تو شوہر شرعی قانون کی رو سے بیوی کو اپنے والدین کی خدمت پر مجبور نہیں کر سکتا۔

স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার জন্য সন্তানকে নির্দেশ দেওয়া

প্রশ্ন : কোনো পিতা যদি ছেলেকে আদেশ করে যে তোমার স্ত্রীকে তালাক দাও, তাহলে ছেলের কী করণীয় রয়েছে? শরীয়তের দৃষ্টিতে বিষয়টি জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া পিতা-মাতা পুত্রবধূকে তালাক দেওয়ার আদেশ করা নাজায়েয এবং তা পালন করা ছেলের জন্য জরুরি নয়। বরং বিনা কারণে তালাক দিলে

Scanned by CamScanner

ছেলে গোনাহগার হবে। তবে শরীয়তসম্মত কারণ বিদ্যমান থাকলে ও নিরুপায় হয়ে প্রয়োজনে এক তালাক দেওয়া যেতে পারে। (১৬/২১০/৬৪৬২)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٦/ ٣٩٢ (٢٢٠٧٥) : عن معاذ قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات قال: " لا تشرك بالله شيئا وإن قتلت وحرقت، ولا تعقن والديك، وإن أمراك أن تخرج من أهلك ومالك، الحديث -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ١/ ٢٣٥ : أما باعتبار أصل الجواز فلا يلزمه طلاق زوجة أمراه بفراقها، وإن تأذيا ببقائها إيذاء شديدا؛ لأنه قد يحصل له ضرر بها، فلا يكلفه لأجلهما؛ إذ من شأن شفقتهما أنهما لو تحققا ذلك لم يأمراه به فإلزامهما له مع ذلك حمق منهما، ولا يلتفت إليه، وكذلك إخراج ماله -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۴ / ۵۱ : جبکہ بیوی میں دینی اخلاقی معاشرتی کسی قسم کی خرابی نہیں اور وہ اپنے شوہر کے والدین کو نہیں ستاتی بلکہ ان کی خدمت کرتی ہے اور ان کو خوش رکھتی ہے ادھر شوہر کو یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر بیوی کو طلاق دیدی بیوی کی حق تلفی ہوگی، تو ان مجموعی حالات کی پیش نظر طلاق نہیں دینی چاہئے طلاق نہ دینے سے زید گنہگار نہیں ہوگا۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۸/ ۴۱۶ : اگر حقیقت میں بیوی کا قصور نہ ہو اور والد اپنے بیٹے کو طلاق دینے پر مجبور کریں تو ان کی اطاعت ضروری نہیں ہے ایسی صورت میں طلاق دینا جائز نہ ہوگا، والد کو بھی اپنی بات پر اصرار نہ کرنا چاہئے اور لڑکے کو طلاق دینے پر مجبور نہ کرنا چاہئے، طلاق دینے سے بچوں کی پرورش تعلیم و تربیت پر بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔

বিয়ের পর মেয়েদের ওপর মা-বাবার হক

প্রশ্ন : মেয়েদের ওপর মা-বাবার হক বিয়ের পর বাকি থাকে কি? থাকলে বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : মেয়েদের ওপর পিতা-মাতার হক বিবাহের আগে ও পরে সমপর্যায়ের। তবে বিবাহের পর মেয়ে পিতা-মাতার হক আদায় করতে গিয়ে স্বামীর হক যাতে কোনোভাবে খর্ব না হয় সে দিকে পূর্ণ খেয়াল রাখতে হবে। (১০/২৯/২৯৮৪)

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ۸/ ۴۱۷ : اعلیٰ قدر مراتب دونوں کی اطاعت ضروری ہے، جو امور متعلق حق شوہری کے ہیں ان میں شوہر کی اطاعت ضروری ہے اور

Scanned by CamScanner

جو امور متعلق والدین کی خدمت وراحت کے ہیں ان میں والدین کی اطاعت لازم ہے، یہ نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسرے کے حقوق ادانہ کرے کیونکہ خدا تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت درست نہیں۔

অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা

প্রশ্ন : যে ছেলে পিতাকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপমান, হয়রানি, মিথ্যা অপবাদ, সমাজে মান-সম্মানহানি করেছে–এমন অবাধ্য সন্তানকে শরীয়তে ত্যাজ্য করা যাবে কি না বা দেশের প্রচলিত আইনের আশ্রয় নেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : মাতা-পিতাকে অকারণে কষ্ট দেওয়া মহা অপরাধ। আল্লাহ তা'আলা এর শাস্তি আখিরাতে দেবেন। দুনিয়াতেও সন্তান এর মন্দ পরিণাম ভোগ করবে। এর প্রতিরোধ পিতা সামাজিকভাবে করতে পারেন। তবে ত্যাজ্য করা ইসলামে গ্রহণযোগ্য নয়। এ ধরনের অবাধ্য সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে হলে তার পদ্ধতি হলো, অন্য ওয়ারিশদের সম্পত্তি দান করে যাওয়া। (৮/৪৮২/২২৩৩)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۴۰۲ : جو لڑکا والدین کا نافرمان ہو، انہیں ایذا پہنچائے وہ تو خود ہی عاق ہے یعنی نافرمان، رہا یہ کہ عاق کردینا یعنی اس کو میراث سے محروم کردینا تو یہ کوئی شرعی بات نہیں ہے اور نہ شرعا اس کی اجازت ہے اگرچہ عوام میں یہ بات مشہور ہے مگر بے اصل ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۳۹ : الجواب- لڑکے کی سعادت اس میں ہے کہ والدین کی اطاعت کرے اور اپنی خواہش پر ان کی خواہش کو غالب رکھے، لیکن اگر اس کے قلب میں ہندہ کی محبت اتنی گھر کر گئی ہے کہ وہ مجبور اور مغلوب ہو گیا، تو پھر والدین کو بھی اس کی رعایت چاہئے، اب جبکہ شادی کو اتنی مدت گذر گئی اور اثر بھی مرتب ہو گیا تو اس کی جدائی پر مجبور نہ کیا جاوے کہ اس میں بہت سے مفاسد ہیں، شریعت میں عاق کرنا لغو ہے اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا، اگر والد باضابطہ تحریر لکھ دیں کہ میرے انتقال کے بعد میرے ترکہ میں سے میرے فلاں بیٹے کو میراث نہ دی جائے تو شرعا یہ تحریر بالکل بیکار اور ناقابل عمل ہو گی، اور والد کے انتقال کے بعد وہ لڑکا بھی شرعا وراثت کا حقدار ہو گا، نافرمانی کی وجہ سے اس کا حصہ ختم نہیں ہو گا، نہ کم ہو گا۔

Scanned by CamScanner

তালাকপ্রাপ্তা মায়ের খিদমত

প্রশ্ন : পিতা-মাতার খিদমত করা ও তাদের কথা মানা আবশ্যক। কিন্তু আমার পিতা আমার মাকে আমি দুধের শিশু অবস্থায় তালাক দিয়ে বিদায় করে দেয়। আমার পিতাই আমাকে লালন-পালন করেছে এবং আমাকে মাদরাসায় লেখাপড়া করিয়ে হাফেজ-আলেম বানিয়েছে। আমার জন্য ওই মাতার সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করা ও তার খিদমত করা জরুরি কি না? হলে আমার ওপর পিতার হক বেশি, না মাতার হক বেশি? যদি পিতা ওই মায়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ খিদমত করাকে অপছন্দ করে, তাহলে আমার করণীয় কী?

উত্তর : ছেলের প্রতি মাতা-পিতা উভয়ের হক থাকলেও ক্ষেত্রবিশেষে মাতার হক বেশি। মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার এবং তাদের প্রয়োজনীয় খিদমত করা আল্লাহ তা'আলার হুকুম। পিতার সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহ তা'আলার হুকুমকে অমান্য করার অনুমতি নেই। পিতা অসন্তুষ্ট হলেও মায়ের প্রয়োজনীয় খিদমতও আঞ্জাম দেওয়া আপনার ঈমানী দায়িত্ব। তবে পিতাকে বুঝিয়ে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করবেন। অন্যথায় গোপনীয়তা রক্ষা করে মায়ের খিদমত করতে হবে। কোনো অবস্থায় মায়ের প্রয়োজনীয় খিদমত ছাড়ার অনুমতি নেই। (১১/৪৫০/৩৫৭৯)

📖 سنن الترمذی (دار الحديث) ٤/ ٨٧ (١٨٩٧) : عن بهز بن حكيم قال: حدثني أبي، عن جدي قال: قلت: يا رسول الله، من أبر؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «أمك» قال: قلت: ثم من؟ قال: «ثم أباك، ثم الأقرب فالأقرب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٧/ ٤٣١ : سوال-کلام ربانی اور احادیث کے مطابق باپ کا حق ودرجہ مرتبہ زائد ہے یاماں کا؟

الجواب- احترام کے لحاظ سے باپ کا رتبہ زیادہ ہے اور خدمت کے لحاظ سے ماں کا حق زیادہ ہے-

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٢/ ٤٤٨ : شریعت نے اولاد کیلئے والدین کو حسن سلوک اور تعاون میں برابر کے شریک قرار دیئے ہیں جبکہ بعض احادیث کے روشنی میں والدہ زیادہ حسن سلوک کی مستحق ہے، لہذا والد کے کہنے سے بیٹے کیلئے والدہ سے حسن سلوک سے پیش نہ آنا نامناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں کسی ایک کی تخصیص نہیں فرمائی ہے، لہذا دونوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا اور فرمانبرداری کرنا ضروری ہے-

Scanned by CamScanner

পিতা-মাতা, স্ত্রী-সন্তান এদের মধ্যে সর্বাধিক হক কার

প্রশ্ন : স্ত্রী-সন্তান, পিতা-মাতা থাকলে তাদের মধ্যে কার হক অগ্রগণ্য? সকলের হক পরিপূর্ণ আদায় করার সামর্থ্য না থাকলে ধারাবাহিকভাবে কার হক কিভাবে আদায় করব?

উত্তর : স্ত্রী ও সন্তানের ভরণপোষণের দায়িত্ব শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। পিতা-মাতা সামর্থ্যহীন হলে তখন তাদের ভরণপোষণ সন্তানের দায়িত্ব। সবার হক একত্রে আদায়ে সম্পূর্ণ অপারগ হলে প্রথমে স্ত্রী, দ্বিতীয় নম্বরে নাবালক সন্তান, তৃতীয় নম্বরে মাতা-পিতা অগ্রাধিকারযোগ্য বলে কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। (১১/৮৫৪/৩৭৩২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٦١٢ : (فروع) لو لم يقدر إلا على نفقة أحد والديه فالأم أحق، ولو له أب وطفل فالطفل أحق به، وقيل يقسمها فيهما-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ٢٢٣ : ولا يجبر الابن على نفقة ابويه المعسرين اذا كان معسرا.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣ / ٦١٢ : وإنما ذكروا عدم الوجوب للزوجة، نعم صرحوا بأن الأب إذا كان مريضا أو به زمانة يحتاج إلى الخدمة فعلى ابنه خادمه.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٥/ ٢٣ : والدین اگر خود غنی ہوں تو اولاد کو ان کے اخراجات برداشت کرنے پر مجبور نہیں کیا جاسکتا، چاہے اولاد خوشحال ہی کیوں نہ ہو، لیکن جب والدین کا متبادل بندوبست نہ ہو توان کے اخراجات کے ذمہ داری بالغ اولاد پر عائد ہوتی ہے، تاہم اگر اولاد خود تنگدست ہو تو اسے اس کیلئے مجبور کرنا بھی مناسب نہیں۔

একজন ব্যক্তির আয়-রোজগারে কার কার হক আছে

প্রশ্ন : আমি চাকরি করি। ঢাকায় থাকি। আমার মাসিক আয় ৩৫ হাজার টাকা। মাসিক ব্যয় ২৫ হাজার টাকা। আমার বাবা নেই। মা জীবিত আছেন। তিনি ছোট ছেলের সাথে গ্রামের বাড়িতে থাকেন। আমার মা ও ভাই-বোন আর্থিকভাবে মোটামুটি সচ্ছল। আমার এই আর্থিক আয়-রোজগারের ওপর আমার মা, ভাই-বোনসহ অন্য নিকটাত্মীয়দের কোনো হক রয়েছে কি না? এবং থাকলে তার পরিমাণ কতটুকু?

Scanned by CamScanner

উত্তর : পিতা-মাতা আর্থিকভাবে অসচ্ছল হলে তাদের ভরণপোষণের ব্যয়ভার গ্রহণ করা সন্তানের নৈতিক ও ধর্মীয় দায়িত্ব, যা পালন করা আবশ্যক। অন্যথায় সন্তান গোনাহগার হবে। অনুরূপভাবে ভাই-বোন তথা রক্তের বন্ধন সম্পর্কীয় মাহরাম যাদের সাথে বিবাহ হারাম–এমন আত্মীয়দের কেউ যদি দরিদ্র এবং উপার্জনে অক্ষম হয় তবে তাকে সামর্থ্য অনুযায়ী আর্থিক সাহায্য-সহযোগিতা করাও জরুরি। তবে তারা আর্থিকভাবে সচ্ছল হলে তাদের সাহায্য করা জরুরি নয়, কিন্তু তা বড়ই পুণ্যের কাজ। অতএব প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনার মা, ভাই-বোন ও রক্ত সম্পর্কীয় মাহরাম আত্মীয়স্বজনরা যদি অর্থনৈতিকভাবে পরিপূর্ণ সচ্ছল হয় এবং আপনার সাহায্যের প্রয়োজন না হয়–এমতাবস্থায় আপনার আয়-রোজগারে তাদের অনিবার্য হক না থাকলেও যথাসম্ভব মায়ের জন্য প্রতি মাসে কিছু টাকা পাঠানো উচিত। (১৭/২২৬/৭০১৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٦٢١- ٦٢٣ : (و) تجب (على موسر) ولو صغيرا (يسار الفطرة) على الأرجح ورجح الزيلعي والكمال إنفاق فاضل كسبه. وفي الخلاصة: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته. وفي المبتغى: للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه-

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٦٢٣ : (قوله الفقراء) قيد به؛ لأنه لا تجب نفقة الموسر إلا الزوجة (قوله ولو قادرين على الكسب) جزم به في الهداية، فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر، قيل وهو ظاهر الرواية فتح، ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد، وقال وهذا جواب الرواية. اهـ والجد كالأب بدائع، فلو كان كل من الابن والأب كسوبا يجب أن يكتسب الابن وينفق على الأب بحر عن الفتح: أي ينفق عليه من فاضل كسبه على قول محمد كما مر (قوله والقول إلخ) أي لو ادعى الولد غنى الأب

Scanned by CamScanner

باب الهدية

পরিচ্ছেদ : হাদিয়া

বাচ্চার জন্য দেওয়া হাদিয়ায় মা-বাবার তসরুফ

প্রশ্ন : হাবীবের একটি ছেলে হওয়ার পর আত্মীয়স্বজনদের পক্ষ থেকে অনেক জোড়া কাপড় এসেছে। তার মা-বাবা এখান থেকে কিছু দান অথবা ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : ছেলেমেয়ের জন্য কাপড়চোপড় ইত্যাদি যা উপহার হিসেবে আসে তা তাদেরই মালিকানায় থাকবে। সুতরাং পিতা-মাতার জন্য তা ব্যবহার বা কাউকে দান করা বৈধ নয়। যদি নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে বিক্রি করে তার মূল্য বাবদ পাওয়া টাকা হেফাজত করবে অথবা ছেলেমেয়ের প্রয়োজনে তাদের জন্য ব্যয় করবে। (৪/২০২)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣/ ١٤٨ : إذا وهب للصغير هبة فعوض الأب أو الوصى للواهب من مال الصغير لا يجوز لأنه تبرع -

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ٩٣ : (سئل) فيما إذا اتخذ زيد لخادمه عمرو كسوة وسلمها له ولبسها على سبيل التمليك ثم خرج الخادم من عنده ويريد زيد الآن أخذ الكسوة منه فهل ليس له ذلك والكسوة المزبورة صارت ملكا للخادم؟

(الجواب) : نعم اتخذ لولده الصغير ثيابا ثم أراد أن يدفع إلى ولد له آخر لم يكن له ذلك؛ لأنه لما اتخذه ثوبا لولده الأول صار ملكا للأول بحكم العرف فلا يملك الدفع إلى غيره إلا إذا بين للأول عند اتخاذه أنها عارية؛ لأن الدفع إلى الأول يحتمل الإعارة وإذا بين ذلك صح بيانه وكذا إذا اتخذ ثيابا لتلميذه فأبق التلميذ بعدما دفع فأراد أن يدفع إلى غيره فهو على هذا إن بين وقت الاتخاذ أنها إعارة يمكنه الدفع إلى غيره خانية من فصل هبة الوالد لولده والهبة للصغير-

(أقول) والتقييد بقوله فأبق التلميذ بعدما دفع يفيد الفرق بينه وبين الولد الصغير من حيث إن التلميذ لا يملكها إلا بعد الدفع إليه بخلاف الولد فإنه بمجرد اتخاذ الأب صارت ملكه؛ لأنه هو

Scanned by CamScanner

الذي يقبض له ولذا قيد الولد بالصغير أما الكبير فلا بد من التسليم أيضا كما صرح به في جامع الفتاوى ثم إن قوله إن بين وقت الاتخاذ إلخ يفيد أنه لو سلمها لتلميذه ولم يبين أنها إعارة ليس له دفعها إلى غيره ولعل وجهه أنه جعلها في مقابلة خدمته له فلا تكون هبة خالصة فلا يمكنه الرجوع فيها وإلا فما المانع منه تأمل قال المؤلف كتبت على صورة دعوى ما صورته حيث بين إقراره أنه بجهة التمليك فدعوى التمليك لا تسمع لما قاله الخير الرملي - رحمه الله تعالى - ناقلا عن جامع الفصولين في خلل المحاضر والسجلات برمز التتمة عرض علي محضر كتب فيه ملكه تمليكا صحيحا ولم يبين أنه ملكه بعوض أو بلا عوض قال أجبت أنه لا تصح الدعوى ثم رمز لشروط الحاكم اكتفى به في مثل هذا بقوله وهب له هبة صحيحة وقبضها ولكن ما أفاد في التتمة أجود وأقرب إلى الاحتياط. اهـ

বাচ্চার জন্য দেওয়া হাদিয়ায় হস্তক্ষেপ

প্রশ্ন : ক) আকীকার অনুষ্ঠানে সন্তানের নানার বাড়ি থেকে স্বেচ্ছায় আনীত জিনিসকে সন্তানের পিতার সম্পদের সাথে মিলিয়ে উভয় মালের সমষ্টি থেকে আকীকার অনুষ্ঠান করা জায়েয হবে কি না? প্রকাশ থাকে যে আনীত জিনিসগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, ছাগল ও চাল। এর সাথে অন্য সামগ্রী। জানার বিষয় হলো, এ রকম অনুষ্ঠান জায়েয আছে কি না?

খ) আকীকার অনুষ্ঠানে যে সকল উপহার দেওয়া হয় ছেলের পিতার জন্য এই সম্পদগুলো নিজের মালিকানায় খরচ করা বৈধ হবে কি না? আর যদি বৈধ না হয় তাহলে উক্ত টাকা নাবালেগ ছেলের কাপড় ও ওষুধের জন্য ব্যয় করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সপ্তম দিনে তার আকীকা করা মুস্তাহাব। এ কাজটি বাবা, দাদা, নানা যে কেউ করতে পারেন। প্রত্যেকে পৃথক পৃথকভাবেও করতে পারেন, সম্মিলিতভাবেও করতে পারেন। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা মতে নানা ও বাবা সম্মিলিতভাবে আকীকা করা জায়েয হবে। আকীকার অনুষ্ঠানে আনীত উপহার সন্তানের ব্যবহার উপযোগী বস্তু হলে তা সন্তানের বলে বিবেচিত হবে। টাকা-পয়সা বা অন্য সামগ্রী, অর্থাৎ সন্তানের জন্য উপযোগী নয়–এমন বস্তু হলে তখন পূর্বে থেকেই ফয়সালা করতে হবে, দাতা বাবার আত্মীয়স্বজন হলে এ বস্তু তাঁর বলে বিবেচিত হবে, আর মায়ের আত্মীয়স্বজন হলে ওই উপহারসামগ্রী মাতার বলে বিবেচিত হবে। সন্তানের নিজস্ব

Scanned by CamScanner

সম্পদ থাকাবস্থায় পিতা ধনী হওয়া সত্ত্বেও সন্তানের সম্পদ থেকে তার খরচ সমাধা করতে পারবে। (৯/৯৪৬/২৯৪১)

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٥١٠ (١٥٢٢) : عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه».

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤ /٤٠٠ : رجل وهب للصغير شيئا من المأكول يباح للوالدين أن يأكلا منه، كذا روى عن محمد رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين... ... ويقول عند الهدية هذا للصبى أو لم يقل.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٩٦ : ويباح لوالديه أن يأكلا من مأكول وهب له، وقيل لا، انتهى، فأفاد أن غير المأكول لا يباح لهما إلا لحاجة وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم، قال هذا لصبي أو لا، ولو قال: أهديت للأب أو للأم فالقول له، وكذا زفاف البنت خلاصة وفيها: اتخذ لولده أو لتلميذه ثيابا ثم أراد دفعها لغيره ليس له ذلك ما لم يبين وقت الاتخاذ أنها عارية، وفي المبتغى: ثياب البدن يملكها بلبسها بخلاف نحو ملحفة ووسادة.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۴ /۲۲۸ : تحفہ میں ملی ہوئی بکری کا عقیقہ جائز ہے۔

আকীকা ও খতনা অনুষ্ঠানে আসা হাদিয়া খরচ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় সন্তান হলে সাত দিন পর আকীকা অনুষ্ঠান হয় এবং ছেলেকে খতনা করার সাত দিন পর একটি অনুষ্ঠান হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে তার আত্মীয়স্বজন একত্রিত হয়। আর কেউ কেউ সন্তানদের কোলে নিয়ে স্বর্ণ-রুপা দেয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, বন্ধুর ছোট সন্তানকে আদর করে অনেক টাকা দেয়। জানার বিষয় হলো, পিতা উক্ত হাদিয়াগুলো পরিবারে খরচ করতে পারবে কি না?

উত্তর : আকীকার অনুষ্ঠানে আনীত উপহার সন্তানের ব্যবহার উপযোগী বস্তু হলে তা সন্তানের বলে বিবেচিত হবে। পিতা-মাতার জন্য বাচ্চাদের প্রয়োজন ছাড়া নিজেদের

Scanned by CamScanner

জরুরতে তা খরচ করা বৈধ হবে না। তবে নগদ টাকা-পয়সা সাধারণত অনুষ্ঠানের খরচের কারণে পিতা-মাতাকে সহযোগিতার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয় বিধায় স্থান-কাল, পাত্র-বিশেষে পিতা-মাতা ওই টাকার মালিক হবে, যদি দাতাগণ বাচ্চার জন্য দেওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ না করে থাকেন। (১৯/৬৩০/৮৩৪৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وضعوا هدايا الختان بين يدي الصبي فما يصلح له كثياب الصبيان فالهدية له، وإلا فإن المهدي من أقرباء الأب أو معارفه فللأب أو من معارف الأم فللأم، قال هذا لصبي أو لا، ولو قال: أهديت للأب أو للأم فالقول له.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٨٨ : أما لو اتخذ الأب وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين يدي الولد فإن كانت الهبة تصلح للصبي مثل ثياب الصبيان أو شيء يستعمله الصبيان فالهدية للصبي وإن كانت غير تلك كالدراهم والدنانير والحيوان ومتاع البيت ينظر إلى المهدي إن كان من أقرباء الأب أو معارفه فهو للأب وإن كان من أقرباء الأم أو معارفها فهو للأم وسواء كان المهدي يقول عند الهدية هذا للصبي أو لم يقل.

📖 بہشتی زیور ٥/ ٣٩٧ : ختنہ وغیرہ کسی تقریب میں چھوٹے بچوں کو جو کچھ دیا جاتا ہے اس سے خاص اس بچہ کو دینا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ ماں باپ کو دینا مقصود ہوتا ہے اس لئے وہ سب نیوتہ بچہ کی ملک نہیں بلکہ ماں باپ اسکے مالک ہیں جو چاہیں سو کریں، البتہ اگر کوئی شخص خاص بچہ ہی کو کوئی چیز دیوے تو پھر وہی بچہ اسکا مالک ہے اگر بچہ سمجھدار ہے تو خود اسی کا قبضہ کر لینا کافی ہے جب قبضہ کر لیا تو مالک ہو گیا اگر بچہ قبضہ نہ کرے یا قبضہ کرنے کے لائق نہ ہو تو اگر باپ ہو تو اس کے قبضہ کر لینے سے اور اگر باپ نہ ہو تو دادا قبضہ کر لینے سے بچہ مالک ہو جائے گا۔

ছোট বাচ্চাদেরকে দেওয়া টাকার হুকুম

প্রশ্ন : একটি শিশুর বয়স এক বছর। শিশুকে আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশীরা মাঝে মাঝে দেখতে আসে। তখন শিশুর হাতে বা কখনো শিশুকে দেওয়ার নামে শিশুর মা বা নানির হাতে টাকা দেয়। শিশুটি নানি বাড়িতেই থাকে। এরূপ শিশুর নামে টাকা জমতে জমতে ২০ হাজার টাকা হয়ে গেছে। টাকাগুলো শিশুর নানির কাছেই জমা ছিল। তিনি সাংসারিক বিভিন্ন কাজে খরচ করে ফেলেছেন। এখন এই টাকা সম্পর্কে শিশুর মা জানতে চায় যে এ টাকাগুলো কী করতে হবে? নানি খরচ করে ফেললেও এই টাকা

Scanned by CamScanner

যখন-তখন দিতে বা বাচ্চার জন্য খরচ করতে তৈরি আছে। টাকাগুলোর মালিক শিশু, নাকি শিশুর বাবা? কখন, কিভাবে এবং কার ওপর টাকাগুলোর খরচ করতে হবে?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ২০ হাজার টাকার মালিক শিশু। শিশুর অভিভাবক এ ধরনের টাকার মালিক হয় না। শিশুর অভিভাবক একমাত্র তার প্রয়োজনেই যেমন–খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদিতে উক্ত টাকা খরচ করতে পারবে। (৫/২৩৭/৮৮১)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ /۴۸۰ : الجواب- فی الدر المختار ولطفل الفقیر الحر لأن نفقة المملوک علی ملکه والغنی فی ماله الحاضر (۵/۳۳۶) اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو نابالغ مالک کسی مال کا ہو اول نفقہ اسی مال میں ہوگا مال کے ہوتے ہوئے باپ پر واجب نہ ہوگا، پس صورت مذکورہ میں یہ عطیات اس نابالغ کے ضروری نفقات میں صرف کر دیئے جائیں۔

বেনামাযী ও সুদি ব্যাংক আমানতকারীর হাদিয়া

প্রশ্ন : অনেক আত্মীয়স্বজন আমাকে বিভিন্ন সময়ে টাকা হাদিয়া দেয়। প্রশ্ন হলো, বেনামাযী এবং সুদি ব্যাংকে টাকা রাখে–এমন আত্মীয়ের হাদিয়া নেওয়া ঠিক হবে কি না?

উত্তর : আত্মীয়স্বজন তাদের হালাল ও বৈধ উপার্জন থেকে আপনাকে হাদিয়া দিয়ে থাকলে তা গ্রহণ করা বৈধ হবে, অন্যথায় বৈধ হবে না । (১৭/২৫/৬৯১৫)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/ ٣٤٨ : وفى الفتاوى: رجل أهدى إلى إنسان أو أضافه إن كان غالب مال المهدى حراما لا ينبغى أن يقبل ولا ياكل من طعامه حتى يخبره أن ذلك المال حلال ورثه أو استقرضه، ولو كان غالب ماله حلالا لا بأس به مالم يبين أنه حرام.

কোম্পানির হাদিয়া ডাক্তারদের গ্রহণ করা

প্রশ্ন : ডাক্তারদের ওষুধ কোম্পানির পক্ষ থেকে উপঢৌকন হিসেবে যে ওষুধ বা খাতা-কলম বা টাকা-পয়সা দেওয়া হয় তা ডাক্তারদের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রোগীর সঠিক অবস্থা বিবেচনায় এনে যে ওষুধ রোগীর জন্য ফলপ্রসূ তা প্রেসক্রিপশনে লেখা ডাক্তারের নৈতিক দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আদায়ে কোনো রকম ত্রুটি না হওয়ার শর্তে ডাক্তারের জন্য ওষুধ কোম্পানির স্বেচ্ছায় প্রদত্ত প্রশ্নে বর্ণিত উপঢৌকন গ্রহণ করা অবৈধ বলা যাবে না। (১৬/৩২০/৬৪৮৯)

📖 الفتاوى البزازية مع الهندية (زكريا) ٦/ ٣٦٢ : ولا بأس بقبول هدية المستقرض؛ لأنها غير مشروطة فى القرض، فمن جرت عادته بالمهاداة قبل القرض فالأفضل القبول؛ لأن قبولها من حقوق المسلم على المسلم، وكذا إذا كان المهدى معروفا بالجود والسخاوة أو كانت بينهما مودة.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ٥٢٧ : الجواب—اگر مباح میں سعی کی اور کچھ لیا بشرطیکہ کسی وجہ سے سعی کے ذمہ پر واجب نہ ہوئے تو درست ہے اور رشوت نہیں، سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعده وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه، ومشايخنا على أنه لا بأس به-

ডাক্তারকে হাদিয়া/উপহার দেওয়া

প্রশ্ন : ডাক্তারদের হাদিয়া বা উপহার দেওয়া যাবে কি না?

উত্তর : ডাক্তারকে তার পরিশ্রমের বিনিময়ে ফির নামে হোক বা মজুরি নামে হোক বা হাদিয়া বা উপহার নামে হোক–সবই তার পারিশ্রমিক বলা হবে। নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে ওই পারিশ্রমিক নিতে হয়। আর ডাক্তার হতে কোনো অবৈধ কাজ উদ্ধার করার জন্য টাকা-পয়সা বা কোনো জিনিস হাদিয়া নামে হোক বা যেকোনো নামে হোক ঘুষ বলা হবে। (২/১৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٦ /٢٦٢ : وذكر الأقطع أن الفرق بين الهدية والرشوة أن الرشوة ما يعطيه بشرط أن يعينه والهدية لا شرط معها اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : وفي الأقضية قسم الهدية وجعل هذا من أقسامها فقال: حلال من الجانبين كالإهداء للتودد وحرام منهما كالإهداء ليعينه على الظلم وحرام على الآخذ فقط، وهو أن يهدى ليكف عنه الظلم والحيلة أن يستأجره إلخ قال: أي في الأقضية هذا إذا كان فيه شرط أما إذا كان بلا شرط لكن يعلم

Scanned by CamScanner

يقينا أنه إنما يهدي ليعينه عند السلطان فمشايخنا على أنه لا بأس به، ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع، الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهما في الفتح ملخصا. ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس-

📖 فيه أيضا ٥/ ٣٧٣ : وكذا قوله وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي اهـ

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٨١٠ : یہ حکیم کی اجرت جانے اور تشخیص مرض اور تجویز نسخے کی ہے اس میں کسی قسم کی کراہت نہیں ہے، بلاشبہ جائز ہے بشر طیکہ حکیم حکیم ہو یعنی کسی حاذق طبیب نے اس کو علاج کرنے کی اجازت دی ہو ورنہ معالجہ کرنا جائز نہیں۔

সার্ভিসিং বিল থেকে ড্রাইভারকে কিছু দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি গাড়ি সার্ভিসিং কোম্পানির মালিক। বিভিন্ন ড্রাইভার আমার কাছে এসে গাড়ি ঠিক করে। উল্লেখ্য, আমি বাজার রেটে সার্ভিসিং করি এবং মালিকের কাছ থেকে যত টাকা নিই, তত টাকারই ভাউচার করি। এখন জানার বিষয় হলো, গাড়ি সার্ভিসিং করার পর আমার লভ্যাংশ থেকে ড্রাইভারকে যদি আমি খুশি হয়ে কিছু বখশিশ দিই, তা জায়েয হবে কি না? আর যদি ড্রাইভার আমার কাছ থেকে তা চেয়ে নেয়, তবে তার হুকুম কী?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত অবস্থায় আপনি খুশি হয়ে ড্রাইভারকে বখশিশ দিতে পারবেন। তবে ড্রাইভারের জন্য দাবি করে চেয়ে নেওয়ার যেমন অধিকার নেই, চাইলে আপনি প্রদান করতেও বাধ্য নন। হ্যাঁ, স্বেচ্ছায় দিলে অবৈধ হবে না। (১৬/৮৫৮/৬৮৫৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : ولو قضى حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلك فهو حلال لا بأس به وما نقل عن ابن مسعود من كراهته فورع

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣٦٨ : أب الصبي إذا أهدى إلى معلم الصبي أو إلى مؤدبه في العيد إن لم يسأل ولم يلح عليه لا بأس به؛ لأنه بر وبر المعلم مستحب.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٢/ ٦١٨ : سوال- عمر نے ایک مکان تعمیر کیا اس کے لئے اس کو لوہے کی ضرورت پیش آئی اور وہ ایک تجربہ کار شخص کو ساتھ لے کر لوہا خریدنے گیا وہاں ۵۰۰۰/ روپے کا لوہا خریدا بعد کو اس سے معلوم ہوا کہ دوکاندار نے اس تجربہ کار شخص کو ۵۰/ روپیئے دیئے، کیونکہ وہ اس کی دوکان پر گاہک کو لے گیا... ... تو یہ کمیشن لینا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ روپیہ اس شخص کیلئے درست ہے اس کی کوشش اور محنت کا عوض ہے۔

অমুসলিমের সাথে উপহারের আদান-প্রদান

প্রশ্ন : কোনো পরিচিত অমুসলিমের দেওয়া উপহার গ্রহণ করা বা তাকে কোনো উপহার দেওয়া, তাকে খানা খাওয়ানো অথবা তার দেওয়া কোনো খানা খাওয়া জায়েয কি না? উত্তম কোনটি? উল্লেখ্য, আলোচ্য অমুসলমান হিন্দু, খ্রিস্টান, ইহুদি, বৌদ্ধ বা চাকমা যে কেউ হতে পারে।

উত্তর : বিধর্মীদের সাথে আন্তরিক বন্ধুত্ব নিষিদ্ধ। ইসলাম ও দ্বীনের স্বার্থে সম্পর্ক রাখা যেতে পারে। দ্বীন ও ইসলামের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকলে বিধর্মীদের সাথে বৈধ খাওয়া-দাওয়া এবং হাদিয়ার আদান-প্রদানে আপত্তি নেই। (৮/৭০১/২৩১৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٥٤ : (والإعطاء باسم النيروز والمهرجان لا يجوز) أي الهدايا باسم هذين اليومين حرام (وإن قصد تعظيمه) كما يعظمه المشركون (يكفر) قال أبو حفص الكبير: لو أن رجلا عبد الله خمسين سنة ثم أهدى لمشرك يوم النيروز بيضة يريد تعظيم اليوم فقد كفر وحبط عمله اهـ ولو أهدى لمسلم ولم يرد تعظيم اليوم بل جرى على عادة الناس لا يكفر وينبغي أن يفعله قبله أو بعده نفيا للشبهة ولو شرى فيه ما لم يشتره قبل.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٧ : ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل ... أهل الشرك أنه هل يحل أم لا

Scanned by CamScanner

وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط.وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط.وفي التفاريق لا بأس بأن يضيف كافرا لقرابة أو لحاجة كذا في التمرتاشي.

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۸/ ۱۲۳ : سوال-کافر کی دعوت قبول کرنا جائز یا نہیں؟
الجواب- جو کافر زندیق نہ ہو یعنی خود کو مسلمان نہ کہتا ہو اس کے گھر کا کھانا جائز ہے بشرطیکہ اس کی آمدن اسلام یا اس کے اپنے مذہب کی رو سے حلال ہو ورنہ نہیں، البتہ اس کا ذبیحہ بہر حال حرام اور مردار ہے۔

টাকা স্ত্রীর হস্তগত হওয়ার আগেই তালাক দিলে টাকার মালিক স্বামী থাকবে

প্রশ্ন : পাঁচ ভাই একই পরিবারে বসবাস করে। তাদের খাওয়াদাওয়া সব কিছুই একসাথে। সকলে মিলে বড় ভাইকে বিদেশে পাঠিয়েছে। বড় ভাই তার চাচার কাছে তার স্ত্রীর জন্য ২০০০ টাকা পাঠিয়েছে। চাচা ওই টাকা খরচ করে ফেলেছে। অতঃপর ভাতিজার স্ত্রীকে বলেছে, তোমার জন্য ২০০০ টাকা পাঠিয়েছিল। আমি খরচ করে ফেলেছি, তোমাকে পরে দিয়ে দেব। কিছুদিন পর চাচা মারা যায়। চাচা মারা যাওয়ার কিছুদিন পর ভাতিজা তার স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দেয়। এখন চাচার ছেলেরা ওই টাকা পরিশোধ করতে চায়। তবে টাকাটা কাকে দেবে? চাচাতো ভাইকে দেবে, নাকি তার স্ত্রীকে দেবে? যদি চাচাতো ভাই পায় তাহলে কি সে একা পাবে? না অন্য ভাইয়েরাও শরীক থাকবে? যেহেতু তারা টাকা দেওয়ার সময় একান্নভুক্ত পরিবার ছিল। বর্তমানে প্রত্যেকে পৃথক হয়ে গেছে। মোটকথা, চাচার ছেলেরা এ টাকা কাকে দিলে তাদের জিম্মাদারি থেকে মুক্তি পাবে?

উত্তর : স্বামীর পাঠানো টাকা স্ত্রীর হস্তগত না হওয়া পর্যন্ত ওই টাকায় স্ত্রীর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় চাচার ওয়ারিশগণ উক্ত টাকা চাচাতো ভাইয়ের নিকট আদায় করলেই দায়মুক্ত হয়ে যাবে। অতঃপর একান্নভুক্ত পরিবারের প্রচলিত প্রথা ও চুক্তি অনুসারে ন্যায্য খাতে ওই টাকা ব্যয় করা যাবে। (৪/২২২/৬৬৮)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٠٧ : ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي، فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية وإن اختلفوا في العمل والرأي كثرة وصوابا كما أفتى به في الخيرية.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٥/ ١٩ : ما نوع شرط القبض؟ اختلف الفقهاء، فقال الحنفية والشافعية: القبض شرط للزوم الهبة، حتى إنه لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص۵۲۹ : سوال-زید شہر آگرہ میں مقیم ہے اور ہزار روپیہ مثلا یا کم وبیش شہر دہلی میں ایک شخص کے پاس امانۃً جمع کردیا ہے زید یہ چاہتا ہے کہ اپنے اس روپیہ کا مالک اپنی زوجہ کو بنادیوے، اندریں صورت شرعا کوئی طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ بغیر اس روپیہ کی موجودگی کے فقط زبان کے اقرار سے یا کاغذ تحریر کرنے سے وہ روپیہ مذکور زید کے ملک سے خارج ہو کر اس کی زوجہ کی ملکیت میں داخل ہو جائے یا اس روپیہ کو زید حاضر کرکے زوجہ کو دست بدست دیوے تب ہی زوجہ اس روپیہ کی مالک بنے اس روپیہ کے حاضر کرنے کی ضرورت ہے یا فقط زبانی اقرار بطور ایجاب وقبول کافی ہے؟

جواب-ملک زوجہ کی خاص اس روپیہ میں بغیر قبضہ کے نہیں ہو سکتی۔

Scanned by CamScanner

باب الأسماء والألقاب

পরিচ্ছেদ : নাম ও উপাধী

শাদ্দাদ হুসাইন নাম রাখা

প্রশ্ন : 'শাদ্দাদ হোসাইন' নামটির অর্থ কি? এধরণের নাম রাখা যাবে কিনা?

উত্তর : 'শাদ্দাদ'-এর আভিধানিক অর্থ :

১. অতিমাত্রায় সাহায্যকারী
২. অতি শক্তিশালী
৩.শক্তি প্রেরণকারী
৪. শত্রুর উপর আক্রমণকারী

আর 'হুসাইন'-এর আভিধানিক সুন্দর কমনীয় প্রভৃতি। এধরণের নাম রাখতে কোনো অসুবিধা নেই। উপরন্তু শাদ্দাদ এবং হুসাইন উভয়টি সাহাবীর নাম। (৩/২৪২/৫৫৬)

📖 صحيح البخاري (٦٣٠٦) : عن بشير بن كعب العدوي، قال: حدثني شداد بن أوس رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: " سيد الاستغفار أن تقول ... ...، الحديث-

الإصابة في تمييز الصحابة (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٥٨ : شدّاد بن أوس بن ثابت الخزرجيّ، ... ... وقال البخاريّ: يقال شهد شدّاد بدرا، ولم يصح. وروى عن النّبي صلّى الله عليه وسلم -

খোদাবখশ, রাব্বী, এলাহী ইত্যাদি নাম রাখা

প্রশ্ন : ইমরান, ঈসমাঈল, ঈসা, মুসা এবং খোদাবখশ, এলাহী, রাব্বী, রাব্বানী, মাহীনুর রহমান নামগুলো রাখা যাবে কিনা? এবং এগুলোর অর্থ জানালে বাধিত হব। বিশেষ করে ইমরান শব্দের সঠিক অর্থ জানালে বাধিত হব।

উত্তর : আল্লাহ তাআলার নামের সাথে আবদ মিলিয়ে নাম রাখা অথবা নবীদের সাথে মিলিয়ে নাম রাখা উত্তম। অতএব ইমরান, ইসমাঈল, ঈসা, মূসা নাম রাখা ও রাব্বানী, খোদাবখশ, নাম রাখা ভালো। তবে এলাহী, রাব্বী নাম রাখা বর্জনীয় এবং মাহীনুর রহমান নামের অর্থও ভাল না। আরবী مهين শব্দের অর্থ হীন, নীচ, নিকৃষ্ট, তুচ্ছ, ঘৃণ্য। ইমরান হযরত মূসা আঃ-এর পিতার নাম এবং মরিয়ম আঃ-এর পিতার নামও। (১৫/৩০/৫১৩৯)

Scanned by CamScanner

📖 سورة التحريم الآية ١٢ : ﴿وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ﴾

📖 صحيح مسلم (١٦٥) : عن أبي العالية، حدثنا ابن عم نبيكم صلى الله عليه وسلم ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مررت ليلة أسري بي على موسى بن عمران عليه السلام، رجل آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى ابن مريم مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض، سبط الرأس».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٤١٧ : (قوله أحب الأسماء إلخ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا. قال المناوي وعبد الله: أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن، وأفضلها بعدهما محمد، ثم أحمد ثم إبراهيم اهـ وقال أيضا في موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك، وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية، لأنهم كانوا يسمون عبد شمس وعبد الدار، فلا ينافي أن اسم محمد وأحمد أحب إلى الله تعالى من جميع الأسماء، فإنه لم يختر لنبيه إلا ما هو أحب إليه هذا هو الصواب ولا يجوز حمله على الإطلاق اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ /٣٨٥ : الجواب—حامدا ومصليا، ربانی نام رکھنا درست ہے اس کا ترجمہ اللہ والا، لیکن پیغمبروں کے نام کے موافق نام رکھنا یا پھر ایسا نام رکھنا جس میں عبد آئے اور اللہ کے کسی نام کی طرف مضاف ہو بہتر وپسندیدہ ہے جیسے عبد الرحمن وغیرہ۔

রাব্বী নাম রাখা যাবে না

প্রশ্ন : আমার ছোট ভাইয়ের নাম রাব্বী, আমরা তাকে এ নামেই ডাকি। জানার বিষয় হল, শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু রাব্বী নাম রাখা বৈধ কিনা? বৈধ না হলে কেন? আমরা তার এ নাম রাখার কারণে আমাদের কোন গুনাহ হয়েছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : রব শব্দের অর্থ পালনকর্তা। সত্যিকার অর্থে পালনকর্তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলাই। মানুষের নাম রাব্বী রাখার মধ্যে যেহেতু আক্বীদা বিনষ্টের আশংকা রয়েছে, তাই রাব্বী নামসহ এ ধরণের নাম রাখা অবশ্যই বর্জনীয়। (১২/৩০২/৩৯৫০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٥/ ٨ (٢٢٤٩) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يقولن أحدكم: عبدي، فكلكم عبيد الله، ولكن ليقل: فتاي، ولا يقل العبد: ربي، ولكن ليقل: سيدي ".

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٥٢٠ : (ولا يقل العبد: ربي) أي: بالنداء أو الإخبار؛ لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره المضاهاة بالاسم لئلا يدخل في معنى الشرك إذ العبد والحر فيه بمنزلة واحدة.

নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি

প্রশ্ন : ক) নাম রাখার ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এবং কি ধরনের নাম রাখা উচিত?
খ) আমার মেয়েটির জন্য কয়েকটি সুন্দর, আনকমন ও সহজ উচ্চারণ করা যায় এমন কয়েকটি নাম নির্বাচন করে দিবেন যেন আমরা পছন্দনীয়টি গ্রহন করতে পারি। তবে তার প্রথম অক্ষর "ম" হওয়া চাই।

উত্তর : ক) দায়িত্বশীলদের কর্তব্য হল সন্তানের একটি ভাল নাম রাখা। আল্লাহর নামের সাথে আবদ যোগ করে অথবা নবী ও সাহাবী ও নেককারগণের এবং ভালো অর্থবোধক নাম রাখা।
খ) উক্ত মেয়েটির নাম মাইমুনা, মাহমুদা, মাসউদা, মুহসিনা, মুমিনা, মুনীরা এধরনের নাম নির্বাচন করা যায়। (১০/৫৯২/৩২১০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٧ (٤٩٤٨) : عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم».

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١٠٩ (٤٩٥٢) : عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة» .

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٥٤٤ (٢٨٣٩) : عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح»

📖 اسلام اور تربیت اولاد ۱/ ۹۴ (مولانا حبیب اللہ رحمہ اللہ) : نام رکھتے وقت والد یا گھر کے بڑے فرد یا مربی کو چاہئے کہ بچہ کیلئے ایسا نام منتخب کرے جو پر معنی اچھا اور پیارا سا ہو۔

ইসলাম গ্রহণ করার পর পূর্বের নাম পরিবর্তন করা

প্রশ্ন : কোন বিধর্মী যদি ইসলাম ধর্ম গ্রহন করে, তবে তাদের পূর্বের নাম পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে কিনা? যদি থাকে তবে দলীল সহ উত্তর দানে বাধিত করতে হুজুরের মর্জি কামনা করি।

উত্তর : যে নাম অনৈসলামিক তথা শিরকের আক্বীদা বিশ্বাসের সাথে সামঞ্জস্যশীল হয় তা পরিবর্তন করে ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যশীল নাম রাখা জরুরী। অনুরূপ যে নাম অহংকার ও গর্ববোধক হয় তা পরিবর্তন করার প্রমাণও বহু হাদিসে রয়েছে। তাই যে নবমুসলিমের নাম পরিবর্তন করার বিধানে পড়ে তা অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। (৩/১১৫/৪৯১)

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٩ (٤٩٥٢) : عن ابن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير اسم عاصية، وقال: «أنت جميلة».

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١١٣ (٤٩٦١) : عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك».

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٤/ ٥٤٤ (٢٨٣٩) : عن عائشة، «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير الاسم القبيح»

রহমান ভাই বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : অনেক লোকে (عبد الرحمن) -কে বাংলায় আব্দুর রহমান ডাকে, এতে কি গোনাহগার হবে বা আল্লাহর নাম মনে না করে শুধু রহমান ভাই ডাকলে তাতে কি শিরিক বা গোনাহ হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আব্দুর রহমানকে বাংলায় বললে অথবা রহমান ভাই বললে গোনাহ না হলেও আদবের পরিপন্থী, তাই পুরা নাম বলাটাই সমীচীন। (১২/৯৫/৩৮২১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٦٢ : أحب الأسماء إلى الله تعالى عبد الله وعبد الرحمن لكن التسمية بغير هذه الأسماء في هذا الزمان أولى لأن العوام يصغرون هذه الأسماء للنداء والتسمية باسم يوجد في كتاب الله تعالى كالعلي والكبير والرشيد والبديع جائزة لأنه من الأسماء المشتركة ويراد في حق العباد غير ما يراد في حق الله تعالى كذا في السراجية.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۵۳ : سوال- کسی کا نام عبد الرحمٰن ہے اور کسی کا عبد الغفور اور کسی کا عبد الشکور پکارتے ہیں رحمٰن، غفور اور شکور یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟
الجواب- چونکہ پکارنے والوں کے غرض اس لفظ سے عبد الرحمٰن، عبد الرحیم، عبد الغفور ہی ہوتے ہیں صرف اختصار کے لئے ایسے کرتے ہیں اس لئے گناہ کبیرہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ ایسے کرنے میں ایک قسم کا سوء ادب ہے، اس لئے مناسب ہے اور ایسی بناء پر آج کل ایسے نام رکھنا خلاف اولی ہے اور نامناسب ہے، کیونکہ عموما لوگ ایسے اختصار کرتے ہیں۔

রহমান, কুদ্দুস বলে সম্বোধন করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে সাধারনত আব্দুর রহমান আব্দুল কুদ্দুস ইত্যাদিকে শুধু রহমান কুদ্দুস বলে ডাকে, শুধু তাই নয় বরং বিকৃত করে থাকে, যা নিষেধ। প্রশ্ন হলো, এমন নাম রাখা যা দ্বারা সাধারন মানুষ নাজায়েয কাজে প্রতিনিয়ত লিপ্ত হয়, সহীহ হবে কিনা?

উত্তর : আল্লাহ তাআলার সিফাতী নাম সমূহের সাথে সম্পৃক্ত করে মুসলমানের নাম রাখা উত্তম। উত্তমের উপর আমল করা কোনক্রমেই দোষনীয় নয়। দোষ হলো যারা শুধু রহমান কুদ্দুস বলে সম্বোধন করে ও বিকৃত করে তাদের। তাই সংশোধন জরুরী সম্বোধনকারী ও বিকৃতকারীদের নাম রাখনেওয়ালাদের নয়। (১২/৪৮৩/৩৯৭২)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۵۳ : سوال- اکثر لوگوں کے نام عبد الصمد اور عبد الحمید، عبد القہار، عبد الرحیم، عبد الرحمٰن وغیرہ، رکھے جاتے ہیں جبکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ ان کو صرف صمد، حمید، قہار، اور رحیم وغیرہ کہکر پکارتے ہیں پورا نام نہیں

Scanned by CamScanner

لیتے ہیں حالانکہ یہ انتہائی سخت گناہ ہے، کیونکہ یہ تمام نام اللہ تعالی کے صفاتی نام ہیں کوئی انسان نعوذ باللہ صمد یعنی بے نیاز اور حمید یعنی جسکی حمد کی جائے اور قہار، رحمٰن، غفار کیوں کر ہو سکتا ہے، ان ناموں کی محمل تو صرف اور صرف اللہ کی ذات عالی ہے مہربانی فرما کر اس سلسلے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ مسلمانوں کو اس قسم کے نام رکھنے چاہئیں یا نہیں؟

جواب- نام تو بہت اچھے ہیں اور ضرور رکھنا چاہئیں مگر جیسا کہ آپ نے لکھا ہے غلط نام سے پکارنا درست نہیں بلکہ گناہ ہے اس لئے پورا نام لینا چاہئے۔

📖 امداد المفتیین (دار الاشاعت) ص ۸۵۳ : سوال- کسی کا نام عبد الرحمٰن ہے اور کسی کا عبد الغفور اور کسی کا عبد الشکور پکارتے ہیں رحمٰن، غفور اور شکور یہ گناہ کبیرہ ہے یا نہیں؟

الجواب- چونکہ پکارنے والوں کے غرض اس لفظ سے عبد الرحمٰن، عبد الرحیم، عبد الغفور ہی ہوتے ہیں صرف اختصار کے لئے ایسے کرتے ہیں اس لئے گناہ کبیرہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، البتہ ایسے کرنے میں ایک قسم کا سوء ادب ہے، اس لئے مناسب ہے اور ایسی بناء پر آج کل ایسے نام رکھنا خلاف اولی ہے اور نامناسب ہے، کیونکہ عموما لوگ ایسے اختصار کرتے ہیں۔

আব্বাসুর রহমান নাম রাখা

প্রশ্ন : আমার পিতা মাতা আমার নাম রেখেছে আব্বাসুর রহমান। জনৈক আলে বলেন, এ নাম রাখা ঠিক হয়নি। উক্ত আলেমের কথা ঠিক কিনা ?

উত্তর : আব্বাসুর রহমান নামের মাঝে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর কিছু নেই (১৮/৬০৪/৭৭৪৬)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١٠١ (٢١٣٢) : عن عبيد الله بن عمر، وأخيه عبد الله، سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة، يحدثان عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٧ (٤٩٤٨) : عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم».

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١٠٨ (٤٩٥٠) : عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسموا بأسماء الأنبياء،

Scanned by CamScanner

وأحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، وهمام، وأقبحها حرب ومرة».

📖 لسان العرب ٩/ ٢٠ : والعباس اسم علم، فمن قال عباس فهو يجريه مجرى زيد، ومن قال العباس فإنما أراد أن يجعل الرجل هو الشيء بعينه. قال ابن جني: العباس وما أشبهه من الأوصاف الغالبة إنما تعرفت بالوضع دون اللام، وإنما أقرت اللام فيها بعد النقل وكونها أعلاما مراعاة لمذهب الوصف فيها قبل النقل. وعبس وعبس وعبيس: أسماء أصلها الصفة، وقد يكون عبيس تصغير عبس وعبس، وقد يكون تصغير عباس وعابس تصغير الترخيم. ابن الأعرابي: العباس الأسد الذي تهرب منه الأسد؛ وبه سمي الرجل عباسا.

আবুল আলা মওদূদী নাম রাখা

প্রশ্ন : আবুল আ'লা মওদুদী নাম রাখা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : মুসলমানের নামের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস সমূহের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হাদীস বিশারদগণ বলেছেন, রাসূলগণের নাম বা আল্লাহর দয়ালু নামের সাথে সংযুক্ত করে, অথবা এমন শব্দ দ্বারা নাম রাখা উচিত, যা কোন অপছন্দনীয় অর্থ না বুঝায়। পক্ষান্তরে যে সমস্ত শব্দ কোন প্রকারের ঘৃণিত অর্থ বুঝাবে সে সকল শব্দ দ্বারা মুসলমানের নাম রাখা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। যেহেতু আবুল আ'লা শব্দের আভিধানিক অর্থ অহংকারবোধক, শ্রেষ্ঠতম, উচ্চতম। তাই স্বয়ং আল্লাহ তাআলাই নিজের জন্য এ শব্দ ব্যবহার করেছেন। যিনি নিজেই এই গুণের অধিকারী। তাছাড়া মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নিজের জন্য ব্যবহার করেছে ধিকৃত ফেরআউন, যে একজন সর্বজন ঘৃণিত ব্যক্তি। তাই উলামায়ে কেরাম বলেছেন এ ধরনের শব্দ দ্বারা নাম রাখা আল্লাহর নিকট অপছন্দনীয়। উপরন্তু ১৪০০ হিজরীর দিকে যে ব্যক্তি আবুল আলা নামে প্রসিদ্ধ সে কোরআন হাদিসের অপব্যাখ্যা ও মনগড়া বিশ্লেষনের দায়ে অভিযুক্ত। উপমহাদেশের সকল আলেম-উলামা ও পীর-মাশায়েখের মতে কোনো মুসলমানের এ ধরনের নাম রাখা উচিত নয়। (৩/১৭১/৪৯৮)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ١٠١ (٢١٣٢) : عن عبيد الله بن عمر، وأخيه عبد الله، سمعه منهما سنة أربع وأربعين ومائة،

Scanned by CamScanner

يحدثان عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن».

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٧ (٤٩٤٨) : عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم».

📖 فيه أيضا ٤/ ٢١١٣ (٤٩٦١) : عن أبي هريرة، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أخنع اسم عند الله تبارك وتعالى يوم القيامة رجل تسمى ملك الأملاك».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٦٤٢ : ولا تجوز التسمية بملك الأملاك وشاهان شاه، ومعناه: ملك الأملاك وليس ذلك إلا الله.والتسمية بعبد النبي قد تجوز إذا قصد به التسمية، لا النبي صلّى الله عليه وسلم، ومال الأكثرون إلى المنع منه، خشية التشريك لحقيقة العبودية، واعتقاد حقيقة العبودية.ولا تجوز التسمية بعبد الكعبة، وعبد العزى.ويحرم تلقيب الشخص بما يكره، وإن كان فيه، كالأعور والأعمش، ويجوز ذكره بنية التعريف لمن لم يعرفه إلا به.وتجوز الألقاب الحسنة، كألقاب الصحابة مثل عمر الفاروق، وحمزة أسد الله، وخالد سيف الله.ويحرم التسمية بما لا يليق إلا بالله، كقدوس، والبر، وخالق، والرحمن، لأن معنى ذلك لا يليق بغيره تعالى.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹/ ۲۴۶ : سوال-عبدالنبی، عبدالرسول، محمد بخش، نبی بخش، حسین بخش نام رکھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب- اس قسم کے ناموں کی شریعت میں ممانعت ہے، کیونکہ اگر عبدالنبی سے مراد بندہ اور مخلوق ہو جب تو صریح شرک ہے، اور اگر اس کے مجازی معنی یعنی تابعدار اور غلام وغیرہ مراد ہوں تو اگرچہ شرک نہیں، لیکن شرک کا وہم پیدا کرتے ہیں، اور جو چیز شرک کا وہم پیدا کرے وہ بھی ناجائز ہے اس لئے ایسے ناموں سے احتراز کرنا چاہئے۔

আব্দুস সুবহান নাম রাখা

প্রশ্ন : এক আলেমের কাছে শুনেছি, আব্দুস সুবহান নাম রাখা ঠিক নয়। উক্ত আলেমের কথা সঠিক কিনা?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হ্যাঁ উক্ত আলেমের কথা সঠিক। অসুন্দর বা অর্থহীন নাম পরিবর্তন করে সুন্দর এবং অর্থবোধক নাম রাখা কেবল বৈধই নয়, বরং তা সুন্নতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। (১৮/৭০৮/৭৭৯৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٨ : أقول: ويؤخذ من قوله ولا عبد فلان منع التسمية بعبد النبي ونقل المناوي عن الدميري أنه قيل بالجواز بقصد التشريف بالنسبة، والأكثر على المنع خشية اعتقاد حقيقة العبودية كما لا يجوز عبد الدار اهـ

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١١/ ٣٣٧ : يجوز تغيير الاسم عموما ويسن تحسينه، ويسن تغيير الاسم القبيح إلى الحسن، فقد أخرج أبو داود في سننه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم وأخرج مسلم في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهم: أن ابنة لعمر رضي الله عنه كانت يقال لها: عاصية، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميلة.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١/ ٣٧٦ : اللہ کے ناموں میں رب ہے ربان نہیں، اس لئے عبد الرب نام رکھنا درست ہے عبد الربان نہیں رکھنا چاہئے۔

নাম পরিবর্তন করলে নতুনভাবে আকীকা করা

প্রশ্ন : নাম পরিবর্তন করে সুন্দর নাম রাখলে পরবর্তী নামের আকীকা করতে হবে কিনা?

উত্তর : নবজাতক শিশুর একবার আকীকা করা মুস্তাহাব। নাম পরিবর্তন করলে শরীয়তে আকীকা দোহরানের কোন নিয়ম নেই। (১৮/৭০৮/৭৭৯৬)

নূরানী বেগম নামকরণ করা

প্রশ্ন : একটি মেয়ের নাম রাখা হয়েছে মুসাম্মত নূরানী বেগম। এখন আলেম সমাজে নূরানী নামটা বহাল রাখা যাবে কিনা, নাকি পরিবর্তন করতে হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নুরানী বেগম শরীয়ত বিরোধী নাম নয় বিধায় পরিবর্তন করার কোন প্রয়োজন নেই। (১৭/৪৪৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٧ (٤٩٤٨) : عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم».

সিফাতুল্লাহ ও রহমতুল্লাহ নাম রাখা

প্রশ্ন : ছেলেদের নাম সিফাতুল্লাহ বা রহমাতুল্লাহ রাখা যাবে কিনা?

উত্তর : এমন নাম রাখা উত্তম যে নামের মধ্যে আবদ পাওয়া যায়। যেমন আব্দুল্লাহ আব্দুর রহমান আব্দুর রহীম, অথবা নবীদের নাম রাখা যেমন ইয়াহইয়া জাকারিয়া ইত্যাদি। তবে সিফাতুল্লাহ রহমাতুল্লাহ নামও রাখা যাবে। (১৩/৮৪১/৫৪৩১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٨ (٤٩٥٠) : عن أبي وهب الجشمي، وكانت له صحبة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله، وعبد الرحمن، وأصدقها حارث، وهمام، وأقبحها حرب ومرة» .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ /٣٨٥ : الجواب—حامدا ومصليا، ربانی نام رکھنا درست ہے اس کا ترجمہ اللہ والا، لیکن پیغمبروں کے نام کے موافق نام رکھنا یا پھر ایسا نام رکھنا جس میں عبد آئے اور اللہ کے کسی نام کی طرف مضاف ہو بہتر و پسندیدہ ہے جیسے عبد الرحمن وغیرہ۔

নামের শুরুতে মুহাম্মদ ও মুসাম্মত ব্যবহার করা

প্রশ্ন : নামের শুরুতে মুহাম্মদ এবং মুসাম্মাত শব্দগুলো ব্যবহারের শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি কি? এগুলো ব্যবহার করা না করাতে কোন সাওয়াব বা গুনাহ হবে কিনা? এগুলোর আরবী ও বাংলার শুদ্ধ ব্যাখ্যা ও অর্থ কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নামের শুরুতে মুহাম্মদ ও মুসাম্মাত লিখার কোন নির্দেশ কুরআন হাদীসে নেই বিধায় এরূপ লিখাকে সুন্নত মুস্তাহাব বলার কোন সুযোগ নেই। তবে বরকতের উদ্দেশ্যে মুহাম্মদ যোগ করা এবং মুসলিম নারীর পরিচয় হিসেবে মুসাম্মত যোগ করাও আপত্তিকর নয়। সুতরাং মুহাম্মদ ও মুসাম্মাত লিখাকে জরুরী মনে করা এবং গোড়ামী বলা উভয় কথা অশোভনীয়। এরূপ যারা বলে তাদের ঐ কথার কোন ভিত্তি শরীয়তে নেই। (১০/৫২২/৩২১১)

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱/ ۴۷۳ : اکرم،انور تنہا تو مناسب نہیں محمد اکرم، محمد انور رکھ سکتے ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۹/ ۴۱۵ : الجواب—حامدا ومصلیا، برکت کیلئے محمد عمر فاروق نام رکھنا درست ہے۔

📖 فیروز اللغات (زکریا) ص ۱۲۴۷ : مسماۃ: (۱) وہ لفظ یا خطاب جو مسلمان عورت کے نام سے پہلے لگایا جاتا ہے۔

মুহাম্মদ শব্দের অর্থ ও নামের শুরুতে মুহাম্মদ রাখা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রায় সব মুসলমানদের নামের পূর্বে মুহাম্মদ শব্দ যোগ করে নাম রাখে। মুহাম্মদ শব্দের সঠিক অর্থ কি? এবং এভাবে নাম রাখার ব্যপারে কোরআন ও হাদীসে কোন নির্দেশনা আছে কিনা?

উত্তর : মুহাম্মদ অর্থ অতি প্রশংসিত ব্যক্তি। রাব্বুল আলামীন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্য ভূমন্ডলে এ নামটি পছন্দ করেছেন। তাই মুহাম্মদ নামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জমিনে পরিচিত লাভ করেছেন।
কারো নাম বা নামের শুরুতে মুহাম্মদ না রাখলে কোন অসুবিধা নেই। তবে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মুহাব্বতে কেউ রাখলে তা বরকতময় এবং নবী প্রেমের বহিঃপ্রকাশ বলে বিবেচিত হবে। (১৪/৮৫৬/৫৮৪০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ١٤٤ (٦١٨٨) : عن ابن سيرين، سمعت أبا هريرة: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: «سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٧ : (قوله أحب الأسماء إلخ) هذا لفظ حديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن عمر مرفوعا. قال المناوي وعبد الله: أفضل مطلقا حتى من عبد الرحمن،

Scanned by CamScanner

وأفضلها بعدهما محمد، ثم أحمد ثم إبراهيم اهـ وقال أيضا في موضع آخر: ويلحق بهذين الاسمين أي عبد الله وعبد الرحمن ما كان مثلهما كعبد الرحيم وعبد الملك، وتفضيل التسمية بهما محمول على من أراد التسمي بالعبودية.

📖 جامع الفتاوی(ربانی بکڈپو) ۱/ ۴۷۳ : اکرم،انور تنہا تو مناسب نہیں محمد اکرم، محمد انور رکھ سکتے ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۹/ ۴۱۵ : الجواب—حامدا ومصليا، برکت کیلئے محمد عمر فاروق نام رکھنا درست ہے۔

নামের শুরু সংক্ষেপে মুহা. মোঃ লেখা

প্রশ্ন : আমরা নামের শুরুতে বিভিন্নভাবে মোহাম্মদ, মুহা., মোঃ লিখে থাকি। এগুলোর কোনটি সঠিক? না লিখলে কোন সমস্যা আছে কিনা? যদি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে এভাবে সংক্ষেপে লেখা জায়েয হবে কিনা?

উত্তর : নামের শুরুতে মুহাম্মাদ বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে লেখা হয়ে থাকে। তাই সংক্ষেপে লেখা যেতে পারে। না লিখলেও কোন সমস্যা নেই। কারন এর দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম উদ্দেশ্য নয়। (১৭/৭৯৮/৭৩২৮)

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۱/ ۳۸۳ : الجواب-حامدا ومصليا، جن کا نام محمد ہو یا نام کیساتھ محمد ہو نہ اس پر درود شریف پڑھا جاتا ہے نہ لکھا جاتا ہے نہ اس کا حکم ہے بلکہ درود شریف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیلئے ہے۔

নাম সংক্ষিপ্তকরণ

প্রশ্ন : আমার পিতার নাম মোহাঃ শাহাজ উদ্দিন। এ নামকে সংক্ষিপ্ত করে এস,দ্বীন রেখেছি। এই নাম ব্যবহার করে একটি ক্লিনিকের নাম রেখেছি। নামটি হল এস,দ্বীন ডেন্টাল ক্লিনিক। প্রশ্ন হল, এভাবে সংক্ষিপ্ত করে নাম রাখা ঠিক আছে কিনা?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে সংক্ষিপ্ত নামকরণ তথা এস,দ্বীন ডেন্টাল ক্লিনিক রাখাতে শরয়ী কোন অসুবিধা নেই। (১৪/৫১/৫৫০৫)

Scanned by CamScanner

📖 الكامل فى النحو والصرف ص ١٤٧ : الترخيم يا عثمان يا عثم، يا امامة يا امام ، يا فاطمة يا فاطم، ياجعفر ياجعف .

📖 احسن الفتاوی (سعيد) ۹/ ۵۹ : کسی کا نام رکھنے کی صورت میں حذف مضاف بہر حال جائز ہے اس لئے کہ وہ متکلم کی مراد میں داخل ہے۔

সৈয়দ মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন এর অর্থ

প্রশ্ন : সৈয়দ মুহাম্মদ কামালুদ্দীন নামের পূর্ণ অর্থ কি?

উত্তর : মুহাম্মদ অর্থ খুব প্রশংসিত। কামালুদ্দিন-এর অর্থ দ্বীনের পরিপূর্ণতা। (৯/৯০১/২৯১৫)

ডাক নাম আপেল রাখা

প্রশ্ন : আমাকে অনেকে ডাকনাম আপেল বলে ডাকে। এ নামটি শরীয়তের নাম কিনা? এ নামে ডাকা গুনাহ হবে কিনা?

উত্তর : আপেল নাম রাখা সমীচিন নয়। কারন শরীয়তে ভাল নাম রাখার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। (৯/৯০১/২৯১৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٠٧ (٤٩٤٨) : عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٦٢ : وفي الفتاوى التسمية باسم لم يذكره الله تعالى في عباده ولا ذكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا استعمله المسلمون تكلموا فيه والأولى أن لا يفعل كذا في المحيط

'বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত' রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা

প্রশ্ন : "বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত" কথাটির অর্থ কি? এবং বাক্যটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্য কারো জন্য ব্যবহার করা যাবে কিনা?

Scanned by CamScanner

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত বাক্যটির অর্থ হল সকল মানুষকে দাওয়াতের মাধ্যমে হেদায়েতের দিকে আহবান করে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য যাকে প্রেরণ করা হয়েছে। উল্লিখিত বাক্যটি বিশেষ কোন আলেম বা অলীর শানেও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ারিস হিসেবে বলা যেতে পারে। (১৭/৯৫৭/৭৩৮৪)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٨٣٥ (٤٢٩١) : عن أبي هريرة، فيما أعلم، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها».

📖 فتاوى اللجنة الدائمة ٢/ ١٦٩ : معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «يجدد لها دينها» أنه كلما انحرف الكثير من الناس عن جادة الدين الذي أكمله الله لعباده وأتم عليهم نعمته ورضيه لهم دينا - بعث إليهم علماء أو عالما بصيرا بالإسلام، وداعية رشيدا يبصر الناس بكتاب الله وسنة رسوله الثابتة، ويجنبهم البدع ويحذرهم محدثات الأمور ويردهم عن انحرافهم إلى الصراط المستقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فسمى ذلك: تجديدا بالنسبة للأمة، لا بالنسبة للدين الذي شرعه الله وأكمله، فإن التغير والضعف والانحراف إنما يطرأ مرة بعد مرة على الأمة.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ١٠٤ : سوال- لفظ رحمۃ للعالمین مخصوص آنحضرت ﷺ سے ہے یا ہر شخص کو کہہ سکتے ہیں؟

الجواب- لفظ رحمۃ للعالمین صفت خاصہ رسول ﷺ کی نہیں ہے بلکہ دیگر اولیاء، انبیاء اور علماء ربانیین بھی موجب رحمت عالم ہوتے ہیں اگرچہ جناب رسول ﷺ سب میں اعلی ہیں، لہذا اگر دوسرے پر اس لفظ کو بتاویل بول دیوے تو جائز ہے۔

‘হুজুর’ শব্দের অর্থ ও কোনো আলেমকে ‘হুজুর’ বলে খেতাব করা

প্রশ্ন : একজন জামায়াতে ইসলামীর লোক আমাকে বললেন, আপনারা আলেমকে হুজুর বলেন, অথচ হুজুর একমাত্র নবী করীম (সাঃ) ছিলেন, আলেম কি করে হুজুর হতে পারে। তাই আমার প্রশ্ন হল, ‘হুজুর’-এর অর্থ কি এবং নবী করীম (সঃ)-কে হুজুর কেন বলছেন, আমরা আলেমকে ‘হুজুর’ বলতে পারব কিনা এবং আলেমকে ‘হুজুর’ কেন বলা হয়?

উত্তর : হুজুর, স্যার উভয় শব্দের অর্থ হচ্ছে হযরত উপস্থিতি ইত্যাদি। হুজুর আর স্যার সম্মানসূচক শব্দ। তবে দেশের প্রচলিত আলেমদেরকে সম্মানিত ব্যক্তি হিসেবে ‘হুজুর’

Scanned by CamScanner

বলা হয়। সাধারন শিক্ষিতদেরকে স্যার বলা হয়। একমাত্র রাসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'হুজুর' ছিলেন, আলেমদেরকে হুজুর বলা যাবে না, এ কথা নিতান্তই ভুল, এ কথার কোনো প্রমাণ নেই। (১৫/৩৮/৫৯০৪)

📖 جامع الفتاوی(ربانی بکڈپو) ۱/ ۵۴۵ : سوال-لفظ حضور صرف حضرت محمد ﷺ کے شان ہی کے لئے مخصوص ہے اس لئے اگر لفظ حضور کسی دوسرے انسان کے لئے استعمال کیا جائے تو کیا گناہ نہیں؟

جواب- نہیں گناہ نہیں، چونکہ آپ ﷺ کی ذات کے ساتھ اختصاص کی کوئی دلیل نہیں۔

সৈয়দ এর সঠিক বানান

প্রশ্ন : 'সৈয়দ'-এর সঠিক বানান বাংলায় এবং ইংরেজিতে কি হবে ? এর অর্থ কী?

উত্তর : বাংলাতে সায়্যিদ এবং ইংরেজিতে SAYED এভাবে লেখা হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো সর্দার, পরিভাষায় সায়্যিদ হযরত ফাতেমা রা.-এর বংশধরকে বুঝায়। (৯/৯০১/২৯১৫)

Scanned by CamScanner

باب التصاوير

পরিচ্ছেদ : ছবি

প্রাণীর ছবি তোলার হুকুম

প্রশ্ন : ছবি তোলা জায়েয কি না? কী কী ওজরে ছবি তোলা জায়েয। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণী কিংবা উদ্ভিদের ছবি তোলা কি জায়েয?

উত্তর : কোরআন-হাদীসের আলোকে যেকোনো জীবের ফটো তোলা নাজায়েয ও হারাম, মানুষ হোক বা অন্য কোনো প্রাণী। হ্যাঁ, প্রাণহীন বস্তু যেমন : গাছপালা ইত্যাদির ফটো তোলা জায়েয। তবে উলামায়ে কেরাম বিশেষ প্রয়োজনে পাসপোর্ট, ভিসা ও দেশের নাগরিকত্বের পরিচয়পত্রের জন্য ফটো তোলার অনুমতি প্রদান করেছেন। এ অনুমতি সীমিত। (৪/২৫৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٤) : عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين-

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨٣ (٢١١٠) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

Scanned by CamScanner

يقول: «كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم» وقال: «إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له»، فأقر به نصر بن علي -

📖 شرح مسلم للنووى (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨١ : وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير -

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ٨٩ : ١٧٠ – قاعدة : الضرورات تبيح المحظورات (شن)

١٧١ – قاعدة : الضرورات تقدر بقدرها (شن)

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۷ : تصوير كهينچنا اور كهينچوانا منع ہے، كهينچوانا اگر كسى ضرورت پر مبنى ہو مثلا پاسپورٹ كے لئے تو مباح ہے۔

পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো

প্রশ্ন : বর্তমান সরকার নির্বাচন পদ্ধতিকে উন্নত ও আধুনিক করার লক্ষ্যে প্রতিটি নাগরিকের ছবিসম্বলিত পরিচয়পত্রের পদ্ধতির নিয়ম প্রবর্তন করেছে। তাই উক্ত সরকারি নিয়ম রক্ষার্থে আমার ছবি তোলার অনুমতি ইসলামে আছে কি না?

উত্তর : ফটো তোলা বা রাখা সম্পূর্ণ অবৈধ ও গোনাহে কবীরা। তবে যদি ফটো ছাড়া কোনো ইবাদত বাধাগ্রস্ত হয় যেমন–হজ করা, অথবা কোনো জায়েয কাজ বাধাগ্রস্ত হয় যেমন–ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য বিদেশ যাওয়া বা নাগরিকত্ব বাধাগ্রস্ত হয়, ফটো ছাড়া বিকল্প কোনো উপায় না থাকে তখনই প্রয়োজনীয় ফটো তোলার অনুমতি আছে। (৩/২৬৪/৫৬৬)

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ۱۴/ ۴۲۴ : فوٹو كهنچوانا منع ہے اگر كوئى دينى ضرورت اس پر موقوف ہو يا ايسى دنيوى ضرورت ہو كہ آدمى مجبور ہو جائے تو معذورى ہے۔

📖 فتاوى رحيميه (دار الاشاعت) ۲/ ۲۷۱ : ضرورت اور قانونى شرعى مجبورى كے بغير تصوير بنانا اور بنوانا جائز نہيں گناه كا كام ہے۔

📖 عدالتى فيصلے ۱۴۹ : اس ميں كوئى شک نہيں كہ شہرى شناخت كى تعيين اس دور ميں ايک ضرورت بن چكا ہے ملكوں كى آبادى ميں بے حد اضافہ ہو چكا ہے، جرائم، جعل سازى اور سازشوں كانت نئے طريقے ايجاد ہو چكے ہيں، لہذا موجوده تمدنى نظام ميں انسان كى شناخت كيلئے تصوير كا استعمال ايک ضرورت بن كر سامنے آگيا ہے۔

Scanned by CamScanner

নফল হজের জন্য ছবি উঠানো

প্রশ্ন : ফটো উঠানো তো কবীরা গোনাহ। আর নফল তো জরুরি নয়। এখন আমার প্রশ্ন হলো, ফরয হজ জরুরি হওয়ার কারণে ফটো উঠানোর অনুমতি ছিল। কিন্তু নফল হজ করার জন্য ফটো উঠানোর মতো কবীরা গোনাহে লিপ্ত হওয়া শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : যেকোনো বৈধ অধিকার আদায়ে অবৈধ বাধা সৃষ্টি করে পথ রুদ্ধকারীদের বাধা সরিয়ে অধিকার অর্জন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ বিধায় যেকোনো বৈধ উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ফটো উঠাতে বাধ্য করা হলে তা বৈধ হবে, গোনাহ হবে না। (১২/৩৯০/৩৯৭৮)

📖 جواهر الفتاوی ۳ / ۲۱۰ : عامۃ الناس کے لئے یہ حکم ہے کہ جو کام فرض یا واجب کے درجہ میں ہے تصایر کے بغیر وہ فرض یا واجب ادا کرنیکا پوری جائز طریقہ موجود نہیں ہے تو بار مجبوری اسکو ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے اختیار کی اجازت ہے مثلا پاسپورٹ کے بغیر حج فرض ادا نہیں ہو سکتا شناختی کارڈ کے بغیر شہری اور ملکی حقوق حاصل نہیں کئے جاسکتے۔ تو ان حالات میں مبتلا بہ لوگوں کیلئے تصاویر کا استعمال مباح ہو گیا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۲۴ : فوٹو کھنچوانا منع ہے اگر کوئی دینی ضرورت اس پر موقوف ہو یا ایسی دنیوی ضرورت ہو کہ آدمی مجبور ہو جائے تو معذوری ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۲۴۲ : کسب معاش کی ضرورت اور مجبوری سے فوٹو کھنچوانا مباح ہے، جیسے کہ سکہ کی تصویر سے کام لے لینا مباح ہے۔

নফল হজ ও ওমরার জন্য ছবি উঠানো

প্রশ্ন : নফল হজ অথবা ওমরার পাসপোর্টে লাগানোর জন্য ফটো উঠানো বৈধ কি না?

উত্তর : পাসপোর্ট এবং পরিচয়পত্রের প্রয়োজনে ফটো তোলার অনুমতি নির্ভরযোগ্য উলামায়ে কেরামের ফাতওয়ার মধ্যে রয়েছে। (২/১৯৭/৪০২)

📖 جواهر الفتاوی ۳ / ۲۱۰ : عامۃ الناس کے لئے یہ حکم ہے کہ جو کام فرض یا واجب کے درجہ میں ہے تصایر کے بغیر وہ فرض یا واجب ادا کرنیکا پوری جائز طریقہ موجود نہیں ہے تو بار مجبوری اسکو ناجائز اور حرام سمجھتے ہوئے اختیار کی اجازت ہے مثلا پاسپورٹ کے بغیر حج فرض ادا نہیں ہو سکتا شناختی کارڈ کے بغیر شہری اور ملکی حقوق حاصل نہیں کئے جاسکتے۔ تو ان حالات میں مبتلا بہ لوگوں کیلئے تصاویر کا استعمال مباح ہو گیا۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۲۴ : فوٹو کھنیچوانا منع ہے اگر کوئی دینی ضرورت اس پر موقوف ہو یا ایسی دنیوی ضرورت ہو کہ آدمی مجبور ہو جائے تو معذوری ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹ / ۲۴۲ : کسب معاش کی ضرورت اور مجبوری سے فوٹو کھنچوانا مباح ہے، جیسے کہ سکہ کی تصویر سے کام لے لینا مباح ہے۔

ছবি তোলা কখন অবৈধ

প্রশ্ন : ছবি তোলা কখন বৈধ আর কখন অবৈধ? এবং হজের জন্য ছবি তোলা বৈধ কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো জীবের ফটো উঠানো হারাম। তবে ফিকাহবিদগণ জরুরত ও অপারগতার ক্ষেত্রে ফটো উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন। হজে বিভিন্ন কার্যাদি সম্পাদনের ক্ষেত্রেও অপারগ হয়ে ফটো তুলতে হয়। তাই এ ক্ষেত্রে ফটো তোলার অনুমতি রয়েছে, তবে মনে মনে তাওবা করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়। (১৬/৬৮৮/৬৭৬৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٣/ ٣٨٤ (٥١٨١) : عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» -

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها.

Scanned by CamScanner

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ /١٦٤ : أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وفى التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء فينبغى أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة -

ছবি উঠাতে বাধ্যকারীরা গোনাহগার হবে

প্রশ্ন : আমরা জানি, সাধারণত ছবি তোলা নাজায়েয। কিন্তু যারা বলে যে হজের জন্য ছবি তোলা জায়েয অপারগতার কারণে। এখন জানার বিষয় হলো, যদি এমন সম্ভব হয় যে ছবি না তুলে হজে যাওয়া যাবে, তাহলে এহেন পরিস্থিতিতে ছবি তুলে হজে যাওয়া ঠিক হবে কি না? আর যদিও সরকারি আইন মতে ছবি তুলে হজে যাওয়া যায় তাহলে ছবি তোলার আইন প্রণয়নকারীদের গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : জীবের ছবি উঠানো সম্পর্কে শরীয়তে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে এবং অসংখ্য হাদীস শরীফে ছবি উঠানোর ওপর ভয়াবহ শাস্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ছবি উঠানোকে সাধারণ অবস্থায় হারাম বলা হয়েছে। কিন্তু শরয়ী প্রয়োজন ও আইনগত প্রয়োজনে ছবি উঠানোর অবকাশও দেওয়া হয়েছে বিধায় ছবি ছাড়া হজে যাওয়া বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে দেশে বা বাইরে ছবি ছাড়া যাওয়া আইনগত কারণে সম্ভব না হলে তার জন্য ছবি উঠানোকে অবৈধ বলা যাবে না। আর ছবি উঠানোর আইন প্রণয়নকারী অপারগ হয়ে আইন করে থাকলে তারা গোনাহগার হবে না, অন্যথায় গোনাহগার হবে। (১৮/৩৭/৭৪৪৮)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 الأشباه والنظائر لابن نجيم (دار الكتب العلمية) ١ /٧٣ : الضرورات تبيح المحظورات، ومن ثم جاز أكل الميتة عند المخمصة، وإساغة اللقمة بالخمر، والتلفظ بكلمة الكفر

Scanned by CamScanner

للإكراه وكذا إتلاف المال، وأخذ مال الممتنع الأداء من الدين بغير إذنه ودفع الصائل، ولو أدى إلى قتله.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ /۲۳۷ : جواب- تصویر کھینچنا اور کھنچوانا منع ہے کھنچوانا اگر کسی ضرورت پر مبنی ہو مثلا پاسپوٹ کے تو مباح ہے۔

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ /۲۳۴ : الجواب- شناختی کارڈ اور پاسپورٹ کے لئے انتظامی لحاظ سے فوٹو ضروری ہے اور عامۃ الناس کے لئے اندرون ملک اور بیرون ملک ان دونوں سے چارہ نہیں، پس اگر موقع ضرورت میں مالکیہ کے مذہب کے مطابق نصف دھڑ کی تصویر کی اجازت دے دی جائے تو گنجائش ہونی چاہئے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ واستغفار بھی ضروری ہے۔

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিচয়পত্রের জন্য ছবি উঠানো

প্রশ্ন : শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্রদের পরিচয়পত্রের জন্য ছবি তোলা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ছাত্রদের পরিচয়পত্রের সাথে ছবি রাখার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বাধ্যবাধকতামূলক আইন করা হলে ছাত্রদের জন্য তার অবকাশ আছে, অন্যথায় নয়। উল্লেখ্য, প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ কোনো প্রয়োজনে ছবি রাখার আইন করলে এবং তা শরীয়তসম্মত কি না? এসব দায়িত্ব প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের ওপর বর্তাবে, ছাত্রদের ওপর নয়। (১৫/৮৩৯/৬২৯৯)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ / ۱۷ : الجواب- فوٹو بنانا شرعا حرام ہے، لیکن جہاں گورنمنٹ کے قانون کی مجبوری ہو وہاں آدمی معذور ہے اس کا وبال قانون بنانے والوں کی گردن پر ہوگا۔

ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ছবি তোলা

প্রশ্ন : আমরা জানি, প্রাণীর ছবি আঁকা বা তোলা হারাম। আমার জানার বিষয় হলো, কোনো ব্যক্তি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট করতে চায়। ব্যাংকের নিয়ম অনুযায়ী পাসপোর্ট সাইজের ছবি জমা দিতে হয়। পাশাপাশি সে তার স্ত্রীকে অ্যাকাউন্টের নমিনি বানাতে চায়, কাজেই তার স্ত্রীর ছবিও জমা দিতে হয়। অতএব এ অবস্থায় নিজের ও স্ত্রীর ছবি জমা দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছবি তোলা ব্যতীত ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করা যদি সম্ভব না হয় এবং ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করা ছাড়া টাকা হেফাজতের অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে প্রয়োজনের তাগিদে ছবি তোলা যাবে। তদ্রূপ নমিনি বানানোর জন্য যদি অন্য কোনো ব্যক্তি না থাকে তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে নমিনি বানানো যাবে। আর ছবি ছাড়া নমিনি বানানোর অন্য কোনো ব্যবস্থা না থাকলে প্রয়োজনের খাতিরে ছবি তোলা যাবে। (১২/৮৩২/৫০৫১)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ /١٦٤ : أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وفى التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء فينبغى أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة -

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۷/ ٦٠ : الجواب- قانونی مجبوری کی وجہ سے جو فوٹو بنوائے جاتے ہیں وہ عذر کی وجہ سے لائق معافی ہو سکتے ہیں۔

মিছিলের ফটোর বিধান

প্রশ্ন : সভা-মিছিলে ফটো উঠানো, যা পত্রপত্রিকায় দেওয়ার জন্যই সাধারণত উঠানো হয়, তা শরীয়তে বৈধ কি না?

উত্তর : অপ্রয়োজনে প্রাণীর পরিচায়ক অংশের ফটো তোলা হারাম ও কবীরা গোনাহ। অভিজ্ঞ ও সুন্নাত মোতাবেক জীবনযাপনকারী উলামায়ে কেরামই প্রয়োজন কোথায় তা নির্ধারণের অধিকারী। তাদের বাতলানো প্রয়োজনই বাস্তব প্রয়োজন বলে গণ্য হবে। রাজনৈতিক সভা-সমাবেশে ফটো তোলা অভিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাই রাজনৈতিক সভায় ফটো তোলা গোনাহ। তবে নিষেধ করার পরও যদি ক্যামেরাম্যান ফটো তুলে ফেলে, তখন গোনাহ তারই হবে। (২/১৯৭/৪০২)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم " -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ١٢ / ٣٩ : أن تصوير ذي روح حرام، وأن مصوره توعد بعذاب شديد، وهو قوله: فإن الله معذبه

Scanned by CamScanner

حتى ينفخ فيها، وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية، فكرهت كل صورة، وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعا للذريعة.

সাংবাদিককে ছবি উঠাতে বাধা দেওয়া ঈমানী দায়িত্ব

প্রশ্ন : সভা-মিছিলকারীদের ও নেতৃবৃন্দের ফটো উঠানো শরীয়তের মানদণ্ডে কেমন? সাংবাদিক ফটো উঠাতে চাইলে ওই সময় তাকে বাধা প্রদান করা মুসলমানগণের কর্তব্য কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে ফটো উঠানো নাজায়েয ও অবৈধ। তবে ফিকাহ বিশারদগণ যে বিশেষ প্রয়োজন ও অপারগতার ভিত্তিতে ফটো উঠানোর অনুমতি দিয়েছেন, প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি ওই ধরনের প্রয়োজন ও অপারগতার অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ হবে। সুতরাং এ রকম অবৈধ কাজে বাধা প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৫/১৯৫/৮৮৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٤) : عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة

Scanned by CamScanner

لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۷۱ : ضرورت اور قانونی شرعی مجبوری کے بغیر تصویر بنانا اور بنوانا جائز نہیں گناہ کا کام ہے۔

বিনা কারণে ছবিসম্বলিত পোস্টার ছাপানো

প্রশ্ন : কোনো আলেমের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে ও জনগণের পক্ষ থেকে কোনো প্রকার চাপ ব্যতীত নিজেকে জনসাধারণের সামনে প্রচার-প্রসারের জন্য কোনো পোস্টারে নিজের ছবি দেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরয়ী প্রয়োজন বা রাষ্ট্রীয় আইনের বাধ্যবাধকতা ব্যতীত প্রাণীর ছবি উঠানো শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। এমন লোকের ব্যাপারে শরীয়তে কঠোর শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তির নিজেকে প্রচার-প্রসারের জন্য পোস্টারে ছবি দেওয়া বৈধ হবে না। (১৫/৮৩৯/৬২৯৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

সাংবাদিককে ছবি উঠাতে নিষেধ করা

প্রশ্ন : সভা-সমাবেশে সাংবাদিক ছবি উঠায়। এমতাবস্থায় যার ছবি উঠানো হচ্ছে সাংবাদিককে ছবি উঠাতে নিষেধ করা তার দায়িত্ব কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সকল প্রকার গোনাহের কাজে স্ব-স্ব ক্ষমতানুসারে বাধা দেওয়ার কথা কোরআন ও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। তাই সভা-সমাবেশে সাংবাদিককে ছবি উঠাতে সাধ্যানুযায়ী বাধা দেওয়া তার ঈমানী দায়িত্ব। (৯/৯৪৮/২৯৫০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ۲/ ۲۱ (٤٩) : عن طارق بن شهاب - وهذا حديث أبي بكر - قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة مروان. فقام إليه رجل، فقال: الصلاة قبل الخطبة، فقال: قد ترك ما هنالك، فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان».

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ۲/ ۲۳-۲۲ : وإذا كان كذلك فمما كلف به الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا فعله ولم يمتثل المخاطب فلا عتب بعد ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمر والنهي لا القبول والله أعلم ثم إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام به بعض الناس سقط الحرج عن الباقين وإذا تركه الجميع أثم كل من تمكن منه بلا عذر ولا خوف ثم إنه قد يتعين كما إذا كان في موضع لا يعلم به الا هو أولا يتمكن من إزالته إلا هو وكمن يرى زوجته أو ولده أو غلامه على منكر أو تقصير في المعروف قال العلماء رضي الله عنهم ولا يسقط عن المكلف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه بل يجب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقد قدمنا أن الذي عليه الأمر والنهي لا القبول وكما قال الله عز وجل ما على الرسول إلا البلاغ.

পত্রিকায় ছাপানো ছবি দেখা

প্রশ্ন : পত্রিকায় প্রকাশিত ছবি দেখার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী?

উত্তর : যে সকল ছবি বা ফটো উঠানো নাজায়েয ও হারাম ওই সকল ছবি বা ফটো দেখাও হারাম। অনিচ্ছাকৃত চোখ পড়ে গেলে তাতে অবশ্য গোনাহ হবে না। তবে দেখামাত্র চোখ ফিরিয়ে নিতে হবে। (৯/৯৪৮/২৯৫০)

Scanned by CamScanner

📖 فتاوى إسلامية (دار الوطن) ٤/ ٣٤٦ : ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٣/ ٢٣٩ : جن تصاویر کا بنانا اور رکھنا ناجائز ہے ان کا ارادہ اور قصد کیساتھ دیکھنا بھی ناجائز ہے، البتہ تبعا نظر پڑ جائیں تو مضائقہ نہیں جیسے کوئی اخبار یا کتاب مصور ہے مقصود اس کا دیکھنا ہے بلا ارادہ تصویر بھی سامنے آجاتی ہے اس کا مضائقہ نہیں۔

মৃত ব্যক্তির ছবি অ্যালবামে যত্ন করে রাখা

প্রশ্ন : কোনো মৃত ব্যক্তির ফটো, যেগুলো তার জীবিত বা মৃত অবস্থায় উঠানো হয়েছে, তা ঘরে রাখা যাবে কি না? এবং এগুলো অ্যালবামে রাখা যাবে কি না?

উত্তর : যেকোনো জীবিত বা মৃত প্রাণী, বিশেষ করে মানুষের ফটো উঠানো বা ঘরে রাখা শরীয়তের বিধান মতে নাজায়েয ও হারাম। আর যে ঘরে প্রাণীর ফটো থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না বিধায় ঘরে কারো ফটো রাখা বৈধ হবে না। এগুলো নিশ্চিহ্ন করে ফেলা জরুরি। তবে অ্যালবামে থাকলে ফেরেশতা প্রবেশের অন্তরায় না হলেও তাও রাখা উচিত নয়। (১৮/৭৪৮/৭৮৪৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٣٨٤ (٥١٨١) : عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٦٠٠ : لو مات رجل بعد وجوب الحج ولم يوص به فحج رجل عنه أو حج عن أبيه أو أمه عن حجة الإسلام من غير وصية قال أبو حنيفة: يجزيه إن شاء الله، وبعد الوصية يجزيه من غير المشيئة اهثم أعاد في شرح اللباب المسألة في محل آخر وقال: فلو حج عنه الوارث أو أجنبي يجزيه وتسقط عنه حجة

Scanned by CamScanner

الإسلام إن شاء الله تعالى لأنه إيصال للثواب، وهو لا يختص بأحد من قريب أو بعيد على ما صرح به الكرماني والسروجي اهوسيأتي تمامه.

📖 فيه أيضا ١/ ٦٤٧ : وفي الخلاصة وتكره التصاوير على الثوب صلى فيه أو لا انتهى، وهذه الكراهة تحريمية. وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اه

📖 وفيه أيضا ١/ ٦٥٠ : قال في النهر: جوز في الخلاصة لمن رأى صورة في بيت غيره أن يزيلها؛ وينبغي أن يجب عليه؛ ولو استأجر مصورا فلا أجر له لأن عمله معصية۔

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۴/ ۲۵۴ : الجواب- فی الدر المختار و) لا يكره (لو كانت تحت قدميه) أو محل جلوسه لأنها مهانة (أو في يده) عبارة الشمني بدنه لأنها مستورة بثيابه (أو على خاتمه) بنقش غير مستبين. قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر، فی رد المحتار بأن كان فوق الثوب الذي فيه صورة ثوب ساتر له فلا تكره الصلاة فيه لاستتارها بالثوب بحر- ان روایات سے ان صور کے علی حالہا چھوڑ دینے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، اگرچہ بنانا پھر بھی حرام ہے، لیکن جہاں عوام کے مفسدہ کی خوف ہو مٹادینا ضروری ہے کہ یہ مفسدہ اعصاب کے ناموں کے مشکوک ہو جانے سے اشد ہے۔

শোকেসে জীব-জন্তুর পুতুল রাখা

প্রশ্ন : শোকেসে জীব-জন্তুর পুতুল রাখা জায়েয কি না?

উত্তর : শোকেসে জীব-জন্তুর পুতুল রাখা নাজায়েয। (৩/১৩১/৫০০)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ٣/ ٣٨٤ (٥١٨١) : عن عائشة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها

Scanned by CamScanner

تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بال هذه النمرقة؟» قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٢٦٦ : وأما اتخاذ المصور بحيوان، فإن كان معلقا على حائط سواء كان له ظل أم لا، أو ثوبا ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك، فهو حرام، وأما الوسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام،

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٨٢٣ : جو تصویر محض آرائش کیلئے رکھی جاتی ہے اگر وہ کسی جاندار کی تصویر ہے تو اس کا رکھنا ناجائز ہے۔

রহমতের ফেরেশতা আসে না পুরো ঘরে নাকি ছবির স্থানে

প্রশ্ন : ঘরে ছবি টানিয়ে রাখলে পুরো ঘরেই রহমতের ফেরেশতা আসে না, নাকি শু ঘরের যে কামরায় ছবি টানিয়ে রাখা হয় সে কামরায় আসে না?

উত্তর : হাদীসের ভাষ্য মতে বোঝা যায় ঘরের যে কামরায় ছবি টানিয়ে রাখা হ রহমতের ফেরেশতা শুধু সেই কামরায় প্রবেশ করে না। (৫/৩৫৭/৯৩৪)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "-

📖 صحيح ا لبخارى (٣٢٢٥) : عن عبيد الله بن عبد الله، أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما، يقول: سمعت أبا طلحة، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب، ولا صورة تماثيل»

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ٢٢/ ٧٠ : وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم -

থাকা হয় না এমন রুমে ছবি রাখা

প্রশ্ন : আমি জানি, যে ঘরে ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না। তবে এখন সরকারি পক্ষ থেকে ৫টি ছবিযুক্ত কার্ড পেয়েছি। এ হাদীসের ওপর আমল করার জন্য উক্ত ছবিগুলো ঘরের ভেতরে এক কামরায় রেখে দিয়েছি, যেখানে কোনো মানুষ থাকে না, তবে মেহমান এলে সেখানে থাকে। এখন জানার বিষয় হলো, যে সমস্ত কামরায় প্রবেশ করব না সেখানে ছবি রাখা যাবে কি?

উত্তর : শরয়ী দৃষ্টিকোণে ছবি তোলা যেমন হারাম, অনুরূপভাবে ছবি ঘরে রাখাও হারাম। তবে ওজরের কারণে ছবি তোলা এবং প্রয়োজনে ঘরে ঝুলিয়ে রাখা চোখে না পড়ে মতো করে অথবা কোনো স্থানে লুকিয়ে রাখা যেতে পারে বিধায় এটা ফেরেশতা আসার জন্য প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। (১৫/৩৪৬/৬০৩৮)

📖 تفسير آيات الأحكام ٢/ ٤١٠ : الصورة إذا كفنت بارزة تشعر بالتعظيم ومعلقة يراها الداخل حرام أيضا بلا خلاف -

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ /١٦٤ : أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وفى التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء فينبغي أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٣/ ٢٣٧ : تصویریں اگر کسی غلاف یا تھیلی وغیرہ میں پوشیدہ ہوں یا کسی ڈبہ وغیرہ میں بند ہوں تو اس تھیلی یا ڈبہ وغیرہ کا گھر میں رکھنا جائز ہے اور ملائکہ رحمت کے دخول سے مانع نہیں اگرچہ بنانا اور خریدنا ان کا بھی ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

হাফ ছবি ও জিহাদের সচিত্র ভিডিও

প্রশ্ন :

১) প্রয়োজনে ও অপ্রয়োজনে হাফ ছবি উঠানোর শরয়ী হুকুম কী?

২) মুসলমানদের জিহাদি জযবা ঝিমিয়ে পড়ার কারণে তাদের মাঝে জিহাদের জযবা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে তাদেরকে আফগান, কাশ্মীর ও চেচনিয়া রণক্ষেত্রের সচিত্র ভিডিও দেখানো বা দেখা জায়েয হবে কি না?

৩) হজ করতে গেলে ছবি উঠাতে হয়। কিন্তু নফল হজ করার জন্য ছবি উঠানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ আছে। ভিডিও ক্যাসেট আরো মারাত্মক। দ্বীনের যেকোনো কাজ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হওয়া আবশ্যকীয়। শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে না হলে দ্বীনের নামে হলেও তা নাজায়েয। যেহেতু ভিডিও ক্যাসেট নাজায়েয, তাই দ্বীনের নামে হলেও তা নাজায়েয হবে। তবে কোনো ন্যায্য অধিকার আদায়ে সরকারি বাধ্যবাধকতার কারণে অপারগতাবশত ছবি তোলার অনুমতি উলামায়ে কেরাম দিয়েছেন। নফল হজও তার পর্যায়ভুক্ত। (৯/৯৪৮/২৯৫০)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢/ ٢٧ : وهذه الكراهة تحريمية وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه - صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم» .

📖 شرح السير الكبير ١/ ١٤٦٣ : وإن تحققت الحاجة له إلى استعمال السلاح الذي فيه تمثال فلا بأس باستعماله. لأن مواضع الضرورة مستثناة من الحرمة، كما في تناول الميتة. وإن كان التمثال مقطوع الرأس أو ممحو الوجه فهو ليس بتمثال. لأن المكروه هو تمثال الحيوان، ولا يكون ذلك بدون الرأس.

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٣/ ٢٣٢ : خلاصہ یہ ہے کہ تصویر کھینچنا کھنچوانا مطلقا حرام ہے بغیر اضطرار و مجبوری کے جائز نہیں جہاں اضطرار ہو اسکے ازالہ کی کوشش بھی ضروری ہے کوشش ناکام ہو جائے تب اضطرار سمجھا جائے گا۔

Scanned by CamScanner

📖 فیہ ایضا ۳/ ۲۳۲ : بعض ممالک بعیدہ کے سفر کیلئے عام حکومتوں کی طرف سے مسافر کو مجبور کیا جاتا ہے کہ پاسپورٹ حاصل کرے اور اپنا فوٹو کھینچوائے اگر یہ سفر کسی ضرورت شرعی کیلئے یا معاش کی شدید ضرورت کیلئے ہو تو بوجہ اضطرار کے فوٹو کھینچوانا جائز ہے۔

চেহারা ব্যতীত শরীর অঙ্কন করা

প্রশ্ন : কোনো একটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে চেহারা ব্যতীত মানুষের শরীরসহ আকৃতি অঙ্কন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : যে সমস্ত অঙ্গের ওপর মানুষের জীবন নির্ভর করে তথা মাথা ও চেহারা ব্যতীত মানুষের আকৃতি অঙ্কন ও ধারণ অবৈধ ছবির অন্তর্ভুক্ত নয়, তাই প্রয়োজনে মাথা ও চেহারা ব্যতীত মানুষের শরীরের অন্যান্য আকৃতি অঙ্কন বা তা ধারণ করা শরীয়তের আলোকে বৈধ হবে। (১৭/৬৯৫/৭২৫৫)

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٢٨٧ (٦٩٤٧) : عن أبي هريرة قال: «الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس، فليس بصورة» وفي قول جبريل، صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا، وإما أن تقطع رءوسها -

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٤٨ : ذكره الحلبي (أو مقطوعة الرأس أو الوجه) أو ممحوة عضو لا تعيش بدونه (أو لغير ذي روح لا) يكره -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٢/ ١١٧ : إذا كانت الصورة - مجسمة كانت أو مسطحة - مقطوعة عضو لا تبقى الحياة معه، فإن استعمال الصورة حينئذ جائز، وهذا قول جماهير العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة.

📖 فيه أيضا ١٢/ ١١٧ : ولا يكفي أن تكون قد أزيل منها العينان أو الحاجبان أو الأيدي أو الأرجل، بل لا بد أن يكون العضو الزائل مما لا تبقى الحياة معه، كقطع الرأس أو محو الوجه، أو خرق الصدر أو البطن.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۲۷ : لیکن استعمال تصویر کی ممانعت جو احادیث صحیحہ صریحہ میں مذکور ہے اس میں سے چار قسم کی تصویریں شرعا مستثنی اور عام فقہاء مذاہب نے ان کو مستثنی قرار دیا ہے (۱) سر کٹی ہوئی تصویر (۲) وہ تصاویر جو پامال

Scanned by CamScanner

وذلیل ہوں(۳) اتنی چھوٹی کہ اگر کھڑے ہو کر اور تصویر کو زمین پر رکھ کر دیکھا جائے
تو اعضاء کی تشریح پوری نظر نہ آئے(۴) بچوں کی گڑیا جو مکمل تصویر نہ ہوں۔

শরীর আবৃত করে চেহারা ও চোখ খোলা রেখে ছবি উঠানো

প্রশ্ন :

১. পুরা শরীরকে কাপড় দ্বারা আবৃত করে শুধুমাত্র চেহারা বা শুধুমাত্র চোখ দুটো খোলা রেখে ছবি উঠালে সে ব্যক্তি ছবি উঠানোর কারণে গোনাহগার হবে কি না?

২. শুধু চোখ দুটি অথবা চেহারা ঢেকে রেখে শরীরের ফরয সতর ঢেকে ছবি উঠানোর হুকুম কী?

৩. শুধুমাত্র চেহারা তথা গলার ওপরের অঙ্গের ছবি তোলার দ্বারা সে ব্যক্তি গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : কোনো প্রাণীর বাস্তব রূপ চেহারার চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ পায় বিধায় চেহারার ছবিকে শরীয়ত নিষেধ করে। চেহারা ব্যতীত অন্য অঙ্গের ছবি, যা দেখা জায়েয উঠাতে কোনো অসুবিধা নেই। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত সব পদ্ধতি নাজায়েয। (৯/৯৪৮/২৯৫০)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٨ : (قوله أو مقطوعة الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي، وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق له أثر، أو بطليه بمغرة أو بنحته، أو بغسله لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة وأما قطع الرأس عن الجسد بخيط مع بقاء الرأس على حاله فلا ينفي الكراهة -

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۳/ ۲۳۶ : ناقص تصویریں جن میں چہرہ نہ ہو خواہ باقی بدن تمام موجود ہو اس کا استعمال اور گھر میں رکھنا بھی جائز ہے،... لیکن اگر ناقص تصویر میں چہرہ موجود ہو خواہ باقی بدن نہ ہو تو ایسی تصویر کا استعمال اکثر فقہاء کے نزدیک جائز نہیں۔

অপকর্ম রোধে ছবির বাধ্যবাধকতা

প্রশ্ন :

১. অপকর্ম রোধ করার জন্য অপরাধ চিত্রসহ অপকর্মকারীর ছবি তোলার কারণে ফটো চিত্র সংগ্রহকারী গোনাহগার হবে কি না?

Scanned by CamScanner

২. কোনো প্রতিষ্ঠানে ভর্তির ব্যাপারে যদি এমন সমস্যা হয় যে ভালো ছাত্র ভর্তি পরীক্ষা দিচ্ছে এবং তার মাধ্যমে খারাপ ছাত্র ভর্তি হচ্ছে, যা দ্বারা প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য ছাত্র ভর্তি হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। এমতাবস্থায় প্রতিষ্ঠানের সুশৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে ভর্তীচ্ছু ছাত্রদের জন্য ভর্তি ফরমের সহিত এক কপি হাফ ছবি বাধ্যতামূলক করা মাদরাসা বা যেকোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিকোণে কোনো প্রাণীর ছবি তোলা সম্পূর্ণ হারাম। এ ব্যাপারে হাদীস শরীফে অনেক শাস্তির কথা উল্লেখ রয়েছে। অপকর্ম রোধে শরীয়তের নিষিদ্ধ পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি দেওয়া যায় না। প্রয়োজনে তার বিকল্প পদ্ধতি, যা শরীয়ত অনুমোদিত অবলম্বন করা যেতে পারে। (৯/৯৪৮/২৯৫০)

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٧٤ : الثالثة: الضرر لا يزال بالضرر۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٣/ ٢٣٢ : اگر غور سے دیکھا جائے تو جن چیزوں کو شریعت نے حرام کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جس کیلئے انسان اپنی معاشی زندگی میں حقیقی طور پر مجبور و مضطر ہو محض سہولت دیکھ کر فوٹو کی تجویز حکومتوں نے کرلی ہے، ورنہ جب دنیا میں فوٹو ایجاد نہ ہوا تھا اس وقت کیا دنیا کے کاروبار نہ چلتے تھے؟

নামায শেখানোর জন্য মানবদেহের আকার অঙ্কন করা

প্রশ্ন : নামাযের চিত্র সাধারণ মানুষকে দেখানোর নিমিত্তে চোখ, নাক, মুখ ও নাক ব্যতিরেকে পুরো মানবদেহকে ছাপিয়ে প্রত্যেকের হাতে হাতে ও তা মসজিদঘর ইত্যাদিতে লাগানো জায়েয হবে কি না?

উত্তর : চেহারা ব্যতীত শুধু মানবদেহের আকার অঙ্কন ছবি তোলা বলে গণ্য হবে না বিধায় নামাযীর চিত্র সাধারণ মানুষকে দেখানোর নিমিত্তে ছাপিয়ে মানুষের হাতে দেওয়া বা তা ঘর ও মসজিদে রাখা শরীয়ত পরিপন্থী কাজের অন্তর্ভুক্ত হবে না। তবে সাধারণ মানুষের মাঝে এটার মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টকর বিধায় সতর্কতামূলক না ছাপানো উত্তম। (১২/৩৩/২৯৫০)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ١/ ٥٨ : وإن كانت مقطوع الرأس لا بأس به وكذا لو محى وجه الصورة فهو كقطع الراس بخلاف ما إذا قطع يداها ورجلاها۔

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۳/ ۲۳۲ : ناقص تصویریں جن میں چہرہ نہ ہو خواہ باقی بدن تمام موجود ہو اس کا استعمال اور گھر میں رکھنا بھی جائز ہے،... ... لیکن اگر ناقص تصویر میں چہرہ موجود ہو خواہ باقی بدن نہ ہو تو ایسی تصویر کا استعمال اکثر فقہاء کے نزدیک جائز نہیں۔

ছবিযুক্ত দিয়াশলাই মসজিদে রাখা

প্রশ্ন : প্রাণীর ছবিবিশিষ্ট ম্যাচ দিয়াশলাইয়ের প্যাকেট মসজিদে রাখা হয়। এই কারণে রহমতের ফেরেশতা মসজিদে প্রবেশ করবেন কি না এবং নামাযের কোনো ক্ষতি হবে কি না?

উত্তর : ছবিযুক্ত ম্যাচ বিনা প্রয়োজনে ব্যবহারই করবেন না। প্রয়োজনে কিনতে হলে ওই ছবি মুছে দেবেন অজান্তে বা অনিচ্ছায় ওই ধরনের ম্যাচ ঘরে বা মসজিদের থাকলে তা ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক হবে না এবং এর দ্বারা নামাযেরও ক্ষতি হবে না। (১১/২৮৫/৩৫২০)

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۲۳۳ : تصویر رکھنے اور استعمال کرنے کا حکم یہ ہے کہ اگر تصویر چھوٹی ہو، اور غیر مستبین الاعضاء ہو تو اس کو ایسے طور پر رکھنا کہ تعظیم کا شبہ نہ ہو تو جائز ہے، یا ضرورت کی وجہ سے استعمال کی جائے۔ جیسے سکہ کی تصویر تو جائز ہے۔ باقی بڑی تصویریں بلا ضرورت استعمال کرنا یا ایسی صورت سے رکھنا کہ تعظیم کا شبہ ہو ناجائز ہے،... ... وقد صرح فی الفتح بأن الصورة الصغيرة لا تكره فيه البيت۔

টাকার ছবি ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক কি না

প্রশ্ন : ঘরে টাকা থাকে। যেখানে শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি দেওয়া থাকে। জানার বিষয় হলো, ওই ঘরে ফেরেশতা আসবে কি না?

উত্তর : ছবিবিশিষ্ট টাকা-পয়সা নিয়ে নামায পড়া জায়েয। তবে শর্ত হলো, টাকা পকেটে বা লুকায়িত জায়গায় রাখবে। সর্বাবস্থায় ছবিযুক্ত টাকা ঘরে ফেরেশতা প্রবেশে প্রতিবন্ধক নয়। (১১/৮১৭)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ١٧٧٩ (٤١٥٨) : عن مجاهد، قال: حدثنا أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أتاني جبريل عليه السلام، فقال لي: أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل، وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي في البيت يقطع، فيصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع، فليجعل منه -

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٢/ ٣٠ : وفي الخلاصة من كتاب الكراهة رجل صلى ومعه دراهم وفيها تماثيل ملك لا بأس به لصغرها. اهـ أو مقطوع الرأس (قوله أو مقطوع الرأس) أي سواء كان من الأصل أو كان لها رأس ومحي وسواء كان القطع بخيط خيط على جميع الرأس حتى لم يبق لها أثر أو يطليه بمغرة ونحوها أو بنحته أو بغسله وإنما لم يكره لأنها لا تعبد بدون الرأس عادة-

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٦٤٨ : قال في البحر ومفاده كراهة المستبين لا المستتر بكيس أو صرة أو ثوب آخر، وأقره المصنف -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٨ : (قوله لا المستتر بكيس أو صرة) بأن صلى ومعه صرة أو كيس فيه دنانير أو دراهم فيها صور صغار فلا تكره لاستتارها بحر، ومقتضاه أنها لو كانت مكشوفة تكره الصلاة مع أن الصغيرة لا تكره الصلاة معها -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۵۴ : الجواب-کیا یہ ممکن نہیں کہ ان کا چہرہ سیاہی یا چاقو سے مٹادیا جائے کیا یہ شناخت کیلئے کافی نہیں ہوگا۔

📖 جواہر الفقہ (مکتبہ تفسیر القرآن) ۳/ ۲۳۷ : تصویریں اگر کسی غلاف یا تھیلی وغیرہ میں پوشیدہ ہوں یا کسی ڈبہ وغیرہ میں بند ہوں تو اس تھیلی یا ڈبہ وغیرہ کا گھر میں رکھنا جائز ہے اور ملائکہ رحمت کے دخول سے مانع نہیں اگرچہ بنانا اور خریدنا ان کا بھی ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

হযরত ঈসা (আ.) কি মিডিয়া ব্যবহার করবেন

প্রশ্ন : ছবি তোলা সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম কী? একজন বলেন, হযরত ইসা (আ.) কিয়ামতের আগে এসে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তির মিডিয়া ব্যবহার করবেন, ফলে সারা দুনিয়ার মানুষ তাঁকে একসঙ্গে দেখতে পাবে বলে তিনি মনে করেন। এর দ্বারা তো ছবি-ভিডিও প্রমাণিত হয়। এর শরীয়তসম্মত সমাধান জানতে চাই।

উত্তর : একান্ত অপারগতা ছাড়া শরীয়তে ছবি তোলা হারাম। হযরত ঈসা (আ.) কিয়ামতের আগে এসে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেকই চলবেন এবং হুকুমত কায়েম করবেন, নতুন কোনো শরীয়ত বা বিধান জারি করবেন না। (১৯/৬৭২/৮৩৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٨٢٢ : الجواب- تصویر کشی شریعت اسلامیہ میں مطلقا حرام ہے خواہ قلم سے ہو یا بصورت فوٹو گرافی یا بصورت طباعت و پریس بشر طیکہ کسی جاندار کی تصویر ہو۔

ছবি তোলা, দেখা ও ঘরে ঝুলিয়ে রাখা

প্রশ্ন : আমি দশম শ্রেণীর একজন ছাত্র। আমি প্রথম শ্রেণী থেকে অদ্যাবধি স্কুলে অধ্যয়ন করে আসছি। আর স্কুলে প্রায় পুস্তকেই জাতীয় নেতাদের ছবি থাকে। তদ্রূপভাবে আমরা যে দৈনিক পত্রিকা পড়ি তাতেও বিভিন্ন ছবি থাকে। এবং আমাদের বাসায়ও দাদা-দাদির ছবি লটকানো থাকে। এভাবে বিভিন্ন বাসায় অফিসে নেতা-নেত্রীর ছবি ঝুলিয়ে রাখা হয়। জানার বিষয় হলো, ছবি তোলা বা দেখা এবং তা ঘরে ঝুলিয়ে রাখা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যেকোনো ধরনের প্রাণীর ছবি তোলা হারাম। হাদীসে পাকে এর কঠোর শাস্তি ও লানতের কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এ ধরনের ছবির প্রতি লক্ষ করে দৃষ্টি নিবদ্ধ করা নাজয়েয ও মারাত্মক গোনাহ বলে কিতাবে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। তদ্রূপ জীবের ফটো ঘরে টাঙিয়ে রাখলে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করে না, আল্লাহ পাকের রহমত থেকে

Scanned by CamScanner

বঞ্চিত হতে হয় বলে হাদীসে আছে। অনুরূপভাবে মাটি ও প্লাস্টিক এবং অন্য কোনো পদার্থের দ্বারা মূর্তি, প্রতিকৃতি বানানো এবং তা ঘরে রাখা হারাম ও লানতের কাজ। এ ধরনের কাজ থেক মুসলমানের বেঁচে থাকা অত্যন্ত জরুরি। তবে বইয়ের ভেতর এবং পত্রিকায় যে ছবি থাকে তা প্রকাশ্যে দেখা যাওয়ার মত না রেখে যথাসাধ্য নিশ্চিহ্ন করে দেওয়ার বিধান শরীয়তে রয়েছে। (১১/৪৬৭)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير».

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٤ (٥٩٦٢) : عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أنه اشترى غلاما حجاما، فقال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله، والواشمة والمستوشمة والمصور».

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ١٨٩ : اخبار کا مطالعہ کرتے وقت مردوں اور عورتوں کی تصاویر دیکھنا کیسا ہے؟

الجواب- اگر ضرورت سے اخبار دیکھنا ہی ہو تو تصویریں دیکھنے سے حتی الامکان اجتناب کرنا چاہئے اور تصاویر کو قلم زد کر دینا چاہئے۔

ছবি অঙ্কন করা এবং ক্ষেতে ও গাছে কাকতাড়ুয়া স্থাপন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় কিছু লোক তাদের মরিচ, বেগুন ইত্যাদি ক্ষেতে রান্নাবান্নার মাটির পাতিলের কালো পৃষ্ঠায় চুনা দিয়ে চোখ বানিয়ে ক্ষেতের ওপর রেখে দেয়। কোনো কোনো সময় ক্ষেতে বা লিচুগাছে খড় দিয়ে মানুষের আকৃতি বানিয়ে টাঙিয়ে রাখে এবং কখনো কখনো সেই খড়ের ওপর জামাও পরিয়ে রাখে। তাদের এ উদ্দেশ্য থাকে যে, মানুষের কুদৃষ্টি যেন এই জমিতে বা গাছে না পড়ে অথবা কোনো প্রাণী যেন ফসল নষ্ট না করে। প্রশ্ন হলো, এসব কাজ করা বৈধ কি না?

উত্তর : হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে আল্লাহ তা'আলা কোনো কোনো লোকের মধ্যে এমন বিষাক্ত দৃষ্টি রেখেছেন, সে যখনই যেকোনো জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দেয় ওই জিনিস ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায়। হাদীস শরীফে তার প্রতিকারের বিভিন্ন পদ্ধতি বর্ণিত আছে। যেমন এক হাদীসে আছে যে সূরায়ে ফাতিহা ও আয়াতুল কুরসী কুদৃষ্টি রোধ করে, তেমনি হাদীসে আছে যে হাড়ি-বাটি ইত্যাদি এ ধরনের অন্য জিনিসও অপদৃষ্টি রোধ করে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অপদৃষ্টির প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। তবে

Scanned by CamScanner

কোনো অবস্থাতেই মূর্তির আকার যেন ধারণ না করে সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে মানুষের আকার মাথাবিহীন করতে পারবে। (১/১৬০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٤٨ (٥٧٤٠) : عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «العين حق» -

📖 الفتح الرباني (دار إحياء التراث) ١٧/ ١٨٨ : ومعناه أن الإصابة بالعين (حق) أى كائن مقضى به فى الوضع الالٰهى لا شبهة فى تأثيرة فى النفوس والأموال (قال القرطبى) هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة وانكرة قوم مبتدعة وهم محجوجون بما يشاهد منه فى الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل أدلته القدر لكنه بمشيئة الله تعالى، ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل فتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من تأثير السحر ما يقضى منة العجب، وتحقيق أن ذلك فعل مسبب كل سبب أى الجبل العالى- قال الحكماء والعائن يبث من عينة قوة سمية تتصل بالمعين (بفتح الميم) فيهلك نفسه قال ولا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل مسام بدنة فيخلق الله الهلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم وهو بالحقيقة فعل الله قال المأزرى وهذا ليس على القطع بل جائز أن يكون وأمر العين مجرب محسوس لا ينكره إلا معاند -

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١٢/ ١٦٦ : وروي أن عثمان رأى صبيا مليحا، فقال: دسموا نونته كيلا تصيبه العين. ومعنى دسموا، أي: سودوا، والنونة: الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير.

وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، " أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه، أو دخل حائطا من حيطانه، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ".

وروي عن عائشة، أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء، ثم يعالج به المريض.

وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله، ويسقيه المريض.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٤ : وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين، لأن العين حق تصيب المال، والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى

Scanned by CamScanner

الزرع يقع نظره أولا على الجماجم، لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي «أن امرأة جاءت إلى النبي – صلى الله تعالى عليه وسلم – وقالت نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين فأمر النبي – صلى الله عليه وسلم – أن يجعل فيه الجماجم» اهـ

[تتمة] في شرح البخاري للإمام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين» -

📖 شرح معاني الآثار (عالم الكتب) ٤/ ٢٨٧ (٦٩٤٧) : عن أبي هريرة قال: «الصورة الرأس، فكل شيء ليس له رأس، فليس بصورة» وفي قول جبريل، صلوات الله عليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة إما أن تجعلها بساطا، وإما أن تقطع رءوسها -

ছবিযুক্ত কাগজ ফটোস্ট্যাট করা

প্রশ্ন : জনৈক ফটোস্ট্যাট মেশিনের মালিক টাকার বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের কাগজ ফটোস্ট্যাট করে। তবে কোনো কোনো কাগজে প্রাণীর ছবিও থাকে। এ ধরনের ছবিযুক্ত কাগজ ফটোস্ট্যাট করে দেওয়ার বিধান কী?

উত্তর : শরীয়তসম্মত কোনো জরুরতের সমাধানের জন্য ফটোবিহীন বিকল্প কোনো ব্যবস্থা যদি না থাকে তবে এর জন্য ফটো উঠানো বা ফটোযুক্ত কোনো কাগজ মেশিনের মাধ্যমে ফটোস্ট্যাট করে দেওয়া বৈধ। অন্যথায় বৈধ বলা যায় না। (১৬/৯৪৮/৬৮৫০)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤ /١٦٤ : أما اتخاذ الصورة الشمسية للضرورة أو لحاجة كحاجتها فى جواز السفر وفى التأشيرة وفى البطاقات الشخصية أو فى مواضع يحتاج فيها إلى معرفة هوية المرء فينبغى أن يكون مرخصا فيه فإن الفقهاء رحمهم الله استثنوا مواضع الضرورة من الحرمة -

📖 جواهر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۳ /۲۳۸ : بیع وشراء میں اگر تصاویر خود مقصود نہ ہو بلکہ دوسری چیزوں کے تابع ہوکر آجائیں جیسے اکثر کپڑوں میں عورتیں لگی ہوتی ہے یا برتنوں اور دوسری مصنوعات جدیدہ میں اس کا رواج عام ہے تو اس میں خرید

Scanned by CamScanner

وفروخت تبعاجائز ہے... لیکن جبکہ خود تصاویر ہی کی بیع وشراء مقصود ہو تو خریدنااور فروخت کرنادونوں ناجائز ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۱۹/ ۴۷۸ : الجواب-جاندار کی تصویر چھاپنااور اور شائع کرناشر عاجائز نہیں، لیکن اگر پریس مشینوں میں دوسری جائز چیزیں بھی چھاپی جائیں اور اس کے ساتھ تصویریں بھی ہوں اور تصویریں کم ہو اور جائز چیزیں زائد ہوں تو ایسی تمام آمدنی کو ناجائز نہیں کہاجائیگا۔

প্রেসের মালিকদের ছবিযুক্ত পোস্টার ছাপানো

প্রশ্ন : জনৈক প্রেসের মলিক বিভিন্ন ধরনের কাগজ ছাপেন। কখনো কখনো ছবিযুক্ত কাগজ; যেমন–নির্বাচনী পোস্টার ছাপাতে হয়। এতে মালিকের গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : নির্বাচনী প্রতীক বা মনোগ্রাম ছবি যুক্ত হওয়া যেহেতু শরীয়তের কোনো জরুরতের মধ্যে পড়ে না বিধায় এসব ফটো যুক্ত কাগজ ছাপিয়ে দেওয়া বৈধ হবে না। (১৬/৯৪৮/৬৮৫০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨٢ (٢١٠٨) : عن نافع، أن ابن عمر، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الذين يصنعون الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "-

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۳ / ۲۲۳ : مسئلہ جیسے قلم سے تصویر کھینچنا ناجائز ہے ایسے ہی فوٹو سے تصویر بنانا یا پریس پر چھاپنا یا سانچہ اور مشین وغیرہ میں ڈالنا یہ بھی ناجائز ہے۔

ছবিসহ পলিথিন ব্যাগ তৈরি করা

প্রশ্ন : আমার পলিথিন তৈরির কারখানা আছে। এতে কোনো সময় এমন ব্যাগ ও প্যাকেট তৈরির অর্ডার আসে, যাতে ছবি প্রিন্টের শর্ত থাকে। ইসলামী শরীয়তে এর বিধান কী?

উত্তর : যেহেতু মালামালের চাহিদা বাজারে বৃদ্ধি পায় গুণগত মানের কারণে, তাই ওই সব মালের প্যাকেটে ছবি উঠানো শরয়ী কোনো জরুরতের আওতায় পড়ে না বিধায় ওই সব ছবিযুক্ত ব্যাগ তৈরি করাও বৈধ নয়। (১৬/৯৪৮/৬৮৫০)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اه فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اه كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها.

📖 جواہر الفقہ ۳ / ۲۱۷ : جتنے استعمالی سامان تیار ہوتے ہیں یا کھانے پینے کی اشیاء تیار کی جاتی ہیں اس کے باہر جاندار کی تصاویر چھاپنا ناجائز و حرام ہیں.... کھانے کی بعض چیزوں میں مثلا بسکٹ وغیرہ میں جاندار کی تصاویر چھاپ دیتے ہیں چھاپنے والے تو گناہگار ہوں گے لیکن ان بسکٹوں کھانے والے گناہ گار نہ ہوں گے۔

ছবি তুলে লোড করে দিয়ে উপার্জন করা

প্রশ্ন : ১. ক্যামেরা ও কম্পিউটারের মাধ্যমে ছবি তোলার দ্বারা উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি না?

২. কম্পিউটার থেকে মোবাইল ফোনে গান রেকর্ডিং করে দেওয়ার মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি না?

উত্তর : জীব-জন্তুর ছবি উঠানো ও গান-বাদ্যের মতো নিষিদ্ধ ও হারাম বস্তুকে আয়ের মাধ্যম বানানোর কোনো সুযোগ ইসলামী শরীয়তে নেই। এ ধরনের আয় সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং একজন মুসলমান এ ধরনের পেশাকে আয়ের উৎস বানাতে পারে না। (১৫/২৪২/৫৯৯৫)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١١٢ (٢٢٢٥) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما، إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعته يقول: «من صور صورة، فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها

Scanned by CamScanner

أبدا» فربا الرجل ربوة شديدة، واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع، فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱۰ /۳۰۴ : ذی روح کی تصویر بنانا اور اسے گھر میں اور کسی جگہ آویزاں کرنا اور اس کی خرید وفروخت کرنا جائز نہیں ہے گناہ کبیرہ ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۳۹/۴ : تصویر بنانے کی نوکری کرنا جائز نہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ۲ /۴۵۹ : گانے بجانے کے ذریعہ کمائی کرنا اور اس کو ذریعہ معاش بنانا جائز نہیں اور حضور ﷺ نے اس سے منع فرمایا ہے اس لئے کہ گانے بجانے سے دل میں سختی اور دین سے دوری پیدا ہوتی ہے لہذا اس کے ذریعہ کما ہوا مال حرام ہوگا۔

কার্টুন ছবির সফটওয়্যার তৈরি করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিভিন্ন সফটওয়্যার কোম্পানি ব্যবসার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন জীবের যথা–মানুষ, কুকুর, বিড়াল ইত্যাদির কার্টুন ছবি অঙ্কন করে প্রোগ্রাম তৈরি করে থাকে। এই জীবের কার্টুনগুলোকে কখনো কখনো সরাসরি আকৃতিতে প্রকাশ করা হয়। এ ধরনের সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোতে উল্লিখিত প্রোগ্রাম তৈরি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ হবে কি না?

উত্তর : একান্ত প্রয়োজন ব্যতীত জীব-জন্তুর ছবি তোলা বা অঙ্কন করা অথবা কার্টুনের মাধ্যমে প্রকাশ করা সরাসরি হোক বা বিকৃত রূপে হোক, শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। হাদীসের সুস্পষ্ট বর্ণনা মতে, জীবের চিত্র অঙ্কনকারীর ওপর আল্লাহ তা'আলা ও তার রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর লানত ও অভিশাপ। কিয়ামত দিবসে কঠিন শাস্তি তাদের ওপর অবধারিত। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে জীবের ছবি অঙ্কন করে তা দিয়ে প্রোগ্রাম তৈরি করা শরীয়ত সমর্থিত নয় বিধায় এ ধরনের কোম্পানিগুলোতে অবৈধ ও অভিশপ্ত প্রোগ্রাম তৈরি করা শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। (৯/৪৫৯/২৭১০)

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٢/ ٢٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصويره صورة الحيوان وأنه قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء تصوير صور الحيوان حرام شديد التحريم وهو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث يعني مثل ما في الصحيحين عنه -

Scanned by CamScanner

صلى الله عليه وسلم - «أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يقال لهم أحيوا ما خلقتم» -

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٠ : وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه مضاهاة لخلق الله تعالى -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۲۲ : تصویر کشی شریعت اسلامیہ میں مطلقا حرام ہے۔ خواہ قلم سے ہو یا بصورت فوٹو گرافی یا بصورت طباعت و پریس بشرطیکہ کسی جاندار کی تصویر ہو۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۳۹/۴ : تصویر بنانے کی نوکری کرنا جائز نہیں۔

ভিডিও এবং এডিটিং ব্যবসা

প্রশ্ন : আমার বড় ভাই পেশায় একজন ভিডিও ব্যবসায়ী। বিয়ে, গায়ে হলুদ, জন্মদিন, বিজ্ঞাপন নির্মাণসহ বিভিন্ন ধরনের সামাজিক অনুষ্ঠানে ভিডিও ধারণ এবং এডিটিং (কম্পিউটারের মাধ্যমে অলঙ্করণ) করেন। এ টাকা সাংসারিক খাতে ব্যয়সহ আমাকে ব্যক্তিগতভাবে প্রদান করেন। আমি একজন মাদরাসার ছাত্র। এমতাবস্থায় ওই টাকা এবং বাড়িতে গেলে তাঁর টাকা থেকে ক্রয়কৃত পণ্য ব্যবহার ও খাওয়ার হুকুম কী? এবং আমার করণীয় কী? উল্লেখ্য, আমার ভাইয়া এ পেশা ছেড়ে দিলে লক্ষ লক্ষ টাকার ক্ষতি হবে। কারণ ওইগুলো অল্প মূল্যে বিক্রি ছাড়া উপায় নেই এবং অন্য পেশা বা ব্যবসায় অভিজ্ঞতা না থাকায় চরম ভোগান্তির শিকার হবেন। এ অবস্থায় তাঁর করণীয় কী?

উত্তর : যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা, ভিডিও করা শরীয়তের অকাট্য দলিল দ্বারা নিষিদ্ধ ও হারাম। ফটো চিত্রকারের ওপর আল্লাহ ও রাসূলের লানত ও অভিশাপ নাজিল হয় এবং এগুলো দ্বারা অর্জিত টাকাও হালাল নয়। তাই তার হারাম উপার্জন থেকে আপনার ভরণপোষণের জন্য সে যা কিছু ব্যয় করবে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে না। উপরন্তু তাকে নসীহত করা আপনার ওপর অত্যাবশ্যক, যাতে সে এ হারাম কাজ থেকে বিরত থাকে। এতদসত্ত্বেও যদি সে এ ধরনের শরীয়ত পরিপন্থী উপার্জন থেকে বিরত না থাকে এবং আপনিও নিরুপায় হন, সে ক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজন অনুযায়ী সাময়িকের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়ার অনুমিত আছে। এমতাবস্থায় আপনার গোনাহ হবে না। তবে প্রয়োজনাতিরিক্ত উপকৃত হওয়া সমীচীন নয়।

আর আপনার ভাইয়ার জন্য এ পেশা ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো বৈধ পেশায় আত্মনিয়োগ করা জরুরি, যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে ক্ষতি হয়। কেননা যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে আল্লাহ তার জন্য রাস্তা বের করে দেন এবং এমন জায়গা থেকে তার রিজিকের ব্যবস্থা করেন, যা সে কল্পনাও করতে পারে না। (১৩/৩৪৮/৫২৯১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم " -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ١٢ / ٣٩ : أن تصوير ذي روح حرام، وأن مصوره توعد بعذاب شديد، وهو قوله: فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها، وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية، فكرهت كل صورة، وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعا للذريعة.

📖 فتاوى إسلامية (دار الوطن) ١/ ٢٦٤ : س- أنا شاب مسلم بدون عمل، عائلتي تصرف في المأكل والمشرب من مصدر حرام، هل تجوز صلاتي؟

ج- لا يجوز لك أن تأكل أو أن تلبس أو أن تنفق مما بُذل لك من الكسب الحرام {ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب} . لكن لا تأثير لذلك على صلاتك، بل هي صحيحة. اللجنة الدائمة -

📖 فيه أيضا ٤/ ٢٢٩ : س- إذا كان والدي مكسبه حرام، فهل يجوز لنا أن نأكل مما يحضره لنا وإذا كان لا يجوز، فما العمل؟

ج- إذا كان مكسب الوالد حراماً فإن الواجب نصحه، فإما أن تقوموا بنصحه بأنفسكم إن استطعتم إلى ذلك سبيلاً، أو تستعينوا بأهل العلم ممن يمكنهم إقناعه، أو تستعينوا بأصحابه لعلهم يقنعونه حتى يتجنب هذا الكسب الحرام، فإذا لم يتيسر ذلك، فلكم أن تأكلوا منه بقدر الحاجة، ولا إثم عليكم في هذه الحالة، لكن لا ينبغي أن تأخذوا أكثر من حاجتكم للشبهة في جواز الأكل ممن كسبه حرام. الشيخ ابن عثيمين -

Scanned by CamScanner

টিভিতে দেখানোর জন্য পণ্যের বিজ্ঞাপন তৈরি করা

প্রশ্ন : আমার একটি মাজন ফ্যাক্টরি আছে। আমি টিভিতে তার বিজ্ঞাপন করতে চাই। জানার বিষয় হলো, শরীয়তে টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়া বৈধ কি না? অধিকন্তু তাতে পুরুষ বা নারীর চিত্র এবং মিউজিক ইত্যাদি বৈধ কি না? শরয়ী প্রমাণের মাধ্যমে তা জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : টিভিতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য কোনো প্রাণীর চিত্র ব্যবহার করা, যার মধ্যে চেহারা, মুখমণ্ডল ইত্যাদি প্রকাশ পায় ফটোর অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় হারাম ও নাজায়েয হবে। নারীর চিত্র হলে সাথে মিউজিক হলে এ গোনাহ আরো অতিমাত্রায় বৃদ্ধি পাবে। সুতরাং সর্বাবস্থায় এজাতীয় চিত্র প্রকাশ মারাত্মক অপরাধ ও অন্যায় বলে সাব্যস্ত হবে। (১৩/৬০৩/৫৩৭৭)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ٦ / ١٣ : ودلت المسألة على أن الملاهي كلها حرام حتى التغني بضرب القضيب، وكذا قول أبي حنيفة ابتليت يدل على ذلك؛ لأن الابتلاء يكون بالمحرم -

📖 جامع الفتاوى (ربانى بكڈپو) ١ / ٦٠٢ : اپنی تجارتی چیز کو مشہور کرنے کے لئے سینما کا ذریعہ اختیار کرنا جو شیطانی گھر ہے اور اسی طرح سنیما کی مدد کرنا درست نہیں ہے دیندار اور دینی منصب والے کے لئے زیادہ برا اور بدنامی کی چیز ہے دنیا کی موہوم نفع کے لئے دین کا نقصان کرنا۔

মোবাইলে ছবি ও ভিডিও করা

প্রশ্ন : মোবইলে ছবি তোলা ও ভিডিও করার হুকুম কী?

উত্তর : যেকোনো প্রাণীর ছবি তোলা হারাম ও নাজায়েয। তাই মোবাইলের দ্বারা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছবি ধারণ করা কম্পিউটারের সাহায্যে তা স্থায়ী করা না হলেও নির্ভরযোগ্য মতানুযায়ী তা হারামের অন্তর্ভুক্ত। (১৩/১০১০)

📖 عمدة القاري (دار إحياء التراث) ١٢ / ٣٩ : أن تصوير ذي روح حرام، وأن مصوره توعد بعذاب شديد، وهو قوله: فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها، وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المصورين. وعن

Scanned by CamScanner

عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية، فكرهت كل صورة، وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعا للذريعة.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲۷۱/۶ : ضرورت اور قانونی شرعی مجبوری کے بغیر تصویر بنانا اور بنوانا جائز نہیں گناہ کا کام ہے۔

টিভিতে ফুটবল খেলা দেখা ও দেখায় অভ্যস্ত শিক্ষকের হুকুম

প্রশ্ন : ক. বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত সোর্ড অব টিপু সুলতান ও বিশ্বকাপ ফুটবল দেখা জায়েয আছে কি না?

খ. যে শিক্ষক ওই সব অনুষ্ঠান দেখায় অভ্যস্ত এবং যার কুপ্রভাবে ছাত্রদের শিক্ষা-দীক্ষায় বিঘ্ন হচ্ছে, সে শিক্ষককে মাদরাসায় রাখা যায় কি না?

উত্তর : কওমী মাদরাসার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো একটি আদর্শভিত্তিক পরিবেশে মুসলমান ছাত্রদের আদর্শ ছাত্র হিসেবে তৈরি করা। সেখানে আদর্শ পরিপন্থী কাজ ছাত্র করুক বা শিক্ষক করুক, তাদের স্থান মাদরাসায় হতে পারবে না। টিভি ও ফুটবল দেখায় অভ্যস্ত শিক্ষককে সর্বপ্রথম মাদরাসা থেকে অব্যাহতি দিয়ে মাদরাসার সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে হবে। উপমহাদেশের শীর্ষ স্থানীয় উলামায়ে কেরামের মত হলো যে নিম্নলিখিত কারণগুলো পাওয়া যাওয়ার কারণে বিটিভি কর্তৃক প্রচারিত টিপু সুলতান ফিল্ম ও ফুটবল খেলা ইত্যাদি দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ ও নাজায়েয। যেমন :

১. অযথা সম্পদ ও সময়ের অপচয় করা।
২. ইসলামী শরীয়তে যেকোনো প্রাণীর চিত্রাঙ্কন গোনাহ।
৩. কোনো বিশিষ্ট মুসলমানের ফটো তৈরি করা অপেক্ষাকৃত বেশি গোনাহ, কারণ তিনি নিজেই বিশ্বাসগতভাবে এটাকে অবৈধ মনে করতেন।

উপরন্তু বিশ্বকাপ ফুটবলে আরো কয়েকটি লক্ষণীয় বিষয় আছে। প্রথমত, এসব খেলা বিধর্মীদের সৃষ্টি বলে মুসলমানদের জন্য অনুচিত। এ ছাড়া সতরের ব্যাপারে উলঙ্গপনা ও বেহায়াপনার কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। (২/২০০/৪০০)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲۵۸/۴ : شریعت اسلامیہ میں جاندار کی تصویر بنانا مطلقا معصیت ہے خواہ کسی کی تصویر ہو اور خواہ مجسمہ ہو یا غیر مجسمہ ہو اور کسی مسلمان کی تصویر

Scanned by CamScanner

بنانااور زیادہ معصیت ہے کہ اس میں ایسے شخص کوآلہ معصیت بناناہے جواس کواعتقادا
قبیح جانتاہے۔

📖 موجودہ زمانہ کے شرعی مسائل کاحکم ص ۱۳۴ : ٹیلیویژن پر جو کچھ نظر آتاہے وہ دراصل
بجلی مشین کی ذریعہ لیکر دکھایاجانے والاعکس سایہ یاظل ہے لھذااس کاحکم بھی وہی ہوگاجو
ان اصل مناظر کا ہے کہ جو ٹیلیویژن میں پیش کئے گئے ہیں یعنی گانا بجانا رقص
وسرور(ناچرنگ) کامرد وعورت سب کیلئے سننااور دیکھنا ٹیلیویژن پر بھی حرام ہے اور
بے پردہ غیر محرم عورتوں کی پیش کئے ہر پروگرام کادیکھنا سننا حتی کہ ایسی عورتوں سے
خبریں سننا بھی ٹیلی ویژن پر نظر ڈالکر مردوں کے لئے ناجائز ہوگااور کیمیرہ کے ذریعہ یا
کسی بھی ذریعہ سے لئے گئے فوٹو کایعنی جاندار وکی تصویریں لیکرانھیں ٹی وی پر دکھایاجائے
توان کادیکھنا بھی درست نہ ہوگا۔

মুসল্লিসহ মসজিদের ভিডিও করা এবং মসজিদের ছবি ক্রয় করা

প্রশ্ন : আমাদের বায়তুল মাহমুদ জামে মসজিদ কুয়েতি সংস্থার মাধ্যমে নির্মিত হয়েছে। এ নির্মাণকাজে কুয়েতের ফাতেমা নামের একজন মহিলা ১০০০০০০ (দশ লক্ষ) টাকা দান করেছেন। তাঁর পক্ষে (বার্ধক্যের দরুন) বাংলাদেশে এসে মসজিদ দেখা সম্ভবপর নয় বিধায় উক্ত সংস্থার মাধ্যমে তাঁর আত্মতৃপ্তির জন্য এবং তাঁর টাকা দিয়ে বাংলাদেশে মসজিদ নির্মাণ হয়েছে কি না তা দেখার জন্য প্রমাণস্বরূপ মুসল্লিসহ ভিডিও করে পাঠানো হলে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? এ সংস্থা বাংলাদেশে এ নিয়মে ৩০০-৪০০ মসজিদ নির্মাণ করেছে। ওই সমস্ত মসজিদ এবং মুসল্লির কী হুকুম এবং এতে কি সংস্থা গোনাহগার হবে? উল্লেখ্য, মুসল্লির সংখ্যা বেশি দেখাতে পারলে দ্বিতীয় তলার জন্য সাহায্য পাওয়া যাবে, তাই মুসল্লিসহ ভিডিও করাও প্রয়োজন।
মুসল্লিসহ বাংলাদেশের জাতীয় মসজিদ এমনকি মক্কা-মদীনার মসজিদের বাজারে যেসব ছবি বা ভিডিও পাওয়া যায় তা ক্রয় করা বা দেখা কেমন?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে কোনো প্রাণীর ফটো তোলা হারাম। হাদীস শরীফে "ফটো উত্তোলনকারী" অভিশপ্ত বলে ঘোষণা করা হয়েছে। তবে হজ যদি ফটো তোলা ছাড়া সম্ভব না হয়, অপারগতায় উলামায়ে কেরাম তার অনুমতি প্রদান করেছেন। প্রশ্নে উল্লিখিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে মুসল্লিদের ফটো তোলা বা ভিডিও করা কোনো অবস্থাতেই বৈধ হবে না। তবে দাতার আত্মতৃপ্তি ও বিশ্বাসের জন্য বিকল্প অনেক পদ্ধতি গ্রহণ করা যেতে পারে। যেমন : দাতার প্রতিনিধি এসে স্বচক্ষে দেখা বা মুসল্লি ছাড়া শুধু মসজিদের ফটো তুলে দাতার নিকট প্রেরণ করা ইত্যাদি। এসব পদ্ধতি অবলম্বন করলে উদ্দেশ্যও পূর্ণ হবে এবং পাপের অংশীদারও হতে হবে না। গোনাহের

Scanned by CamScanner

কাজ যে কেউ করুক না কেন গোনাহগার হবে, এতে ব্যক্তি বা সংস্থার কোনো পার্থক্য নেই। গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়ে দ্বিতীয় তলার সাহায্যের আশাবাদী হওয়া নিছক অজ্ঞতা এবং ঈমান পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ পাক প্রয়োজনে প্রথম তলার মতো দ্বিতীয় তলার ব্যবস্থাও করে দেবেন। আল্লাহর ওপর ভরসা করাই ঈমানের দাবি।

মক্কা শরীফ, মদীনা শরীফ বা যেকোনো মসজিদের ফটো ক্রয় করা বা দেখতে কোনো অসুবিধা নেই। তবে যেসব মসজিদের সাথে মুসল্লিদের ফটো স্পষ্ট থাকে তা ক্রয় করা বা ঘরে রাখা নিষেধ। (৬/৩০৩/১২২২)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ إِنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 وفيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۲۳۳/۹ : تصویر بنانے اور بنوانے کا حکم تو یہ ہے کہ وہ مطلقا حرام ہے خواہ تصویر پر چھوٹی بنائی جائے یا بڑی، کیونکہ علت ممانعت دونوں حالتوں میں یکساں پائی جاتی ہے اور علت ممانعت مضاہات تخلق اللہ ہے۔

📖 فیہ ایضا۹/ ۲۳۵ : تصویروں کا خریدنا بیچنا ناجائز ہے خواہ وہ چھوٹی ہوں یا بڑی اور بچوں کے کھیلنے کی ہوں یا اور کسی غرض کیلئے۔

ত্রাণ বিতরণের প্রমাণস্বরূপ ছবি তোলা

প্রশ্ন : আমেরিকার এক লোক বাংলাদেশে ত্রাণ বিতরণের জন্য বাংলাদেশি এক লোককে কিছু টাকা দেয় এ শর্তে যে ত্রাণ গ্রহণকারীর ফটো তুলে আমাকে দেখাবে। এ ফটো তোলা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ফটো তোলা ও তা অপরকে দেখানো বৈধ নয়। তাই প্রশ্নোক্ত ক্ষেত্রে ফটো তুলে দেখানো শর্ত করলে উপরোক্ত নীতিমালা অনুযায়ী ফটো তোলা বৈধ হবে না। বরং সাওয়াবের নামে স্পষ্ট গোনাহে লিপ্ত হওয়ার অপরাধ হবে। (১৪/৬৩৭/৫৭২৪)

📖 صحيح البخارى ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۷ /۸۰ : اگر قانونی مجبوری کی وجہ سے آدمی تصویر بنانے پر مجبور ہو تو اللہ تعالی کی رحمت سے امید کی جاتی ہے کہ وہ اس فعل حرام پر گرفت نہیں فرمائیں گے اور جہاں کوئی مجبوری نہیں اس پر قیامت کے دن شدید ترین عذاب کی وعید آئی ہے یعنی سب سے سخت عذاب قیامت کے دن تصویر بنانے والوں کا ہوگا۔

পুরুষের ছবি পুরুষের দেখা

প্রশ্ন : এক পুরুষের ফটো অন্য পুরুষ দেখতে পারবে কি না? এ ব্যাপারে অনেকে যেমন শুনেছি মুফতী ওলী হাসান টুংকী (রহ.) নাকি নাজায়েয হওয়ার ফাতওয়া দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সঠিক ফাতওয়া কী?

উত্তর : ফটো পুরুষের হলেও ইচ্ছা করে তা দেখা নাজায়েয। (৮/৩২৪/২১১৯)

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۳/ ۲۳۹ : جن تصاویر کا بنانا اور رکھنا ناجائز ہے ان کا ارادہ اور قصد کیساتھ دیکھنا بھی ناجائز ہے البتہ تبعا نظر پڑ جائیں تو مضائقہ نہیں جیسے کوئی اخبار یا کتاب مصور ہے مقصود اسکا دیکھنا ہے بلاارادہ تصویر بھی سامنے آجاتی ہے اس کا مضائقہ نہیں جیسے کوئی اخبار یا کتاب مصور ہے، مقصود اسکا دیکھنا ہے بلاارادہ تصویر بھی سامنے آجاتی ہے اسکا مضائقہ نہیں۔... ...

📖 مسئلہ ۱ -اس بیان سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سینما کا دیکھنا اگر دوسری خرابیوں سے قطع نظر بھی کی جائے تو اس کی ممانعت کیلئے صرف یہی کافی ہے، اس میں تصاویر متحرکہ دکھلائی جاتی ہیں پھر جب حالات پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اس سے بھی زیادہ

Scanned by CamScanner

بہت سے منکرات محرمات خود عمل میں آتے ہیں اور بہت سے معاصی کیلئے اس کا دیکھنا سبب قریب بنتا ہے اس لئے اس تماشے کا دیکھنا اور دیکھلانا سب ناجائز ہے۔

মোবাইলে ছবি তুলে সংরক্ষণ বা ডিলিট করা

প্রশ্ন : ক্যামেরাসম্বলিত মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় ও ব্যবহারের মাধ্যমে ফটো তুলে মোবাইলে সেই ফটো সংরক্ষণ করা জায়েয আছে কি না? এমনিভাবে ফটো তুলে ওই ফটো সাথে সাথে ডিলিট বা নষ্ট করে ফেলা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, অনেকে প্রাকৃতিক দৃশ্য সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে ক্যামেরা মোবাইল ব্যবহার করে থাকে।

উত্তর : ক্যামেরাসম্বলিত মোবাইল ফোন ক্রয়-বিক্রয় ও এর ব্যবহার বৈধ। কিন্তু তার মাধ্যমে কোনো প্রাণীর ছবি উঠানো এবং সংরক্ষণ করা গোনাহে কবীরা ও হারাম। চাই ডিলিট বা নষ্ট করার উদ্দেশ্যে উঠানো হোক। তবে প্রাকৃতিক দৃশ্য যেখানে কোনো জীবের ছবি না থাকে তা উঠানো এবং সংরক্ষণ করাতে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ নেই। (১৩/৮২৫/৫৪৩০)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨٣ (٢١١٠) : عن سعيد بن أبي الحسن، قال: جاء رجل إلى ابن عباس، فقال: إني رجل أصور هذه الصور، فأفتني فيها، فقال له: ادن مني، فدنا منه، ثم قال: ادن مني، فدنا حتى وضع يده على رأسه، قال: أنبئك بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل مصور في النار، يجعل له، بكل صورة صورها، نفسا فتعذبه في جهنم» وقال: «إن كنت لا بد فاعلا، فاصنع الشجر وما لا نفس له»، فأقر به نصر بن علي -

📖 شرح مسلم للنووى (دار الغد الجديد) ١٤/ ٨١ : وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة حيوان فليس بحرام هذا حكم نفس التصوير-

📖 فيه أيضا ١٤/ ٩١ : وأما الشجر ونحوه ممالا روح فيه فلا تحرم صنعته ولا التكسب به وسواء الشجر المثمر وغيره وهذا مذهب العلماء كافة -

📖 الدر المختار (سعيد) ٢٦٨/٤ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الفتح: ينفذ

Scanned by CamScanner

حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا، فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٦٨ : وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه العازف، وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

📖 فيه أيضا ١ /٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل بتواتره اهـ كلام البحر ملخصا. وظاهر قوله فينبغي الاعتراض على الخلاصة في تسميته مكروها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳ / ۱۱۱ : قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کی عین سے معصیت قائم ہو اس کا بیع کرنا ممنوع ہے اور جس چیز میں تغیر و تبدل کے بعد معصیت کا آلہ بنایا جاوے اس کی بیع جائز ہے۔

মোবাইলে ভিডিও কলের হুকুম

প্রশ্ন : কিছু মোবাইল রয়েছে, যাতে আলাপকারীর ছবি সরাসরি দেখা যায়। প্রশ্ন হলো, এই ছবি দেখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ভিডিও কলে ছবি সংরক্ষণ না হলে তা জায়েয। এ ক্ষেত্রে যাদের সাথে সরাসরি দেখা-সাক্ষাৎ জায়েয, ভিডিও কলেও জায়েয। পক্ষান্তরে যাদের সাথে সরাসরি দেখা জায়েয নেই, ভিডিও কলেও জায়েয নেই। (১৩/৮২৩/৫৪২২)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم ".

Scanned by CamScanner

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ١٢ / ٣٩ : أن تصوير ذي روح حرام، وأن مصوره توعد بعذاب شديد، وهو قوله: فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها، وفي رواية لمسلم: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفسا، فيعذبه في جهنم. وروى الطحاوي من حديث أبي جحيفة: لعن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المصورين. وعن عمير عن أسامة بن زيد يرفعه: قاتل الله قوما يصورون ما لا يخلقون. وقال المهلب: إنما كره هذا من أجل أن الصورة التي فيها الروح كانت تعبد في الجاهلية، فكرهت كل صورة، وإن كانت لا فيء لها ولا جسم قطعا للذريعة.

টেলিভিশন দেখা, রাখা ও তাতে বক্তব্য দেওয়ার হুকুম

প্রশ্ন : টেলিভিশন দেখা ও রাখা সম্পর্কে ইসলামের বিধান কী? এবং যেসব উলামায়ে কেরাম টেলিভিশনে বক্তব্য রাখেন তাঁদের সম্পর্কে শরীয়তের ফয়সালা কী?

উত্তর : টেলিভিশন দেখা ও রাখা সবই নাজায়েয। তদ্রূপ টেলিভিশনে বক্তব্য দেওয়াও গর্হিত কাজ। (১২/২৬২/৩৮৮৭)

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨ / ٣٠٢ : ٹی وی اپنی موجودہ صورت میں ڈھول سارنگی اور بینڈ باجو کی طرح لہو ولعب کا ایک آلہ ہے، بلکہ مفاسد کے لحاظ سے دیگر آلات معاصی سے بڑھ کر ضرر رساں وتباہ کن ہے، اس لئے اس کا بیچنا، خریدنا، اجارہ پر دینا لینا ہبہ میں قبول کرنا مرمت کرنا پاس رکھنا اس کی تصویر دیکھنا دکھانا یا ایسے مکان میں بیٹھنا جس میں ٹی وی چل رہا ہو یہ تمام کام حرام ہیں۔

📖 فيه ايضا ٨ / ٢٩٩ : ٹی وی میں ضمنی طور پر کچھ دینی پروگرام مثلاً حج کے مناظر اذان تلاوت اور نعتیہ کلام وغیرہ پیش کئے جاتے ہیں یہ دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ دینی احکام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے قرآن مجید نے اسے کفار کا عمل بتا کر مسلمانوں کو ان سے بے زار رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين

اس میں دین کی بے وقعتی تو ہے ہی مزید ایک بڑا مفسدہ یہ ہے کہ عوام ٹی وی ایسی بے حیائی کو جائز مباح بلکہ اشاعت دین کا ایک ذریعہ باور کرنے لگے ہیں۔

Scanned by CamScanner

টিভিতে ইসলামী প্রোগ্রাম দেখা

প্রশ্ন : টেলিভিশনে সম্প্রচারিত কোনো ইসলামী প্রোগ্রাম দেখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : টেলিভিশনে সম্প্রচারিত কোনো ইসলামী প্রোগ্রাম দেখা বিভিন্ন কারণে নাজায়েয।

১) টিভি প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের আকীদা, আদর্শ, আমল-আখলাক নষ্ট করার লক্ষ্যেই আবিষ্কৃত।

২) ইসলামী চ্যানেলগুলোতে যারা বক্তব্য রাখে তাদের অধিকাংশই ইসলামী নীতি-আদর্শ, আমল-আখলাকের অধিকারী নয় এবং ইসলাম সম্পর্কে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞ নয়।

৩) এ অনভিজ্ঞতার কারণে অনেক সময় ভুল কথা প্রচার করে তাতে সাধারণ লোক বিভ্রান্তির স্বীকার হয়।

৪) সাধারণ মানুষ মনে করে দ্বীন-ধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য ইসলামী চ্যানেলগুলোই যথেষ্ট। তাই কোনো হক্কানি আলেম-উলামার কাছ থেকে জানার প্রয়োজন মনে করে না।

সর্বোপরি ইসলামী চ্যানেলগুলোতে সব প্রোগ্রাম সরাসরি সম্প্রচারিত হয় না। আর সরাসরি না হয়ে সিডি-ভিডিওর মাধ্যমে হলে তা ছবির অন্তর্ভুক্ত। অথচ ছবি তোলা দেখা হারাম বিধায় এসব দিক বিবেচনা করে ইসলামী টিভি চ্যানেলগুলো পরিহারযোগ্য। (১৫/৭৫৬/৬২৪১)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/ ١٦٤ : أما التلفزيون والفديو، فلا شك فى حرمة استعمالهما بالنظر إلى ما يشتملان عليه من المنكرات الكثيرة، من الخلاعة والمجنون، والكشف عن النساء المتبرجات أو العاريات، وما إلى ذلك من أسباب الفسوق-

ولكن هل يتأتى فيهما حكم التصوير بحيث إذا كان التلفزيون أو الفديو خاليا من هذه المنكرات بأسرها هل يحرم بالنظر إلى كونه تصويرا؟ فإن هذا العبد الضعيف -عفا الله عنه- فيه وقفة؛ وذلك لأن الصورة المحرمة ما كانت منقوشة أو منحوتة بحيث يصبح لها صفة الاستقرار على شيئ، وهى الصورة التى كان الكفار يستعملونها للعبادة- أما الصورة التى ليس لها ثبات واستقرار، وليست منقوشة على شيئ بصفة دائمة، فإنها بالظل أشبه منها

Scanned by CamScanner

بالصورة، ويبدو أن صورة التلفزيون والفديو لا تستقر على شيء في مرحلة من المراحل إلا اذا كان في صورة "فلم"- فإن كانت صور الإنسان حية بحيث تبدو على الشاشة في نفس الوقت الذي يظهر فيه الانسان أمام الكيمرا، فإن الصورة لاتستقر على الكيمرا ولا على الشاشة، وإنما هي أجزاء كهربائية تنتقل من الكيمرا إلى الشاشة وتظهر عليها بترتيبها الاصلي ، ثم تفنى وتزول- وأما إذا احتفظ بالصورة في شريط الفيديو، فان الصور لا تنقش على الشريط- وإنما تحفظ فيها الأجزاء الكهربائية التي ليس فيها صورة، فإذا ظهرت هذه الأجزاء على الشاشة ظهرت مرة أخرى بذلك الترتيب الطبعيّ، وليكن ليس لها ثبات ولا استقرار على الشاشة، وإنما هي تظهر وتفنى- فلا يبدو أن هناك مرحلة من المراحل تنتقش فيها الصورة على شيئ بصفة مستقرة أو دائمة- وعلى هذا، فتنزيل هذه الصورة منزلة الصورة المستقرة مشكل، ورحم الله امرأ هداني للصواب في ذلك، والله تعالى أعلم -

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٨ /٢٠٥ : جواب: چلتى پھرتى تصويريں فلم پر ديكھنا محض لہو ولعب كے طور پر ہوتا ہے تصوير سازى حرام ہے اور تصوير ميں اور تصوير نمائى اعانت على الحرام،اس لئے فلم خواہ حج كے منظر كى ہو بنائى ديكھتى دكھاتى سب ناجائز ہے۔

📖 فتاوى محموديه (ربانى) ١۴/ ۴٢۴ : الجواب-فوٹو كھينچوانا منع ہے اگر كوئى دينى ضرورت كى پر موقوف ہو ياايسى دينى ضرورت ہو كہ آدمى مجبور ہو جائے تو معذور ہے۔

টেলিভিশনে কোরআনের তিলাওয়াত

প্রশ্ন : বর্তমানে কোনো কোনো আন্তর্জাতিক কারীগণকে টেলিভিশনের পর্দায় কোরআন শরীফ পড়তে দেখা যায় শুনেছি। তা কি শরীয়তসম্মত? টেলিভিশনে হজ দেখা কি বৈধ?

উত্তর : বর্তমান যুগের টেলিভিশন নিছক প্রচারমাধ্যম নয়। এটি নৃত্য, নাটক, অশ্লীল ছায়াছবি ইত্যাকার বহু গর্হিত ও অবৈধ কাজ প্রচার ও প্রদর্শনের যন্ত্রও বটে। এরূপ একটি গোনাহ্ প্রচারের যন্ত্রে কোরআনের মতো মহাপবিত্র কালামে পাকের তিলাওয়াত এবং কাবা শরীফের প্রদর্শন এতদুভয়ের অবমাননারই নামান্তর। তাই উলামায়ে কেরাম

Scanned by CamScanner

প্রচলিত নিয়মে পরিচালিত টেলিভিশনের ঘৃণিত ওই স্থানে তিলাওয়াত এবং কাবাঘর প্রদর্শনকে নিষেধ করে থাকেন। কেননা এতে পবিত্র বস্তুর অবমাননা হয়। (৬/১১৯/১১১১)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸ /۲۰۵ : جواب: چلتی پھرتی تصویریں فلم پر دیکھنا محض لہو ولعب کے طور پر ہوتا ہے تصویر سازی حرام ہے اور تصویر میں اور تصویر نمائی اعانت علی الحرام، اس لئے فلم خواہ حج کے منظر کی ہو بنائی دیکھتی دکھاتی سب ناجائز ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱/ ۹۵- ۹۷ : حج کی فلم بنانا جس میں جانداروں کی تصویریں بھی بیڈیوں ہوتی ہے جائز نہیں۔ حرام ہے، اوراس کو سنیما کے ذریعہ تماشہ کے طور پر پیش کرنا اور کمانے کا ذریعہ بنانا گناہ کا کام ہے، اور اسلامی عبادت، شعائر اسلام، مناسک حج، شواہد مکہ معظمہ، نیز تلاوت قران وغیرہ کی توہین کے مرادف ہے۔... ...
شریعت کا مشہور حکم ہے کہ اگر کسی کام میں فائدہ اور نقصان دونوں ہوں اور وہ کام ضروری نہ ہو (جیسے حج فلم) تو نقصان دیکھتے ہوئے اس کو ترک کردینا ضروری ہے۔... ...
خلاصہ یہ کہ حج کی فلم بنانا اور بذریعہ سنیما دیکھنا اور دکھلانا اس میں کسی بھی طرح کی اعانت کرنا نیز اسے بڑھانا ترقی دینا جائز نہیں ہے ممنوع ہے۔

টিভিতে ওয়াজ-নসীহত, কিরাত ও মাসআলা শিক্ষা দেওয়া-নেওয়া

প্রশ্ন : আমরা জানি, টেলিভিশন দেখা নাজায়েয। কিন্তু কেউ কেউ বলে, টিভির মধ্যে উলামায়ে কেরামগণ ওয়াজ-নসীহত, কিরাত আরো বিভিন্ন মাসআলা শিক্ষা দিয়ে থাকেন। সেগুলো শুনি ও দেখি। প্রশ্ন হলো, টিভিতে ওয়াজ-নসীহত, কিরাত ও বিভিন্ন মাসআলা শিক্ষা দেওয়া এবং এগুলো শোনা ও দেখা শরীয়ত মোতাবেক বৈধ কি না?

উত্তর : ইচ্ছাকৃত ছবি দেখা হারামএ আর টেলিভিশনমাত্রই ছবি দেখানো হয়ে থাকে বিধায় টেলিভিশনে ভালো বিষয় দেখার ও অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৪/১৪৬)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ /۳۰۶ : چونکہ ٹی وی آلہ لھو ولعب ہے اس لئے اس میں حج کے مناظر اذان، تلاوت، حمد ونعت اور دوسرے کسی قسم کے دینی پروگرام نشر کرنا ناجائز اور قطعی حرام ہے اس گناہ کو نیکی تصور کرنے میں کفر کا اندیشہ ہے۔

📖 فیہ ایضا ۸ /۱۹۹ : (۱) اس میں عموما اصل کی بجائے فلم آتی ہے جو تصویر ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور جس مجلس میں تصویر ہوں وہ وہاں جانا بھی حرام ہے۔

Scanned by CamScanner

টিভিতে খবর শোনা

প্রশ্ন : টেলিভিশনের পর্দায় খবর শোনা বা কোরআন তিলাওয়াত শোনা এবং ধর্মীয় অনুষ্ঠানে দেখা বা শোনা জায়েয কি না?

উত্তর : বর্তমান সময়ে টিভি অশ্লীলতা ও অনৈসলামিক প্রোগ্রামে পূর্ণ, যা মানুষের চরিত্র ও সমাজ ধ্বংসের এক ভয়াবহ যন্ত্র। ইসলামের অনুমোদিত পন্থায় এর যথাযথ ব্যবহার কখনোই হয় না বিধায় এ ধরনের অশ্লীলতাপূর্ণ যন্ত্রের পর্দায় খবর দেখা এবং ইসলামী অনুষ্ঠান দেখা বা শোনার অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৩/৮৯১/৫৪৫২)

📖 رد المحتار ٦ /٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨ /١٩٩ : سوال-ٹیلی ویژن پر کسی عالم کی تقریر سننا یا کرکٹ دیکھنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب-ٹی وی دیکھنا ہر حال وجوہ ذیل کی بنا پر حرام ہے اس میں عموما اصل کی بجائے فلم آتی ہے جو تصویر ہونے کی وجہ سے حرام ہے اور جس مجلس میں تصویر ہوں وہاں جانا بھی حرام ہے-

📖 فیہ ایضا ٨/ ٢٩٩ : ٹی وی میں ضمنی طور پر کچھ دینی پروگرام مثلاحج کے مناظر اذان، تلاوت اور نعتیہ کلام وغیرہ پیش کئے جاتے ہیں، یہ دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ دینی احکام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے-

টিভিতে কোরআন শোনা

প্রশ্ন : টেলিভিশনের পর্দায় খবর শোনা ও কোরআন শরীফ তিলাওয়াত শোনা যাবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে উন্নত প্রযুক্তির যুগে টেলিভিশন মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার এক অন্যতম হাতিয়ার, তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। আর হারাম ও গোনাহের বস্তু দ্বারা ধর্মীয় প্রোগ্রাম প্রচার করা ধর্মের অবমাননা করার নামান্তর। সুতরাং টেলিভিশনের পর্দায় খবর কোরআন তিলাওয়াত শোনা ও দেখার অনুমতি নেই। (১১/৮২৬/৩৭১৮)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخاري (دار المعرفة) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۸۴ : جو آلات لہو ولعب کیلئے موضوع ہیں انہیں دینی مقاصد کیلئے استعمال کرنا دین کی بے حرمتی ہے، اس لئے بعض اکابر تو ریڈیو پر تلاوت سے بھی منع فرماتے ہیں، لیکن میں نے تو ریڈیو کے بارے میں ایسی شدت نہیں دکھائی میں جائز چیزوں کیلئے اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہوں، لیکن ٹیوی اور اس کی ذریت کو مطلقا حرام سمجھتا ہوں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۰۰ : ٹیوی جیسے آلۂ لہو ولعب بے دینی فواحش ومنکرات کے مرکز پر دینی پروگرام دکھائے جاتے ہیں اور انہیں اشاعت اسلام کا نام دیا جاتا ہے یہ دین کی سخت بے حرمتی ہے اور مسلمان کیلئے ناقابل برداشت توہین ہے۔

ওয়াজের ভিডিও করে মহিলাদের দেখানো

প্রশ্ন : কিছু কিছু তাফসীরুল কোরআন মাহফিলে ভিডিও করে সরাসরি টেলিভিশনের মাধ্যমে মহিলা প্যান্ডেলে দেখানো হয় তা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরামের মতানুযায়ী ভিডিও ও টিভি ছবি উঠানোর এবং দেখানোর বৈজ্ঞানিক উন্নত একটি মাধ্যম। ফটোর ব্যাপারে ইসলাম ধর্মে কঠোরভাবে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

দ্বিতীয়ত, পরপুরুষ মহিলা একে-অপরকে সরাসরি দেখা যেমন নিষেধ, ছবিতে এবং টিভির পর্দায় দেখা ও নিষেধ। এমন নিষিদ্ধ যন্ত্রপাতিকে দ্বীনি কাজের মাধ্যম বানানো দ্বীনের সাথে তামাশা করারই নামান্তর। তা ছাড়া দ্বীনের প্রসার ভিডিও টিভির ওপর নির্ভর নয় বিধায় এতগুলো নাজায়েয কাজের সম্মুখীন হয়ে কোনো তাফসীরুল কোরআন মাহফিলকে ভিডিও করা এবং তা মহিলা প্যান্ডেলে টিভির মাধ্যমে দেখানো জায়েয হতে পারে না, বরং তা দ্বীনের নামে বদদ্বীনেরই নামান্তর। আল্লাহর পানাহ! (১৬/৮৫১/৬৮১৯)

📖 صحيح البخاري (دار المعرفة) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۹۱ : سوال- ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے جبکہ اس پر دینی غور وفکر اور تفسیر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے.... ...

جواب: ٹیلی ویژن کا مدار تصویر ہے اور تصویر کا ملعون ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہے اور کسی معلوم چیز کو کسی نیک کام کا ذریعہ بنانا بھی درست نہیں مثلا شراب سے وضوء کرکے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ عکسی تصویریں جو کمرے سے لی جاتی ہیں ان کا حکم تصویر ہی کا ہے خواہ متحرک ہو یا ساکن۔

ডিজিটাল ক্যামেরায় ছবির হুকুম

প্রশ্ন : ভিডিও ক্যামেরার হুকুম কী? তা কি আয়নার ছবির মতো? শুনেছি, মুফতী তকী উসমানী দা.বা. তা জায়েয বলেছেন। জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বর্তমান বিশ্বে আধুনিক আবিষ্কৃত টেলিভিশন ভিডিও ব্যবহার করা উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে নাজায়েয তথা অবৈধ। এ ব্যাপারে তকী উসমানী দা.বা.-এর মতামতও অভিন্ন। উলামায়ে কেরামের সর্বসম্মত অভিমতের খেলাফ তিনি জায়েয বলেননি। তবে ভিডিও ক্যামেরার মধ্যে অতি সূক্ষ্ম আকারে সংরক্ষিত নকশাগুলো ফটো হিসেবে গণ্য হবে কি না এবং এ হিসেবে নাজায়েয বলা যাবে কি না–এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামকে চিন্তা-ভাবনা করার জন্য তিনি একটি অভিমত পেশ করেছেন মাত্র। অভিমতকে ফাতওয়া হিসেবে উল্লেখ করেননি। সুতরাং তিনি ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করাকে জায়েয বলেছেন, এ কথাটি সঠিক নয়। (১৯/৫৯/৭৯৬৭)

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۳/ ۲۲۳ : تصویر کشی صرف اسی کا نام ہے کہ قلم سے نہیں بنائی جائے یا پتھر وغیرہ تصویر کا بت تراشا جائے بلکہ وہ تمام صورتیں تصویر کشی میں داخل ہیں جن کا ذریعہ تصویریں تیار ہوتی ہے خواہ وہ آلات قدیمہ کا ذریعہ ہو یا آلات جدیدہ فوٹو گرافی اور طباعت وغیرہ سے، کیونکہ آلات وذرائع کی تخصیص ظاہر ہے کہ کسی کام میں مقصود نہیں ہوتی احکام کا تعلق اصل مقصد سے ہوتا ہے اس لئے جیسے قلم ذریعہ تصویر کشی ہے ایسے ہی طباعت اور آلات فوٹو گرافی ذریعہ تصویر سازی بلکہ بلا واسطہ آلہ کے، تو کوئی تصویر نہیں بنتی، کیا قلم آلہ نہیں ہے؟ پھر آلات کے احکام مختلف ہونے کے کوئی معنی نہیں اس بیان سے مسائل ذیل مستفاد ہوتے ہیں،

مسئلہ : جیسے قلم سے تصویر کھینچنا ناجائز ہے اسے ہی فوٹو سے تصویر بنانا یا پریس پر چھاپنا یا سانچہ اور میشین وغیرہ میں ڈھالنا یہ بھی ناجائز ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 جدید فقہی مقالات (میمن اسلامک پبلشرز) ۴/ ۱۳۲ : جہاں تک ٹی وی اور وڈیو کا تعلق ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں آلات جن بے شمار منکرات مثلا بے حیائی فحاشی عورتوں کا زیب وزینت کے ساتھ یا نیم برہنہ حالت میں سامنے آنا اور اس کے علاوہ فسق وفجور کے دوسرے اسباب پر مشتمل ہیں۔ان پر نظر کرتے ہوئے ان آلات کا استعمال حرام ہے لیکن یہ دونوں آلات مندرجہ بالا تمام منکرات سے بالکل خالی ہوں تو کیا ان پر نظر آنے والی تصویر پر تصویر ہونے کا حکم لگا کر یہ کہا جائے گا کہ تصویر ہونے کی بنیاد پر ان کو دیکھنا حرام ہے؟ جو اس طرح منقش ہو یا اس طرح تراشی گئی ہو کہ وہ تصویر کسی چیز پر ثابت اور مستقر ہو جائے اور کفار عبادت کیلئے اس طرح کے تصاویر استعمال کیا کرتے تھے لیکن وہ تصویر جس کو قرار اور ثبات حاصل نہیں اور وہ تصویر جو کسی چیز پر مستقل طور پر منقش نہیں ایسی تصویر تصویر کے بجائے سائے سے زیادہ مشابہ ہے،اور ظاہر ہے کہ ٹیوی اور ویڈیو پر آنے والی تصاویر کسی بھی مرحلے پر دائم اور مستقر نہیں ہوتی صرف فلم کی شکل میں موجود رہتی ہیں کیونکہ جس صورت میں اسکرین پر براہ راست انسانی تصاویر دیکھائی جاری ہوں اور وہ انسان دوسری طرف کیمرے کے سامنے موجود ہو اس صورت میں تو اس انسان کی تصویر نہ تو کیمرہ میں ثابت رہی اور نہ ہی اسکرین پر ثابت اور مستقر رہتی ہے ۔لیکن در حقیقت وہ بجلی کے ذرات ہوتے ہیں جو کیمرہ سے اسکرین کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں اور پھر اسی اصلی ترتیب سے اسکرین پر ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور وڈیو کیسیٹ میں محفوظ کر لیا جاتا ہے اس صورت مین بھی اس کیسٹ کے فیتے پر تصویر منقش نہیں ہوتی بلکہ وہ بجلی کے ذرات ہوتے ہیں جن میں کوئی تصویر نہیں ہوتی،البتہ جب وہ ذرات اسکرین پر ظاہر ہوتے ہیں تو دوبارہ اپنی اصلی ترتیب سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اسکرین پر ان کو ثبات اور استقرار حاصل نہیں ہوتا بلکہ ایک مرتبہ ظاہر ہونے کے بعد فنا ہو جاتے ہیں لہذا کسی بھی مرحلے پر یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ تصویر کسی چیز دائمی طور پر ثابت ہو کر منقدش ہو گئی ہو بہر حال اس تصویر پر ثابت اور مستقر تصویر کا حکم لگانا مشکل ہے۔

প্রামাণ্যচিত্র আকারে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী সম্প্রচার করা

প্রশ্ন : আমি মিডিয়ার মাধ্যমে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের জন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী প্রামাণ্যচিত্র আকারে প্রকাশ করতে চাই। প্রশ্ন হলো,

১) মিডিয়ার মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী প্রকাশ করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

২) স্থানের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে কোনো প্রাণীর ছবি এসে গেলে তা কতটুকু বৈধ হবে?

উত্তর : আজকাল মিডিয়াগুলো বিশেষত টিভি, ভিসিডি, ভিডিও ইত্যাদিও ফিল্মের মতো অপ্রয়োজনীয় ও শরীয়তবিরোধী কাজেই ব্যবহৃত হয়। নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী বিশ্বমানবের জন্য অতি গুরুত্বপূর্ণ ও মহাপবিত্র। নবীজির জীবনী ফিল্মের মতো দেখে মনে আনন্দ উপলব্ধি করার জন্য নয় বরং জীবনে তা বাস্তবায়িত করার জন্যই। সুতরাং ভিসিডির মাধ্যমে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনের বিভিন্ন চিত্র দেখিয়ে হাসি-আনন্দের পাত্র বানানো তাঁর মহাপবিত্র মর্যাদার পরিপন্থী বিধায় শরীয়ত কর্তৃক এটার অনুমতি দেওয়া যায় না।

উপরন্তু স্থানের চিত্র ধারণ করতে গিয়ে প্রাণীর ছবি ধারণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মারাত্মক গোনাহ ও অবৈধ। তাই নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনী প্রকাশের জন্য প্রচলিত মিডিয়াকে ব্যবহার করা জায়েয হবে না। বরং কোরআন ও হাদীস শরীফে বর্ণিত নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জীবনীর অনুসরণ ও অনুকরণই মানবজাতির জন্য যথেষ্ট। (৯/৫৪৪/২৭৩৪)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩١ (٥٩٤٩) : عن أبي طلحة، رضي الله عنهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۸۴ : جو آلات لہو ولعب کیلئے موضوع ہیں انہیں دینی مقاصد کیلئے استعمال کرنا دین کی بے حرمتی ہے، اس لئے بعض اکابر تو ریڈیو پر تلاوت سے بھی منع فرماتے ہیں، لیکن میں نے تو ریڈیو کے بارے میں ایسی شدت نہیں دکھائی میں جائز چیزوں کیلئے اس کے استعمال کو جائز سمجھتا ہوں۔ لیکن ٹیوی اور اس کی ذریت کو مطلقا حرام سمجھتا ہوں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۲۰۳ : گراموفون ان آلات غناء میں سے ہے جو اکثری طور پر اور عام حالات میں لہو ولعب اور تفریح کے طور پر استعمال کئے جاتے ہیں اگرچہ نفس آلہ بعض مفید کاموں میں استعمال ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اس کا عام رواج اور اکثری استعمال محض لہو ولعب کے طور پر کیا جاتا ہے۔ اور اس کی مجالس میں ہر قسم کے لوگ حظ سماع اٹھانے کیلئے شریک ہوتے ہیں لہذا اس کے

Scanned by CamScanner

ریکارڈوں پر قرآن مجید یا حدیث شریف یا وعظ و تقریر کو گانے میں شامل کردینا اس مقدس چیز کی توہین کرنا ہے۔ ریکارڈ پر جو چیز سنی جاتی ہے اس کی وقعت سننے والے کے قلب میں ایک راگ اور گانے سے زیادہ نہیں ہوتی اگر مان لیا جائے کہ اس میں تبلیغ کا فائدہ ہوتا ہے تو اس فائدہ کی وجہ سے ان دینی مضرتوں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا جو ایمان کو سلب کرنے والی ہیں۔

আফগান যুদ্ধের ভিডিও চিত্র দেখা

প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে আফগানিস্তানে সংঘটিত রুশদের সাথে তালেবানদের যুদ্ধের বিভিন্ন চিত্রসম্বলিত ক্যাসেট বিক্রি হয়, যা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা এবং অপমানের স্মৃতি ও বেহায়াপনামূলক আপত্তিকর চিত্র, অর্থাৎ টিভি ইত্যাদি থেকে বাঁচানোর জন্য অনেকে সাপ্লাই ও বিক্রি করেছেন। একজন বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেছেন, এটা নাকি তকী উসমানী দা.বা.-এর সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে করা হয়েছে। আমার প্রশ্ন হলো, এগুলো দেখা ও ক্রয়-বিক্রয় করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জিহাদে অংশগ্রহণ করা বড় ইবাদত, যদি নীতি ও শর্ত সাপেক্ষে হয়। তেমনিভাবে জিহাদের দিকে আহ্বান করা এবং জিহাদের প্রতি উদ্বুদ্ধ করাও বড় সাওয়াবের কাজ। কিন্তু জীবের ছবি ধারণকারী ভিডিও ক্যাসেটের মাধ্যমে জিহাদের ও রণক্ষেত্রে চিত্র দেখিয়ে জিহাদের প্রতি উৎসাহ সৃষ্টি করা শরীয়তসম্মত নয়। কারণ ভিডিও ক্যাসেট হক্কানি উলামা ও মুফতিয়ানে কেরামের দৃষ্টিতে ফটোর অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা দেখা ও বিক্রি করা যেকোনো ভালো নিয়্যাতে হলেও হারাম ও অবৈধ। আল্লামা তকী উসমানী দা.বা. এ ব্যাপারে নিজের ভিন্ন মত পোষণ করলেও এখনো ফটো নয় বলে ফাতওয়া প্রদান করেননি। আমাদের জানা মতে, গত চার মাস পূর্বে তাঁর উদ্যোগে ফিকহী বৈঠক করে তিনি ভিডিও ক্যাসেট ফটো নয় বলে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি বিধায় তাঁর ব্যক্তিগত একটি অনিশ্চিত মতকে কেন্দ্র করে ছবির মতো হারাম বস্তুকে বৈধ করা ও ভিডিও ক্যাসেট বিক্রি করে যুবকদের ভিডিও দেখানোর অভ্যস্ত করা দ্বীনের নামে বড়ই ফেতনার কারণ হতে পারে। তাই এর বৈধতার ফাতওয়া দেওয়া যাবে না। (১০/২০৫/৩০৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۲۴ : سوال-جنگ کی فلمیں دیکھنا کیا ہے؟
الجواب-دینی عبادت کو تماشہ بنانا تو اور بھی خطرناک ہے۔

Scanned by CamScanner

ভিডিওতে মুসলিম নির্যাতনের দৃশ্য দেখা

প্রশ্ন : কোনো ভিডিও বা সিডি ক্যাসেটে মুসলমানদের ওপর নির্যাতনের দৃশ্য দেখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ভিডিও ক্যাসেট করার মাধ্যমে ফটো ধারণ করা আল্লাহ পাকের সৃষ্টির সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করার নামান্তর। তাই এরূপ কাজ করা নাজায়েয। ফলে যেকোনো ভিডিও ক্যাসেট করা এবং তা দেখা নাজায়েয। (৯/৩২৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٤٧ : وظاهر كلام النووي في شرح مسلم الإجماع على تحريم تصوير الحيوان، وقال: وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره، فصنعته حرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، وسواء كان في ثوب أو بساط أو درهم وإناء وحائط وغيرها اهـ فينبغي أن يكون حراما لا مكروها إن ثبت الإجماع أو قطعية الدليل

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨/ ٣٠٢ : مختصر یہ کہ ٹی وی ویڈیو کیسٹ کی تصویر کے متعلق زائد از زائد یہ کہا جا سکتا ہے کہ سائنس کی ترقی کے فن تصویر سازی کو ترقی دیکر اس میں مزید جدت پیدا کر دی اور تصویر سازی کا ایک دقیق انوکھا طریقہ ایجاد کر لیا مگر یاد رکھئے تصویر خواہ کسی قسم کی ہو حضور ﷺ کی اس وعید سے خارج نہیں۔

টিভি দিয়ে ধর্মীয় শিক্ষা

প্রশ্ন : টিভি, ভিসিআর, সিডি ও কম্পিউটারে ছবি দেখা বৈধ আছে কি না? এবং টিভিতে প্রচারিত ইসলামী বিষয় থেকেই ইলম অর্জন করা যাবে কি না? তদ্রূপ এগুলোর ব্যবসা করা শরীয়ত সমর্থন করে কি না? উল্লেখ্য, হজ পালনের পর টিভি দেখা বৈধ কি না?

উত্তর : উন্নত প্রযুক্তির এ যুগে টেলিভিশন মুসলমানদের ঈমান-আমল নষ্ট করার অন্যতম হাতিয়ার, তাই তা শরীয়তের দৃষ্টিতে হারাম। তাই ওই সব বস্তুর ব্যবহার ও ব্যবসাকে কোনোক্রমেই জায়েয বলা যায় না। এগুলো মুসলিম বিশ্বের দ্বীন-ধর্মের জন্য বড়ই ক্ষতিকর এবং ঈমানবিরোধী হাতিয়ার। টিভিতে ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে বিভিন্ন প্রোগ্রাম প্রচার করা ইসলামের সাথে উপহাস করার নামান্তর, তা ইহুদি-খ্রিস্টানদের ষড়যন্ত্রেরই অংশ। তাই এসব অনুষ্ঠান থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করাও বৈধ নয়।

Scanned by CamScanner

সুতরাং টিভির মতো জঘন্যতম গোনাহের বস্তুর ব্যবহার ও ব্যবসাকে পরিহার করে চলা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। (১১/৫০৯/৩৬১৪)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٤ (٥٩٦١) : عن عائشة، رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته: أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله، ماذا أذنبت؟ قال: «ما بال هذه النمرقة» فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم " وقال: «إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة».

📖 البحر الرائق (دار الكتاب الإسلامي) ٨/ ٢٣٥ : (واللعب بالشطرنج والنرد وكل لهو) يعني لا يجوز ذلك لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لعب ابن آدم حرام إلا ثلاثا ملاعبة الرجل أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته لقوسه» ... وفي المحيط ويكره اللعب بالشطرنج. والنرد والأربعة عشر؛ لأنها لعب اليهود ويكره استماع صوت اللهو والضرب به والواجب على الإنسان أن يجتهد ما أمكن حتى لا يسمع.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٢٩٩ : ٹی وی میں ضمنی طور پر کچھ دینی پروگرام مثلاً حج کے مناظر اذان تلاوت اور نعتیہ کلام وغیرہ پیش کئے جاتے ہیں یہ دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ دینی احکام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے قرآن مجید نے اسے کفار کا عمل بتا کر مسلمانوں کو ان سے بے زار رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

یا أیها الذین اٰمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم هزوا ولعبا من الذین أوتوا الکتاب من قبلکم والکفار أولیاء واتقوا الله إن کنتم مؤمنین

اس میں دین کی بے وقعتی تو ہے ہی مزید ایک بڑا مفسدہ یہ ہے کہ عوام ٹی وی ایسی بے حیائی کو جائز مباح بلکہ اشاعت دین کا ایک ذریعہ باور کرنے لگے ہیں۔

Scanned by CamScanner

ভিডিওতে পুরুষকে পুরুষ ও মহিলাকে মহিলার দেখা

প্রশ্ন : মোবাইল বা টিভির স্ক্রিনে ইসলামী অনুষ্ঠান পরিচালনাকারী পুরুষকে পুরুষ দেখতে পারবে, মহিলাকে মহিলারা দেখতে পারবে সে জীবিত হোক বা মৃত হোক। এ ধরনের উক্তি সত্য কি না এবং শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মোবাইলে বা টিভিতে অনুষ্ঠান করা ও প্রচার করা যদিও ইসলামের নামে হোক, তা সম্পূর্ণ নাজায়েয ও শরীয়ত গর্হিত কাজ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত উক্তিটি সঠিক ও শরীয়তসম্মত নয়। মোবাইল বা টিভির স্ক্রিনে পুরুষ পুরুষকে এবং মহিলা মহিলাকে দেখলেও নাজায়েয ও অবৈধ বলে বিবেচিত হবে। (১৯/২৮৫/৮১৪৭)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 احسن الفتاوى (سعید) ٨ /٣٠٦ : چونکہ ٹی وی آلۂ لھوولعب ہے اس لئے اس میں حج کے مناظر اذان، تلاوت، حمد ونعت اور دوسرے کسی قسم کے دینی پروگرام نشر کرنا ناجائز اور قطعی حرام ہے اس گناہ کو نیکی تصور کرنے میں کفر کا اندیشہ ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١/ ٣٥٩ : سب جانتے ہیں کہ فلم لہو لعب اور بیکار لوگوں کیلئے آلہ تفریح ہے جن پانچ ارکان پر اسلام کی بنیاد ہے حج ان میں سے عظیم الشان رکن اور شعائر اسلام میں سے ہے۔ دین اسلام کے اتنے بڑے رکن کو آلۂ تفریح بنانا تعلیمات اسلام کے سخت خلاف ہے جو لوگ آیت قرآنیہ ہے تفریح کیا کرتے ہیں ان کی سخت مذمت قران پاک میں آئی ہے اور ممانعت کی گئی ہے۔

নারীর কণ্ঠে খবর, তিলাওয়াত ও সংগীত শোনা

প্রশ্ন : ১. টিভিতে ইসলামিক অনুষ্ঠান নামে যে অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তা দেখা বৈধ কি না? অনেক সময় রেডিও-টিভিতে মেয়েরা খবর পাঠ করে। এমতাবস্থায় পুরুষের জন্য ওই মেয়ের খবর শোনা ও তার দিকে তাকানো বৈধ কি না?

Scanned by CamScanner

২. ওয়াজ, ইসলামী সংগীত ও জিহাদের ভিডিও ক্যাসেট দেখা বৈধ কি না?

৩. বর্তমানে মেয়েদের তিলাওয়াত, কিরাত, হামদ, নাত ও ইসলামী সুন্দর সুন্দর ক্যাসেট পাওয়া যায়, সেগুলো পুরুষের জন্য শ্রবণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : ১, ২. টিভি, ভিডিও ও সিডির ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইসলামবিরোধী চরিত্রবিধ্বংসী ও সকল পাপাচারের মূল উৎস হয়ে থাকে, যা বলার অপেক্ষা রাখে না। এসব যন্ত্রের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রোগ্রাম করা তিলাওয়াতের মাধ্যমে সিনেমা হল উদ্বোধন করার নামান্তর। এর দ্বারা দ্বীনকে খাটো, উপহাস ও রং-তামাশার বস্তুতে পরিণত করা হয় এবং এসব যন্ত্রে সম্প্রচারিত ও ধারণকৃত দৃশ্যাবলিও হারাম ছবির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধর্মের নামে হলেও তা করা ও দেখা বৈধ নয়। বিধায় টিভি ও সিডিতে হজ, জিহাদ ইত্যাদির ভিডিও দেখা ও খবর পাঠকারী নারীর দিকে তাকানো বৈধ নয়।

৩. তেমনিভাবে কোনো পুরুষের জন্য পরনারীর কণ্ঠের রেকর্ডকৃত হামদ, নাত ও ইসলামী গজলের ক্যাসেট শ্রবণ করা জায়েয নয়। তবে একান্ত প্রয়োজনে মনে কুমন্ত্রণা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকলে মহিলা কণ্ঠে প্রচারিত রেডিওর সংবাদ শ্রবণ করা জায়েয বলা যেতে পারে। (১৫/৮৯/৫৯৪৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٩٥ : (و) كره (كل لهو) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه».

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار، واستماع ضرب الدف والمزمار وغير ذلك حرام -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٧٠ : (فإن خاف الشهوة) أو شك (امتنع نظره إلى وجهها) فحل النظر مقيد بعدم الشهوة وإلا فحرام وهذا في زمانهم، وأما في زماننا فمنع من الشابة قهستاني وغيره -

📖 فيه أيضا ٦ /٣٤٨- ٣٤٩ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ... وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٣٤٩ : (قوله ودلت المسألة إلخ) لأن محمدا أطلق اسم اللعب والغناء فاللعب وهو اللهو حرام بالنص قال - عليه الصلاة والسلام - «لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: تأديبه فرسه» وفي رواية «ملاعبته بفرسه ورميه عن قوسه وملاعبته مع أهله» كفاية -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ / ۳۸۵ : فقہائے کرام نے تصریح کی ہے کہ تعریف یعنی واقفین عرفات کی نقل بدعت ہے حالانکہ وہاں دوسرے منکرات نہیں فلم کمپنی کا آلۂ لہو ولعب ہونا ظاہر ہے اور آلات لہو کو مقاصد دینیہ میں برتنا سخت اہانت واستخفاف ہے دین کا۔

যন্ত্রের ব্যবহারের সাথে হুকুমের সম্পর্ক

প্রশ্ন : ১. এক শ্রেণীর মুসলমান বলে থাকে যে টিভি শয়তানের বাক্স, যন্ত্রটাই হারাম। সুতরাং তাতে ইসলামী অনুষ্ঠান করা, দেখা, করা, শোনা–সবই হারাম। আসলে কি তাই? তাহলে অনেক আলেম বায়তুল মোকাররমের সম্মানিত খতীব, বায়তুল্লাহ শরীফের ইমাম যে টিভিতে আলোচনা করেন, তাহলে কোনটা সঠিক?

২. টিভি অমুসলিমদের বানানো ও তাদের আচার-ব্যবহার প্রকাশ করা হয় সে কারণে যদি ভালো দিকটাও হারাম হয়, তাহলে ঘড়ি, ফ্যান, মাইক, মোবাইল ফোন, গাড়ি, প্লেনসহ বহু আসবাব-যন্ত্রপাতি আমরা ব্যবহার করি, যেগুলো অমুসলিমরা তৈরি করেছে। তাহলে সেগুলোর ব্যবহারের পদ্ধতি কী?

উত্তর :

১. যেহেতু টিভিতে ছায়াছবি দেখানো হয় আর ছায়াছবি দেখা গোনাহ। সুতরাং ছায়াছবির মাধ্যমে ভালো জিনিস দেখাও গোনাহ। অতএব ইসলামের মূলনীতি জানার পর কে তার অনুসরণ করল বা করল না, সে ব্যাপারে আপনার চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

২. কোনো জিনিসের আবিষ্কারক মুসলিম কি অমুসলিম, তা দেখার বিষয় নয়। দেখার বিষয় হলো, তার ব্যবহার বৈধ কি না। (১৫/৮১৩/৬২৫৬)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥٠) : عن عبد الله، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون» -

Scanned by CamScanner

الدر المختار (سعيد) ٤/٢٦٨ : (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر.

آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۹۱ : سوال- ٹیلی ویژن دیکھنا کیسا ہے جبکہ اس پر دینی غور وفکر اور تفسیر وغیرہ بھی بیان کی جاتی ہے... ...
جواب: ٹیلی ویژن کا مدار تصویر ہے اور تصویر کا ملعون ہونا ہر مسلمان کو معلوم ہے اور کسی معلوم چیز کو کسی نیک کام کا ذریعہ بنانا بھی درست نہیں مثلاً شراب سے وضوء کر کے کوئی شخص نماز پڑھنے لگے تمام اہل علم اس پر متفق ہیں کہ عکسی تصویریں جو کمرے سے لی جاتی ہیں ان کا حکم تصویر ہی کا ہے خواہ متحرک ہو یا ساکن۔

آلات جدیدہ کے شرعی احکام ص ۱۵ : جو آلات ناجائز اور غیر مشروع کاموں ہی کیلئے وضع کئے جائیں، جیسے آلات قدیمہ ستار، ڈھولکی وغیرہ اور آلات جدیدہ میں اسی قسم کے آلات لہو وطرب، ان کی ایجاد بھی ناجائز ہے صنعت بھی خرید وفروخت بھی اور استعمال بھی۔
۲ – جو آلات ناجائز کاموں میں بھی استعمال ہوتے ہیں جائز بھی جیسے جنگی اسلحہ کہ اسلام کی تائید وحمایت میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں مخالفت میں بھی یا ٹیلیفون، تار، موٹر، ہوائی، جہاز، ہر قسم کے جائز وناجائز عبادت معصیت میں استعمال ہو سکتے ہیں ان کی ایجاد، صنعت، تجارت جائز کاموں کی نیت سے جائز ہے اور جائز کاموں میں ان کا استعمال بھی جائز ہے حرام اور معصیت کی نیت سے بنایا جائے یا اس میں استعمال کیا جائے تو حرام ہے۔
۳- ایسے آلات جو اگرچہ جائز کاموں میں بھی استعمال ہو سکتے ہیں، لیکن عادۃ ان کو لہو ولعب اور ناجائز کاموں ہی میں استعمال کیا جاتا ہے جیسے گراموفون وغیرہ ان کا استعمال ناجائز کاموں میں ناجائز ہے ہی، جائز کاموں مین بھی ان کا استعمال کراہت سے خالی نہیں جیسے گراموفون میں قرآن ریکارڈ سننا بھی مکروہ ہے۔

মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর কংকাল ঘরে রাখা

প্রশ্ন : মানুষের কিংবা অন্য কোনো প্রাণীর কংকাল ঘরে রাখা যাবে কি না? তা মূর্তির হুকুমে আসবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মানুষের কংকাল দাফন করার নির্দেশ আছে, ঘরে রাখার অনুমতি নেই। কোনো প্রয়োজন হলে অন্য প্রাণীর কংকাল রাখা নিষিদ্ধ নয়। তবে পূজার কোনো মানসিকতায় রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। (৮/৩২৪/২১১৯)

📖 انسانی اعضاء کا احترام ص۹ : انسان کا جسم جو صفت الہی کا شاہکار ہے۔ انسان کو مالک نہیں بنایا گیا بلکہ انسان کے پاس امانت ہے اور اس کا مالک اللہ تبارک وتعالی ہے اور روح کا تعلق ختم ہونے کے بعد کرامت انسانی برقرار رہتی ہے انسانی نفس کے ساتھ بے حرمتی کا معاملہ کرنا ناجائز ہے۔ عزت واحترام کیساتھ غسل دینا اور کفن پہنانا ضروری ہے گہری قبر کھودنا تاکہ جانوروں کی دست وبرد سے بچ جائے ضروری ہے۔

Scanned by CamScanner

باب ضبط التوليد

পরিচ্ছেদ : জন্মনিয়ন্ত্রণ

তিনের অধিক সন্তান না নেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলার সন্তান তিনজন। এখন সে আর ছেলে-সন্তান নিতে রাজি নয়। এখন তার স্বামী কী করবে, স্বামী কিন্তু সন্তান নিতে আগ্রহী।

উত্তর : আধুনিকতার অনুসরণে বা অধিক সন্তান গ্রহণ করলে আর্থিক সংকট দেখা দেবে এই আশঙ্কায় জন্ম নিয়ন্ত্রণের স্থায়ী বা অস্থায়ী ব্যবস্থা সবই হারাম। তবে গর্ভধারিণী যদি কোনো সময় গর্ভধারণ করলে তার স্বাস্থ্যের ক্ষতি হবে বলে অভিজ্ঞ মুসলমান ডাক্তার মত প্রকাশ করেন, তখন অস্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (১৬/১৯৬/৬৩৯২)

📖 سورة الإسراء الآية ٣١،٣٠ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٠/ ٨٢ : والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:

١ - إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.

٢ - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.

٣ - إذا كانت المرأة يمرضها الحمل أو يزيد في مرضها.

٤ - إذا خشي على الرضيع من الضعف.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٥ /٢٧٠ : جواب- برتھ کنڑول یعنی ضبط تولید کے لئے کسی دوا کا استعمال کرنا یا اور کوئی جائز تدبیر عمل میں لانا اگر عورت کی کمزوری یا اس کی صحت کی خرابی کی بناپر ہو تو مباح ہے۔ لیکن اگر کثرت اولاد کے خوف سے یا عورت کے حسن کے قائم رکھنے کے لئے ہو تو یہ مقاصد نا قابل اعتبار ہیں۔

খরচ কমানোর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন : বর্তমানে আমাদের দুই মেয়ে। আমাদের স্বামী ও স্ত্রী দুজনের শরীরই ভালো। কিন্তু আমরা সাংসারিক খরচ কমিয়ে রাখার জন্য সন্তান না নেওয়ার নিমিত্তে জন্মনিয়ন্ত্রণ

Scanned by CamScanner

পদ্ধতি ব্যবহার করছি এবং ভবিষ্যতে সন্তান না নেওয়ার জন্য একদম বন্ধ করার চিন্তা নিয়েছি। এ প্রসঙ্গে বিধান জানাবেন?

উত্তর : রিযিকের মালিক স্বয়ং আল্লাহ। তাই সাংসারিক খরচ কমানোর জন্য জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো কুফুরী কাজের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং তা সম্পূর্ণরূপে হারাম, চাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী হোক। (১১/৭৮২/৩৭১৪)

📖 سورة الإسراء الآية ٣١،٣٠ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

📖 تفسير روح المعاني (دار الكتب العلمية) ٨/ ٦٥ : وظاهر اللفظ النهي عن جميع أنواع قتل الأولاد ذكورا كانوا أو إناثا مخافة الفقر والفاقة لكن روي أن من أهل الجاهلية من كان يئد البنات مخافة العجز عن النفقة عليهن فنهى في الآية عن ذلك فيكون المراد بالأولاد البنات وبالقتل الوأد، والخشية في الأصل خوف يشوبه تعظيم.

📖 فيه أيضا ١٥/ ٢٥٧ : أخرج الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والطبراني وابن مردويه عن خذامة بنت وهب قالت: سئل رسول الله صلّى الله عليه وسلم عن العزل فقال: «ذلك الوأد الخفي» ومن هنا قيل بحرمته.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٣٤٨ : اگر کوئی ایسی غرض کے تحت حمل روکے جو اسلامی اصول کے خلاف ہے تو اس کا عمل بالکل ناجائز ہوگا، مثلا کثرت اولاد سے تنگی رزق کا خیال ہو۔

দুর্বলতার কারণে অস্থায়ী জন্মনিয়ন্ত্রণ

প্রশ্ন : শারীরিক দুর্বলতা ও পূর্বের সন্তানদের লালন-পালনে অতিষ্ঠ হয়ে ট্যাবলেট খাওয়া বা ইনজেকশন নিয়ে অস্থায়ীভাবে গর্ভধারণ বন্ধ রাখা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম প্রতিরোধের কোনো পদ্ধতি গ্রহণ করার অনুমতি নেই। আর খাদ্যের ভয়ে বা অধিক সন্তান হওয়া সমাজে নিন্দনীয় মনে

Scanned by CamScanner

করে জন্মনিয়ন্ত্রণের পন্থা অবলম্বন করা হারাম ও গোনাহের কাজ। তবে শারীরিক অসুস্থতার দরুন মহিলা যদি গর্ভধারণ করতে অক্ষম বা মারাত্মক কষ্টকর হয় তাহলে অভিজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশক্রমে অস্থায়ীভাবে সাময়িকের জন্য জন্ম বিরতির কোনো স্বাস্থ্যকর পন্থা গ্রহণ করা যেতে পারে। (১০/৪৩৩/৩১৭৮)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ١٠٣ (٦٠٠١) : عن عبد الله، قال: قلت يا رسول الله، أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» قال: ثم أي؟ قال: «أن تزاني حليلة جارك» وأنزل الله تصديق قول النبي صلى الله عليه وسلم: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان : ٦٨] الآية.

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٠/ ١٧ (١٤٤٢) : عن عائشة، عن جدامة بنت وهب، أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أناس وهو يقول: «لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس، فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا يضر أولادهم ذلك شيئا»، ثم سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك الوأد الخفي»، زاد عبيد الله في حديثه: عن المقرئ، وهي: {وإذا الموءودة سئلت}.

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٥ /٢٧٠ : الجواب- برتھ کنڑول یعنی ضبط تولید کے لئے کسی دواکا استعمال کرنا یااور کوئی جائز تدبیر عمل لانا اگر عورت کمزوری یااس کی صحت کی خرابی کی بناپر ہوتو مباح ہے، لیکن اگر کثرت اولاد کے خوف سے یاعورت کے حسن کے قائم رکھنے کیلئے ہوتو یہ مقاصد ناقل اعتبار ہے اور ضبط تولید کے لئے وجہ اباحت نہیں بن سکتے۔

শারীরিক ঝুঁকির কারণে গর্ভপাত ঘটানো

প্রশ্ন : আমার স্ত্রী অসুস্থ হওয়ার কারণে ডাক্তার শারীরিক বিভিন্ন পরীক্ষা করে বলেন যে আপনার স্ত্রীর যে রোগ হয়েছে এ অবস্থায় আপনারা বাচ্চা নেওয়ার চিন্তা করবেন না। ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা নির্দিষ্ট কতগুলো দিন আযল পদ্ধতি অবলম্বন করেছি। কিন্তু অনিচ্ছা সত্ত্বেও আল্লাহর হুকুমে গর্ভে বাচ্চা ধারণ করেছে। গর্ভের বয়স প্রায় ৫০ দিন। এখন এ অবস্থায় অভিজ্ঞ ডাক্তার বলছেন, সন্তান রক্ষা করতে হলে রোগীর শারীরিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে পারে। ওষুধ সেবন করলে বাচ্চার অঙ্গহানি

Scanned by CamScanner

বা আরো বিভিন্ন সমস্যা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থায় ডাক্তারের পরামর্শ এবং রোগীর শারীরিক অসুবিধার কথা সামনে রেখে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বৈধ বা ভালো হয়, তা জানালে কৃতজ্ঞ হব।

উত্তর : গর্ভ অবস্থায় গর্ভের শিশুর প্রাণ আসা তথা চার মাস (১২০ দিন) পর গর্ভপাত করা জীবিত শিশুকে হত্যা করার সমতুল্য হওয়ার কারণে হারাম ও মারাত্মক গোনাহ, যা ইসলামের বিধান মতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। তবে প্রাণ আসার পূর্বে বিশেষ প্রয়োজনে যথা অভিজ্ঞ ডাক্তারের নির্দেশনা মতে গর্ভপাত না করালে শিশু বা তার মায়ের শারীরিক সার্বিক ক্ষতির আশঙ্কা আছে এবং গর্ভপাত ছাড়া তা থেকে রক্ষা পাওয়ার কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে এ রকম নাজুক অবস্থায় ফিকাহবিদগণের মতানুযায়ী গর্ভপাত করার অনুমতি আছে, অন্যথায় অনুমতি নেই। (৬/৪৯৩/১৩১২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : ويكره أن تسقى لإسقاط حملها ... وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة ... لوالده من عاقل الأم تحضر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي خانية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۰۴ : الجواب- فی الدر المختار ٦/ ٤٢٩ : ويكره أن تسعى لإسقاط حملها وجاز بعذر حيث لا يتصور، ... ... وعليها الكفارة اس عبارت سے چند امور مستفاد ہوئے :

(۱) بلاعذر اسقاط حمل ناجائز ہے،

(۲) عذر وضرورت سے جب تک حمل میں جان نہ پڑی ہو جائز ہے،

(۳) اگر بعد جان پڑنے کے اسقاط کیا تو اگر مردہ ہی گر گیا تو ایک غرہ یعنی پانچسو درہم ضمان لازم ہے اور وہ باپ کو ملے گا اور اگر زندہ پیدا ہو کر مر گیا تو پوری دیت یعنی خون بہا اور کفارہ قتل واجب ہے، ان نمبروں سے سب سوالوں کا جواب معلوم ہو گیا، سوال اول کا جواب یہ ہے کہ بلا عذر ناجائز ہے اور بعذر جائز ہے اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر اس عورت کو یا بچہ کو اس حمل سے کچھ نقصان ہو جائز ہے، ورنہ نہیں۔

Scanned by CamScanner

স্বামীর স্বার্থে স্ত্রীর গর্ভপাত ঘটানো

প্রশ্ন : আমার পাঁচজন ছেলেমেয়ে আছে। এখন আবার পরীক্ষায় আমার স্ত্রী দুই মাসের গর্ভ ধরা পড়েছে। আমার স্ত্রীর গর্ভ অবস্থা শুনে আমার প্রেসার হয়ে গেছে এবং খাওয়াদাওয়া বন্ধ হয়েছে প্রায়। আমার ছেলেমেয়েরা ও আমার স্ত্রী আমার প্রতি অসন্তুষ্ট। এখন আমার ছেলেমেয়েরা কোরআন ও অন্যান্য লেখাপড়ায় অমনযোগী। এখন দুই মাসের গর্ভ নষ্ট করলে আমার প্রেসার ভালো হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করি। এরূপ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রী গর্ভবতী হওয়া খুশির বিষয়। সন্তান আল্লাহর নিয়ামতস্বরূপ। আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা। সন্তানদের দ্বারা রিযিকে বরকত হয়। আরো অনেক ফজীলতের কথা আছে। সন্তান লালন-পালনের দ্বারা অনেক সাওয়াব পাওয়া যায়। এদের জন্য যে যা-ই করবে আল্লাহ তাকে বড় বিনিময় দান করবেন। এমন কথা স্মরণ করার পর কোনো মুসলমান স্ত্রী গর্ভবতী হওয়াতে খুশি না হয়ে পারে না। দুশ্চিন্তার বশবর্তী হয়ে প্রশ্নে বর্ণিত অজুহাত দেখিয়ে সন্তান নষ্ট করার অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। আপনি উপরোক্ত কথাগুলো দ্বারা সরল মনকে সান্ত্বনা দিন। আল্লাহর দরবারে সন্তানদের কল্যাণের জন্য দু'আ করতে থাকুন। পেরেশান হওয়ার কোনো কারণ নেই। সব কিছু আল্লাহর হাওয়ালা করুন, আল্লাহ চাইলে সব পারেন। বেশি বেশি ইস্তেগফার করুন। (৬/৩৪১/১২৩০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : ويكره أن تسقى لإسقاط حملها ... وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة ... لوالده من عاقل الأم تحضر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي خانية.

📖 فيه أيضا ٣٧٤/٦ : وفي الذخيرة: لو أرادت إلقاء الماء بعد وصوله إلى الرحم قالوا إن مضت مدة ينفخ فيه الروح لا يباح لها وقبله اختلف المشايخ فيه والنفخ مقدر بمائة وعشرين يوما بالحديث اهـ قال في الخانية: ولا أقول به لضمان المحرم بيض الصيد لأنه أصل

Scanned by CamScanner

الصيد، فلا أقل من أن يلحقها إثم وهذا لو بلا عذر اهـ ويأتي تمامه قبيل إحياء الموات والله أعلم.

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٢٧٣ : ثم في بعض أجوبة المشايخ الكراهة وفي بعضها عدمها، ثم على الجواز في أمته لا يفتقر إلى إذنها، وفي زوجته الحرة يفتقر إلى رضاها.

📖 مجلہ فقہ اسلامی ٣٩٠ : تجاویز مسئلہ ضبط ولادت، چند استثنائی صورتوں میں عارضی منع حمل کی تدابیر وادویہ کا استعمال مردوں اور عورتوں کیلئے درست ہے مثلا عورت بہت کمزور ہے ماہر اطباء کی رائے میں وہ حمل کی محتمل نہیں ہوسکتی اور حمل ہونے سے اسے ضرر شدید لاحق ہونے کا قوی اندیشہ ہوں ہر اطباء کی رائے ہیں عورت کو ولادت کی صورت میں ناقابل فرداشت تکلیفوں اور ضرر میں مبتلاء ہونے کا خطرہ ہو۔

📖 اسلام اور جدید میڈیکل سائنس ص ١٣٠ : مثلا معتبر طبی اندازہ کے مطابق بچہ پیدائش کی صورت میں زچہ کی موت کا اندیشہ ہو یا خود زیر حمل بچہ کے سنگین مرتی مرخی میں مبتلاء ہو جانے کا خطرہ ہو یا زنا کا حمل ہو تو ایسے مانع حمل ذرائع کے استعمال کی اجازت ہوگی۔

জন্মনিয়ন্ত্রণ ও আযল পদ্ধতি

প্রশ্ন : ১. ইসলামে কোনো জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি আছে কি না? ২. আযল পদ্ধতি কী? তা বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রচলিত জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো অনুমতি নেই, তা সম্পূর্ণ হারাম, আল্লাহ তা'আলার সাথে মোকাবিলার শামিল। রিযিকের মালিক আল্লাহ। খাদ্যের ভয় দেখিয়ে জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রতি উৎসাহিত করা ইসলাম এবং মুসলমানের বিরুদ্ধে ইহুদি ও খ্রিস্টানচক্রের এক সংঘবদ্ধ আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্র। তবে বিশেষ কিছু কারণের পরিপ্রেক্ষিতে অস্থায়ী নিয়ন্ত্রণের অনুমতি দেওয়া যায়, কারণ নির্ণয়ের পর তার উত্তর দেওয়া হবে। (৫/৪১৪)

📖 سورة الإسراء الآية ٣٠، ٣١ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

📖 الفقه الإسلامي وأدلته ٣/ ٥٥٥ : وبناء عليه يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة، دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل، وصلاحية الإنجاب، قال الزركشي: يجوز

Scanned by CamScanner

استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل، ولا يجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه امتناع الحمل في المستقبل، والعبرة في ذلك لغلبة الظن، أي احتمال مافوق ٥٠٪. وكذلك الحكم في تعقيم الرجل.

📖 امداد الفتاوی(زکریا) ۴/ ۲۰۴ : عذر صحیح ہے اس لئے دوامانع حمل کھانا جائز ہے۔

📖 کفایت المفتی(دار الاشاعت) ۵/ ۲۸۹ : لیکن اگر کثرت اولاد کی خوف سے یا عورت کے حسن کے قائم رکھنے کیلئے ہو تو یہ مقاصد نا قابل اعتبار ہیں اور ضبط تولید کیلئے وجہ اباحت نہیں بن سکتے۔

২. স্বামী-স্ত্রীর সহবাসকালে বীর্যপাতের পূর্বক্ষণে পুরুষাঙ্গ বের করে বাইরে বীর্যপাত করাকে শরীয়তের পরিভাষায় আযল বলে। এই আযল পদ্ধতি কোনো কোনো সাহাবা ও ইমামদের মতে মাকরূহ হলেও বিশেষ কারণে (যেমন–অসুস্থতা বা ঘন ঘন সন্তান ধারণের কারণে স্বাস্থ্যের সার্বিক ক্ষতি ইত্যাদি) স্ত্রীর অনুমতি সাপেক্ষে গ্রহণের অনুমতি আছে।

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ١٧٥ : (والإذن في العزل) وهو الإنزال خارج الفرج (لمولى الأمة لا لها) لأن الولد حقه، وهو يفيد التقييد بالبالغة وكذا الحرة نهر. (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها).

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ١٧٥ : (قوله قال الكمال) عبارته: وفي الفتاوى إن خاف من الولد السوء في الحرة يسعه العزل بغير رضاها لفساد الزمان، فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها. اهـ فقد علم مما في الخانية أن منقول المذهب عدم الإباحة وأن هذا تقييد من مشايخ المذهب لتغير بعض الأحكام بتغير الزمان، وأقره في الفتح وبه جزم القهستاني أيضا حيث قال: وهذا إذا لم يخف على الولد السوء لفساد الزمان وإلا فيجوز بلا إذنها. اهـ لكن قول الفتح فليعتبر مثله إلخ يحتمل أن يريد بالمثل ذلك العذر، كقولهم: مثلك لا يبخل. ويحتمل أنه أراد إلحاق مثل هذا العذر به كأن يكون في سفر بعيد، أو في دار الحرب فخاف على الولد، أو كانت الزوجة سيئة الخلق ويريد فراقها فخاف أن تحبل، وكذا ما يأتي في إسقاط الحمل عن ابن وهبان فافهم.

Scanned by CamScanner

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٢٧٢ : العزل جائز عند عامة العلماء، وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عائشة - رضي الله عنها - عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس فسألوه عن العزل؛ قال: ذاك الوأد الخفي» وكذا ذكر شعبة عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود " أنه قال هو الموءودة الصغرى " وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه.

وعن عمر وعثمان أنهما: كانا ينهيان عن العزل. والصحيح الجواز؛ ففي الصحيحين عن جابر " كنا نعزل والقرآن ينزل " وفي مسلم عنه: «كنا نعزل على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم ينهنا» وفي السنن عن أبي سعيد الخدري «أن رجلا قال: يا رسول الله إن لي جارية وأنا أعزل عنها وأنا أكره أن تحمل وأنا أريد ما يريد الرجال، وإن اليهود تحدث أن العزل هو الموءودة الصغرى، قال: كذبت يهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه».

কনডম ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন আলেম সাহেবকে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল যে স্বামী-স্ত্রী মিলনে কনডম ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না? উত্তরে তিনি বললেন-হ্যাঁ, যাবে। আমরা কয়েকজন ছাত্র তা জানতে পেরে ওই আলেমকে বললাম যে আপনার কথার দলিল কী? তিনি বললেন, ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়ায় আছে। জানার বিষয় হলো, উক্ত আলেমের কথা সঠিক কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে স্বামী-স্ত্রীর মিলনে কনডম ব্যবহার হাদীসে বর্ণিত আযলের হুকুমে বিধায় বৈধ উদ্দেশ্য হলে তা স্ত্রীর অনুমতিক্রমে জায়েয ও বৈধ। আর শরীয়তসম্মত কারণে স্ত্রীর অনুমতি ছাড়াও সাময়িকভাবে কনডম ব্যবহার করার অনুমতি আছে এবং প্রশ্নে বর্ণিত উক্ত মাওলানা সাহেব এ বিষয়ে ফাতাওয়ায়ে হক্কানিয়ার বরাত দেওয়াটা সঠিক হয়েছে। (১২/৬৭৯)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٩٥ : قال - رحمه الله - (ويعزل عن أمته بلا، إذنها وعن زوجته بإذنها) يعني لو وطئ أمته فله إذا أراد الإنزال أن ينزل خارج فرجها بغير، إذنها أما الزوجة فليس له ذلك إلا بإذنها؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها» ولأن الحرة لها حق في الوطء حتى كان لها المطالبة به قضاء لشهوتها وتحصيلا للولد ولهذا تخير في الجب والعنة ولا حق للأمة في الوطء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۱۸۳ : الجواب-جب بیوی کی یہ حالت ہے تو صحت ہونے اور قوت آنے تک بیوی کی رضامندی سے عزل کی اجازت ہے۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ / ۵۵۹ : جماع کے وقت کنڈوم (ساتھی) کا استعمال کرنا : ... ...

الجواب- عزل کرنا اگرچہ شرعا جائز ہے، مگر اس میں آزاد عورت (بیوی) سے اجازت لیناضروری ہے، بغیر اجازت کے عزل کرنا مکروہ ہے۔ قال العلامة الحصكفي رح : (ويعزل عن الحرة) وكذا المكاتبة نهر بحثا (بإذنها) لكن في الخانية أنه يباح في زماننا لفساده قال الكمال: فليعتبر عذرا مسقطا لإذنها.

কয়েল পদ্ধতি গ্রহণ করা

প্রশ্ন : তারেকের স্ত্রী খুবই অসুস্থ বা দুর্বল। গর্ভধারণের শক্তি নেই। এখন রহীমার গর্ভে সন্তান না হওয়ার জন্য কী কী করা শরীয়তে জায়েয আছে? আযল বা কনডম ইত্যাদি ব্যবহার করলেও চলে, কিন্তু স্ত্রী ও স্বামী তাতে তৃপ্তি পায় না। তাই বর্তমানে এক পদ্ধতি বের হয়েছে যেটাকে কপাটি বা কয়েল বলে। যেটা মেয়ে ডাক্তার জরায়ুর মধ্যে যন্ত্র দ্বারা দেয় তাতে যত দিন রাখবে তত দিন সন্তান হয় না, কারণ জরায়ুর মুখ বন্ধ থাকে। স্ত্রী বলে, কপাটি ব্যবহার না করলে শুধু আযল দ্বারা সন্তান হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে তাই শুধুমাত্র আযলের ওপর আমি নিশ্চিত নই, সন্তান নেওয়া আমার জন্য আদৌ সম্ভব নয়।

প্রশ্ন হলো, কপাটি বা কয়েল ওই স্ত্রীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যে মানসিকতা ও ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে বর্তমান সমাজে জন্মনিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন পদ্ধতি স্থায়ী-অস্থায়ী আবিষ্কার করা হয়েছে, ওই মানসিকতার নিরিখে তার যেকোনো একটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এটা আল্লাহর সাথে মোকাবেলার শামিল। তবে

Scanned by CamScanner

বিশেষ কারণবশত মহিলার গর্ভধারণের অসুবিধার সম্মুখীন হওয়া অবস্থায় অসুবিধা দূর হওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে অস্থায়ী কোনো পন্থা অবলম্বন করা যায় যদি বাস্তব অসুবিধার বিবেচনায় অভিজ্ঞ মুসলিম ডাক্তারের এ ব্যাপারে পরামর্শ হয়, এরূপ আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিও অবলম্বন করা যায়। (৪/২৮৪/৬৯৭)

📖 سورة الإسراء الآية ٣١٣٠ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۝ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

📖 تحفة الفقهاء (دار الكتب العلمية) ٣/ ٣٣٤ : ولا يباح المس والنظر إلى ما بين السرة والركبة إلا في حالة الضرورة بأن كانت المرأة ختانة تختن النساء أو كانت تنظر إلى الفرج لمعرفة البكارة أو كان في موضع العورة قرح أو جرح يحتاج إلى التداوي وإن كان لا يعرف ذلك إلا الرجل يكشف ذلك الموضع الذي فيه جرح وقرح فينظر إليه ويغض البصر ما استطاع.

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٥٥٥ : وبناء عليه يجوز استعمال موانع الحمل الحديثة كالحبوب وغيرها لفترة مؤقتة، دون أن يترتب عليه استئصال إمكان الحمل، وصلاحية الإنجاب، قال الزركشي: يجوز استعمال الدواء لمنع الحبل في وقت دون وقت كالعزل، ولا يجوز التداوي لمنع الحبل بالكلية. أو ربط عروق المبايض إذا ترتب عليه امتناع الحمل في المستقبل، والعبرة في ذلك لغلبة الظن، أي احتمال مافوق ٥٠٪. وكذلك الحكم في تعقيم الرجل.

📖 فيه أيضا ٣/ ٥٥٩ : وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، لأنه كالوأد. وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين.

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٢/ ٢٤٦ : الجواب- وقتی طور پر ایک خاص مدت تک جب تک ضرورت ہو حمل روکنے کی ضرورۃ اجازت ہے مگر ہمیشہ کیلئے ضبط ولادت کسی شدید اور انتہائی مجبوری ہی میں جائز ہو سکتی ہے معمولی مجبوری میں اجازت نہیں ہے آج کل عیش پرستوں نے اس کو فیشن بنالیا ہے اس کی اجازت نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۳ : اگر بیوی اتنی کمزور ہو کہ ولادت سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی عارضی تدابیر اختیار کرنا جن سے قوت آنے تک استقرار حمل نہ ہو درست ہے۔

আযল ও পরিবার পরিকল্পনা

প্রশ্ন : আযল কাকে বলে? তা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয়, তাহলে পরিবার পরিকল্পনা জায়েয নেই কেন?

উত্তর : বর্তমান যুগের প্রচলিত ও প্রচারিত পরিবার পরিকল্পনা ইহুদি-খ্রিস্টান বেঈমান গোষ্ঠীর ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী ষড়যন্ত্রের এক অভিনব সুপরিকল্পিত আবিষ্কার। আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনাস্থা-অবিশ্বাস থেকেই এ চিন্তাধারার জন্ম। শরীয়তে ইসলামী যথা কোরআন-হাদীসের আলোকে এ ধরনের পরিবার পরিকল্পনা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি নিষিদ্ধ তা গ্রহণ করাও। সুতরাং প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনার নীতিগত সমর্থন ও গ্রহণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম।
প্রশ্নোক্ত আযল পদ্ধতি আধুনিক পরিবার পরিকল্পনার স্বার্থ উদ্ধারের একটি পন্থা হিসেবে গ্রহণ করার কোনো অনুমতি শরীয়তে নেই। এ মানসিকতার ভিত্তিতে তা করা ও সম্পূর্ণ নাজায়েয। এককথায় এসব অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে উদ্দেশ্য ও চিন্তাধারাই হল মূল। তাই এ মানসিকতা কার্যকর না হওয়া অবস্থায় বাস্তবসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি মুফতিয়ানে কেরাম বিশেষ ক্ষেত্রে বিবেচনা করে দিয়ে থাকেন। যেরূপ আযল করার অনুমতি এ পর্যায়ে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় আযলের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা এ পর্যায়ের ছিল। নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কখনোই আযল করেননি। বরং তার বিরোধিতা করেছিলেন বলে স্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায়।
এতদসত্ত্বেও বিশেষ প্রয়োজনের ভিত্তিতে কোনো কোনো সাহাবীর আযল করার প্রমাণ থাকায় বর্তমানে ওই ধরনের প্রয়োজনে আযল করা যাবে বলে কেউ কেউ মত ব্যক্ত করে থাকেন, যদিও এটি সর্বজনগ্রাহ্য নয়। সহবাসকালে স্ত্রী লিঙ্গের বাইরে বীর্য নির্গত করাকে আযল বলে। (৬/৫৮৫/১৩২৯)

📖 سورة الإسراء الآية ٣٠، ٣١ : ﴿إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ○ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا﴾

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٢٧٢ : العزل جائز عند عامة العلماء، وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عائشة –

Scanned by CamScanner

رضي الله عنها - عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت «حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس فسألوه عن العزل؛ قال: ذاك الوأد الخفي» وكذا ذكر شعبة عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود " أنه قال هو الموءودة الصغرى " وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه.وعن عمر وعثمان أنهما: كانا ينهيان عن العزل. والصحيح الجواز.

📖 فتح البارى (دار الريان) ٩/ ٢١٨ : ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ولم يفعل ذلك أحدكم؟ ولم يقل لا يفعل ذلك فأشار إلى أنه لم يصرح لهم بالنهي وإنما أشار أن الأولى ترك ذلك لأن العزل إنما كان خشية حصول الولد فلا فائدة في ذلك .

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٣٤٢ : وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم، والصحيح الجواز. قال النووي: العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا ورد " العزل الوأد الخفي " قال أصحابنا: لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء رضيا أم لا؟ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بيعها، وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه، أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه فلا يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ... ... وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى {وإذا الموءودة} [التكوير : ٨] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم القيامة بأي ذنب قتلت، قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته ; إذ ليس في معنى الوأد الخفي، لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه (رواه مسلم). ... والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولدا، شبه إهلاك الولد ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه؛ فلذلك جعله خفيا.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۳ : اگر بیوی اتنی کمزور ہو کہ ولادت سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی عارضی تدابیر اختیار کرنا جن سے قوت آنے تک استقرار حمل نہ ہو درست ہے۔

আযল, ইনজেকশন বা বড়ির ব্যবহার

প্রশ্ন : ক) ইসলামের দৃষ্টিতে আযলের হুকুম কী?

খ) কোন কোন সুরতে আযল বৈধ?

গ) শরীয়তের দৃষ্টিতের আযলকারী এবং ইনজেকশন বা বড়ি ব্যবহারকারীর হুকুম কি এক না ভিন্ন? যদি ভিন্ন হয় তাহলে প্রত্যেকের জন্য কোনো বৈধ পন্থা আছে কি না?

উত্তর : বর্তমান প্রচলিত ও প্রচারিত পরিবার পরিকল্পনা ইহুদি-বেঈমান ঘোর ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী ষড়যন্ত্রের এক অভিনব সুপরিকল্পিত আবিষ্কার। আল্লাহ তা'আলার প্রতি অনাস্থা ও অবিশ্বাস থেকেই এই চিন্তাধারার জন্ম। শরীয়তে ইসলামী যথা কোরআন-হাদীসের আলোকে এ ধরনের মন-মানসিকতার ভিত্তিতে পরিবার পরিকল্পনা যেমন নিষিদ্ধ, তেমনি আযল পদ্ধতিও গ্রহণ করা নিষিদ্ধ ও গোনাহ।

তবে উপরোক্ত মানসিকতা না থাকা অবস্থায় বাস্তবসম্মত বিশেষ প্রয়োজনে শর্ত সাপেক্ষে সাময়িক জন্মনিয়ন্ত্রণ করার অনুমতি যেমন আছে, আযল পদ্ধতিও গ্রহণ করার অনুমতি আছে।

নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর জমানায় আযলের যে উল্লেখ পাওয়া যায় তা এ পর্যায়ের ছিল। অর্থাৎ ক্রমাগত সন্তান প্রসবের কারণে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপক অবনতি হলে মুসলিম বিজ্ঞ ডাক্তারের মতে জন্ম রোধ ব্যতীত বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে আযল পদ্ধতির মতো সাময়িকভাবে সন্তান রোধ করার প্রশ্নোল্লিখিত পন্থাগুলোর থেকে যেকোনো পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি উলামায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন। (৬/৬৪০)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣/ ٢٧٢ : وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم لما في مسلم من حديث عائشة – رضي الله عنها – عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت «حضرت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في أناس فسألوه عن العزل؛ قال: ذاك الوأد الخفي» وكذا ذكر شعبة عن عاصم عن زرعة وصح عن ابن مسعود " أنه قال هو الموءودة الصغرى " وصح عن أبي أمامة أنه سئل عنه فقال: ما كنت أرى مسلما يفعله، وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه.وعن عمر وعثمان أنهما: كانا ينهيان عن العزل.

Scanned by CamScanner

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٦/ ٣٤٢ : وكرهه قوم من الصحابة وغيرهم، والصحيح الجواز. قال النووي: العزل هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزع، وأنزل خارج الفرج، وهو مكروه عندنا لأنه طريق إلى قطع النسل ولهذا ورد " العزل الوأد الخفي " قال أصحابنا: لا يحرم في المملوكة ولا في زوجته الأمة سواء رضيا أم لا؟ لأن عليه ضررا في مملوكته بأن يصيرها أم ولد ولا يجوز بيعها، وفي زوجته الرقيقة بمصير ولده رقيقا تبعا لأمه، أما زوجته الحرة فإن أذنت فيه فلا يحرم وإلا فوجهان أصحهما لا يحرم. ... ... وهذا دليل لمن لم يجوز العزل. ومن جوزه يقول هذا منسوخ أو تهديد أو بيان الأولى وهو الأولى (وهي) الضمير راجع إلى مقدر أي هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى {وإذا الموءودة} [التكوير : ٨] أي البنت المدفونة حية (سئلت) أي: يوم القيامة بأي ذنب قتلت، قيل ذلك لا يدل على حرمة العزل بل على كراهته ; إذ ليس في معنى الوأد الخفي، لأنه ليس فيه إزهاق الروح بل يشبهه (رواه مسلم). ... والظاهر أن النهي محمول على التنزيه، قال القاضي: وإنما جعل العزل وأدا خفيا لأنه في إضاعة النطفة التي هيأها الله لأن تكون ولدا، شبه إهلاك الولد ودفنه حيا، لكن لا شك في أنه دونه؛ فلذلك جعله خفيا.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۳ : اگر بیوی اتنی کمزور ہو کہ ولادت سے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی عارضی تدابیر اختیار کرنا جن سے قوت آنے تک استقرار حمل نہ ہو درست ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۳۳ : الجواب-اگر ضرورت محسوس ہو تو بحالت عذر جبتک عذر باقی ہے چند دن کیلئے ضبط حمل کی تدبیر و معالجہ کر سکتے ہیں لیکن بدون شرعی عذر کے بچہ دانی نکالکر دائما اولاد سے محروم ہونے کی کوشش کفران نعمت ہے... ... لہذا معمولی عذر میں اس کی اجازت نہیں، ہاں اگر عورت کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے اس میں ضبط حمل کی قوت نہ رہی ہو اور جان کا خطرہ ہو اور آپریشن کے بغیر چارۂ کار نہ ہو اور اس کی اجازت مسلمان دیندار حکیم حاذق یا مسلمان دیندار تجربہ کار ڈاکٹر دیتا ہو تو آپریشن کر سکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

চরম স্বাস্থ্যহানির কারণে আযল করা

প্রশ্ন : ১. আমি ১৯৯১ ইং সালে বিয়ে করি এবং আল্লাহর হুকুম মতে ও রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর তরীকায় জিন্দেগী চালাতে চেষ্টা করছি। ১৯৯৮ ইং পর্যন্ত অর্থাৎ সাত বছরে আমার তিনটি ছেলে ও একটি মেয়ে হয়েছে। এখন দেখা যাচ্ছে, আমার বিবির বেশ স্বাস্থ্যহানি হয়েছে। সে নফল তো দূরের কথা, ফরয হুকুম পালন করতেও বেশ মুজাহাদার সাথে পালন করছে। দাওয়াতের কাজেও বেশ বিঘ্ন হচ্ছে। এখন এ অবস্থায় আমাদের শরীয়ত মোতাবেক কোনো ব্যবস্থা আছে কি না, যা আমরা মেনে চলতে পারি? এ ব্যাপারে আপনার উপদেশ আমাদের চলার পাথেয় হবে ইনশাআল্লাহ।

২. আরেকটি প্রশ্ন হলো, আযল প্রথা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রচলিত পরিবার পরিকল্পনা আল্লাহ তা'আলার ওপর অনাস্থা ও পাশ্চাত্য জগৎ তথা ইহুদি-খ্রিস্টানদের ইসলাম ও ঈমানবিরোধী চক্রান্ত ও মানসিকতার ফসল। এটাকে ইসলাম কোনোক্রমেই সমর্থন করে না। তবে ক্রমাগত সন্তান প্রসবের কারণে স্ত্রীর স্বাস্থ্যের বিপুল অবনতি ঘটলে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের মতে জন্মরোধ ব্যতীত বিকল্প ব্যবস্থা না থাকলে সাময়িকভাবে সন্তান রোধ করার কোনো পন্থা অবলম্বন করার অনুমতি ফিকাহবিদ ও উলামায়ে কেরাম দিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে আযল পদ্ধতিও গ্রহণ করা যেতে পারে। (৬/৫৯৬/১৩৩১)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۳۴۳ : اگر بیوی اتنی کمزور ہو کہ ولادت سے ہلاک ہوجانے کااندیشہ ہوتوایسی عارضی تدابیر اختیار کرنا جن سے قوت آنے تک استقرار حمل نہ ہودرست ہے۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۳۳ : الجواب-اگر ضرورت محسوس ہو تو بحالت عذر جبتک عذر باقی ہے چند دن کیلئے ضبط حمل کی تدبیر و معالجہ کر سکتے ہیں لیکن بدون شرعی عذر کے بچہ دانی نکالکر دائماً اولاد سے محروم ہونے کی کوشش کفران نعمت ہے.... لہذا معمولی عذر میں اس کی اجازت نہیں، ہاں اگر عورت کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے اس میں ضبط حمل کی قوت نہ رہی ہواور جان کا خطرہ ہواور آپریشن کے بغیر چارۂ کار نہ ہواور اس کی اجازت مسلمان دیندار حکیم حاذق یا مسلمان دیندار تجربہ کار ڈاکٹر دیتاہو تو آپریشن کر سکتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

'এমআর' করার হুকুম

প্রশ্ন : 'এমআর' করা জায়েয আছে কি না? সাধারণত মেয়েদের বাচ্চা হয়ে নষ্ট হয়ে গেলে তা 'এমআর' করে নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়। তা খুব সহজ পদ্ধতি।

এমআর কখন করে?

- সাধারণত কেউ যদি বাচ্চা না চান তখন এমআর করে তা নষ্ট করে ফেলে দেওয়া হয়।
- কারো যদি কোলে ছোট বাচ্চা থাকে, বুকের দুধ খায়। অথবা খায় না। এ মুহূর্তে দ্বিতীয়টি চাচ্ছেন না। দ্বিতীয় বাচ্চা পরে নেবেন। প্রথম বাচ্চা একটু বড় হয়ে গেলে। তখন এমআর করেন।
- বিয়ে হয়েছে; কিন্তু বয়স খুব কম অথবা বিয়ে হয়েছে; কিন্তু শ্বশুরবাড়িতে তুলে নেয়নি, তখন এমআর করে।
- বাচ্চা দুটি বা একটি আছে, আর নেবেন না। তখন এমআর করেন।
- আর্থিক সচ্ছলতা নেই, বাচ্চা নিলে লালন-পালন খুব কষ্টকর।
- বাচ্চা বড় হয়ে গেছে, মহিলার বয়স ৪০-এর ওপরে।
- বাচ্চা আছে, তবে বাচ্চা পেটে থাকাকালীন খুব কষ্ট হয়। শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায়, অথবা বাচ্চা হতে কষ্ট হয়।
- বাচ্চা আছে একটি; কিন্তু যদি এটা রাখে তবে খুব সমস্যা হতে পারে, জীবন-মরণ সমস্যা হতে পারে। যেমন—অত্যধিক রক্তশূন্যতা, হার্টের রোগ।
- বাচ্চা আছে, অথবা নেই। কিন্তু বাচ্চা হয়ে মাসিক বন্ধ হয়ে গেছে সেটা রোগী বুঝতে পারেনি বা পেরেছে; কিন্তু নষ্ট করার জন্য বুঝে আবার না বুঝে আবার মাসিক হবে, তবে অনেক ওষুধ খেয়েছে, যা ভ্রূণের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে বা হবে। আমরা জানি, সেই ভ্রূণের গঠনে খারাপ প্রতিক্রিয়া করে। এখন কেউ তা গ্যারান্টি দিতে পারে না যে হবে না। এমতাবস্থায় এমআর করেন।
- অনেকে কোনো ব্যবস্থা নিতে পারে না তার জন্য কষ্টকর হয় বা স্যুট করে না বা অসুবিধা ঘটায় তখন ব্যবস্থা ছাড়াই চলেন এবং গর্ভবতী হলে এমআর করেন।
- অনেকে ব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তবে এটা কোনো রকমে অসুবিধা করে গর্ভবতী হয়ে গেছেন, অনেক দিন ধরে নিচ্ছেন কোনো অসুবিধা হয় না। তবে এবার হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে হয়ে গিয়ে Coneicne করে গেলেন, তখন এমআর করেন।
- অনেকের ডায়াবেটিস রোগ আছে বা ব্লাড প্রেসার রোগ আছে, তাই এখন যদি যে বাচ্চা হয়ে গেছে ওটা রাখে তবে তার উপরোক্ত রোগ ভীষণভাবে বৃদ্ধি পারে এবং ভ্রূণের মারাত্মক ক্ষতি হবে বা হতে পারে, এমনকি বাচ্চাও মরে যেতে পারে, সঙ্গে আরো জটিল সমস্যাও হতে পারে।

Scanned by CamScanner

- ⊙ টিবি রোগী ওষুধ খাচ্ছে, যা ভ্রূণের জন্য ক্ষতিকর। কিন্তু হঠাৎ গর্ভবতী হয়ে যাওয়াতে এমআর করেন।
- ⊙ কোনো অপারেশন হবে তখন গর্ভাবস্থায় থাকা যাবে না, তখন এমআর করেন।

এখন আমি জানতে চাই, এমআর করা যাবে কি না বা জায়েয কি না? করলে কত দিনের মধ্যে করা যাবে? দুই মাসের মধ্যে নাকি আড়াই মাসের মধ্যে। Pregnant হলে তেমন কোনো অসুবিধা হয় না বা কষ্ট কম হয়। সব কিছুরই তো Adrants Disadvantage আছে।

অনেকে বলেন, দুই মাসের মধ্যে করা যায়। আমি জানতে চাচ্ছি, করা যাবে কি না? এবং করা গেলে কত দিনের মধ্যে আমি যেসব সমস্যা বললাম, এমআর করার সপক্ষে সেগুলো কতটুকু যুক্তিসংগত হবে? একটু জানাবেন কখন করা যাবে?

আমি এটুকু জানি যে, যদি প্রেগনেন্ট কন্টিনিউ করে তার জীবন-মরণ সমস্যা হলে সে ক্ষেত্রে করা যেতে পারে তবে এটা খুব নগণ্য।

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় এমআর করার অনমুতি শরীয়তে নেই। এ ধরনের গর্ভ বিনষ্ট করা দুই মাসের পরে বা আগে সর্বাবস্থায় নাজায়েয। তবে জীবন-মরণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়াবস্থায় অভিজ্ঞ মুসলিম দ্বীনদার ডাক্তার এমআর করা ব্যতীত এ সমস্যার সমাধান না হওয়ার সিদ্ধান্ত দিলে তখন অপারগতায় এমআর করা যেতে পারে।

এ ছাড়া প্রশ্নে বর্ণিত বাকি সমস্যাবলি উক্ত পর্যায়ের নয় বিধায় ওই সব অবস্থায় এমআর করা জায়েয হবে না। (৪/৪০২/৭৬১)

📖 إعلاء السنن (إدارة القرآن) ١٧ / ٤٠٩ : ونقل عن الذخيرة : لو أرادت الإلقاء قبل فتح الروح هل يباح لها ذلك أم لا؟ اختلفوا فيه، وكان الفقيه علي بن موسى يقول : إنه يكره فإن الماء بعد ما وقع الرحم مآله الحياة فيكون له حكم الحياة.

📖 الدر المختار (سعيد) ٩ / ٥٣٧ : ويكره أن تسقى لاسقاط حملها * وجاز لعذر حيث لا يتصور.

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٥ / ٢٤٩ : وكذا كل تداو لا يجوز إلا بطاهر، وجوزه في النهاية بمحرم إذا أخبره طبيب مسلم أن فيه شفاء ولم يجد مباحا يقوم مقامه.

Scanned by CamScanner

বাচ্চার লালন-পালনের স্বার্থে গর্ভপাত ঘটানো

প্রশ্ন :

১. আমার স্ত্রী ৫-৬ সপ্তাহ হলো গর্ভধারণ করেছে (ডাক্তারের হিসাব মতো)। আমাদের ১৭ মাস বয়সের একটি পুত্রসন্তান আছে। এই পুত্রসন্তানসহ আমরা দেশের বাইরে থাকি। যেখানে এই শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণের ও লালন-পালনের সমস্ত কর্ম আমাদেরকেই সম্পন্ন করতে হয়। কোনো আত্মীয়স্বজন বা কাজের লোককে আমরা চেষ্টা করেও আমাদের সাথে নেওয়া সম্ভব হয়নি।

২. চাকরির কাজে আমাকে পরিবার থেকে দূরে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন মেয়াদে (কয়েক সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস) অবস্থান করতে হয়। এ রকম পরিস্থিতিতে আমার স্ত্রী সন্তানকে দেখাশোনা করে।

৩. আমাদের বর্তমান সন্তানটি অতিরিক্ত চঞ্চল হওয়ায় তার নিরাপত্তা ও সুস্থতার ব্যাপারে আমরা সর্বদাই উদ্বিগ্ন এবং অন্য কোনো মানুষের সাহায্য না থাকায় আমার স্ত্রীকে তাকে চোখে চোখে রাখতে হয়। এমতাবস্থায় আমরা ভবিষ্যতে ছোট ছোট দুটি শিশুসন্তানের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে উদ্বিগ্ন। আমরা শুনেছি যে গর্ভধারণের শুরু থেকে হৃৎস্পন্দন আসা পর্যন্ত তা নষ্ট করা যায়। কথাটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : গর্ভধারণের শুরু থেকে চার মাস হওয়ার পর তথা হৃৎস্পন্দন আসার পর গর্ভপাত করা শরীয়তে সম্পূর্ণ নাজায়েয ও মারত্মক গোনাহ। আর চার মাস তথা হৃৎস্পন্দন আসার আগ পর্যন্ত গর্ভপাত করা শরীয়ত সমর্থিত কারণে হলে অনুমতি আছে, অন্যথায় অনুমতি নেই। শরীয়তসম্মত কারণ বলতে মুসলিম অভিজ্ঞ ডাক্তারের কথা অনুযায়ী সন্তান ধারণে মহিলার শারীরিক ক্ষতির আশঙ্কা সৃষ্টি হলে। প্রশ্নে বর্ণিত কারণ শরীয়ত সমর্থিক কারণসমূহের আওতাভুক্ত নয় বিধায় এ কারণে গর্ভপাতের অনুমতি দেওয়া যায় না। (১৩/৩৭০/৫২৯৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : ويكره أن تسقى لإسقاط حملها ... وجاز لعذر حيث لا يتصور وإن أسقطت ميتا ففي السقط غرة ... لوالده من عاقل الأم تحضر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٩ : (قوله ويكره إلخ) أي مطلقا قبل التصور وبعده على ما اختاره في الخانية كما قدمناه قبيل الاستبراء وقال إلا أنها لا تأثم إثم القتل (قوله وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وليس لأبي الصبي ما يستأجر به الظئر ويخاف هلاك الولد قالوا يباح لها أن تعالج في استنزال الدم ما دام

Scanned by CamScanner

الحمل مضغة أو علقة ولم يخلق له عضو وقدروا تلك المدة بمائة وعشرين يوما، وجاز لأنه ليس بآدمي وفيه صيانة الآدمي خانية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۵/ ۴۳۳ : حمل پر چار ماہ گذرنے کے بعد اس کا اسقاط جائز نہیں اس سے قبل جواز میں اختلاف ہے راجح یہ ہے کہ بدون سخت مجبوری کے یہ بھی جائز نہیں، ولادت تک عدت میں کوئی ضرر نہیں اگر اس میں ضرر ہوتا تو اللہ تعالی ایسا مشکل حکم کیوں نازل فرماتے ؟ ان کا تو ارشاد ہے کہ انہوں نے کوئی حکم ایسا نہیں دیا جس میں ضرر ہو۔

জন্মনিয়ন্ত্রণকারীর হাতের খানা ও তার জানাযা

প্রশ্ন : ১. যারা সন্তান বন্ধ করার জন্য সিজার করেছে তাদের হাতের খানা খাওয়া যাবে কি না?

২. যারা সন্তান বন্ধ করার জন্য বার্থ কন্ট্রোল করে, তাদের জানাযা পড়া যাবে কি না?

উত্তর : জন্মনিয়ন্ত্রণের মতো কুফুরী কাজের অনুমতি ইসলামী শরীয়তে নেই। বরং তা সম্পূর্ণরূপে হারাম। চাই জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অস্থায়ী হোক বা স্থায়ী হোক। শরয়ী কারণ ব্যতীত এ ধরনের অবৈধ কাজ যারা করবে তাদের ঘরের বা হাতের রান্নাকৃত খানা না খাওয়া উত্তম। তবে যেকোনো মুসলমানের মৃত্যুর পর তার জানাযার নামায পড়তে হবে। (১/৩৬৮)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٥٥٩ : وقد صرح الفقهاء بأنه يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله، لأنه كالوأد. وذلك إلا إذا كانت هناك ضرورة ملجئة كانتقال مرض خطير بالوراثة إلى الأولاد والأحفاد، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ويرتكب أخف الضررين.

📖 سنن الدارقطني (١٧٦٨) : عن أبي هريرة , أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «صلوا خلف كل بر وفاجر , وصلوا على كل بر وفاجر , وجاهدوا مع كل بر وفاجر».

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۳۳ : الجواب- اگر ضرورت محسوس ہو تو بحالت عذر جبتک عذر باقی ہے چند دن کیلئے ضبط حمل کی تدبیر و معالجہ کر سکتے ہیں لیکن بدون شرعی عذر کے بچہ دانی نکالکر دائما اولاد سے محروم ہونے کی کوشش کفران نعمت ہے،... ... لہذا معمولی عذر میں اس کی اجازت نہیں، ہاں اگر عورت کی صحت خراب ہونے کی

Scanned by CamScanner

وجہ سے اس میں ضبط حمل کی قوت نہ رہی ہو اور جان کا خطرہ ہو اور آپریشن کے بغیر چارۂ کار نہ ہو اور اس کی اجازت مسلمان دیندار حکیم حاذق یا مسلمان دیندار تجربہ کار ڈاکٹر دیتا ہو تو آپریشن کر سکتے ہیں۔

বিনা প্রয়োজনে সিজার করা

প্রশ্ন : সুস্থ মহিলাদের পেট কেটে সন্তান প্রসবের রেওয়াজ আছে, এভাবে তারা দুটি সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা রাখে, এর অধিক পারে না। এখন প্রশ্ন হলো,

(ক) এভাবে স্বেচ্ছায় সন্তান গ্রহণের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলা জায়েয হবে কি না?
(খ) এভাবে সুস্থ অঙ্গ কাটা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : বিনা প্রয়োজনে পেট কেটে সন্তান বের করা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ। (১০/৫৪২)

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٩/ ١٦٥ : قال: " ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك كله فعلى الأجنبي ثلث الدية"؛ لأن فعل الأسد والحية جنس واحد لكونه هدرا في الدنيا والآخرة، وفعله بنفسه هدر في الدنيا معتبر في الآخرة حتى يأثم عليه وفي النوادر أن عند أبي حنيفة ومحمد يغسل ويصلى عليه وعند أبي يوسف يغسل ولا يصلى عليه، وفي شرح السير الكبير ذكر في الصلاة عليه اختلاف المشايخ على ما كتبناه في كتاب التجنيس والمزيد فلم يكن هدرا مطلقا وكان جنسا آخر، وفعل الأجنبي معتبر في الدنيا والآخرة فصارت ثلاثة أجناس فكأن النفس تلفت بثلاثة أفعال فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه فيجب عليه ثلث الدية، والله أعلم بالصواب.

Scanned by CamScanner

باب الغناء والمعازف

পরিচ্ছেদ : গান-বাদ্য ও সংগীত

গান ও মিউজিক শোনা এবং পিয়ানো বাজানোর হুকুম

প্রশ্ন : গান শোনা বা শুধু বাদ্যযন্ত্রের মিউজিক ক্যাসেট শোনা কি পাপ? পিয়ানো বাজানো কি পাপ?

উত্তর : গান-বাদ্য বাজানো বা শ্রবণ করা উভয়টিই ঘৃণিত ও গোনাহের কাজ। (৫/৩৫৬)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 تفسير روح المعاني (دار الكتب العلمية) ١١/ ٦٦- ٦٧ : ولهو الحديث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها، ... ... والأحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرناه عن الحسن، وهو الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: لهو الحديث هو الغناء، وأشباهه، وعلى جميع ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به، وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: من يشتري لهو الحديث قال الجواري الضاربات.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب».

📖 فيه أيضا ٤/ ٢٠٩٨ (٤٩٢٤) : عن نافع، قال: سمع ابن عمر، مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا».

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی(امدادیہ) ۹/ ۱۸۷ : گانااور باجہ بجانانا جائزاور حرام ہے۔
📖 فیہ ایضا۹ / ۱۹۱ : تمام باجے جولہو ولعب کے طور پر استعمال کئے جائیں ناجائزاور حرام ہیں۔

কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ থাকলেই গান বৈধ হয় না

প্রশ্ন : ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে গান শোনা জায়েয আছে কি না?
খ) আমাদের এলাকার এক পীর সাহেব বলেছেন, যেসব গানে কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ রয়েছে সেসব গান শোনা জায়েয আছে। প্রশ্ন হলো, পীর সাহেবের কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : ক) শরীয়তের দৃষ্টিতে গান শোনা জায়েয নেই।
খ) গান একটি শয়তানি কাজ এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হারাম। সুতরাং গানের মধ্যে কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ করা মূলত কোরআন-হাদীসকে অবমাননা করার সমতুল্য। তাই যেসব গানের মধ্যে কোরআন-হাদীসের মর্ম উল্লেখ রয়েছে সেসব গান শোনাও একাধিক কারণে নাজায়েয। তবে হামদ ও নাত বা ইসলামী গজলকে যদি কেউ গান বলে সে ধারণা ভুল, এটা শোনা বৈধ।
অতএব যে পীর সাহেব বলেছেন যেসব গানের মধ্যে কোরআন-হাদীসের কথা উল্লেখ রয়েছে সেসব গান শোনা জায়েয আছে তার কথা ভিত্তিহীন। (১৪/৫৫৮/৫৬৮০)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾
📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٨ (٤٩٢٤) : عن نافع، قال: سمع ابن عمر، مزمارا قال: فوضع إصبعيه على أذنيه، ونأى عن الطريق، وقال لي: يا نافع هل تسمع شيئا؟ قال: فقلت: لا، قال: فرفع إصبعيه من أذنيه، وقال: «كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا».
📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٨ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع

Scanned by CamScanner

الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه».

রাসুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) গান-বাদ্যের সমর্থন করেছেন বলা মূর্খতা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক ইসলামের নামে গান-বাজনা করে এবং এক শ্রেণীর আলেম এটাকে সমর্থন করে। এমনকি নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নাকি গান-বাজনা সমর্থন করতেন এবং কয়েকটি গান-বাজনার অনুষ্ঠানে গায়ক সাথে নেওয়ার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। কোনো এক অনুষ্ঠানে নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজেই উপস্থিত ছিলেন। তারা আরো বলে, খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)ও গান-বাজনা করতেন। বিষয়টি কতটুকু সহীহ?

উত্তর : হাদীস শরীফে আল্লাহর নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন গান যিনার মতো। তাই বর্তমান প্রচলিত গান-বাজনা শরীয়তের দৃষ্টিতে চাই বাদ্যযন্ত্রের সাথে হোক বা বাদ্যযন্ত্র ছাড়া হোক, একাকী হোক বা নারী-পুরুষ মিলে হোক-সর্বাবস্থায় গান-বাজনা করা এবং তা শোনা নাজায়েয। যদি দুনিয়ালোভী কোনো আলেম এটাকে সমর্থন করে তা বৈধতার প্রমাণ হতে পারে না।

নবীজি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) প্রচলিত গান-বাজনা সমর্থন করতেন এবং কয়েকটি গান-বাজনায় নিজেও উপস্থিত ছিলেন কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের আকীদা পোষণকারীর জন্য অবিলম্বে তাওবা করে আকীদা সংশোধন করে নেওয়া জরুরি।

তবে হাদীস শরীফে যে ছোট ছোট মেয়েরা কবিতা বলার কথা পাওয়া যায় তা প্রচলিত গান-বাজনা নয়, বরং তা ছিল বাজনাবিহীন উপদেশমূলক ও হিকমতের পতাকাবাহী কবিতা। তাই সেই কবিতাকে গান-বাদ্য বলার কোনো অবকাশ নেই।

খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.) প্রচলিত গান-বাজনা করতেন-এ কথাটিও ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা অপবাদের শামিল। সুতরাং মুঈনুদ্দীন চিশতী (রহ.)-এর মতো একজন আল্লাহর ওলীর প্রতি এরূপ অপবাদ থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমান নর-নারীর জন্য একান্ত জরুরি। (১৬/৪৪৯/৬৬০৩)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب» .

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٤٨ : ودلت المسئالة ان الملاهى كلها حرام وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٤٩ : وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك، وما نقل أنه - عليه الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء، والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٢ : قال رحمه الله السماع والقول والرقص الذى يفعله المتصوفة فى زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس عليه وهو والغناء والمزامير سواء.

📖 فتح الباري لابن رجب (مكتبة الغرباء) ٨/ ٤٣٥ : وقال أحمد: الغناء الذي وردت فيه الرخصة هو غناء الراكب: أتيناكم أتيناكم.

وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضع الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذلك، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به فقد كذب وافترى.

Scanned by CamScanner

কোনো মুসলমান গান-বাদ্যকে বৈধ বলতে পারে না

প্রশ্ন : আধুনিক গান-বাজনা, ঢোল-তবলা, হারমোনিয়াম, ড্রামসেট ইত্যাদি দ্বারা ছেলের মেহেদি অনুষ্ঠান করা ইসলামী শরীয়তসম্মত কি না?

২. যদি কেউ বলে, গান-বাজনা ইত্যাদি শরীয়তসম্মত কাজ তাহলে তার হুকুম কী?

উত্তর : ১. কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আদেশ-নিষেধ একজন মুসলমানমাত্রই মানতে বাধ্য। এর ব্যতিক্রম করা গোনাহ এবং অস্বীকার করা কুফুরী। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম হতে বর্ণিত এবং কোরআর-হাদীস বিশারদদের ঐকমত্যে গান-বাজনা, বাদ্য ইত্যাদি হারাম ও গোনাহে কবীরা। (২/৪৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٢٤٤ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعودصوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه».

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٥٧٤ : وأما الآلات: فيحرم في المشهور من المذاهب الأربعة (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة) استعمال الآلات التي تطرب كالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار والرباب وغيرها من ضرب الأوتار والنايات والمزامير كلها فمن أدام استماعها، ردت شهادته، لقوله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الخمر والخنازير والخز والمعازف رواه البخاري. واستدلوا على تحريم المعازف من القرآن بقوله تعالى: {ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله} قال ابن عباس: إنها الملاهي. وبالمعقول: وهو أن هذه الآلات تطرب، وتدعو إلى الصد عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة، وإلى إتلاف المال، فحرمت كالخمر.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی عزیزی (ایچ ایم سعید) ۲/ ۲۱۵-۲۱۴ : سوال-غناء کی حلت و حرمت کی تشریح فرمایئے؟

جواب-غناء کی حرمت کلام خدا واحادیث سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور فرمایا اللہ تعالی نے : وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ ... ...

اور مغنی میں لکھا ہے کہ لهو الحديث غناء اور حرام ہے اس کی حرمت اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے ثابت ہے اور جو شخص اس کو حلال جانے وہ کافر ہے، اور تفسیر ثعلبی میں لکھا ہے کہ لھوالحدیث سے مراد غنااور بجانا بربط اور دف اور ستار اور طنبورہ کا ہے، یہ سب اس نص سے یعنی آیت مذکورہ سے حرام ہے جو شخص ان چیزوں کو حلال جانے وہ کافر ہے۔

📖 عزیزالفتاوی ص ۷۴۶ : جواب- باجااور ناچ بیاہ شادیوں میں مسلمانوں کیلئے حرام قطعی ہے یہاں تک کہ ان کے جائز و حلال جاننے والوں کو کافر کہا گیا ہے۔

২. কোনো মুসলমান গান-বাজনাকে শরীয়তসম্মত কাজ বলতে পারে না।

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٥٩ : ومن يستحل الرقص قالوا بكفره ... ولا سيما بالدف يلهو ويزمر-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٥٩- ٢٦٠ : (قوله ومن يستحل الرقص قالوا بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف.

وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر. ثم قال: التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء العلوم، وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله:

ما في التواجد إن حققت من حرج ... ولا التمايل إن أخلصت من باس

فقمت تسعى على رجل وحق لمن ... دعاه مولاه أن يسعى على الراس

Scanned by CamScanner

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع، عند الذكر والسماع، للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال، السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الإله، ولا يشتاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا، وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته، وشربوا من موارد إرادته، فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وطاب، ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع القرب سكر وغاب، هذا ما عن لي في الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.

কোনো মুসলমানের জন্য টিভি দেখা ও গান শোনা বৈধ নয়

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের একজন ডবল টাইটেল আলেম আলিয়া মাদরাসার প্রভাষক এক সভা অনুষ্ঠানে বলেছেন যে জ্ঞানীদের জন্য টিভি-ভিসিআর দেখা ও গান শোনা জায়েয। তাই তিনি নিজেও দেখেন ও শোনেন। তাঁর কথা কতটুকু সঠিক?

উত্তর : গান-বাদ্য শোনা হারাম ও নাজায়েয, যার স্পষ্ট বর্ণনা কোরআন-হাদীস এবং ফিকাহের কিতাবে রয়েছে। বর্তমান যুগে প্রচলিত টিভি-ভিসিআর ইত্যাদি ইসলামবিরোধী যন্ত্রে পরিণত হয়েছে, যা সকলের নিকট দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এসবের দর্শনে দ্বীন, ঈমান-আকীদা, আমল-আখলাক, সভ্যতা-সংস্কৃতি সব নষ্ট হচ্ছে, যা বিবেকবানমাত্রই বুঝতে পারছে। এ হিসেবে বর্তমানের টিভি-ভিসিআর দেখা মানে একত্রে অনেক প্রকারের নাজায়েয ও হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া। আর গান-বাদ্য হারাম হওয়ার বিষয়টি কোরআন-হাদীসের অকাট্য দলিল দ্বারা প্রমাণিত। এতদসত্ত্বেও এগুলোকে কাণ্ডজ্ঞানহীন চরম মূর্খ ব্যক্তি ছাড়া আর কে জায়েয বলতে পারে। (৮/৩৪/১৯৭৫)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٨ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع

Scanned by CamScanner

الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه».

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۳۳ : الجواب- سخت گناہ اور بہت سے گناہ کبیرہ کا مجموعہ ہے اور جو شخص لوگوں کو اس کی طرف رغبت دلاتا ہے وہ اعلی درجے کا فاسق ہے اور شیطان کا کام کرتا ہے جتنے لوگ اس کی تحریک سے اس گناہ میں مبتلی ہوں گے ان سب کا گناہ اس کو بھی ہوگا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ آئے گی۔ تھیٹر اور بائیسکوپ کے تماشے بہت سے گناہوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں (۱) قطع نظر تمام دوسرے محرمات سے خود یہ لہو ولعب ناجائز ہے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۹۹ : ٹیوی دیکھنا بہر حال وجوہ ذیل کی بناء پر حرام ہے (۱) بیشتر مضامین ایسے ہوتے ہیں جن میں نہ دین کا کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ دنیا کا اور ہر وہ چیز ممنوع ہے جس میں کوئی فائدہ نہ ہو۔

ইকো মেশিন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত নয়

প্রশ্ন : কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করার ইকো মেশিন, যা এক ধরনের যন্ত্রবিশেষ, যার সাহায্যে কণ্ঠস্বরকে সুন্দর করা হয়, আওয়াজে প্রতিধ্বনি বা ঢেউ তোলা যায়, স্বর মোটা-চিকন করা যায়, আওয়াজে ঝনঝনানি অনুভব হয় ইত্যাদি। শরীয়তের দৃষ্টিতে এ মেশিন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত কি না?

উত্তর : বাদ্যযন্ত্র বলা হয় যার বিশেষ আওয়াজ আছে এবং উক্ত আওয়াজের উদ্দেশ্যে ওই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। আর যদি যন্ত্রের দ্বারা তার আওয়াজ উদ্দেশ্য না হয়, বরং কণ্ঠস্বর সুন্দর, ছোট-বড় বা মোটা-চিকন ইত্যাদি করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে এটা বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত ইকো মেশিন বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না। (১৮/৬৭২/৭৭৭৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٣٤٩/٦ : استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة.

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ -آلات جدیدہ کے شرعی احکام- (مکتبۂ تفسیر القرآن) ۴/ ۷۰ : حاصل یہ ہے کہ مزامیر اور آلات طرب میں خود ان آلات کی آوازیں بھی مقصود ہوتی ہیں اگر چہ ان کے ذریعہ سے کسی خاص کلام کی بھی نقل اتار لی جائے اور گراموفون کی اواز خود مقصود نہیں ہوتی بلکہ اصل ہی کا استماع مقصود ہوتا ہے اس لئے اس آلہ کو ملاہی محرمہ اور مزامیر میں داخل نہیں کیا جاسکتا۔

গানের স্বরের তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়

প্রশ্ন : গানের কণ্ঠে তিলাওয়াত বলতে কী বোঝায়? বিস্তারিত বললে খুশি হব।

উত্তর : যে সমস্ত নিয়ম-নীতি গায়কদের কণ্ঠ সুরের সৌন্দর্যের লক্ষ্যে বানানো হয়েছে সে নিয়ম অনুযায়ী সুর দেওয়া যা সাধারণত গায়করা ব্যবহার করে থাকে যেমন, আওয়াজ কমানো-বাড়ানো, কখনো দ্রুত ও ধীরে করা বা উঁচু বা নিচু করে ঢেউ তোলা বা কান্নার মতো আওয়াজ করা ইত্যাদি সুরকে গানের কণ্ঠ বলে। এক কথায় সমাজের মানুষ যেসব সুরে গান শুনে বুঝতে পারে এ লাহজা গায়করাই অবলম্বন করে তাই গানের সুর। (১৭/১০৬/৬৯৪৭)

📖 حق التلاوة (دار المنارة) ٦٤ : الترجيع وهو تمويج الصوت فى أثناء القراءة وبخاصة المدود (اوهو رفع الصوت ثم خفضه وإعادة الرفع والخفض - فى المد الواحد - مرات).

📖 فوائد مکیہ ص ۲۳۶ : آپ یہ بھی معلوم کرنا ضروری ہے کہ ادغام کسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تحسین صوت کے واسطے جو خاص قواعد مقرر کئے گئے ہیں ان کا لحاظ کرکے پڑھے یعنی کہیں گھٹانا کہیں بڑھانا کہیں جلدی کرنا کہیں نہ کرنا کہیں آواز کو پست کرنا کہیں بلند کرنا کسی کلمہ کو سختی سے ادا کرنا کسی کو نرمی سے کہیں رونے کی سی آواز کرنا۔

আল্লাহ শব্দের পশ্চাৎধ্বনি

প্রশ্ন : হামদ ও নাত বা ইসলামী সংগীতের মাঝে মূল কণ্ঠের সাথে সাথে ভিন্ন এক কণ্ঠে ক্ষীণ আওয়াজে এমনভাবে আল্লাহ আল্লাহ বলা হয়, যা শুনতে তবলার আওয়াজের মতো লাগে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন সুর তুলে হামদ ও নাত গাওয়া বৈধ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : হামদ নাত প্রশংসনীয় উদ্যোগ। তবে গানের সুরে বাদ্য তবলার সংযোজন করে হামদ ও নাত পড়াতে সাওয়াবের চেয়ে গোনাহের আশঙ্কাই বেশি। উপরন্তু লফজে আল্লাহ বা অন্য কোনো যিকির এমন স্থানে বলা, যা দ্বারা আল্লাহ শব্দের অসম্মান ও অবমাননা বোঝা যায় কুফুরীর পর্যায়ভুক্ত। যিকির দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে করা হলে সাওয়াবের স্থলে গোনাহ হয়ে থাকে। তা ছাড়া বাদ্যযন্ত্রের মতো লাগা বাদ্যযন্ত্রেরই নামান্তর, যা শরীয়তে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। অতএব প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে সুর তুলে হামদ নাত, ইসলামী সংগীত পরিহারযোগ্য। (১৮/৬৪৯/৭৭৭৫)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٣٦٦/٤ : أما استماع صوت الملاهى كالضرب بالقصب وغير ذلك حرام ومعصية لقوله عليه الصلوه والسلام استماع الملاهى معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها من الكفر إنما قال ذلك على وجوه التشديد ... ... وأما قراءة أشعار العرب ما كان فيها ذكر الفسق والخمر والغلام فمكروه؛ لأنه ذكر الفواحش.

📖 المحيط البرهانى (دار الكتب العلمية) ٥/ ٣١٠ : أما إذا سبح على أنه يعمل عمل الفسق يأثم؛ كمن جاء إلى آخر يشتري منه ثوباً، فلما فتح التاجر الثوب سبح الله تعالى، أو صلى على النبي عليه السلام؛ أراد به إعلام المشتري جودة توبه وذلك مكروه، فهذا كذلك. حارس يقول: لا إله إلا الله، أو قال فقاعي عند فتح الفقاع: لا إله إلا الله، أو قال: صلى الله على محمد يأثم؛ لأنه يأخذ لذلك ثمناً — والتسبيح والتحميد نظير القران.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٦٧/٢ : إذا قرأ القرآن على ضرب الدف والقصب فقد كفر.

📖 ڈیجیٹل تصویر اور سی ڈی کے شرعی احکام/ ۱۶۷ جواب: درج ذیل وجوہ کی بناء پر مذکورہ انداز میں اللہ جل جلالہ کے اسم گرامی کو پڑھنا ناجائز اور حرام ہے۔

ا۔اس میں فساق وفجار اور میراثی قوم کے افعال قبیحہ اور اعمال شنیعہ کے ساتھ مشابہت ہے ، جن کو وہ اپنے خش، گندے اور اخلاق و تہذیب اسلامی سے یکسر گرے ہوئے نغموں اور گانوں میں انجام دیتے ہیں۔

۲ -تاتار خانیہ، جگر اور ہندیہ وغیرہ کی عبارات میں صراحۃ آلات موسیقی کے ساتھ تلاوت قرآن مجید و کفر کہا گیا ہے اور تسبیح و تحمید اور دوسرے اذکار اوراد قراءۃ قرآن کی نظیر ہیں۔ تو اگر چہ بعض نعت خواں حضرات حقیقت میں ذکر اللہ کے ساتھ آلات موسیقی

Scanned by CamScanner

استعمال نہیں کرتے مگر ایسے انداز میں پڑھتے ہیں کہ جس سے اچھا خاصا دھوکا ہو جاتا ہے
کہ یہ آلات موسیقی کے ساتھ پڑھا گیا ہے، نیز بعض نے بتایا ہے کہ اس سے مقصد ہی یہی
ہے کہ لوگ اس کو میوزک سمجھ کر موسیقی کا مزہ حاصل کریں، ایسی صورت میں اس کی
شناعت مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ اس صورت میں اللہ تعالی کے اسم اعظم کی توہین کا قوی
اندیشہ ہے اور جس امر میں توہین کا ادنی شب بھی ہو اسے ہر مسلمان کے لیے بچنا ضروری
ہے تاکہ اندیشہ کفر سے بھی بچا رہے۔
الاصل اس تم کی سی ڈی اور کیسٹیں تیار کرنا، خریدنا، بیچنا اور سننا ہر گز ہر گز درست نہیں

টিকিট কিনে ইসলামী সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : আজকাল ইসলামী সংগীতের নামে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়ে থাকে। সেখানে প্রবেশের জন্য টিকিটের ব্যবস্থা করা হয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন অনুষ্ঠানের টিকিট ক্রয় বৈধ হবে কি না?

উত্তর : বর্তমানে ইসলামী সংগীতের নামে যে সকল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাতে শরীয়ত পরিপন্থী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড হয়ে থাকে। যথা–দাড়িবিহীন নাবালেগ ছেলে ও পেশাদার গায়কদের মাধ্যমে সংগীত পরিবেশন, আলোকসজ্জার মাধ্যমে অর্থের অপচয়, ফাসেক-ফুজ্জার ও নাবালেগ ছেলেদের সমাগম, প্রবৃত্তির বশীভূত হয়ে হৈ-হুল্লোড় করা। এ ছাড়া বিভিন্ন ধরনের গর্হিত কাজ হয়ে থাকে বিধায় এ রকম অনুষ্ঠান ইসলামী সংগীতের নামে হলেও তা কোরআনের ভাষায় لهو الحديث এর অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এসব অনুষ্ঠানের টিকিট ক্রয় অপচয়ের অন্তর্ভুক্ত বলে বিবেচিত। এমনকি এখন তো কোনো কোনো জায়গায় ইসলামী সংগীত অনুষ্ঠানে হালকা মিউজিকও ব্যবহার করে থাকে, যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১৮/৬৫৫/৭৭৭৭)

📖 تفسير ابن كثير (دار طيبة) ٥/ ٦٩ : قوله [تعالى] {ولا تبذر تبذيرا}
لما أمر بالإنفاق نهى عن الإسراف فيه، بل يكون وسطا، كما قال
في الآية الأخرى: {والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين
ذلك قواما} [الفرقان: ٦٧] . ثم قال: منفرا عن التبذير والسرف:
{إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين} أي: أشباههم في ذلك.
وقال ابن مسعود: التبذير: الإنفاق في غير حق. وكذا قال ابن
عباس.

Scanned by CamScanner

وقال مجاهد: لو أنفق إنسان ماله كله في الحق، لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حقه كان تبذيرا.

وقال قتادة: التبذير: النفقة في معصية الله تعالى، وفي غير الحق وفي الفساد.

📖 أحكام القران للتهانوى (إدارة القرآن) ٢٢٧/٣ : وكذا القسم الثانى من الغناء المحرم إجماعا هو الذى يفضى إلى معصية من الإلهاء عن الفرائض والواجبات، وكذلك الثانى وهو الغناء الذى انضم إليه من المنكرات الشرعية كالسماع من الأجنبية أو من الأمرد.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٥٩- ٢٦٠ : (قوله ومن يستحل الرقص قالوا بكفره) المراد به التمايل والخفض والرفع بحركات موزونة كما يفعله بعض من ينتسب إلى التصوف.

وقد نقل في البزازية عن القرطبي إجماع الأئمة على حرمة هذا الغناء وضرب القضيب والرقص. قال ورأيت فتوى شيخ الإسلام جلال الملة والدين الكرماني أن مستحل هذا الرقص كافر، وتمامه في شرح الوهبانية. ونقل في نور العين عن التمهيد أنه فاسق لا كافر. ثم قال: التحقيق القاطع للنزاع في أمر الرقص والسماع يستدعي تفصيلا ذكره في عوارف المعارف وإحياء العلوم، وخلاصته ما أجاب به العلامة النحرير ابن كمال باشا بقوله:

ما في التواجد إن حققت من حرج ... ولا التمايل إن أخلصت من باس.

فقمت تسعى على رجل وحق لمن ... دعاه مولاه أن يسعى على الراس

الرخصة فيما ذكر من الأوضاع، عند الذكر والسماع، للعارفين الصارفين أوقاتهم إلى أحسن الأعمال، السالكين المالكين لضبط أنفسهم عن قبائح الأحوال، فهم لا يستمعون إلا من الإله، ولا يشتاقون إلا له، إن ذكروه ناحوا، وإن شكروه باحوا، وإن وجدوه صاحوا، وإن شهدوه استراحوا، وإن سرحوا في حضرة قربه ساحوا، إذا غلب عليهم الوجد بغلباته، وشربوا من موارد إرادته، فمنهم من طرقته طوارق الهيبة فخر وذاب ومنهم من برقت له بوارق اللطف فتحرك وظاب، ومنهم من طلع عليه الحب من مطلع

Scanned by CamScanner

القرب سكر وغاب، هذا ما عن لي في الجواب، والله تعالى أعلم بالصواب.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۴۶ : اچھے اشعار ترنم کے ساتھ پڑھنا سننا جائز ہے تین شرطوں کے ساتھ (۱) پڑھنے والا پیشہ ور کو گویا فاسق بے ریش لڑکا یا عورت نہ ہو اور اس مجلس میں بھی کوئی بچہ یا عورت نہ ہو (۲) اشعار کا مضمون خلاف شرع نہ ہو (۳) سازو آلات موسیقی نہ ہوں۔

গানের মঞ্চের সাদৃশ্যে সংগীতানুষ্ঠানে মঞ্চ সাজানো

প্রশ্ন : বর্তমানে আধুনিক মঞ্চকে যেভাবে সাজানো হয়ে থাকে, তেমনিভাবে ইসলামী সংগীতের মঞ্চকেও সাজানো হয়। সেখানে থাকে বিভিন্ন রঙের বাতি, ধোঁয়া নির্গমনের ব্যবস্থা এবং এক ধরনের পটকা ফাটানোসহ আরো নানা কারসাজি। শরীয়তের দৃষ্টিতে গানের মঞ্চের সাদৃশ্য অবলম্বনে ইসলামী অনুষ্ঠান করা বৈধ কি না?

উত্তর : সংগীত ও গানের বিধান এক ও অভিন্ন। তাই ইসলামে গান যেমন নিষিদ্ধ, তেমনিভাবে সংগীতও নিষিদ্ধ। সুতরাং এর জন্য সকল প্রকারের আয়োজন নিষিদ্ধ ও অবৈধ। (১৮/৬৬৮/৭৭৭৯)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ٣٧٧ (١٤٧٧) : عن الشعبي، حدثني كاتب المغيرة بن شعبة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: أن اكتب إلي بشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله كره لكم ثلاثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال ".

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤ / ١٧٣٠ (٤٠٣١) : عن ابن عمر رض، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم».

📖 تفسير ابن كثير (دار الكتب العلمية) ١ / ٢٥٦ : نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقامهم وفعالهم.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨/ ١٤٧ : مصارف کی پانچ درجات ہیں (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) آسائش (۴) آرائش وزیبائش (۵) نمائش... ... ضرورت پر خرچ کرنا فرض

Scanned by CamScanner

ہے اور حاجت آسائش آرائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو اسراف
یہ ہے کہ بلاضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے، نمائش کیلئے خرچ کرنا حرام ہے۔

প্রচলিত ইসলামী সংগীতানুষ্ঠান

প্রশ্ন : আমাদের দেশের প্রচলিত ইসলামী সংগীত অনুষ্ঠানগুলো শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : সংগীত ও গান এক ও অভিন্ন। বাদ্যসহ ও বাদ্যবিহীন সবই নাজায়েয। সংগীত শব্দের সাথে ইসলাম যোগ করা অন্যায় ও গোনাহ। সুতরাং বর্তমান সমাজে প্রচলিত ইসলামী সংগীত একটি শরীয়ত গর্হিত কাজ বলে বিবেচিত। তাই এ ধরনের অনুষ্ঠান বর্জন জরুরি। (১৯/৩৭৮/৮১৯৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٤٨ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات.

📖 رد المحتار (سعيد) فيه أيضا ٦/ ٣٤٨- ٣٤٩ : (قوله ويدخل عليهم إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح (قوله قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب» " كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به، وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: ٦]- الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من الصحابة على إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وتمامه في النهاية وغيرها.

Scanned by CamScanner

[تنبيه] عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اهقال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اه. أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اهملخصا وتمامه فيه فراجعه، وفي الملتقى وعن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك، وما نقل أنه - عليه الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وحديث تواجده - عليه الصلاة والسلام - لم يصح، وكان النصرآباذي يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس، وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع اه قلت: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية، فلمن تخلى عن اللهو، وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرد، وأن تكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام،

Scanned by CamScanner

وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح، وأن لا يقوموا إلا مغلوبين
وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين.

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد - رحمه الله -
تعالى تاب عن السماع في زمانه اهـ وانظر ما في الفتاوى الخيرية-

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٩/ ٢٠٠ : فقہاء حنفیہ کے نزدیک سماع اگرچہ بغیر مزامیر ہو سننا جائز نہیں اور آلات کے ساتھ تو جمہور کے نزدیک ناجائز ہے۔

ইসলামী সংগীত সরাসরি বা ক্যাসেটে শোনা

প্রশ্ন :

১) বর্তমান বহুল প্রচলিত ইসলামী সংগীতের অনুষ্ঠানে যাওয়া তথা শিল্পীর কণ্ঠে সরাসরি সংগীত শ্রবণ করা বা তার ক্যাসেট শ্রবণ করা কিংবা তা খরিদ করার শরয়ী হুকুম কী? এবং হামদে বারী তা'আলা নাতে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), জিহাদের তারানা বিদ্রোহী সংগীত বা কারো প্রশংসা বা দু'আর জন্য যে সকল সংগীত পরিবেশন করা হয় সবগুলোর হুকুম এক, নাকি পার্থক্য আছে? পার্থক্য থাকলে তা কী? উল্লেখ্য, ভাষাগত দিক দিয়ে যেমন বাংলা, উর্দু, আরবী, ইংরেজি হিসেবে কোনো তফাত আছে কি না?

২) ইসলামী সংগীতকে সংগীত নাম না দিয়ে ইসলামী কবিতা নাম দিলে তা শোনা জায়েয হবে কি না?

৩) কোনো মাহফিলে এ ধরনের ইসলামী সংগীত পেশ করা হলে শ্রোতাদের করণীয় কী?

উত্তর : সংগীতকে কবিতা নাত, হামদ ও তারানা মর্মে নেওয়া হলে তা বৈধ হয়। পক্ষান্তরে গান ও গীত মর্মে ব্যবহার হলে তা শরীয়তে সমর্থিত হয় না। উভয়ের পার্থক্য এ জন্য হয় যে প্রথমোক্তটিতে মর্মের মাধ্যমে অন্তরকে ভালোর দিকে আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য হয়, আর দ্বিতীয়টিতে কণ্ঠের মাধ্যমে গান গাওয়ার নীতির অনুসরণ করে চিত্তাকর্ষণ উদ্দেশ্য হয়। গান গাওয়ার ও গীত করার নির্দিষ্ট কিছু সুর ও তান রয়েছে তার জন্য রীতিমতো প্রশিক্ষণ হয়, যা কণ্ঠ শিল্পগোষ্ঠীর নিকট পরিচিত। যারা এরূপ নিয়ম অনুসরণ ব্যতীত কণ্ঠ সুন্দর করে কবিতা আবৃত্তি করে হামদ, নাত ও তারানা পড়ে, তাদের এ পড়া শোনাতে আপত্তি নেই। আর যারা কণ্ঠ শিল্পের নিয়ম-নীতির অনুসরণে কবিতা, হামদ, নাত ও তারানা পড়ে তাদের এ পড়াশোনা শরীয়ত সমর্থন করে না। শিল্পগোষ্ঠীতে অন্তর্ভুক্ত লোকদের পড়া শেষোক্ত পর্যায়ে পড়ে। আর যারা

Scanned by CamScanner

শিল্পী নয় তাদের পড়া ও তা শ্রবণের অনুমতি আছে, এরূপ অনুমোদিত পদ্ধতিতে কবিতা ও হামদ মাহফিলের শুরুতে পড়াতে কোনো আপত্তি নেই। (১০/৩৮৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥١ : اختلفوا في التغني المجرد قال بعضهم إنه حرام مطلقا والاستماع إليه معصية وهو اختيار شيخ الإسلام ولو سمع بغتة فلا إثم عليه ومنهم من قال لا بأس بأن يتغنى ليستفيد به نظمالقوافي والفصاحة ومنهم من قال يجوز التغني لدفع الوحشة إذا كان وحده ولا يكون على سبيل اللهو وإليه مال شمس الأئمة السرخسي ولو كان في الشعر حكم أو عبر أو فقه لا يكره كذا في التبيين.وإنشاد ما هو مباح من الأشعار لا بأس به وإذا كان في الشعر صفة المرأة إن كانت امرأة بعينها وهي حية يكره وإن كانت ميتة لا يكره وإن كانت امرأة مرسلة لا يكره وفي النوازل.

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ٥٢٩ : سوال-نعت یا حمد کی غزل عاشقانہ کہ جس میں کوئی کذب اور لغونہ ہوبلند آواز سے کہ جس میں نشیب وفراز بھی ہو طبعی یا کسبی پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

جواب-ایسے اشعار کا پڑھنا بحسن صوت درست ہے اگر اس سے کوئی مفسدہ پیدا نہ ہو ،واللہ اعلم۔

বাদ্যসহ জিহাদী সংগীত

প্রশ্ন : জিহাদের অনুপ্রেরণাদায়ক ইসলামী কোনো গান বা গজল বাদ্যযন্ত্রসহ গাওয়া জায়েয আছে কি না?

উত্তর : সর্বক্ষেত্রে বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ ও অবৈধ। (ফাতাওয়ায়ে শামী, পৃ. ২৭৯, খ. ৫ দ্রষ্টব্য) (৪/১৯২)

ইসলামী সংগীতের ভিডিও ক্যাসেট কেনা, শোনা ও দেখা

প্রশ্ন : অন্যান্য আধুনিক গানের মতো ইসলামী সংগীতেরও বর্তমানে ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করা হচ্ছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এসবের ভিডিও ক্যাসেট তৈরি করা, ক্রয় করা বা দেখা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেহেতু এ ধরনের ভিডিও ক্যাসেট স্বয়ং শিল্পী ও বিভিন্ন প্রাণীর ছবি ধারণ করা হয়, যা শরয়ী দৃষ্টিতে বৈধ নয়। তাই এ ধরনের ক্যাসেট তৈরি করা ক্রয়-বিক্রয় করা ও দেখা বৈধ নয়। (১৮/৬৬০/৭৭৮০)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٩٢ (٥٩٥١) : عن نافع، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم "

📖 فيه أيضا ٤/ ٩٢ (٥٩٥٤) : عن عائشة رضي الله عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: «أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله» قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين-

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ٢٢/ ٧٠ : قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط وأما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر ونحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل وما لا ظل له وبمعناه قال جماعة العلماء مالك والثوري وأبو حنيفة وغيرهم .

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١/ ٩٥ : سوال- حج کی فلم بنانااور سینما کے ذریعہ بتلانا جائز ہے یا نہیں؟ حج فلم میں چند فوائد ہیں (١) حج کی ادائیگی کا شوق پیدا ہوتا ہے (٢) حج کیسے ادا ہوتا ہے اس کا طریقہ آتا ہے اور حج کرنے والے آسانی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ

الجواب- حج کی فلم بنانا جس میں جانداروں کی تصویریں بھی بیسیوں ہوتی ہیں جائز نہیں حرام ہے-

কবিতার সংজ্ঞা, লেখা, গাওয়া ও পেশা হিসেবে গ্রহণ করা

প্রশ্ন : কবিতার সংজ্ঞা কী? কবিতা লেখা বা গাওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? বিশেষ করে একে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার বিধান কী? আমাদের দেশে প্রচলিত ইসলামী সংগীত কবিতার অন্তর্ভুক্ত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কবিতা বলা হয় ছন্দময় বাক্যকে। শরীয়তবিরোধী কোনো কিছু না থাকলে লেখা বা পড়ে শোনানো বৈধ হবে। এর বিপরীত হলে যেমন জরুরি কাজে বিঘ্ন ঘটিয়ে এর পেছনে সময় ব্যয় করা মহিলা বা দাড়িবিহীন বালক কর্তৃক পাঠ করা গানের ছন্দে পাঠ করা ইত্যাদি গর্হিত কর্মকাণ্ডের মিশ্রণ হলে তা নাজায়েয হবে। এ ধরনের কবিতাকে উপার্জনের মাধ্যম বানানোও নাজায়েয।

মোটকথা, কবিতার মাঝে বৈধ-অবৈধ উভয় দিক বিদ্যমান। শর্ত সাপেক্ষে বৈধ, অন্যথায় অবৈধ।

সংগীত বলতে গানকে বোঝায়। গান আর কবিতা এক বিষয় নয়। গান, বাদ্যসহ বাদ্য ছাড়া সর্বাবস্থায় হারাম। তাই গানের সাথে ইসলামী শব্দের ব্যবহার অনুচিত। আর প্রচলিত এ সকল ইসলামী অনুষ্ঠানের মাঝে ওপরে বর্ণিত শরীয়তবিরোধী বিষয়াদি বিদ্যমান থাকায় তা নাজায়েয বলে গণ্য হবে। (১৮/৮০৮/৭৭৭৩)

📖 التعريفات الفقهية للمجددى (المكتبة الأشرفية) ص ٣٣٩ : الشعر بالكسر لغة العلم وفي الاصطلاح كلام مقفى موزون على سبيل القصد.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٩- ٣٥٠ : وأشعار العرب لو فيها ذكر الفسق تكره اهأو لتغليظ الذنب كما في الاختيار أو للاستحلال كما في النهاية. [فائدة] ومن ذلك ضرب النوبة للتفاخر-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٥٠ : (قوله تكره) أي تكره قراءتها فكيف التغني بها. قال في التتارخانية: قراءة الأشعار إن لم يكن فيها ذكر الفسق والغلام ونحوه لا تكره.

وفي الظهيرية: قيل معنى الكراهة في الشعر أن يشغل الإنسان عن الذكر والقراءة وإلا فلا بأس به اهـ

وقال في تبيين المحارم: واعلم أن ما كان حراما من الشعر ما فيه فحش أو هجو مسلم أو كذب على الله تعالى أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو على الصحابة أو تزكية النفس أو الكذب أو التفاخر المذموم، أو القدح في الأنساب، وكذا ما فيه وصف أمرد أو امرأة بعينها إذا كانا حيين، فإنه لا يجوز وصف امرأة معينة حية ولا وصف أمرد معين حي حسن الوجه بين يدي الرجال ولا في نفسه، وأما وصف الميتة أو غير المعينة فلا بأس وكذا الحكم في الأمرد ولا وصف الخمر المهيج إليها والديريات والحانات والهجاء ولو لذمي كذا في ابن الهمام والزيلعي. وأما وصف الخدود

Scanned by CamScanner

والأصداغ وحسن القد والقامة وسائر أوصاف النساء والمرد قال بعضهم: فيه نظر، وقال في المعارف: لا يليق بأهل الديانات، وينبغي أن لا يجوز إنشاده عند من غلب عليه الهوى والشهوة لأنه يهيجه على إجالة فكره فيمن لا يحل، وما كان سببا لمحظور فهو محظور اهـ أقول: وقدمنا أن إنشاده للاستشهاد لا يضر ومثله فيما يظهر إنشاده أو عمله لتشبيهات بليغة واستعارات بديعة (قوله أو لتغليظ الذنب) عطف على قوله أي بالنعمة يعني إنما أطلق عليه لفظ الكفر تغليظا اهـ ح (قوله ومن ذلك) أي من الملاهي ط -

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٤٨- ٣٤٩ : (قوله ويدخل عليهم إلخ) لأنهم أسقطوا حرمتهم بفعلهم المنكر فجاز هتكها كما للشهود أن ينظروا إلى عورة الزاني حيث هتك حرمة نفسه وتمامه في المنح (قوله قال ابن مسعود إلخ) رواه في السنن مرفوعا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلفظ: «إن الغناء ينبت النفاق في القلب» " كما في غاية البيان وقيل إن تغنى ليستفيد نظم القوافي ويصير فصيح اللسان لا بأس به، وقيل: إن تغنى وحده لنفسه لدفع الوحشة لا بأس به وبه أخذ السرخسي وذكر شيخ الإسلام أن كل ذلك مكروه عند علمائنا. واحتج بقوله تعالى - {ومن الناس من يشتري لهو الحديث} [لقمان: ٦]- الآية جاء في التفسير: أن المراد الغناء وحمل ما وقع من الصحابة على إنشاء الشعر المباح الذي فيه الحكم والمواعظ، فإن لفظ الغناء كما يطلق على المعروف يطلق على غيره كما في الحديث «من لم يتغن بالقرآن فليس منا» وتمامه في النهاية وغيرها.

[تنبيه] عرف القهستاني الغناء بأنه ترديد الصوت بالألحان في الشعر مع انضمام التصفيق المناسب لها قال فإن فقد قيد من هذه الثلاثة لم يتحقق الغناء اهـ قال في الدر المنتقى: وقد تعقب بأن تعريفه هكذا لم يعرف في كتبنا فتدبر اهـ أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه

Scanned by CamScanner

وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني اهملخصا وتمامه فيه فراجعه، وفي الملتقى وعن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - أنه كره رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير، فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا ومحبة فإنه مكروه لا أصل له في الدين. قال الشارح: زاد في الجوهرة: وما يفعله متصوفة زماننا حرام لا يجوز القصد والجلوس إليه ومن قبلهم لم يفعل كذلك، وما نقل أنه - عليه الصلاة والسلام - سمع الشعر لم يدل على إباحة الغناء. ويجوز حمله على الشعر المباح المشتمل على الحكمة والوعظ، وحديث تواجده - عليه الصلاة والسلام - لم يصح، وكان النصرآباذي يسمع فعوتب فقال: إنه خير من الغيبة فقيل له هيهات بل زلة السماع شر من كذا وكذا سنة يغتاب الناس، وقال السري: شرط الواجد في غيبته أن يبلغ إلى حد لو ضرب وجهه بالسيف لا يشعر فيه بوجع اهـ قلت: وفي التتارخانية عن العيون إن كان السماع سماع القرآن والموعظة يجوز، وإن كان سماع غناء فهو حرام بإجماع العلماء ومن أباحه من الصوفية، فلمن تخلى عن اللهو، وتحلى بالتقوى، واحتاج إلى ذلك احتياج المريض إلى الدواء. وله شرائط ستة: أن لا يكون فيهم أمرد، وأن تكون جماعتهم من جنسهم، وأن تكون نية القول الإخلاص لا أخذ الأجر والطعام، وأن لا يجتمعوا لأجل طعام أو فتوح، وأن لا يقوموا إلا مغلوبين وأن لا يظهروا وجدا إلا صادقين.

والحاصل: أنه لا رخصة في السماع في زماننا لأن الجنيد - رحمه الله - تعالى تاب عن السماع في زمانه اهوانظر ما في الفتاوى الخيرية ـ

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۶/ ۱۹۷ : اسی طرح اگر کوئی امر مانع خارج سے ہو تب بھی ناجائز ہے جیسے نظم کا قواعد موسیقی سے پڑھا جانا یا نعت خواں کا مشتی ہونا۔

Scanned by CamScanner

মোবাইলে গান, বাদ্য, সিনেমা, আজান ও তিলাওয়াত শোনা

প্রশ্ন : অনেকের মোবাইলে গান-বাজনা রেকর্ডকৃত থাকে এবং মোবাইলে গান-বাজনা শোনে এবং নাটক-সিনেমাও দেখে। আবার ওই মোবাইলে আজান-কোরআন তিলাওয়াত শুনে ও সালাম আদান-প্রদান করে। এখন জানার বিষয় হলো, একই মোবাইলে গান-বাজনা, সিনেমা দেখা, আবার তা দিয়ে কি ইবাদত আদায় করা যায়? এটা কি খেলতামাশা নয়? তা কি ইবাদতকে বেইজ্জতি করা নয়? যারা এরূপ করে তাদের শাস্তি কী হবে?

উত্তর : গান-বাজনা শোনা ও নাটক-সিনেমা দেখা শরীয়তের দৃষ্টিতে গর্হিত কবীরা গোনাহ। সুতরাং যে মোবাইলে এগুলো থাকে সে মোবাইলে কোরআন তিলাওয়াত, আজান ও অন্যান্য ইবাদতসংক্রান্ত বিষয় শ্রবণ করা বাস্তবপক্ষে ইবাদত নিয়ে খেলতামাশার নামান্তর এবং এক ধরনের অবমাননার শামিল। তাই এসব পরিহার করা জরুরি। যারা এরূপ করে তাদের এ ব্যাপারে বুঝিয়ে তা থেকে ফিরিয়ে আনতে হবে, অন্যথায় গোনাহগার হবে। (১৯/৪৩৭/৮২১৬)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 تفسير روح المعانى (دار الكتب العلمية) ١١/ ٦٦- ٦٧ : ولهو الحديث على ما روي عن الحسن كل ما شغلك عن عبادة الله تعالى وذكره من السمر والأضاحيك والخرافات والغناء ونحوها، ... ... والأحسن تفسيره بما يعم كل ذلك كما ذكرناه عن الحسن، وهو الذي يقتضيه ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وابن أبي الدنيا، وابن جرير، وابن أبي حاتم، وابن مردويه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس أنه قال: لهو الحديث هو الغناء، وأشباهه، وعلى جميع ذلك يكون الاشتراء استعارة لاختياره على القرآن واستبداله به، وأخرج ابن عساكر عن مكحول في قوله تعالى: من يشتري لهو الحديث قال الجواري الضاربات.

📖 سنن أبى داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٩٩ (٤٩٢٧) : عن شيخ، شهد أبا وائل في وليمة، فجعلوا يلعبون يتلعبون، يغنون، فحل أبو وائل حبوته، وقال: سمعت عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: «الغناء ينبت النفاق في القلب» .

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۱۸۸ : گراموفون میں قران مجید کی آیت اور سورتوں کو بھرنا ناجائز ہے کہ اس میں اللہ تعالی کی مقدس کتاب کی توہین ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۳۵ : گراموفون آلات لھو ولعب میں سے ہے اس لئے قابل احترام مضامین اس میں بھرنا اور محض تفریح طبع کے طور پر سننا اور بجانا ناجائز ہے۔

বাদ্যজাতীয় রিংটোন শুনলে গোনাহ হবে

প্রশ্ন : মোবাইলের রিংটোন অনেকটা গানের বাদ্য হয়ে থাকে। মোবাইলে কল এলে যে বাদ্য বেজে ওঠে তা শোনার দ্বারা গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : যেসব রিংটোন গানের বাজনার সাথে সামঞ্জস্য ওই সব রিংটোন পরিহার করে সাধারণ রিংটোন ব্যবহার করা উচিত। অন্যথায় ইচ্ছাকৃত শুনলে গোনাহ হবে। (১৩/৮২৩/৫৪২২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٤٨- ٣٤٩ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه» .

📖 آلات جدیدہ کے شرعی احکام- مع جواہر الفقہ ۴ / ۷۱ : الجواب- جس آواز کا سننا اصل سے حرام ہے اس کا گراموفون میں سننا بھی قطعا بلا اختلاف حرام ہے، مثلا عورتوں کا گانا اگرچہ بلا مزامیر ہو اور مردوں کا گانا مع مزامیر اور ناچ رنگ وغیرہ کی نقل اسی طرح اصل سے سننا سنانا حرام ہیں اسی طرح اس آلہ میں بھی اتفاقا واجماعا حرام ہیں، کما لایخفی۔

Scanned by CamScanner

বৈধ রিংটোন ও রিংটোন হিসেবে আয়াতের ব্যবহার

প্রশ্ন :

১. মোবাইলে হরেক রকম রিংটোন থাকে তন্মধ্যে কোন ধরনের রিংটোন ব্যবহার করা শরীয়তসম্মত এবং তার মূলনীতি কী?

২. আয়াত রিংটোন হিসেবে বা ওয়েলকাম টিউন করে অর্থাৎ যে রিং করল সে অপর প্রান্তে রিসিভ করা পর্যন্ত আয়াতটি শুনতে পায়, এটা কি সহীহ?

উত্তর :

১. যে আওয়াজ/টোন শোনা মূলতই হারাম, তা মোবাইলে রিংটোন হিসেবে শোনাও হারাম। যেমন মিউজিক। আর যে আওয়াজ সরাসরি শোনা বৈধ, তা নকল করে মোবাইলে রিংটোন হিসেবে শোনাও বৈধ। যেমন পাখির আওয়াজ। (১৩/১০১০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٤٨- ٣٤٩ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام ويدخل عليهم بلا إذنهم لإنكار المنكر قال ابن مسعود صوت اللهو والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء النبات. قلت: وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع لما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - أدخل أصبعه في أذنه عند سماعه».

২. কোরআন কারীম আল্লাহ পাকের কালাম। আল্লাহ পাকের কালামকে শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের রেজামন্দির জন্যই পড়া ও শোনার বিধান রয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহ পাকের কালামকে ইবাদতের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা কোরআন কারীমের সম্মান ও মর্যাদার পরিপন্থী ও কোরআনের অবমাননা বিধায় আয়াতে কারীমাকে মোবাইলে ওয়েলকাম টিউন করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না।

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ١ / ٥٤٦ : إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج.

Scanned by CamScanner

রিংটোন ও গাড়ির সাংকেতিক বাজনা

প্রশ্ন : কিছুদিনের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি যে মোবাইলে কল আসার সংকেত হিসেবে এবং কার, মাইক্রো বা অন্যান্য গাড়ি পেছের দিকে নেওয়ার সময় বা ব্রেক করার সময় বাজনা বাজানো হয়। প্রশ্ন হলো, মোবাইল বা গাড়িতে সংকেত হিসেবে বাজনা ব্যবহার করা সহীহ হবে কি? অন্য সংকেতও ব্যবহার করা যায়।

উত্তর : বিকল্প ব্যবস্থা থাকা অবস্থায় বাজনার সুর মোবাইলে বা গাড়িতে ব্যবহার করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। (১০/৫৮১/৩২৬৭)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹/ ۲۰۵ : سوال- ایک باغ ہے اس میں موسم گرما میں ہر جمعہ کو سرکاری بینڈ شام کو بجتا ہے اور اکثر لوگ تقریبا وہاں جاکر سنتے ہیں تو نماز عصر پڑھ کر وہاں جاکر بینڈ سننا کیسا ہے؟

جواب- مکروہ ہے۔

📖 فیہ ایضا۹ / ۱۹۳ : گانا اور باجہ بجانا ناجائز اور حرام ہے۔

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় সংগীত গাওয়া

প্রশ্ন : আমাদের দেশের স্কুল, কলেজ, আলিয়া মাদরাসাসহ প্রায় সবগুলোতে জাতীয় সংগীত পাঠ করা হয়। কিছুসংখ্যক লোক বলে যে তা কেবল স্কুলে নয়, বরং ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানে পাঠ করা উচিত। কারণ যা অর্জন করতে গিয়ে অসংখ্য মানুষের রক্ত ঝরছে, হাজারো পিতা সন্তানহারা এবং সন্তান পিতাহারা হয়েছে। প্রশ্ন হলো, জাতীয় সংগীত মাদরাসায় বা কোনো প্রতিষ্ঠানে বা অনুষ্ঠানে পাঠ করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : জাতীয় সংগীতে কোনো ধর্মানুরাগীদের জন্য এমন কোনো আকর্ষণ নেই, যা পড়ে ধর্মীয় অনুভূতি সৃষ্টি হয় বা পরকালে কোনো সুফল পাওয়া যায়। তাই এরূপ সংগীত বাদ্যবিহীন পড়া নিষেধ বলা না গেলেও উপকারের কোনো দিকও নিহিত নেই। বরং যদি ধর্মীয় অনুভূতিযুক্ত কোনো সংগীত হয় তা বড়ই লাভজনক হবে এবং ধর্মীয় মাদরাসায়ও পড়লে কোনো আপত্তি থাকবে না। (৭/১০২)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٤٩/٦ : أقول: وفي شهادات فتح القدير بعد كلام عرفنا من هذا أن التغني المحرم ما كان في اللفظ ما لا يحل كصفة الذكور والمرأة المعينة الحية ووصف الخمر المهيج إليها والحانات والهجاء لمسلم أو ذمي إذا أراد المتكلم هجاءه لا إذا أراد إنشاده للاستشهاد به أو ليعلم فصاحته وبلاغته، وكان فيه وصف امرأة ليست كذلك أو الزهريات المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه فلا وجه لمنعه على هذا، نعم إذا قيل ذلك على الملاهي امتنع وإن كان مواعظ وحكما للآلات نفسها لا لذلك التغني.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٥٨٥ : (قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء) أي: من جملة محاسن إسلام الشخص وكمال إيمانه (تركه ما لا يعنيه)، أي: ما لا يهمه ولا يليق به قولا وفعلا ونظراوفكرا، فحسن الإسلام عبارة عن كماله، وهو أن تستقيم نفسه في الإذعان لأوامر الله تعالى ونواهيه، والاستسلام لأحكامه على وفق قضائه وقدره فيه، وهو علامة شرح الصدر بنور الرب، ونزول السكينة على القلب، وحقيقة ما لا يعنيه ما لا يحتاج إليه في ضرورة دينه ودنياه، ولا ينفعه في مرضاة مولاه بأن يكون عيشه بدونه ممكنا، وهو في استقامة حاله بغيره متمكنا،... ... قال الغزالي: وحد ما لا يعنيك أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم ولم تتضرر في حال ولا مآل.

ঘরে গান-বাদ্যের ব্যাপক প্রচলন হলে করণীয়

প্রশ্ন : বাসায় টিভি ও ক্যাসেট প্লেয়ার সময়মতো গান-বাজনা হরদম চলতে থাকে। বোনেরা বুঝেশুনে শালীনতার সাথে বেপর্দা করে। বাসায় পুরুষ যারা কামাই-রোজগারে প্রচণ্ড ব্যস্ত, সমস্ত কাজ শেষ হওয়ার পর যদি মন চায় তখন নামায-রোযা ও দাওয়াতের নিয়্যাতে কিছু বললে তারা নিজেরাই কোরআন-হাদীসের দলিল দিয়ে মনগড়া ফাতওয়া দিতে থাকে। এমতাবস্থায় শরীয়তের হুকুম কী? আমি একজন বালেগ পুরুষ হিসেবে এদের সংস্পর্শ ত্যাগ করা ও অন্যত্র কিছু চিন্তা করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : একটি সুন্দর ও ভদ্র সমাজকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে অশ্লীল ও বেহায়াপনায় নিমজ্জিত করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যাপকতা লাভ করেছে টিভি ও গান-বাদ্য ইত্যাদি। আর তারই কুফল হিসেবে ব্যাপকতা লাভ করেছে বেপর্দা ও নগ্নতা। আর মানুষ দিন দিন ইসলামী বিধান থেকে অনেক দূরে সরে যাচ্ছে। এহেন জঘন্য গোনাহ অপরাধ থেকে মানুষকে বুঝিয়ে সুকৌশলে ফিরিয়ে আনার দাওয়াত দেওয়াই মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল। সেই দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে তাঁর উম্মতের ওপর। অতএব আপনারও দায়িত্ব পরিবারের সকলকে কৌশলে দাওয়াতের মাধ্যমে ওই সকল অপকর্ম থেকে ফিরিয়ে আনা। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত দাওয়াত গ্রহণ করার সামান্যতম আশাও বিদ্যমান থাকবে এবং আল্লাহর ফরয বিধান পালনে তারা আপনার জন্য কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত শুধু এ কারণে পরিবার ত্যাগ করে অন্য কোনো চিন্তা করা আপনার জন্য বৈধ হবে না। (৬/৬৩৫/১৩৪২)

📖 سورة النحل الآية ١٢٥ : ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

📖 سورة الشعراء الآية ٢١٤- ٢١٦ : ﴿وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ○ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ﴾

Scanned by CamScanner

باب الألعاب والملاهى

পরিচ্ছেদ : খেলা-ধুলা

নিজে খেলা বা টিভিতে খেলা দেখা

প্রশ্ন : ক্রিকেট ও ফুটবল নিজে খেলা বা তা সরাসরি কিংবা ইলেকট্রিক পর্দায় দেখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে খেলাধুলা জায়েয হওয়ার কিছু শর্ত রয়েছে। যথা :
ক) খেলার দ্বারা শুধুমাত্র খেলাধুলার উদ্দেশ্য না হওয়া, বরং শারীরিক ব্যায়াম এবং দৈহিক সুস্থতা অর্জন উদ্দেশ্য হওয়া।
খ) মূল খেলাটি জায়েয হওয়া এবং তাতে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকা।
গ) খেলার কারণে নামায ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আদায়ে শৈথিল্য বা অলসতা না আসা।
উল্লিখিত মানদণ্ড অনুযায়ী বর্তমান প্রচলিত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলা সরাসরি দেখার বেলায় অযথা সময়ের অপচয় এবং নামায ও অন্যান্য ফরয-ওয়াজিব আদায়ে অলসতা বৃদ্ধি পায় বিধায় শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার অনুমতি নেই। আর টিভি-পর্দায় দেখার মধ্যে উল্লিখিত কারণসমূহের সাথে ছবি ভিডিও ও টিভি দেখার গোনাহ যোগ হয়ে তা আরো মারাত্মক আকার ধারণ করে। (১৯/১২২/৮০১২)

📖 سورة لقمان الآية ٦ : ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 سورة المؤمنون الآية ٣ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٦٨/٣٥ : وإباحة اللعب إنما يكون بشرط أن لا يكون فيه دناءة يترفع عنها ذوو المروءات، وبشرط أن لا يتضمن ضررا فإن تضمن ضررا لإنسان أو حيوان كالتحريش بين الديوك والكلاب ونطاح الكباش والتفرج على هذه الأشياء فهذا حرام، وبشرط أن لا يشغل عن صلاة أو فرض آخر أو عن مهمات واجبة فإن شغله عن هذه الأمور وأمثالها حرم، وبشرط أن لا يخرجه إلى الحلف الكاذب.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣/ ٤٦٧ : وإن لعب بالشطرنج، ولم يقامر - إن داوم على ذلك حتى شغله عن الصلاة، أو كان يحلف باليمين الباطلة في ذلك - لا تقبل شهادته، كذا في فتاوى قاضي خان.

وفي القنية من لعب بالشطرنج في الطريق لا تقبل شهادته، كذا في العيني شرح الهداية.

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٢٨/ ٥٥٨ (١٧٣٢١) : عن خالد بن زيد، قال: كان عقبة، يأتيني، فيقول: اخرج بنا نرمي، فأبطأت عليه ذات يوم، أو تثاقلت، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة الجنة: صانعه المحتسب فيه الخير، والرامي به، ومنبله " " فارموا واركبوا، ولأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا " "وليس من اللهو إلا ثلاث: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه، ومن علمه الله الرمي فتركه رغبة عنه، فنعمة كفرها" -

📖 السنن الكبرى للنسائي (مؤسسة الرسالة) ٨/ ١٧٦ (٨٨٨٩) : عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان قال: «فأما أحدهما فجلس» فقال له صاحبه: «أكسلت؟» قال: «نعم» فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة"-

খেলোয়াড় হিসেবে আন্তর্জাতিক মানের খেলায় অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : বর্তমানে দেশে ও দেশের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ফুটবল, ক্রিকেট, হকি ইত্যাদি খেলার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতায় জিতলে পুরস্কারও দেওয়া হয়। এসব খেলায় খেলতে যাওয়া বা দেখতে যাওয়ার বিধান কী?

উত্তর : বর্তমান যুগে প্রচলিত খেলাধুলায় ইসলামী হুকুম-আহকামের অনুসরণ করা হয় না। এসব খেলাধুলায় অনেক নাজায়েয কাজের সমাবেশ হয়ে থাকে। তাই এ ধরনের খেলাধুলায় অংশগ্রহণ ও দেখা কোনোটাই জায়েয হবে না। (৬/২১৮/১১৪৭)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ۴/ ۲٦۷ : فى المشكاة ص ٣٣٨ : عن علي قال: كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربية، فرأى رجلا بيده قوس فارسية، فقال: «ماهذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها، ورماح القنا، فإنهما يزيد الله لكم بهما في الدين، ويمكن لكم في البلاد»۔ رواه ابن ماجه اس حدیث سے معلوم ہوا کہ طرق ورزش میں بھی تشبہ باہل باطل ممنوع ہے جبکہ دوسرے طرق ورزش کے اس محذور سے خالی پائے جاویں اور یہاں دوسرے طرق نافعہ بھی موجود ہیں، لہذا یہ عمل ممنوع ہوگا اور اس میں غالباً جو اہل وعادات اور دین سے آزاد لوگوں سے جو اختلاط ہوتا ہے وہ خود بھی مستقل وجہ منع کی ہے۔

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۵۰ : حدیث شریف میں ہے لهو المؤمن باطل إلا فى ثلاث تاديب فرسة وفى رواية ملاعبة بفرسه ورمية عن قوسه وملاعبة مع اهله کفایہ شامی اور در مختار میں ہے ودلت المسئلة ان الملاهي كلها حرام.

ক্রিকেট, দাবা, হকি খেলা ও দেখার হুকুম

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে ক্রিকেট, ফুটবল, হকি, দাবা ও খেলার হুকুম কী? এবং এ সমস্ত খেলা দেখার জন্য টাকা খরচ করা গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত প্রচলিত খেলাধুলাগুলো শরীয়তের বিভিন্ন বিধিবিধানের স্পষ্ট লঙ্ঘন হওয়ায় শরীয়ত সমর্থিত নয়। এসব খেলা দেখা বা খেলার জন্য অর্থ ব্যয় করা অপব্যয়ের নামান্তর বিধায় তা বর্জনীয়। (১২/৬৭৪/৫০২৪)

📖 سورة المؤمنون الآية ٣ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

📖 السنن الكبرى للبيهقى (دار الكتب العلمية) ١٠/ ٣٥٨ (٢٠٩٢٨) : عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: "الشطرنج هو ميسر الأعاجم".

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٤ /٢٦٦٢ : اللهو: اللعب:

أـ يحرم بالاتفاق كل لعب فيه قمار: وهو أن يغنم أحدهما، ويغرم الآخر، لأنه من الميسر أي القمار الذي أمر الله باجتنابه في قوله تعالى: {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه}. ومن تكرر منه ذلك سقطت عدالته، وردت شهادته. وإن أخرج أحدهما مالاً على أنه إن غلب، أخذ ماله، وإن غلبه صاحبه، أخذ المال، لم يصح العقد؛ لأنه ليس من آلات

Scanned by CamScanner

الحرب، فلا يصح بذل العوض فيه، ولا ترد به الشهادة، لأنه ليس بقمار، كما أبنت معناه

ب ـ وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، لكن لا يخلو كل لهو غير نافع من الكراهة؛ لما فيه من تضييع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ / ۳۳۰ : جواب- کھیل کے جواز کیلئے تین شرطیں ہیں :

ایک یہ کہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو خود اس کو مستقل مقصود نہ بنایا جائے،

دوم یہ کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو اس کھیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جاتی،

سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔

اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے ہمارے کھیل کے شوقین نوجوانوں کیلئے ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دینی فرائض کا خیال ہے نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے نہ گھر کے کام کاج اور ضروری کاموں کا احساس ہے... ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلنے کیلئے پیدا ہوئے ہیں اس کے زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں ایسے کھیل کو کون جائز کہہ سکتا ہے۔

পেশাদার ক্রিকেটার হওয়া

প্রশ্ন : আমি একজন মুসলিম পরিবারের সন্তান। ছোটকাল থেকে লেখাপড়ার ফাঁকে ফাঁকে অবসরে আমি ক্রিকেট খেলতাম। এ অল্প অল্প খেলার মধ্যেই ধরা পড়ে আমার অসাধারণ ক্রিকেটপ্রতিভা। এর স্বীকৃতিস্বরূপ বর্তমানে আমার সামনে বাংলাদেশ জাতীয় ক্রিকেট দলে যোগদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। প্রশ্ন হলো, জাতীয় দলে যোগ দিয়ে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : মহান আল্লাহ তা'আলা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। ক্ষণকালের জীবন শুধু খেলাধুলা ও বিনোদনের মধ্যে কাটিয়ে দেওয়ার জন্য নয়। মানুষ সংক্ষিপ্ত জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে মূল্যায়ন করে অনন্ত অসীম পরকালের সুখ, সমৃদ্ধি ও পাথেয় সংগ্রহ করবে। এমন কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা পরকালের জন্য কোনো কাজে আসবে না। এমন কোনো কাজ করবে না, যার কারণে আল্লাহ পাকের ইবাদত বাধাগ্রস্ত হয়। এর ভিত্তিতে বর্তমানে মহামারীর রূপ ধারণকারী ক্রিকেট খেলা ও দেখা

Scanned by CamScanner

থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমান দাবি। সাধারণভাবে শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে তো খেলা যেতে পারে। তবে ক্রিকেটকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করে নেওয়া অবশ্যই বর্জনীয়। এর দ্বারা পার্থিব মোহ ও বিনোদনের পেছনে সময় অপচয় করা নামায-ইবদতে বাধাপ্রাপ্ত হওয়াসহ দ্বীনবিমুখতার অনেক দিক তো রয়েছেই। তা ছাড়া এ খেলা দেখার প্রতি সারা দেশের মানুষ ঝুঁকে পড়ায় এর পেছনে প্রচুর সময় অপচয় হচ্ছে। কোটি মানুষের এ দীর্ঘ সময় অপচয় হওয়ায় দেশ ও জাতি অর্থনৈতিকভাবে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে টেলিভিশনের প্রতি আকর্ষিত হচ্ছে। এ ছাড়া আরো বহুবিধ অপকর্মের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এ ক্রিকেট খেলা ও এর ব্যয়বহুল আয়োজন। তাই অমুসলিমদের পথ ধরে কোনো মুসলমান ক্রিকেট খেলাকে জীবনের পেশা হিসেবে গ্রহণ করতে পারে না। (১১/৭২২/৩৬৭৯)

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣ / ٢٣٨ : قال: "ولا يجوز الاستئجار على الغناء والنوح، وكذا سائر الملاهي"؛ لأنه استئجار على المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٧ / ٣٣٠ : جواب- کھیل کے جواز کیلئے تین شرطیں ہیں :
ایک یہ کہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو خود اس کو مستقل مقصود نہ بنایا جائے،
دوم یہ کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو اس کھیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جاتی،
سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔
اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے ہمارے کھیل کے شوقین نوجوانوں کیلئے ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دینی فرائض کا خیال ہے نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے نہ گھر کے کام کاج اور ضروری کاموں کا احساس ہے... ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلنے کیلئے پیدا ہوئے ہیں اس کے زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں ایسے کھیل کو کون جائز کہہ سکتا ہے۔

পেশা হিসেবে বা ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ক্রিকেট খেলা

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলা ও ক্রিকেট খেলাকে পেশা বানানো ইসলামী শরীয়তের আলোকে কেমন? ক্রিকেট, ফুটবল, কাবাডি ইত্যাদি খেলা দেখা বৈধ না অবৈধ? শরীরচর্চা বা ব্যায়াম করার উদ্দেশ্যে ক্রিকেট বা ফুটবল খেলা যাবে কি না? কোন ধরনের খেলা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। ইসলামী শরীয়তের আলোকে জবাব দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

Scanned by CamScanner

উত্তর : সময় এক মহামূল্যবান সম্পদ। এ সময়কে অহেতুক বিনোদন ও ক্রীড়া-কৌতুকের মধ্যে ধ্বংস করে দেওয়া কোনো বুদ্ধিমানের কাজ নয় বিধায় ক্রিকেট, ফুটবল বা এজাতীয় আখিরাত বিনষ্টকারী অহেতুক ক্রীড়া কর্মে লিপ্ত হওয়া বা এগুলোকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করা কোনো মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়। তবে যে খেলাধুলা শুধু ব্যায়াম বা শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে হয় এবং শরয়ী আপত্তিকর বিষয় থেকে মুক্ত হয় তা জায়েয। (১১/৭৪৬/৩৭১৭)

📖 سورة المؤمنون الآية ٣ : ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٣٩٥ : (و) كره (كل لهو) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه».

📖 رد المحتار ٦ /٣٩٥ : (قوله وكره كل لهو) أي كل لعب وعبث فالثلاثة بمعنى واحد كما في شرح التأويلات والإطلاق شامل لنفس الفعل، واستماعه كالرقص والسخرية والتصفيق وضرب الأوتار من الطنبور والبربط والرباب والقانون والمزمار والصنج والبوق، فإنها كلها مكروهة لأنها زي الكفار.

📖 العناية مع الفتح ٩ /٤١ : ولا يجوز الاستئجار على سائر الملاهي لأنه استئجار على المعصية.

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ١٢ /٣٧٥ : سوال- فٹ بال کھیلنا کبڈی کھیلنا لکڑی کھیلنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- اگر ورزش شوق جہاد اور تندرستی باقی رکھنے کیلئے ہے تو درست ہے مگر ستر پوشی اور حدود شرعیہ کی رعایت لازم ہے انہماک کی وجہ سے احکام شرعیہ نماز وجماعت میں وغیرہ میں خلل نہ آئے، ورنہ ممنوع ہوگا۔

প্রাতিষ্ঠানিক ক্রিকেট প্রতিযোগিতা

প্রশ্ন : এক মাদরাসার পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলার আয়োজন করেছিল। তবে প্রতিযোগিতার পুরস্কার ছিল অনির্দিষ্ট। প্রতিযোগিতার নীতিমালা নিম্নরূপ :

১) প্রত্যেক জামাত হতে একটি করে দল অংশগ্রহণ করবে।

২) কোনো প্রকার ফি ব্যতীত।

Scanned by CamScanner

৩) প্রত্যেক দিন আসরের নামাযের পর থেকে মাগরিবের নামাযের ১০-১৫ পূর্বে খেলা বন্ধ করে দেওয়া হবে।

কিন্তু ওই এলাকার এক মৌলভী সাহেব উপরোক্ত নিয়মে খেলাকে হারাম বলে মন্তব্য করেছেন। জানার বিষয় হলো, প্রতিযোগিতাটি শরয়ী নিয়মে আছে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত খেলাধুলা যদি শুধুমাত্র শরীরচর্চা এবং স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হয়ে থাকে তাহলে উল্লিখিত পদ্ধতিতে তা নাজায়েয হবে না। তবে কোনো দ্বীনি মাদরাসার ছাত্রদের শরীরচর্চার জন্য ক্রিকেট খেলা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প পন্থা অবলম্বন করা সমীচীন। আর মাদরাসার ফান্ডের অর্থ এসব কাজে ব্যবহার করার অনুমতি নেই। (১৯/৪৯৩/৮২৮৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٠٣/٦ : (قوله فيباح كل الملاعب) أي التي تعلم الفروسية وتعين على الجهاد، لأن جواز الجعل فيما مر إنما ثبت بالحديث على خلاف القياس، فيجوز ما عداها بدون الجعل. وفي القهستاني عن الملتقط من لعب بالصولجان يريد الفروسية يجوز وعن الجواهر قد جاء الأثر في رخصة المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلهي فإنه مكروه.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٥٩/٥ : المصارعة بدعة وهل تترخص للشبان؟ قال – رحمه الله تعالى – ليست ببدعة وقد جاء الأثر فيها إلا أنه ينظر إن أراد بها التلهي يكره له ذلك ويمنع عنه وإن أراد تحصيل القوة ليقدر على المقاتلة مع الكفرة فإنه يجوز ويثاب عليه وهو كشرب المثلث إذا أراد التطرب والتلهي يمنع عنه ويزجر وإن كان مقاتلا وأراد به القوة والقدرة عليها جاز ذلك كذا في جواهر الفتاوى.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۶۹ : سوال-مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طلباء بنیت صحت ابدان فٹ بال کھیلتے ہیں، بعض مدرسین بھی اس نیت سے کھیلنے کو جائز بتلاتے ہیں، کیا فقہاء کرام نے جو کل لھو حرام کو حرام عام بتلایا ہے اس سے عموم کا ابطال لازم آتا ہے؟

الجواب-کل لھو حرام کے معنی یہ ہیں کہ جو لہو کے لئے موضوع ہو اور اس میں کوئی نفع بجز لہو کے نہ ہو اور اگر علاوہ لہو کے اس میں کوئی نفع شرعی بھی ہو تو قصد لہو سے حرام ہے اور قصد نفع سے حرام نہیں کمادل علیه کلام الهندية، قال فی العالمگيرية : المصارعة هی بدعة وهل يترخص للشبان قال : ليست ببدعة

Scanned by CamScanner

وقد جاء الأثر فيها الخ، قوت اور حفظ صحت کے لئے جو کھیل کھیلا جائے وہ مباح ہے، ہاں لہو لعب کی نیت سے کھیلا جائے تو مکروہ ہے، پس فٹ بال بھی حفظ صحت کے لئے مباح ہوتا، مگر اس میں تشبہ بلعب الکفار کا شائبہ ہے، گو عادات کفار میں قصد تشبہ سے کراہت ہوتی ہے مگر بلا قصد بھی کراہت تنزیہیہ سے خالی نہیں، جبکہ اس سے احتراز متعذر نہیں پس طلباء کو جو علم دین کے حامل ہیں ایسا کھیل مناسب نہیں حفظ صحت کے لئے دیسی کھیل بھی بہت ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کر لیں۔

ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে খেলাধুলা করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার মাদাসার ছাত্ররা বিকালে আসরের পর শরীয়ত পরিপন্থী কিছু না করে শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে খেলাধুলা করে থাকে, যেমন–ক্রিকেট, ফুটবল ইত্যাদি। এভাবে খেলাধুলা জায়েয কি না?

উত্তর : শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে দ্বীনি এবং দুনিয়াবী উপকার হয় এজাতীয় খেলাধুলা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। তবে কেবল শরীরচর্চার উদ্দেশ্যে আহলে ইলমদের জন্য বিধর্মীদের আবিষ্কৃত এ সকল খেলায় লিপ্ত হওয়া উচিত নয়। বরং শারীরিক ব্যায়ামের জন্য অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করবে, যা জনসাধারণের চোখে দৃষ্টিকটু নয়। (১২/৯৭৯)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٤ /٢٦٦٢ : وما خلا من القمار، وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما، فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح، لكن لا يخلو كل لهو غير نافع من الكراهة؛ لما فيه من تضييع الوقت والانشغال عن ذكر الله وعن الصلاة وعن كل نافع مفيد.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۶۹ : سوال- مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طلباء بنیت صحت ابدان فٹ بال کھیلتے ہیں، بعض مدرسین بھی اس نیت سے کھیلنے کو جائز بتلاتے ہیں، کیا فقہاء کرام نے جو کل لھو حرام کو حرام عام بتلایا ہے اس سے عموم کا ابطال لازم آتا ہے؟

الجواب- کل لھو حرام کے معنی یہ ہیں کہ جو لہو کے لئے موضوع ہو اور اس میں کوئی نفع بجز لہو کے نہ ہو اور اگر علاوہ لہو کے اس میں کوئی نفع شرعی بھی ہو تو قصد لہو سے حرام ہے اور قصد نفع سے حرام نہیں کما دل علیه کلام الهندية، قال فى العالمگيرية : المصارعة هى بدعة وهل يترخص للشبان قال رح : ليست ببدعة

Scanned by CamScanner

وقد جاء الأثر فيها الخ، قوت اور حفظ صحت کے لئے جو کھیل کھیلا جائے وہ مباح ہے، ہاں لہو لعب کی نیت سے کھیلا جائے تو مکروہ ہے، پس فٹ بال بھی حفظ صحت کے لئے مباح ہوتا، مگر اس میں تشبہ بلعب الکفار کا شائبہ ہے، گو عادات کفار میں قصد تشبہ سے کراہت ہوتی ہے مگر بلا قصد بھی کراہت تنزیہیہ سے خالی نہیں، جبکہ اس سے احتراز متعذر نہیں پس طلباء کو جو علم دین کے حامل ہیں ایسا کھیل مناسب نہیں حفظ صحت کے لئے دیسی کھیل بھی بہت ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کرلیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۷/۲۷۷ : مذکورہ حوالوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایسے کھیل جن میں قمار (جوا) کی صورت ہو وہ بالکل حرام ہیں جیسا کہ ہدایہ آخرین میں اور خلاصۃ التفاسیر کی عبارت سے واضح ہوتا ہے (۲) ایسا کھیل جس میں کوئی دینی و دنیوی نفع نہیں ہے وہ بھی اس وجہ سے ناجائز ہے کہ اس میں قیمتی وقت کو ضائع کرنا ہے جیسا کہ خلاصۃ التفاسیر کی عبارت سے معلوم ہوتا ہے (۳) اور ایسا کھیل جس میں قمار نہ ہو اور اس میں دینی یا دنیوی نفع ہو اس کی گنجائش ہے جیسا کہ قہستانی کی عبارت سے جسے شامی نے نقل کیا ہے مفہوم ہوتا ہے، لیکن یہ گنجائش اس شرط کے ساتھ ہے کہ اس میں کوئی ناجائز اور خلاف شرع امر نہ ہو چنانچہ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے تحریر فرماتے ہیں۔

(ب) جس کھیل سے کوئی دینی یا دنیوی فائدہ معتد بہا مقصود ہو وہ جائز ہے بشرطیکہ اس میں کوئی امر خلاف شرع ملا ہوا نہ ہو اور منجملہ امور خلاف شرع کے تشبہ بالکفار بھی نہ ہو۔

(ج) جس کھیل سے کوئی فائدہ دینی اور دنیوی مقصود ہو لیکن اس میں کوئی ناجائز اور خلاف شرع امر مل جاکے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے جیسے تراندازی گھوڑ دوڑ وغیرہ جبکہ اس میں قمار کی صورت پیدا ہو جائے دونوں طرف سے کچھ مال کی شرط لگایا جائے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے۔

পত্রিকায় খেলার খবর দেখা জায়েয বলা

প্রশ্ন : এক মুহাদ্দিস সাহেবকে দেখি খুব গুরুত্বসহ পত্রিকায় ক্রিকেট খেলার খবরাখবর দেখেন। এতে খেলোয়াড়দের ছবিও থাকে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, আপনার জন্য পত্রিকার মাধ্যমে খেলার খবর নেওয়া জায়েয হবে? তিনি বলেন, জায়েয হবে। প্রশ্ন হচ্ছে, সেই মুহূর্তে সারা বিশ্বে এ খেলাকে কেন্দ্র করে মাতোয়ারা, সেই মুহূর্তে একজন আলেম ও মুহাদ্দিস সাহেবের জন্য খেলার খবর দেখা ও শোনা এবং উপরন্তু জায়েয বলা কি ঠিক হবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছবিবিহীন পত্রিকায় খবরাখবর দেখার অনুমতি থাকলেও ছবিযুক্ত সংবাদপত্র বিশেষ করে ছবিযুক্ত বিভিন্ন খেলার খবর ইচ্ছাকৃতভাবে দেখার অনুমতি নেই। উলামায়ে কেরাম জাতির পথপ্রদর্শক। তাদের জন্য এ ধরনের ছবিযুক্ত খেলার খবর ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা এবং এটাকে জায়েয বলা জঘন্যতম কাজ ও উক্তি। এ ধরনের কাজ ও উক্তি হতে তাওবা করা জরুরি। (১০/৬৫৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴ / ۱۶۰ : جو شخص مفاسد سے بچ سکے اس کو تحصیل مصالح کیلئے اخبار بینی جائز ہے، ورنہ مفاسد سے بچنا اہم ہے جلب مصالح سے۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۴۳۷ : یہی حکم اخبار رسائل اور اسکول کالج کی مطبوعہ کتب میں موجود تصاویر کا ہے ان کے جائز مضامین کا پڑھنا جائز مگر تصاویر پر عمدا نظر ڈالنا ناجائز ہے۔

বানর-বেজির খেলা দেখিয়ে উপার্জন করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বানর, বেজি ইত্যাদি দিয়ে খেলা দেখিয়ে জীবিকা নির্বাহ করে, তার এ কাজ শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : বানর, বেজি ইত্যাদি দিয়ে খেলা দেখা এবং দেখানো জায়েয নেই। (১৪/৭৯৪/৫৮১৮)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۰۷ : سوال- سانپ بندر یار یچھ وغیرہ کا پالنا اور ان سے لوگوں کو تماشا دکھانا، لوگوں کا اس پر پیسے دینا اور ان پیسوں کا لینا جائز ہے یا نہیں؟ ... ...
الجواب- ایسے تماشے دکھانا اور دیکھنا جائز نہیں- قال العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى : وفى البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله عليه الصلوة والسلام استماع الملاهي معصيت والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر أي بالنعمة.
وقال أيضا : (و) كره (كل لهو) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه».

Scanned by CamScanner

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা ও পুরস্কারের ব্যবস্থা

প্রশ্ন : ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ও পুরস্কার বিতরণ করা জায়েয কি না?

উত্তর : জিহাদ এবং শারীরিক ব্যায়ামের উদ্দেশ্যে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা এবং তৃতীয় ব্যক্তির পক্ষ থেকে বিজয়ীকে পুরস্কৃত করা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। সুতরাং শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে পুরস্কার দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যে কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু বর্তমানে ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, নাচ-গান ইত্যাদি শরীয়তবিরোধী কার্যক্রম হয় বিধায় তাতে অংশগ্রহণ করা ও পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে না। (১৫/৩৪০/৬০৬৭)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٢٠/ ٧٥ (١٢٦٢٧) : عن الزبير بن خريت، حدثنا أبو لبيد لمازة بن زبار قال: أرسلت الخيل زمن الحجاج، فقلنا: لو أتينا الرهان قال: فأتيناه، ثم قلنا: لو ملنا إلى أنس بن مالك فسألناه: هل كنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأتيناه فسألناه، فقال: «نعم لقد راهن على فرس له، يقال له سبحة فسبق الناس» ، فبهش لذلك، وأعجبه .

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٩ : وفي البزازية استماع صوت الملاهي كضرب قصب ونحوه حرام لقوله - عليه الصلاة والسلام - «استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» أي بالنعمة فصرف الجوارح إلى غير ما خلق لأجله كفر بالنعمة لا شكر فالواجب كل الواجب أن يجتنب كي لا يسمع .

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٤٩ : ولا يخفى أن في الجلوس عليها استماعا لها والاستماع معصية فهما معصيتان .

📖 جواہر الفقہ (مکتبۂ تفسیر القرآن) ٢/ ٣٤٨ : گھوڑدوڑ جیساکہ اوپر معلوم ہواایک مفید کھیل ہے اور رسول ﷺ نے قولا وعملا اس کی اجازت دی ہے اور اس میں بازی لگانے اور بازی لے جانے والے کیلئے مشروط انعام ومعاوضہ کی بھی خاص شرائط کیساتھ اجازت دی ہے، لیکن افسوس ہے کہ آج کل اپنے گھر کے جواہرات چھوڑ کر دوسروں کے دروازوں پر دریوزہ گری کو مایۂ ناز سمجھنے لگے اور صورت وسیرت تمدن ومعاشرت سب میں غیروں کی نقالی ہی میں فخر محسوس کرنے لگے یہاں تک کہ عام کھیلوں میں بھی غیروں کی نقالی ہی رہ گئی، اس نقالی میں کوئی دوسری مضرت نہ ہوتی جب بھی ایک غیرت مند قوم کیلئے نازیبا تھی خصوصا جبکہ غیر مسلموں نے قمار جیسی حرام چیزوں کو ان میں شامل کر دیا تو مسلمان پر لازم ہو گیا کہ ان سے یکسر اجتناب کریں، ہماری گھوڑدوڑ بھی اسی

Scanned by CamScanner

مشق ستم کا نشانہ بن گئی جو چیز اسباب جہاد میں داخل اور ذریعۂ عبادت تھی وہ اب محض ایک قمار اور لہو ولعب بن کر رہ گئی۔

কম্পিউটারে গেমস খেলার হুকুম

প্রশ্ন : কম্পিউটারে গেমস জায়েয কি না? কোন ধরনের খেলা নিষেধ?

উত্তর : খেলাধুলার ক্ষেত্রে যদি তা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী ও শরীয়তের বিধিবিধান ও ফরয-ওয়াজিব আদায়ের পথে বাধা না হয় তাহলে খেলার অনুমতি আছে, অন্যথায় নয়। প্রশ্নোক্ত কম্পিউটার গেমস খেলা ও দেখা জায়েয খেলার আওতায় পড়ে না বিধায় নাজায়েয। (১২/৬২৬)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷ / ۳۳۰ : جواب۔ کھیل کے جواز کیلئے تین شرطیں ہیں:

ایک یہ کہ کھیل سے مقصود محض ورزش یا تفریح ہو خود اس کو مستقل مقصود نہ بنایا جائے،

دوم یہ کہ کھیل بذات خود جائز بھی ہو اس کھیل میں کوئی ناجائز بات نہ پائی جاتی،

سوم یہ کہ اس سے شرعی فرائض میں کوتاہی یا غفلت پیدا نہ ہو۔

اس معیار کو سامنے رکھا جائے تو اکثر و بیشتر کھیل ناجائز اور غلط نظر آئیں گے ہمارے کھیل کے شوقین نوجوانوں کیلئے ایک ایسا محبوب مشغلہ بن گیا کہ اس کے مقابلے میں نہ انہیں دینی فرائض کا خیال ہے نہ تعلیم کی طرف دھیان ہے نہ گھر کے کام کاج اور ضروری کاموں کا احساس ہے... ہمارے نوجوان گویا صرف کھیلنے کیلئے پیدا ہوئے ہیں اس کے زندگی کا گویا کوئی مقصد ہی نہیں ایسے کھیل کو کون جائز کہہ سکتا ہے۔

جدید تجارت (ماریہ اکاڈیمی) ص ۱۰۷ : ویڈیو گیمز مختلف قسم کی ہوتی ہیں اور ہر ایک قسم کا شرعی حکم بھی دوسرے سے مختلف ہے لہذا ہر ایک قسم کا شرعی حکم الگ الگ تحریر کیا جاتا ہے:

(۱) ویڈیو گیمز کی پہلی قسم وہ ہے جس میں جانداروں کی تصویریں نمایاں اور واضح ہوتی ہے اس قسم کی ویڈیو گیمز کی خرید و فروخت جائز نہیں اور اس سے کھیلنا بھی درست نہیں۔

(۲) ویڈیو گیمز کی تیسری قسم وہ ہے جس میں جانداروں کی تصویریں نمایاں اور واضح نہیں ہو تیں، تو ان ویڈیو گیمز کی خرید و فروخت جائز ہے اور کھیلنا بھی درست ہے۔

Scanned by CamScanner

(۳) ویڈیو گیمز کی شرعی قسم وہ ہے جس میں ایسی موسیقی پائی جاتی ہو جیسے مسلسل موسیقی کی آواز کہا جاسکے خواہ ان میں جانداروں کی تصویریں واضح ہوتی ہوں یا نہ ہوں اس کا خرید نا فروخت کرنا اور کرایہ پر دینا جائز نہیں اور اس سے کھیلنا بھی نہیں۔ بہر حال ویڈیو گیمز کی پہلی اور دوسری قسم کا جائز استعمال ممکن ہے اس لئے اس کی خرید وفروخت کرنا جائز ہے اور آمدنی بھی حلال ہے، لیکن ویڈیو گیمز کی تیسری قسم ناجائز ہے اور اس کی خرید وفروخت درست نہیں کیونکہ اس میں اعانت علی المعصیت ہے اور اس کی آمدنی بھی حلال نہیں۔

ইসলামী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে নাটক তৈরি করা

প্রশ্ন : চলচ্চিত্র বা নাটক, যা ইসলামী ইতিহাসের ওপর ভিত্তি করে তৈরি করা যায়, যা কোরআন ও হাদীসের ঘটনাবলির দ্বারা সম্মিলিত হয় অথবা সাধারণ নাটক বা চলচ্চিত্র, যা সমাজের জন্য হেদায়েতস্বরূপ। এ ধরনের নাটক বা চলচ্চিত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না? যদি জায়েয হয় তবে কী সুরতে এবং যদি নাজায়েয হয় তবে তা কোন সুরতে?

উত্তর : নাটক অভিনয় মঞ্চে হোক বা চলচ্চিত্রে সবই বর্জনীয়। এসব কাজ অহেতুক ও খেল-তামাশা বৈ কিছুই নয়। এ ধরনের কোনো কাজের দৃষ্টান্ত অনুসৃত ইসলামী যুগে মেলে না। (৪/১৯২/৬৩১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٨ : وفي السراج ودلت المسألة أن الملاهي كلها حرام-

📖 فتاوى علماء البلد الحرام صـ ١١٩٥ : السؤال – ما حكم تمثيل الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك فرق فى الحكم فيما اذا كان الممثل صالحا او غير صالح؟
الجواب – الذى أرى أنه لا يجوز تمثيل الصحابة وأئمة المسلمين -

📖 حكم التمثيل (دار الراية) ص ٢٧ : إذا علمت أن التمثيل منقطع الصلة بتاريخ المسلمين في خير القرون، وأن وفادته إليهم كانت طارئة في فترات، وأنه في القرن الرابع عشر الهجري استقبلته دور اللهو، وردهات المسارح، ثم تسلل من معابد النصارى، إلى فريق (التمثيل الديني) في المدارس، وبعض الجماعات الإسلامية. إذا علمت ذلك فاعلم أن قواعد الشريعة وأصولها، وترقيها بأهلها إلى

Scanned by CamScanner

مدارج الشرف والكمال تقضي برفضه، ورده من حيث أتى، وهذا بيانها:

أولا : معلوم أن الأعمال، إما عبادات أو عادات. فالأصل في العبادات لا يشرع منها إلا ما شرعه الله، والأصل في العادات لا يحظر منها إلا حظره الله. وعليه: فلا يخلو التمثيل، أن يكون على سبيل التعبد (التمثيل الديني) ، أو من باب الاعتياد، على سبيل (اللهو والترفيه) .

فإن كان على سبيل التعبد، فإن العبادات موقوفة على النص ومورده، و (التمثيل الديني) لاعهد للشريعة به، فهو سبيل محدث، ومن مجامع ملة الإسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من أحدث في أمرنا هذا ماليس منه فهو رد) .

অন্যের আকার-আকৃতি ধারণ করা

প্রশ্ন : বর্তমানে অনেক কওমী মাদরাসায় তামসীলের প্রচলন রয়েছে তা জায়েয আছে কি না? যেমন–এক ফরীক মুসলমানের আকার-আকৃতি ধারণ করে, তাদের কেউ বাদশাহ হয়, কেহ প্রতিনিধি হয়, কেউ সেনা ইত্যাদি। আবার কেউ কাফেরের আকৃতি ধারণ করে আচার-আচরণে ও পোশাকে-পরিচ্ছেদে।

উত্তর : কাফের-ফাসেকের সাদৃশ্য নিষিদ্ধ বিধায় তাদের তামসীল বৈধ নয় এবং সাহাবা-সালেহীনের তামসীল তাদের অবজ্ঞা এর শামিল বিধায় তাদের তামসীলও অবৈধ। আর সাধারণ লোকের তামসীল থেকে নেওয়ার মতো কিছু থাকে না। উপরন্তু নির্দিষ্ট কারো তামসীল হলে এতে গীবত পাওয়া যায়। সুতরাং ইসলামে কোনো ধরনের তামসীল সমর্থনযোগ্য নয়। (১০/১৭৯)

📖 شرح الفقه الكبر (مكتبة رحمانية) صـ ١٨٥ : ولو شبه نفسه باليهود والنصارى أى صورة أو سيرة على طريق المزاح والهزل أى ولو على هذا المنوال كفر.

📖 المحيط البرهانى (ادارة القرآن) ٧ / ٤٢٧ : اذا شد الزنار على وسطه أو وضع العسل على كتفه فقد كفر.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى التاتارخانية (مكتبة زكريا) ٧ / ٣٤٥: اذا شد الزنار على وسطه او وضع العسل على كتفه فقد كفر وفى التمهيد سواء فعل من غير اعتقاد سخرية أو من اعتقاد، وإذا جعل المسلم منديله شبيه قلنسوة المجوس ووضع على رأسه، اختلفوا فيه أكثرهم على أنه يكفر.

📖 فتاوى علماء البلد الحرام صـ ١١٩٥ : السؤال – ما حكم تمثيل الصحابة والصالحين فيما يسمى بالتمثيليات الدينية وهل هناك فرق فى الحكم فيما اذا كان الممثل صالحا او غير صالح؟
الجواب – الذى أرى أنه لا يجوز تمثيل الصحابة وأئمة المسلمين.

স্ত্রীকে তা'লীম দেওয়ার জন্য ঘরে টিভি রাখা

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির স্ত্রী স্বামীর মন রক্ষার্থে অক্ষম, গ্রামের মেয়ে হওয়ার কারণে। স্বামী শিক্ষিত লোক, তাই তার ইচ্ছা বাড়িতে একটি ছোট টেলিভিশন রেখে শুধু খবরাখবর শুনবে এবং মেয়েদের আচরণ ও সজ্জিত থাকার বিষয়গুলো দেখিয়ে স্ত্রীকে সজ্জিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। প্রশ্ন হচ্ছে, যেহেতু স্বামী-স্ত্রী উভয়ের মধ্যে শরীয়তের অনেক নাজায়েযও জায়েয, সে অনুপাতে কি স্বামী-স্ত্রী মিলে টেলিভিশন দেখা এবং স্ত্রী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে কি না?

উত্তর : ইসলামী ফিকাহবিদগণের মতে, টিভির অধিকাংশ প্রোগ্রাম নাজায়েয হওয়ার কারণে টিভি দেখা জায়েয নয়। যে সমস্ত প্রোগ্রাম টিভিতে প্রচার করা হয় তাতে মানুষের চরিত্র গঠন ও আচরণ ভালো হওয়া তো দূরের কথা, বরং নষ্ট হওয়াটাই নিশ্চিত। তাই মেয়েদেরকে ভালো আচরণ ও সজ্জিত থাকা শিখার জন্য এ ধরনের অবৈধ মাধ্যম ব্যবহারের জন্য শরীয়ত সম্মতি দেয় না। বরং নিজ স্ত্রীকে ভালো আচরণ শিক্ষা দেওয়ার জন্য ইসলামী শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। তাই তাকে ইসলামিক আদর্শিক মহিলাদের জীবনীগ্রন্থ, ইসলামিক বই ও অন্য জায়েয উপায়ে সুন্দর আদর্শ চরিত্র গঠন ও ভালো আচরণ ও পরিপাটি থাকার ব্যবস্থা গ্রহণ করাটাই একান্ত দরকার। এতেই আপনাদের জন্য উভয় জাহানের মঙ্গল নিহিত। (১/২৮৪)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸ / ۳۰۶ : ٹی وی اپنی موجودہ صورت میں ڈھول سارنگی اور بینڈ باجو کی طرح لہو ولعب کا ایک آلہ ہے، بلکہ مفاسد کے لحاظ سے دیگر آلات معاصی سے بڑھ کر ضرر رساں وتباہ کن ہے، اس لئے اس کا بیچنا یا خریدنا اجارہ پر دینا لینا ہبہ کرنا ہبہ میں

Scanned by CamScanner

قبول کرنا مرمت کرنا پاس رکھنا اس کی تصویر دیکھنا دکھانا یا ایسے مکان میں بیٹھنا جس میں ٹی وی چل رہا ہو یہ تمام کام حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا ۸ / ۲۹۹ : ٹی وی میں ضمنی طور پر کچھ دینی پروگرام مثلاً حج کے مناظر اذان تلاوت اور نعتیہ کلام وغیرہ پیش کئے جاتے ہیں یہ دین کی کوئی خدمت نہیں بلکہ دینی احکام کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے قرآن مجید نے اس سے کفار کا عمل بتا کر مسلمانوں کو ان سے بے زار رہنے کی تاکید فرمائی ہے۔

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاءَ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

اس میں دین کی بے وقعتی تو ہے ہی مزید ایک بڑا مفسدہ یہ ہے کہ عوام ٹی وی ایسی بے حیائی کو جائز مباح بلکہ اشاعت دین کا ایک ذریعہ باور کرنے لگے ہیں۔

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱ / ۲۰۲ : اپنی تجارتی چیز کو مشہور کرنے کے لئے سینما کا ذریعہ اختیار کرنا جو شیطانی گھر ہے اور اسی طرح سنیما کی مدد کرنا درست نہیں ہے، دیندار اور دینی منصب والے کے لئے زیادہ برا اور بدنامی کی چیز ہے دنیا کی موہوم نفع کے لئے دین کا نقصان کرنا کہاں کی دینداری اور عقلمندی ہے؟

খেলাধুলাবিষয়ক কর্মকাণ্ডে জড়িতদের বেতন-ভাতার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে খেলাধুলা ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক বিস্তৃত। রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এর সার্বিক তত্ত্বাবধান করা হয় এবং লাখ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান এসব খেলাবিষয়ক কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত। যেমন–খেলোয়াড়, কোচ, বোর্ড কর্মকর্তা, আম্পায়ার রেফারি, আয়োজক, কর্মচারী ইত্যাদি। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণে বেতন পাচ্ছে। জানার বিষয় হলো,

১) উক্ত বেতন-ভাতা তাদের জন্য হালাল হবে কি না?

২) উপরোক্ত কর্মসংস্থানগুলো বৈধ কি না?

৩) খেলাধুলার বর্তমান যে প্রচার ও ব্যাপকতা তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত ওই সমস্ত কর্মকর্তা, যারা অবৈধ খেলার সাথে সরাসরি জড়িত। যেমন–মাঠ পরিচালক, খেলা নিয়ন্ত্রক বা প্রশিক্ষক তাদের বেতন-ভাতা অবৈধ। পক্ষান্তরে যারা সরাসরি জড়িত নয়। যেমন–নির্মাতা, মিস্ত্রি, পরিচ্ছন্নতাবিষয়ক কর্মচারী তাদের বেতন-ভাতা অবৈধ বলা যাবে না। (১৯/৪৫/৭৯৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٥٥ : (لا تصح الإجارة لعسب التيس) وهو نزوه على الإناث (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/٥٥ : (قوله والملاهي) كالمزامير والطبل، وإذا كان الطبل لغير اللهو فلا بأس به كطبل الغزاة والعرس.

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ١١٣ : إذا استاجر رجلا ليكنس له غزلا فالأجرة تطيب له، كذا إذا استاجر رجلا ينحت له الطنبول أو البربط ونحو ذلك تطيب له الأجرة إلا أنه أثم بهذا؛ لأنه إعانة على المعصية.

২) প্রশ্নে বর্ণিত কর্মসংস্থানগুলো যেহেতু অবৈধ খেলার উন্নতি অগ্রগতি প্রচার-প্রসার এবং তার সার্বিক ব্যবস্থাপনার জন্য প্রতিষ্ঠিত, তাই এর সাথে সরাসরি জড়িত কর্মসংস্থানগুলোকে বৈধ বলা যাবে না।

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٦٨ : (ويكره) تحريما (بيع السلاح من أهل الفتنة إن علم) لأنه إعانة على المعصية (وبيع ما يتخذ منه كالحديد) ونحوه يكره لأهل الحرب (لا) لأهل البغي لعدم تفرغهم لعمله سلاحا لقرب زوالهم، بخلاف أهل الحرب زيلعي. قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٢٦٨ : (قوله: لأنه إعانة على المعصية)؛ لأنه يقاتل بعينه، بخلاف ما لا يقتل به إلا بصنعة تحدث فيه كالحديد، ونظيره كراهة بيع المعازف؛ لأن المعصية تقام بها عينها، ولا يكره بيع الخشب المتخذة هي منه، وعلى هذا بيع الخمر لا يصح ويصح بيع العنب.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۷۸ : جو تنخواہ معینہ بمقابلہ نوکری ملتی ہے اگر وہ نوکری خلاف شرع نہیں ہے تو چونکہ وہ اکل بالباطل نہیں اس لئے حلال ہے اور اگر خلاف شرع ہے تو وہ نوکری بھی حرام ہے اس کی تنخواہ بھی حرام ہے۔

📖 فیہ ایضا ۳/ ۳۷۸ : الجواب۔ نوکری کرنا ایسے کارخانوں میں جائز نہیں کہ اعانت علی المعصیت ہے۔

Scanned by CamScanner

৩. যদিও ইসলাম এমন সব খেলাধুলাকে বৈধ করেছে, যাতে দ্বীনি বা দুনিয়াবি কল্যাণ নিহিত থাকে এবং যার দ্বারা শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন হয় না। কিন্তু বর্তমান সমাজে যে সকল খেলার ব্যাপক প্রচলন রয়েছে, বিশেষত জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায় পর্যন্ত খেলার যে ব্যাপক প্রচলন ঘটেছে, তাতে অপচয়, নির্লজ্জতা, বেহায়াপনাসহ অগণিত পাপাচারের উপস্থিতি এবং ঈমান-আমলবিধ্বংসী বহু কর্মকাণ্ড বিদ্যমান রয়েছে, যা শুধু কোরআন-সুন্নাহের আলোকেই অবৈধ নয়, বরং কোনো সুস্থ বিবেকবান ব্যক্তিও তা সমর্থন করতে পারে না।

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٣٩٤ : كره تحريما (اللعب بالنرد و) كذا (الشطرنج) بكسر أوله ويهمل ولا يفتح إلا نادرا وأباحه الشافعي وأبو يوسف في رواية ونظمها شارح الوهبانية فقال: ولا بأس بالشطرنج وهي رواية ... عن الحبر قاضي الشرق والغرب تؤثر

وهذا إذ لم يقامر ولم يداوم ولم يخل بواجب وإلا فحرام بالإجماع. (و) كره (كل لهو) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لهو المسلم حرام إلا ثلاثة ملاعبته أهله وتأديبه لفرسه ومناضلته بقوسه».

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/٤٣٥ : فالألعاب التى يقصد بها رياضة الأبدان أو الأذهان جائزة فى نفسها ما لم تشتمل على معصية أخرى وما لم يئد الانهاك فيها إلى الإخلال بواجب الإنسان فى دينه ودنياه.

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص ٨٣١ : الجواب- جس کھیل سے کوئی فائدہ دینی یا دنیوی مقصود ہو، لیکن اس میں کوئی ناجائز اور خلاف شرع امر مل جائے تو وہ بھی ناجائز ہو جاتا ہے جسے تیر اندازی یا گھوڑ دوڑ وغیرہ جبکہ اس میں قمار کی صورت پیدا ہو جاوے... ...تو وہ بھی ناجائز ہو جاتی ہیں... لہذا معلوم ہوا کہ گیند کے کھیل خواہ کرکٹ وغیرہ ہوں یا دوسری ویسی کھیل فی نفسہ جائز ہیں... لیکن شرط یہی ہے کہ تشبہ کفار نہ ہو لباس اور طرز کے وضع میں انگریزیت نہ ہو اور نہ گھٹنے کھلے ہوئی ہوں نہ اپنے اور نہ دوسروں کے اور اس طرح اشتغال ہو کہ ضروریات اسلام نماز وغیرہ میں خلل آئے اگر کوئی شخص ان شرائط کے ساتھ کرکٹ ٹیم کھل سکتا ہے تو اس کیلئے جائز ہے ورنہ نہیں، آج کل چونکہ عموما یہ شرائط موجودہ کھیلوں میں موجود نہیں اس لئے ان کو ناجائز کہا جاتا ہے۔

Scanned by CamScanner

নৌকাবাইচে অংশগ্রহণ ও পুরস্কার গ্রহণ করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশের বিভিন্ন নদী অঞ্চলে নৌকাবাইচ হয়ে থাকে। তাতে হার-জিতের খেলা হয়ে থাকে এবং থানা কর্তৃক বাইচে অংশগ্রহণকারী সকলকে ব্যবধানের ভিত্তিতে পুরস্কার দেওয়া হয়। তাতে মুসলমান-হিন্দু সকলেই অংশগ্রহণ করে। এ ধরনের বাইচে মুসলমানদের অংশ নেওয়া এবং পুরস্কার গ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী? বর্তমানে যেহেতু ঘোড়দৌড়ের প্রতিযোগিতা নেই বিধায় এ ধরনের নৌকাবাইচের মাধ্যমে যদি কারো শারীরিক ব্যায়ামের নিয়্যাত থাকে, তাতে কোনো অসুবিধা আছে কি না?

উত্তর : প্রচলিত নৌকা প্রতিযোগিতা খেলাধুলা ও আনন্দ-ফুর্তির উদ্দেশ্যেই হয়ে থাকে। তাই এ ধরনের প্রতিযোগিতাকে জায়েয বলার উপায় নেই। কোনো মুসলমান খেলার উদ্দেশ্যে এসব প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করা ও পুরস্কার গ্রহণ করা বৈধ হবে না। তবে শারীরিক ব্যায়ামের নিয়্যাতে এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া শর্ত সাপেক্ষে বৈধ হলেও প্রচলিত প্রতিযোগিতায় সে সকল শর্ত অনুপস্থিত। যথা : শরয়ী পর্দা লঙ্ঘন না হওয়া, ইবাদতের প্রতি কোনো ধরনের অবহেলা সৃষ্টি না হওয়া, শরীয়তের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘন না হওয়া। তাই এসব কারণে একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য এ ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার অনুমতি নেই। (১৩/৯২৫/৫৪৬২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ / ٤٠٤ : والمصارعة ليست ببدعة إلا للتلهي فتكره برجندي، وأما السباق بلا جعل فيجوز في كل شيء كما يأتي وعند الشافعية: المسابقة بالأقدام والطير والبقر والسفن والسباحة والصولجان والبندق ورمي الحجر وإشالته باليد والشباك والوقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد واللعب بالخاتم وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته كرمي لرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئذ وحديث «حدثوا عن بني إسرائيل» يفيد حل سماع الأعاجيب والغرائب من كل ما لا يتيقن كذبه بقصد الفرجة لا الحجة بل وما يتيقن كذبه لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ وتعليم نحو الشجاعة على ألسنة آدميين أو حيوانات ذكره ابن حجر.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ / ٤٠٤ : (قوله بالأقدام) متعلق بعد أي جعلوها بالأقدام وما عطف عليه قال ط: ولا أدري وجه ذكر هذه العبارة غير أنها أوهمت أن القواعد تقتضيها، وليس كذلك، بل

Scanned by CamScanner

قواعد المذهب تقتضي أن غالب هذه من اللهو المحرم كالصولجان وما بعده اهـ ملخصا.

أقول: قدمنا عن القهستاني جواز اللعب بالصولجان وهو الكرة للفروسية وفي جواز المسابقة بالطير عندنا نظر وكذا في جواز معرفة ما في اليد واللعب بالخاتم فإنه لهو مجرد وأما المسابقة بالبقر والسفن والسباحة فظاهر كلامهم الجواز ورمي البندق والحجر كالرمي بالسهم، وأما إشالة الحجر باليد وما بعده، فالظاهر أنه إن قصد به التمرن والتقوي على الشجاعة لا بأس به (قوله والبندق) أي المتخذ من الطين ط ومثله المتخذ من الرصاص.

📖 فيه أيضا ٦ / ٤٠٢ : (قوله خلافا لما ذكره في مسائل شتى) أي قبيل كتاب الفرائض حيث اقتصر على الفرس والإبل والأرجل والرمي، ومثله في الكنز والزيلعي، وأقره الشارح هناك حيث قال: ولا يجوز الاستباق في غير هذه الأربعة كالبغل بالجعل وأما بلا جعل فيجوز في كل شيء وتمامه في الزيلعي اهـ ومثله في الذخيرة والخانية والتتارخانية، ونقل أبو السعود عن العلامة قاسم أنه رد ما في المجمع بأنه لم يقل أحد بالمسابقة على الحمير، لأن ذلك معلل بالتحريض على الجهاد، ولم يعهد في الإسلام الجهاد على الحمير اهـ ولم يذكر البغل مع أن الشرع لم يعتبره حيث لم يجعل له سهما من الغنيمة، فليس فيه تحريض على الجهاد أيضا؛ إلا أن يقال عدم السهم لا يقتضي عدم جواز المسابقة عليه، لأن الخف لا سهم له، وتجوز المسابقة عليه بالنص.

أقول: والحاصل أن الحافر المذكور في الحديث عام، فمن نظر إلى عمومه أدخل البغل والحمار، ومن نظر إلى العلة أخرجهما لأنهما ليسا آلة جهاد تأمل (قوله فكان مندوبا) إنما يكون كذلك بالقصد؛ أما إذا قصد التلهي أو الفخر أو لترى شجاعته فالظاهر الكراهة، لأن الأعمال بالنيات فكما يكون المباح طاعة بالنية تصير الطاعة معصية بالنية ط.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۳۶۹ : سوال- مسئلہ یہ ہے کہ اکثر طلباء دینیات صحت ابدان فٹ بال کھیلتے ہیں، بعض مدرسین بھی اس نیت سے کھیلنے کو جائز

Scanned by CamScanner

بتلاتے ہیں، کیا فقہاء کرام نے جو کل لھو حرام کو حرام عام بتلایا ہے اس سے عموم کا ابطال لازم آتا ہے؟

الجواب-کل لھو حرام کے معنی یہ ہیں کہ جو لہو کے لئے موضوع ہو اور اس میں کوئی نفع بجز لہو کے نہ ہو اور اگر علاوہ لہو کے اس میں کوئی نفع شرعی بھی ہو تو قصد لہو سے حرام ہے اور قصد نفع سے حرام نہیں کمادل علیه کلام الهندیة، قال فی العالمگیریة : المصارعة هی بدعة وهل یترخص للشبان قال : لیست ببدعة وقد جاء الأثر فیها الخ، قوت اور حفظ صحت کے لئے جو کھیل کھیلا جائے وہ مباح ہے، ہاں لہو لعب کی نیت سے کھیلا جائے تو مکروہ ہے، پس فٹ بال بھی حفظ صحت کے لئے مباح ہوتا، مگر اس میں تشبہ بلعب الکفار کا شائبہ ہے، گو عادات کفار میں قصد تشبہ سے کراہت ہوتی ہے مگر بلا قصد بھی کراہت تنزیہیہ سے خالی نہیں، جبکہ اس سے احتراز متعذر نہیں پس طلباء کو جو علم دین کے حامل ہیں ایسا کھیل مناسب نہیں حفظ صحت کے لئے ویسی کھیل بھی بہت ہیں ان میں سے کسی کو اختیار کر لیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ٢٦١ : سوال- تفریح یا تیراکی سیکھنے کے لئے اسے تالاب میں نہانا جائز ہے یا نہیں؟ جہاں بے دین فساق وفجار کام ہجوم ہوتا ہے جنکے ران کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم نسبت جہاد تیراکی سیکھنے جاتے ہیں جب بازاروں میں منکرات والی دکانوں اپنی حاجت سے جانا جائز ہے تو بضرورت جہاد ایسے تالاب میں نہانا بطریق اولی جائز ہونا چاہئے۔

الجواب—تالاب میں نہانے کو حاجات عامہ پر قیاس کرنا صحیح نہیں اس لئے اس سے احتراز لازم ہے، بالخصوص علماء وصلحاء کے لئے زیادہ قبیح ہے۔

স্বামী-স্ত্রীর লুডু খেলা

প্রশ্ন : স্ত্রীকে খুশি করার লক্ষ্যে স্বামী-স্ত্রীর সাথে খোশ আলাপে লিপ্ত হওয়া শরীয়তে পছন্দনীয়। তাই চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে স্বামী-স্ত্রী লুডু খেলায় লিপ্ত হওয়া বৈধ কি না?

উত্তর : যদি লুডু খেলায় হার-জিতের বাজি না হয় এবং শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে না হয় এবং এর দ্বারা ফরয-ওয়াজিব আদায়ে ব্যাঘাত না আসে তাহলে স্বামী-স্ত্রীর চিত্তবিনোদনের জন্য কোনো কোনো সময় লুডু খেলা আপত্তিকর নয়। (১৮/৪/৭৪৩১)

Scanned by CamScanner

📖 السنن الكبرى للنسائى (مؤسسة الرسالة) ٨/ ١٧٦ (٨٨٨٩) : عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبد الله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان قال: «فأما أحدهما فجلس» فقال له صاحبه: «أكسلت؟» قال: «نعم» فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة"-

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٨٩ : وفي المحيط: ويكره اللعب بالشطرنج والنرد والأربعة عشر لقوله - عليه الصلاة والسلام - «كل لعب حرام إلا ملاعبة الرجل زوجته وقوسه وفرسه» لأنه يصد عن الجمع والجماعات وسبب للوقوع في فواحش الكلام وغيره واستماع صوت الملاهي حرام كالضرب بالقصب وغيره قال - عليه الصلاة والسلام - «: استماع الملاهي معصية والجلوس عليها فسق والتلذذ بها كفر» وهذا خرج على وجه التشديد لا أنه يكفر.

Scanned by CamScanner

باب الرق

পরিচ্ছেদ : দাস-দাসী

দাস-দাসীর প্রথা

প্রশ্ন : শরয়ী বাঁদী কী? বাংলাদেশে কি এ ধরনের পদ্ধতি চালু আছে? চালু করার পদ্ধতি কী? তাদের সাথে নাকি সহবাস করা যায়?

উত্তর : যেখানে শরীয়তভিত্তিক জিহাদ হয় এবং মুসলমাদের হাতে কাফের বন্দি হয় এবং সমস্ত বন্দিকে আমীরুল মুমিনীন গাজীদের মধ্যে বণ্টন করে দেয়, এ ধরনের পুরুষ বন্দিকে গোলাম বলা হয় এবং মহিলা বন্দিকে বাঁদী বলা হয়। এ সমস্ত বাঁদীকে অন্যের নিকট বিবাহশাদী না দেওয়া পর্যন্ত মালিক তাদের সাথে সহবাস করতে পারবে। বর্তমানে পাক-ভারত ও বাংলাদেশে এ ধরনের বাঁদী নেই, যাদের শরীয়তভিত্তিক বাঁদী বলা হয়। (৪/২৫৬/৬৭৭)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٦/ ٣٥٠ : الجواب- (١) شرعی طریقہ پر جہاد کیا جائے اور اس میں دشمن اسلام گرفتار کرکے قیدی بنائیں جائیں جن کو امیر المؤمنین غازیوں کے درمیان تقسیم کردے ایسے قیدی مرد ہوں تو غلام کہتے ہیں عورت ہو تو لونڈی کہلاتی ہے یہ حکم منسوخ نہیں وقتی نہیں جب بھی اللہ پاک مسلمانوں کو ایسی شوکت عطا فرمائے کہ امیر المؤمنین شرعی طریقہ پر جہاد کرے اور اس میں اعداء اسلام گرفتار ہو کرائیں وہ غلام لونڈی بن جائیں گے۔

٢ — امیں جس لونڈی کی تشریح کی گئی ہے اس کی خرید و فروخت درست ہے اور جب تک اس کی شادی نہ کردی ہو مالک اس سے مباشرت کرسکتا ہے۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٢/ ١٩٧ : ہندوستان میں تو ایسی باندیاں نہیں ہیں جو شرعی قاعدے کے موافق باندیاں قرار دی جاسکیں۔

দাস প্রথা বিলুপ্তির নেপথ্যে

প্রশ্ন : দাস প্রথা কখন, কিভাবে এবং কেন নিষিদ্ধ করা হয়–এ ব্যাপারে জানাবেন এবং ভালো বইয়ের সন্ধান থাকলে জানাবেন।

উত্তর : দাস-দাসীর প্রথা ইসলামের পূর্বে ছিল, ইসলামের সূচনাকালে তার প্রচলন ছিল। বর্তমানেও শর্ত সাপেক্ষে তার শরয়ী হুকুম বিদ্যমান রয়েছে। যখন কাফেরদের

Scanned by CamScanner

সাথে মুসলমানদের ধর্মীয় যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন যুদ্ধবন্দিদের গোলাম বানানো যাবে। বর্তমানে জাতিসংঘের ঘোষণা অনুযায়ী, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের প্রতিনিধিরা এ ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছে যে একে অপরের কয়েদিদের গোলাম-বাঁদী বানাবে না তাই বর্তমানে প্রায় দেশে এ প্রথার বিলুপ্তি ঘটে। তবে তা কখন, কিভাবে ও কেন নিষিদ্ধ হয়–তা আমাদের জানা নেই। (১৮/২৮/৭৪৪৩)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ١ /٢٦٤ : فاعلم أن الإسلام قد جاء والاسترقاق فى مشارق الأرض ومغاربها والأرقاء يعاملون بقوة ودناءة لينفدى هما جين الإنسانية فكان من حكم الإسلام أنه لم يحرم الإسترقاق راسا ولا ألغاه أصلا، وإنما شرع له أحكاما وحد له حدودا بما يجعله مساهما فى صلاح البشر ورقى المجتمع الإنسانى فالإسلام أباح الاسترقاق بشرط أن يكون فى جهاد شرعى عند الكفار- ... ...

فالحق الواضح الصريح أن الاسترقاق مباح فى الإسلام بأحكامه وحدوده التى سبقت لم ينسخه ، وفيه الحكم التى أسلفناها، والقول بنسخه مردود مخالف للإجماع لا حجة له فى الأدلة الشرعية، وينبغى أن يتنبه هنا إلى شيء مهم وهو أن اكثر أقوام العالم قد أحدثت اليوم معا هذه فيما بينها وقررته أنها لا تسترق أسيرا من أسارى الحروب وأكثر البلاد الإسلامية اليوم من شركاء هذه المعاهدة ولاسيما أعضاء الأمم المتحدة فلا يجوز للمملكة الإسلامية اليوم أن تسترق أسيرا ما دامت هذه المعاهدة باقية.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٨ /٢٧ : یاد رکھنا چاہئے کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنانے کا حکم صرف اباحت اور جواز کی حد تک ہے یعنی اگر اسلامی حکومت مصالح کے مطابق سمجھے تو انہیں غلام بنا سکتی ہے ایسا کرنا مستحب یا واجب فعل نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کے مجموعی ارشادات سے آزاد کرنے کا افضل ہونا سمجھ میں آتا ہے اور یہ اجازت بھی اس وقت تک کے لئے ہے جب تک اس کے خلاف دشمن سے کوئی معاہدہ نہ ہو اور اگر دشمن سے یہ معاہدہ ہو جائے کہ نہ وہ ہمارے قیدیوں کو غلام بنائیگے نہ ہم ان کے قیدیوں کو تو پھر اس معاہدہ کی پابندی لازم ہو گی، ہمارے زمانے میں دنیا میں بہت سے ملکوں نے ایسا معاہدہ کیا ہوا ہے، لہذا جو اسلامی ممالک اس معاہدہ میں شریک ہیں ان کے لئے غلام بنانا اس وقت تک جائز نہیں جب تک یہ معاہدہ قائم ہے۔

Scanned by CamScanner

কাজের লোকেরা দাস-দাসী নয়

প্রশ্ন : বর্তমান বাংলাদেশে গোলাম-বাঁদীর প্রথা আছে কি, যা শরীয়ত সমর্থিত? বিভিন্ন পরিবারে যেসব কাজের মেয়ে রাখা হয় তাদের বাঁদী মনে করা বা বাঁদীর ন্যায় আচরণ করার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : বর্তমান বাংলাদেশে বিভিন্ন পরিবারে যে সকল কাজের মেয়ে রাখা হয় তারা শরয়ী দৃষ্টিকোণে বাঁদী নয়, শুধুমাত্র কাজের মেয়ে বা চাকরানী। এদের বাঁদী মনে করে বাঁদীর ন্যায় আচরণ করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ বলে গণ্য হবে। তাই এহেন কর্ম থেকে বিরত থাকা প্রত্যেক মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব ও ঈমানী কর্তব্য। (১৭/৬১)

📖 المغنى لابن قدامة (مكتبة القاهرة) ٦/ ١١٢ : فإن الأصل في الآدميين الحرية، فإن الله تعالى خلق آدم وذريته أحرارا، وإنما الرق لعارض، فإذا لم يعلم ذلك العارض، فله حكم الأصل.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٣/ ١٢ : أسباب تملك الرقيق:

يدخل الرقيق في ملك الإنسان بواحد من الطرق الآتية:

أولا: استرقاق الأسرى والسبي من الأعداء الكفار، وقد استرق النبي صلى الله عليه وسلم نساء بني قريظة وذراريهم. وفي استرقاقهم تفصيل يرجع إليه في مصطلح (استرقاق) .

ولا يجوز ابتداء استرقاق المسلم؛ لأن الإسلام ينافي ابتداء الاسترقاق؛ لأنه يقع جزاء لاستنكاف الكافر عن عبودية الله تعالى، فجازاه بأن صيره عبد عبيده.

ثانيا: ولد الأمة من غير سيدها يتبع أمه في الرق، سواء، أكان أبوه حرا أم عبدا، وهو رقيق لمالك أمه، لأن ولدها من نمائها، ونماؤها لمالكها، وللإجماع، ويستثنى من ذلك ولد المغرور وهو من تزوج امرأة على أنها حرة فإذا هي أمة. وكذا لو اشترط متزوج الأمة أن يكون أولاده منها أحرارا على ما صرح به بعض الفقهاء.

ثالثا: الشراء ممن يملكه ملكا صحيحا معترفا به شرعا، وكذا الهبة والوصية والصدقة والميراث وغيرها من صور انتقال الأموال من مالك إلى آخر.

Scanned by CamScanner

متفرقات الحظر والإباحة

জায়েয-নাজায়েযের বিবিধ অধ্যায়

সরকারি কোয়ার্টারের জায়গায় লাগানো গাছের ফলমূল ভোগ করা

প্রশ্ন : আমি সরকারি চাকরি করি এবং সরকারি কোয়ার্টারে থাকি। আমি যে বাসাতে থাকি তা চারতলাবিশিষ্ট একটি ভবন। এ বাসার চার ফ্ল্যাটে চারটি পরিবার থাকে। বাড়ির চারপাশে কিছু জায়গা আছে, তাতে বাগান আছে, ফুলগাছ, ফলগাছ ইত্যাদি গাছগাছালি রয়েছে। প্রশ্ন হলো, এ জায়গায় গাছ লাগিয়ে ব্যক্তিমালিকানা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে কি না? তা ছাড়া পূর্বে যারা ছিল তাদের লাগিয়ে যাওয়া ফলগাছগুলো থেকে বর্তমানের পরিবারগুলো উপকৃত হতে পারবে কি না?
উল্লেখ্য, বর্তমানে যারা থাকে তারা ছাড়া এগুলো ভোগ করার কেউ নেই বা সরকারের অন্য কোনো কর্মচারী এর কোনো তদারকি করে না বরং পরিত্যক্ত বললেই চলে। এ ব্যাপারে আমি ইসলামী সমাধান ও দিকনির্দেশনা চাই।

উত্তর : সরকারি কর্মচারীদের সরকারের কোয়ার্টারে বসবাস করতে দেওয়া তাদের শ্রমের বিনিময় তথা বেতনেরই অন্তর্ভুক্ত, যদি কোয়ার্টার যার নামে বরাদ্দ থাকবে, আশপাশের জায়গায় ফলমূল লাগিয়ে তা ভক্ষণ করার অনুমতি থাকে। এসব গাছপালা ছেড়ে চলে যাওয়া এটা প্রমাণ বহন করে যে এগুলোর দাবি তারা পরবর্তী লোকদের জন্য ছেড়ে দিয়েছে, যা মৌন অনুমতি বলে গণ্য হয়। এমতাবস্থায় বর্তমানে যাদের নামে কোয়ার্টার বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এতে সরকারের কোনো দাবি না থাকলে তাদের জন্য এসব পরিত্যক্ত গাছপালার ফলমূল খাওয়া অবৈধ বলা যাবে না এবং নতুন সূত্রে এসব জায়গায় ফলমূলের বাগান করে তা থেকে রোপণকারী উপকৃত হওয়া অবৈধ হবে না। (১৬/২০৮/৬৪৪৯)

📖 البحر الرائق (سعيد) ١١٢/٨ : سئل عمن غرس أرض الغير غرسا فكبر هل لصاحب الأرض أن يقول: أدفع لك قيمته ولا تقلعه فقال لا إنما للغارس أن يقلعه ويضمن النقصان إن ظهر في الأرض نقصان، وإنما لصاحب الأرض الأمر بالقلع فحسب -

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٢/ ٣٨٦ : وقد يكون الإذن بطريق الدلالة، وذلك كتقديم الطعام للضيوف، فإنه قرينة تدل على الإذن وكشراء السيد لعبده بضاعة ووضعها في حانوته، وأمره بالجلوس فيه،وكبناء السقايات والخانات للمسلمين وأبناء السبيل.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٧٢/٥ : قال الفقيه أبو نصر - رحمه الله
تعالى - إذا غرس على شط نهر عام لا يضر بالمارة فذلك يباح له.
📖 قواعد الفقه ص ١٢٥ : المعروف بالعرف كالمشروط شرطًا.

জুতায় কোনো কিছু লেখা ও তা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : জুতায় অনেক কিছু লেখা থাকে যেমন–কামাল জুতা, মান্নান সুজ, ১০০% গ্যারান্টি ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, এসব লেখা জুতা পায়ে দেওয়ার ব্যাপারে শরীয়তের বিধান কী? এবং এর দ্বারা ইসলামের অবমাননা হয় কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলার নাম বা কোরআনের অক্ষর লিখিত পাত্রকে সংরক্ষণ ও সম্মান করা অপরিহার্য ও জরুরি। পদদলিত করা বা অসম্মানজনক কোনো আচরণ করা বৈধ হবে না। তবে মানুষের কথা জাতীয় কোনো শব্দ লিখিত পাত্র ব্যবহার করতে কোনো অসুবিধা নেই। প্রশ্নে বর্ণিত জুতায় লিখিত মান্নান সুজ, কামাল সুজ ইত্যাদি যেহেতু মানুষের কথা সম্পর্কীয় বাক্য ও বিন্যাস, তাই তা ব্যবহার করা অবৈধ হবে না। (১৬/৩১৬/৬৪৭৯)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٤/ ١٨١ : قال إبراهيم اللقاني: محل كون الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي، وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان المكتوب بها من أسماء الله تعالى، وقال علي الأجهوري: الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره.

📖 الدر المختار (سعيد) ١ /١٧٩ : بساط أو غيره كتب عليه الملك لله يكره بسطه واستعماله لا تعليقه للزينة. وينبغي أن لا يكره كلام الناس مطلقا، وقيل: يكره مجرد الحروف والأول أوسع، وتمامه في البحر، وكراهية القنية.

আরবী লেখা জুতা ব্যবহার করা

প্রশ্ন : আরব দেশে যেসব জুতা তৈরি হয় তাতে জুতার ভেতর আরবীতে কোম্পানির নাম লেখা থাকে। জানার বিষয় হলো, আরবী হরফের অসম্মান হবে কি না? অথবা আমরা তা পরতে পারব কি না?

উত্তর : আরবী ভাষা কোরআনের ও জান্নাতের ভাষা এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর ভাষা হওয়ায় অন্যান্য ভাষার তুলনায় অনেক সম্মানের অধিকারী।

Scanned by CamScanner

যেহেতু জুতার মধ্যে আরবী লেখা আরবী ভাষার অবমাননার শামিল, আদব-সম্মানের পরিপন্থী তাই কোনো ধর্মপ্রাণ মুসলমানের জন্য জুতা থেকে আরবী লেখা না মুছে পরিধান করা কোনো অবস্থাতেই উচিত হবে না। (১৮/১৯৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤١٩/٦ : (للعربية فضل على سائر الألسن وهو لسان أهل الجنة من تعلمها أو علمها غيره فهو مأجور) وفي الحديث «أحبوا العرب لثلاث لأني عربي والقرآن عربي ولسان أهل الجنة في الجنة عربي

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٢٣/٥ : ولو قطع الحرف من الحرف أو خيط على بعض الحروف في البساط أو المصلى حتى لم تبق الكلمة متصلة لم تسقط الكراهة، إذا كتب اسم فرعون أو كتب أبو جهل على غرض يكره أن يرموا إليه؛ لأن لتلك الحروف حرمة، كذا في السراجية.عن الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يكره أن يصغر المصحف وأن يكتبه بقلم دقيق وهو قول أبي يوسف - رحمه الله تعالى -، قال الحسن وبه نأخذ، قال - رحمه الله تعالى -: لعله أراد كراهة التنزيه لا الإثم -

ইসলাম গ্রহণ করার প্রাক্কালে অগোচরে ঘর থেকে সম্পদ নিয়ে যাওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি হিন্দু বাড়ির পাশ দিয়ে চলাচল করি। সেখানে একটি হিন্দু মেয়ে আমাকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। উত্তরে আমি তাকে বললাম, আমাকে বিয়ে করতে হলে ইসলাম গ্রহণ করতে হবে। সে আমার শর্তে রাজি হয়। আমি মেয়েটিকে ইসলাম গ্রহণ করিয়ে বিয়ে করি। প্রশ্ন হলো, সে যদি বিয়ের পর পিতার বাড়ি থেকে আসার সময় পিতার অগোচরে পিতার সম্পদ তথা স্বর্ণ-অলংকার, টাকা-পয়সা ইত্যাদি নিয়ে আসে, তা আমাদের জন্য ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : পিতার অগোচরে ধন-সম্পদ আনার অনুমতি শরীয়তে ইসলামীতে নেই। তাই উক্ত মাল ব্যবহার করা জায়েয হবে না। (১৬/৭৩৬/৬৭৬৯)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢٥٥- ٢٥٦ (٢٧٣١) : عن المسور بن مخرمة، ومروان، يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه، قالا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية حتى إذا كانوا ببعض الطريق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إن خالد بن

Scanned by CamScanner

الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة، فخذوا ذات اليمين» ...
... ... وكان المغيرة صحب قوما في الجاهلية فقتلهم، وأخذ أموالهم، ثم جاء فأسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أما الإسلام فأقبل، وأما المال فلست منه في شيء»... ...الحديث -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٩٠ (١٠١٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم} [المؤمنون: ٥٢] وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: ١٧٢] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ "-

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٢٦٠ : " وإذا دخل المسلم دار الحرب تاجرا فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ولا من دمائهم " لأنه ضمن أن لا يتعرض لهم بالاستئمان فالتعرض بعد ذلك يكون غدرا والغدر حرام إلا إذا غدر بهم ملكهم فأخذ أموالهم أو حبسهم أو فعل غيره بعلم الملك ولم يمنعه لأنهم هم الذين نقضوا العهد بخلاف الأسير لأنه غير مستأمن فيباح له التعرض وإن أطلقوه طوعا " فإن غدر بهم " أعني التاجر " أخذ شيئا وخرج به ملكه ملكا محظورا " لورود الاستيلاء على مال مباح إلا أنه حصل بسبب الغدر فأوجب ذلك خبثا فيه فيؤمر بالتصدق به وهذا لأن الحظر لغيره لا يمنع انعقاد السبب على ما بيناه.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ٢٠/ ٢٨٥ : سوال- جو شخص اپنے والد کی جائیداد پر جابرانہ قابض ہو جائے، ایسا شخص عند اللہ گنہگار ہے یا نہیں، اور قیامت میں اس کا کیا حال ہوگا؟

جواب- ایسا آدمی غاصب اور بڑا ظالم ہے اور سخت گنہگار ہے، اس کی دنیا بھی تباہ اور آخرت بھی برباد ہے، اپنے اس ظلم کا وبال اس پر یہاں بھی پڑ کر رہے گا، بغیر اس کے بھگتے موت نہیں آئے گی۔ اس کو لازم ہے کہ والد کی جائیداد واپس کر دے۔

Scanned by CamScanner

জুতা, ঝাড়ু, হাঁড়ি ক্ষেতে বা গাছে ঝুলিয়ে রাখা

প্রশ্ন : আমাদের সমাজে কিছু লোককে দেখা যায়, তারা তাদের ফসলের জমিকে মানুষের বদনজরি থেকে বাঁচার জন্য জমি কিংবা ফলের গাছে ছেঁড়া জুতা, ঝাড়ু, ভাঙা হাঁড়ি ইত্যাদি ঝুলিয়ে রাখে। এমনকি অনেক সময় উল্লিখিত জিনিসগুলো এমন গাছে ঝুলিয়ে রাখা হয়, যে গাছটা অন্য কোনো ব্যক্তির দরজা কিংবা জানালার সামনে হয়, ফলে এ দৃশ্য তারা প্রতিদিন দেখার কারণে তাদের মনে প্রচণ্ড কষ্ট হয়। জানার বিষয় হলো, কোনো ফল বা কোনো বস্তুকে বদনজরি থেকে হেফাজতের জন্য উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ফসলাদি বা ফলফলাদিকে বদনজরি থেকে হেফাজতের জন্য ফসলের জমিতে বা ফলের গাছে নিজের আকীদা-বিশ্বাস বিশুদ্ধ রাখার শর্তে উল্লিখিত পন্থা অবলম্বন করতে কোনো অসুবিধা নেই। (১৮/১)

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١٢/ ١٦٦ : وروي أن عثمان رأى صبيا مليحا، فقال: دسموا نونته كيلا تصيبه العين. ومعنى دسموا، أي: سودوا، والنونة: الثقبة التي تكون في ذقن الصبي الصغير.

وروي عن هشام بن عروة، عن أبيه، " أنه كان إذا رأى من ماله شيئا يعجبه، أو دخل حائطا من حيطانه، قال: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله ".

وروي عن عائشة، أنها كانت لا ترى بأسا أن يعوذ في الماء، ثم يعالج به المريض.

وقال مجاهد: لا بأس أن يكتب القرآن ويغسله، ويسقيه المريض.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦٤ : وفيها لا بأس بوضع الجماجم في الزرع والمبطخة لدفع ضرر العين، لأن العين حق تصيب المال، والآدمي والحيوان ويظهر أثره في ذلك عرف بالآثار فإذا نظر الناظر إلى الزرع يقع نظره أولا على الجماجم، لارتفاعها فنظره بعد ذلك إلى الحرث لا يضره روي «أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقالت نحن من أهل الحرث وإنا نخاف عليه العين فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل فيه الجماجم» اهـ

[تتمة] في شرح البخاري للإمام العيني من باب: العين حق. روى أبو داود من حديث عائشة أنها قالت: «كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين».

Scanned by CamScanner

📖 الفتح الرباني (دار إحياء التراث) ١٧/ ١٨٨ : ومعناه أن الإصابة بالعين (حق) أى كائن مقضى به فى الوضع الالٰهى لا شبهة فى تأثيرة فى النفوس والأموال (قال القرطبى) هذا قول عامة الأمة ومذهب أهل السنة وانكرة قوم مبتدعة وهم محجوجون بما يشاهد منه فى الوجود فكم من رجل أدخلته العين القبر وكم من جمل أدلته القدر لكنه بمشيئة الله تعالى، ولا يلتفت إلى معرض عن الشرع والعقل فتمسك باستبعاد لا أصل له فإنا نشاهد من تأثير السحر ما يقضى منة العجب، وتحقيق أن ذلك فعل مسبب كل سبب أى الجبل العالى- قال الحكماء والعائن يبث من عينة قوة سمية تتصل بالمعين (بفتح الميم) فيهلك نفسه قال ولا يبعد أن تنبعث جواهر لطيفة غير مرئية من العين فتتصل بالمعين وتخلل مسام بدنة فيخلق الله الهلاك عندها كما يخلقه عند شرب السم وهو بالحقيقة فعل الله قال المأزرى وهذا ليس على القطع بل جائز أن يكون وأمر العين مجرب محسوس لا ينكره إلا معاند-

লাইট ফিট করে কীটপতঙ্গকে মাছের আহার বানানো

প্রশ্ন : পুকুরের মাছের খাবারের জন্য পুকুরের মাঝে লাইট ফিট করে দেওয়া, যেখানে কীটপতঙ্গ এসে পানিতে পড়বে এবং মাছেরা তা আহার করবে। এ পদ্ধতিতে কোনো গোনাহ আছে কি না?

উত্তর : পুকুরের মাছের খাবারের উদ্দেশ্য না করে পুকুরের পাহারার নিয়্যাতে পুকুরের মাঝে লাইট ফিট করে দেওয়া, যার ফলে কীটপতঙ্গ এসে পানিতে পড়বে এবং মাছগুলো তা খাবে। এ পদ্ধতিটি গ্রহণ করতে শরয়ী বাধা নেই। (১৩/১০১/৫১৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٦١ : قتل النملة تكلموا فيها والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء وقتل القملة يجوز بكل حال كذا في الخلاصة-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۶۴ : الجواب- وعن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضًا، رواه مسلم-

Scanned by CamScanner

مشکوٰة باب الصید والذبائح- قال النووی هذه النهی للتحریم وفی الدر المختار احکام الخمر من کتاب الأشربة : وحرم الانتفاع بها ولو لسقی دواب- فی رد المحتار قوله ولسقی الدواب قال بعض المشایخ لو قاد الدابة إلى الخمر لا بأس به ولو نقل الى الدابة یکره اهـ

ازیں روایات معلوم می شود کہ کرم زندہ جانور خورانیدن بایں طور کہ کرم را پیش جانور بردہ شود جائز نیست کہ ہم دریں تعذیب اوست بلاضرورت، لانه یمکن قود الدابة الیها کما فی الاصطیاد والذی فیه ضرورة الانتفاع فشابه اتخاذ الروح غرضا، لأنها لا تقدر أن تحرز نفسها ،وہم نقل شئ محرم است بسوئے دابہ فقط۔

পিঁপড়া মারা

প্রশ্ন : শুনেছি, পিপীলিকা মারা কবীরা গোনাহ। এর জন্য জাহান্নামে যেতে হবে, কথাটি কি সঠিক?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে সব ধরনের কষ্টদায়ক জীবজন্তুকে মারার অনুমতি আছে বিধায় কষ্টদায়ক পিপীলিকাও মারার অনুমতি আছে। পিপীলিকা মারলে জাহান্নামে যেতে হবে কথাটি ঠিক নয়। (১৮/১৯০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٦١ : قتل النملة تكلموا فيها والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء -

📖 فتاوى قاضيخان ٤١٥/٣ : وعن محمد بن سلمة لا بأس بقتل النمل لأنها من أهل الأذى ويكره إلقاؤها فى الماء وقال أبو بكر الإسكاف إن أذتك فاقتلها وإلا فلا -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٣٧٧ : سوال- اکثر گھروں میں چوہے بہت زیادہ تعداد میں ہو جاتے ہیں اور گھروں میں رکھے ہوئے غلہ وغیرہ کو نقصان پہنچاتے ہیں بعض اوقات کوئی بورا، کپڑا بھی کاٹ ڈالتے ہیں زمین میں سوراخ بنا کر اور چھتوں وغیرہ میں رہتے ہیں گھر کے چوہوں سے لوگ تنگ اکر چوہوں کو زہر

Scanned by CamScanner

دیکر ہلاک کرتے ہیں ایسی صورت میں کیا حکم ہے ؟ چوہوں کو یا کسی نقصان
پہونچانے والے مخلوق جیسے چیونٹی وغیرہ کو زہر دیا جائے یا نہیں؟ اگر زہر دیکر
ہلاک کیا جاسکتا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ کونسی صورت اختیار کی جائے جس سے ایسے
نقصان پہونچانے والے جانور سے چھٹکارا ملے ؟
الجواب- زہر دینا یا ویسے ہی مار دینا بھی درست ہے۔

আগুন দিয়ে পিঁপড়া পুড়ে ফেলা

প্রশ্ন : কয়েক দিন পূর্বে আমরা একটি ইটের স্তূপ স্থানান্তর করতে গিয়ে কিছুক্ষণ কাজ করার পর সেখানে হাজার হাজার পিঁপড়া দেখতে পেলাম। আমরা পিঁপড়া থেকে পরিত্রাণের জন্য হাতে এবং পায়ে কেরোসিন তেল এবং পায়ে পলিথিন বেঁধে পরিষ্কারের কাজটি শুরু করলাম। কিন্তু পিঁপড়ার কামড় থেকে রেহাই পেলাম না। জায়গাটিও আমাদের পরিষ্কারের প্রয়োজন। এ জন্য আমরা পিঁপড়াগুলোকে আগুন দিয়ে পুড়ে ফেলেছি। জানার বিষয় হলো, হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে কোনো প্রাণীকে আগুন দিয়ে পোড়ানোর অনুমতি নেই। এখন আমরা যে পিঁপড়াগুলোকে আগুনে পুড়ে ফেললাম তার কারণে আমাদের গোনাহ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধানানুযায়ী কষ্টদায়ক প্রাণী দ্বারা কষ্ট পাওয়ার আশঙ্কা থাকলে সেগুলোকে সহজ পন্থায় মেরে ফেলা বৈধ। তবে একান্ত নিরুপায় না হলে আগুনে পোড়ানোর অনুমতি নেই। তাই প্রশ্নের বর্ণনা মতে যেহেতু আগুনে পোড়ানো ছাড়া অন্য পদ্ধতিতে পিঁপড়াগুলো মারার বিকল্প উপায় ছিল তাই এটা আপনাদের জন্য উচিত হয়নি, বরং মাকরূহ ও গোনাহ হয়েছে। এ গোনাহের জন্য খালেস মনে তাওবা করে নেওয়া জরুরি। সম্ভব হলে কিছু টাকা দান করে দেওয়া উচিত। (৮/৩০৪)

📖 سنن أبي داود (٢٦٧٥) : عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار»۔

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٢٥٠/٣ : ولا بأس بقتل البرغوث والبعوض والنملة والذباب والقراد والزنبور؛ لأنها ليست بصيد، لانعدام التوحش والامتناع، ولأن هذه الأشياء من المؤذيات المبتدئة بالأذى غالباً -

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ۴/ ۲۶۵ : الجواب- اگروہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہو تو پھر مجبوری کو آگ دینا جائز ہے اور آگر کسی اور طریق سے ہلاک ہو جاوے یا وہاں سے اور جگہ دفع ہو جاوے تب جلانا جائز نہیں۔

ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা

প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে মশা মারার জন্য এক ধরনের ইলেকট্রিক ব্যাট পাওয়া যায়, এর দ্বারা মশা মারা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : আগুন বা অগ্নিশিখা দ্বারা কোনো ক্ষতিকারক বা কষ্টদায়ক জীবজন্তুকে মারা শরীয়তে নিষিদ্ধ। তবে বিকল্প কোনো পন্থায় মারা সম্ভব না হলে অনুমতি আছে। যেহেতু মশার উপদ্রব থেকে বাঁচার জন্য বিকল্প পন্থায় মারার সুযোগ আছে, তাই প্রশ্নোক্ত ব্যাটের মাধ্যমে মারার অনুমতি নেই। (১৮/১৬৩)

📖 سنن أبي داود (٢٦٧٥) : عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٦١ : وإحراق القمل والعقرب بالنار مكروه -

📖 فتاوی رشیدیہ (زکریا) ص ۵۹۷ : سوال- بھڑوں کا جلانا منع ہے، مگر بعض جگہ کہ جہاں بکثرت آدمی آتے جاتے ہیں اور یہ کاٹتی ہیں اور بغیر جلائے کسی تدبیر سے دور نہ ہوں تو ایسے موقع پر جلانا جائز ہے یا نہیں؟

Scanned by CamScanner

الجواب- اور تدبیر نہ ہو تو جلانا درست ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۶۵ : سوال- جنگل کا ایک جانور بنام سیہ ہے وہ کھیت کو نقصان بہت پہنچاتی ہے اور ان کی تدبیر سوائے زمین کو آگ دینے کے اور نہیں ہو سکتی تو ان کو آگ دیکر مار دیا جاوے یا نہیں؟

الجواب- اگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہو تو پھر غبوری کو آگ دینا جائز ہے اور اگر کسی اور طریق سے ہلاک ہو جاوے یا وہاں سے اور جگہ دفع ہو جاوے جب جلانا جائز نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۷۶ : الجواب- حامدا و مصلیا، اگر ان کی اذیت سے بغیر جلائے حفاظت نہیں ہو سکتی تو مجبورا جلانا بھی درست ہے مگر عموما بغیر جلائے حفاظت کچھ دشوار نہیں ایسی حالت میں جلانا سخت گناہ ہے۔

ইলেকট্রিক ব্যাট দিয়ে মশা মারা

প্রশ্ন : বর্তমানে মশা মারার আধুনিক ইলেকট্রিক ব্যাট বের হয়েছে। সুইচ চালু অবস্থায় তাতে মশা পড়লে তা পুড়ে যায়। আমরা আলেমদের মুখে শুনেছি যে কোনো প্রাণীকে পোড়ানো ঠিক নয়। আমার এলাকায় মশার উপদ্রব বেশি। তাই উক্ত যন্ত্র দ্বারা মশা মারা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : মশার উপদ্রপ বেশি হলে এবং প্রশ্নোক্ত অবস্থায় ইলেকট্রিক ব্যাট ছাড়া অন্য কোনো পন্থায় মশা দমন করা সম্ভব না হলে অথবা বেশি কষ্ট হলে উল্লিখিত যন্ত্র দ্বারা মশা মারা জায়েয হবে। অন্যথায় জায়েয নয়। (১৭/৮৮)

📖 سنن أبي داود (٢٦٧٥) : عن عبد الرحمن بن عبد الله، عن أبيه، قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «من فجع هذه بولدها؟ ردوا ولدها إليها». ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال: «من حرق هذه؟» قلنا: نحن. قال: «إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٦١ : وإحراق القمل والعقرب بالنار مكروه.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۶۵ : سوال- جنگل کا ایک جانور بنام سیہ ہے وہ کھیت کو نقصان بہت پہنچاتی ہے اور ان کی تدبیر سوائے زمین کو آگ دینے کے اور نہیں سو سکتی تو ان کو آگ دیکر مار دیا جاوے یا نہیں؟
الجواب- اگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہو تو پھر غبوری کو آگ دینا جائز ہے اور اگر کسی اور طریق سے ہلاک ہو جاوے یا وہاں سے اور جگہ دفع ہو جاوے جب جلانا جائز نہیں۔

কষ্টদায়ক প্রাণী হত্যা করা

প্রশ্ন : ১. যেসব জন্তু মানুষকে কষ্ট দেয় সে জন্তুকে হত্যা করা শরীয়তের নীরিখে বৈধ কি না?

২. বর্তমান আধুনিক যুগে মশা মারার বৈদ্যুতিক একটি যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আর বিদ্যুৎ হচ্ছে আগুন, আর ওই যন্ত্রের ক্রিয়ায় মশা মরে যায়। প্রশ্ন হলো, উক্ত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা মশাকে হত্যা করা শরীয়তে বৈধ কি না?

উত্তর : মানুষকে কষ্ট দেয়, এমন জন্তু হত্যা করা বৈধ হলেও আগুনে পুড়িয়ে মারা শরীয়তে জায়েয নেই। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বৈদ্যুতিক যন্ত্র দ্বারা যদি মশাকে পুড়িয়ে মারা হয় তা শরীয়তের দৃষ্টিতে অবৈধ বলে বিবেচিত হবে, বিকল্প পদ্ধতি না থাকলে বৈধ হবে। (১৩/১৪৫)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٦١ : قتل النملة تكلموا فيها والمختار أنه إذا ابتدأت بالأذى لا بأس بقتلها وإن لم تبتدئ يكره قتلها واتفقوا على أنه يكره إلقاؤها في الماء -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۲۶۵ : سوال- جنگل کا ایک جانور بنام سیہ ہے وہ کھیت کو نقصان بہت پہنچاتی ہے اور ان کی تدبیر سوائے زمین کو آگ دینے کے اور نہیں سو سکتی تو ان کو آگ دیکر مار دیا جاوے یا نہیں؟
الجواب- اگر وہ کسی اور طریق سے دفع نہ ہو تو پھر غبوری کو آگ دینا جائز ہے اور اگر کسی اور طریق سے ہلاک ہو جاوے یا وہاں سے اور جگہ دفع ہو جاوے جب جلانا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠির ব্যবহার

প্রশ্ন : বয়স বেশি হওয়ার কারণে শারীরিক দুর্বলতা চলে আসে, তাই লাঠি নিতে হয়। এমন বয়স্ক লোকের জন্য লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত কি না? যুবক ব্যক্তির সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠি ব্যবহার করা সুন্নাত কি না? এবং যুবক ব্যক্তি সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠি ব্যবহার করলে তা সুন্নাত হিসেবে গণ্য হবে কি না?

উত্তর : সুন্নাতের নিয়্যাতে লাঠি ব্যবহার করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এতে বয়সের কোনো ভেদাভেদ নেই। (১৮/৭০৮/৭৭৯৬)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٩/ ٣٩٨ (٢٣٩٧٦) : عن عوف بن مالك الأشجعي، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه العصا وفي المسجد أقناء معلقة، فيها قنو فيه حشف، فغمز القنو بالعصا التي في يده، ... الحديث.

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ١١/ ١٨٨- ١٨٩ : وروى عنه ميمون بن مهران قال: إمساك العصا سنة للأنبياء، وعلامة للمؤمن. وقال الحسن البصري: فيها ست خصال، سنة للأنبياء، وزينة الصلحاء، وسلاح على الأعداء، وعون للضعفاء، وغم المنافقين، وزيادة في الطاعات. ... ... قلت: منافع العصا كثيرة، ولها مدخل في مواضع من الشريعة: منها أنها تتخذ قبلة في الصحراء، وقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام عنزة تركز له فيصلي إليها، وكان إذا خرج يوم العيد أم بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها، وذلك ثابت في الصحيح. والحربة والعنزة والنيزك والآلة اسماء لمسمى واحد. وكان له محجن وهو عصا معوجة الطرف يشير به إلى الحجر إذا لم يستطع أن يقبله، ثابت في الصحيح أيضا. وفي الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وكان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام، وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. وفي الصحيحين: أنه عليه الصلاة والسلام كان له مخصرة.

Scanned by CamScanner

والإجماع منعقد على أن الخطيب يخطب متوكئا على سيف أو عصا، فالعصا مأخوذة من أصل كريم، ومعدن شريف، ولا ينكرها إلا جاهل. وقد جمع الله لموسى في عصاه من البراهين العظام، والآيات الجسام، ما آمن به السحرة المعاندون. واتخذها سليمان لخطبته وموعظته وطول صلاته. وكان ابن مسعود صاحب عصا النبي صلى الله عليه وسلم وعنزته، وكان يخطب بالقضيب- وكفى بذلك فضلا على شرف حال العصا- وعلى ذلك الخلفاء وكبراء الخطباء، وعادة العرب العرباء، الفصحاء اللسن البلغاء أخذ المخصرة والعصا والاعتماد عليها عند الكلام، وفي المحافل والخطب.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۶/ ۱۳۷ : سوال- عصا ہاتھ میں رکھنا سنت ہے کیا عصا ہاتھ میں رکھنا عمر کے ساتھ مقید ہے یا ہر کوئی اس کو رکھ سکتا ہے؟
الجواب- حامدا ومصلیا، اگر اداۓ سنت کی نیت ہو تو موافق سنت عصا رکھنے سے ان شاءاللہ بلا قید عمر بھی ثواب ملے گا۔

মৌজা রেটে জমি রেজিস্ট্রি করা

প্রশ্ন : আমি এক কানি জমি ক্রয় করি ২৫ লক্ষ টাকা দিয়ে। এখন সরকারি রেজিস্ট্রি করতে লাগে প্রতি লাখে ১৮ হাজার টাকা করে। এ জন্য যদি আমি মৌজা রেট হিসেবে ১০ লক্ষ টাকা লিখি, তাহলে জায়েয হবে কি না?

উত্তর : এলাকাভিত্তিক সরকারিভাবে যে মৌজা রেট নির্ধারণ করা আছে, জমির মূল্য তার অতিরিক্ত হলে অতিরিক্ত বাদ দিয়ে মৌজা রেট হিসেবে লেখার অনুমতি দেওয়া যায়। সুতরাং সরকারি রেট মতে ১০ লক্ষ টাকা লিখতে আপত্তি নেই। (১৮/৭৪৬/৭৮৩৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٢٧ : الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: ١٥]- الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال: -

Scanned by CamScanner

📖 وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ... وأهل الترضي والقتال ليظفروا .

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٢٧/٦ : (قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح، وليس من الكذب ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة لأن المراد تفهيم المبالغة لا المرات فإن لم يكن جاء إلا مرة واحدة فهو كاذب اهـ ملخصا ويدل لجواز المبالغة الحديث الصحيح «وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه» .

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۹/ ۴۰۳ : جھوٹ بولنا فی نفسہ معصیت ہے کسی حال میں جائز نہیں، البتہ چند مواقع میں فقہاء نے تعریض کی اجازت دی ہے انہیں میں سے دفع ظلم بھی ہے اگر دفع ظلم بغیر کذب کے دشوار ہو تو تعریضاً کذب مباح ہے صراحۃً حرام ہے اور بغیر ایسی ضرورت کے تعریض بھی جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

চাকরির জন্য বয়স কমিয়ে লেখা

প্রশ্ন : বর্তমানে সরকারি চাকরি পাওয়ার বয়সসীমা ৩০ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। অথচ অনেক সময় এ বয়সে লেখাপড়া শেষ করাও সম্ভব হয় না। অথবা শেষ হলেও চাকরির সন্ধান করতে করতে অনেক দিন অতিবাহিত হয়ে যায়। এ জন্য বাধ্য হয়ে ছাত্ররা বয়স একটু কম করে লেখে এবং এ সনদপত্র দ্বারা চাকরি করে। প্রশ্ন হলো, এই সনদপত্র দ্বারা চাকরি করার বিধান কী?

উত্তর : বয়সসীমা নিশ্চিত জানা থাকা সত্ত্বেও শুধু চাকরির উদ্দেশ্যে অবাস্তব বয়স সনদপত্রে প্রকাশ করা মিথ্যার নামান্তর, যা একজন মুসলমানের জন্য সমীচীন নয়। বরং অনেক ক্ষেত্রে তা প্রতারণার রূপ ধারণ করে থাকে। মিথ্যা ও প্রতারণা উভয় গর্হিত ও গোনাহের কাজ বিধায় তা বর্জনীয়। তবে সর্বাবস্থায় উক্ত সনদপত্রের মাধ্যমে চাকরিজীবীর উপার্জিত অর্থ হালাল হবে। (৭/৮৫৩)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۲۸۹ : الجواب- جھوٹ اور جعل سازی کے ذریعہ کوئی عہدہ ومنصب حاصل کرنا یہ تو ظاہر ہے کہ حرام ہے۔ اور جھوٹ دغابازی اور فریب دہی پر جتنی وعیدیں آئی ہے یہ شخص ان کا مستحق ہے مثلا جھوٹوں پر اللہ تعالی کی لعنت ہے ارشاد نبوی ہے کہ دھوکہ کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے اس لئے جعل سازی خواہ چھوٹی کی ہو یا بڑی ایسے شخص کے بدکار گناہگار ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، اللہ تعالی سے توبہ کرنی چاہئے، باقی رہا یہ مسئلہ کہ ایسے شخص کی کمائی بھی حلال ہے یا نہیں؟ اس کیلئے ایک اصول یادرکھنا چاہئے کہ اگر یہ شخص اس منصب کی اہلیت وصلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی صحیح کرتا ہے تو اس کی تنخواہ حلال ہے اور اگر منصب کا سرے سے اہل نہیں یا کام ٹھیک سے انجام نہیں دیتا تو اس کی تنخواہ حرام ہے اس اصول کو وہ صاحب ہی نہیں بلکہ تمام سرکاری وغیر سرکاری آفسراں وملازمین پیش نظر رکھیں، میرے مشاہدہ ومطالعہ کی حد تک ہمارے افسران وملازمین میں سے پچاس فیصد حضرات ایسے ہیں جو یا تو اس منصب کے اہل ہی نہیں محض سفارش یا رشوت کے زور سے اس منصب پر آئے ہیں یا اگر اہل ہیں اپنی ڈیوٹی صحیح طور پر نہیں بجالاتے — ایسے لوگوں کی تنخواہ حلال نہیں وہ خود بھی حرام کھاتے ہیں اور گھروالوں کو بھی حرام کھلاتے ہیں۔

Scanned by CamScanner

বয়স কমিয়ে লেখা ও অসৎ আয়ে জীবিকা নির্বাহকালীন ইবাদত

প্রশ্ন : ১. ছেলে-মেয়েদের স্কুল-কলেজ বা মাদরাসায় ভর্তি করানোর সময় তার সঠিক জন্ম তারিখের পরিবর্তে দিন ও মাস ঠিক রেখে ৫-৬ বছর কমিয়ে দেয়। ইসলাম ধর্মের বিধান অনুযায়ী এটা কেমন?

২. সৎ ও অসৎ উপায়ে অর্জিত সম্পদের আয়-ব্যয় দিয়ে পরবর্তী জীবনের সংসার পরিচালনা করে প্রচুর ধর্মকর্ম করলে এসব ইবাদত আল্লাহ পাকের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

উত্তর : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো বাধ্যবাধকতা ছাড়া সত্য কথা গোপন করা অথবা অবাস্তবকে বাস্তবতার রূপ দিয়ে মানুষের সামনে পেশ করা গোনাহ। সুতরাং জেনেশুনে বয়স কমিয়ে ঘোষণা দেওয়া গোনাহ হবে। (৪/৪৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٢٧ : الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: ١٠]- الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال: -
وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ... وأهل الترضي والقتال ليظفروا .

📖 مسائل معارف القرآن ص ٤٩ : حق بات کو چھپانا یا اس میں خلط ملط کرنا حرام ہے آیات کریمہ، ولا تلبسوا الحق بالباطل الخ، سے ثابت ہوا کہ حق بات کو غلط باتوں کے ساتھ گڈمڈ کرکے اس طرح پیش کرنا جس سے مخاطب مغالطہ میں پڑ جائے جائز نہیں اسی طرح کسی خوف یا طمع کی وجہ سے حق بات کا چھپانا بھی حرام ہے۔

২. অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশ হচ্ছে, এ অর্থসমূহের মালিক বা তার ওয়ারিশগণ জানা থাকলে তাদের দিয়ে দেওয়া। অন্যথায় সাওয়াবের নিয়্যাত না করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া। হাদীস শরীফে হারাম মাল ভক্ষণকারীর দু'আ কবুল না হওয়ার কথা উল্লেখ থাকলেও ইবাদত-বন্দেগী আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়াটা নিশ্চিত নয়। বিধায় ধর্ম, কর্ম ইবাদত ছেড়ে দেবে না। তবে হারাম থেকে বাঁচার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাবে।

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٩٩ : والحاصل أنه إن علم أرباب الأموال وجب رده عليهم، وإلا فإن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه، وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم

Scanned by CamScanner

أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه ففي الذخيرة: سئل الفقيه أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمراء السلطان ومن الغرامات المحرمات وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه؟ قال أحب إلي في دينه أن لا يأكل ويسعه حكما إن لم يكن ذلك الطعام غصبا أو رشوة وفي الخانية: امرأة زوجها في أرض الجور، وإن أكلت من طعامه ولم يكن عين ذلك الطعام غصبا فهي في سعة من أكله وكذا لو اشترى طعاما أو كسوة من مال أصله ليس بطيب فهي في سعة من تناوله والإثم على الزوج. اهـ (قوله وسنحققه ثمة) أي في كتاب الحظر والإباحة. قال هناك بعد ذكره ما هنا لكن في المجتبى: مات وكسبه حرام فالميراث حلال، ثم رمز وقال: لا نأخذ بهذه الرواية، وهو حرام مطلقا على الورثة فتنبه. اهـ ح، ومفاده الحرمة وإن لم يعلم أربابه وينبغي تقييده بما إذا كان عين الحرام ليوافق ما نقلناه، إذ لو اختلط بحيث لا يتميز يملكه ملكا خبيثا، لكن لا يحل له التصرف فيه ما لم يؤد بدله -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٩٠ (١٠١٥) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: {يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، إني بما تعملون عليم} [المؤمنون: ٥١] وقال: {يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم} [البقرة: ١٧٢] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، يا رب، يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ "-

চার্টার্ড অ্যাকাউন্টসে লেখাপড়া ও সিএ ফার্মের ব্যবসা

প্রশ্ন : আমি জেনারেল লাইনে ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে পড়ছি। আমি জানতে চাচ্ছি, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে পড়াশোনা জায়েয কি না? এবং সিএ ফার্মের ব্যবসা জায়েয কি না? বা পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে কোনো জায়গায় চাকরি করা যাবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : যেসব শিক্ষা শরীয়ত পরিপন্থী নয়, বরং বৈধ কাজে সহায়ক–এ ধরনের যেকোনো বিষয়ে জ্ঞানার্জন করাকে শরীয়ত নিষেধ করে না বিধায় সিএ বা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্সি বিষয়ে লেখাপড়াও নিষেধ নয়। তবে তা বাস্তবায়ন করতে গিয়ে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে হলে তা বৈধ হবে না। শরীয়তের বিধিবিধানকে যথাযথ পালন করে অ্যাকাউন্টেন্সির কাজ করা এবং তার মাধ্যমে উপার্জন করা হালাল রিজিক অন্বেষণের পর্যায়ভুক্ত। তদ্রূপ সিএ ফার্মের ব্যবসা বৈধ পন্থায় করা হলে বৈধ হবে। অন্যথায় সুদের মতো মারাত্মক পাপের সহায়ক হলে অবৈধ হবে। (১৮/৮০৬/৭৮৭২)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤٣/١ : وذكر في الإحياء أنها ليست علما برأسها بل هي أربعة أجزاء:

أحدها: الهندسة والحساب، وهما مباحان، ولا يمنع منهما إلا من يخاف عليه أن يتجاوزهما إلى علوم مذمومة.

والثاني: المنطق، وهو بحث عن وجه الدليل وشروطه ووجه الحد وشروطه، وهما داخلان في علم الكلام.

والثالث: الإلهيات، وهو بحث عن ذات الله تعالى وصفاته، انفردوا فيه بمذاهب بعضها كفر وبعضها بدعة.

والرابع: الطبيعيات، وبعضها مخالف للشرع، وبعضها بحث عن صفات الأجسام وخواصها وكيفية استحالتها وتغيرها، وهو شبيه بنظر الأطباء، إلا أن الطبيب ينظر في بدن الإنسان على الخصوص من حيث يمرض ويصح، وهم ينظرون في جميع الأجسام من حيث تتغير وتتحرك، ولكن للطب فضل عليه لأنه محتاج إليه. وأما علومهم في الطبيعيات فلا حاجة إليها اهـ

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٤٣٩ : قيل: فيه دليل على جواز تعلم ما هو حرام في شرعنا للتوقي والحذر عن الوقوع في الشر، كذا ذكره الطيبي في ذيل كلام المظهر، وهو غير ظاهر، إذ لا يعرف في الشرع تحريم تعلم لغة من اللغات سريانية، أو عبرانية، أو هندية، أو تركية، أو فارسية، وقد قال تعالى: {ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم} [الروم : ٢٢]، أي: لغاتكم، بل هو من جملة المباحات، نعم يعد من اللغو، ومما لا يعني، وهو مذموم عند أرباب الكمال، إلا إذا ترتب عليه فائدة، فحينئذ يستحب كما يستفاد من الحديث.

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۷ /۲۵۵ : حساب کتاب وغیرہ کی تعلیم مسلمانوں اور کافروں کے بچوں کو دینا ناجائز نہیں، مگر اس کام کے لئے وہ روپیہ خرچ نہیں کیا جاسکتا جو خاص دینی تعلیم یا خاص مسلمانوں کے بچوں کی تعلیم کے لئے دیا گیا ہو۔

📖 امداد الاحکام (مکتبہ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۵۶ : سوال-ملازمت رجسٹری جس میں بیع نامہ ورہن نامہ وسودی تمسک وغیرہ کی رجسٹری کرنا ہوتی ہے جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- رجسٹری کی حقیقت توثیق عقد ہے تو اس کا جواز وعدم جواز عقد کے تابع ہے اگر عقد جائز ہے تو اس کی رجسٹری بھی جائز ہے اگر عقد ناجائز ہے تو اس کی رجسٹری بھی ناجائز ہے پس صورت مذکورہ سوال میں سودی تمسک کی رجسٹری کرنا حرام ہے اور اگر ملازمت میں ایسا کرنا ناگزیر ہو تو ملازمت بھی ناجائز ہے اور اگر اس سے بچنا ممکن ہو مثلا دوسرے رجسٹرار یا سب رجسٹرار کا حوالہ دے سکے کہ سودی تمسک کی رجسٹری وہاں لے جاؤ ہم نہ کریں گے تو ملازمت جائز ہے۔

কদমবুচিকে সুন্নাত মনে করা

প্রশ্ন : নামধারী একজন আলেম বলে, কদমবুচি করা জায়েয বরং সুন্নাত। যারা এটাকে হারাম বলে তারা কাফের। তার দাবির পক্ষে বিভিন্ন কিতাবের উদ্ধৃতি দিয়ে বিজ্ঞাপন ছাপিয়ে দিয়েছে। কথা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : আলেমে দ্বীন, পীর, বুজুর্গ পিতা-মাতার সম্মানার্থে কদমবুচি করা কিছুসংখ্যক হাদীস ও ফিকাহবিদের ভাষ্য অনুযায়ী জায়েয বোঝা গেলেও বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম বর্তমান মানুষের অজ্ঞতার কারণে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের আশঙ্কায় কদমবুচি নিষেধ বলে ফাতওয়া দিয়েছেন তবে কেউ এটাকে শিরক বা কুফুরী বলেননি। সুতরাং কদমবুচি নিষেধকারীদের কাফের ফাতওয়া দেওয়া অবান্তর ও ভিত্তিহীন। (৮/৯৮৭)

📖 حاشية الطحطاوى على المراقى (قديمى كتبخانه) ص ٣١٩ : وفي غاية البيان عن الواقعات تقبيل يد العالم أو السلطان العادل جائز وورد في أحاديث ذكرها البدر العيني ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل يده ورجله وكان صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن وفاطمة وقبل صلى الله عليه وسلم عثمان بن مظعون بعد موته وكذلك قبل الصديق رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمه جعفرا بين عينيه ثم قال البدر العيني فعلم من مجموع ما

Scanned by CamScanner

ذكرنا إباحة تقبيل اليد والرجل والكشح والرأس والجبهة والشفتين وبين العينين ولكن كل ذلك إذا كان على وجه المبرة والإكرام-

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۵/ ۳۴۲ : پس صحیح جواز تقبیل قدم فی نفسہ ہے اور فقہا کے منع کو عارض مفسدہ پر محمول کیا جائیگا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۶۰ : جو مستحق تعظیم وتوقیر ہے اس کی ایسی تعظیم وتوقیر بجالانا جو خدا کے ساتھ مخصوص نہیں جائز ہے، یہ شرک نہیں کسی بزرگ پیر مرشد کے ہاتھ چومنا جائز ہے پیر اس طرح نہ چومے جس سے سجدہ کی صورت ہو جائے۔

নর-নারী পরস্পরকে কদমবুচি করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মহিলা মহিলাদেরকে, পুরুষ পুরুষদেরকে এবং পুরুষ মহিলাদেরকে আবার মহিলা পুরুষদেরকে কদমবুচি করে। এ ধরনের কদমবুচি জায়েয আছে কি না? জায়েয হলে তার সঠিক পদ্ধতি কী?

উত্তর : প্রচলিত নিয়মের কদমবুচি ইসলামে সমর্থিত নয়। ইসলাম সাক্ষাতের সময় সালাম-মুসাফাহা প্রবর্তন করেছে। এ ব্যাপারে মহিলা-পুরুষের বিধান এক ও অভিন্ন। (১১/১৯৫/৩৪৮১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٨٣ : (طلب من عالم أو زاهد أن) يدفع إليه قدمه و(يمكنه من قدمه ليقبله أجابه وقيل لا) يرخص فيه كما يكره تقبيل المرأة فم أخرى أو خدها عند اللقاء أو الوداع كما في القنية مقدما للقيل قال (و) كذا ما يفعله الجهال من (تقبيل يد نفسه إذا لقي غيره) فهو (مكروه) فلا رخصة فيه وأما تقبيل يد صاحبه عند اللقاء فمكروه بالإجماع (وكذا) ما يفعلونه من (تقبيل الأرض بين يدي العلماء) والعظماء فحرام والفاعل والراضي به آثمان لأنه يشبه عبادة الوثن وهل يكفران: على وجه العبادة والتعظيم كفر وإن على وجه التحية لا وصار آثما مرتكبا للكبيرة-

📖 الفتاوى الخانية مع الهندية (زكريا) ٣/ ٤٠٨ : ويكره أن يقبل الرجل فم الرجل أو يده أو شيئا منه أو يعانقه وذكر الطحاوي أن

Scanned by CamScanner

هذا قول أبي حنيفة ومحمد، وقال أبو يوسف لا بأس بالتقبيل والمعانقة فى إزار واحد فان كانت المعانقة من فوق قميص او جبة او كانت القبلة على وجه المسرة دون الشهوة جاز عند الكل.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/۳۵۳ : الجواب-حامداً ومصلیاً، تعظیم کے لئے ماں کے پیروں کو چھونا قرآن پاک کی کسی آیت اور حدیث شریف کی کسی روایت میں نہیں دیکھا، یہ اسلامی تعظیم نہیں، بلکہ غیروں کا طریقہ ہے، جس سے بچنا چاہئے۔

অমুসলিমের মৃত্যুতে কি দু'আ পড়া যায়

প্রশ্ন : আমরা জানি, কোনো মুসলমান মারা গেলে إنا لله وإنا إليه راجعون পড়তে হয়। কিন্তু বিধর্মী কোনো ব্যক্তি মারা গেলে বা অন্য কোনো প্রাণী মারা গেলে কোনো দু'আ পড়তে হয় কি না?

উত্তর : বিধর্মী বা যেকোনো প্রাণীর মৃত্যু দেখেও নিজের মৃত্যুর স্মরণে إنا لله وانا إليه راجعون পড়া যায়। (১৮/৮৪৩/৭৮০৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۲۰/ ۴۱۴ : سوال-غیر مسلم کی میت کی خبر سنکر یا میت دیکھ کر کوئی مسلمان انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنا درست ہے یا نہیں؟ یا اور کوئی کلمہ پڑھنا پڑھنا چاہئے؟

الجواب-حامداومصلیا، کسی بھی میت کی خبر ملی یا کوئی بھی میت سامنے ملے مسلم ہو یا غیر مسلم اس کو دیکھ کر اپنی موت کو یاد کرنا چاہئے جس کے بہتر الفاظ یہ ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون۔

ঋতুস্রাবকালীন স্ত্রীকে দিয়ে বীর্যপাত ঘটানো

প্রশ্ন : বিদেশ থেকে স্বামী দেশে এসে স্ত্রীকে ঋতুস্রাব অবস্থায় পায়। এ অবস্থায় সে সহবাসে অপারগ হয়ে স্ত্রীর হাত দ্বারা বা অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বীর্যপাত করাতে পারবে কি না?

উত্তর : ছুটিতে কিংবা সফর থেকে বাড়িতে আসার পর যদি স্ত্রীকে মাসিক অবস্থায় পায় আর স্বামীরও সহবাসের চাহিদা হয়, তাহলে স্ত্রীর হাত দ্বারা বীর্যপাত করানোর অবকাশ

Scanned by CamScanner

আছে। অন্যথায় মাকরূহ তথা অনুচিত হবে। স্ত্রীর ঋতুস্রাব অবস্থায় নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত বস্ত্রহীন অবস্থায় উপকৃত হওয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কাপড়ের ওপর থেকে বা নিষিদ্ধ সীমার বাইরের অঙ্গ থেকে উপকৃত হওয়া যাবে। (১৮/৯৭৪/৮৯৫৪)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ١/ ٢٩٢ : (وقربان ما تحت إزار) يعني ما بين سرة وركبة ولو بلا شهوة، وحل ما عداه مطلقا۔

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٩٢ : (قوله وقربان ما تحت إزار) من إضافة المصدر إلى مفعوله، والتقدير: ويمنع الحيض قربان زوجها ما تحت إزارها كما في البحر (قوله يعني ما بين سرة وركبة) فيجوز الاستمتاع بالسرة وما فوقها والركبة وما تحتها ولو بلا حائل، وكذا بما بينهما بحائل بغير الوطء ولو تلطخ دما۔

📖 فيه أيضا ٢٩٣/١ : فكذا هي لها أن تلمس بجميع بدنها إلا ما تحت الإزار جميع بدنه حتى ذكره، وإلا فلو كان لمسها لذكره حراما لحرم عليها تمكينه من لمسه بذكره لما عدا ما تحت الإزار منها -

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴ /۳۳۹ : بیوی حیض ونفاس یا دیگر احراض کی وجہ سے جماع کے قابل نہ ہو اور خاوند کو جماع کی ضرورت ہو تو وہ کیا وہ بیوی کے ہاتھ سے استمناء کرا سکتا ہے یا نہیں؟
الجواب- مذکورہ اعذار کی وجہ سے اپنی بیوی سے استمناء بالید کرانا جائز ہے ورنہ مکروہ تنزیہی ہے۔

দাইয়ুছের সংজ্ঞা ও তার হুকুম

প্রশ্ন : (ক) ইসলামের পরিভাষায় দাইয়ুছ কাকে বলে? তার সম্পর্কে কোরআন-হাদীস ও ইসলামী ফিকাহবিদদের উক্তি কী?
(খ) ইসলামী শরীয়তে ও ইসলামী সমাজে ও ইসলামী ব্যক্তিগত জীবনে তার মূল্যায়ন কোন পর্যায়ে?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় দাইয়ুছ বলা হয় ওই ব্যক্তিকে, যে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজ পরিবার তথা স্ত্রী-কন্যা বা নিকটতম আত্মীয়স্বজনদের ব্যভিচার, অশ্লীলতা ও পর্দাহীনতা থেকে বাধা দেয় না। বরং অনেক সময় এ ধরনের কর্মকাণ্ডে সহযোগিতাও করে।

Scanned by CamScanner

এ ধরনের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হাদীসের উক্তি হলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাদের প্রতি রহমতের নজরে তাকাবেন না। অন্য হাদীসের ভাষায়, আল্লাহ পাক তাদের জন্য জান্নাত হারাম করেছেন।

খ) সে যদি তা পরিহার করে এর থেকে তাওবা না করে বরং এর ওপর অটল থাকে তাহলে তাকে বয়কট করা যেতে পারে। বরং তার সাথে সামাজিক লেনদেন, একত্রে খাওয়াদাওয়া না করা ও ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক ছিন্ন করার দ্বারা যদি তার এরূপ জঘন্য কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকার আশা করা যায় সে ক্ষেত্রে তাকে বয়কট করাই উত্তম। আর সামাজিক জীবনে এ ধরনের ব্যক্তির (আলেম হলে) ইমামতি মাকরূহে তাহরীমি তথা নাজায়েয এবং ব্যক্তিজীবনে সে যদি এর থেকে তাওবা না করে তাহলে তার দেওয়া সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। (১৫/৪১/৫৮৩৪)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٣٦ (٢٥٦١) : ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنان بما أعطى "-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٧١ : (قوله ويبالغ في تعزيره) أي فيما إذا عرف بالدياثة، وقوله أو يلاعن أي فيما إذا أقر بها، ففيه لف ونشر مشوش كما تفيده عبارة المنح عن جواهر الفتاوى؛ لأنه إذا لاعن لا يحتاج إلى التعزير وإذا أكذب نفسه يلزمه الحد كما في الجواهر أيضا.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٨٩ : (قوله أو يرتكب ما يوجب الحد) للفسق ولو قال أو يرتكب كبيرة لكان أولى واختلف العلماء في الكبيرة والصغيرة على أقوال بيناها في شرح المنار في قسم السنة وفي الخلاصة بعد أن نقل القول بأن الكبيرة ما فيه حد بنص الكتاب قال وأصحابنا لم يأخذوا بذلك وإنما بنوا على ثلاثة معان: أحدهما ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة، والثاني أن يكون فيه منابذة المروءة والكرم فكل فعل يرفض المروءة والكرم فهو كبيرة، والثالث أن يكون مصرا على المعاصي والفجور اهـ .

📖 فتاوی دار العلوم (مکتبۂ دار العلوم) ١٢/ ٢٦١ : الجواب-ایسا شخص شرعا دیوث کہلاتا ہے جو مستحق تعزیر ہے۔

Scanned by CamScanner

টাকার বিনিময়ে অন্যকে গ্যাসের চুলা ব্যবহার করতে দেওয়া

প্রশ্ন : বর্তমানে বাসাবাড়িতে যে গ্যাসের লাইন নেওয়া হয় তা এ শর্তে যে সম্পূর্ণ মাস গ্যাসের ব্যবহার করবে, মাস শেষে বিল বাবদ ৪০০ টাকা আদায় করতে হবে। সেখানে কোনো মিটার সিস্টেম নেই। এখন কোনো পরিবার যদি পাশের অন্য কোনো পরিবারকে তার গ্যাসলাইনে সংযুক্ত চুলা ব্যবহার করার অনুমতি দেয় এবং তার বিনিময় গ্রহণ করে তবে এ বিনিময় তার জন্য কি বৈধ হবে?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কারো জিনিস তার অনুমতি ব্যতীত নিজে ব্যবহার করা বা অন্যকে ব্যবহার করতে দিয়ে তার বিনিময় নেওয়া বৈধ নয়। আর যেহেতু সরকার গ্যাস গ্রাহককে নির্দিষ্ট চুলা বাবদ বিল নিয়ে চুলা ব্যবহার করার অনুমতি দিয়ে থাকে, তাই গ্রাহকের জন্য সরকারের অনুমতিবিহীন অন্য কোনো পরিবারকে তার গ্যাসলাইনে সংযুক্ত চুলা ব্যবহার করার অনুমতি দেওয়া ও তা থেকে বিনিময় গ্রহণ করা বৈধ নয়। (১৫/১৩১/৫৯৫৪)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٣٩/ ١٨ (٢٣٦٠٥) : عن أبي حميد الساعدي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه " وذلك لشدة ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم من مال المسلم على المسلم.

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ١١٠ : ٢٧٠ - قاعدة لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بغير أذنه (مج).

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٦٤ : لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع.

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٨/ ٢١٨ : الجواب- یہ بیع نہیں بلکہ بجلی پہنچانے کا اجارہ ہے اور میٹر بھی اجارہ پر ہے اور مستاجر پر دوسرے کو نہ دینے کی پابندی میں اگر کوئی فائدہ ہو تو ایسی پابندی لگانا جائز ہے بظاہر محکمہ کی نظر میں اس پابندی میں یقیناً کوئی فائدہ ملحوظ ہو گا لہذا دوسرے کو دینا جائز نہیں۔

অমুসলিম মিশনারি সদস্য হওয়া এবং চাকরি ও সহযোগিতা করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশে যে সকল এনজিও ও খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থা ইসলামবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এবং প্রতিটি গ্রামপর্যায়ে মুসলমানদের ধর্মান্তরিত করাসহ আলেম-উলামা ও ইসলাম সম্পর্কে বিষোদগার ছড়াচ্ছে এবং তাদের মেধাশক্তি ও অর্থ বিনিয়োগ করে

Scanned by CamScanner

চলেছে। যেমন–প্রশিকা, ব্র্যাক, আশা, মেরি স্টোপস ক্লিনিক ইত্যাদিতে চাকরি করা, সদস্য হওয়া, সেবা গ্রহণ করা অথবা কোনো প্রকারে সহযোগিতা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না? যদি বৈধ না হয় তাহলে এ ব্যাপারে উলামায়ে কেরামের করণীয় কী?

উত্তর : কোরআন ও হাদীসের দৃষ্টিতে ইসলাম ও মুসলমানের শত্রুদের যেকোনো প্রকারের সাহায্য করা থেকে বিরত থাকা এবং তাদের এসব ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব।

সুতরাং ইসলাম ও মুসলমানবিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত এনজিও, খ্রিস্টান মিশনারি সংস্থার প্রতিষ্ঠান যেমন–প্রশিকা, ব্র্যাক, আশা, মেরি স্টোপস ক্লিনিক ইত্যাদিতে চাকরি করা, সদস্য হওয়া, সেবা গ্রহণ করা অথবা কোনো প্রকারের সহযোগিতা করা তাদের এক প্রকারের সাহায্য-সহযোগিতা করারই নামান্তর। তাই এ ধরনের সহযোগিতা থেকে প্রত্যেক মুসলিম উম্মাহকে বেঁচে থাকা আবশ্যক। (১৫/৩২৫/৬০৪৪)

📖 تفسير روح المعانى (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٣٠ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي، ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام.

وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه، والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم،

📖 تفسير روح البيان (دار الفكر) ٢/ ٣٣٨ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اى لا يعن بعضكم بعضا على شىء من المعاصي والظلم للتشفى والانتقام وليس للناس ان يعين بعضهم بعضا على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوى.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٩/ ٣٣٧ : دشمنان خدا اور رسول اور دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمین سے ترک موالات کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں صاف و صریح احکام اور ناقابل تاویل منصوص وتصریحات موجود ہیں دوپہر کے وقت وجود آفتاب سے انکار ممکن، لیکن قرآن وحدیث جاننے والے کو فریضہ ترک موالات سے انکار کرنا ممکن نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 قرآن پاک میں نہ صرف ایک دو جگہ بلکہ متعدد مواقع میں اس مہتم باشان فرض کا ذکر فرمایا گیا اور اس کے اوپر عمل نہ کرنے والوں کو عذاب اور غضب کبریائی سے ڈرایا گیا ہے ایک جگہ ارشاد ہے لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ یعنی اے پیغمبر تم اس جماعت کو جو خدا تعالی کی مقدس بہشت اور روز جزا پر ایمان ویقین رکھتی ہو دشمنان خدا اور سول سے موالات یعنی دوستی اور نصرت کے تعلقات رکھتے ہوئے نہ پاؤگے دوسری جگہ فرمایا۔ یاایھاالذین آمنوالاتتخذواعدوی وعدوکم اولیاء۔ یعنی اے ایمان والو ہمارے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔

এনজিও সংস্থায় চাকরি করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশের প্রচলিত এনজিও সংস্থায় চাকরি নেওয়া এবং তাদের সহযোগিতা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : আমাদের দেশে প্রচলিত এনজিও সংস্থা যেগুলো ইহুদি, খ্রিস্টান, বিধর্মী কাফের-মুশরিক কর্তৃক সহযোগিতাপ্রাপ্ত এবং ইসলাম ও মুসলিমবিরোধী ও ঈমানবিধ্বংসী বিভিন্ন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এরূপ সংস্থায় চাকরি করা এবং তাদের সহযোগিতা করা ঈমান ইসলাম ও মুসলিম বিরোধিতারই নামান্তর বিধায় এ ধরনের এনজিও সংস্থার চাকরি নেওয়া জায়েয নেই। অন্য কোনো হালাল উপার্জনের মাধ্যম সন্ধান করা জরুরি। (৭/৩৬৪)

📖 تفسير روح المعانى (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٣٠ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي، ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام.
وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه، والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم-

📖 تفسير روح البيان (دار الفكر) ٢/ ٣٣٨ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ اى لا يعن بعضكم بعضا على شىء من المعاصي والظلم للتشفى والانتقام وليس للناس ان يعين بعضهم بعضا على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر

Scanned by CamScanner

عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/٢٦٨؟ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر.

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۹/ ۴۴۷ : دشمنان خدا اور رسول اور دشمنان اسلام اور دشمنان مسلمین سے ترک موالات کرنا ایک مذہبی فریضہ ہے جس کے متعلق قرآن مجید میں صاف و صریح احکام اور ناقابل تاویل منصوص و تصریحات موجود ہیں دوپہر کے وقت وجود آفتاب سے انکار ممکن، لیکن قرآن وحدیث جاننے والے کو فریضہ ترک موالات سے انکار کرنا ممکن نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱ /۳۲۰ : جو کام ناجائز ہے اس کام کی نوکری بھی ناجائز ہے دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرے اور اس نوکری کو چھوڑ دے۔

শুভ হালখাতার অনুষ্ঠান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলন আছে, অনেক ব্যবসায়ীর দোকানে অনেক টাকা বাকি পড়ে যায় এবং বাকি টাকা উসুল কারার জন্য প্রতিবছর একেকটি অনুষ্ঠান করা হয়। যাদের কাছে টাকা বাকি থাকে তাদের দাওয়াত দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন ধরনের মিষ্টি খাওয়ানো হয়। এতে গ্রাহকরাও পাওনা টাকা দিয়ে যায়। ওই অনুষ্ঠানের নাম দেওয়া হয় শুভ হালখাতা। প্রশ্ন হলো, এরূপ হালখাতা নাম দিয়ে পাওনা টাকা উসুল করা এবং অনুষ্ঠানে শরীক হওয়া বা দাওয়াত কবুল করা শরীয়াতের দৃষ্টিতে অনুমতি আছে কি না?

উত্তর : শুভ হালখাতা বাস্তব নিরিখে পাওনাদারের নিজ পাওনা আদায় করার একটি কৌশলমাত্র। এ অনুষ্ঠান প্রচলন হয়ে ধীরে ধীরে তার মধ্যে বিশেষ দিন ও তারিখে এ অনুষ্ঠান করাকে শুভ আর না করাকে অশুভ বলে ধারণা পোষণ করার বিষয় যোগ হয়ে গেছে, যা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় কোনো ব্যবসায়ী বছরের নির্ধারিত কোনো মাস বা তারিখে নির্ধারিত সময়ে শুভ বা অশুভর আকীদা পোষণ না করে শুধুমাত্র পাওনা আদায় করার জন্য এ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে তার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১০/৪৪৭/৩১৫৭)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٦١٥ (٣٧٣٨) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦/ ٣٦٤ : ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته لا كسوته الثوب وهدية الدرهم وما دون الدرهم لا بأس به .

📖 فتاوی محمودیہ(زکریا) ۱۲/ ۱۹۰ :الجواب- البدعات والرسوم الغير الثابت التي يلتزمونها مثل العبادات باطلة يجب ردها وقلعها سواء كانت متعلق بالعبادات أم بالمعاملات والمعاشرات وغيرها.

প্রাইভেট লাইসেন্স করা গাড়ি ভাড়া দেওয়া

প্রশ্ন : আমি একটি মাইক্রোবাস কিনেছি বেশির ভাগ সময় ভাড়া এবং মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করার জন্য। ভাড়ার জন্য মাইক্রোবাস ব্যবহার করলে বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটির কাছ থেকে আলাদা কাগজ করা লাগে। আমার মাইক্রোবাসের লাইসেন্স ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রাইভেট হিসেবে করা। আমার এ ব্যবসা করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : সরকারি বিধিবিধান শরীয়তবিরোধী না হলে তা মান্য করে চলা সকল নাগরিকের ওপর জরুরি। ইসলাম মিথ্যা কথা বলা এবং নিজেকে মানহানিকর পরিস্থিতির শিকার করার অনুমতি দেয় না বিধায় এমন কার্যকলাপ থেকে বেঁচে থাকা জরুরি। (১৯/৩৮৮/৮১৮১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/٤٢٢ : (قوله: أمر السلطان إنما ينفذ) أي يتبع ولا تجوز مخالفته وسيأتي قبيل الشهادات عند قوله أمرك قاض بقطع أو رجم إلخ التعليل بوجوب طاعة ولي الأمر وفي ط عن الحموي أن صاحب البحر ذكر ناقلا عن أئمتنا أن طاعة الإمام في غير معصية واجبة فلو أمر بصوم وجب.

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/٤٧ : (قوله؛ لأن الغش حرام) ذكر في البحر أو الباب بعد ذلك عن البزازية عن الفتاوى: إذا باع سلعة معيبة، عليه البيان وإن لم يبين قال بعض مشايخنا يفسق وترد شهادته -

📖 فقه البيوع (مكتبة معارف القرآن) ١/ ٢٨١ : ولكن كل ذلك إنما يتأتى إذا كان القانون يسمح بنقل هذه الرخصة إلى رجل آخر- أما إذا كانت الرخصة باسم رجل مخصوص، أو شركة مخصوصة، ولا

Scanned by CamScanner

يسمح القانون بنقلها إلى رجل آخر أو شركة أخرى، فلا شبهة في
عدم جواز بيعها؛ لأن بيعه حينئذ يؤدى إلى الكذب والخديعة۔

জনসন গ্রুপের প্রসাধনী ব্যবহার করা

প্রশ্ন : জনসনের বিভিন্ন জিনিস যেমন–ক্রিম, সাবান, বডি লোশন, শ্যাম্পু এবং লিপস্টিক এগুলো শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি। সুতরাং এই সমস্ত জিনিস ব্যবহার করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : কাফেরদের উৎপাদিত খাদ্য বা ব্যবহার্য বস্তু খাওয়া ও ব্যবহার জায়েয যতক্ষণ না বিজ্ঞ মুফতিয়ানে কেরাম কোনো নির্দিষ্ট বস্তুর যাচাই-বাছাইয়ের পর ব্যবহার নাজায়েয বলে ঘোষণা দেন। (১৯/৪১৫/৮১৮৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٩٢/٦ : (قوله وجاز إجارة بيت إلخ) هذا عنده أيضا لأن الإجارة على منفعة البيت، ولهذا يجب الأجر بمجرد التسليم، ولا معصية فيه وإنما المعصية بفعل المستأجر وهو مختار فينقطع نسبيته عنه، فصار كبيع الجارية ممن لا يستبرئها أو يأتيها من دبر۔

📖 الأشباه والنظائر (دار الكتب العلمية) ١/ ٥١ : قاعدة: هل الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على عدم الإباحة۔

📖 فتاوى محموديه ١٥/ ٣٧٤ : جب تک اس میں کسی ناپاک حرام چیز کی آمیزش کا ہونا معلوم نہ ہوسکے ناجائز نہیں کہا جائیگا۔

কোরআন শরীফ লোড করা মোবাইল ফোন নিয়ে চলাফেরা ও নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া

প্রশ্ন : কোনো মোবাইলে আলাদা একটি সফটওয়্যারে পূর্ণ কোরআন শরীফ রয়েছে বা কোনো মোবাইলে কোরআন শরীফ সূরা ডাউনলোড করে বাসে বা পথেঘাটে তিলাওয়াত করার জন্য এবং এই মোবাইল আলাদা কভারসহ ব্যবহার করা হয়। এ মোবাইল নিয়ে চলাফেরা করা ও নিষিদ্ধ স্থানে যাওয়া যাবে কি না?

উত্তর : উল্লিখিত পদ্ধতিতে মোবাইলে কোরআন শরীফ ডাউনলোন করা যাবে এবং প্রয়োজনের সময় সেখান থেকে দেখে দেখে তিলাওয়াতও করা যাবে। তবে

Scanned by CamScanner

আয়াতগুলো স্ক্রিনে দৃশ্যমান থাকা অবস্থায় বাথরুমে নিয়ে যাওয়া বা ওজু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না। তবে আলাদা কভার ব্যবহার করা হলে ওজু ছাড়াও স্পর্শ করা যাবে। (১৭/২/৬৮৯৭)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٢٩٣ : (قوله ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب، بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم: يجوز، وهذا أقرب إلى القياس، والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: أي والصحيح المنع كما نذكره ومثل القرآن سائر الكتب السماوية كما قدمناه عن القهستاني وغيره وفي التفسير والكتب الشرعية خلاف مر (قوله إلا بغلافه المنفصل) أي كالجراب والخريطة دون المتصل كالجلد المشرز هو الصحيح وعليه الفتوى؛ لأن الجلد تبع له سراج، وقدمنا أن الخريطة الكيس.

📖 فيه أيضا ٦/ ٣٦١ : (قوله أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى قهستاني.

রিংটোন হিসেবে কোরআনের তিলাওয়াত

প্রশ্ন : মোবাইলের রিংটোনে কোরআনের আয়াত বা সূরা সেট করা হারাম? বাস্তব হুকুম কী?

উত্তর : রিংটোন হিসেবে কোরআনের আয়াত ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। (১৭/২/৬৮৯৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣١٦/٥ : يكره أن يقرأ القرآن في الحمام؛ لأنه موضع النجاسات، ولا يقرأ في بيت الخلاء،... ... ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو كذا في القنية.لو قرأ طمعا في الدنيا في المجالس يكره-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ١٧ : الجواب- یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ ذکر اللہ کو کسی دوسرے مقصد کیلئے استعمال کرنا اور غیر کے لئے آلہ بنانا جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

অ্যালার্ম, কলিংবেল ও মোবাইলের রিংটোন হিসেবে আযানের ব্যবহার

প্রশ্ন : ঘড়ির অ্যালার্ম, টোন, কলিংবেল, মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আযান ও কোরআন তিলাওয়াতের সুর ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : ঘড়ির অ্যালার্ম, টোন, কলিংবেল ও মোবাইলের রিংটোন ইত্যাদিতে আযান ও কোরআন তিলাওয়াত ব্যবহার করা আযান ও কোরআনের এক প্রকারের অবমাননার শামিল বিধায় তা বৈধ নয়। (১৯/৪৯০/৮২৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣١٦/٥ : يكره أن يقرأ القرآن في الحمام؛ لأنه موضع النجاسات، ولا يقرأ في بيت الخلاء،... ... ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو كذا في القنية.لو قرأ طمعا في الدنيا في المجالس يكره-

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۷ : الجواب- یہ طریقہ صحیح نہیں، کیونکہ ذکر اللہ کو کسی دوسرے مقصد کیلئے استعمال کرنااور غیر کے لئے آلہ بنانا جائز نہیں۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۱۰/ ۳۳۵ : الجواب- صورت مسئولہ میں اس بیل کا استعمال جائز نہیں اس میں اللہ عز و جل کے مبارک اور بے حد قابل عظمت نام کو کسی کو اپنے آنے کی خبر دینے یا کسی کو بلانے کیلئے استعمال کرنالازم آتاہے اور یہ جائز نہیں گناہ کا کام ہے اس کے اس طرح استعمال کرنے میں اللہ تعالی کے پاک اور مبارک نام کی توہین ہے، لہذا گھر پر یا آفس میں اسے استعمال نہ کیا جائے اللہ کا مبارک نام خالص ذکر الہی کی نیت اور ارادہ سے لینا چاہئے اپنی کوئی دنیوی غرض پوری کرنے کیلئے اس مبارک نام کو استعمال کرنا بہت ہی نامناسب اور ایمانی غیرت کی منافی ہے فقہاء نے لکھاہے کہ اگر کوئی شخص لوگوں کو اپنی آمد کی خبر دینے کیلئے یااللہ کہے تو یہ بھی مکروہ ہے اور جیسے کوئی شخص سبق ختم ہونے کی خبر دینے کیلئے اللہ اعلم کہے تو یہ مکروہ ہے یا کوئی چوکیدار زور سے لاالہ الااللہ پڑھے اور اس سے اس کا مقصد اپنے بیدار ہونے کی خبر دینا ہو تو یہ بھی مکروہ ہے۔

ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কোনো দেশে অবস্থান করা

প্রশ্ন : বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে মুসলিম বা অমুসলিম দেশে প্রবেশের জন্য ভিসার আইন রয়েছে। উক্ত আইন শরয়ী মানদণ্ডে কতটুকু পালনযোগ্য এবং ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর ওই দেশে অবস্থান করে জীবিকা অন্বেষণ করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : সরকার কর্তৃক প্রণয়নকৃত আইন, যা শরীয়তবিরোধী নয় তা মেনে চলা পাবলিকের জন্য জরুরি বিধায় প্রশ্নে বর্ণিতাবস্থায় উক্ত আইন মানা শরীয়তের দৃষ্টিতে পালনযোগ্য। তাই ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর কোনো দেশে অবস্থান করা জায়েয নয়, তবে এমতাবস্থায় হালাল কাজকর্ম করে যে জীবিকা অর্জন করা হবে, তা হারাম হবে না। (১৯/৬৬৬/৮৩৫৬)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ١٨٩/٣٧ : نص جمهور الفقهاء على أنه تحرم على المسلم الذي دخل دار الكفار بأمان خيانتهم، فلا يحل له أن يتعرض لشيء من أموالهم ودمائهم وفروجهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، ولأنه بالاستئمان ضمن لهم أن لا يتعرض بهم، وإنما أعطوه الأمان بشرط عدم خيانتهم، وإن لم يكن ذلك مذكورا في اللفظ، فهو معلوم في المعنى، ولا يصلح في ديننا الغدر.

واستثنى الحنفية حالة ما إذا غدر بالمسلم ملكهم، فأخذ أمواله أو حبسه، أو فعل غير الملك ذلك بعلمه ولم يمنعه، لأنهم هم الذين نقضوا العهد.

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ١٧٢ : سوال- اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہیں اور یہاں نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟
جواب- اس کی کمائی تو ناجائز نہیں اگر کوئی غیر قانونی طور پر رہتا ہے تو حکومت کو اس کی اطلاع کی جاسکتی ہے-

হজ ও ওমরার ভিসায় সৌদি গিয়ে সেখানে থেকে যাওয়া

প্রশ্ন : হজ-ওমরাহ করার ভিসায় গিয়ে হজ-ওমরাহ পালন করে কাজ করার জন্য আরবে থেকে যাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ আছে কি না? এবং উক্ত ব্যক্তির উপার্জিত অর্থ হালাল হবে কি না?

উত্তর : রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন যদি শরীয়তবিরোধী না হয় তাহলে তা অমান্য করা নাজায়েয। ভিসার মেয়াদ শেষ হলে ভিন্ন দেশে অবস্থান রাষ্ট্রীয় আইনে অবৈধ। অতএব হজ বা ওমরাহ ভিসায় সৌদি আরব গিয়ে হজ-ওমরাহ শেষে সেখানে থেকে যাওয়া নাজায়েয। তবে বৈধ পন্থায় উপার্জিত অর্থ হালাল বলে বিবেচিত হবে। (১৯/৮৮০/৮৫০৫)

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسی (دار المعرفة) ١٠/ ٨٩ : المستأمن ملتزم ترك الاستخفاف بالمسلمين، إلا ما أعطيناه الأمان ليستذل المسلم إذ لا يجوز إعطاء الأمان على هذا -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٢١٦/٨ : سوال- بعض لوگ حکومت سے عمرہ کی اجازت لے کر مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور عمرہ سے فارغ ہو کر واپس نہیں آتے، عمرہ سے فارغ ہونیکے بعد سعودی حکومت کسی کو مستقل طور پر رہنے کی اجازت نہیں دیتے اور حکومت پاکستان نے بھی اجازت اس لئے دی کہ عمرہ کیلئے جارہا ہے وہ اگر جاکر اس طرح غیر قانونی طور پر وہاں چوری چھپے رہ جاتے ہیں، اب سوال یہ ہے یہ لوگ شرعی اور قانونی اعتبار سے مجرم ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ صورت شرعا و قانونا ہر طرح ناجائز ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٨/ ١٧٦ : سوال- اگر کوئی شخص غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہیں اور یہاں نوکری کرے تو کیا اس کی کمائی جائز ہے؟

جواب- اس کی کمائی تو ناجائز نہیں اگر کوئی غیر قانونی طور پر رہتا ہے تو حکومت کو اس کی اطلاع کی جاسکتی ہے۔

ইনকাম ট্যাক্স না দেওয়া বা কম দেওয়া এবং ডিউ কম দেওয়ার জন্য পণ্যমূল্য কম দেখানো

প্রশ্ন :

১) ইনকাম ট্যাক্স না দেওয়া বা কম দেওয়া জায়েয আছে কি না?

২) বিদেশ থেকে কোনো পণ্য আমদানি করার ক্ষেত্রে পোর্ট কর্তৃক নির্ধারিত ডিউ কম দেওয়ার উদ্দেশ্যে আমদানীকৃত পণ্যের ক্রয়কৃত মূল্য কম দেখানো জায়েয কি না?

৩)

উত্তর : সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ট্যাক্স বা ডিউ ফাঁকি দেওয়া বৈধ নয়। তবে যেসব ক্ষেত্রে সরকার অতিরিক্ত কর আদায় করে, যা জুলুমের পর্যায়ভুক্ত ওই সব কর নিরাপদ পদ্ধতিতে ফাঁকি দিলে গোনাহ হবে না। (১৯/৯২৫/৮৫৩৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٦ : قلت: فيه نظر فإن ما حرم أخذه حرم إعطاؤه كما في الأشباه أي إلا لضرورة فإذا كان الظالم لا بد من أخذه المال على كل حال لا يكون العاجز عن الدفع عن نفسه

Scanned by CamScanner

آثما بالإعطاء بخلاف القادر فإنه بإعطائه ما يحرم أخذه يكون
معينا على الظلم باختياره تأمل .

📖 فتاوی عثمانی (مکتبۂ معارف القرآن) ۷۹/۲ : اور انکم ٹیکس ایک حکومت کا ٹیکس
ہے، ... ...انکم ٹیکس کیلئے حقیقی سرمایہ کو چھپانے میں جب جھوٹ بولنا پڑے یا جھوٹی
شہادت دینا پڑے تو وہ جائز نہیں۔

জমিজমা ও ঘরবাড়ির খাজনা না দেওয়া

প্রশ্ন : জমিজমা বা ঘরবাড়ির খাজনা ও কর পরিশোধ সাহাবাগণের জিন্দেগিতে নেই। তাই বর্তমান সরকারের এজাতীয় খাজনা ও করসমূহ পরিশোধ না করলে কোনো গোনাহ হবে কি না? গোনাহ হলে সেটা কী জাতীয়?

উত্তর : শরীয়তের বিধান মতে, দেশের প্রত্যেক জনগণের জন্য রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন যা শরীয়ত পরিপন্থী নয় তা মেনে চলা জরুরি। সরকারিভাবে জনগণ থেকে নেওয়া সব ধরনের ট্যাক্স অবৈধ ও শরীয়ত পরিপন্থী নয়। সুতরাং বৈধভাবে ধার্যকৃত ট্যাক্স পরিশোধ না করা শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয। আমাদের মতে, জমিজমা ও ঘরবাড়ির যেসব ট্যাক্স সরকার কর্তৃক উসুল করা হয় তা আদায় করা জরুরি ও অপরিহার্য। কেউ আদায় না করলে গোনাহগার হবে। (৮/৭০১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٦٤ : لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية
فرض فكيف فيما هو طاعة بدائع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٦- ٣٣٧ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر
به السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا
مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام. عليهم
لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق
واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف
خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة
لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين
واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا
الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا
للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/٤٢٧ : الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام قال: وهو الحق قال تعالى - {قتل الخراصون} [الذاريات: ١٠]- الكل من المجتبى وفي الوهبانية قال: -
وللصلح جاز الكذب أو دفع ظالم ... وأهل الترضي والقتال ليظفروا.

📖 اسلام کا اقتصادی نظام (ادارۂ اسلامیات) ۱/ ۱۲۳ :زمانہ جنگ قحط سالی رفاہ عام اور عوام کی بے روزگاری دور کرنے کیلئے زکوۃ اور صدقات کے علاوہ جو ٹیکس (مالی امداد) اغنیاء اور اہل ثروت پر حکومت کی جانب سے عائد کئے جاتے ہیں اسلامی نظام حکومت میں ناپید ہے اس لئے کہ آج کل جو ٹیکس پبلک پر لگائے جاتے ہیں وہ عموما عدل وانصاف کے خلاف اور حکومت یا ارکان حکومت کے ان مفادات کی خاطر لگائے جائے ہیں، جن کا پبلک مفاد سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اسلام کے دستوری نظام میں خراج، جزیہ ،عشور، زکوۃ، فئ، خمس، وقف اور اسی قسم کے محاصل اسی غرض سے مقرر کئے گئے ہیں کہ وہ پبلک کی انفرادی اور اجتماعی ضروریات کے کام آئیں اس لئے وہ عام طور پر مزید ٹیکس عائد کرنے کو جائز نہیں سمجھتا۔ البتہ اگر بیت المال کے یہ مسطورہ بالا محاصل ان ضروریات کو کافی نہ ہوں یا ہنگامی اہم ضروریات ان محاصل سے فاضل آمدنی کے بغیر پوری نہ ہو سکیں تو عدل وانصاف کے ساتھ اہم ہنگامی محاصل (ایمر جنسی ٹیکس) اغنیاء اور اہل ثروت پر عائد کئے جاسکتے ہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۹ : الجواب۔ یہ سب ٹیکس ناجائز ہیں اور ان محکموں میں ملازمت بھی ناجائز ہے، حکومت کو اگر ضرورت ہو تو ٹیکس عائد کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

۱۔ حکومت کی مصارف کو اسراف و تبذیر سے پاک کیا جائے،

۲ ۔اونچے طبقے کے ملازمین کی تنخواہوں کو افراط سے گرا کر اعتدال پر لایا جائے،

۳ ۔ ٹیکس ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق لگایا جائے، یعنی اس کی آمد و مصارف کو پیش نظر رکھ کر ٹیکس کی شرح تجویز کی جائے۔

📖 جدید فقہی مسائل ۱ /۲۵۳ : ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتا ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض منصفانہ ہیں اور خود اسلام میں ان کی گنجائش ہے، مثلا پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال، لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ ٹیکس... ... ان قومی سہولتوں سے فائدہ اور فقہاء نے ایسے ٹیکس کی اجازت دی ہے۔

Scanned by CamScanner

ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য ব্যাংক লোন নেওয়া

প্রশ্ন : ১. বাংলাদেশ সরকার অনেক সময় জনগণের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানের ওপর অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য করে যেটা প্রদান করা জনগণের ওপর জুলুম হয়ে যায়। এমতাবস্থায় সরকারের এ জুলুম থেকে বাঁচার জন্য কর ফাঁকি দেওয়া জায়েয হবে কি না?
২. সরকারের অতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য যেকোনো ইসলামী ব্যাংক থেকে লোন নেওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ১. রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে জনগণের ওপর যে কর ধার্য করা হয় তা সাধারণত দুই প্রকার :
এক প্রকারের ট্যাক্স, যা জনগণের ওপর ন্যায়ভিত্তিক আরোপিত হয়ে থাকে। এজাতীয় ট্যাক্স ইসলামও সমর্থন করে। যেমন : পানি, বিদ্যুৎ, গ্যাসলাইন স্থাপন, রাস্তা সংস্কার, হাসপাতাল নির্মাণ, নিরাপত্তা, ব্যবসা ইত্যাদি। জনগণের স্বার্থে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার পক্ষ থেকে এ কর আরোপিত হয় এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও স্থানীয় প্রশাসন সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী কর আরোপ করে জনগণ থেকে তা উসুল করে থাকে। জনগণও তাদের দেওয়া এই করের সুফল ভোগ করে থাকে। ফুকাহায়ে কেরাম এজাতীয় ট্যাক্স বা কর আদায়কে জায়েয বরং আবশ্যকীয় হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।
আর দ্বিতীয় প্রকারের কর, যা উপার্জনের ওপর অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা যায়, ঘামে ঝরা কষ্টার্জিত অর্থের ৫০% করের আওতায় এনে সরকার জবরদস্তিভাবে তা আদায় করে নিয়ে যায়। এমতাবস্থায় সরকারের এ জুলুম থেকে বাঁচার জন্য যেকোনো অন্যায় বা গোনাহের পথ পরিহার করে কর কমানোর পলিসি গ্রহণ করার অনুমতি আছে।
২. সরকারের অতিরিক্ত ট্যাক্স থেকে বাঁচার জন্য পলিসি হিসেবে তা গ্রহণ করা যেতে পারে। (১৪/৮৪৭/৫৮০৩)

📖 كتاب الخراج (المكتبة الأزهرية) ص ١٤٨ : قال أبو يوسف: فإن عمر بن الخطاب وضع العشور؛ فلا بأس بأخذها؛ إذ لم يتعد فيها على الناس، ويؤخذ بأكثر مما يجب عليهم. وكل ما أخذ من المسلمين من العشور فسبيله سبيل الصدقة ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا وأهل الحرب سبيل الخراج، وكذلك ما يؤخذ من أهل الذمة جميعا من جزية رءوسهم وما يؤخذ من مواشي بني تغلب؛ فإن سبيل ذلك كله سبيل الخراج۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٣٣٦- ٣٣٧ : وقال أبو جعفر البلخي ما يضر به السلطان على الرعية مصلحة لهم يصير دينا واجبا وحقا مستحقا كالخراج، وقال مشايخنا وكل ما يضربه الإمام. عليهم

Scanned by CamScanner

لمصلحة لهم فالجواب هكذا حتى أجرة الحراسين لحفظ الطريق واللصوص ونصب الدروب وأبواب السكك وهذا يعرف ولا يعرف خوف الفتنة ثم قال: فعلى هذا ما يؤخذ في خوارزم من العامة لإصلاح مسناة الجيحون أو الربض ونحوه من مصالح العامة دين واجب لا يجوز الامتناع عنه، وليس بظلم ولكن يعلم هذا الجواب للعمل به وكف اللسان عن السلطان وسعاته فيه لا للتشهير حتى لا يتجاسروا في الزيادة على القدر المستحق اهـ

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۱۵۲/۴ : سوال- زید انکم ٹیکس ادا کرنے کی حیثیت رکھتا ہے تاہم معافی کے خیال سے اپنے مال تجارت کو تشخیص کنندہ ٹیکس سے چھپا کر اپنے کو ناقابل ثابت کرتا ہے آیا یہ فعل زید کا از روئے شرع شریف کیسا ہے؟

الجواب—گناہ تو نہیں لیکن خطرہ میں پڑنا بھی شرعا پسند نہیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۹۹ : الجواب- یہ سب ٹیکس ناجائز ہیں اور ان محکموں میں ملازمت بھی ناجائز ہے، حکومت کو اگر ضرورت ہو تو ٹیکس عائد کرنے کی مندرجہ ذیل شرائط ہیں۔

ا۔ حکومت کی مصارف کو اسراف و تبذیر سے پاک کیا جائے،

۲ ۔اونچے طبقے کے ملازمین کی تنخواہوں کو افراط سے گرا کر اعتدال پر لایا جائے،

۳ ۔ ٹیکس ہر شخص پر اس کی حیثیت کے مطابق لگایا جائے، یعنی اس کی آمد و مصارف کو پیش نظر رکھ کر ٹیکس کی شرح تجویز کی جائے۔

📖 جدید فقہی مسائل (زمزم) ۱ /۲۸۱ : ٹیکس جو حکومت عوام سے وصول کرتی ہے وہ دو طرح کے ہیں، بعض منصفانہ ہیں اور خود اسلام میں ان کی گنجائش ہے، مثلاً پانی، روشنی، سڑک، ہسپتال، لائبریری اور پارک وغیرہ سہولتوں کے بدلے بلدیہ جو ٹیکس... ... ان قومی سہولتوں سے فائدہ اٹھاتا ہے اور فقہاء نے ایسے ٹیکس کی اجازت دی ہے۔

মা-বাবা ছাড়া অন্য কাউকে মা-বাবা বলে ডাকা

প্রশ্ন : জন্মদাতা পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা-আম্মা ডাকা যায় কি না?

উত্তর : জন্মদাতা পিতা-মাতা ছাড়া অন্য কাউকে আব্বা-আম্মা ডাকার দ্বারা আসল বাবা-মা উদ্দেশ্য হলে ডাকা যাবে না। তবে সম্মানসূচক হলে অন্য কাউকে বাবা-মা বলে সম্বোধন করা বৈধ। (১৯/৯৮২/৮৫৫২)

Scanned by CamScanner

📖 سورة الأحزاب الآية ٥ : ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا﴾

📖 أحكام القرآن ٢٩٢/٣ : نعم، النهى مقصور فيما كان على طريق الجاهلية من إدعاء البنوة أو الانتماء إلى غير أبيه، وما لم يكن كذلك بأن كان لمحض الشفقة والتحنن فليست بداخل فيه -

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٥٢ (٩٨٣) : عن أبي هريرة، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل، وخالد بن الوليد، والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي، ومثلها معها» ثم قال: «يا عمر، أما شعرت أن عم الرجل صنو أبيه؟» -

📖 شرح النووى على مسلم (دار الغد الجديد) ٧/ ٥٧ : قوله صلى الله عليه وسلم (عم الرجل صنو أبيه) أي مثل أبيه وفيه تعظيم حق العم -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١۴/ ٣٦٠ : چچا کو مجازا باپ کہہ سکتے ہیں خصوصا جبکہ وہ پرورش وغیرہ کے بھی ذمہ دار ہیں اس میں شرعا کوئی قباحت نہیں ہے۔

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ٩ / ١٠۴ : سوال-کیا سسر کو باپ کہکر پکار سکتے ہیں؟ جواب-جائز ہے۔

শ্বশুরকে আব্বা বলে ডাকা

প্রশ্ন : প্রচলিত নিয়মানুযায়ী নিজের জন্মদাতা পিতাকে বাবা অথবা আব্বা বলে সম্বোধন করা হয়, নিজের শ্বশুরকেও শরয়ী নিয়ম মেনে আব্বা বলে সম্বোধন ঠিক আছে কি না?

উত্তর : নিজের জন্মসূত্রে পিতা ও বৈবাহিক সূত্রে পিতা উভয়কেই সম্মানসূচক শব্দ দ্বারা সম্বোধন জরুরি। সুতরাং যে সমাজে যে শব্দ সম্মানবোধক তথায় তা-ই ব্যবহার করবে। (৩/৬০)

Scanned by CamScanner

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۹ / ۱۰۴ : سوال- کیا سسر کو باپ کہکر پکار سکتے ہیں؟
جواب- جائز ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۵۹ : ملک بنگال میں اکثر عوام وخواص اپنی بیٹی کو بطور زنا کے ماں کہکر پکارتے ہیں ایسے ہی بیٹے کو باپ سے خطاب کرتے ہیں ایک نیم مولوی نے وعظ میں بیان کیا کہ یہ جائز نہیں بلکہ حرام ہے شرعا اس کے متعلق کیا حکم ہے؟
الجواب- مجاز ہے، جس میں محذور شرعی نہیں اس لئے جائز ہے۔

নবজাতকের কানে আযান-ইকামত দেওয়ার পদ্ধতি

প্রশ্ন : ক) নবজাতকের কানে আযান-ইকামতের পদ্ধতি কী? নবজাতককে কি মুয়াজ্জিনের সামনে আনা হবে, না তাকে ঘরে রেখে মুয়াজ্জিন বাহির থেকে উচ্চ আওয়াজে আযান-ইকামত দেবে?

খ) আযান-ইকামতের সময় حی علی الصلاة، حی علی الفلاح বলা লাগবে কি না? শুনেছি, এ বাক্য নাকি বলা লাগবে না। কারণ সে তো নামাযের জন্য আদিষ্ট নয়।

উত্তর : ক) নবজাতকের কানে আযান এবং ইকামতের পদ্ধতি হলো, নবজাতককে হাতে নিয়ে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াবে এবং ছোট আওয়াজে ডান কানে আযান দেবে আর বাম কানে ইকামত দেবে। (১৭/২৫৮/৭০১৮)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٣/ ٥٠٧ (١٥١٤) : عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» -

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٧/ ٧٥٠ : (حين ولدته فاطمة) : يحتمل السابع وقبله (بالصلاة). أي بأذانها وهو متعلق بأذن، والمعنى أذن بمثل أذان الصلاة وهذا يدل على سنية الأذان في أذن المولود -

📖 شرح السنة (المكتب الإسلامي) ١١/ ٢٧٣ : روي أن عمر بن عبد العزيز كان يؤذن في اليمنى ويقيم في اليسرى إذا ولد الصبي.

খ) আযান-ইকামত দেওয়ার সময় حی علی الصلاة ، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة বলতে হবে এবং حی علی الصلاة ، حی علی الفلاح বলার সময় ডানে-বামে চেহারা

Scanned by CamScanner

ফিরাবে। এটাই সুন্নাত পদ্ধতি। এসব বাক্য এই আযানে নেই বলে শোনা কথা ভিত্তিহীন।

📖 التحرير المختار للرافعي (سعيد كمپنی) ١/ ٤٥ : قال السندى: فيرفع المولود عند الولادة على يديه مستقبل القبلة ويؤذن فى أذنه اليمنى ويقيم فى اليسرى ويلتفت فيهما بالصلاة لجهة اليمين وبالفلاح لجهة اليسار، وفائدة الأذان فى أذنه أنه يدفع أم الصبيان عنه۔

ডিবি ওয়ান লটারির মাধ্যমে আমেরিকা যাওয়া

প্রশ্ন : আমেরিকা দুই বছর পর পর বাংলাদেশ থেকে ডিবি ওয়ান লটারির মাধ্যমে সে দেশে চাকরির জন্য লোক নিয়োগ করে থাকে। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত নিয়োগ জায়েয কি না? জানালে উপকৃত হব।
উল্লেখ্য, আমেরিকা লোক নিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশে লটারি ক্রয়-বিক্রয় করে না, বরং ছবিসহ জীবনবৃত্তান্তের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র কম্পিউটারে কম্পোজ করে আমেরিকা পাঠাতে হয়।

উত্তর : বর্তমান যুগে আমেরিকা ও ইউরোপের কোনো দেশ মুসলমানদের ঈমান-আমল ও আখলাকের জন্য মোটেই নিরাপদ নয় বিধায় কোনো মুসলমান মুসলিম রাষ্ট্রে স্বসম্মানে বসবাস করে জীবন চলার মতো জীবনোপকরণ, রুজির ব্যবস্থা করতে সক্ষম হলে তার জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে বসবাস ও চাকরির উদ্দেশ্যে যাওয়া শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। নিজ দেশে যথাসাধ্য চেষ্টা করার পরও যদি কোনো রকম আর্থিক সমস্যার সমাধান না পায় তবে এসব দেশের কুফুরী ও বেহায়াপনা পরিস্থিতি ও পরিবেশ হতে নিজ ঈমান-আমল ও চরিত্রকে অক্ষুণ্ন রাখতে পারার দৃঢ় বিশ্বাস হলে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সাথে দাওয়াত ও তাবলীগের উদ্দেশ্যে ওই সব দেশে সফর করা যেতে পারে। উল্লিখিত শর্ত সাপেক্ষে প্রশ্নে বর্ণিত ডিবি ওয়ান লটারির ব্যবস্থা গ্রহণ করার অনুমতি দেওয়া যেতে পারে। (১৫/৯৬৭/৬২৬৮)

📖 سنن الترمذي (دارالحديث) ٣/ ٥٥٦ (١٦٠٤) : عن جرير بن عبد الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية إلى خثعم فاعتصم ناس بالسجود، فأسرع فيهم القتل، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: «أنا بريء من كل

Scanned by CamScanner

مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول الله، ولم؟ قال: «لا تراءى ناراهما» -

📖 حاشية ابن القيم (دار الكتب العلمية) ٧/ ٢١٨ : والذي يظهر من معنى الحديث أن النار هي شعار القوم عند النزول وعلامتهم وهي تدعو إليهم والطارق يأنس بها فإذا ألم بها جاور أهلها وسالمهم فنار المشركين تدعو إلى الشيطان وإلى نار الآخرة فإنها إنما توقد في معصية الله ونار المؤمنين تدعو إلى الله وإلى طاعته وإعزاز دينه فكيف تتفق الناران-

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٣٣٠- ٣٣١ : التجنس بالجنسيات الأجنبية:

إن التجنس بجنسيات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب الظروف، والأحوال، وأغراض هذا التجنس، على الشكل التالي: إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي في وطنه، أو اضطهد بالسجن، أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة، ولم يجد لنفسه مأمنا إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيات دون أي كراهة، بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العملية، والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك.

والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكة، والحبشة يومئذ يسودها الكفار، وأقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنما رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة.

ثم من حقوق النفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلم، فإذا لم يجد الإنسان مأمنا لنفسه إلا في بلاد الكفار، فلا مانع من هجرته إليها، ما دام يحتفظ بفرائضه الدينية، والابتعاد عن المنكرات المحرمة.

وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسب أنه لم تتيسر له في بلده وسائل المعاش الضرورية التي لا بد له منها، ولم يجدها إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له ذلك أيضا بالشرط المذكور، وذلك أن كسب

Scanned by CamScanner

المعاش فريضة بعد الفريضة، ولم يقيده الشرع بمكان دون مكان، فقال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ} .

ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو لتبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يثاب على ذلك، فضلا عن كونه جائزا، فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم.

أما إذا كان الرجل تتيسر له وسائل المعاش في بلده المسلم على مستوى أهل بلده، ولكنه هاجر إلى بلاد الكفار للاستزادة منها، والحصول على محض الترفه والتنعم، فإن ذلك لا يخلو من كراهة، لما فيه من عرض النفس على المنكرات الشائعة هناك، وتحمل خطر الانهيار الخلقي والديني من غير ضرورة داعية لذلك، والتجربة شاهدة على أن الذين يتجنسون بهذه الجنسيات الأجنبية لمجرد الترفه، ينتقص فيه من الوازع الديني، فيذوبون أمام الإغراءات الكافرة ذوبانا ذريعا، ومن هنا ورد في الحديث النهي عن مساكنة المشركين بدون حاجة ملحة.

জ্ঞানার্জনের জন্য অমুসলিম রাষ্ট্রে গমন করা

প্রশ্ন : বাংলাদেশে উচ্চতর শিক্ষার পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা নেই। থাকলেও তা যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয়। অথচ যার যার কাজের ক্ষেত্রে চৌকস জ্ঞান এবং যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে যারা শিক্ষকতার পেশায় নিয়োজিত তাদের জন্য নিজস্ব পাণ্ডিত্য অর্জন সেই সাথে চাকরির ক্ষেত্রে মাস্টার্স ও পিএইচডি করার প্রয়োজন হয়। এ জন্য আমাদের বিভিন্ন রাষ্ট্রে গিয়ে যেমন–আমেরিকা, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি নিতে হয়। এ ক্ষেত্রে আমাদের দেশে মুসলমান হিসেবে আমাদের জন্য যে রকম সহায়ক পরিবেশ পাই, কাফের-অমুসলিম দেশে এ রকম পাওয়া যায় না। এহেন অবস্থায় আমাদের জন্য বিদেশে যাওয়া বৈধ হবে কি না?

উত্তর : মুসলমান সন্তানদের দুই শর্তে জেনারেল উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করা জায়েয।

এক. এ শিক্ষা অর্জন করতে গিয়ে ঈমান ও আমল বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কামুক্ত হওয়া।

Scanned by CamScanner

দুই. এ শিক্ষা অর্জন করে মুসলিম জাতিকে এসব ক্ষেত্রে অমুসলিমদের মুখাপেক্ষী থেকে মুক্ত করে স্বাধীন-উন্নত জাতি করে প্রতিষ্ঠা করার নিয়্যাত রাখা। সুতরাং বিধর্মীদের দেশে ঈমান-আমল সংরক্ষণ রাখার প্রবল সম্ভাবনা থাকলে শিক্ষার জন্য সে দেশে যেতে আপত্তি নেই। কিন্তু ঈমান-আমল নষ্টের প্রবল আশঙ্কা থাকলে ঈমান-আমল সংরক্ষণের আশা ছেড়ে শিক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বিষয়টি দেশ, পরিবেশ ও ব্যক্তিগত ঈমানী শক্তির ওপর অনেকটা নির্ভর করে। (১৭/৩২১/৭০৫৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٠٧- ٤٠٨ : وفي البزازية: طلب العلم والفقه إذا صحت النية أفضل من جميع أعمال البر وكذا الاشتغال بزيادة العلم إذا صحت النية، لأنه أعم نفعا، لكن بشرط أن لا يدخل النقصان في فرائضه، وصحة النية أن يقصد بها وجه الله تعالى لا طلب المال والجاه ولو أراد الخروج من الجهل ومنفعة الخلق وإحياء العلم فقيل تصح نيته أيضا، تعلم بعض القرآن ووجد فراغا فالأفضل الاشتغال بالفقه، لأن حفظ القرآن فرض كفاية، وتعلم ما لا بد منه من الفقه فرض عين قال في الخزانة وجميع الفقه لا بد منه قال في المناقب: عمل محمد بن الحسن مائتي ألف مسألة في الحلال والحرام لا بد للناس من حفظها وانظر ما قدمناه في مقدمة الكتاب.

📖 بحوث في قضايا فقهية معاصرة (دار القلم) ١/ ٣٣٠- ٣٣١ : التجنس بالجنسيات الأجنبية:

إن التجنس بجنسيات البلاد غير المسلمة يختلف حكمه حسب الظروف، والأحوال، وأغراض هذا التجنس، على الشكل التالي: إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه أوذي في وطنه، أو اضطهد بالسجن، أو مصادرة أمواله لغير ما ذنب أو جريمة، ولم يجد لنفسه مأمنا إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له التجنس بهذه الجنسيات دون أي كراهة، بشرط أن يعزم على نفسه المحافظة على دينه في حياته العملية، والابتعاد عن المنكرات الشائعة هناك.

والدليل على ذلك: أن الصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة بعد ما اضطهدوا من قبل أهل مكة، والحبشة يومئذ يسودها الكفار، وأقاموا بها حتى إن بعض الصحابة لم يزالوا مقيمين بها بعد ما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فإنما

Scanned by CamScanner

رجع أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عند غزوة خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة.

ثم من حقوق النفس أن يصونها المرء من كل نوع من أنواع الظلم، فإذا لم يجد الإنسان مأمنا لنفسه إلا في بلاد الكفار، فلا مانع من هجرته إليها، ما دام يحتفظ بفرائضه الدينية، والابتعاد عن المنكرات المحرمة.

وكذلك إن اضطر إليه مسلم بسبب أنه لم تتيسر له في بلده وسائل المعاش الضرورية التي لا بد له منها، ولم يجدها إلا في مثل هذه البلاد، فإنه يجوز له ذلك أيضا بالشرط المذكور، وذلك أن كسب المعاش فريضة بعد الفريضة، ولم يقيده الشرع بمكان دون مكان، فقال الله تعالى: {هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ ذَلُولاً فَامْشُواْ فِيْ مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُوْرِ} .

ولو تجنس مسلم بهذه الجنسية لدعوة أهلها إلى الإسلام، أو لتبليغ الأحكام الشرعية إلى المسلمين المقيمين بها، فإنه يثاب على ذلك، فضلا عن كونه جائزا، فكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم توطنوا بلاد الكفار لهذا الغرض المحمود وعد ذلك من مناقبهم وفضائلهم.

أما إذا كان الرجل تتيسر له وسائل المعاش في بلده المسلم على مستوى أهل بلده، ولكنه هاجر إلى بلاد الكفار للاستزادة منها، والحصول على محض الترفه والتنعم، فإن ذلك لا يخلو من كراهة، لما فيه من عرض النفس على المنكرات الشائعة هناك، وتحمل خطر الانهيار الخلقي والديني من غير ضرورة داعية لذلك، والتجربة شاهدة على أن الذين يتجنسون بهذه الجنسيات الأجنبية لمجرد الترفه، ينتقص فيه من الوازع الديني، فيذوبون أمام الإغراءات الكافرة ذوبانا ذريعا، ومن هنا ورد في الحديث النهي عن مساكنة المشركين بدون حاجة ملحة.

Scanned by CamScanner

ফেতনাবাজ ও মুনাফেকের হুকুম

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যদি অকাট্যভাবে সামাজিক ফেতনাবাজ হওয়া প্রমাণিত হয় এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির মধ্যে যদি মুনাফেকীর আলামত পাওয়া যায় এরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে কী হুকুম?

উত্তর : কোনো ব্যক্তির ব্যাপারে যদি অকাট্যভাবে সামাজিক ফেতনাবাজ প্রমাণিত হয় এবং সুস্পষ্টভাবে কোনো ব্যক্তির ভেতরে মুনাফেকির আলামত পাওয়া যায় তাহলে প্রকাশ্যে তাওবা না করা পর্যন্ত তার সাথে বয়কট করা যেতে পারে। (১৭/৯৪০/৭৩৯১)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٧٥٨ : (عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يحل لرجل أن يهجر») بضم الجيم (أخاه) أي: المسلم، وهو أعم من أخوة القرابة والصحابة. قال الطيبي: وتخصيصه بالذكر إشعار بالعلية، والمراد به أخوة الإسلام، ويفهم منه أنه إن خالف هذه الشريطة وقطع هذه الرابطة جاز هجرانه فوق ثلاثة اهـ. وفيه أنه حينئذ يجب هجرانه وقوله: (فوق ثلاث ليال) أي: بأيامها، وإنما جاز الهجر في ثلاث وما دونه لما جبل عليه الآدمي من الغضب، فسومح بذلك القدر ليرجع فيها، ويزول ذلك الغرض ذكره السيوطي. وقال أكمل الدين من أئمتنا: في الحديث دلالة على حرمة هجران الأخ المسلم فوق ثلاثة أيام، وأما جواز هجرانه في ثلاثة أيام، فمفهوم منه لا منطوق، فمن قال بحجية المفهوم كالشافعية جاز له أن يقول بإباحته ومن لا فلا اهـ. وفيه أن الأصل في الأشياء الإباحة، والشارع إنما حرم المهاجرة المقيدة لا المطلقة مع أن في إطلاقها حرجا عظيما حيث يلزم منه أن مطلق الغضب المؤدي إلى مطلق الهجران يكون حراما.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٥/ ١٦٥ : سوال-اگر کوئی شخص لوگوں میں فساد پیدا کرتا ہو تو اس کے ساتھ شرعاً کیا سلوک کیا جائیگا

الجواب- حاکم وقت کو چاہیے کہ وہ ہر ممکن طریقہ سے ایسے شخص کو روکے اور اس کو تعزیراً سزا بھی دے، اور عوام الناس کو بھی چاہئے کہ وہ اس کے ساتھ ترک موالات کریں حتی کہ وہ اپنے اس فعل بد سے باز آجائے۔

Scanned by CamScanner

কোনো আলেমের মৃত্যু-পরবর্তী স্মরণসভা

প্রশ্ন : অনেক আলেমকে দেখা যায়, তারা দেশের বড় আলেম মারা গেলে তার স্মরণে মাহফিলের আয়োজন করে। জানার বিষয় হলো, যদি কোনো আলেমের স্মরণে মাহফিল জায়েয হয় তাহলে মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা জায়েয হবে না কেন?

উত্তর : তা'যিয়াত তথা ইন্তেকালের তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার আগ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির পরিবার-পরিজনকে সান্ত্বনা দেওয়া এবং সমবেদনা প্রকাশ করা বিশেষ একটি সুন্নাত। তবে আনুষ্ঠানিকভাবে তা'যিয়াত করা, চাই তিন দিনের মধ্যে হোক বা পর হোক, যেকোনো নামে হোক কোরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। তাই প্রচলিত মাহফিল ও মৃত্যুবার্ষিকী পালন করার কোনো প্রকার সুযোগ শরীয়তে নেই। (১৭/৯৪২/৭৪০৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٢/ ٢٣٩ : وبالجلوس لها في غير مسجد ثلاثة أيام، وأولها أفضل. وتكره بعدها إلا لغائب. وتكره التعزية ثانيا، وعند القبر، وعند باب الدار-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ١٦٧ : (ومما يتصل بذلك مسائل) التعزية لصاحب المصيبة حسن، كذا في الظهيرية، وروى الحسن بن زياد إذا عزى أهل الميت مرة فلا ينبغي أن يعزيه مرة أخرى، كذا في المضمرات.

ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام ويكره بعدها إلا أن يكون المعزي أو المعزى إليه غائبا فلا بأس بها وهي بعد الدفن أولى منها قبله وهذا إذا لم ير منهم جزع شديد فإن رئي ذلك قدمت التعزية ويستحب أن يعم بالتعزية جميع أقارب الميت الكبار والصغار والرجال والنساء إلا أن يكون امرأة شابة فلا يعزيها إلا محارمها، كذا في السراج الوهاج.

ويستحب أن يقال لصاحب التعزية: غفر الله تعالى لميتك وتجاوز عنه وتغمده برحمته ورزقك الصبر على مصيبته وآجرك على موته، كذا في المضمرات ناقلا عن الحجة.

وأحسن ذلك تعزية رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى» ويقال في تعزية المسلم بالكافر أعظم الله أجرك وأحسن عزاءك وفي تعزية الكافر بالمسلم أحسن الله عزاءك وغفر لميتك ولا يقال أعظم الله أجرك

Scanned by CamScanner

وفي تعزية الكافر بالكافر أخلف الله عليك ولا نقص عددك، كذا في السراج الوهاج.

ولا بأس لأهل المصيبة أن يجلسوا في البيت أو في مسجد ثلاثة أيام والناس يأتونهم ويعزونهم ويكره الجلوس على باب الدار وما يصنع في بلاد العجم من فرش البسط والقيام على قوارع الطرق من أقبح القبائح، كذا في الظهيرية، وفي خزانة الفتاوى والجلوس للمصيبة ثلاثة أيام رخصة وتركه أحسن، كذا في معراج الدراية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۴/ ۲۴۴ : الجواب-تعزیت تین روز کے بعد جائز نہیں، البتہ غائب تین روز کے بعد آئے تو بھی کر سکتا ہے، جماعت کی شکل میں آنے کا اہتمام درست نہیں، اتفاقا ایک ساتھ ہو گئے تو حرج نہیں ہر ایک کیلئے مستقل تعزیت مسنون ہے۔

ইন্টারনেট ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন : ইন্টানেটের ব্যবহার বিশ্বের সাথে যোগাযোগ, চিঠিপত্র, লেনদেন, জিনিসপত্রের মূল্য জানা, ক্রয়-বিক্রয় তথ্য, পণ্যের তথ্য, সেবার তথ্য, বাজারদর যাচাই ইত্যাদি বিষয়ের জন্য বর্তমান বিশ্ববাণিজ্যের অপরিহার্য মাধ্যম। বর্তমান প্রায় সব অফিসে ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে এ সংযোগ আছে। সাথে সাথে এতে শরীয়তে নিষিদ্ধ কাজ গান-বাজনা, সিনেমা, ছবি, অশ্লীল ছবি দেখার রাস্তা খুলে যায় এবং ধারণা করা যায় যে যারা এই সংযোগ নেবে তারা এর মাঝে জড়িয়ে যাবে ও ব্যবহার করবে। এমতাবস্থায় ইন্টারনেট ব্যবহারের শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : ইন্টানেটের আবিষ্কার অশ্লীল কাজের জন্য নয়। বরং ইন্টারনেট আবিষ্কার করা হয়েছে মানুষের প্রয়োজনীয় কাজের সার্বিক সুবিধার্থে। কিন্তু কেউ যদি অপব্যবহার করে, তার দায়-দায়িত্ব সম্পূর্ণ ব্যবহারকারীর ওপর বর্তাবে। তবে বৈধ কাজে ব্যবহার করতে গিয়ে অবৈধ কাজে জড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা প্রবল হলে সতর্কতামূলক তা ব্যবহার ত্যাগ করা উচিত। (১২/৬২৩)

📖 جدید تجارت (ماریہ اکیڈیمی) ص ۱۳۴ : انٹرنیٹ سروس مہیا کرنے کا حکم انٹرنیٹ کی اصل وضع چونکہ تخریبی اور فحش مقاصد کیلئے نہیں ہے بلکہ معلومات حاصل کرنے میں سہولت پیدا کرنے کیلئے ہے مگر اب لوگوں نے اس کو تخریبی اور ناجائز فحش مقاصد کیلئے بھی استعمال کرنا شروع کردیا ہے۔ جبکہ انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے والا (service-providiv) ادارہ کی حیثیت اس سلسلہ میں محض ذریعہ کی ہے

Scanned by CamScanner

باقی استعمال کاساراادارومدار استعمال کرنے والے پر ہے اس لئے انٹرنیٹ سروس فراہم کرنے کاکاروبار جائز ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حلال ہے تاہم چونکہ اس میں بعض صورتوں میں ناجائز کام کیلئے ذریعہ بنا ہے اس لئے اس کاروبار سے بچنا بہتر ہے۔

নারীদের হস্তশিল্পমণ্ডিত জিনিস ঘরে ঝুলিয়ে রাখা

প্রশ্ন : কোনো মহিলা কোরআনের আয়াত হাদীসের অর্থ বা নসীহতের পূর্ণ ভাষা অথবা কাপড়ে ফুল তুলে গ্লাসে বাঁধাই করে ঘরে টানিয়ে রাখে। পরপুরুষ তা দেখার দ্বারা অথবা দেখে যদি বলে কত সুন্দর হয়েছে। এতে ওই মহিলা গোনাহগার হবে কি না?

উত্তর : মহিলার সব কিছু এমনভাবে গোপন রাখা কাম্য, যাতে সে আলোচনার বিষয় না হয় এবং কেউ তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোনাহগার না হয়। এর বিপরীত করার দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে সে নিজেও গোনাহগার হয় এবং পরপুরুষও গোনাহগার হয়। আবার কিছু ক্ষেত্রে সে নিজে গোনাহগার না হলেও পরপুরুষ গোনাহগার হয়। সুতরাং বর্ণিত ধরনের কাজে মহিলার নাম প্রকাশ না করলে তার অনুমতি দেওয়া দেওয়া যায়। পক্ষান্তরে নাম প্রকাশ করা হলে তা অনুচিত হবে। (১২/৮৪০)

📖 احکام پردہ ص ٦٤ : میری رائے میں عورتوں کواپنی تصانیف میں اپنانام نہیں لکھنا چاہئے بلکہ صرف یہ کافی ہے کہ خدا کی ایک بندی عورتوں کواسی طرح رکھنا چاہئے کہ محلہ والوں کو بھی خبر نہ ہو کہ اس گھر میں کتنی عورتیں ہیں اور ہیں بھی یا نہیں اسی میں آبرو کی خیر ہے عورت کیلئے یہی مناسب ہے کہ اس کی خبر اپنے گھر والوں کے سوا کسی کو بھی نہ ہوو

📖 فیہ ایضا ١٠٠ : اسی طرح نامحرم کا ذکر کرنا یا ذکر سننا یا اس کا فوٹوں دیکھنا یا اس سے خط وکتابت کرنا غرض جس ذریعہ سے فاسد خیالان پید ہوتے ہو یہ سب حرام ہے

📖 وفیہ ایضا ٧٢ : تیرے یہ کہ عورت دیوار کے پیچھے یا پردہ کے آڑ میں اس طرح رہے کہ اس کے کپڑوں پر بھی اجنبی مردوں کی نظر نہ پڑے یہ سب سے اعلی درجہ کا پردہ ہے۔

স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা

প্রশ্ন : এক ইমাম সাহেব বলেছেন যে স্বামী তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকা সুন্নাত, কথাটি কতটুকু সত্য?

Scanned by CamScanner

উত্তর : স্বামী তার স্ত্রীকে নাম ধরে ডাকতে পারে। তবে এরূপ ডাকাকে সুন্নাত বলার প্রমাণ মেলে না।(৯/৩৬৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٤١٨ : ويكره أن يدعو الرجل أباه وأن تدعو المرأة زوجها باسمه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤١٨ : (قوله ويكره أن يدعو إلخ) بل لا بد من لفظ يفيد التعظيم كيا سيدي ونحوه لمزيد حقهما على الولد والزوجة، وليس هذا من التزكية، لأنها راجعة إلى المدعو بأن يصف نفسه بما يفيدها لا إلى الداعي المطلوب منه التأدب مع من هو فوقه.

নবীদের স্মরণে 'হাই' চলে যায়

প্রশ্ন : আমি শুনেছি, যখন হাই আসে তখন যদি "কোনো নবীর হাই আসেনি" স্মরণ করা হয় তখন হাই চলে যায়। এটার ওপর আমল করা যাবে কি না? এ আকীদায় কোনো সমস্যা হবে কি না?

উত্তর : শরীরের অলসতা ও অতিরিক্ত উদরপূর্তিই হাই আসার মূল কারণ। এর দ্বারা শয়তান খুশি হয় এবং মুখ দিয়ে অন্তরে প্রবেশ করে। এ জন্য তা চেপে রাখার চেষ্ট করা জরুরি। এর বিভিন্ন পন্থা কিতাবে উল্লেখ আছে। নামাযে মুখ বন্ধ করা, দাঁত দ্বারা ঠোঁট চেপে ধরা, নামাযে দাঁড়ানো অবস্থায় হলে ডান হাতে অন্য অবস্থায় বাম হাতের পিঠ রাখা বা কাপড় রাখা এবং নবীগণের হাই না আসার কথা স্মরণের দ্বারাও প্রতিরোধ হয় বলে কিতাবে আছে। (৯/৪১৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٤٧٨ : [فائدة] رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ما تثاءبوا قط. قال القدوري: جربناه مرارا فوجدناه كذلك. اهـ قلت: وقد جربته أيضا فوجدته كذلك.

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ١٣٠ : و" يكره "التثاؤب" لأنه من التكاسل والامتلاء فإن غلبه فليكظم ما استطاع ولو بأخذ شفته بسنه وبوضع ظهر يمينه أو كمه في القيام ويساره في غيره لقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله يحب العطاس ويكره

Scanned by CamScanner

التثاؤب فإن تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقول هاه هاه فإنما ذلكم من الشيطان يضحك منه" وفي رواية "فليمسك يده على فمه فإن الشيطان يدخل فيه.

কোরআন-হাদীস লিখিত পরীক্ষার খাতা বিক্রি করা

প্রশ্ন : আমাদের দ্বীনি মাদরাসাগুলোতে প্রতি বছর ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক পরীক্ষা সংঘটিত হয়ে থাকে। এ সকল পরীক্ষার খাতাগুলোতে অনেক সময় কোরআনে কারীমের বিভিন্ন আয়াতে কারীমা ও হাদীস শরীফ লিপিবদ্ধ থাকে। উক্ত খাতাগুলো এমন কোনো ব্যক্তির কাছে বিক্রি করা যাবে কি না, যে এগুলো দ্বারা কিতাব বা বই-পুস্তকের মলাট অথবা বোর্ড ইত্যাদি প্রস্তুত করে? এবং ওই খাতাগুলো এসব কাজের জন্য ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : যে সমস্ত কাগজে কোরআনে কারীমের আয়াত হাদীসের অংশ বা বিভিন্ন মাসআলা লিপিবদ্ধ থাকে সেই সমস্ত কাগজের সম্মান করা জরুরি বিধায় উক্ত কাগজগুলো কিতাব বা বই-পুস্তকের মলাট বা বোর্ড ইত্যাদি কাজে ব্যবহারের অনুমতি নেই এবং বই-পুস্তকের কারখানায় বিক্রি করা অনুচিত। তবে লিখিত অংশ ব্যতীত বাকি অংশ ব্যবহার করার অনুমতি আছে। (৯/৪৪৮)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٢ : ويكره أن يجعل شيئا في كاغدة فيها اسم الله تعالى كانت الكتابة على ظاهرها أو باطنها ولا يجوز لف شيء في كاغد فيه مكتوب من الفقه، وفي الكلام الأولى أن لا يفعل، وفي كتب الطب يجوز، ولو كان فيه اسم الله تعالى أو اسم النبي – صلى الله عليه وآله وسلم –، ويجوز محوه ليلف فيه شيء، كذا في القنية.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۳ : جن کاغذوں پر آیات قرانیہ یا مباحث شرعیہ یا مسائل تحریر ہوں ان میں پڑیا باندھنا جائز نہیں، البتہ اگر مباحث شرعیہ نہ ہوں تو اللہ تعالی اور انبیاء وملائکہ علیہم السلام اور کتب الٰہیہ کے اسماء کاٹ کر باقی کاغذ میں پڑیا باندھنا جائز ہے، مگر پھر بھی پاؤں میں ڈالنا اور بے عزتی کسی قسم کے کاغذ کی بھی حتی کہ خالی کاغذ کی بھی جائز نہیں۔

Scanned by CamScanner

কুপন, রসিদ ও পোস্টারে আল্লাহ শব্দ বা কোরআনের আয়াত লেখা

প্রশ্ন : কুপন বা চাঁদা আদায়ের রসিদে এবং কোনো পোস্টারে আল্লাহ বা কোরআনের আয়াত লেখা জায়েয কি না?

উত্তর : আল্লাহ শব্দ বা কোরআন শরীফের আয়াতের সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক ঈমানদারের ঈমানী দায়িত্ব। এর অবমাননা কোনোমতেই জায়েয নয়। তাই এ ধরনের সম্মানসূচক শব্দ এ রকম জায়গায় লেখা, যেখানে হেফাজতের নিরাপত্তা নেই, বরং অবমাননার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে তা নাজায়েয। বর্তমানে প্রচলিত যুগে কুপন, চাঁদার রসিদ যথায়-তথায় অসম্মানজনক জায়গায় ব্যবহার হচ্ছে, তাই আল্লাহ শব্দ বা আয়াতে কোরআন ওই রকম জায়গায় লেখা থেকে বিরত থাকবে। (৩/১৭১)

📖 تبيين الحقائق (امداديه) ١/ ٥٨ : ويكره كتابة القرآن وأسماء الله تعالى على ما يفرش لما فيه من ترك التعظيم، وكذا على المحاريب والجدران لما يخاف من سقوط الكتابة، وكذا على الدراهم والدنانير،

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١٣ / ١٥ (١٨٦٩) : عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تسافروا بالقرآن، فإني لا آمن أن يناله العدو» ، قال أيوب: «فقد ناله العدو وخاصموكم به» -

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٤/ ١٣٠ : (ونهينا عن إخراج ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به كمصحف وكتب فقه وحديث وامرأة) ولو عجوزا لمداواة هو الأصح ذخيرة وأراد بالنهي ما في مسلم «لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو» (إلا في جيش يؤمن عليه) فلا كراهة -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ /٣٢٣ : ولو كتب القرآن على الحيطان والجدران بعضهم قالوا: يرجى أن يجوز، وبعضهم كرهوا ذلك مخافة السقوط تحت أقدام الناس، كذا في فتاوى قاضيخان .

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ٣/ ٥٣٥ : الجواب- دین کی اشاعت کے لئے آیات کا لکھنا اور ان کا ترجمہ کرنا اور ان کا چھاپ کرنا درست ہے، لیکن ان کا ردی میں استعمال کرنا درست نہیں، احترام کے خلاف ہے، محض ترجمہ کا بھی احترام لازم ہے۔

Scanned by CamScanner

মসজিদ-মাদরাসা ও ঘরবাড়ির ওয়ালে পোস্টার ও স্টিকার লাগানো

প্রশ্ন : আমাদের দেশে বিশেষ করে, শহরাঞ্চলের ঘরবাড়ি, অফিস-আদালত, দোকানপাট, মিল-করখানা, মসজিদ-মাদরাসা, স্কুল-কলেজ এবং বাউন্ডারি-দেয়াল ইত্যাদিতে ওয়াজ-মাহফিল এবং রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক রকমারি পোস্টার ও স্টিকার লাগানো হয়। এভাবে পোস্টার বা স্টিকার লাগানোর হুকুম কী?

উত্তর : মসজিদের ও মাদরাসার দেয়ালে পোস্টার ইশতেহার লাগানোর অনুমতি নেই। ব্যক্তিমালিকানাধীন দেয়ালে বিনা অনুমতিতে লাগানো জায়েয হবে না। অনুমতি থাকলে জায়েয হবে। সরকারি দেয়ালে লাগানোর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা না থাকলে জায়েয হবে। (৯/৬৪৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ قلت : وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة-

অন্যের দেয়ালে চিকা মারা

প্রশ্ন : বর্তমানে বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যগণ রাতে গোপনে মানুষের দেয়ালে সত্য-মিথ্যা বাক্য দেয়ালে লিখে, অর্থাৎ চিকা মারে। ইসলামী সংগঠকরা বলে, আমরা দেয়ালে লিখি ইসলামের প্রসারের জন্য। অন্যরা বলে, দেশ অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে, তাই আমাদের দিকে জনসংখ্যা বেশি ধাবিত করার জন্য দেয়াল লিখি। এভাবে লেখা জায়েয আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তির জন্য অপরের মাল তার অনুমতি ব্যতীত ব্যবহার করা জায়েয নেই। বরং তা বড় গোনাহের কাজ। তাই কোনো সংগঠন বা কোনো দলের জন্য অপরের দেয়ালে মালিকের অনুমতি ব্যতীত চিকা মারা, পোস্টার ইত্যাদি লাগানো যেকোনো উদ্দেশ্যে হোক, জায়েয হবে না। (১৩/৮৬)

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ٥ / ٥٥ (٢٨٦٥) : عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا ضرر ولا ضرار، وللرجل أن يجعل خشبة في حائط جاره، والطريق الميتاء سبعة أذرع "-

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٢٠٠ : لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه ولا ولايته إلا في مسائل مذكورة في الأشباه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٥٧ : ونقل في البحر قبله ولا يوضع الجذع على جدار المسجد وإن كان من أوقافه. اهـ قلت : وبه حكم ما يصنعه بعض جيران المسجد من وضع جذوع على جداره فإنه لا يحل ولو دفع الأجرة-

কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক

প্রশ্ন : সমাজে প্রচলিত কিছু কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুক শোনা যায়, যা মানুষকে হাসানোর জন্য বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে ওইগুলো কোনো সত্য ঘটনা নয়, মিথ্যা ও বানানো। ইদানীং মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী ও কৌতুকগুলো কিছু ইসলামী পত্রপত্রিকায়ও প্রকাশ করা হয়। যেমন–গোপাল ভাড়ের কিচ্ছা, কৌতুক ইত্যাদি। এসব কিচ্ছা-কাহিনীর হুকুম কী?

উত্তর : বাস্তববিরোধী কথা আর অবাস্তব কথা এক নয়। প্রথমোক্তকেই মিথ্যা বলা হয়, যা নাজায়েয ও হারাম। কিন্তু অবাস্তব সব কথা নাজায়েয নয়। শরীয়তবিরোধী কোনো কথা এতে থাকলে নাজায়েয হয়, অন্যথায় এতে শিক্ষণীয় কিছু থাকলে এবং শুধুমাত্র মানুষকে হাসানোর উদ্দেশ্যে না হয়ে থাকলে তা লেখাপড়াতে কোনো আপত্তি নেই (৯/৭৮৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٢ : لا بأس بالمزاح بعد أن لا يتكلم الإنسان فيه بكلام يأثم به أو يقصد به إضحاك جلسائه كذا في الظهيرية.

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) ٨/ ٦١٩ : قال: وإباحة الدعابة ما لم يكن إثما؟ قلت: بل استحبابه إذا كان تطييبا ومطايبة-

📖 مسند أحمد (مؤسسة الرسالة) ١٧/ ٤٣١ : عن أبي سعيد الخدري، يرفعه قال: " إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يريد بها بأسا إلا ليضحك بها القوم، وإنه ليقع منها أبعد من السماء "-

📖 امداد الاحكام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۱۰ : ووجه الجواز عدم تعلق الحرمة به بل مبناه على نية من طالعه فمن طالعه لغرض حسن

Scanned by CamScanner

مثلا تعلم الأدب ونحوه فلا بأس كالمقامات الحريرية وكليلة ودمنه، وألف ليلة، ومن طالعه لتهيج الشهوة وتعلل القلب به فلا يجوز.

ছেড়ে দেওয়া গৃহপালিত পশু অন্যের কিছু খেয়ে ফেললে ওই জন্তুর হুকুম

প্রশ্ন : হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী ছেড়ে দিলে অন্যের বাড়িতে কিছু খেলে ওই সব প্রাণীর গোশত খাওয়া প্রাণীর মালিকের জন্য জায়েয হবে কি না?

উত্তর : হাঁস, মুরগি, কবুতর ইত্যাদি গৃহপালিত প্রাণী ছেড়ে দেওয়ার কারণে অন্যের বাড়িতে কিছু খেলে মালিকের জন্য ওই সমস্ত প্রাণীর গোশত হারাম হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত অন্যের ক্ষেতে ছেড়ে দিলে গোনাহগার হবে এবং মালিক তার ক্ষতিপূরণ নিতে পারে। (৯/৭৯৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٥/ ٤٠ : ولا يكره أكل الدجاج المخلي وإن كان يتناول النجاسة؛ لأنه لا يغلب عليه أكل النجاسة بل يخلطها بغيرها وهو الحب فيأكل ذا وذا، وقيل إنما لا يكره؛ لأنه لا ينتن كما ينتن الإبل والحكم متعلق بالنتن؛ ولهذا قال أصحابنا في جدي ارتضع بلبن خنزير حتى كبر: إنه لا يكره أكله؛ لأن لحمه لا يتغير ولا ينتن-

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٩/ ٣٩٨ : سوال- جس بکری کو مالک دن میں غیر کی زراعت میں چھوڑ دیتا ہے اس کو غیر کی زراعت سے نہیں روکتا اور اس کی اکثر غذا غیر کی زراعت ہے ایسی بکری کا گوشت کھانا کیسا ہے؟ حلال ہے یا حرام اور اس کا یہ فعل کیسا ہے؟

الجواب- یہ فعل گناہ ہے اور بکری کا گوشت حلال ہے۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ٣/ ٦٥٢ : الجواب- فی الهندية ٦/ ٥٠ وإن كانت في ملك غير صاحب الدابة، فإن دخلت في ملك الغير من غير إدخال صاحبها بأن كانت منفلتة، فلا ضمان على صاحبها، وإن دخلت بإدخال صاحبها، فصاحب الدابة ضامن في الوجوه كلها سواء كانت، واقفة أو سائرة. وسواء كان صاحبها معها يسوقها أو يقودها أو كان راكبا عليها أو لم يكن معها هكذا في الذخيرة . اس سے معلوم ہوا کہ اگر بکری وغیرہ کسی کھیت وغیرہ میں خود جا کر نقصان

Scanned by CamScanner

کرے تو مالک پر تاوان نہیں اور اگر مالک خود کھیت میں چھوڑ دے تو کھیت والا اس سے
تاوان لے سکتا ہے۔

সকালে ঘুমানোর হুকুম

প্রশ্ন : সকালে ঘুমানো কি মাকরূহ? মাকরূহ হলে তা সূর্যোদয়ের পূর্বে না পরে? পরে হলে তার সময়সীমা কতটুকু? রমাজানে সকালে ঘুমের কী হুকুম?

উত্তর : সুবহে সাদেক থেকে ইশরাকের সময় পর্যন্ত ঘুমানো মাকরূহ তথা অনুচিত। তবে রাত্র জাগরণের কারণে ঘুমের চাপ হলে ঘুমানোতে কোনো আপত্তি নেই। রমাজানের ঘুমও এ পর্যায়ে পড়ে। (৯/৮১৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٣٨١ : ويكره النوم قبل العشاء والكلام المباح بعدها وبعد طلوع الفجر إلى أدائه، ثم لا بأس بمشيه لحاجته، وقيل يكره إلى طلوع ذكاء، وقيل إلى ارتفاعها فيض.

📖 نفع المفتى والسائل ١/ ٢٧٠ : فى السراجية أن النوم فى أول النهار وما بين العشاء يكره.

অমুসলিম হোটেলে কর্মরত ব্যক্তির হাদিয়া গ্রহণ

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি বিদেশে খ্রিস্টান হোটেলে চাকরি করে। এটাই স্বাভাবিক যে সেখানে শরয়ী দৃষ্টিকোণে অনেক অবৈধ খাবার পরিবেশন করা হয়। উক্ত ব্যক্তি তার কোনো আত্মীয়স্বজনকে বেতন থেকে ছয় হাজার টাকা হাদিয়া দিল। আত্মীয় সাহেবে নিসাব এবং এ ছয় হাজার টাকাসহ সর্বমোট ৩৬ হাজার টাকার ওপর বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এখন জানার বিষয় হলো,

ক) বিদেশে এ ধরনের হোটেলে চাকরি করা এবং পারিশ্রমিক অর্জন করা প্রথম ব্যক্তির জন্য বৈধ বা হালাল কি না?

খ) দ্বিতীয় ব্যক্তি ওই টাকার মালিক হয়েছে কি না? ওই টাকা নিজ কাজে ব্যবহার করতে পারবে কি না? নাকি সমুদয় টাকা গরিবদের মাঝে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া বিলিয়ে দিতে হবে?

গ) ওই ছয় হাজার টাকার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কি না? ওয়াজিব হলে ওই ছয় হাজার টাকা থেকেই যাকাত আদায় হবে কি না?

ঘ) বাকি ৩০ হাজার টাকার যাকাত ওই ৬ হাজার দ্বারা আদায় করা যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নাজায়েয কর্মকাণ্ড হয় এমন হোটেলে চাকরি করা নাজায়েয, তা বিদেশে হোক বা দেশে। মুসলিমের নিকট হোক বা অমুসলিমের নিকট, ওই রূপ চাকরি করে উপার্জিত অর্থ হালাল হয় না। হারাম টাকা ব্যবহার করা বা দান করা যাবে না, মালিককে ফেরত দিতে হবে। তা অসম্ভব হলে সাওয়াবের নিয়্যাত ছাড়া গরিবকে দিয়ে দিতে হবে। তার ওপর যাকাতও আসে না তবে মালিকের নিকট বৈধ আয়ের কোনো উৎস থাকলে অথবা চাকরিজীবী বৈধ খানাও পরিবেশন করে থাকলে তখন মজুরি বাবদ প্রাপ্ত অর্থ অবৈধ হয় না। এ হিসেবে হাদিয়া দাতার পক্ষ থেকে স্পষ্ট বিবরণ না পাওয়া পর্যন্ত তার প্রদত্ত টাকাকে হারাম বলা যাবে না বিধায় তা নিজেও ব্যবহার করতে পারবে এবং সাওয়াবের নিয়্যাতে গরিবকেও দিতে পারবে এর ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে এবং ওই টাকা দ্বারা যাকাত আদায় করাও সহীহ হবে। (৯/৯৮৪)

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ١۵/ ٣٣٢ : الجواب- جس کی آمدنی خالص حرام کی ہو، اور وہ تنخواہ بھی اسی حرام آمدنی سے دیتا ہو، تو ایسے شخص کے یہاں ملازمت کرنا جائز نہیں ہے، اور جو تنخواہ ملے وہ بھی حلال نہیں، لہذا جس شخص کا شراب خانہ ہے اگر اس کی آمدنی کا ذریعہ صرف یہی شراب خانہ ہے اور اسی آمدنی سے وہ تنخواہ دیتا ہے، تو یہ ملازمت بھی ناجائز ہے، اور جو آمدنی ہوگی وہ بھی حلال نہ ہوگی، نیز اس میں تعاون علی المعصیۃ بھی ہے اور قرآن میں ہے. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان— الآیۃ- اس لئے یہ ملازمت قابل ترک ہے-

রোবটের সাথে যৌন মিলন

প্রশ্ন : বর্তমান যুগে একটি রোবট তৈরি হয়েছে, যা মহিলার সাদৃশ্য। সে রোবট দ্বারা যেকোনো ধরনের কার্যসম্পাদন করা যায়, যেমন মানুষ করে। এমনকি তার সাথে সহবাস করা যায়। কিন্তু তাতে সন্তান ধারণক্ষমতা নেই। প্রশ্ন হলো, মহিলা সাদৃশ্য রোবট দিয়ে উপকৃত হওয়া জায়েয হবে কি না? এবং করলে যিনার আওতায় পড়বে কি না?

উত্তর : বীর্য ও কামভাব আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এক বড় নিয়ামত ও আমানত। এ নিয়ামত ভোগ করার নিয়ম-নীতি স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। এ আমানত ব্যবহারের স্থান-কাল, নিয়ম-নীতি তাঁর পক্ষ থেকেই নির্দিষ্ট। এ নীতি ও বিধান অমান্য করাকে জঘন্যতম অপরাধ ও মহাপাপ বলে স্পষ্ট ঘোষণা করেছেন। এ নিয়ামত ভোগ করার একটিমাত্র পথ হলো বিবাহ। একজনের দ্বারা কামনা পুরা না হলে চারজন পর্যন্ত রাখার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ পাকের নির্দেশিত বিবাহের নিয়ম অনুসরণ না করে অন্য যেকোনো পন্থায় কামনা পুরা করা বীর্যপাত ঘটানো জঘন্যতম

Scanned by CamScanner

অপরাধ ও মহাপাপ। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত রোবট ব্যবহার করা উল্লিখিত কারণসহ আরো অনেক কারণে হারাম। এটি যিনা না হলেও যিনার মতো মারাত্মক গোনাহ এবং মানবতাবিধ্বংসী একটি ষড়যন্ত্র ও অপকৌশল। (৮/৩০৬)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣٩٩/٢ : ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى {والذين هم لفروجهم حافظون} [المؤمنون: ٥] الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اهـ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي والله سبحانه أعلم.

জ্যোতিষী পেশা ও জ্যোতিষীর অধীনে চাকরি করা

প্রশ্ন : জনৈক আলেম এক জ্যোতিষীর কর্মচারী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করে। জ্যোতির্বিদ্যা সে জানে না। মালিকের সহায়ক হিসেবে থাকে। উক্ত চেম্বারে তাসবিহ, যিকির ও মুনাজাতের সিলসিলাও যথাযথভাবে পালন করা হয়। জানার বিষয় হলো, জ্যোতিষী পেশার শরয়ী হুকুম কী? সেখানে চাকরি করে ভাতা গ্রহণ ও পারিবারিক ব্যয় নির্বাহ, মাতা-পিতা, ভাই-বোনের জন্য বৈধ হবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যেসব পেশা মানুষকে ভ্রান্ত আকীদার পথপ্রদর্শন করে সেসব পেশা এবং তা দ্বারা উপার্জিত আয়–সবই হারাম এবং নাজায়েয। জ্যোতিষী পেশাও এ ধরনের ভ্রান্ত আকীদার পথ সুগম করে বিধায় হারামের অন্তর্ভুক্ত। তাই জ্যোতিষী পেশা অবলম্বন করা এবং তার সহায়ক হওয়া কোনোটাই জায়েয নেই।
অতএব প্রশ্নে বর্ণিত আলেমের জন্য জ্যোতিষী পেশায় সহায়ক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করা মারাত্মক অন্যায় ও গর্হিত কাজ। তা দ্বারা উপার্জিত আয় নিজ ও আত্মীয় কারো জন্য হালাল হবে না। অতএব অনতিবিলম্বে উক্ত কাজ পরিত্যাগ করে হালাল রোজগার অন্বেষণ করা ঈমানী দায়িত্ব। (৮/৪৬৪)

📖 صحيح مسلم (٢٢٣٠) : عن صفية، عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من أتى عرافا فسأله عن شيء، لم تقبل له صلاة أربعين ليلة» -

📖 صحيح البخاري (٢٢٣٧) : عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن» -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/١ : وحراما، وهو علم الفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين والسحر والكهانة۔

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٥٢٧/٢ : وفي البزازية وتعلم علم النجوم لمعرفة القبلة وأوقات الصلاة لا بأس به والزيادة حرام .

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۵ /۳۹۷ : چونکہ اس پر مفاسد اعتقادیہ و عملیہ مرتب ہوتے ہیں لہذا حرام ہے اور بعض اوقات مفضی بکفر ہے، اور ایسی کمائی بھی حرام ہے۔

টাকা দিয়ে মাস্তান-প্রভাবশালী লোকের মাধ্যমে নিজের হক উসূল করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে এরূপ মাতব্বর বা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মাস্তান আছে, যদি দুই ব্যক্তির মাঝে কোনো বস্তু নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ বা কোনো সমস্যা হয় তাহলে তারা তাদের মাঝে মীমাংসা করে দিয়ে কোনো এক পক্ষ থেকে টাকা নেয়। যেমন–কোনো একজন জনৈক ব্যক্তির জমির অবৈধভাবে দখল করে নিয়েছে। সে নিজ জমি ওই ব্যক্তির কাছ থেকে দখলে নিতে পারছে না। ফলে সে তার এলাকার মাতব্বর অথবা প্রভাবশালী ব্যক্তি বা কোনো মাস্তানের নিকট আশ্রয় নেয়। আর তারা নিজ শক্তি প্রয়োগ করে ওই ব্যক্তির জমি আদায় করে দেয় এবং তার কাছ থেকে কিছু টাকা নেয়।
উল্লিখিত সুরতে একজন জালেম, অপরজন মজলুম। প্রশ্ন হলো, যদি কোনো মজলুম ব্যক্তি নিজ প্রাপ্য আদায়ের লক্ষ্যে কোনো প্রভাবশালী বা মাস্তানদের আশ্রয় নেয় এবং তারা তার প্রাপ্যও আদায় করে দেয়। এতে তারা টাকা নেয় এবং সেও তাদের কিছু টাকা দেয়, এটি শরীয়তে বৈধ কি না? এবং প্রভাবশালী ব্যক্তি বা মাস্তানদের ওই টাকা নেওয়া শরীয়তের বিধান ও নীতি অনুসারে তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে বিবেচিত হবে কি না?

উত্তর : সমাজের সর্বস্তরের লোকের বিশেষ করে সমাজপতিদের সমাজের মজলুম ও অসহায় ব্যক্তিদের সাহায্যে এগিয়ে আসা মানবিক দৃষ্টিকোণে জরুরি। বিশেষ করে জালেম ব্যক্তির দখল থেকে মজলুম ব্যক্তির বৈধ হক উদ্ধারের চেষ্টা করা ও সমাজপতিদের নৈতিক দায়িত্ব। এ ধরনের দায়িত্ব আদায়ে কোনো বিনিময় গ্রহণ না করাটাই বাঞ্ছনীয়। এতদসত্ত্বেও যদি অবৈধ দখলমুক্তকারী ব্যক্তি মজলুম ব্যক্তির সম্মতিতে সুনির্দিষ্ট পারিশ্রমিক নিতে চায় তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে তা নেওয়া জায়েয হবে। (৮/৫৫২)

📖 صحيح البخاری (دار الحديث) ٢/ ١٧٤ (٢٤٤٢) : عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخبره: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في

Scanned by CamScanner

حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة، فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» -

📖 امدادالمفتين (دار الاشاعت) ص۷۱۷ : دلال کی اجرت کام اور محنت کے موافق لینا اور دینا جائز ہے، بشرطیکہ ظاہر کرکے رضا سے لیا جاوے اور جو خفیہ طرفین سے لیا جاتا ہے وہ جائز نہیں۔

📖 تالیفات رشیدیہ (زکریا) ص۴۲۹ : اگر مباح میں سعی کی اور کچھ لیا بشرطیکہ کسی وجہ سے ساعی کے ذمہ پر واجب نہ ہووے تو درست ہے اور رشوت نہیں ہے۔ سعى له عند السلطان وأتم أمره لا بأس بقبول هديته بعده وقبله بطلبه سحت وبدونه مختلف فيه ومشايخنا على أنه لا بأس به -

চাকরির জন্য ক্ষমতাশীল ব্যক্তি দ্বারা সুপারিশ করানো

প্রশ্ন : ক্ষমতাবান কোনো ব্যক্তির দ্বারা আমার নিজের চাকরির জন্য সরকারি বা ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠানে সুপারিশ করানো যাবে কি না?

উত্তর : মেধা ও যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও চাকরির ব্যবস্থা করা সম্ভব না হলে অন্য কোনো ক্ষমতাবান ব্যক্তির দ্বারা যদি সুপারিশ বিনিময় ও চুক্তিভিত্তিক না হয় এবং এর দ্বারা উক্ত ক্ষমতাবান ব্যক্তির প্রভাব খাটানো উদ্দেশ্য না হয় এবং অন্যের হকও বিনষ্ট না হয় জায়েয হবে। (৮/৬৯০)

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۲/ ۴۹۷ : جائز شفاعت وسفارش کے لئے ایک تو یہ شرط ہے کہ جس کی سفارش کی جائے اس کا مطالبہ حق اور جائز ہو، دوسرے یہ کہ وہ اپنے مطالبہ کو بوجہ کمزوری خود بڑے لوگوں تک نہیں پہنچا سکتا، آپ پہنچادیں، اس سے معلوم ہوا کہ خلاف حق سفارش کرنا یا دوسروں کو اس کے قبول پر مجبور کرنا شفاعت سیئہ یعنی بری سفارش ہے، اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ سفارش میں اپنے تعلق یا وجاہت سے طریقہ دباؤ اور اجبار کا استعمال کیا جائے تو وہ بھی ظلم ہونے کی وجہ سے جائز نہیں اسی لئے وہ بھی شفاعت سیئہ میں داخل ہے.... جو شخص کسی شخص کے جائز حق اور جائز کام کے لئے جائز طریقہ پر سفارش کرے تو اس کو ثواب کا حصہ ملے گا، اور اسی طرح جو کسی ناجائز کام کے لئے یا ناجائز طریقہ پر سفارش کرے گا اس کو عذاب کا حصہ ملے گا۔

Scanned by CamScanner

টাকার বিনিময়ে বদলি পরীক্ষা ও টাকার হুকুম

প্রশ্ন : আমি অভাবের তাড়নায় এক ছেলের বদলি পরীক্ষা দিয়েছিলাম। উক্ত টাকা দ্বারা স্থায়ীভাবে সংসারের কিছু কাজ করেছি, যার ফল ভোগ এখনো করছি। উক্ত বদলি পরীক্ষার টাকা আমার জন্য অবৈধ হয়েছে কি না? যদি হয় তাহলে তা থেকে মুক্তির উপায় কী?

উত্তর : বদলি পরীক্ষা দিলে মিথ্যা ও প্রতারণার মত জঘন্যতম অপরাধ হয়। তাই স্বীয় কৃতকর্মের ওপর অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে না করার অঙ্গীকার নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি তাওবা করে নেওয়া জরুরি। তবে শ্রমের বিনিময়ে পরস্পর সম্মতিতে যে টাকা অর্জন করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ অবৈধ বলা যায় না, বিধায় এর মাধ্যমে যে সম্পদ লাভ হয়েছে তা ভোগ করা বৈধ। (৮/৯১৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ١٩ : ومهر البغي في الحديث هو أن يؤاجر أمته على الزنا وما أخذه من المهر فهو حرام عندهما، وعند الإمام إن أخذه بغير عقد بأن زنى بأمته، ثم أعطاها شيئا فهو حرام؛ لأنه أخذه بغير حق وإن استأجرها ليزني بها، ثم أعطاها مهرها أو ما شرط لها لا بأس بأخذه؛ لأنه في إجارة فاسدة فيطيب له وإن كان السبب حراما.

📖 جدید فقہی مسائل (زمزم) ١/ ٣٣ : افسوس کہ فریب کاری اس درجہ کو آپہنچی ہے کہ آج تعلیمی اسناد کی بھی خرید فروخت ہوتی ہے اور جعلی سرٹیفکٹ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے اگر کوئی شخص ایسی سرٹیفکٹ کی بنیاد پر ملازمت حاصل کرلے تو گو اس کی یہ جعل سازی گناہ کبیرہ ہے اور وہ جھوٹ اور دھوکہ دہی کے دوہرے گناہ کا مرتکب ہے مگر اس کی کمائی ہوئی آمدنی حلال وجائز ہے کہ یہ اس کی محنت کی اجرت ہے ایسا ممکن ہے کہ ذریعہ جائزنہ ہو اور کمائی جائز ہو اس سلسلہ میں فقہ کا یہ جزئیہ قابل لحاظ ہے۔

নকল করে পাস করে সেই সার্টিফিকেটে চাকরি করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশের স্কুল-কলেজ, আলিয়া মাদরাসাসহ প্রায় সব বোর্ড পরীক্ষায় অহরহ নকল চলছে। নকল করে পাসকৃত সার্টিফিকেট দ্বারা চাকরি করে টাকা উপার্জন করলে ওই টাকা হালাল হবে কি না?

উত্তর : মিথ্যা বলা ও মিথ্যার আশ্রয় নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে বড়ই গর্হিত কাজ। মিথ্যুক আল্লাহ এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অভিশপ্ত। নিজ

Scanned by CamScanner

অযোগ্যতাবশত নকলের মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়ে প্রতারণা করে সার্টিফিকেট অর্জন করা মিথ্যার নামান্তর। চুরি এবং আমানতের খিয়ানত, যা জঘন্যতম অপরাধ এবং মস্তবড় গোনাহ হিসেবে পরিগণিত। যদি কর্তৃপক্ষ জ্ঞাতাবস্থায় মিথ্যা সার্টিফিকেট প্রদান করে থাকে তাহলে তারাও ওই অপরাধে অপরাধী। তবে উক্ত সার্টিফিকেট দ্বারা নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তির যোগ্যতা থাকার শর্তে তার জন্য উপার্জিত অর্থ হালাল হলেও তার ওপর মিথ্যা, ধোঁকা ও খিয়ানতের গোনাহ হবে। এর জন্য তাওবা করে নেওয়া জরুরি হবে। যদি সেই কাজের যোগ্যতা না থাকে তাহলে তার জন্য ওই উপার্জিত টাকা হালাল হবে না। বরং তা প্রতারণামূলক উপার্জিত টাকার নামান্তর বলে পরিগণিত হবে। (৭/৮১)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۲۲ : الجواب-امتحان میں ایک دوسرے سے پوچھنا یا لکھے ہوئے کاغذ یا کتاب چھپا کر ساتھ لیجانا اور اس سے دیکھ کر سوالات کا جواب لکھنا وجوہ ذیل کی بناء پر ناجائز اور حرام ہے:

(۱) اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے جو ناجائز ہے

(۲) ممتحن کو دھوکا دیا جاتا ہے اس لئے کہ ممتحن تو یہی سمجھے گا کہ یہ جواب طالب علم نے خود اپنی یادداشت سے لکھا ہے،

(۳) یہ ظاہر کرنا کہ یہ جواب لکھنے والے نے خود اپنی قابلیت سے لکھا ہے جھوٹ ہے

(۴) اس قسم کے امتحان سے نالائق شخص اپنی لیاقت ظاہر کر کے مختلف محکموں میں ایسے کام پر لگے گا جس کی اس میں صلاحیت نہیں جس میں ملک وملت کا سخت نقصان ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۱۷۱ : الجواب-جس منصب پر اسے مقرر کیا گیا ہے اگر وہ اس کام کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی پوری دیانتداری سے کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے-البتہ وہ جھوٹ اور غلط کاری کا مرتکب ہے اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں یا اہل ہے مگر کام دیانتداری سے نہیں کرتا تو کمائی حلال نہیں۔

পরীক্ষার হলে সাহায্য করা/নেওয়া

প্রশ্ন : পরীক্ষার হলে একজন আরেকজনকে কিছু বলে দেওয়া অথবা নকল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে এগুলো কি কোনো গোনাহের কাজ হবে? কোনো একটি ছেলে সব লিখে ফেলেছে; কিন্তু একটা শব্দের জন্য আটকে গেছে অথবা কিছুই পারে না। এই অবস্থায় তার জন্য কী করণীয়?

আমি শুনেছি, পরীক্ষার হলে কথা বলা কবীরা গোনাহ, যা তাওবা ব্যতীত মাফ হয় না। এটা সত্য কি না? আমিও মাঝে মাঝে হলের মধ্যে দুই-এক শব্দ জিজ্ঞেস করতাম, কিন্তু কবীরা গোনাহ শুনে বন্ধ করে দিয়েছি। আরো আশ্চর্য কথা হলো, পুরা রাত-দিন কিতাব

Scanned by CamScanner

মুতালাআ করেছি পরীক্ষার মধ্যে একটাও পড়ার মধ্যে থেকে আসেনি। এমতাবস্থায় জিজ্ঞেস করে লেখা ঠিক আছে কি না?

উত্তর : পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো, যোগ্যতার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং নকল কিংবা জিজ্ঞেস করে পরীক্ষা দেওয়া আমানত পরিপন্থী বিধায় খিয়ানতের গোনাহ নিশ্চিত। পরীক্ষার হলে এমন কোনো কর্মকাণ্ড, যা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত হয়, পরীক্ষায় পাস না করার আশঙ্কা হলেও তা করার অনুমতি নেই। (৯/৮৪)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۲۲ : الجواب-امتحان میں ایک دوسرے سے پوچھنا یا لکھے ہوئے کاغذ یا کتاب چھپا کر ساتھ لیجانا اور اس سے دیکھ کر سوالات کا جواب لکھنا وجوہ ذیل کی بناء پر ناجائز اور حرام ہے:

(۱) اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے جو ناجائز ہے

(۲) ممتحن کو دھوکا دیا جاتا ہے اس لئے کہ ممتحن تو یہی سمجھے گا کہ یہ جواب طالب علم نے خود اپنی یادداشت سے لکھا ہے،

(۳) یہ ظاہر کرنا کہ یہ جواب لکھنے والے نے خود اپنی قابلیت سے لکھا ہے جھوٹ ہے

(۴) اس قسم کے امتحان سے نالائق شخص اپنی لیاقت ظاہر کر کے مختلف محکموں میں ایسے کام پر لگے گا جس کی اس میں صلاحیت نہیں جس میں ملک وملت کا سخت نقصان ہے۔

নকল করে পাস করা সার্টিফিকেট দিয়ে চাকরি করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি নকল করে পরীক্ষায় পাস করল এবং সার্টিফিকেট অর্জন করল। ওই সার্টিফিকেটের যোগ্যতা দ্বারা চাকরি নিল এবং অর্থ উপার্জন করল–এ অর্থ উপার্জন তার জন্য হালাল হবে, না হারাম?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ব্যক্তি যদি চাকরিতে তার ওপর অর্পিত দায়িত্ব সম্পাদন করার যোগ্যতা রাখে এবং ঠিকমতো দায়িত্ব পালনে সম্মত হয় তবে তার উপার্জিত অর্থ তার জন্য হালাল হবে, যদিও নকল করে পরীক্ষা দিয়ে পাস করার গোনাহ ভিন্ন হবে। কারণ বিনিময় যোগ্যতার ভিত্তিতে হওয়াই শরীয়তের বিধান। (১৭/২৯/৬৯১৩)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۲۲۲ : الجواب-امتحان میں ایک دوسرے سے پوچھنا یا لکھے ہوئے کاغذ یا کتاب چھپا کر ساتھ لیجانا اور اس سے دیکھ کر سوالات کا جواب لکھنا وجوہ ذیل کی بناء پر ناجائز اور حرام ہے:

Scanned by CamScanner

(۱) اس میں قانون کی خلاف ورزی ہے جو ناجائز ہے

(۲) ممتحن کو دھوکا دیا جاتا ہے اس لئے کہ ممتحن تو یہی سمجھے گا کہ یہ جواب طالب علم نے خود اپنی یادداشت سے لکھا ہے،

(۳) یہ ظاہر کرنا کہ یہ جواب لکھنے والے نے خود اپنی قابلیت سے لکھا ہے جھوٹ ہے

(۴) اس قسم کے امتحان سے نالائق شخص اپنی لیاقت ظاہر کر کے مختلف محکموں میں ایسے کام پر لگے گا جس کی اس میں صلاحیت نہیں جس میں ملک وملت کا سخت نقصان ہے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۱۶۱ : الجواب۔ جس منصب پر اسے مقرر کیا گیا ہے اگر وہ اس کام کی پوری صلاحیت رکھتا ہے اور کام بھی پوری دیانتداری سے کرتا ہے تو اس کی کمائی حلال ہے۔ البتہ وہ جھوٹ اور غلط کاری کا مرتکب ہے اور اگر وہ اس کام کا اہل نہیں یا اہل ہے مگر کام دیانتداری سے نہیں کرتا تو کمائی حلال نہیں۔

প্রতিষ্ঠানের নিয়ম মানা এবং তদবির করে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ও ডিগ্রি লাভ করা

প্রশ্ন : ১. স্কুল-কলেজের নিয়ম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অমান্য করা কী ধরনের অপরাধ?

২. জেনেশুনেই তো মানুষকে এসব বিষয় অমান্য করতে দেখা যায়। যেমন—নকল করে মেট্রিক-ইন্টার মিডিয়েট পাস করা। কেউবা বড় নেতার সুপারিশে চাকরি নেয়। আবার আমাদের মেডিক্যালে নিয়ম আছে যে ৭৫% ক্লাসে উপস্থিত না থাকলে ফাইনাল পরীক্ষার অনুমতি দেওয়া হয় না। আজকাল অনেকেই অনুপস্থিত থেকে শিক্ষকদের মাধ্যমে বিনা তদবিরে বা তদবিরে সবাই ফাইনালে অংশগ্রহণ করে।

জানার বিষয় হলো, জেনেশুনে এরূপ কাজের মাধ্যমে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডিগ্রির সাহায্যে সে সারা জীবন যা উপার্জন করে এগুলো কি বৈধ হবে?

উত্তর : ১. যেকোনো প্রতিষ্ঠানের শৃঙ্খলা রক্ষার্থে এবং উন্নতমানের শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক যেসব নিয়ম-কানুন বা শর্তাবলি মানতে বাধ্য করে তা যদি শরীয়ত পরিপন্থী না হয় তাহলে তা মেনে চলা অবশ্যই জরুরি। অমান্য করলে কর্তৃপক্ষই অপরাধের মান নির্ণয় করার অধিকার রাখে। (৬/২৫৯/ ১১৭৫)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٤/ ٣٦٥ (٧١٤٤) : عن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «السمع

Scanned by CamScanner

والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة» -

📖 اسلامی عدالت ص ۲۵۳ : سمع وطاعت مسلمان پر ضروری ہے چاہے وہ پسند کرے یا اسے ناگوار ہو جب تک اسے کسی معصیت کا حکم نہ دیا گیا ہو، جب معصیت کا حکم دیا جائے، تو سمع وطاعت نہیں۔

২. অনুপযুক্তকে উপযুক্ত হওয়ার সার্টিফিকেট প্রদান করা মিথ্যা সাক্ষ্যর অন্তর্ভুক্ত, যা শরীয়তের দৃষ্টিতে জঘন্য অপরাধ। তাই প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ যদি এ কথার সিদ্ধান্ত বা ঘোষণা দিয়ে থাকে যে ফাইনাল পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য টেস্ট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া পূর্বশর্ত, তাহলে পরীক্ষা না দিয়ে শিক্ষকদের থেকে লিখে নেওয়াতে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ে গোনাহগার হবে। তবে প্রাপ্ত ডিগ্রির মাধ্যমে উপার্জিত টাকা তার জন্য অবৈধ হবে না।

📖 استاد اور شاگرد کے حقوق، تھانویؒ ص ۹۲ : ہر شخص مقتدا بننے کے لائق نہیں ہوتا بعض نالائق بھی ہوتے ہیں ایسوں کے فارغ التحصیل بتا کر مقتدا بنا دینا خیانت ہے... خلاصہ یہ کہ یہ شخص آج سے مقتدائے دین ہے جب اس کی حقیقت یہ ہے تو جو شرائط شہادت کے ہیں وہ اس میں بھی ہونا واجب ہے اور شہادت کی بڑی شرط یہ ہے کہ شاہد کو اس امر کا پورا علم اور یقین ہو جس کی شہادت دے رہا ہے وہ صحیح ہے تاکہ اس کو جھوٹ کا گناہ اور دوسروں کو دھوکا دینے کا گناہ نہ ہو اور کسی کو اس سے ضرر نہ پہونچے۔

রূহ, কলব, নফস

প্রশ্ন : কোরআন-হাদীসে রূহ, কলব ও নফসের বর্ণনা রয়েছে এবং এগুলোর বিভিন্ন স্তরের কথাও রয়েছে। বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের অনেক শিক্ষিত দাবিদার জড়বাদীরা এগুলোর ওপর বিভিন্ন প্রশ্ন করে এবং সহজে বিশ্বাস করতে চায় না। আমাদের কাছে এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা না থাকার কারণে তাদের বিভিন্ন প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারি না। তাই আপনাদের খিদমতে এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে আবেদন করছি।

উত্তর : রূহ (প্রাণ), কলব (হৃদয়), নফস (মন) সম্পর্কে কোরআনে কারীমে ও হাদীসে এবং আধ্যাত্মিক জগতের মহামনীষীদের বিভিন্ন কিতাবে বিশদ বিবরণ দেওয়া হয়েছে এবং এগুলোর বিভিন্ন স্তরের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–আপনি নিজেই তা প্রশ্নপত্রে ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুতরাং উপরোক্ত বিষয়গুলোর বিস্তারিত বর্ণনা শুধুমাত্র লেখনীর মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব নয়। বরং এ বিষয়ের কিতাবাদি অধ্যয়নের সাথে সাথে

Scanned by CamScanner

তার বাস্তবতা অভিজ্ঞ কোনো হক্কানি আলেমের সান্নিধ্যে এসে ক্রমান্বয়ে জানতে হবে। (৭/৪৩)

📖 سورة الإسراء الأية ٨٥ : ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾

📖 تفسير الطبرى (مؤسسة الرسالة) ١٧/ ٥٤٤ : وأما قوله (مِنْ أَمْرِ رَبِّي) فإنه يعني: أنه من الأمر الذي يعلمه الله عزّ وجلّ دونكم، فلا تعلمونه ويعلم ما هو.

📖 تفسير روح البيان (دار الفكر) ١٩٧/٥ : قال فى الكواشي اختلفوا فى الروح وماهيته ولم يأت أحد منهم على دعواه بدليل قطعى غير انه شىء بمفارقته يموت الإنسان وبملازمته له يبقى انتهى يقول الفقير الروح سلطانى وحيوانى والاول من عالم الأمر ويقال له المفارق ايضا لمفارقته عن البدن وتعلقه به تعلق التدبير والتصرف وهو لا يفنى بخراب هذا البدن وانما يفنى تصرفه فى أعضاء البدن ومحل تعينه هو القلب الصنوبري والقلب من عالم الملكوت والثاني من عالم الخلق ويقال له القلب والعقل والنفس ايضا وهو سار فى جميع أعضاء البدن.

📖 فيه أيضا ١٩٨/٥ : انما هو لتعريف الروح معناه انه من عالم الأمر والبقاء لا من عالم الخلق والفناء، وانه ليس للاستبهام كما ظن جماعة ان الله تعالى أبهم علم الروح على الخلق واستأثره لنفسه حتى قالوا ان النبي عليه السلام لم يكن عالما به جل منصب حبيب الله عن ان يكون جاهلا بالروح مع أنه عالم بالله وقد من الله عليه بقوله وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً.

📖 وفيه أيضا ١٩٩/٥ : واعلم أن الروح الإنساني وهو أول شىء تعلقت به القدرة جوهرة نورانية ولطيفة ربانية من عالم الأمر وعالم الأمر هو الملكوت الذي خلق من لا شىء وعالم الخلق هو الملك الذي خلق من شىء.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٥/ ٥٢٤ : اور یہ لوگ آپ سے (امتحانا) روح (کی حقیقت) کو پوچھتے ہیں آپ (جواب میں) فرمادیجئے کہ روح (کے متعلق بس اتنا اجمالا سمجھ لو کہ وہ ایک چیز ہے جو) میرے رب کے حکم سے بنی ہے ... اور روح کی حقیقت

Scanned by CamScanner

کامعلوم کرنا کوئی ضرورت کی چیز نہیں اور نہ اس کی حقیقت عام طور پر سمجھ میں آسکتی ہے
اس لئے قرآن اس کی حقیقت کو بیان نہیں کرتا۔

আরবদের সিগারেটখোর বলা

প্রশ্ন : জুমু'আর নামাযে ওয়াজের মধ্যে ইমাম সাহেব আরবদের সম্বন্ধে উক্তি করেন যে আযানের সময় সৌদি আরবের লোকজন দরজা বন্ধ করে সিগারেট খায়। এরূপ উক্তি করা জায়েয বা উচিত কি না?

উত্তর : আরববাসী ও আরবী ভাষা সকল মুসলমানের শ্রদ্ধার পাত্র। এদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা ঈমানের আলামত। তবে আরববাসীরাও মানুষ, গোনাহ ও অপরাধের মোটেই উর্ধ্বে নয়। তাই তাদের কেউ দরজা বন্ধ করে সিগারেট পান করতে পারে, এটা অসম্ভব কিছু নয়। ইমাম সাহেব যেভাবে সকল আরবকে ঢালাওভাবে কটূক্তি করেছেন তা মোটেই ঠিক হয়নি। এসব কাজ পরিহার করা সকল ঈমানদারের জন্য আবশ্যক। (৭/৬৩)

📖 صحيح البخاري (دار الحديث) ٣/ ٣٧٧ (٥١٤٣) : عن الأعرج، قال: قال أبو هريرة: يأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا، ولا تحسسوا، ولا تباغضوا، وكونوا إخوانا.

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٢٩٧ (٣٩٣٢) : عن عبد الله بن عمر، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة، ويقول: «ما أطيبك وأطيب ريحك، ما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده، لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله، ودمه، وأن نظن به إلا خيرا» -

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ٢٩٠ (٢٣١٧) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه».

Scanned by CamScanner

অবাধ্য সন্তানকে ত্যাজ্য করা

প্রশ্ন : আমার এক ছেলে অবাধ্য। তাকে আমি নামায-রোযা করতে বলি এবং গানবাদ্য ও টিভি দেখা থেকে বিরত থাকতে বলি এবং তার স্ত্রী-মেয়েদের পর্দায় রাখতে বলি, বারবার বলার পরও সে আমার কথায় কর্ণপাতও করে না, বরং আমাকে মারতে আসে। এমতাবস্থায় এই ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত বা ত্যাজ্য করা কতটুকু শরীয়তসম্মত?

উত্তর : পিতা কর্তৃক সন্তানকে ত্যাজ্য করার বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার যে নিয়ম দেশে চালু আছে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে স্বীকৃত নয়। এ কারণে প্রচলিত নিয়মে ত্যাজ্য করা সত্ত্বেও সন্তান পিতার মৃত্যুর পর মিরাছ সূত্রে সম্পত্তির অংশীদার হয়। তবে পুত্র যদি পিতার অবাধ্য হয়ে বিভিন্ন গোনাহের কাজে লিপ্ত হয়ে থাকে এবং ভবিষ্যতে পিতার পৈতৃক সম্পত্তি শরীয়ত গর্হিত ও হারাম কাজে নষ্ট করার প্রবল আশঙ্কা থাকে, এমতাবস্থায় পিতা তার জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদ সদকায়ে জারীয়ার কাজে ব্যয় করে দিতে পারে। অথবা সম্পূর্ণ সম্পত্তি অন্য ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দিতে পারে। আল্লাহ তা'আলা ও পিতার অবাধ্য ছেলেকে এ পদ্ধতিতে যেকোনো একটি অবলম্বন করে বঞ্চিত করে দেওয়াতে কোনো গোনাহ হবে না। (৭/২০৩)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤٠٠/٤ : ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا اخير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له أكثر من قوته-

📖 امداد المفتين (دار الاشاعت) ص٨٦٩ : عاق و محروم کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپنا تمام مال و جائیداد اس وارث کے علاوہ دوسرے وارثوں یا غیر وارثوں میں تقسیم کر کے مالک بنادے اور اس کیلئے کچھ نہ چھوڑے، اس صورت میں اس کا یہ تصرف اس کی ملک میں نافذ ہے، پھر اگر اس نے بلاوجہ وارث کو محروم کیا ہے، تو سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة والبيهقى، كذا فى المشكوة باب الوصية، اور اگر اس وارث کی ایذاؤں اور تکالیف سے یا فسق و فجور سے تنگ ہو کر ایسا کیا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالی منات فرمادیں۔

دوسری صورت یہ کہ اپنی حیات میں کسی کو مالک نہیں بنایا، بلکہ بطور وصیت زبانی یا تحریری یہ طے کر دیا کہ فلاں شخص کو میرے میراث نہ ملے تو یہ کہنا اور لکھنا فضول اور بیکار ہے، شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعد وفات حسب حصہ شریعہ اس کو میراث ملے گی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۳

Scanned by CamScanner

বন্ধু নির্বাচন

প্রশ্ন : বন্ধু নির্বাচন করতে কেমন বন্ধু নির্বাচন করা উচিত?

উত্তর : হাদীস শরীফে খাঁটি মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য লোককে আন্তরিক বন্ধুরূপে গ্রহণ করতে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষেধ করেছেন। সুতরাং নেককার-দ্বীনদার ব্যক্তিই আন্তরিক বন্ধু হওয়ার একমাত্র যোগ্য। (৭/৪২৫)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٦٢ (٤٨٣٢) : عن أبي سعيد، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي» -

📖 فيه أيضا ٤/ ٢٠٦٢ (٤٨٣٣) : عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: «الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل» -

'আল্লাহ যেন এই ছেলের টাকা আমাকে না খাওয়ান'

প্রশ্ন : পিতা-মাতার কোনো সন্তান তাদের কথামতো চলে না। তাই এ ব্যাপারে একদিন পিতা-মাতা ছেলের ব্যাপারে কথা-কাটাকাটি করতে গিয়ে পিতা যদি বলেন যে এই ছেলের উপার্জন আল্লাহ যেন আমাকে না খাওয়ান, অথবা আমি দু'আ করি, আল্লাহ যেন তার টাকা আমাকে না খাওয়ান। এখানে পিতার এভাবে বলার দ্বারা কি ওয়াদা হয়ে যাবে? আর এ জন্য করণীয় কী?

উত্তর : প্রশ্নোল্লিখিত পিতার বাক্য কামনার পর্যায়ভুক্ত, ওয়াদা নয়। তাই এ ধরনের কথা দ্বারা কিছু করার প্রয়োজন নেই। (৭/৪৭৬)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٢٩٧/٤ : والأصل أن الأيمان مبنية على العرف عندنا لا على الحقيقة اللغوية كما نقل عن الشافعي، ولا على الاستعمال القرآني كما عن مالك، ولا على النية مطلقا كما عن أحمد؛ لأن المتكلم إنما يتكلم بالكلام العرفي أعني الألفاظ التي يراد بها معانيها التي وضعت في العرف

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣٩٨/٣ : فذهب الحنفية: إلى أن الأيمان مبنية على العرف والعادة، لا على المقاصد والنيات؛ لأن غرض الحالف هو المعهود المتعارف عنده، فيتقيد بغرضه. هذا هو الغالب عندهم.

Scanned by CamScanner

'এই রাতের নামায রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর আমলের সমান বা এর চেয়ে বেশি' বলা ভ্রষ্টতা

প্রশ্ন : আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেব গত বছর রমাজানে তারাবীহ নামাযের পর বলেন, আজ আমরা যারা জামাতের সহিত নামায আদায় করলাম আমাদের প্রত্যেকের আমলনামায় নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুনিয়াতে এসে যত প্রকার নেক আমল করেছেন তার সমান এবং এর চেয়ে বেশি সাওয়াব লেখা হবে। কথাটি ঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : ইমাম সাহেবের প্রশ্নোক্ত কথাটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ রকম ভিত্তিহীন কথা শরীয়তের বিধান বলা মারাত্মক গোনাহ। এ ব্যাপারে নিজের গোনাহ স্বীকার করে আল্লাহ তা'আলার দরবারে তাওবা না করলে তাকে ইমাম হিসেবে বহাল রাখা ঠিক হবে না। (৭/৫৩১)

📖 عزیزالفتاوی (دار الاشاعت) ص ۲۰۱ : سوال-ایک شخص احادیث جھوٹی بنا کر بیان کرتا ہے اور خلاف عقائد بہت باتیں بیان کرتا ہے ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے اوراس شخص کے لئے کیا حکم ہے؟

الجواب-وہ شخص کذاب و مفتری یا دیوانہ ہے جھوٹی روایات بیان کرتا ہے اور حق تعالی اور اس کے رسول بر حق پر بہتان لگاتا ہے اور مصداق اس وعید کا ہوتا ہے من کذب علی متعمداً فلیتبوأ مقعدہ من النار وہ شخص مبتدع وفاسق ہے اس کو امام بنانادرست نہیں ہے اوراس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں۔

কষ্টদাতাদের ক্ষমা না করা ও তাদের সাথে কথা বন্ধ করা

প্রশ্ন : এনামুল হক নামের একটি ছেলে মাদরাসায় পড়াশোনা করে। তার ইচ্ছা হলো, সবার সাথে মিলেমিশে থাকা এবং যতটুকু সম্ভব হয় মানুষের উপকার করা, টাকা নিয়ে কাজ করে পড়ালেখায় মগ্ন থাকে। এমতাবস্থায় দেখা গেল, তার নামে কিছু লোক বিভিন্ন মিথ্যা কথা বানাতে লাগল এবং তার ক্ষতি করতে লাগল। এ খবর ভালো ভালো কয়েকজন ছাত্রের মাধ্যমে জানতে পারল এবং সাথে সাথে তাদের সাথে কথা বন্ধ করে দিল। তারা খবর পেয়ে এনামুল হকের কাছে মাফ চায় এনামুল হকও তাদের মাফ করে দেয়। কিছুদিন পর তারা আবার আগের খারাপ কাজে লিপ্ত হয় এবং তাদের অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে আগের মতোই বছরের শেষে মাফ চেয়ে নেবে। প্রশ্ন হলো, দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের মাফ না দেওয়া এবং আজীবন তাদের সাথে কথা না বলা ঝগড়া করার চেয়ে উত্তম হবে কি? এ ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ছাত্রজীবনে কারো সাথে বন্ধুত্ব ও শত্রুতা করা সবই বর্জনীয়। টাকা-পয়সা নিয়ে উপকার করাও অনুচিত। নিজ কাজ ও পড়ালেখায় সর্বদা নিয়োজিত থাকা এবং যথাসাধ্য উস্তাদের খিদমত করাই তালিবে ইলমের দায়িত্ব। সুতরাং এনামুল হক অতীতের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ভবিষ্যতে উল্লিখিত নীতির ওপর চলার চেষ্টা করবে। (১৪/১৮৪/৫৫২১)

📖 آداب المعاشرات ص ٢٤٧ : طالب علم اور طالب حق کیلئے لوگوں سے میل جول (غیر ضروری فضول اختلاط) سم قاتل ہے۔

📖 مجالس ابرار ص ٣٦٨ : طلبائے کرام آپس میں ایک دوسرے کی دعوت نہ کریں اس میں تعلیمی خلل اور نقصان کے علاوہ میں ایک دوسرے کی دعوت نہ کریں اس میں تعلیمی خلل اور نقصان کے علاوہ ذلل بھی ہے چنانچہ مشاہد کیا گیا کہ دعوتوں کی زبر بازی طلباء کو اپنی بحر الرائق فروخت کرنی پڑی اور اپنا بستر تک کسی دوکاندار کے یہاں رہن رکھنا پڑا۔

মেহমানের খাতিরে বাসায় সোফাসেট রাখা

প্রশ্ন : বাসায় মেহমানদের জন্য সোফাসেট রাখা ইসলামী তরীকার পরিপন্থী কি না? যদি হয় তাহলে ইসলামী তরীকা কী?

উত্তর : নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চেয়ারে বসেছেন বলে হাদীসে এসেছে। সুতরাং লোক দেখানো মানসিকতা ও বিধর্মী সভ্যতার অনুসরণের নিয়্যাত ছাড়া আরাম ও সৌন্দর্যের আসবাব, সোফা ইত্যাদির ব্যবহারে আপত্তি নেই। (৭/৫৭১)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٤٨ (٨٧٦) : عن حميد بن هلال، قال: قال أبو رفاعة: " انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي، حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ٨/ ١٤٧ : مصارف کی پانچ درجات ہیں (١) ضرورت (٢) حاجت (٣) آسائش (٤) آرائش وزیبائش (٥) نمائش ... ... ضرورت پر خرچ کرنا فرض ہے اور حاجت آسائش آرائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو

Scanned by CamScanner

اسراف یہ ہے کہ بلاضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے، نمائش کیلئے خرچ کرنا حرام ہے
۔زیبائش اور نمائش فعل قلب کے قبیل سے ہیں، دونوں میں فرق صرف نیت سے ہوتا
ہے اس لئے بلاوجہ کسی پر نمائش کا حکم لگانا صحیح نہیں۔

ড্রেসিং টেবিল ও সোফা রাখা

প্রশ্ন : ঘরে ড্রেসিং টেবিল ও সোফা রাখা যাবে কি না? এগুলো বিলাসিতার অন্তর্ভুক্ত হবে কি না?

উত্তর : বিধর্মী সভ্যতার অনুকরণ বিলাসিতা এবং মানুষকে দেখানোর মনমানসিকতা না থাকলে ড্রেসিং টেবিল ও সোফাসেট ঘরে রাখাতে শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো আপত্তি নেই। (৭/৬৪৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٦/ ١٤٨ (٨٧٦) : عن حميد بن هلال، قال: قال أبو رفاعة: " انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، قال: فقلت: يا رسول الله رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا يدري ما دينه، قال: فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي، حسبت قوائمه حديدا، قال: فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۸/ ۱۴۷ : مصارف کی پانچ درجات ہیں (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) آسائش (۴) آرائش وزیبائش (۵) نمائش ... ... ضرورت پر خرچ کرنا فرض ہے اور حاجت آسائش آرائش وزیبائش پر خرچ کرنا جائز ہے بشرطیکہ اسراف نہ ہو اسراف یہ ہے کہ بلاضرورت آمدن سے زائد خرچ کرے، نمائش کیلئے خرچ کرنا حرام ہے ۔زیبائش اور نمائش فعل قلب کے قبیل سے ہیں، دونوں میں فرق صرف نیت سے ہوتا ہے اس لئے بلاوجہ کسی پر نمائش کا حکم لگانا صحیح نہیں۔

চোর ধরার জন্য কোরআন চালান দেওয়া

প্রশ্ন : চুরি হওয়ায় চোর ধরার জন্য সন্দেহজনক ব্যক্তির নাম লিখে কোরআন শরীফ কাঁসার বদনার ওপর রেখে কোরআন শরীফ ঘোরানো শরীয়তসম্মত কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোরআনে কারীমকে বর্ণিত পদ্ধতিতে চোর ধরার কাজে ব্যবহার করা কোরআনের অবমাননা অসম্মানি ও বেয়াদবির নামান্তর। উপরন্তু উক্ত পদ্ধতিতে কারো নাম বের হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে তাকে চোর বলার সুযোগ নেই। কোনো মানুষকে শরীয়তসম্মত প্রমাণ ছাড়া অনুমানে দোষী সাব্যস্ত করা মারাত্মক গোনাহ ও মিথ্যা অপবাদের শামিল। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে চোর ধরার মতো অহেতুক গোনাহের কাজ থেকে মুসলিম জনসাধারণের বেঁচে থাকা এবং কৃতকর্মের জন্য আল্লাহর কাছে তাওবা করা জরুরি। (৭/৯২৮)

📖 امدادالفتاوی (زکریا) ۴/ ۸۸ : نہیں، بلکہ اس لئے ہے کہ جس کا اس طرح سے پتہ لگے اس کا تفحص بطریق شرعی کریں، لیکن عوام اس حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ /۲۷ : یہ حرکت قرآن کریم کے احترام کے خلاف ہے بے ادبی ہے اور اہانت کو مستلزم ہے اگر کسی کا نام نکل بھی آئے تو یہ شرعی حجت نہیں۔ اس کے ذریعہ اس کو چور قرار دینا جائز نہیں۔ اس پیشہ کو ترک کرنا اور توبہ کرنا لازم ہے اس سے عقائد بھی فاسد ہوتے ہیں، بہتان کا بھی دروازہ کھلتا ہے، بدگمانی بھی پھیلتی ہے۔

কাউকে আপন মেয়ে হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া

প্রশ্ন : একজন মহিলার মেয়েসন্তান নেই। তাই অন্য একজন বিবাহিতা মহিলাকে আপন মেয়ে হিসেবে গ্রহণ করতে চায় এবং উভয় পক্ষের স্বামী রাজি এবং উভয় পক্ষের আত্মীয় সম্মত আছেন। এ ক্ষেত্রে ইসলামী বিধান কী?

উত্তর : পর সন্তানকে নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করলে তা শুধুমাত্র পোষ্য সন্তান বলে বিবেচিত হলেও শরীয়তের বিধান মতে তার ঔরসজাত সন্তান বলে গণ্য হবে না। তাই পর সন্তান ও বেগানা সন্তানের হুকুম-আহকামই পোষ্য সন্তানের বেলায় প্রযোজ্য হবে। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পোষ্য মহিলার সাথে পালক বাবা ও মায়ের আত্মীয়স্বজনের বেপর্দা চলাফেরা, দেখা-সাক্ষাৎ ইত্যাদি শরীয়তের আলোকে জায়েয হবে না। (৬/২৪৭/১১৮৪)

📖 تفسير فتح القدير (دار الكلم الطيب) ٤/ ٣٠١ : وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ... ... قولكم بأفواهكم أي: ليس ذلك إلا مجرد قول بالأفواه، ولا تأثير له، فلا تصير المرأة به أما، ولا ابن الغير به ابنا، ولا يترتب على ذلك شيء من أحكام الأمومة والبنوة.

📖 معارف القرآن (المکتبۃ المتحدۃ) ۷/ ۸۴ : وما جعل أدعیاءکم أبناءکم ادعیاء، دعیؔ کی جمع ہے، دعیؔ وہ لڑکا ہے جس کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک

Scanned by CamScanner

انسان کے پہلو میں دو دل نہیں ہوتے، اور جس طرح بیوی کو ماں کے مثل کہنے سے بیوی ماں نہیں بن جاتی، اسی طرح منہ بولا بیٹا تمہارا بیٹا نہیں بن جاتا۔ یعنی دوسرے بیٹوں کے ساتھ نہ وہ میراث میں شریک ہوگا اور نہ حرمت نکاح کے مسائل اس پر عائد ہوں گے کہ بیٹے کی مطلقہ کی بیوی باپ پر ہمیشہ کیلئے حرام ہے تو متبنّٰی کی بیوی بھی حرام ہو۔

বিসমিল্লাহর পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা

প্রশ্ন : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের পরিবর্তে ৭৮৬ লেখা বৈধ কি না? ডাকযোগে যেসব চিঠি পাঠানো হয় তাতে বিসমিল্লাহ লিখলে কোনো অসুবিধা আছে কি না? কারণ চিঠিপত্রগুলো বিভিন্ন উপায়ে আনা-নেওয়া করা হয়, ফলে উক্ত কালামের আদবের খেলাফ হয় কি না?

উত্তর : কোরআন শরীফের প্রতিটি আয়াত বা শব্দের হেফাজত ও আদব বজায় রাখা জরুরি। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পবিত্র কোরআনের একটি আয়াত। সাধারণত চিঠিপত্র যেভাবে আদান-প্রদান করা হয় এমতাবস্থায় চিঠিতে বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম লেখার দ্বারা আয়াতে কোরআনীর বেয়াদবি হয়। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমের স্থলে ৭৮৬ লেখার দ্বারা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম আদায় হবে না। (৬/২৬২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٩ : ولا يجوز مس شيء مكتوب فيه شيء من القرآن في لوح أو دراهم أو غير ذلك إذا كان آية تامة. هكذا في الجوهرة النيرة ولو كان القرآن مكتوبا بالفارسية يكره لهم مسه عند أبي حنيفة وكذا عندهما على الصحيح هكذا في الخلاصة.

📖 جدید فقہی مسائل ١/ ٣٧ : قرآن کے نقوش واعداد کی حیثیت قران مجید کی نہیں ہے اس لئے کہ یہ عدد کسی دوسرے جملے کا بھی ہو سکتا ہے مثلا قران مجید کی کسی آیت کا جنبی کیلئے پڑھنا درست نہیں لیکن اگر اس آیت میں آنے والے تمام حروف تہجی کو الگ الگ کہے تو اجازت ہے (اذا حاضت المعلمة فينبغي لها ان تعلم الصبيان كلمة كلمة وتقطع) اس لئے کہ یہ علیحدہ حروف کچھ ضرور نہیں کہ آیت قرانی ہے نہیں یہی حال ان اعداد کا ہے اس سے یہ بھی وضح ہو گیا کہ بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کی بجائے ٧٨٦ کہہ دینا یا لکھ دینا کافی نہیں ہے۔

Scanned by CamScanner

নেশাখোরদের সাথে চলাফেরা ও খাওয়াদাওয়া করলে ইবাদত কবুল হবে কি না

প্রশ্ন : আমার বাড়িতে যে সমস্ত পুরুষ লোক চলাফেরা করে তারা নেশাখোর এবং তাদের নিয়ে আমি চলাফেরা করি ও একই সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করি। এহেন অবস্থায় আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগী করলে আল্লাহ কি কবুল করবেন?

উত্তর : নেশাখোরদের অপকর্মের প্রতি অন্তরে ঘৃণা থাকাবস্থায় তাদেরকে সৎপথে আনার উদ্দেশ্যে মেলামেশা করতে দোষ নেই। এরূপ কোনো নিয়ম ছাড়া এমনিতেই মিল-মুহাব্বত ও মেলামেশা করা অন্যায়। খারাপ লোকদের সাথে উঠাবসা খারাপের পথে ধাবিত করে। (৬/৩৩২/১১৯৮)

📖 المستدرك على الصحيحين للحاكم (٥٤٦٦) : حدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان، الفقيه، ثنا محمد بن الهيثم القاضي، ثنا الهيثم بن جميل الأنطاكي، ثنا شريك، عن أبي المحجل، عن صدقة بن أبي عمران بن حطان، قال: أتيت أبا ذر فوجدته في المسجد محتبئا بكساء أسود وحده، فقلت: يا أبا ذر، ما هذه الوحدة؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، وإملاء الخير خير من السكوت، والسكوت خير من إملاء الشر»

📖 كفايت المفتى (امداديه) ۹/ ۱۰۳ : شراب خور قمار باز اور بے نمازیوں سے خلاملا رکھنا اچھا نہیں ایسے لوگوں سے تنبیہ اور زجر کی نیت سے علیحدہ رہنا چاہیے۔

📖 فتاوى محموديه (زكريا) ۱۱/ ۳۸۲ : الجواب-اگر شراب اس کے ہاتھ و منہ پر نہ لگی ہو تو اس کے ساتھ کھانے میں مضائقہ نہیں، اگر اس کی اصلاح ساتھ نہ کھانے سے متوقع ہو تو ساتھ نہ کھائے۔

দ্বীনি বিষয় রেকর্ড করা কি বদ্বীনি

প্রশ্ন : আমি এক লোককে বললাম, ক্যাসেট কী সুন্দর ওয়াজ করছে। সে উত্তরে বলল, ক্যাসেটের ওয়াজ শোনা লাগে না। আমি বললাম, এটা তো ভালো কথা। সে বলল, দ্বীনের মধ্যেই বদ্বীন থাকে। তখন আমি মনে মনে চিন্তা করলাম, টেপ রেকর্ডে ওয়াজ, আযান, হামদ-নাত, মাহফিল, কিরাত ও অন্যান্য ধর্মীয় অনেক কিছু রেকর্ডিং হয়ে থাকে। তার কথাটা কতটুকু সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ক্যাসেটের আওয়াজ ওয়াজকারী ও তিলাওয়াতকারীর প্রতিধ্বনি। তিলাওয়াত এবং ওয়াজ সহীহ-শুদ্ধ হলে তা শোনা যায়। আর নিজের তিলাওয়াত সহীহ-শুদ্ধ করার লক্ষ্যে বিশুদ্ধ তিলাওয়াতের ক্যাসেটও শোনা যায়। কিন্তু এতে সরাসরি কোরআন শোনার সাওয়াব নেই। তবে তিলাওয়াত এবং ওয়াজ সহীহ না হলে তা শোনার অনুমতি নেই। (১০/৮১৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤/ ٢٦٨ : قلت: وأفاد كلامهم أن ما قامت المعصية بعينه يكره بيعه تحريما وإلا فتنزيها نهر. وفي الفتح: ينفذ حكم قاضيهم لو عادلا وإلا لا، ولو كتب قاضيهم إلى قاضينا كتابا، فإن علم أنه قضى بشهادة عدلين نفذه وإلا لا۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٢٦٨ : (قوله: نهر) عبارته: وعرف بهذا أنه لا يكره بيع ما لم تقم المعصية به كبيع الجارية المغنية والكبش النطوح والحمامة الطيارة والعصير والخشب الذي يتخذ منه العازف، وما في بيوع الخانية من أنه يكره بيع الأمرد من فاسق يعلم أنه يعصي به مشكل.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦ /٤٦ : الجواب- ریڈیو اور ٹیپ ریکارڈ کا استعمال جائز امور میں ممکن ہے اس لئے ان کی خرید وفروخت میں کوئی حرج نہیں تاہم یہ چیزیں کسی ایسے شخص کو دینا جس سے کسی خیر کی توقع نہ ہو بلکہ محض بے دینی کے امور میں استعمال کا یقین ہے تو تعاون علی المعصیت کے شبہ سے خالی نہیں۔

বৃহস্পতিবার আসরের পর নখ কাটা

প্রশ্ন : 'গুনিয়াতুত তালেবীনে' উল্লেখ রয়েছে, বৃহস্পতিবার আসরের পরে নখ কর্তন করা মুস্তাহাব এবং এটাও উল্লেখ রয়েছে যে নখ কাটার পর আঙুলের মাথা ধৌত করবে। এটি কোরআন-হাদীসসম্মত সঠিক কি না?

উত্তর : নখ সপ্তাহের যেকোনো দিন কর্তন করা যায়। বৃহস্পতিবার নখ কর্তন করা মুস্তাহাব সম্পর্কীয় কোনো আমলযোগ্য হাদীস পাওয়া যাচ্ছে না। (৬/৮৭২/ ১৪৭২)

📖 مصنف ابن أبي شيبة ٥/ ٢٤٣ (٢٥٦٦٤) : عن مهدي، قال: دخلنا على محمد بن سيرين يوم جمعة بعد العصر، فدعا بمقصر فقلم أظفاره فجمعها، قال مهدي: فأنبأنا هشام: «أنه كان يأمر بها أن تدفن» -

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٥٨ : رجل وقت لقلم أظافيره أو لحلق رأسه يوم الجمعة قالوا إن كان يرى جواز ذلك في غير يوم الجمعة وأخره إلى يوم الجمعة تأخيرا فاحشا كان مكروها لأن من كان ظفره طويلا يكون رزقه ضيقا وإن لم يجاوز الحد وإن أخره تبركا بالإخبار فهو مستحب كذا في فتاوى قاضيخان.

📖 غنیۃ الطالبین ص ۳۸ : جمعرات کے دن عصر کے بعد ناخن تراشنے کے بھی یہی فضیلت اور استحباب منقول ہے۔

বেনামাযী পবিত্রতায় উদাসীন স্ত্রীর রান্না খাওয়া

প্রশ্ন : আমার বিবি নামায আদায় করে না। আমি তাকে আজ চার বছর ধরে বোঝাচ্ছি, কিন্তু সে এখন নামায তো দূরের কথা, শরীরও পাক রাখে না। আমি তার হাতের রান্না খেতে পারি কি না?

উত্তর : নাপাক শরীর নিয়ে থাকা অনুচিত। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি গোসল করে পবিত্রতা হাসিল করে নেবে। বিবির জন্য রান্নার পূর্বে তা ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত অপরিহার্য। তবে বিবির হাতে প্রকাশ্য নাপাকি না থাকলে তার রান্না খাওয়াতে অসুবিধা নেই। (১১/৪৪/৩৪০৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٢٢٣ : (فسؤر آدمي مطلقا) ولو جنبا أو كافرا أو امرأة، نعم يكره سؤرها للرجل كعكسه للاستلذاذ واستعمال ريق الغير، وهو لا يجوز مجتبى. (ومأكول لحم) ومنه الفرس في الأصح ومثله ما لا دم له (طاهر الفم) قيد للكل (طاهر) طهور بلا كراهة.

• 📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۲۳ : سوال- اگر کوئی عورت نماز نہ پڑھے تو اس کے ہاتھ کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- درست ہے، البتہ اگر اس کو تنبیہ مقصود ہو تو نہ کھائے۔ اگر وہ پاکی کا اہتمام نہیں کرتی اکثر ناپاکی میں ملوث رہتی ہے تو نہ کھانا احوط ہے۔

Scanned by CamScanner

কালেকশনের জন্য ছোট মাদরাসাকে জামেয়া নাম দেওয়া

প্রশ্ন : ছোট ছোট নূরানী মাদরাসা বা শরহে জামি পর্যন্ত কিতাবখানা মাদরাসাগুলোকে জামেয়া নাম দেওয়া বা তা ব্যবহার করে বহির্বিশ্বে কালেকশন করা বৈধ হবে কি না?

উত্তর : যদি ছোট ছোট নূরানী মাদরাসা বা শরহে জামি পর্যন্ত কিতাবখানা মাদরাসাগুলোকে জামেয়া নাম দেওয়া বা তা ব্যবহার করে বহির্বিশ্বের লোকজনকে ধোঁকা দিয়ে চাঁদা কালেশন করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে তাকে শরীয়ত সমর্থিত বলা যাবে না। (১১/৩৫৪/৩৪৩৯)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢/ ٩٥ (١٦٤) : عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا» -

কুইজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ

প্রশ্ন : আমরা দেখি যে বিভিন্ন ইসলামী সংস্থা ও পাঠাগারের পক্ষ থেকে কুইজ ছাড়া হয়, অর্থাৎ বিভিন্ন প্রশ্ন দিয়ে তার উত্তর চাওয়া হয় এবং সঠিক উত্তরদানের মাধ্যমে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় এবং সে প্রশ্নপত্র অংশগ্রহণকারীদের নিকট বিক্রি করা হয়। প্রশ্ন হলো, উল্লিখিত পদ্ধতিতে যে কুইজ ছাড়া হয় এবং বিক্রি করা হয়, তা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে কুইজ ছেড়ে বিক্রি করে পুরস্কারের নামে কিছু বিতরণ করা শরীয়তসম্মত নয়। এরূপ কাজে অংশগ্রহণ করা এবং পুরস্কারের নামে প্রদত্ত টাকা গ্রহণ করা সম্পূর্ণ নাজায়েয। (১১/৩৭৩/৩৫৭৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٢٤ : طلبة العلم إذا اختصموا في السبق فمن كان أسبق يقدم سبقه، وإن اختلفوا في السبق إن كان لأحدهم بينة تقام بينته، وإن لم تكن يقرع بينهم ويجعل كأنهم قدموا معا كما في الحرق والغرق إذا لم يعرف الأول يجعل كأنهم ماتوا معا، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارہ صدیق) ١٧/ ۴۴۱- ۴۴۲ : سوال-ہمارے ایک دوست کی اور میری ایک مسئلہ میں بحث ہوگئی ہے ہم دونوں کی رضامندی سے فیصلہ آپ پر چھوڑ رہے ہیں، مسئلہ حسب ذیل ہے :

Scanned by CamScanner

اکثر رسالہ میں آنجاب نے علمی معمہ دیکھا ہوگا اس کی صحیح خانہ پری کرنے پر انعام دیا جاتا ہے، میرے دوست کہتے ہیں کہ یہ ایک قسم کا قمار ہے کیونکہ ایک روپیہ کے بدلے میں زیادہ روپے ملتے ہیں، میں نے کہا کہ یہ قمار نہیں ہے بلکہ ایک روپیہ فیس داخلہ ہے اور انعام اس ایک روپیہ پر نہیں ملتا، ورنہ ہر داخلہ لینے والا انعام کا مستحق ہوتا، بلکہ عمل (صحیح خانہ پری) ہی باعث انعام ہے یہی وجہ ہے کہ جس کا جتنے درجہ عمل صحیح ہوگا وہ ویسے ہی انعام کا مستحق گردانا جائے گا۔

الجواب—حامداومصلیا— آپ کے دوست نے اس کے ناجائز ہونے کی ایک وجہ (قمار) تجویز کی ہے آپ نے اس کے جائز ہونے کی ایک وجہ نکالی جو کہ درحقیقت اس کے ناجائز ہونے کے لئے مؤکد ومؤید ہے، یعنی ربوا، پس اس کے ناجائز ہونیکی دو وجہ آپ کے دونوں کے مجموعی کلام سے حاصل ہوگئیں۔

ایک: قمار؛ کیونکہ انعام نہ ملنے کی صورت میں یہ روپیہ ضائع ہوگیا۔

دوسری وجہ: ربوا؛ کیونکہ ایک روپیہ دیکر زیادہ روپیہ حاصل ہوئے ربوا اور قمار دونوں نصا ممنوع ہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۳۳۵ : الجواب-معمہ جات اور انعامی مقابلوں میں اگر حل کرنے والوں کو فیس ادا کرنی پڑتی ہے تب تو یہ جوا ہے جو حرام ہے اور فیس ادا نہیں کی جاتی مگر یہ معمہ لغو اور لایعنی قسم کے ہیں تو ان میں شرکت مکروہ ہے اور اگر وہ دینی معلومات پر مشتمل ہو تو ان میں شرکت مستحسن ہے۔

বিশ্বাসঘাতকতা

প্রশ্ন : আমরা কিছুসংখ্যক লোক এক বছর মেয়াদের ভিত্তিতে এক প্রকল্পের অধীনে চাকরি করি। আবার দায়িত্বে অবহেলার কারণে যেকোনো সময় যেকোনো ব্যক্তিকে প্রকল্পের কর্মকর্তা বিদায়ও করতে পারেন। আমরা যারা এ প্রকল্পে কর্মরত আছি, সবাই আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক আমাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে মনে করে সবাই মিলে আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অজান্তে আমাদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে এক পরামর্শ সভা করি। পরামর্শ সভায় যারা উপস্থিত ছিলাম তারা সবাই একমত ছিলাম যে আমাদের মধ্য থেকে যেকোনো একজন নেতৃত্ব দেবে, আর সবাই তার নেতৃত্বে সহযোগিতা করব। আমাদের দাবি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে জানানোর পূর্বেই আমরা পরামর্শ করে যা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তা আমাদের মধ্য থেকেই একজন গোপনে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে প্রিয়পাত্র হওয়ার জন্য জানিয়ে দেয়। তাতে আমাদের দাবি আদায়ের প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হয়। আর আমাদের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিকট আমরা অবিশ্বাসী হয়ে যাই। বিশেষ করে এই পরামর্শ সভার আহ্বায়কের ওপর উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক বেশ

Scanned by CamScanner

চাপ সৃষ্টি হয়। পরে অবশ্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাকে ক্ষমা করে দেন। প্রশ্ন হলো, যে ব্যক্তি এ কাজটা করল সেই ব্যক্তি যদি কোনো মসজিদের ইমাম হয় তাহলে তার পেছনে নামাযের ইক্তেদা করা জায়েয আছে কি না? ইক্তেদা করলে নামায হবে কি না? এ ধরনের লোককে শরীয়তের পরিভাষায় কী বলা হয়? বিস্তারিত জানাবেন।

উত্তর : যে সমস্ত কথার গোপনীয়তা রক্ষা করা শরীয়তসম্মত, ওই সমস্ত কথা ফাঁস করা খিয়ানতের অন্তর্ভুক্ত। যদি কোনো ইমাম এ ধরনের খিয়ানতে লিপ্ত হয় তখন তাওবা না করা পর্যন্ত তার জন্য ইমামতি করা মাকরূহ। তাই প্রশ্নে বর্ণিত দাবি আদায় ও তার লক্ষ্যে ঐক্য হওয়া যদি ন্যায্য ও শরীয়তসম্মত হয়ে থাকে তখন উক্ত ইমামের জন্য তাওবা করা জরুরি, তাওবার পর তার পেছনে নামায পড়তে আপত্তি নেই। আর যদি দাবি শরীয়তসম্মত না হয়ে থাকে তখন তাকে খিয়ানতকারী বলা যাবে না এবং তাওবাও জরুরি হবে না। (১১/৪০৮)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢٠٧٧ (٤٨٦٩) : عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " المجالس بالأمانة إلا ثلاثة مجالس: سفك دم حرام، أو فرج حرام، أو اقتطاع مال بغير حق ".

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ١٤١٩ (٤٢٥٠) : عن أبي عبيدة بن عبد الله، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «التائب من الذنب، كمن لا ذنب له» -

📖 فتاوی محمودیہ ١٦/ ٢٢٤ : چغلخوری کبیرہ گناہ ہے اگر امام اس سے توبہ نہ کرے تو اس کی امامت مکروہ ہے۔

ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানি করা

প্রশ্ন : ইচ্ছাকৃত অঙ্গহানি করলে কোনো গোনাহ হবে কি না? হলে কোন গোনাহ?

উত্তর : অঙ্গহানি নিষিদ্ধ ও বড় গোনাহ। (১১/৪৪৬)

📖 فتح الباري (دار الريان) ١١/٥٤٨ : حديث أبي هريرة ومن تحسى سما قال بن دقيق العيد هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه

Scanned by CamScanner

كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه -

লাইব্রেরি করার জন্য মাহফিল করে কালেকশন করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এনজিওদের কয়েকটি লাইব্রেরি রয়েছে। সেখান থেকে এলাকার যুবক-যুবতীদের বিনা মূল্যে নোংরা কিছু উপন্যাস দেওয়া হয়। তাই এলাকার কিছু ধার্মিক ভাই তাদের লাইব্রেরির মোকাবেলায় একটি ধর্মীয় পুস্তকের লাইব্রেরি করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে, যাতে সেখান থেকে যুবক-যুবতীদের বিনা মূল্যে ধর্মীয় পুস্তাকাদি দেওয়া যায়। কিন্তু লাইব্রেরির টাকার জন্য তারা এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল যে প্রতি বছর আমরা একটি সভা করব এবং সভা করার পর যে টাকা অতিরিক্ত থাকবে তা দ্বারা আমরা লাইব্রেরির কিতাবাদি ক্রয় করব। আরো অতিরিক্ত টাকা থাকলে আমরা একটি মাদরাসা নির্মাণ করব। প্রশ্ন হলো, ইসলামী সভার নামে জনগণের কাছে টাকা নিয়ে লাইব্রেরি বা মাদরাসা করা যাবে কি না?

উত্তর : সভায় জনগণকে এনজিওদের ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ড এবং তাদের প্রতিবাদে দ্বীনি বই-পুস্তক বিতরণের লক্ষ্যে লাইব্রেরি ও মাদরাসা নির্মাণ সম্পর্কে অবগত করে চাঁদা কালেকশন করা হলে উক্ত কালেকশন দ্বারা লাইব্রেরি ও মাদরাসা নির্মাণ করা বড়ই সাওয়াবের কাজ হবে। (১১/৭২৪/৩৬৮৫)

📖 البحر الرائق (ايچ ايم سعيد) ٧ / ١٤ : قال وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه سواء كان نصه في الواقف نصا أو ظاهرا. اهـ قال هذا الشارح وهذا موافق لقول مشايخنا كغيرهم شرط الواقف كنص الشارع فيجب اتباعه.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٢ / ٢٦٩ : وهنا الوكيل إنما يستفيد التصرف من الموكل وقد أمره بالدفع إلى فلان فلا يملك الدفع إلى غيره.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ٢ / ٥٧٢ : سوال- چندہ کے احکام وقف کے ہوں گے یا مہتمم تنخواہ مقررہ سے زائد بطور انعام وغیرہ کے سکتے ہے یا نہیں؟

الجواب- یہ وقف نہیں معطین کا مملوک ہے اگر اہل چندہ صراحۃ یا دلالۃ انعام دینے پر رضاء مند ہوں درست ہے ورنہ درست نہیں۔

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲ / ۳۹۶ : الجواب- جن کاموں کے لئے چندہ کیا گیا ہے چندہ کی رقم کو ان ہی کاموں میں صرف کیا جائے دوسرے کاموں میں رقم خرچ کرنا بلا اجازت چندہ دہندگان درست نہیں، چندہ دہندگان بقیہ رقم کو ان کاموں میں خرچ کرائیں رقم کو جن کاموں میں خرچ کیا جائے گا۔

স্ত্রীর সাথে কৃত ওয়াদা পূরণ না করা

প্রশ্ন : স্বামী তার স্ত্রীর সাথে ওয়াদা করে যায় যে সাত মাস পর চলে আসব। পরে যদি ওয়াদামতো আসতে না পারে তাহলে পরকালে স্বামীর জবাবদিহি করতে হবে কি না?

উত্তর : স্বামী যদি স্ত্রীকে ওয়াদা করার সময় তা পুরা করার নিয়্যাত করে এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কোনো ওজরবশত পুরা করতে না পারে তাহলে গোনাহ হবে না। বিনা ওজরে পুরা না করলে গোনাহ হবে। (১১/৭৬০)

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۱/ ۲۶۳ : وعدہ خلافی کرتے وقت یہ نیت کرنا کہ اس کو پورا نہیں کرنا ہے منافق کی نشانی ہے، لیکن اگر نیت تو پورا کرنے کی تھی پھر کسی عذر کیوجہ سے پورا نہیں کر سکا تو اس پر گناہ نہیں بلا عذر پورا نہ کرنا گناہ ہے۔

নামাযের মোবাইল নাম্বার

প্রশ্ন : নামাযের মোবাইল নাম্বার 'টু ডাবল ফোর থ্রি ফোর', এর উৎস কতটুকু সঠিক। জানতে চাই?

উত্তর : শরীয়তে এর কোনো উৎস নেই। এটি উদাহরণ হিসেবে বলা হয়। এটি কোরআন-হাদীসের কথা বা শরীয়তের কোনো মাসআলা নয়। (১১/৮৪৬)

পড়ার অনুপযোগী কোরআন শরীফ কী করবে

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বিভিন্ন এলাকার মাদরাসা-মসজিদ, এমনকি অনেক বাড়িতে অসংখ্য কোরআন শরীফ বিভিন্ন স্থানে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা যায়, যেগুলোর অধিকাংশই পড়ার অনুপযোগী। অর্থাৎ কোনোটার শুরু বা মাঝের অনেক পৃষ্ঠা নেই। আবার কোনোটার দুই-এক পারা নেই। জানার বিষয় হলো, এগুলো হেফাজত করার পদ্ধতি কী? অনেক এলাকায় দেখা যায়, এগুলো কবরস্থানে মুর্দারের

Scanned by CamScanner

মাথার দিকে দাফন করে রাখে, কোথাও বা স্রোতের পানেতে ডুবিয়ে দেয় আবার কোথাও পুড়িয়ে ফেলে, এগুলো কতটা সঠিক?

উত্তর : কোরআন শরীফের যথার্থ সম্মান, হেফাজত ও সংরক্ষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। কোনো কোরআন শরীফ পড়ার অনুপযুক্ত হয়ে গেলে তা পবিত্র কাপড়ে আবৃত করে মানুষের পদদলন না হয় মতো পবিত্র স্থানে দাফন করা কিংবা সমুদ্র বা প্রবাহিত পানিতে ছেড়ে দেওয়ার মাধ্যমে হেফাজত করা যেতে পারে। আগুনে পুড়িয়ে হেফাজত করার পদ্ধতি বর্তমানে অপমানজনক কাজে পরিণত হওয়ায় তা বর্জনীয়। (১১/৯৩৪)

📖 الفتاوى السراجية (ايچ ايم سعيد) صـ ٧١ : اذا صار المصحف خلقا ينبغى ان يلف فى خرقة طاهرة ويدفن فى مكان طاهر أو يحرق او يغسل.

📖 الدر المختار مع الرد (ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله ويحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جار كما هي أو تدفن وهو أحسن كما في الأنبياء .

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٦ /٤٢٢ : (قوله الكتب إلخ) هذه المسائل من هنا إلى النظم كلها مأخوذة من المجتبى كما يأتي العزو إليه (قوله كما في الأنبياء) كذا في غالب النسخ وفي بعضها كما في الأشباه لكن عبارة المجتبى والدفن أحسن كما في الأنبياء والأولياء إذا ماتوا، وكذا جميع الكتب إذا بليت وخرجت عن الانتفاع بها اهـ يعني أن الدفن ليس فيه إخلال بالتعظيم، لأن أفضل الناس يدفنون. وفي الذخيرة: المصحف إذا صار خلقا وتعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد وبه نأخذ، ولا يكره دفنه، وينبغي أن يلف بخرقة طاهرة، ويلحد له لأنه لو شق ودفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه، وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف وإن شاء غسله بالماء أو وضعه في موضع طاهر لا تصل إليه يد محدث ولا غبار، ولا قذر تعظيما لكلام الله عز وجل اهـ

Scanned by CamScanner

তৃতীয় শ্রেণীতে সফর করে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া উসুল করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ার। যার দায়িত্ব হলো, সরকারি বিভিন্ন কাজের জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সফর করা। সরকারের পক্ষ থেকে তাকে ট্রেনের পুরোপুরি ভাড়া দিয়ে দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীতে গেলে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া, দ্বিতীয় শ্রেণীতে দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া ও তৃতীয় শ্রেণীতে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া। কেউ যদি প্রথম শ্রেণীতে না গিয়ে ইচ্ছা করে তৃতীয় শ্রেণীতে যায় এবং কষ্ট করে এবং সরকারকে আমি প্রথম শ্রেণীতে ট্রেন সফর করেছি এ কথা লিখে দেয়। সরকার থেকে প্রথম শ্রেণীর টাকা নিয়ে নিজের অভাব পূরণ ও সাংসারিক কাজে খরচ করে, তা শরীয়তে জায়েয হবে কি না? এভাবে না লিখলে সরকার তাকে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া দেবে না।

উত্তর : স্পষ্টভাবে সরকারি আইন থাকা সত্ত্বেও মিথ্যা ও ধোঁকার আশ্রয় নিয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে সফর করে প্রথম শ্রেণীর ভাড়া উসুল করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে না। বরং অতিরিক্ত টাকা তার জন্য হারাম হবে। (৫/৬৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ٣٤ : أن المقبوض في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع والشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين - أمانة بمنزلة الوديعة، لأن يده يد نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع.

📖 مجمع الأنهر ٢/ ٥٥٢ : (والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم) لأنا أمرنا بهذا فلا يبالي فيه الكذب إذا كانت نيته خالصة.

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۷۰ : الجواب- ۱۰۲ : ہمیں ملازمین سے تحقیق کرنے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ یہ رقم گورنمنٹ یا محکمہ کورٹ کی طرف سے ملازمین کی ملک کردی جاتی ہے اس لئے باوجود اس علم کے کہ فلاں شخص سیکنڈ یا انٹر میں سفر نہیں کرتا اس پر کوئی جرم قائم نہیں ہوتا نہ اس علم کے بعد گورنمنٹ اس کو سیکنڈ وانٹر کے کرایہ سے محروم کردیتی ہے بلکہ بدستور اسی قاعدہ سے کرایہ دیتی ہے اگر یہ تحقیق صحیح ہے تو سائل کو تھرڈ درجہ میں سفر کرنا اور بقیہ رقم کو اپنی ذاتی مصارف میں صرف کرنا جائز ہے اس پر کفایت شعاری کرکے اس رقم کو بچانا واجب نہیں بلکہ یہ بھی جائز ہے کہ جس درجہ کا کرایہ دیا جائے اسی درجہ میں سفر کرے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۸/ ۲۷۸ : سوال- زید جس کمپنی میں ملازم ہے اس کمپنی کی طرف سے دوسرے شہروں میں مال کی فروخت اور رقم کی وصولی کے لئے جانا پڑتا ہے جس کا پورا خرچہ کمپنی کے ذمہ ہوتا ہے بعض شہروں میں زید کے ذاتی

Scanned by CamScanner

دوست ہیں جن کے پاس ٹھہرنے کی وجہ سے خرچہ نہیں ہوتا۔ کیازید دوسرے شہروں کے تناسب سے ان شہروں کا خرچہ بھی اپنی کمپنی سے وصول کر سکتا ہے یا نہیں؟

جواب-اگر کمپنی کی طرف سے یہ طے شدہ ہے کہ ملازم کو اتنا سفر خرچ دیا جائے خواہ وہ کم خرچ کرے یا زیادہ، اور کرے یا نہ کرے، اس صورت میں تو زید اپنے دوست کے پاس ٹھہرنے کے باوجود کمپنی سے سفر خرچ وصول کر سکتا ہے اور اگر کمپنی کی طرف سے طے شدہ نہیں بلکہ جس قدر خرچ ہو ملازم اس کی تفصیلات جزئیات لکھ کر کمپنی کو دیتا ہے اور کمپنی سے بس اتنی ہی رقم وصول کر لیتا ہے جتنی اس نے دوران سفر خرچ کی تھی تو اس صورت میں کمپنی سے اتنا ہی سفر خرچ وصول کر سکتا ہے جتنا کہ اس کا خرچ ہوا۔

মজুরি আদায়ের নিমিত্তে মিথ্যা ভাউচারে দস্তখত করা

প্রশ্ন : আমি প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কর্মচারী। আমরা প্রতি বছর দুটি প্যান্ট, দুটি শার্ট, জুতা, ছাতা ও তিন বছর অন্তর একটি কমপ্লিট স্যুট পাওয়ার অধিকারী। কর্মচারীদের দাবির প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ সেলাই করা কাপড় না দিয়ে একটা প্যান্ট ও শার্টের কাপড়ের মূল্য ও সেলাইয়ের মজুরি নগদ প্রদান করে। নগদ টাকা নেওয়ার সময় কর্তৃপক্ষের দেওয়া একটি স্লিপে সই করে নিতে হয় যাতে লেখা থাকে, "দুটি প্যান্ট, দুটি শার্ট, জুতা ইত্যাদি বুঝিয়া পাইলাম।" অথচ গ্রহণ করা হয় নগদ টাকা, দর্জির দোকান থেকে মিথ্যা ভাউচার সংগ্রহ করে না দিলে মজুরি পাওয়া যায় না। প্রশ্ন হলো, এভাবে টাকা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না? আমি প্যান্ট-শার্ট পরি না। কর্তৃপক্ষ যে কাপড় দেয় তাতে সুন্নাতি লেবাস তৈরি করা যায় না। এখন আমার করণীয় কী?

উত্তর : কাপড় বা টাকার উল্লেখ করে ভাউচার করা ভালো। তবে প্রয়োজনে কোনো একটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কাপড়ের মালিক হয়ে যাওয়ার পর তা বিক্রি করে অন্য কাপড় তৈরি করতে পারবে। যদি কর্তৃপক্ষ হতে কোনো বাধা না থাকে। দর্জির মজুরির ভাউচার নেওয়ার জন্য অগ্রিম অর্ডারের ভাউচার নিলে মিথ্যা ভাউচার হবে না। (৪/৪৩৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٧ : (قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن

Scanned by CamScanner

أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله كما لو رأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه فالكذب هنا واجب وكذا لو سأله عن وديعة يريد أخذها يجب إنكارها، ومهما كان لا يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب المجني عليه إلا بالكذب فيباح، ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا أو شرب فله أن يقول ما فعلته، لأن إظهارها فاحشة أخرى، وله أيضا أن ينكر سر أخيه، وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق، فإن كانت مفسدة الصدق أشد، فله الكذب، وإن العكس أو شك حرم، وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغيره لم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح -

অমুসলিমের দেওয়া খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করা

প্রশ্ন : অমুসলিমদের পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো হাদিয়া যেমন–খানাপানীয় ইত্যাদি গ্রহণ করা যাবে কি না? তাতে অন্তরে কোনো ধরনের খারাপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে কি না?

উত্তর : অমুসলিম আহলে কিতাব থেকে সর্বপ্রকার খানাপিনা এবং হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। আহলে কিতাব নয়–এমন অমুসলিমদের জবাইকৃত জন্তু ছাড়া সর্বপ্রকার খানাপিনা এবং হাদিয়া গ্রহণ করা বৈধ। তবে তাদের আনন্দ উৎসব উপলক্ষ্যে তৈরী করা কোনো জিনিস খাওয়া এবং হাদিয়া হিসেবে গ্রহণ করা উলামায়ে কেরামের নিকট অপছন্দনীয়। (৫/৭৯)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢١٩ (٢٦١٧) : عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أن يهودية أتت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها فقيل: ألا نقتلها، قال: «لا»، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وسلم-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٣٤٧ : ولا بأس بطعام المجوس كله إلا الذبيحة، فإن ذبيحتهم حرام ولم يذكر محمد - رحمه الله تعالى - الأكل مع المجوسي ومع غيره من أهل الشرك أنه هل يحل أم لا وحكي عن الحاكم الإمام عبد الرحمن الكاتب أنه إن ابتلي به

Scanned by CamScanner

المسلم مرة أو مرتين فلا بأس به وأما الدوام عليه فيكره كذا في المحيط. وذكر القاضي الإمام ركن الإسلام علي السغدي أن المجوسي إذا كان لا يزمزم فلا بأس بالأكل معه وإن كان يزمزم فلا يأكل معه لأنه يظهر الكفر والشرك ولا يأكل معه حال ما يظهر الكفر والشرك ولا بأس بضيافة الذمي وإن لم يكن بينهما إلا معرفة كذا في الملتقط.

ধর্মীয় কাজে অমুসলিমের অনুদান গ্রহণ করা

প্রশ্ন : কোনো বিধর্মী ব্যক্তি যদি ইসলামী কোনো কাজকে নেক কাজ মনে করে দান করে এবং কোনো প্রকার শর্ত না করে তাহলে তা গ্রহণ করা বৈধ কি না?

উত্তর : কোনো অমুসলিমের দান মসজিদ, মাদরাসা, এতিম ও মিসকিনদের জন্য ওই সময় নেওয়া যেতে পারে যদি তাদের প্রভাব বিস্তার হওয়ার আশঙ্কা না থাকে বা তাদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের নমনীয় মনোভাব মুসলমানদের মাঝে সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। (১/৩০)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٤١ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) فنعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقط، بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط فأفاد أن هذا شرط لوقف الذمي فقط-

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ / ۶۶۴ : الجواب—اگر یہ احتمال نہ ہو کہ کل کو اہل اسلام پر احسان رکھیں گے اور نہ یہ احتمال ہو کہ اہل اسلام ان کے ممنون ہو کر ان کے مذہبی شعائر میں شرکت یا ان کی خاطر سے اپنے شعائر میں مداہنت کرنے لگیں گے اس شرط سے قبول کر لینا جائز ہے۔

কাবা ঘরের ছবিযুক্ত জায়নামাযে বসা

প্রশ্ন : জায়নামাযের মধ্যে কাবা শরীফের ছবি রয়েছে। ইমাম সাহেব পূর্ব দিকে ফিরে কাবা ঘরের ছবির ওপর বসেন। এ ব্যাপারে আপনার শরয়ী বিধান জানতে চাই।

Scanned by CamScanner

উত্তর : কাবা ঘরের ছবিযুক্ত জায়নামাযে বসাতে কোনো অসুবিধা নেই। (৫/৩৫২)

📖 منحة السلوك في شرح تحفة الملوك للعيني ص ١٥٩ : قوله: (وتكره صورة ذي الروح) مثل صورة الأسد والفيل والآدمي والخيل والطير التي ينقشها المصورون في الجدران والسقوف، وينسجها النساج في البسط والفرش. قيده بقوله: (ذي روح) لأن صورة غير ذي روح: لا يكره، كالشجر ونحوه، لأنه لا يعبد.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۷/ ۱۱۱ : اس تصویر سے خانہ کعبہ کی تعظیم میں بھی کوئی فرق نہیں آتا، کیونکہ تصویر کا حکم عین شی کا حکم نہیں ہوتا، دوسرے، خود خانہ کعبہ میں بھی نماز پڑھی جاتی ہے تو وہاں بھی زمین پیروں کے نیچے ہوتی ہے جب وہ تعظیم کے منافی نہیں تو تصویر کا پیروں کے نیچے ہونا بطریق اولی تعظیم کے منافی نہ ہوگا۔

না জানিয়ে ঘরের চাল বিক্রি করে ব্যবসা করা

প্রশ্ন : আমরা নাবালেগ অবস্থায় ঘর থেকে চাল ইত্যাদি কাউকে না জানিয়ে নিয়ে যেতাম এবং বিক্রি করে টাকা জমাতাম। এ জাতীয় মোট ২০০০ টাকা ব্যবসায় খাটিয়েছি। এ টাকার হুকুম কী? নাজায়েয হলে এর গোনাহ থেকে বাঁচার পদ্ধতি কী?

উত্তর : স্বাভাবিক যে পরিমাণ খরচের প্রয়োজন সে পরিমাণ টাকা যদি পিতা না দেয় তখন তার অগোচরে প্রয়োজন পরিমাণ টাকা নেওয়ার অনুমতি আছে। জমা করার বা অপব্যয়ের জন্য তার অগোচরে টাকা নেওয়ার অনুমতি নেই। এরূপ অগোচরে টাকা নেওয়ার ব্যাপারে যদি পরবর্তীতে পিতার সম্মতি অর্জন করা যায় তবে ওই টাকা নিজের জন্য হালাল। সম্মতি না পাওয়া গেলে পিতার নিকট ফিরিয়ে দিতে হবে। পিতার মৃত্যু হলে তা ওয়ারিশদের হক হবে। (৫/৪৩০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٧٨ (٢٤٦٠) : عن عروة، أن عائشة رضي الله عنها، قالت: جاءت هند بنت عتبة بن ربيعة، فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، فهل علي حرج أن أطعم من الذي له عيالنا؟ فقال: «لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف» -

📖 عمدة القارى (دار إحياء التراث) ١٣/ ٧ : هذا الحديث يشتمل على أحكام: وهى النفقة للأولاد وأنها مقدر بالكفاية لا بالامداد -

Scanned by CamScanner

সেন্টের ব্যবহার ও ব্যবসা করা

প্রশ্ন : সেন্ট লাগানো কাপড়ে নামায পড়া এবং তা বেচাকেনা করা শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : সাধারণত সেন্টের মধ্যে নেশাজাতীয় স্প্রিট থাকে। এই স্প্রিট নাপাক কি না এতে যদিও আলেমগণের মতানৈক্য আছে, কিন্তু পাক হওয়াটাই অধিক সংগত মনে হয়। সুতরাং সেন্টের ব্যবহার ও বেচাকেনা জায়েয হওয়াটাই বেশি গ্রহণযোগ্য। বিশেষ করে এতে যখন কোনো নাপাক জিনিসের মিশ্রণ থাকার প্রমাণ নেই। হ্যাঁ, স্প্রিট ছাড়া অন্য কোনো নাপাক বস্তুর মিশ্রণ আছে বলে প্রমাণ পাওয়া গেলে সেই সেন্ট ব্যবহার নাজায়েয হবে। (১/১৬৫)

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۲/ ۹۵ : اسپرٹ اگرانگور کشمش یا کھجور سے حاصل کی گئی ہو تو بالاتفاق نجس ہے اور انکے سواء کسی دوسری چیز سے بنائے گئی ہو تو شیخین ؒ کے نزدیک پاک اور امام محمدؒ کے نزدیک نجس ہے تحقیق سے معلوم ہوا کہ آج کل اسپرٹ اور الکحل کیلئے انگور اور کھجور استعمال نہیں کی جاتی ہے لہذا شیخینؒ کے قول کی مطابق پاک ہے حضرات فقہاء کرام اگرچہ فساد زمان کی حکمت کی بناء پر امام محمدؒ کے قول کو مفتی بہ قرار دیاہے مگرآجکل ضرورت تداوی وعموم بلوی کی رعایت کے پیش نظر شیخینؒ کے قول پر طہارت کا فتوی دیاجاتاہے ویسے بھی اصول فتوی کے لحاظ کے قول شیخینؒ کو ترجیح ہوتی ہے الا لعارض۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۹ / ۱۴۰ : اگراسپرٹ شراب کی حقیقت سے نکل جاتاہے تو اس کااستعمال کرناجائزہوگا،اوراگراسپرٹ میں وہی نشہ وغیرہ اثر شراب کاباقی رہتاہے تو استعمال اسپرٹ کاناجائزہوگا،میتھ لیٹیڈ اسپرٹ جوچولہے میں جلائی جاتی ہے اس میں جزء مسکر الکحل نے اس طرح ترکیب پائی ہے کہ میتھ لیٹیڈ مسکر نہیں ہےاس لئے اس کا جلانے میں استعمال جائزہے۔

সেন্ট ব্যবহার করার হুকুম

প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে যে সেন্ট পাওয়া যায় 'জাদীদ ফিকহী মাসায়েল'-এর মধ্যে তার ব্যবহার নাজায়েয বলা হয়েছে। কিন্তু অনেক আলেম বলছেন যে সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয। কার কথা সঠিক?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নাপাক বস্তু মেশানো সেন্ট ব্যবহার করা নাজায়েয। তবে খেজুর-আঙুর ব্যতীত যব, আলু, চাল ইত্যাদি দিয়ে তৈরি অ্যালকোহল মেশানো সেন্ট ব্যবহার করা জায়েয। তবে কোনো সেন্ট নাপাক বস্তু বা খেজুর বা আঙুরের অ্যালকোহল থাকা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত নাপাক বলা যাবে না। কিন্তু সতর্কতামূলক না জেনে কাপড়ে যেকোনো ধরনের সেন্ট ব্যবহার না করাই শ্রেয়। (১৭/৫০৪/৭১৩৮)

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٦٠٨ : وأما غير الأشربة الأربعة فليست نجسة عند الإمام أبى حنيفة ...
... أو لتمر إنما تتخذ من الحبوب أو القشر أو البترول وغيره ...
... وحينئذ هناك فسحة فى الأخذ بقبول أبى حنيفة عند عموم البلوى -

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ٦ /٢٧٧ : الجواب-اسپیرٹ کے متعلق تحقیق یہ ہے کہ یہ تیز شراب کا جوہر ہے اس میں سے بذریعہ علم کیمیا خاص نشی چیز علیحدہ کرلیا جاتا ہے اسکا نام الکحول ہے اگر انگور یا کھجور یا منقی سے بنی ہو تو بالاتفاق ناپاک اور حرام ہے، ایک قطرہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے اور جو اسپرٹ، بیر، آلو، جو، گیہوں، مہوا سے بنتی ہے اس میں اختلاف ہے نمازی آدمی کو ایسے اسپرٹ لگانے سے بچنا چاہئے، لیکن اگر کسی نے ایسا سینٹ لگا کر نماز پڑھ لی تو چونکہ اسپرٹ کی مقدار مانع جواز سے کم ہوگی اس لئے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن کراہت سے خالی نہیں۔

সেন্ট ব্যবহার করে নামায পড়া

প্রশ্ন : বর্তমানে বাজারে যে পারফিউম পাওয়া যায়, যথা সেন্ট বা বডি স্প্রে তা ব্যবহারের ব্যাপারে শরয়ী নির্দেশনা কী? যা সাধারণত অ্যালকোহলযুক্ত। এটি ব্যবহার করে নামায পড়া বা অন্য কোনো আমল করা যাবে কি না?

উত্তর : সব ধরনের অ্যালকোহল নাপাক নয়। তাই অ্যালকোহলযুক্ত সব জিনিসকে নাপাক বলে ফাতওয়া দেওয়া যায় না। তবে সেন্টের মূল উপাদানে ব্যবহৃত অ্যালকোহল যদি আঙুর অথবা খেজুর দ্বারা তৈরি বলে নিশ্চিতভাবে জানা যায় তা ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর এমনিতে সন্দেহযুক্ত জিনিস পরিহার করা ভালো। (৫/৪৪৮)

Scanned by CamScanner

📖 نظام الفتاوی ۱/ ۳۸۰ : اگر یقین ہو کہ الکحل سے مراد وہی الکحل ہے جو خمور اربعہ سے بنا ہے جو حرام قطعی اور نجس العین ہوتا ہے تو اس کو استعمال کرنا درست نہ ہوگا ورنہ گنجائش رہیگی۔

শরীরে লোশন মেখে নামায পড়া

প্রশ্ন : লোশন শরীরে মেখে নামায পড়া যাবে কি না? লোশন অ্যালকোহল দিয়ে তৈরি হয় কি না?

উত্তর : লোশনে নাপাক মিশ্রিত হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত তা মেখে নামায পড়া জায়েয। (১৯/৫৫৪/৮২৯১)

📖 نظام الفتاوی ۵/ ۱۳۷ : الجواب- (۱) سینٹ کا استعمال شرعا درست ہے، اگر اسپرٹ کے اندر ناپاک چیز کا میزش یقینی نہ ہو تو اس کے ساتھ نماز درست ہے۔

মসজিদে এনজিওর দেওয়া নলকূপ স্থাপন করা

প্রশ্ন : মসজিদের জন্য যদি কোনো এনজিও নলকূপ দান করে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : অমুসলিম বা খ্রিস্টান কর্তৃক পরিচালিত এনজিও গোষ্ঠীর ইসলামবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে সকলেই অবগত। তারা সেবার নামে মুসলমানদের ঈমান-আকীদা ধ্বংস করার কাজে লিপ্ত। অমুসলিমদের নিঃশর্ত সাহায্য নেওয়ার অনুমতি থাকলেও এনজিওদের সাহায্য নেওয়া নিষেধ। কারণ তাদের উদ্দেশ্য খারাপ তৎপরতা। শরীয়তবিরোধী ঈমান-আকীদাবিধ্বংসী। এমতাবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার ও তাদের সাহায্য নেওয়া পরোক্ষভাবে ইসলামবিরোধী কাজের সহায়তা করার শামিল। (৪/১৫০)

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٣٦٠ : (قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة.

📖 فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٣/ ٢٦٩ : والذى يتخلص من مجموع الروايات أن الأمر فى الاستعانة بالمشركين موكول إلى

Scanned by CamScanner

مصلحة الإسلام والمسلمين؛ فإن كان يؤمن عليهم من الفساد وكان فى الاستعانة بهم مصلحة فلا بأس بذلك إن شاء الله تعالىٰ إذا كان حكم السلام هو الظاهر ويكون الكفار تبعاً للمسلمين؛ وإن كان للمسلين عنهم غنى أوكانوا هم القادة والمسلمون تبعا لهم أو يخاف منهم الفساد؛ فلا يجوز الاستعانة بهم -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۲/ ۲۸ ۷ :الجواب- غیر مسلک کے لوگ بعض اوقات چندہ دینے کے بعد اپنے حقوق جتانے لگتے ہیں اور مستقل درد سر بنے رہتے ہیں؛ اگر یہ احتمال نہ ہو نیز یہ خدشہ بھی نہ ہو کہ کل کو وہ سینوں پر احسان جتائیں گے تو شرعا ان کا چندہ لے سکتے ہیں-

ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে আত্মীয়তা করা

প্রশ্ন : সুদি ব্যাংকের চাকরিজীবীদের সাথে আত্মীয়তা করা জায়েয কি না?

উত্তর : আত্মীয়তা করা যাবে। (৩/১৩১)

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل ۷/ ۳۶۰ : سوال-میرے عزیز بینک میں ملازم ہیں ان کے گھر جب جانا ہوتا ہے تو انکے ہاں چائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟ اگرچہ میں دل سے اچھا نہیں سمجھتا ہوں مگر قریبی رشتہ دار ہونے کے ناتے جا کر نہ کھانا شاید عجیب لگے؟
الجواب-کوشش بچنے کی کی جائے اور اگر آدمی مبتلا ہو جائے تو استغفار سے تدارک کیا جائے اگر ممکن ہو تو اس عزیز کو بھی سمجھایا جائے کہ وہ بینک کی تنخواہ گھر میں نہ لایا کریں بلکہ ہر مہینے کسی غیر مسلم سے قرض لیکر گھر میں خرچ دے یا کریں اور بینک کی تنخواہ سے قرض ادا کریں، اور مسلمان ہونے کے ناتے تعلقات کیا جائے-

পশুর বীর্য সংগ্রহ ও প্রবেশ করানোর আধুনিক পদ্ধতি

প্রশ্ন : বর্তমানে যে আধুনিক পদ্ধতিতে পশুর বীর্য সংগ্রহ করে এবং প্রবেশ করায় তা শরয়ী দৃষ্টিতে জায়েয কি না?

উত্তর : জীবজন্তুর বীর্য সংগ্রহ করে তা বৈজ্ঞানিক উপায়ে জরায়ুতে প্রবেশ করানোর মাধ্যমে বাচ্চা জন্মানোর প্রচলিত ব্যবস্থা শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়। (১/৩৮৫)

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/ ٥٥٩ : التلقيح الصناعي: هو استدخال المني لرحم المرأة بدون جماع. فإن كان بماء الرجل لزوجته، جاز شرعاً، إذ لا محذور فيه، بل قد يندب إذا كان هناك ما نع شرعي من الاتصال الجنسي. وأما إن كان بماء رجل أجنبي عن المرأة، لا زواج بينهما، فهو حرام؛ لأنه بمعنى الزنا الذي هو إلقاء ماء رجل في رحم امرأة، ليس بينهما زوجية. ويعد هذا العمل أيضا منافياً للمستوى الإنساني، ومضارعاً للتلقيح في دائرة النبات والحيوان.

বিজ্ঞপ্তি দেখে ইমাম হওয়ার দরখাস্ত করা

প্রশ্ন : মাদরাসা বা মসজিদ কমিটির পক্ষ হতে কোনো শিক্ষক বা ইমামের শূন্য পদ পূরণের জন্য পত্রিকায় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দেওয়া জায়েয হবে কি না? এবং বিজ্ঞপ্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তদানুযায়ী দরখাস্ত প্রদান করা শরীয়তের বিধান মতে বৈধ কি না?
কমিটির পক্ষ হতে সার্কুলার দেওয়ার পর পদ চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীস দ্বারা দলিল গ্রহণপূর্বক দরখাস্ত দেওয়ার অবৈধতা প্রমাণ করা ঠিক হবে কি না?

উত্তর : প্রয়োজনে ইমাম-মুয়াজ্জিন ও শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি পত্রিকায় দেওয়া যেতে পারে। সঠিক যোগ্যতা থাকা অবস্থায় কোনো দ্বীনি কাজ করার আগ্রহী হয়ে আবেদন করা দোষণীয় নয়। পদ চাওয়া নিষেধাজ্ঞাসম্বলিত হাদীসটির ক্ষেত্র ও উদ্দেশ্য ভিন্ন। এ হাদীস দ্বারা এ বিষয়ের অবৈধতা প্রমাণের কোনো সুযোগ নেই। (৩/২৩৩)

📖 سورة البقرة الآية ١٤٨ : ﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللهُ جَمِيعًا إِنَّ اللهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

📖 سورة يوسف الآية ٥٥ : ﴿قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ﴾

📖 تفسير ابن كثير (دار طيبة) ٤/ ٣٩٥ : فقال يوسف، عليه السلام: {اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم} مدح نفسه، ويجوز للرجل ذلك إذا جهل أمره، للحاجة. وذكر أنه {حفيظ} أي: خازن أمين، {عليم} ذو علم وبصر بما يتولاه.
قال شيبة بن نعامة: حفيظ لما استودعتني، عليم بسني الجدب. رواه ابن أبي حاتم.
وسأل العمل لعلمه بقدرته عليه، ولما في ذلك من المصالح للناس -

Scanned by CamScanner

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ٢/ ١٦٥ : قوله تعالى:"استبقوا الخيرات " أي إلى الخيرات، فحذف الحرف، أي بادروا ما أمركم الله عز وجل من استقبال البيت الحرام، وإن كان يتضمن الحث على المبادرة والاستعجال إلى جميع الطاعات بالعموم۔

📖 فتح الباري ١٣/ ١٢٤ : ويستفاد منه أن طلب ما يتعلق بالحكم مكروه فيدخل في الإمارة القضاء والحسبة ونحو ذلك وأن من حرص على ذلك لا يعان۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٨ : (والتقلد رخصة) أي مباح (والترك عزيمة عند العامة) بزازية فالأولى عدمه ، (قوله: والتقلد) أي الدخول فيه عند الأمن وعدم التعين. مطلب ما كان فرض كفاية يكون أدنى فعله الندب.(قوله: والترك عزيمة إلخ) هو الصحيح كما في النهر عن النهاية۔

'ইনশাআল্লাহ ইকামত বলুন' বলা

প্রশ্ন : ইমাম সাহেব মুয়াজ্জিন সাহেবকে উদ্দেশ করে বলেন, "ইনশাআল্লাহ ইকামত বলুন", এখানে 'ইনশাআল্লাহ' বাক্যটি বলাতে কোনো প্রকার শরয়ী বাধা আছে কি না?

উত্তর : এ সময়ে 'ইনশাআল্লাহ' বলাটা হয়তো তার অভ্যাস হয়ে গেছে, নতুবা শরীয়তের দৃষ্টিতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। (২/৩৬)

📖 تفسير القرطبي (دار الكتب المصرية) ١٠ / ٣٨٥ : تحت قول إلا أن يشاء الله وأمر في هذه الآية ألا يقول في أمر من الأمور إني أفعل غدا كذا وكذا، إلا أن يعلق ذلك بمشيئة الله عز وجل۔

ড্রেনে কাগজ, ভাত-তরকারি ফেলা

প্রশ্ন : নেত্রকোনা শহরের ড্রেনের ভেতর কাগজ, ভাত এবং তরকারি ফেলা হয়—এসব ড্রেনে প্রস্রাব-পায়খানা করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : ভাত-তরিতরকারি সম্মানিত হওয়ার কারণে যেখানে-সেখানে না ফেলে এমন জায়গায় ফেলবে, যাতে পশুপাখি খেতে পারে। শহরের ড্রেন ময়লা, আবর্জনা ইত্যাদি

Scanned by CamScanner

ফেলার জন্য বানানো হয়। তাই সে ধরনের ড্রেনে ভাত-তরকারি ফেলা গোনাহ হবে। (২/১৫০)

📖 المستدرك على الصحيحين (دار الكتب العلمية) ٤/ ١٣٦ (٧١٤٥) :
عن عائشة، أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أكرموا الخبز وإن كرامة الخبز أن لا ينتظر به» فأكله وأكلنا «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»
[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٧١٤٥ - صحيح ».

স্কুল-কলেজের জন্য জমি দান করা

প্রশ্ন : স্কুল-কলেজের জন্য জায়গা-জমি, টাকা-পয়সা দান করা বা কোনো সাহায্য-সহযোগিতা করা সাওয়াবের কাজ কি না? বিশেষ করে যে স্কুল-কলেজে সহশিক্ষা দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সময়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে নাচ-গান ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ব্যবহার করা হয়। এ ধরনের স্কুল-কলেজে জায়গা দান করলে সাওয়াব হবে কি না? যদি কেউ এ ধরনের স্কুল-কলেজে জায়গা দান করে মৃত্যুবরণ করে এবং পরবর্তীতে কোনো দানশীল এ মৃত ব্যক্তির নামে সেখানে স্কুল-কলেজ নির্মাণ করে দেয় তাহলে এ জন্য মৃত ব্যক্তি ও নির্মাণকারী উভয়ই গোনাহগার হবে কি না? যদি মৃত ব্যক্তিও গোনাহগার হয় তাহলে মৃত ব্যক্তির সন্তান, আত্মীয়স্বজনের ওপর এ কাজে বাধা প্রদান করা ও মৃত ব্যক্তির রূহে সাওয়াব পৌঁছানোর জন্য অন্য কোনো ব্যবস্থা করা জরুরি কি না?

উত্তর : প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর ওপর প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহণ করা ফরয। তদসঙ্গে ওই সব জ্ঞান-বিদ্যান অর্জন করাও জায়েয, যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর। কিন্তু সহশিক্ষা অবৈধ, নৈতিকতা হরণকারী, যা কোনো অবস্থায়ই বৈধ বলা যাবে না। তাই যে সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সহশিক্ষা হয় বা নৈতিকতা হরণকারী শিক্ষা হয়, সেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করা বা সাহায্য করা সবই গোনাহ। যদি কেউ এ ধরনের কাজ করে ফেলে সে তাওবা করে নেবে। আর সে যদি মারা যায় তার ওয়ারিশগণ তার পক্ষে ভালো কাজ করে ঈসালে সাওয়াব করবে। তবে মুসলমান সমাজের দায়িত্ব হবে সহশিক্ষা ও নৈতিকতাবিহীন শিক্ষা হতে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানগুলোকে হেফাজত করার চেষ্টা করা, না হয় সবাই গোনাহগার হবে। (২/২৩৫)

📖 سورة المائدة الآية ٢ : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 سنن الترمذی (دار الحديث) ٤/ ٤٦٨ (٢٦٧٥) : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيئا» -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٥٣ : أن يكون قربة في ذاته وعند التصرف لا يصح وقف المسلم أو الذمي على البيعة والكنيسة أو على فقراء أهل الحرب كذا في النهر الفائق -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٧/ ٢٤٨ : جس تعلیم کے نتائج اس قدر خراب ہوں کہ عقائد واعمال سب کچھ بدل جاتے ہوں اور بگڑ جاتے ہوں اس کا حاصل کرنا اور اس پر روپیہ خرچ کرنا ناجائز ہے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۷۳ :الجواب- یونیورسیٹی میں چندہ دینا درست نہیں۔

অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সহযোগিতা ও অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন : ১. হিন্দুদের অথবা যেকোনো অমুসলিমদের বাৎসরিক অথবা যেকোনো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে কোনো মুসলিম ব্যক্তি টাকা-পয়সা অথবা যেকোনো বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারবে কি না?

২. কোনো মুসলিম ব্যক্তি প্রতিনিধি অর্থাৎ মেম্বার, চেয়ারম্যান অথবা এমপি হওয়ার জন্য কোনো হিন্দুদের বাৎসরিক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অর্থাৎ দুর্গাপূজায় টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা করতে পারবে কি না?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা কোরআন শরীফে ভালো ও শরীয়ত সমর্থিত কাজে সহযোগিতা করা এবং শরীয়তবিরোধী, অন্যায় ও গোনাহের কাজে কোনো প্রকার সহযোগিতা না করার নির্দেশ দিয়েছেন। এ নীতিমালা অনুসারে মুসলমানদের জন্য হিন্দু বা অমুসলিমদের যেকোনো অনুষ্ঠানে সাহায্য-সহযোগিতা করা তা যেকোনো উদ্দেশ্যেই হোক না কেন, সম্পূর্ণ অবৈধ। অতএব প্রশ্নোল্লিখিত ব্যক্তির জন্য অমুসলিমদের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, দুর্গাপূজা ইত্যাদিতে সাহায্য কারার কোনো অবকাশ নেই। (১৬/৬০/৬২৯৮)

📖 تفسير روح المعاني (دار الكتب العلمية) ٣/ ٢٣٠ : وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ فيعم النهي كل ما هو من مقولة الظلم والمعاصي، ويندرج فيه النهي عن التعاون على الاعتداء والانتقام.

Scanned by CamScanner

📖 وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأبي العالية أنهما فسرا الإثم بترك ما أمرهم به وارتكاب ما نهاهم عنه، والعدوان بمجاوزة ما حده سبحانه لعباده في دينهم وفرضه عليهم في أنفسهم،

📖 تفسير روح البيان (دار الفكر) ٢/ ٣٣٨ : وَلا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوانِ اى لا يعن بعضكم بعضا على شيء من المعاصي والظلم للتشفى والانتقام وليس للناس اى يعين بعضهم بعضا على العدوان حتى إذا تعدى واحد منهم على الآخر تعدى ذلك الآخر عليه لكن الواجب ان يعين بعضهم بعضا على ما فيه البر والتقوى.

অমুসলিম ডাক্তার দ্বারা খতনা করানো

প্রশ্ন : খতনা যেহেতু ইসলামের একটি নিদর্শন। কোনো অমুসলিম ডাক্তার দ্বারা এ কাজ সম্পাদন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ কি না?

উত্তর : শরীয়তে দুই প্রকারের বিধান আছে। একটি হলো মুখ্য, আরেকটি হলো সহায়ক। মুখ্য বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য অবশ্য মুসলমান হতে হবে। আর সহায়ক বিধিবিধান বাস্তবায়নের জন্য মুসলিম হওয়া জরুরি নয়, হলে ভালো। যেহেতু খতনা সহায়ক বিধানের অন্তর্ভুক্ত, তাই অমুসলিম দ্বারাও খতনা করা যাবে। (১/২১৭)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۲ / ۲۹۲ : الجواب- واقف کار غیر مسلم ڈاکٹر سے ختنہ کرانا جائز ہے۔

ধোঁকাবাজকে ধোঁকা দিয়ে নিজের হক উসুল করা

প্রশ্ন : এক লোক তার ভাইদের বিভিন্ন দোকানের ম্যানেজার হিসেবে বিভিন্ন সময় ভাইদের নির্দেশে বসে। তার বেতন মাসিক, যা ধার্য করা হয় তা নগদ না দিয়ে পরবর্তীতে একসাথে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু লোকটি তার পূর্বে এক ভাইকে টাকা ঠিকমতো দেয়নি। এ ঘটনা শুনে সে দোকান থেকে সময়-সুযোগমতো কিছু কিছু টাকা নিয়ে ব্যাংকে জমা রাখে। তা দিয়েই তার ভবিষ্যৎ গড়ার লক্ষ্য। প্রশ্ন হলো, এভাবে টাকা নিয়ে জমা রাখা জায়েয আছে কি না? অথচ তার ভাইয়েরা পরবর্তীতে ধোঁকা

Scanned by CamScanner

দেয়, তার প্রমাণ রয়েছে। তাই সে এ পদ্ধতি গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। এর বিধান জানতে চাই।

উত্তর : চুক্তিকৃত মাসিক বা বাৎসরিক মেয়াদ অতিবাহিত হওয়ার পর স্বাভাবিক অবস্থায় প্রকাশ্যে মালিকের নিকট থেকে নিজের হক বা প্রাপ্য উসুল করতে না পারলে গোপনে উসুল করা যেতে পারে। তবে চুক্তিকৃত মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে নিজের প্রাপ্য গোপনে উসুল করা কখনো বৈধ হবে না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবৈধ ও চুরি বলে বিবেচিত হবে। (১৩/২১)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/٩٥ : قال: ونقل جد والدي لأمه الجمال الأشقر في شرحه للقدوري أن عدم جواز الأخذ من خلاف الجنس كان في زمانهم لمطاوعتهم في الحقوق. والفتوى اليوم على جواز الأخذ عند القدرة من أي مال كان لا سيما في ديارنا لمداومتهم للعقوق-

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : ليس لذي الحق أن يأخذ غير جنس حقه وجوزه الشافعي وهو الأوسع.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٤٢٢ : (قوله وجوزه الشافعي) قدمنا في كتاب الحجر: أن عدم الجواز كان في زمانهم، أما اليوم فالفتوى على الجواز، (قوله وهو الأوسع) لتعينه طريقا لاستيفاء حقه فينتقل حقه من الصورة إلى المالية كما في الغصب والإتلاف مجتبى، وفيه وجد دنانير مديونه وله عليه دراهم، فله أن يأخذه لاتحادهم جنسا في الثمنية اهـ

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۲/ ۳۸۲ : حامدا ومصليا، سائیکل جتنی قیمت کی بازار میں ہے اتنی مقدار گویا کہ آپ نے اپنا روپیہ وصول کرلیا۔ آپ کو اختیار ہے کہ اس کو ٹھیک کرا کے استعمال میں لائیں یا فروخت کر کے قیمت استعمال میں لائیں۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۷/ ۱۷۴ : یہ طریقہ جائز ہے، مگر اس کا پورا اہتمام رہے کہ اپنے حق سے زیادہ ہرگز نہ لے، وصول ہونے کے بعد والد کو اس کی اطلاع کرنے کی ضرورت نہیں، خصوصا جبکہ ناراضی کا اندیشہ ہو۔

Scanned by CamScanner

মাদরাসার বেতন না নিয়ে তাবিজ বিক্রি করে উপার্জন করা

প্রশ্ন : একজন ইমাম সাহেব মাদরাসা থেকে বেতন-ভাতা নেওয়াকে তাকওয়া মনে করেন না। বরং তিনি উপার্জনের জন্য তাবিজকে পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছেন। এভাবে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা উপার্জন করছেন। এ পেশা কি শরীয়তসম্মত?

উত্তর : আসল হুকুম তো এটাই যে মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদরাসার শিক্ষকগণ বিনিময় ছাড়া শুধুমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য কাজ করবে। কিন্তু একান্ত প্রয়োজনীয় খরচাদি, যা শরয়ী দৃষ্টিকোণে তার জিম্মায় ওয়াজিব তা নিবারণ করার জন্য প্রত্যেকের নিকট উপার্জনের মাধ্যমও থাকে না বিধায় তাকে অন্য ফিকির করতে হয়, যার কারণে খিদমতের মধ্যে বিশাল ত্রুটি দেখা দেয় বা প্রবল সম্ভাবনা থাকে। এই অপারগতার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী ফিকাহবিদগণ ইমামত ইত্যাদির বিনিময় নেওয়ার অনুমতি প্রদান করেছেন।

ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-দু'আ যদি শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে হয় তাহলে বৈধ এবং এর বিনিময়ও অবৈধ নয়। তবে দ্বীনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের জন্য পারতপক্ষে বিনিময় না নেওয়াই উত্তম। তাই বৈধ বেতন-ভাতাকে তাকওয়া পরিপন্থী মনে করে ইমাম সাহেবের জন্য ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজের অর্থ গ্রহণের ধারণা সঠিক নয়। (১৩/৩৭২)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه، وزاد في متن المجمع الإمامة، ومثله في متن الملتقى ودرر البحار. وزاد بعضهم الأذان والإقامة والوعظ، وذكر المصنف معظمها.

📖 فيه أيضا ٦/ ٥٧ : لأن المتقدمين المانعين الاستئجار مطلقا جوزوا الرقية بالأجرة ولو بالقرآن كما ذكره الطحاوي؛ لأنها ليست عبادة محضة بل من التداوي .

Scanned by CamScanner

📖 جامع الفتاوی (ربانی بکڈپو) ۲ / ۴۵۲ : جواب- اعلی مقام تو یہ ہے کہ مدرسین اور ائمہ مساجد خدمات کو بلا معاوضہ ادا کریں اور نیت محض اللہ کو راضی کرنا ہو مگر چونکہ ضروریات نفقہ واجبہ ان کے بھی ذمہ واجب ہے اور ہر شخص کے پاس آمدنی کے ذرائع نہیں اگر یہ حضرات امامت وتدریس کی پابندی کرتے ہیں تو نفقات واجبہ کے ادا ہونے کی کوئی صورت نہیں اگر نفقات واجبہ کی تحصیل میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ خدمات معطل رہتی ہیں جس سے دین ضائع ہو جاتا ہے اس مجبوری کی بناپر فقہاء کرام نے اجازت دی ہے۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/۴۶ : اگر علاج مقصود ہے اور تجربہ سے ثابت ہے کہ اس طرح پڑھنے سے شفاء ہو جاتی ہے تو اس پر اجرت لینا درست ہے بعض صحابہ نے شفاء کیلئے پڑھنے پر اجرت لی ہے اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو درست فرمایا ہے۔

সরকারি মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে চাকরি নেওয়া

প্রশ্ন : আমি কওমী মাদরাসায় দাওরা পাস করেছি। আমার সরকারি সার্টিফিকেটও আছে। এরই ভিত্তিতে আলিয়া মাদরাসায় মুহাদ্দিস পদে আমাকে নিতে চায়। আমার জন্য এটা জায়েয আছে কি না? উল্লেখ্য, উক্ত আলিয়া মাদরাসায় সহশিক্ষা নেই।

উত্তর : ইলমে দ্বীন একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অর্জন করবে, পার্থিব কোনো উদ্দেশ্যে নয়। যদি কোনো ব্যক্তি ইলমে দ্বীন শিক্ষার পাশাপাশি সরকারি ডিগ্রিও অর্জন করে এবং এরই ভিত্তিতে সরকারি মাদরাসায় চাকরি নেয় এবং সেখানে শরীয়ত পরিপন্থী কোনো কাজে লিপ্ত না হয় তাহলে উক্ত প্রতিষ্ঠানে চাকরি করা এবং বেতন ভোগ করা বৈধ হবে। (১৩/৬৪৭)

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٥٥ : (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٥٥ : (قوله ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن إلخ) قال في الهداية: وبعض مشايخنا - رحمهم الله تعالى - استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى اهـ وقد اقتصر على استثناء تعليم القرآن أيضا في متن الكنز ومتن

Scanned by CamScanner

مواهب الرحمن وكثير من الكتب، وزاد في مختصر الوقاية ومتن الإصلاح تعليم الفقه۔

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۳/ ۵۰۷ : الجواب- سرکاری کالج واسکول میں ملازمت کرنا جائز ہے، بڑے بڑے علماء لوگ کالج ومدارس میں ملازم بھی ہیں پڑھاتے ہیں، کسی کتاب سے حرمت ثابت نہیں، اگر مضمون خلاف شرع نہ پڑھانا پڑے تو جائز ہے ورنہ نہیں۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵/ ۲۵۵

দাওয়াত ও চাঁদা সামাজিকভাবে চাপিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় মসজিদ কমিটি মসজিদের উন্নয়নের জন্য এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে গ্রামের নিয়ম অনুসারে কোনো মেয়ে বা ছেলের বিবাহ হলে গ্রামের প্রত্যেক পরিবারের একজন সদস্যকে বাধ্যতামূলক খাওয়াতে হতো। এখন তার পরিবর্তে কোনো ব্যক্তি বিবাহ অনুষ্ঠানে না খাইয়ে যদি মসজিদের জন্য মাত্র তিন হাজার টাকা প্রদান করে তাহলে সে দাওয়াত খাওয়ানোর বিশাল খরচ থেকে মুক্তি পাবে। জানার বিষয় হলো, এভাবে মসজিদের টাকা নেওয়া বা দাওয়াত খাওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে কেমন?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মুসলমানের জন্য অপরের অর্থসম্পদ তার সন্তুষ্টি ছাড়া ভক্ষণ করা বৈধ নয় এবং বাধ্যতামূলক কারো থেকে কোনো চাঁদা বা অনুদান নেওয়াও বৈধ নয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় ছেলেমেয়ের বিবাহশাদিতে প্রত্যেক পরিবারের একজনকে বাধ্যতামূলক খাওয়ানোর এই আইন শরীয়তসম্মত নয়। তদ্রূপ খাওয়ানোর পরিবর্তে বাধ্যতামূলক মসজিদে তিন হাজার টাকা দেওয়ার আইন করাও বৈধ নয়। অতএব এ ধরনের কর্মকাণ্ড ছেড়ে সবার তাওবা ও ইস্তেগফার করা প্রয়োজন। (১৩/৪৬৬)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه "-

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٦٥٨ : (قوله لو بماله الحلال) قال تاج الشريعة: أما لو أنفق في ذلك مالا خبيثا ومالا سببه الخبيث والطيب فيكره لأن الله تعالى لا يقبل إلا الطيب، فيكره تلويث بيته بما لا يقبله. اهـ

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۴/ ۴۰۶ : الجواب- قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ألا تظلموا ألا لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه» ... ... پس جو لوگ چندہ میں جبر کرتے ہیں وہ گناہ کبیرہ کے مرتکب ہیں اور حکماً غاصب ہیں-

উম্মাহাতুল মুমিনীনের সংখ্যা ও নাম

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিতা স্ত্রীগণের সংখ্যা কত ছিল? এবং তাঁদের নাম কী ছিল?

উত্তর : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সম্মানিতা স্ত্রীর সংখ্যা ছিল ১১ জন। তাঁদের নাম :

১. হযরত খাদিজা (রা.) বিনতে খুওয়াইলিদ (রা.)।
২. আয়েশা বিনতে আবু বকর (রা.)।
৩. হাফসা বিনতে উমর (রা.)।
৪. উম্মে হাবীবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রা.)।
৫. উম্মে সালামা বিনতে আবু উমাইয়া (রা.)।
৬. সাওদা বিনতে যামআ’ (রা.)।
৭. যায়নাব বিনতে জাহাশ (রা.)।
৮. মাইমুনা বিনতে হারিস (রা.)।
৯. যায়নাব বিনতে খোযায়মা (রা.)।
১০. জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.)।
১১. সফিয়্যাহ বিনতে হুয়াই বিন আখতাব (রা.)। (১৩/৬০৬)

📖 السيرة النبوية لابن كثير (دار المعرفة) ٤/ ٥٧٩- ٥٨١ : لا خلاف أنه عليه السلام توفي عن تسع وهن: عائشة بنت أبي بكر الصديق التيمية، وحفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية، وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب ابن أمية الأموية، وزينب بنت جحش الأسدية، وأم سلمة هند بنت أبي أمية المخزومية، وميمونة بنت الحارث الهلالية، وسودة بنت زمعة العامرية، وجويرية بنت الحارث ابن أبي ضرار المصطلقية، وصفية بنت حيي بن أخطب النضرية الإسرائيلية الهارونية، رضي الله عنهن وأرضاهن. ... ...

Scanned by CamScanner

قالت: فاللاتي اجتمعن عنده ; عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وأم حبيبة وزينب بنت جحش وزينب بنت خزيمة وجويرية وصفية وميمونة وأم شريك.

قلت: وفي صحيح البخاري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه وهن إحدى عشرة امرأة. والمشهور أن أم شريك لم يدخل بها كما سيأتي بيانه، ولكن المراد بالإحدى عشرة اللاتي كان يطوف عليهن التسع المذكورات والجاريتان مارية وريحانة. ورواه يعقوب بن سفيان الفسوي، عن الحجاج بن أبي منيع، عن جده عبيد الله ابن أبي زياد الرصافي، عن الزهري. وقد علقه البخاري في صحيحه عن الحجاج هذا.

وأورد له الحافظ ابن عساكر طرفا عنه، أن أول امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، زوجه إياها أبوها قبل البعثة.

যেসব গোনাহের শাস্তি দুনিয়া ও আখেরাতে পেতে হবে

প্রশ্ন : আখেরাতে তো শাস্তি ভোগ করতে হবেই তা সত্ত্বেও দুনিয়াতেও এর কিছু শাস্তি ভোগ করতে হয়, এ রকম কয়টি গোনাহ আছে ও কী কী?

উত্তর : যে গোনাহ মাফ হয়ে মুছে যায় না তার খারাপ ফল দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। সাধারণত কবীরা গোনাহ বিনা তাওবায় মাফ হয় না। বিশেষত যেসব গোনাহের সাথে বান্দার হকের সম্পর্ক থাকে তা শুধুমাত্র আল্লাহ তা'আলার নিকট তাওবা করার দ্বারা মাফ হয় না। যথা–পিতা-মাতার হক নষ্ট করা, কারো ওপর জুলুম-নির্যাতন করা ইত্যাদি। এ ধরনের মাফ না হওয়া গোনাহের শাস্তি অনিবার্যভাবে দুনিয়াতেও ভোগ করতে হয়। (১০/১৮৯)

📖 مرقاة المفاتيح (أنور بكڈپو) : (قال: قال رجل: يا رسول الله، أي الذنب أكبر عند الله؟) الذنب ما يذم به الآتي به شرعا، وهو أربعة أقسام: قسم لا يغفر بلا توبة وهو الكفر، وقسم يرجى أن يغفر بالاستغفار وسائر الحسنات وهو الصغائر، وقسم يغفر بالتوبة وبدونها تحت المشيئة وهو الكبائر من حق الله تعالى، وقسم يحتاج إلى التراد وهو حق الآدمي، والتراد إما في الدنيا بالاستحلال أو رد

Scanned by CamScanner

العين، أو بدله، وإما في الآخرة برد ثواب الظالم للمظلوم، أو إيقاع سيئة المظلوم على الظالم، أو أنه تعالى يرضيه بفضله وكرمه.

সৌন্দর্যবর্ধনে প্লাস্টিক সার্জারি করা

প্রশ্ন : আমার এক মহিলা প্রতিবেশী আমেরিকা থেকে অনেক পয়সা খরচ করে চেহারায় প্লাস্টিক সার্জারি করে এসেছে। বিবাহিতা মহিলা শুধুমাত্র অতিরিক্ত সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যই করেছে। তা বৈধ হয়েছে কি না? এই প্লাস্টিক সার্জারির কারণে ওজু-গোসলের মধ্যে কোনো বিঘ্ন সৃষ্টি হবে কি না?

উত্তর : মানুষের শরীর আল্লাহপ্রদত্ত বান্দার কাছে এক বিশেষ আমানত, যা শুধুমাত্র আল্লাহপ্রদত্ত তথা শরীয়ত কর্তৃক পদ্ধতিতে ব্যবহার করার অনুমতি আছে। বিহিত কারণ তথা শরীয়তসম্মত ওজর ব্যতীত শরীরের মধ্যে নিছক পরিবর্তন কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। তাই শুধুমাত্র সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কারো শরীরে প্লাস্টিক সার্জারি কখনো বৈধ নয়, বরং তা মারাত্মক গোনাহ ও অপরাধ বলে বিবেচিত। যেহেতু প্লাস্টিক সার্জারি সাধারণত মানব অঙ্গ দ্বারা করা হয় তাই এরূপ প্লাস্টিক সার্জারি শরীরের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়ে গেলে এবং এর ওপর পানি প্রতিরোধক ভিন্ন কোনো আবরণ না থাকলে ওজু ও গোসল সহীহ হবে। (১০/৪৪৫)

📖 سنن النسائى (دار الحديث) ٤/ ٤٩٧ (٥١٢٤) : عن عبد الله قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﷺلعن الله المتنمصات، والموتشمات، والمتفلجات اللاتي يغيرن خلق الله عز وجل-

📖 فتاوى إسلامية (دار الوطن) ٤/ ٤١٢ : س - ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ وما حكم تعلم علم التجميل؟

ج- التجميل نوعان تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره.. وهذا لا بأس به، ولا حرج فيه لأن النبي، - صلى الله عليه وسلم -، أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفاً من ذهب.

والنوع الثاني هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن. وهو محرم ولا يجوز. لأن الرسول، - صلى الله عليه وسلم -، لعن النامصة والمتنمصة والواصلة

Scanned by CamScanner

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة.. لما في ذلك إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب.

أما بالنسبة للطالب الذي يقرر علم جراحة التجميل ضمن مناهج دراسته فلا حرج عليه أن يتعلمه ولكن لا ينفذه في الحالات المحرمة.. بل ينصح من يطلب ذلك بتجنبه لأنه حرام وربما لو جاءت النصيحة على لسان طبيب كانت أوقع في أنفس الناس.

الشيخ ابن عثيمين -

📖 مراقي الفلاح (المكتبة العصرية) ص ٤٥ : ولا بد من زوال ما يمنع من وصول الماء للجسد كشمع وعجين لا صبغ بظفر صباغ ولا بين الأظفار ولو لمدني في الصحيح كخرء برغوث ونيم ذباب كما تقدم -

📖 جدید فقہی مسائل (مفتی خالد سیف اللہ رحمانی) ص ۱۷۰ : جسم کیلئے اعضاء کی سرجری: اسلام کا نقطۂ نظریہ ہے کہ جسم اللہ تعالی کی امانت اور اس کا لیکر اللہ کی تخلیق کا نظر ہے جس میں کسی شرعی اور فطری ضرورت کے بغیر کوئی خود ساختہ تبدیلی درست نہیں۔ اسی وجہ سے حضور ﷺ نے خوب صورت کیلئے دانتوں کے درمیان فصل پیدا کرنے کو ناجائز قابل لعنت اور اللہ کی خلقت میں تغیر قرار دیا ہے اس لئے ظاہر ہے کہ محض زینت اور فیشن کی غرض سے اس قسم کی کا کوئی آپریشن اور جسم میں کوئی تغیر قطعا درست نہ ہوگا۔ جیسا کہ آج کل ناک پستان وغیرہ کے سلسلہ میں کیا جاتا ہے۔

মৃত অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য ঈসালে সাওয়াব

প্রশ্ন : কোনো মুসলমান ব্যক্তির একজন অমুসলিম আত্মীয় মারা গেল। ওই মুসলমান তার অমুসলিম আত্মীয়ের জন্য কোনো দু'আ, সদকা, মাগফিরাত চাওয়া বা এমন কিছু করতে পারবে কি না, যার দ্বারা ওই অমুসলিম ব্যক্তির আত্মা পরকালে উপকৃত হয়?

উত্তর : কোনো মুসলমানের জন্য মৃত অমুসলমানের আত্মার শান্তি কামনায় মাগফিরাতের দু'আ করা, সদকা করা বা যেকোনো ধরনের ঈসালে সাওয়াব করা শরীয়তের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অবৈধ ও নিষিদ্ধ। সে আত্মীয় হোক অথবা অনাত্মীয় হোক-কোনো অবস্থাতেই তার জন্য ঈসালে সাওয়াব করা যাবে না। মাসআলা জেনেশুনে মাগফিরাতের দু'আ করা কুফুরী কাজের অন্তর্ভুক্ত। (১০/৫৭০)

Scanned by CamScanner

📖 سورة التوبة الاية ١١٣، ١١٤ : ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ○ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٥٢٢- ٥٢٣ : والحق حرمة الدعاء بالمغفرة للكافر لا لكل المؤمنين كل ذنوبهم بحر-

📖 رد المحتار (سعيد) ١ /٥٢٣ : وقد علمت أن الصحيح خلافه، فالدعاء به كفر لعدم جوازه عقلا ولا شرعا ولتكذيبه النصوص القطعية بخلاف الدعاء للمؤمنين كما علمت، فالحق ما في الحلية على الوجه الذي نقلناه عنها لا على ما نقله ح فافهم (قوله ودعا بالأدعية المذكورة في القرآن والسنة) عدل عن قول الكنز بما يشبه القرآن لأن القرآن معجز لا يشبهه شيء.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٢ / ٢٤ : سوال- غیر مسلم کو قرآن پاک وغیرہ کا ثواب بخشنا جائز ہے یا نہیں؟

الجواب- حامدا ومصلیا، ناجائز ہے۔

সরকারি-বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের চাঁদা গ্রহণ ও ধর্মীয় কাজের প্রতি কঠোরতা

প্রশ্ন : ১. দেশের সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের যাবতীয় খরচ সরকার বহন করে। কোনো কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ভালো এবং তাদের সুনামের কারণে ছাত্র ভর্তির সময় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল ছাত্রপ্রতি অভিভাবকগণের নিকট হতে এককালীন ৫০ হাজার টাকা দান বা চাঁদা হিসেবে বাধ্যতামূলক গ্রহণ করে থাকে। সকল অভিভাবকই ভর্তির সময় নিজ খুশিতে এরূপ টাকা দিয়ে থাকে। এভাবে থেকে উক্ত টাকার আদান-প্রদান শরীয়তসম্মত কি না?

২. দেশে অনেক সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল আছে, যেখানে সরকার প্রায় সব খরচ বহন করে। তার পরও ছাত্রদের নিকট হতে মাসে মাসে বেতন নেওয়া অথবা এককালীন অনেক টাকা লওয়া এবং দেওয়া শরীয়তে বৈধ কি না?

৩. দেশে অনেক প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ এবং হাসপাতাল রয়েছে, যেখানে সরকারের একটা পয়সাও সাহায্য নেই। সেখানে প্রতিষ্ঠানের ভবন গড়ে তোলার জন্য

Scanned by CamScanner

এককালীন মোটা অঙ্কের কয়েক লক্ষ টাকা নেওয়া হয়। এরূপ আদান-প্রদান শরীয়তে বৈধ কি না?

৪. দেশে বহু প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ আছে, যেখানে ছাত্রদের পড়ানো বাবদ মোটা অঙ্কের কয়েক লক্ষ টাকা এককালীন নেওয়া হয় এরূপ আদান-প্রদান শরীয়তসম্মত কি না?

৫. সিএ ফার্ম তথা কলেজ একটি সম্পূর্ণ বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। সেখানে ছাত্রদের ভর্তির জন্য নিম্নোক্ত শর্তারোপ করা শরীয়তসম্মত কি না?

ক) এককালীন ৪০ হাজার টাকা অথবা এর চেয়ে কম বা বেশি প্রতি ছাত্র বা তার অভিভাবককে সিএ কলেজ বা ফার্মের মালিককে দিতে হবে, যা ফেরতযোগ্য নয়।

খ) ফরয-ওয়াজিবের ওপর আমল করানোর জন্য শর্তারোপ করা যথা–দৈনিক বা মাঝেমধ্যে কলেজ ছুটি হওয়ার পর আলাদাভাব দু-এক ঘণ্টা শরয়ী ফরয-ওয়াজিব শিখতেই হবে। ফরয-ওয়াজিব ছাড়া লেখাপড়া বা হাতে-কলমে শেখার অন্য কোনো শর্ত ভঙ্গের কারণে জরিমানা আরোপ করা যাবে কি?

গ) প্রতি বছর চার মাস, প্রতি মাসে দুবার করে তিন দিনের তাবলীগে সময় লাগাতে হবে, মালিকের সাথে বা তার পরামর্শ অনুযায়ী।

ঘ) ছাত্রের পিতা, বড় ভাই ও ছোট ভাইদেরও ভর্তির এক বছরের মধ্যে তিন চিল্লা দিতে হবে।

ঙ) নিজ খরচে সিএ পড়তে হবে, কোনো প্রকার ভাতা দেওয়া হবে না।

চ) অফিসে তথা ফার্মের কাজের সময় হলো সকাল ৮টা ৪৫ থেকে বিকেল ৫টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত। দুপুরে নামায এবং খাওয়ার জন্য ৩০ মিনিট ১টা থেকে ১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত বিরতি। যখন জরুরি কাজের প্রয়োজন দেখা দেবে তখন রাত ৮টা পর্যন্ত কাজ করতে হবে।

ছ) কোনো প্রকার রাজনীতি সিএ পরিষদের রাজনীতি ফার্মে দলাদলিতে সরাসরি বা পরোক্ষভাবে জড়িত হওয়া যাবে না এবং কেউ জড়িত হলে তাকে নিষেধ করতে হবে এবং সাথে সাথে ফার্মের মালিককে জানাতে হবে।

উত্তর : ১, ২. যে সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের যাবতীয় ব্যয়ভার সরকার বহন করে সে সমস্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের জন্য ছাত্র বা তার অভিভাবকগণের নিকট হতে কোনো প্রকার দান বা বেতন সরকারি অনুমোদন ব্যতীত বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ করা শরয়ী দৃষ্টিকোণে বৈধ হবে না। তবে উক্ত চাঁদা বা বেতন দেওয়া ব্যতীত পড়াশোনা অসম্ভব হলে সে ক্ষেত্রে দেওয়া বৈধ হলেও নেওয়া বৈধ হবে না। (১০/৭৮৬)

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٧١ : وفي فتح القدير : وكل من عمل للمسلمين عملا حكمه في الهدية حكم القاضي اهـ فظاهره أنه يحرم قبولها على الوالي والمفتي، وليس كما قال فقد قال في الخانية ويجوز للإمام والمفتي قبول الهدية وإجابة الدعوة الخاصة؛ لأن ذلك من حقوق المسلم على المسلم، وإنما يمنع عنه القاضي اهـ

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٣٦٢ : الرابع: ما يدفع لدفع الخوف من المدفوع إليه على نفسه أو ماله حلال للدافع حرام على الآخذ؛ لأن دفع الضرر عن المسلم واجب ولا يجوز أخذ المال ليفعل الواجب، اهـ ما في الفتح ملخصا.

উত্তর : ৩, ৪.

প্রাইভেট মেডিক্যাল, কলেজ, হাসপাতাল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উল্লিখিত পন্থায় টাকা নেওয়া এবং তাদের দেওয়া উভয়টাই বৈধ।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤١١ : (وأما) (حكمها) فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل الأجرة.

৫. ক) উল্লিখিত পন্থায় টাকা নেওয়া এবং তাদের দেওয়া উভয়টাই বৈধ।

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/٤١١ : (وأما) (حكمها) فوقوع الملك في البدلين ساعة فساعة إلا بشرط تعجيل الأجرة.

খ-ছ) শর্তগুলো জায়েয। কোনো ছাত্র শর্ত ভঙ্গ করলে তাকে সতর্ক করার জন্য শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে তাকে বহিষ্কার করা যেতে পারে। তবে তার নিকট হতে আর্থিক জরিমানা আদায় বৈধ হবে না।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٦٢ : وفي المجتبى لم يذكر كيفية الأخذ وأرى أن يأخذها فيمسكها، فإن أيس من توبته يصرفها إلى ما يرى. وفي شرح الآثار: التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ المال-

ঘ- শর্তে বলা হয়েছে ছাত্র ভর্তি হওয়ার পর তার পিতা, বড় ভাই ও ছোট ভাইদেরকে তিন চিল্লা দিতে হবে, এ ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের শর্তারোপ না করে তাদের উৎসাহিত করা ভালো।

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٣٩٣ (٧٢٥٧) : عن علي رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث جيشا، وأمر عليهم رجلا فأوقد نارا وقال: ادخلوها، فأرادوا أن يدخلوها، وقال آخرون: إنما فررنا منها، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة»، وقال للآخرين: «لا طاعة في معصية، إنما الطاعة في المعروف»

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٣/ ٤٠٩ (١٣٥٢) : عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا حرم حلالا، أو أحل حراما، والمسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا، أو أحل حراما»-

এনজিওদের আয়োজিত ওয়াজ-মাহফিলে অংশগ্রহণ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এনজিওর লোকজন ধার্মিক মুসলমানদের মাঝে এক ধরনের পাঁয়তারা চালাচ্ছে। পদ্ধতি হলো, তারা এলাকার মসজিদ-মাদরাসার ইমাম-মুয়াজ্জিন, শিক্ষকমণ্ডলীসহ ধার্মিক ব্যক্তিদের নিয়ে বিভিন্ন সময় ইসলামী সভা, ওয়াজ-মাহফিলসহ ইফতার অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করে থাকে এবং সেখানে শুধুমাত্র দ্বীনি আলোচনাই হয়ে থাকে। সেখানে ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মাদরাসার উস্তাদগণ পর্যন্ত উপস্থিত থাকেন। জানার বিষয় হলো, উক্ত অনুষ্ঠানে উল্লিখিত দ্বীনদার মুসলমানদের অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে ইসলামের বিধান কী?

উত্তর : অমুসলিম এনজিওরা ইসলামের ঘাতক ও ইসলামের অগ্রযাত্রার মারাত্মক অন্তরায়। এরা যদি ধর্মের নামে কোনো ভালো অনুষ্ঠানের আয়োজন করে তাতে ও ইসলামের ক্ষতিসাধন ছাড়া কোনো মতলব থাকবে না, কিন্তু তা জনসাধারণের বুঝে ওঠা বড় দায়। সুতরাং অমুসলিম এনজিওদের ষড়যন্ত্রের জাল নিষ্পেষিত করা ইমাম, মুয়াজ্জিন, আলেম সমাজের কর্তব্য। এসব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা তাদের চক্রান্তের জাল নিশ্চিহ্ন করার মতো সাহসী ব্যক্তিদের জন্য নিষেধ নয়। বরং এসব অনুষ্ঠানে শরীক হয়ে এনজিওদের অপকর্ম ও অপতৎপতার প্রতিবাদ করা সম্ভব হলে বড় সাওয়াবের কাজ হবে। ইসলামী অনুষ্ঠানের নামে মুসলমান, উলামায়ে কেরামের সমর্থন অর্জন এদের মূল লক্ষ্য ও কৌশল বিধায় প্রতিবাদের সাহস না থাকলে এসব অনুষ্ঠান বর্জন করাই উচিত। (১৫/৯৫০/৬৩৩৩)

Scanned by CamScanner

📖 سورة المائدة الآية ٥١ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٣٤٨ : لا ينبغي أن يقعد بل يخرج معرضا لقوله تعالى: - {فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين} [الأنعام: ٦٨]- (فإن قدر على المنع فعل وإلا) يقدر (صبر إن لم يكن ممن يقتدى به فإن كان) مقتدى (ولم يقدر على المنع خرج ولم يقعد) لأن فيه شين الدين والمحكي عن الإمام كان قبل أن يصير مقتدى به -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲۶۹/۴ : الجواب- کفار کا مجمع مطلقا معصیت نہیں ہے، بلکہ صرف جو کسی معصیت یا کفر کی غرض سے منعقد کیا جائے ایسے مجمع کی شرکت واعانت سب حرام ہے۔

লটারির মাধ্যমে আমীর নির্বাচন

প্রশ্ন : লটারির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী, মুহতামিম, জামাতের আমীর ইত্যাদি নির্বাচন করা শরীয়তসম্মত কি না? দেখা যায়, কখনো যোগ্য হয়, কখনো অযোগ্য।

উত্তর : প্রধানমন্ত্রী, মুহতামিম, জামাতের আমীর প্রতিটি দায়িত্বই আপন আপন স্থানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যেগুলো আঞ্জামদানে সব ব্যাপারে যোগ্য, প্রাজ্ঞ দ্বীনদার, বলিষ্ঠ ও গুণে-মানে সেরা ব্যক্তিদের হওয়া প্রয়োজন, আর সে ব্যাপারে শরীয়তের বিধানও তাই। কিন্তু কেউ যদি ঢালাওভাবে লটারির মাধ্যমে এ সমস্ত দায়িত্বে নির্বাচন করে, তখন প্রকৃত যোগ্য লোককে চয়ন করা সম্ভব হবে না। তাই মুশাওয়ারাহর ভিত্তিতে যে সর্বাধিক যোগ্য বিবেচিত হবে, তাকেই দায়িত্বশীল বানাবে। (১৪/৯৫/৫৫১৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ١/ ٥٥٩ : (قوله أساءوا بلا إثم) قال في التتارخانية: ولو أن رجلين في الفقه والصلاح سواء إلا أن أحدهما أقرأ فقدم القوم الآخر فقد أساءوا وتركوا السنة ولكن لا يأثمون، لأنهم قدموا رجلا صالحا، وكذا الحكم في الإمارة والحكومة، أما الخلافة وهي الإمامة الكبرى فلا يجوز أن يتركوا الأفضل، وعليه إجماع الأمة.

Scanned by CamScanner

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ۲/۷۵ : مسئلہ شریعت محمدیہ میں حنفیہ کے مسلک پر قرعہ کا یہ حکم ہے کہ جن حقوق کے اسباب شرع میں معلوم و متعین ہیں ان میں قرعہ نا جائز و داخل قمار ہے مثلا شئی مشترک میں جس کا نام نکل آئے وہ سب لے لے یا جس بچے کے نسب میں اختلاف ہو اس میں جس کا نام نکل آوے وہی باپ سمجھا جاوے اور جن حقوق کے اسباب رائے کے سپرد ہوں ان میں قرعہ جائز ہے مثلا مشترک مکان کی تقسیم میں قرعہ سے زید کو شرقی حصہ دیدینا اور عمرو کو غربی حصہ دیدینا یہ اس لئے جائز ہے کہ بلا قرعہ بھی ایسا کرنا اتفاق شریکیں سے یا قضائے قاضی سے جائز تھا یا یوں کہئے کہ جہاں سب شریکوں کے حقوق مساویانہ ہوں وہاں کوئی ایک جہت ایک شخص لئے متعین کرنے کے واسطے قرعہ اندازی جائز ہے۔

পত্রিকায় ছাপানো মহিলাদের লেখা পড়া

প্রশ্ন : বর্তমান প্রেক্ষাপটে দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় মহিলাগণ যে সকল লেখালেখি করেন, এগুলো শরীয়তে বৈধ কি না? যদি বৈধ হয়ে থাকে তাহলে কেন? আর যদি অবৈধ হয়ে থাকে তাহলে যে সমস্ত মহিলা সাহাবী হাদীস রেওয়ায়েত করেছেন ওইগুলো কিভাবে বৈধ হবে?

উত্তর : হাদীস শরীফে এক জায়গায় মেয়েদের লেখা শেখানোর প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছেন, আরেক জায়গায় লেখালেখি শেখানো থেকে বারণ করেছেন। এ হাদীসের ব্যাখ্যা বড় বড় হাদীস বিশারদগণ এভাবে করেছেন যে, যেখানে ফেতনার আশঙ্কা রয়েছে সেখানে শিখতে বা লিখতে নিষেধ করেছেন। আর যেখানে ফেতনার কোনো আশঙ্কা নেই সেখানে লিখতে মহিলাদের সাধারণভাবে ও ব্যাপক আকারে লেখালেখির অনুমতি বা সুযোগ নেই। আর মহিলা সাহাবী হাদীস বর্ণনা না করলে শরীয়তের অনেক হুকুম বিলুপ্ত হওয়ার আশঙ্কা ছিল, যা বর্তমানে বিদ্যমান নয়। (১৪/১০৮)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۱۹۹ : الجواب- قطع نظر عوارض سے تو یہی حکم جواز کا صحیح ہے، لیکن عوارض سے بعض امور جائزہ کا ناجائز ہو جانا فقہ میں مشہور و معروف ہے اور یہاں ایسے عوارض کا وجود یقینی ہے اس لئے ضرور اس کو ناجائز کہا جاویگا۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۵ / ۲۹۰ : الجواب- حدیث پاک میں ایک مقام پر عورت کو لکھنا سکھانے کی ممانعت آئی ہے اور ایک مقام پر ترغیب آئی ہے اس لئے شراح حدیث نے لکھا ہے کہ جہاں فتنہ کا خطرہ ہو وہاں سکھانے سے اجتناب چاہئے، جہاں نہ ہو وہاں بقدر ضرورت گنجائش ہے کہ امور خانہ داری میں بعض مرتبہ اس کی حاجت پیش آجاتی

Scanned by CamScanner

ہے جو لڑکیاں اپنے مکان میں والد بھائی چچا دادا نانا سے لکھنا سیکھے اور ان کی دینی تربیت کی جائے ماحول صالح ہو تو اجازت ہے اس مقصد کیلئے بہشتی زیور کی تصنیف کی گئی ہے اور اس سے نفع بھی بے حد ہوا اور جو لڑکیاں اسکول میں جائیں اور پردے کا اہتمام نہ ہو نا محرموں سے احتیاط ہو ان کو اس سے روکنا ضروری ہے۔

খোদা, ভগবান, God বলার হুকুম

প্রশ্ন : আমাদের দেশে দেখা যায়, মুসলমানরা আল্লাহকে "খোদা" (ফার্সি) শব্দ ব্যবহার করে। প্রশ্ন হলো, আল্লাহকে খোদা বলা জায়েয হবে কি না? যদি জায়েয হয়, তবে আল্লাহকে ভগবান বা God বলা জায়েয নেই কেন? একজন আলেম বলেন, আল্লাহকে খোদা বলা কোরআন-সুন্নাহর খেলাফ, তা সঠিক কি না?

উত্তর : কোরআন-হাদীসে বর্ণিত আল্লাহ তা'আলার নামসমূহের মধ্যে 'খোদা' নেই, বরং এটি একটি ফার্সি শব্দ, যা আল্লাহ পাকের নাম রব, মালিকের অনুবাদ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর আরবী শব্দ রব, মালিকের সাথে ফার্সি এ শব্দের অর্থে মিল থাকায় অনেক বিজ্ঞ উলামায়ে কেরামের কিতাবে আল্লাহকে খোদা বলতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে 'God' আল্লাহ পাকের কোনো নামের অনুবাদ বা অর্থ কি না আমাদের জানা নেই, যদি খোদা শব্দের মতো God এবং ভগবান শব্দগুলো আসমায়ে হুসনার কোনো একটির অনুবাদ হয়ে থাকে তাহলে জায়েয হওয়ার কথা নয়। (১৩/৫৮১/৫৩১৯)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۶/ ۴۳ : الجواب— تعامل امت سے معلوم ہوا کہ مترادفین کا حکم یکساں ہے پس یہ لغات جب ترجمہ ہوں اسمائے منقولہ بلسان شرع کا ان کا استعمال بھی جائز ہے اور یمین وغیرہ میں یہ مثل اصل کے ہوں گے یعنی جو لفظ اللہ کی قسم کا حکم ہے وہی لفظ خدا کی قسم کا حکم۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۳۷۷ : اگر مراد یہ ہے کہ دوسرے نام اگرچہ دیگر اقوام کے نزدیک خدا ہی کے نام ہیں لیکن چونکہ وہ دیگر اقوام کے شعار بن چکے ہیں اور مسلم کو غیر مسلم کے شعار سے اجتناب چاہئے، تو یہ مراد بھی خلاف شرع نہیں، بلکہ شرعا مطلوب ہے، مگر اس صورت میں انہی ناموں کو منع کیا جاسکتا ہے جو غیر اقوام کا شعار ہیں، اور جو شعار نہیں انکو منع نہیں کیا جاسکتا ہے، جیسے خدا، ایزد، یزدان کہ یہ نام کسی مخصوص غیر مسلم کے شعار نہیں، بلکہ بکثرت اہل اسلام کی تصانیف میں موجود ہیں۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۷/ ۴۹ : جواب— یہ تو ظاہر ہے کہ خدا عربی زبان کا لفظ نہیں فارسی لفظ ہے جو عربی لفظ "رب" کے مفہوم کو ادا کرتا ہے، "رب"

Scanned by CamScanner

اسماء حسنیٰ میں شامل ہے اور قرآن وحدیث میں بار بار آتا ہے فارسی اور اردو میں اسی کا ترجمہ "خدا" کے ساتھ کیا جاتا ہے اس لئے خدا کہنا صحیح ہے اور ہمیشہ سے اکابر امت اس لفظ کو استعمال کرتے آئے ہیں۔

মুরগির তাপে হাঁসের ডিম ফুটানো

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় প্রচলন আছে যে হাঁসের ডিম মুরগি দ্বারা তাপ দিয়ে বাচ্চা ফুটানো হয়। কিছু আলেমের মুখে শোনা যায় যে ইহা কবীরা গোনাহ। উক্ত মাসআলার শরয়ী সমাধান কী?

উত্তর : আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। অন্য সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন মানবজাতির উপকৃত হওয়ার জন্য। তাই শরীয়তসম্মত যেকোনো পন্থায় বিভিন্ন প্রাণী দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতিতে শরয়ী নিষেধাজ্ঞা না থাকায় তা বৈধ ও জায়েয। (১৩/৬৬৫/৫৩৫২)

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٦/ ٣٣٠ : الإنزاء الذي لا يضر - كالإنزاء على مثله أو نحوه أو مقاربه - جائز، كخيل بمثلها أو بحمير، أما إذا كان يضر - كإنزاء الحمير على الخيل -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣/٥٥٩ : ولا بأس عند الحنفية بخصاء البهائم، وإنزاء الحمير على الخيل، لإنجاب البغال، ولأن الخصاء للنفع، إذ تسمن الدابة ويطيب لحمها.

কেউ পশুপাখিকে কষ্ট দিলে করণীয়

প্রশ্ন : অনেকে হাঁস, মুরগি, গরু ইত্যাদি লালন-পালন করে থাকে। কখনো তারা আমাদের দ্বারা কষ্ট পেয়ে থাকে, ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায়। জানার বিষয় হলো, আল্লাহর হক তার নিকট ক্ষমা চাইলে মাফ হয়, বান্দার হক তার নিকট ক্ষমা চাইলে মাফ হয়, তদ্রূপ পশুপাখির হকের ব্যাপারে কোনো বিধান আছে কি না?

উত্তর : পশুপাখিকে কষ্ট দেওয়াও গোনাহ। এ অপরাধের জন্য আল্লাহর নিকট ভবিষ্যতে কষ্ট না দেওয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা জরুরি এবং ভবিষ্যতে কষ্ট না দেওয়ার প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা একান্ত জরুরি। (১০/৯৪)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ١٥١ (٢٣٦٥) : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «عذبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فدخلت فيها النار» قال: فقال: والله أعلم: «لا أنت أطعمتها ولا سقيتها حين حبستيها، ولا أنت أرسلتها، فأكلت من خشاش الأرض»

📖 تكملة فتح الملهم (مكتبة دار العلوم كراتشى) ٤/٤٠٥ : وظاهر هذا الحديث أن المراة عذبت بسبب قتل هذه الهرة بالحبس،... ... قال النووى : الذى يظهر أنها كانت مسلمة وإنما دخلت النار بهذه المعصية وفى هذا الحديث جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يمهل إطعامها وسقيها ويلتحق بذلك غير الهرة مما فى معناها وإن إطعامه يجب على من حبسه -

📖 تالیفات رشیدیہ (ادارۂ اسلامیات) ص ۴۸۸ : اول اس کومار کر پھر ٹکڑے کر کے کانٹے میں لگانا درست ہے اور زندہ کو لگانا منع ہے کہ اذیت دی روح کی مکروہ تحریمہ ہے۔

স্ক্রিনে আয়াত বা আল্লাহ লেখা মোবাইলসহ বাথরুমে প্রবেশ করা

প্রশ্ন : কিছু মোবাইল এমন রয়েছে, যাতে সর্বদা কোরআন শরীফের আয়াত বা খোলা কোরআন শরীফ বা 'আল্লাহ' শব্দ লেখা উঠে থাকে। এ অবস্থায় এই মোবাইল নিয়ে শৌচাগারে যাওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : যার মধ্যে আল্লাহ তা'আলার নাম, নবীগণের নাম, ফেরেশতাগণের নাম, কোরআনের আয়াত বা হাদীসের অংশ লেখা থাকে তা নিয়ে শৌচাগারে যাওয়া মাকরূহ। তাই কোরআনের আয়াত বা আল্লাহ শব্দসম্বলিত খোলা মোবাইল নিয়ে শৌচাগারে যাওয়া মাকরূহ হবে। তবে মোবাইল পকেটে বা কোনো জিনিস দিয়ে ঢাকা থাকলে মাকরূহ হবে না। (১৩/৭৯৩/৫৪২৩)

📖 حاشية الطحطاوى على المراق (قديمى كتبخانه) ١ / ٥٤ : ثم محل الكراهة إن لم يكن مستورا فإن كان في جيبه فإنه حينئذ لا بأس به وفي القهستاني عن المنية الأفضل إن لا يدخل الخلاء وفي كمه مصحف إلا إذا اضطر ونرجو أن لا يأثم بلا اضطرار-

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٣٦١ : (قوله أو اسم الله تعالى) فلو نقش اسمه تعالى أو اسم نبيه - صلى الله عليه وسلم - استحب أن يجعل الفص في كمه إذا دخل الخلاء، وأن يجعله في يمينه إذا استنجى .

পকেট গেট দিয়ে ঝুঁকে প্রবেশ করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশের বাড়িতে একটি গেট আছে, যার পাশে একটি ছোট দরজা আছে। ছোট দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে হলে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করতে হয়। আমাদের দেশের মাদরাসার বড় হুজুর বলেন, গেট পূর্ণ খুলে দাও, কিন্তু ছোট দরজা খোলা যাবে না। এখন জানার বিষয় হলো, ছোট দরজা দিয়ে এভাবে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করা যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নোক্ত ছোট দরজা দিয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রবেশ করার মধ্যে যেহেতু কারো ইবাদত বা সম্মান প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নয়, বরং দরজা ছোট হওয়ার কারণেই কেবল মাথা নিচু করে যাতায়াত করা হয়। তাই এতে কোনো অসুবিধা নেই। (১২/৯৪৮/৩৬৭৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥ / ٣٦٩ : الانحناء للسلطان أو لغيره مكروه لأنه يشبه فعل المجوس كذا في جواهر الأخلاطي. ويكره الانحناء عند التحية وبه ورد النهي كذا في التمرتاشي.

📖 قواعد الفقه ص ٦٢ : ٥٢ - قاعدة أمور المسلمين على السداد حتى يظهر غيره (كر) .

কোনো ধরনের গালি বৈধ নয়

প্রশ্ন : শরীয়তে কোন ধরনের গালি দেওয়া জায়েয আছে?

উত্তর : অপরাধের শাস্তির বিধান শরীয়তে রয়েছে। কিন্তু শরীয়তে কোনো ধরনের গালি দেওয়াকে বৈধতা দেয়নি। গালি দেওয়া নবীর কোনো উম্মতের চরিত্র নয়। এটা অসভ্য প্রকৃতির মানুষের স্বভাব। এ চরিত্র পরিহার না করলে সঠিক উম্মত হওয়া যাবে না। (১৭/১৮৪/৬৯৪১)

Scanned by CamScanner

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ٢ /٥٠ (١١٦) : عن عبد الله بن مسعود رضـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر-

📖 جامع الترمذى (دار الحديث) ٤/ ١٣٦ (٢٠١٦) : عن أبي إسحاق، قال: سمعت أبا عبد الله الجدلي يقول: سألت عائشة، عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: «لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح».

বালেগ ও নাবালেগের পরিচয়

প্রশ্ন : শরীয়তের দৃষ্টিতে বালেগ ও নাবালেগ নির্ণয়ের পরিচয় জানালে ভালো হয়।

উত্তর : বালেগ হওয়ার কোনো আলামত তথা স্বপ্নদোষ, বীর্যপাত, গর্ভধারণ ইত্যাদি পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে বয়স পূর্ণ ১৫ বছর হলে বালেগ বলা হবে। (১/১৯৫)

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٦ / ٤٥١ : قال: "بلوغ الغلام بالاحتلام والإحبال والإنزال إذا وطئ، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم له ثماني عشرة سنة، وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل، فإن لم يوجد ذلك فحتى يتم لها سبع عشرة سنة، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: إذا تم الغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا"، وهو رواية عن أبي حنيفة، وهو قول الشافعي، وعنه في الغلام تسع عشرة سنة. وقيل المراد أن يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف. وقيل فيه اختلاف الرواية لأنه ذكر في بعض النسخ حتى يستكمل تسع عشرة سنة.

أما العلامة فلأن البلوغ بالإنزال حقيقة والحبل والإحبال لا يكون إلا مع الإنزال، وكذا الحيض في أوان الحبل، فجعل كل ذلك علامة البلوغ، وأدنى المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة، وفي حق الجارية تسع سنين.

وأما السن فلهم العادة الفاشية أن البلوغ لا يتأخر فيهما عن هذه المدة. وله قوله تعالى: {حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ} [الأنعام:١٥٢] وأشد الصبي

Scanned by CamScanner

ثماني عشرة سنة، هكذا قاله ابن عباس وتابعه القتبي، وهذا أقل ما قيل فيه فيبنى الحكم عليه للتيقن به، غير أن الإناث نشوءهن وإدراكهن أسرع فنقصنا في حقهن سنة لاشتمالها على الفصول الأربعة التي يوافق واحد منها المزاج لا محالة.

রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনিয়মিত আমল উম্মতের নিয়মিত পালন করা

প্রশ্ন : রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে ইবাদত রীতিমতো করতেন না, তা আমরা রীতিমতো করতে পারব কি না? যেমন : আসরের সুন্নাত।

উত্তর : যে সমস্ত ইবাদত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রীতিমতো করতেন না, সেগুলো ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে না করে রীতিমতো করতে পারে। পক্ষান্তরে যদি ফরয-ওয়াজিবের মতো জরুরি মনে করা হয়, তাহলে তা মাকরূহে পরিণত হবে। (৬/৩৪)

📖 شرح الطيبي للمشكاة (إدارة القرآن) ٢/ ٣٧٤ : فيه أن من أصر علي أمر مندوب، وجعله عزماً ولم يعمل بالرخصة فقد أصاب منه الشيطان من الإضلال -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١١/ ٣٣ : الجواب- جس چیز کا استحباب شرعی دلائل سے ثابت ہو اس پر اصرار کرنے اور تارک پر ملامت کرنے سے اس کا استحباب ختم ہو کر اس میں کراہیت آجاتی ہے،..... اگر یہ شان نہ ہو تو استحباب باقی رہتا ہے۔

শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ দেখতে যাওয়া

প্রশ্ন : শহীদ মিনার, শিখা চিরন্তন, স্মৃতিসৌধ–এসব কিছু দেখতে যাওয়া ও অবসর সময়ে ঘোরাফেরা করতে যাওয়া কি জায়েয? এসব কাজে ঈমান চলে যাবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত স্থান ও বস্তুর কোনো মূল্য ইসলামে নেই। এসব বিধর্মীয় কৃষ্টি-কালচার। বিধর্মীয় রীতি-নীতির অনুসরণ শরীয়তের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ। নিষিদ্ধ কাজ ও বস্তুর প্রচলন হতে না দেওয়া এবং বাধা প্রধান করা মুসলমানদের ঈমানী দায়িত্ব। বাধা দেওয়ার সামর্থ্য না থাকলে কমপক্ষে আন্তরিকভাবে ঘৃণা করা এবং এসব সম্পূর্ণভাবে

Scanned by CamScanner

বর্জন করে চলা জরুরি। তাই এসব স্থানে যাতায়াত জায়েয হবে না। অবশ্য এসবের দ্বারা ঈমান চলে যাবে বলা যায় না। (৬/২১৮/১১৪৭)

📖 الفتاوى الهندية (دار الكتب العلمية) ٥/٤٣٢ : ذكر الفقيه فى كتاب البستان ان الامر بالمعروف على وجوه ان كان يعلم باكبر رأيه انه لو امر بالمعروف يقبلون ذلك منه ويمتنعون عن المنكر فالامر واجب عليه ولا يسعه تركه، ولوعلم بأكبر لانه لو امرهم بذلك قذفوه وشتموه فتركه افضل، وكذلك لو علم أنهم يضربونه ولا يصبرعلى ذلك ويقع بينهم عداوة ويهيج منه القتال فتركه أفضل، ولوعلم أنهم لو ضربوه صبر على ذلك ولا يشكوا إلى أحد فلابأس بأن ينهى عن ذلك وهو مجاهد، ولو علم انهم لايقبلون منه ولا يخاف منه ضربا ولا شتما فهو بالخيار والأمر افضل-

📖 فتاوی محمودیہ ۱۶/۴۸۰ : جو کام محض ثواب کے ہیں ان میں بھی لوگوں نے ایسی چیزیں داخل کرلیں کہ ثواب کے بجائے ان سے گناہ ہوتا ہے مثلا اجمیر شریف میں جاکر مزاروں کو سجدہ کرتے ہیں ان سے منت مانگتے ہیں قبر پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں قوالی کرتے یا سنتے ہیں وہاں بے پردہ عورتیں بھی جاتی ہیں ایسی باتیں شرعا جائز نہیں بلکہ گناہ اور حرام ہیں بعض باتیں شرک کے قریب ہیں اگر کوئی شخص خود یہ باتیں نہ کرے تب بھی دوسرے لوگ خود یہ باتیں کرتے ہیں ان کو دیکھنا یا ان کے ساتھ شریک ہونا پڑتا ہے، لہذا ایسی حالت میں وہاں جانا درست نہیں۔

ফাসেকের সংজ্ঞা

প্রশ্ন : ফাসেক কাকে বলে? উদাহরণসহ জানতে চাই।

উত্তর : যে ব্যক্তি প্রকাশ্য কবীরা গোনাহ করে বা সগীরা গোনাহ করার অভ্যস্ত হয়ে পড়ে শরীয়তের পরিভাষায় তাকে ফাসেক বলে। যেমন–নামায না পড়া, যাকাত আদায় না করা, চুরি করা ইত্যাদি। (৫/৪৫৮/১০২১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٤/ ٢٩٩ (٦٨٧١) : عن أنس بن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور، - أو قال: وشهادة الزور - "-

Scanned by CamScanner

📖 معجم لغة الفقهاء (دار النفائس) ص ٣٣٨ : الفاسق: بكسر السين ج فسقة وفساق، من يرتكب الكبائر أو يصر على الصغائر.

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۴۱۳/۲ : جو شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا ہو ایسا شخص فاسق ہے... جیسے نماز چھوڑنا، نماز کو اپنے وقت سے مقدم یا مؤخر کرنا، زکوۃ نہ دینا، چوری کرنا، لوگوں کو گانے سنانا لوگوں کے سامنے ستر کھولنا وغیرہ ... یا گناہ صغیرہ پر اصرار کرنا... غیر محرم عورت کو بقصد دیکھنا، کسی مسلمان کی ہجو کرنا اگرچہ اشارہ کنایہ سے ہو اور بات سچی ہو... وغیرہ۔

স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পদে স্বামীর হক

প্রশ্ন : নিজের স্ত্রীর ব্যক্তিগত টাকা, গহনা, স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তির ওপর স্বামীর কোনো হক, ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণের জিম্মাদারি বা জবাবদিহিতার কোনো বিষয় আছে কি না? স্ত্রী তার নিজের গহনা বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকা কোনো ব্যবসায় বা জমি ক্রয়ে স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে ব্যবহার করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আলোকে স্বামীর জীবদ্দশায় তার ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদের ওপর স্ত্রীর যেমন কোনো হক বা অধিকার নেই, তদ্রূপ স্ত্রীর ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পদের ওপরও স্বামীর কোনো হক বা অধিকার নেই। এমনকি অনুমতি ও সম্মতি ছাড়া একজনের সম্পদ অন্যের জন্য ব্যবহার করার অনুমতি নেই। তবে স্বামী-স্ত্রীর নিজ নিজ সম্পদ বিশেষ করে স্ত্রীর গহনা ও অলংকার, যাহা স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রকাশের বিশেষ উপকরণ মনে করা হয় পরস্পর পরামর্শের মাধ্যমেই বিক্রি করা শরীয়তের কাম্য অন্যথায় উভয়ের সম্পর্কে বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পুরা সংসার নষ্ট হয়ে যেতে পারে। (৮/৬৯০)

📖 خواتین کے شرعی احکام ص ۲۸۰ : ان دونوں کی ملک جدا جدا ہے یہ شوہر کے لئے بھی ظلم ہوگا کہ اگر عورت کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے اور عورت کیلئے بھی خیانت ہوگیا گر مرد کے مال میں بلا اس کی رضا کے تصرف کرے۔

📖 تحفۂ زوجین ۱/ ٦٣: اگر خاوند عورت کے مملوک مال میں جائز موقع میں خرچ کرنے سے روکے تو عورت کو اس کے حکم کی تعمیل واجب نہیں جب کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے روکے لیکن یہ ضرورت ہے کہ آپس میں فساد (اور نااتفاقی) کرنا اچھا نہیں اس لئے حتی الامکان خوب موافقت سے رہنا چاہئے بعض شوہر چونکہ دیندار نہیں ہوتے اس وجہ سے

Scanned by CamScanner

ایسے موقعوں پر مخالفت کرنے لگتے ہیں ایسے فساد (اور اختلاف) سے بچنے کیلئے جائز اور
مکروہ تنزیہی امور میں اطاعت کر سکتی ہے، ہاں فرض واجب وسنت مؤکدہ کو اس کے کہنے
سے یں چھوڑ سکتی۔

যোগ্য অমুসলিম কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদে কর্মচারী নিয়োগ করতে হয়। অনেক সময় দেখা যায় অন্য ধর্মের লোক অত্যন্ত দক্ষতার স্বাক্ষর রাখে। জানার বিষয় হলো, আমাদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যোগ্যতাসম্পন্ন ভিন্নধর্মীদের নিয়োগ প্রদানে শরীয়তের কোনো বিধিনিষেধ আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের বিধানে যদিও অমুসলিমদের চাকরি দেওয়ার ব্যাপারে শিথিলতা বিদ্যমান, তবুও কোনো অমুসলিমকে শুধু বিশ্বস্ত হওয়ার কারণে কোনো মর্যাদাপূর্ণ পদের অধিষ্ঠ করে সম্মানিত করা এবং তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসা ও তার সাথে বন্ধুত্ব রাখা কোনো মুসলমানের জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে এমন কোনো কাজে নিয়োজিত করা বা ক্ষমতা প্রদান করা, যার দ্বারা ইসলাম ও মুসলমানের ক্ষতিসাধন হতে পারে তা সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে একান্ত প্রয়োজন দেখা দিলে উপযুক্ত মুসলিম কর্মচারী না পাওয়া পর্যন্ত এমন কোনো পদে নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে, যে পদে অধিষ্ঠ হলে মুসলিম জাতির অপমান ও ইসলামের কোনো ধরনের ক্ষতিসাধন হওয়ার আশঙ্কা না থাকে। এমতাবস্থায় তার প্রতি আচরণ ও ইসলামী চরিত্রের মাধ্যমে ইসলামের দিকে আহ্বান করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি।

অতএব প্রশ্নে উল্লিখিত কাজের জন্য বিশ্বস্ত কোনো মুসলিম কর্মচারী না পাওয়া গেলে ইসলাম এবং মুসলমানের কোনো ক্ষতিসাধন না হওয়ার মতো পদে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার নিয়্যাতে অমুসলিম কর্মচারী নিয়োগ দেওয়া যেতে পারে। তবে সরাসরি মুসলিম দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী গঠন করার চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। (৭/৩০৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۶/ ۳۱۳ سوال- ایک شخص کو قبرستان میں ملازم رکھاہے
حفاظت کے لئے بعد میں معلوم ہوا کہ وہ شیعہ ہے، مگر معاملات بہت صاف ہے حفاظت
خود کرناہے، دریافت طلب امر یہ ہے کہ ایسے آدمی کو رکھنا جائز ہے یا نہیں؟
الجواب- اگر اس سے کسی قسم کا نقصان کا اندیشہ نہیں تو اس کو ملازم رکھنا درست ہے اگر
کسی قسم کی نقصان کا اندیشہ ہے یا احتمال ہے کہ سنیوں کی قبروں کا احترام نہیں کرے گا بلکہ
بے حرمتی کرے گا تو اس کو ملازم رکھنا درست نہیں، تاہم اس سے بہتر اچھے قائد کا آدمی
اگر ملجائے تو اس کو رکھنا زیادہ اچھاہے۔

Scanned by CamScanner

📖 جواہر الفقہ ۲/ ۱۸۲ : بلاضرورت مسلمانوں چھوڑ کر کفار و مشرکین کے ساتھ معاملات نہ کئے جائیں کفار و مشرکین کے ساتھ اس طرح نہ کئے جائیں جس سے مسلمانوں کی ذلت ظاہر ہو۔

অন্যের তুলনায় নিজে ভালো থাকার দু'আ করা

প্রশ্ন : আমি কিছু মানুষকে অপছন্দ করি। এমতাবস্থায় আমি যদি নামাযের মধ্যে প্রার্থনা করি, হে আল্লাহ! আপনি তাদের ভালো করুন। কিন্তু আমাকে তাদের অপেক্ষা দুনিয়াতে ও আখেরাতে অনেক বেশি ভালো রাখুন। এধরণের দু'আ করলে কি প্রার্থনায় পাপ হবে? কিংবা হিংসার বহিঃপ্রকাশ হবে?

উত্তর : নিজের জন্য যা ভালো মনে করা হয় অন্যের জন্যও তা ভালো মনে করা ইমানের পূর্ণতার আলামত বলে হাদীসে বর্ণিত আছে। তাই অন্যের অপেক্ষা নিজেকে বেশি ভালো রাখার দু'আ করা উচিত হবে না। (৫/৩৫৬)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ١/ ١٢ (١٣) : عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يؤمن أحدكم، حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» -

মেয়ে সন্তানের ফজীলত ও লালন-পালন

প্রশ্ন : আমি একজন সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত। সেনাবাহিনীতে চাকরিরত। কিছুদিন পূর্বে আমার একটি মেয়ে হয়েছে। শুনেছি, হাদীসে নাকি ছেলেসন্তানের চেয়ে মেয়েসন্তানের সাওয়াবের কথা বেশি বলা হয়েছে। কিন্তু আমাদের সমাজে এর উল্টো মনোভাব দেখা যায়। তদ্রূপ অনেকেই ইসলাম সম্পর্কীয় নাম রাখতে রাজি নয়। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আমার সন্তানকে কিভাবে লালন-পালন করলে সাওয়াব পাব?

উত্তর : মেয়েসন্তান এবং তার সুষ্ঠু লালন-পালনের ফজীলতের কথা হাদীসে পাকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সন্তান হওয়ার পর তার জন্য ভালো নাম নির্বাচন ও ইসলামী তরীকায় ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার সাথে লালন-পালনকরত বড় হলে বিবাহের ব্যবস্থা করা বাবা-মায়ের দায়িত্ব বলে হাদীসে রয়েছে। এ হিসেবে আপনার মেয়েসন্তান হওয়া বড় খুশির ব্যাপার। এ ব্যাপার সামাজিক মনোভাব ইসলাম পরিপন্থী।
ইসলামী রীতি, বিধিবিধান, স্বভাব-চরিত্র ও শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে লালন-পালন করা এবং বড় হলে উপযুক্ত পরহেজগার ও নামাযী পাত্রের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা করা। এরূপ

Scanned by CamScanner

করলে হাদীসে বর্ণিত সন্তান পালন, বিশেষভাবে মেয়েসন্তান লালন-পালনের সাওয়াব ইনশাআল্লাহ পাওয়া যাবে। (১০/৫৯২/৩২১০)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٤/ ٢١٩٠ (٥١٤٦) : وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من كانت له أنثى فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر ولده عليها - يعني الذكور - أدخله الله الجنة».

📖 الأدب المفرد (دار البشائر الإسلامية) ١/ ٤١ (٧٦) : عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «من كان له ثلاث بنات، وصبر عليهن، وكساهن من جدته، كن له حجابا من النار».

📖 شعب الإيمان (دار الكتب العلمية) ٦/ ٤٠١ (٨٢٩٩) : عن أبي سعيد، وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه، فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما، فإنما إثمه على أبيه ".

স্বামী-স্ত্রী কত দিন পর্যন্ত দূরত্ব বজায় রাখতে পারবে

প্রশ্ন : স্বামী-স্ত্রী উভয়ে একে-অপর থেকে কত দিন পর্যন্ত দূরে থাকতে পারে? কত দিন দূরে থাকলে তাদের মাঝে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হয়ে যায়?

উত্তর : স্বামী স্ত্রী থেকে কত দিন দূরে থাকতে পারে–শরীয়তে তার সুনির্দিষ্ট কোনো সীমারেখা নেই। স্থান-কাল-পাত্র হিসেবে তা বেশকম হবে। তবে সাধারণত চার মাসের অতিরিক্ত দূরে থাকা উচিত নয়। স্বামী স্ত্রী থেকে যত দিনই দূরে থাক না কেন, এর দ্বারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তালাক দেবে না, অথবা বিচ্ছেদের শরয়ী কোনো কারণ না পাওয়া যায়। (১৭/৫৭/৬৯০৩)

📖 مصنف عبد الرزاق (المكتب الإسلامي) ٧/ ١٥١ (١٢٥٩٣) : عن ابن جريج قال: أخبرني من أصدق، أن عمر، وهو يطوف سمع امرأة، وهي تقول:

[البحر الطويل]

تطاول هذا الليل واخضل جانبه ... وأرقني إذ لا خليل ألاعبه

فلولا حذار الله لا شيء مثله ... لزعزع من هذا السرير جوانبه

Scanned by CamScanner

فقال عمر: «فما لك؟» قالت: أغربت زوجي منذ أربعة أشهر، وقد اشتقت إليه. فقال: «أردت سوءا؟» قالت: معاذ الله قال: «فاملكي على نفسك فإنما هو البريد إليه» فبعث إليه، ثم دخل على حفصة فقال: «إني سائلك عن أمر قد أهمني فأفرجيه عني، كم تشتاق المرأة إلى زوجها؟» فخفضت رأسها فاستحيت. فقال: «فإن الله لا يستحيي من الحق»، فأشارت ثلاثة أشهر وإلا فأربعة. فكتب عمر «ألا تحبس الجيوش فوق أربعة أشهر»۔

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٢٠٣ : لكن ذكر قبله في مقدار الدور أنه لا ينبغي أن يطلق له مقدار مدة الإيلاء وهو أربعة أشهر -

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۱۹۳/۵ : جواب-اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو میاں بیوی کے الگ الگ رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا ہے۔

Scanned by CamScanner

كتاب الفرائض
অধ্যায় : উত্তরাধিকার সম্পদ বণ্টন

باب الوصية
পরিচ্ছেদ : অসিয়ত

অসিয়তের সংজ্ঞা ও পদ্ধতি

প্রশ্ন : অসিয়ত কী এবং কিভাবে তা করতে হবে?

উত্তর : স্বীয় জীবদ্দশায় স্থাবর-অস্থাবর যেকোনো ধরনের সম্পদ মৃত্যুর পর কাউকে বিনিময় ছাড়া দিয়ে দেওয়ার মৌখিক বা লিখিত ঘোষণাকে শরীয়তের পরিভাষায় অসিয়ত বলা হয়। অসিয়তের শরীয়তসম্মত পন্থা হলো যে ব্যক্তি ওয়ারিশ নয়, তাকে নিজ সম্পদ থেকে ঊর্ধ্বে এক-তৃতীয়াংশ আমার মৃত্যুর পর দিয়ে দিলাম মৌখিক উচ্চারণ করা। (৯/৪৯৩/২৭০৩)

📖 الدرالمختار ٦ /٦٤٨- ٦٥٠ : (هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع ليخرج نحو الإقرار بالدين فإنه نافذ من كل المال كما سيجيء... ... (وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حيا وقتها) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالي (و) كونه (غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوما. قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون (الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالا أو نفعا موجودا للحال أم معدوما وأن يكون بمقدار الثلث.

📖 (وركنها قوله: وأوصيت بكذا لفلان وما يجري مجراه من الألفاظ المستعملة فيها) وفي البدائع: ركنها الإيجاب والقبول وقال زفر:

Scanned by CamScanner

الإيجاب فقط قلت والمراد بالقبول ما يعم الصريح والدلالة بأن يموت الموصي له بعد موت الموصي بلا قبول كما سيجيء.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٦٥٠ : (قوله وما يجري مجراه إلخ) في الخانية قال أوصيت لفلان بكذا ولفلان بكذا وجعلت ربع داري صدقة لفلان.

নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করার অসিয়ত

প্রশ্ন : এক পীর সাহেব অথবা যেকোনো মুসলমান তার মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করল যে আমার মৃত্যুর পর রাস্তার পাশে আমার যে জমি আছে সে স্থানে আমাকে দাফন করবে। উল্লেখ্য, সেখানে দাফন করলে শিরক-বিদ'আত হওয়ার আশঙ্কা আছে। জানার বিষয় হলো, এ ধরনের অসিয়ত পালন করা জরুরি কি না?

উত্তর : শরয়ী বিধান মতে, নির্দিষ্ট স্থানে দাফন করার অসিয়ত তার ওয়ারিশদের জন্য পুরা করা জরুরি নয়। উপরন্তু অসিয়তকৃত স্থানে দাফন করার দ্বারা শিরক-বিদ'আতের আশঙ্কা থাকাবস্থায় এ অসিয়ত পুরা করলে ওয়ারিশগণ গোনাহগার হবে। (১৭/৭১২/৭২৬৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٦٩٠ : (أوصى بأن يطين قبره أو يضرب عليه قبة فهي باطلة) كما في الخانية وغيرها، وقدمناه عن السراجية وغيرها، لكن قدمنا فيها في الكراهية أنه لا يكره تطيين القبور في المختار، فينبغي أن يكون القول ببطلان الوصية بالتطيين مبنيا على القول بالكراهة لأنها حينئذ وصية بالمكروه قاله المصنف.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٦٩٠ : (قوله لكن قدمنا إلخ) استدراك على التطيين فقط، ولم يتعرض لبناء القبة فهو مكروه اتفاقا ط (قوله لأنها حينئذ وصية بالمكروه) مقتضاه أنه يشترط لصحة الوصية عدم الكراهة، وقدم أول الوصايا أنها أربعة أقسام وأنها مكروهة لأهل فسوق، ومقتضى ما هنا بطلانها، اللَّهُمَّ إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت -

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٢١ : (قوله: والفتوى على بطلان الوصية) عزاه في الهندية إلى المضمرات: أي لو أوصى بأن يصلي عليه غير من له حق التقدم، أو بأن يغسله فلان لا يلزم تنفيذ وصيته، ولا

Scanned by CamScanner

يبطل حق الولي بذلك. وكذا تبطل لو أوصى بأن يكفن في ثوب كذا أو يدفن في موضع كذا كما عزاه إلى المحيط.

স্বামীর মৃত্যুকালে স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বসতে নিষেধ করা

প্রশ্ন : একজন মহিলা যার বয়স বর্তমানে ২৪ বছর। তার দুই সন্তান আছে। একজনের বয়স দেড় বছর, অন্যজনের বয়স চার বছর। মহিলার স্বামী মৃত্যুর সময় স্ত্রীকে এ বলে অসিয়ত করেছে যে তুমি আমার সন্তানদের নিয়ে অন্য কোথাও যেতে পারবে না, যদি যাও তথা বিয়ে বসো তাহলে তোমার ওপর আল্লাহর গজব নাজিল হবে। এখন প্রশ্ন হলো :

ক) মহিলার জন্য উক্ত অসিয়ত মানা ওয়াজিব কি না?

খ) মহিলা সারা জীবন এভাবেই কাটবে, না অন্য কোথাও বিয়ে করতে পারবে? আর যদি অসিয়ত মানতেই হয় তাহলে উক্ত অসিয়ত ভেঙে অন্যত্র বিয়ে বসার কোনো পদ্ধতি আছে কি না?

গ) অসিয়তের জন্য কোনো বাধানিষেধ আছে কি না? নাকি যেকোনো বিষয়ে অসিয়ত করা যায়?

উত্তর : শরীয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তি তার মৃত্যুর পর কোনো বস্তুর মালিকানা অন্য লোকের দিকে হস্তান্তর করার অনুমতি দেওয়াকেই অসিয়ত বলা হয়, যা একমাত্র শরীয়ত কর্তৃক বৈধ বিষয়ে পালনীয় হয়। সুতরাং প্রশ্নে স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হওয়ার উপদেশ অসিয়তের গণ্ডিতেই পড়ে না, যা পালন করার প্রশ্ন আসবে। তদুপরি নারী তার ইজ্জত-সম্ভ্রম সংরক্ষণের প্রয়োজনে অন্যত্র বিবাহে আবদ্ধ হওয়া শরীয়ত কর্তৃক নির্দেশিত ও ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। তাই এজাতীয় ব্যাপারে নসীহত করা শরীয়তসম্মত নয় বিধায় প্রশ্নে বর্ণিত স্ত্রীর জন্য তার প্রয়োজনে অন্যত্র বিবাহ বসার ক্ষেত্রে কোনো বাধা বা অসুবিধা নেই, বরং উত্তম বলে বিবেচিত হবে। (১৫/৫৩৪/৬১৩২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٦٤٨ : هي تمليك مضاف إلى ما بعد الموت) عينا كان أو دينا. قلت: يعني بطريق التبرع .

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٤١ : ولو أوصى المسلم لبيعة أو كنيسة بوصية، فهو باطل؛ لأنه معصية.

Scanned by CamScanner

ঋণ, জমি ও হজ বাবদ অসিয়ত

প্রশ্ন : একজন আলেমে দ্বীন ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন। তাঁর চিকিৎসায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে, যার মধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা ঋণ হয়েছে।

ঋণ ও অসিয়তের বিবরণ :

১) মাদরাসা থেকে ঋণ নিয়েছে প্রায় ১ লক্ষ টাকা।

২) আত্মীয়স্বজনের নিকট থেকে ঋণ নিয়েছে তিন লক্ষ টাকা।

৩) তাঁর ওপর হজ ফরয ছিল, কিন্তু করতে পারেননি। বদলি হজ করানোর জন্য অসিয়ত করেছেন।

৪) মাদরাসাসংলগ্ন তাঁর ক্রয়কৃত একটা নিজস্ব জমি আছে, যা মাদরাসায় দান করার জন্য অসিয়ত করেছেন।

৫) তাঁর নিজ গ্রামে কিছু জমি আছে, যা সাত বছরের চুক্তিতে বিক্রয়কৃত।

৬) তাঁর পরিবারবর্গের মৌলিক চাহিদা পূরণ করার জন্য কোনো সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই। তাই পরিবারবর্গের পক্ষে ঋণ পরিশোধ করা এবং বদলি হজ আদায় করা কোনো অবস্থাতেই সম্ভব নয়।

এমতাবস্থায় ক্রমিক নং-৪-এ বর্ণিত মাদরাসাসংলগ্ন জমিটি বিক্রয় করলে তাঁর যাবতীয় ঋণ পরিশোধ, বদলি হজ আদায় করা এবং পরিবারবর্গের কিছুটা উপকার হবে। তাই উক্ত জমি বিক্রয় করে তার ঋণ পরিশোধ এবং বদলি হজ আদায় করলে মাসআলাগত দিক থেকে কোনো সমস্যা আছে কি না। অথবা এ সমস্যার সমাধান কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে তাঁর কাফন-দাফন সম্পাদনকরত অবশিষ্ট সম্পদ হতে প্রথমে তাঁর ঋণ পরিশোধ করাই ওয়ারিশদের অপরিহার্য দায়িত্ব। ঋণ পরিশোধ করার পর সম্পদ বাকি থাকলে তার এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পূর্ণ করা সম্ভব হলে তা করতে হবে। অবশিষ্ট দুই-তৃতীয়াংশ ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন কতে হবে। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মোতাবেক যেহেতু মুহতামিম সাহেবের অন্য কোনো সম্পদ নেই যা বিক্রয়যোগ্য, তাই মাদরাসাসংলগ্ন জমিটি এমতাবস্থায় বিক্রি করা শরীয়তসম্মত। তবে গ্রামের জমি ও মাদরাসাসংলগ্ন জায়গা উভয়টি বিক্রি করে জমির ইজারা বাবদ গৃহীত টাকাসহ প্রথমে সব ধরনের ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অবশিষ্ট টাকার এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা বদলি হজ করানো জরুরি হবে। অতঃপর যদি এ অংশের টাকা অবশিষ্ট থাকে তা মাদরাসায় প্রদান করতে হবে। আর দুই-তৃতীয়াংশ অর্থ ওয়ারিশদের মধ্যে শরয়ী নীতিমালা অনুযায়ী বণ্টন করতে হবে। (১৫/৬২৪/৬১৬৯)

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢٩/ ١٣٦– ١٣٧ : إذا مات ابن آدم
يبدأ من تركته بالأقوى فالأقوى من الحقوق عرف ذلك بقضية

Scanned by CamScanner

العقول وشواهد الأصول فأول ما يبدأ به تجهيزه وتكفينه ودفنه بالمعروف، ... ... ثم بعد الكفن يقدم الدين على الوصية والميراث لحديث علي - رضي الله عنه - قال إنكم تقرون الوصية قبل الدين، وقد شهدت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدأ بالدين قبل الوصية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤٤٧ : التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط، ... ... ثم بالدين وأنه لا يخلو إما أن يكون الكل ديون الصحة أو ديون المرض، أو كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض، فإن كان الكل ديون الصحة أو ديون المرض فالكل سواء لا يقدم البعض على البعض، وإن كان البعض دين الصحة والبعض دين المرض يقدم دين الصحة إذا كان دين المرض ثبت بإقرار المريض، وأما ما ثبت بالبينة أو بالمعاينة فهو ودين الصحة سواء، كذا في المحيط ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما يبقى بعد الكفن والدين إلا أن تجيز الورثة أكثر من الثلث ثم يقسم الباقي بين الورثة على سهام الميراث، وهذا إذا كانت الوصية بشيء بعينه، فأما إذا كانت الوصية شائعة نحو الوصية بالثلث أو الربع لا تقدم الوصية على الميراث بل يكون الموصى له شريك الورثة في هذه الصورة يزداد بزيادة تركة الميت وينتقص حقه بنقصان تركة الميت، كذا في التتارخانية.

সম্পত্তি বণ্টননীতির অসিয়ত

প্রশ্ন : আমার পিতা গত ৬/১১/২০০৮ ইং ইন্তেকাল করেন। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর ওয়ারিশগণের মধ্যে জীবিত আছেন আমার মা, দুই বোন ও আমরা তিন ভাই। পিতা জীবিত অবস্থায় তাঁর অস্থাবর সম্পত্তি দুই বোন ও মা এবং স্থাবর সম্পত্তি আমরা তিন ভাই পাব–এ মর্মে আমার মাকে মৌখিকভাবে অসিয়ত করে গেছেন। এ মর্মে মা আমাদের এখন বলছেন, জীবিত অবস্থায় আমার পিতা অস্থাবর সম্পত্তি দুই বোন ও মা পাবেন–এ বিষয়ে আমার বড় বোনকে বলেছিলেন এবং সঞ্চয়পত্রগুলো তাঁকে হস্তান্তরও করেছিলেন। কিন্তু স্থাবর সম্পত্তি বণ্টনের বিষয়ে বড় বোনকে কিছু বলেননি, এ রকম কথা এখন আমার বড় বোন আমাদের বলছেন। এ অসিয়ত সম্বন্ধে বড় বোন এবং মা ব্যতীত আমরা আর কোনো ভাই-বোন কিছু জানতাম না। অস্থাবর সম্পত্তির নমিনি

Scanned by CamScanner

আমার মাকে করা হয়েছে এবং প্রায় এক বছর পাঁচ মাস পর গত ২৮/১২/২০০৮ ইং তারিখে জাতীয় সঞ্চয়পত্র নগদায়নের জন্য আমার মা অফিশিয়াল প্রক্রিয়া অনুযায়ী জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো অফিসে আবেদন করেছেন। প্রশ্ন হলো, আমার পিতার দেওয়া অসিয়ত কিভাবে পালন করবেন?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি তার ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করলে তা কার্যকর হয় না। হ্যাঁ, এই অসিয়তের ব্যাপারে যদি তার বাকি ওয়ারিশগণ সম্মতি প্রকাশ করে ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেয় ও সকল ওয়ারিশ বালেগ হয় তাহলে কার্যকর হতে পারে। সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নে মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কে যে অসিয়ত করা হয়েছে তা সমস্ত ওয়ারিশ বালেগ হওয়া ও সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নেওয়া–এই দুই শর্তে কার্যকর হবে, অন্যথায় তা কার্যকর হবে না। বরং শরীয়তের নিয়মানুযায়ী ওয়ারিশদের মাঝে তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি বণ্টন হবে। (১৫/৯৯৯/৬৩৬৩)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٥/ ٢٦٧ (٤٢٩٦) : عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٦٤٩ : (وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حيا وقتها) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالي (و) كونه (غير وارث) وقت الموت.

📖 فيه أيضا ٦/ ٦٥٥- ٦٥٦ : (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسببيا كما مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ١٦/ ٥١٢ : البتہ اس کو وصیت قرار دیا جاسکتا ہے، مگر اس کا نفاذ بعد موت موصی ہوتا ہے، نیز وارث کے حق میں وصیت دیگر ورثہ کی اجازت پر موقوف رہتی ہے۔

Scanned by CamScanner

সন্তানের মোহর আদায় করার অসিয়ত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির সাত ছেলে। পিতা জীবদ্দশায় পাঁচ ছেলের বিবাহ সম্পূর্ণ করেন এবং বড় চার ছেলের ধার্যকৃত পূর্ণ মোহর পিতা নিজ পক্ষ হতে আদায় করেন। কিন্তু পঞ্চম ছেলের ধার্যকৃত মোহরের অর্ধেক পিতা নিজ পক্ষ থেকে নগদ আদায় করেন এবং বাকি অর্ধেক পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিত্যক্ত সম্পদ হতে বাকি অর্ধেক মোহর আদায় করে দেবে। এখন জানার বিষয় হলো :

ক) ছেলে পিতার কথা অনুযায়ী পিতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে মোহরের বাকি অংশ আদায় করতে পারবে কি না?

খ) প্রশ্নোক্ত নিয়মে কোনো পিতার এমন অসিয়ত করা বৈধ ও কার্যকর হবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীর মোহর আদায় করা স্বামীর দায়িত্ব, শ্বশুরের নয়। এমতাবস্থায় প্রশ্নে বর্ণিত ক্ষেত্রে পিতা ছেলের জন্য অসিয়ত করেছে ধরা হবে, আর ওয়ারিশের জন্য অসিয়ত সহীহ নয় বিধায় এ ছেলে বাবার কথা অনুযায়ী স্ত্রীর অর্ধেক মোহর বাবার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে নিতে পারবে না। অবশ্য বালেগ ওয়ারিশগণ অনুমতি দিলে তাদের অংশ থেকে ওই অসিয়ত পূর্ণ করা যাবে। (১৮/১৭৮/৭৫২৯)

📖 سنن النسائي (دار الحديث) ٣/ ٦٠٥ (٣٦٤٣) : عن عمرو بن خارجة، قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ولا وصية لوارث».

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٦٥٥ : (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا كما مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته .

কোনো এক ছেলেকে হজ করানোর অসিয়ত করা

প্রশ্ন : বাবার জীবিত অবস্থায় অসিয়ত ছিল, আমি যদি মারা যাই তথাপি আমার সম্পদ থেকে তাঁর দ্বিতীয় ছেলেকে হজ করানোর দায়িত্ব আমাকে এবং আমার মাকে দিয়ে গেছেন। এমতাবস্থায় সংসারের অর্থ থেকে আমার সেই ভাইকে হজ করানো যাবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : বালেগ ওয়ারিশদের সম্মতিতে তাদের মাল হতে হজ করাতে পারবেন। (৫/২৫৮/৮৯৮)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٥/ ٢٦٧ (٤٢٩٦) : عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٩٠ : ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية.

জমিজমা ও মেয়েদের ব্যাপারে অসিয়ত

প্রশ্ন : মৃত্যু রোগে শায়িত একজন মহিলা মৃত্যুর আগের দিন স্বীয় ছেলেদের এ মর্মে বললেন যে "আমার যে জমি আছে আমার কন্যাদের দিয়েছিলাম, আমার কন্যারা আমার মৃত্যুর পর আসা-যাওয়া করলে তাদের খানাপিনা তোমরা বহন করবে এবং উক্ত জমি তোমরা ব্যবহার করবে, অর্থাৎ এর উপস্বত্ব ভোগ করবে, যদি তোমরা তাদের সাথে এ ব্যাপারে অশুভ আচরণ করো তাহলে মেয়েরা তাদের প্রদত্ত জমি তোমাদের কাছ থেকে নিয়ে নেবে।"

উক্ত মহিলা মারা যাওয়ার পর সম্পত্তি বণ্টনকালে জটলা বেঁধেছে। কোনো ছেলে মায়ের এই বক্তব্যকে মানছে না। তাই উক্ত জমির শরয়ী সমাধান দানে হুজুরের মর্জি হয়।

উত্তর : উল্লিখিত বর্ণনা মতে, মৃত্যুশয্যাশায়ী ভদ্র মহিলার উক্ত বাণী শরীয়তে বিধান মতে অসিয়ত বলে গণ্য হবে। যেহেতু শরীয়তে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত নেই তাই ওই সম্পত্তি তাদের নিজ নিজ অংশ হিসেবে বণ্টিত হবে। তবে যদি বালেগ ওয়ারিশগণ অনুমতি প্রদান করে থাকে তাহলে তাদের অংশে অসিয়ত জারি হবে। (১/৯১/৬৮)

📖 سنن الدارقطني (مؤسسة الرسالة) ٥/ ٢٦٧ (٤٢٩٦) : عن عمرو بن خارجة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة»

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٤/ ٥١٤ : "والهبة من المريض للوارث في هذا نظير الوصية" لأنها وصية حكما حتى تنفذ من الثلث، وإقرار المريض للوارث على عكسه لأنه تصرف في الحال فيعتبر ذلك وقت الإقرار.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٩٠ : ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة بعد موته وهم كبار ولا معتبر بإجازتهم في حال حياته، كذا في الهداية.

টাকা দান করার অসিয়ত ও তা দ্বারা নাতির কিতাব ক্রয় করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার মেয়ের নিকট ২০ হাজার টাকা দিয়ে বলল, এগুলো তোমার নিকট আমানত রাখো। মেয়ে বলল—বাবা, টাকাগুলো আপনি নিয়ে নেন। কারণ, বলা তো যায় না কখন আপনার ইন্তেকাল হয়ে যায়। পিতা বলল, আমার ইন্তেকাল হয়ে গেলে টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেবে। এরপর লোকটি মারা যায়। এখন মৃত ব্যক্তির নাতি ওই ২০ হাজার টাকা দিয়ে কিতাব ক্রয় করতে চাচ্ছে। জানার বিষয় হলো, ওই নাতি কিতাব ক্রয় করতে পারবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির পূর্বের কথা আমার ইন্তেকাল হলে টাকাগুলো আল্লাহর রাস্তায় দিয়ে দেবে অসিয়তের অন্তর্ভুক্ত। আর অসিয়তকারীর অসিয়ত তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ সম্পদের এক-তৃতীয়াংশে বাস্তবায়ন করা জরুরি। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত মৃত ব্যক্তির অসিয়তকৃত ২০ হাজার টাকা যদি তার পরিত্যক্ত সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ বা তার চেয়ে কম হয় তাহলে অসিয়ত বাস্তবায়নকল্পে উক্ত টাকা দ্বারা কিতাব ক্রয় করা নাতির জন্য জায়েয হবে। আর যদি ২০ হাজার টাকা এক-তৃতীয়াংশ থেকে বেশি হয় তাহলে শুধু এক-তৃতীয়াংশে অসিয়ত বাস্তবায়ন করতে হবে। অবশিষ্ট টাকা ওয়ারিশদের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে বণ্টন করে দিতে হবে। তবে এমতাবস্থায় বালেগ ওয়ারিশগণ যদি ইচ্ছাকৃত নিজের হক ছেড়ে দিয়ে সম্পূর্ণ ২০ হাজার টাকা মরহুমের মাগফিরাতের উদ্দেশ্যে আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেয়, এতে তারাও সাওয়াবের ভাগি হবে।

মোটকথা, যে পরিমাণ টাকার অসিয়ত বাস্তবায়ন করা জায়েয ওই পরিমাণ টাকা দিয়ে নাতির জন্য কিতাব ক্রয় করা বৈধ হবে। (১২/৫১১)

📖 صحيح البخاري (٢٧٤٤) : عن عامر بن سعد، عن أبيه رضي الله عنه، قال: مرضت، فعادني النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، ادع الله أن لا يردني على عقبي، قال: «لعل الله يرفعك وينفع بك ناسا»، قلت: أريد أن أوصي، وإنما لي ابنة، قلت: أوصي بالنصف؟ قال: «النصف كثير»، قلت: فالثلث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير أو كبير»، قال: فأوصى الناس بالثلث، وجاز ذلك لهم.

Scanned by CamScanner

📖 امداد الاحکام (مکتبۂ دار العلوم کراچی) ۵۷۲/۴ : الجواب- یہ صورت مذکورہ میں یہ زیور کل وصیت ہے کیونکہ میت کے کل مال میں سے ثلث کے اندر نکل سکتا ہے، لہذا اس میں وصیت کو نافذ کرنا ضروری ہے، ورثہ میں سے کسی کا اس میں حق نہیں، بشرطیکہ یہ خوب محقق ہو کہ کل زیور ثلث میں سے نکل سکتا ہے۔

পেনশনের টাকার ব্যাপারে অসিয়ত

প্রশ্ন : আমার আব্বাজান একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি বিগত ১৭-০৫-২০১২ ইং তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সরকারি তহবিল হতে পেনশন পেতেন। বর্তমানে সরকারি নিয়ম অনুসারে এই পেনশনের টাকা আমাদের সৎমায়ের নামে (অর্থাৎ আমার নিজ মায়ের মৃত্যুর পরে বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন সেই মা) আসে। প্রশ্ন হলো, আমরা মরহুমের সন্তানগণ এই টাকা মিরাছ হিসেবে পাব কি না? যদি পাই তাহলে এই টাকা কোন নিয়মে বণ্টন করতে হবে?

উল্লেখ্য, মরহুম আব্বাজান তাঁর অসিয়তনামায় লিখেছেন যে, তাঁর স্ত্রীর সাথে আমরা সন্তানগণ (ছেলেরা) যত দিন থাকব, তত দিন পর্যন্ত এই পেনশনের টাকা আমাদের ভোগ করার অধিকার থাকবে। পৃথক হয়ে গেলে ভোগ করার অধিকার থাকবে না। এখন প্রশ্ন হলো, বর্তমানে এই অসিয়ত মান্য করা আমাদের জন্য ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটুকু আবশ্যক?

উত্তর : পেনশন বেতনের অংশ নয়। বরং সরকারের পক্ষ থেকে চাকরিজীবীর জন্য বখশিশমাত্র। আর বখশিশের মালিক হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত বিধায় পেনশনের যে টাকা সরকার ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রদান করবে তার মালিক ওই মরহুম ব্যক্তি হবে না, বরং সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকে দেবে সেই একমাত্র তার মালিক হবে। তাই উক্ত টাকায় মিরাছ জারি হবে না। কেননা মিরাছ কেবল মালিকানা সম্পত্তিতেই জারি হয়।

আর কোনো ব্যক্তির অসিয়ত তার মালিকানাভুক্ত বস্তুতেই কার্যকর হয়। আর মরহুমের মৃত্যুর পর সরকারের প্রদেয় পেনশনের টাকা যেহেতু মরহুমের মালিকানাভুক্ত নয়, তাই ওই পেনশনের টাকার ক্ষেত্রে তার অসিয়ত কার্যকর হবে না। (১৯/২৮৮/৮১২৯)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦٩٠/٥ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها.

📖 فتح القدير ٩ / ٣٤١ : ذكر في الإيضاح: الوصية ما أوجبها الموصي في ماله بعد موته أو مرضه الذي مات فيه انتهى.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٦/ ٧٥٩ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٥٩ : (قوله الخالية إلخ) صفة كاشفة لأن تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية.

واعلم أنه يدخل في التركة الدية الواجبة بالقتل الخطأ أو بالصلح عن العمد أو بانقلاب القصاص مالا بعفو بعض الأولياء، فتقضى منه ديون الميت وتنفذ وصاياه كما في الذخيرة.

📖 فيه أيضا ٥ / ٦٦٩ : (قوله: وبنصيب ابنه لا) أي لأن نصيبه ثبت بنص القرآن، فإذا أوصى به لرجل آخر فقد أراد تغيير ما فرض الله تعالى، فلا يصح منح، ولا يلتفت إلى إجازة الورثة، لأن الوصية لم تقع في ملكه وإنما أضافها إلى ملك غيره، فصار كمن أوصى لرجل بملك زيد ثم مات فأجازه زيد فإن ذلك لا يجوز كذا هنا.

জমির ওয়াক্ফসংক্রান্ত অসিয়ত

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি এ মর্মে অসিয়ত করে যে আমার নিজস্ব ৭০ শতাংশ জমির ফসলের আয় থেকে আমার নিজ বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জেগানায় অতিথি মুসাফিরের জন্য খরচ করব। বর্তমানে উল্লিখিত পাঞ্জেগানার মুসল্লিবৃন্দের নামে অসিয়তকৃত জমি ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রি করে না দিলে অন্যত্র অতি নিকটবর্তী আরো একটি নতুন পাঞ্জেগানা প্রতিষ্ঠা করে সেখানে নামায আদায় করবে। প্রশ্ন হলো, এমতাবস্থায় অসিয়তকারীর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত পাঞ্জেগানার অসিয়তকৃত ৭০ শতাংশ জমি থেকে জমি ওয়াক্ফ রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে কি না? দিলে কতটুকু জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে হবে?

উত্তর : অসিয়তকারী একাধিক খাত উল্লেখ করে অসিয়ত করলে ওই খাত বা খাতসমূহে তার সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত বাস্তবায়ন করা আবশ্যকীয় এবং ওয়ারিশগণের জন্য সম্পদকে ওই খাতসমূহে রেজিস্ট্রি করে দেওয়াটা আবশ্যকীয় না হলেও শরীয়তের দৃষ্টিতে আপত্তিকর নয়। তাই প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী ৭০ শতাংশ জমি তার সম্পূর্ণ মালের এক-তৃতীয়াংশ বা তার কম হলে উক্ত ৭০ শতাংশ জমি অসিয়তকৃত তিন খাতে সমানভাবে বণ্টন করে দিতে হবে এবং মসজিদের অংশ মসজিদের নামে ওয়াক্ফ করতে আপত্তি নেই। (১১/৩২২/৩৫৫৬)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٧٢ : لو أوصى بثلث ماله للفقراء، والمساكين، وأبناء السبيل، إن كان كل واحد منهم يضرب بسهمه، وإن كان المقصود من الكل التقرب إلى الله - سبحانه وتعالى - لكن لما كانت الجهة منصوصا عليها اعتبر المنصوص عليه.

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ١٥ / ٣١٢ : الجواب- مرض الموت میں جو ہبہ یا وقف کیا جائے وہ وصیت کے حکم میں ہوتا ہے اور ایک تہائی ترکہ میں معتبر مانا جاتا ہے لہذا اگر عبدالعزیز نے مرض الموت میں وصیت کی ہے تو ایک تہائی میں سے نصف آمدنی مسجد کیلئے ہو گی اور نصف عبداللہ کیلئے دو تہائی عبدالعزیز کے وارث کی ہو گی اگر وارث صرف ایک بھتیجہ ہے تو وہی مستحق ہو گا۔

একই জমির ব্যাপারে ক্রয় দলিল ও অসিয়তনামা

প্রশ্ন : আমার নাম সমীরুদ্দিন। আমার এক ভাইয়ের মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রী ব্যতীত ছেলেমেয়ে কোনো ওয়ারিশ না থাকায় ওয়ারিশ সূত্রে আমরা জীবিত দুই ভাই তাঁর সম্পদের মালিক হই। তিনি জীবিত অবস্থায় তাঁর জরিপি জায়গা হতে দুই দফা করে কিছু জমি তাঁর স্ত্রীকে দান করেন। এমতাবস্থায় আমি আমার মরহুম ভাইকে বলে তাঁর জরিপি যে এক একর ২০ শতক জমি আছে তা ৫০ হাজার টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছিলাম এবং আমার অপর জীবিত ভাইয়ের নামে এবং সাত টাকা মূল্যের একটি স্ট্যাম্পের ওপর তার একটি আনরেজিস্টার্ড দলিল করি। উক্ত কবলায় স্থানীয় তিনজন গ্রহণযোগ্য মান্যগণ্য ব্যক্তি সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর করেন এবং স্থানীয় দলিল লেখকের স্বাক্ষরও আছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, এ দলিলের মূল কপি হারিয়ে গেছে। উল্লিখিত এক একর জমি এখন আমার দখলে আছে। কিন্তু বাকি ২০ শতক জমি নিয়ে মরহুম ভাইয়ের পালিত কন্যার স্বামীর সাথে আমার বিরোধ হয় এবং ওই ২০ শতক জমি ওই ব্যক্তি জোরপূর্বক ভোগ করছে এবং সে ২০ শতক জমির একখানা আনরেজিস্টার্ড অসিয়তনামা দেখিয়ে বলে যে আমার শ্বশুর আমার জন্য দান করার জন্য তিনি জীবিত অবস্থায় অসিয়ত করে গেছেন। উল্লেখ্য, উক্ত অসিয়তনামায় লিখিত তারিখ আমার কবলার তারিখ থেকে বহু দিন পর। আমার কবলানামা লেখক সাক্ষী নিম্নরূপ :

আমি বাবা চরন দে, আমার পুরা স্মরণ আছে যে, আমি উক্ত কবলানামা দাতা-গ্রহীতার উপস্থিতিতে সম্পাদন করেছি। কবলানামা লেখাও আমার এবং স্বাক্ষরও আমার, এ মর্মে আমি সাক্ষ্য প্রদান করছি যে দাতার টিপসইও আমি নিজ কলমে করেছি। কিন্তু লেনদেন আমার মাধ্যমে হয়নি।

Scanned by CamScanner

১ নং সাক্ষীর সাক্ষ্য : আমি মোঃ সিদ্দীক আহমদ গং, পিতা মৃত হাজী ইয়াকুব আলী। আমি দাতা-গ্রহীতা ও দলিল লেখক চরন দের উপস্থিতিতে গ্রহীতার জমি ক্রয়ের পূর্ণ বিবরণ শোনার পর সত্য মনে করে সাক্ষী হিসেবে দস্তখত করেছি, কিন্তু লেনদেন আমার সামনে হয়নি এবং দাতাও আমাকে কিছু বলেনি।

২ নং এবং ৩ নং সাক্ষী : বর্তমানে মৃত্যুবরণ করলেও আমার কবলানামায় দেওয়া দস্তখতের সাথে ব্যক্তিগত অন্য দলিলাদিতে দেওয়া দস্তখতের সাথে পূর্ণ মিল দেখা যায়।

অপর গ্রহীতা বলে যে, উল্লেখিত জমি ক্রয়ের ব্যাপারে আমি কিছু জানি না। ঘরের কাজ কারবার সমীরুদ্দিন শিক্ষিত হওয়ায় তার কাছে ছিল।

এখন আপনার নিকট আবেদন রইল যে আমার দেওয়া উল্লেখিত প্রমাণপত্র দ্বারা আমার জমি ক্রয় শরীয়ত মোতাবেক শুদ্ধ হয়েছে কি না?

উত্তর : বিক্রীত জমির অসিয়ত যেমন বাতিল বলে গণ্য হয়, তেমনিভাবে অসিয়তের পর অসিয়তকৃত জমি বিক্রি করার দ্বারাও অসিয়ত বাতিল বলে গণ্য হয়। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত জমির ক্রয়-বিক্রয় সঠিক বলে প্রমাণিত হলে ওই জমির ব্যাপারে অসিয়তের দাবি কোনো অবস্থায় গ্রহণযোগ্য হবে না। সর্বাবস্থায় বাস্তব ক্রেতাই ওই জমির মালিক বলে বিবেচিত হবে।

ফকীহুল মিল্লাত (রহ.)-এর উত্তর :

প্রশ্নে বর্ণিত জরিপবিহীন জমির যদি সরকারিভাবে লেনদেন ও হস্তান্তরের বিধান থাকে সে ক্ষেত্রে প্রশ্নকারীর নিকট কোনো গ্রহণযোগ্য ডকুমেন্ট আছে বলে নিশ্চিত হলে সে আদালতের আশ্রয় নেবে, অথবা স্থানীয় সালিসের মাধ্যমে শরীয়তসম্মতভাবে খরিদ করার ওপর প্রমাণ দিতে পারলে অসিয়তনামা অগ্রাহ্য হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে যদি জরিপবিহীন জমির লেনদেন ও হস্তান্তর আইনত অগ্রাহ্য হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত জমির ওপর ওয়ারিশসূত্রে কোনো দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না এবং অসিয়তেরও কোনো সুযোগ থাকবে না। কেবল দখলদার হিসেবে দখলি জমি ভোগ করতে পারবে। (৭/৩৭৯/১৬৮০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٩٢ : ويصح للموصي الرجوع عن الوصية، ثم الرجوع قد يثبت صريحا وقد يثبت دلالة فالأول بأن يقول: رجعت أو نحوه والثاني بأن يفعل فعلا يدل على الرجوع، ثم كل فعل لو فعله الإنسان في ملك الغير ينقطع به حق المالك فإذا فعله الموصي كان رجوعا، وكذا كل فعل يوجب زيادة في الموصى به ولا يمكن تسليمه إلا بها فهو رجوع إذا فعله، وكذا كل تصرف أوجب زوال ملك الموصي فهو رجوع.

Scanned by CamScanner

📖 فيه أيضا ٦/ ٩٣ : والوصية على أربعة أوجه: في وجه يحتمل الفسخ من جهة القول والفعل جميعا، وفي وجه يحتمل الفسخ من جهة القول دون الفعل، وفي وجه يحتمل من جهة الفعل دون القول، وفي وجه لا يحتمله بهما جميعا. أما الأول فهو الوصية بالعين لرجل فسخها من جهة القول أن يقول: فسخت الوصية أو رجعت ومن جهة الفعل أن يبيعه أو يعتقه أو يخرجها عن ملكه بوجه من الوجوه.

📖 الدر المختار مع الرد (سعيد) ٦/ ٦٤٩ : (وشرائطها كون الموصي أهلا للتمليك) فلم تجز من صغير ومجنون ومكاتب إلا إذا أضاف لعتقه كما سيجيء (وعدم استغراقه بالدين) لتقدمه على الوصية كما سيجيء (و) كون (الموصى له حيا وقتها) تحقيقا أو تقديرا ليشمل الحمل الموصى له فافهمه فإن به يسقط إيراد الشرنبلالي (و) كونه (غير وارث) وقت الموت (ولا قاتل) وهل يشترط كونه معلوما. قلت: نعم كما ذكره ابن سلطان وغيره في الباب الآتي (و) كون (الموصى به قابلا للتملك بعد موت الموصي) بعقد من العقود مالا أو نفعا.

"নাতি আমার সম্পত্তিতেই থাকবে" - হেবার অন্তর্ভুক্ত

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির নিকট কোনো জায়গাজমি নেই। এমন কোনো ব্যবস্থাও নেই, যাতে সে গৃহ নির্মাণ করে জীবন কাটাবে। বর্তমানে সে তার দাদির জমিতে ঘর নির্মাণ করে বাস করে। দাদি মৃত্যুকালে ওয়ারিশ হিসেবে তাঁর একমাত্র ছেলে রেখে যান। তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে তাঁকে পুত্রবধূ জিজ্ঞেস করে, আপনার মৃত্যুর পর আপনার নাতি কোথায় থাকবে। উত্তরে তিনি বলেন, আমি সম্পত্তি বিক্রি করিনি এবং করবও না। নাতি আমার সম্পত্তিতেই থাকবে, তার জন্য সম্পত্তি রেখে গেলাম। অন্যদিকে সরকারি আইন মতে, নাতি দাদির সম্পত্তির মালিক হয়। এখন প্রশ্ন হলো, দাদির উক্ত বর্ণনা দ্বারা অসিয়ত হবে কি না? যদি না হয় তার কারণ কী? এ বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির জন্য সরকারি আইনের আশ্রয় নিয়ে ওই জায়গা ব্যবহার করা যাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দানপত্র লিখিত হওয়া জরুরি নয়। মৌখিক অথবা পরোক্ষভাবে দান করার পর তার দখলে দিয়ে দিলে সহীহ হয়, তাই প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী দাদি নাতিকে তার জীবদ্দশায় নাতির দখলে সম্পদ দিয়ে গিয়েছেন, যা তিনি মৃত্যুর

Scanned by CamScanner

পূর্বে স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বহাল রেখেছেন। তাই নাতি দানসূত্রে এই সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে। এটা অসিয়ত নয়, বরং হেবা তথা দানের অন্তর্ভুক্ত। (১০/৪৭৬/৩১৭৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٦٨٨ : قلت: فقد أفاد أن التلفظ بالإيجاب والقبول لا يشترط، بل تكفي القرائن الدالة على التمليك كمن دفع لفقير شيئا وقبضه، ولم يتلفظ واحد منهما بشيء، وكذا يقع في الهداية ونحوها فاحفظه، ومثله ما يدفعه لزوجته أو غيرها قال: وهبت منك هذه العين فقبضها الموهوب له بحضرة الواهب ولم يقل: قبلت، صح لأن القبض في باب الهبة جار مجرى الركن فصار كالقبول ولوالجية.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٧٥ : عبدي هذا لفلان ولم يقل وصية، ولا كان في ذكرها ولم يقل بعد موتي كانت هبة قياسا واستحسانا، كذا في القنية.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبہ سید احمد) ٦/٣٧٩ : جبکہ زید نے اپنے تین بیٹوں کو علیحدہ علیحدہ مکانات دیدتے ہیں۔ تو اگرچہ زید نے صراحۃ ہبہ کا لفظ نہیں کہا ہے لیکن ظاہر قرائن اس پر دلالت کرتے ہیں کہ یہ ہبہ ہے اور ہبہ میں تملیک قرینہ کیلئے کافی ہے لہذا یہ شرعا ہبہ ہے اس لئے زید کی وفات کے بعد اس مین بقایا ترکہ کی طرح میراث جاری نہ ہو گی بلکہ یہ ان تینوں بھائیوں کی ملکیت ہو گی۔

Scanned by CamScanner

باب الميراث

পরিচ্ছেদ : উত্তরাধিকার সম্পদ

মিরাছি সম্পত্তি বণ্টনের পদ্ধতি

প্রশ্ন : উত্তরাধিকার সম্পত্তি দেওয়ার পদ্ধতি কী? প্রতি জমি থেকে যতটুকু পারে সেখান থেকে, নাকি সমপরিমাণ অন্য জমি থেকে দেবে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পূর্ণ সম্পত্তির প্রতিটি অংশে ওয়ারিশদের পাওনা রয়েছে। সুতরাং যদি ওয়ারিশগণ বালেগ হয় এবং সম্মিলিতভাবে বণ্টন করার ওপর রাজি থাকে, তখন প্রতিটি জমি পৃথকভাবে বণ্টন করতে হবে না। আর যদি তাদের মধ্যে নাবালেগ থাকে অথবা প্রতিটি জমির অংশ থেকে বণ্টন করার দাবি করে তখন সেভাবে বণ্টন করতে হবে। (১/২৯১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ٢٠٥ : وإذا كانت في التركة دار وحانوت الورثة كلهم كبار وتراضوا على أن يدفعوا الدار والحانوت إلى واحد منهم عن جميع نصيبه من التركة جاز لأن عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إنما لا يجمع نصيب واحد من الورثة بطريق الجبر من القاضي وأما عند التراضي فذلك جائز-

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٥/ ٦٧٣ : أما إذا كانت الدور المشتركة في بلد واحد، فتقسم أيضاً عند أبي حنيفة كل دار على حدة؛ لأن الدور أجناس مختلفة، لاختلاف المقاصد باختلاف المحالّ (المواقع) والجيران، والقرب من المسجد والماء والسوق مثلاً، فلا يمكن التعديل فيالقسمة وإنما تقسم قسمة تفريق، ولا يضم بعض الأنصبة إلى بعض، إلا إذا تراضوا. وهذا هو الصحيح عند الحنفية.

ভাই থাকলে ভাতিজা মিরাছ পায় না

প্রশ্ন : এক মায়ের পেটের চার ভাই ও দুই বোন সবাই বিবাহিত। বড় ভাই স্ত্রীসহ উভয়ে জীবিত আছেন, তাঁদের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। মেজ ভাই স্ত্রী-ছেলেমেয়ে রেখে মারা গেছেন। অন্য দুই ভাইয়েরা স্ত্রী, ছেলেমেয়েসহ জীবিত আছেন। জানার

Scanned by CamScanner

বিষয় হলো, বড় ভাই মারা গেলে (তাঁর কোনো ছেলেমেয়ে নেই) তাঁর সম্পত্তির ভাগ মৃত মেজ ভাইয়ের ছেলেমেয়েরা (চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে) পাবে কি না?

উত্তর : বড় ভাই মারা যাওয়ার সময় তাঁর কোনো ভাই জীবিত থাকলে মেজ ভাইয়ের সন্তানেরা তাদের চাচার সম্পত্তির ওয়ারিশ সূত্রে কোনো ভাগ পাবে না। তবে বড় ভাই জীবদ্দশায় তাদের নামে হেবা-দান করে যেতে পারবেন অথবা মৃত্যুর পূর্বে তাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে অসিয়ত করে যেতে পারেন। (১৯/৯৪২/৮৫৫০)

📖 المبسوط للسرخسی (دار المعرفة) ٢٩ /١٦٠ : ففي حال ترك الأخوين لأب وابن أخ فالمال كله للأخوين.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٧٤ : فيقدم الابن على ابنه والأب على أبيه والأخ على ابنه لقرب الدرجة.

📖 الفقه الحنفى وأدلته ٣ / ٢٦٣ : الأخ للأم والأب أولى بالميراث من الأخ للأب، والأخ للأب أولى بالميراث من ابن الأخ للأب والأم.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ٣٣٠ : چچا کے مال میں جب کہ اس کی اولاد ذکور نہ ہو بھتیجوں کو حصہ مل سکتا ہے، بشرطیکہ متوفی کا بھائی بھی نہ ہو، ورنہ بھتیجوں کا کوئی حق نہیں۔

পৈতৃক সব কিছুতেই মেয়েরা অংশীদার

প্রশ্ন : পিতার সমস্ত সম্পদের (জমি থেকে নিয়ে হাঁড়ি পাতিল) মধ্যে মেয়েসন্তান কি বণ্টন পাবে, না বিশেষ বিশেষ সম্পদের ভেতর তার মিরাছ জারি হবে? আমাদের সমাজে দেখা যায়, শুধু জমি-বাড়ির মধ্য থেকে মেয়েরা বণ্টন পেয়ে থাকে, তা কতটুকু সহীহ?

উত্তর : শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি মতে, পিতা-মাতা মারা যাওয়ার পর স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির প্রতিটি অংশে প্রতি মেয়ে ছেলের অর্ধেক সম্পদের অধিকারী হবে। এ ছাড়া সমাজে প্রচলিত প্রথা শরীয়ত পরিপন্থী হওয়ায় বর্জনীয়। (৯/৫৬৩/২৭৫৪)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِيٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٦٢ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة.

Scanned by CamScanner

কোনো কারণে সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : আমার বেগম একাকী প্রচণ্ড অসুস্থতায় ভুগছে। অথচ মেয়ে তার মাকে দেখতে আসে না। এমনকি মেয়ের ঘরে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে সে সংবাদও তার মাকে জানায়নি বিধায় মা, অর্থাৎ আমার বেগম রাগে বলতে বাধ্য হয়, যেন মেয়ে আমার মৃত্যুর সময় লাশের কাছে না আসে। এ ছাড়া আনুষঙ্গিক আরো অনেক কারণে আমার সম্পত্তি থেকে মেয়েকে ত্যাজ্য করতে চেয়েছি। তা করা কি আমার জন্য বৈধ হবে?

উত্তর : ছেলেমেয়েদেরকে তাদের নাফরমানীর কারণে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করার দ্বারা তাদের সম্পত্তির হক বাতিল হয় না। তবে ছেলেমেয়েরা মাতা-পিতার অবাধ্যতা ও নাফরমানী করার কারণে তাদের কবীরা গোনাহ হবে। অতএব বর্ণিত কারণে মেয়েকে বঞ্চিত করা শরীয়তসম্মত নয়। (১৮/৩৪৬)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٩/ ٣٠٢ : عاق دو معنى ميں مستعمل ہے: ايک معنى شرعى دوسرے معنى عرفى، شرعى معنى تو يہ ہيں کہ اولاد والدين كى نافرمانى کرے سوائے اس معنى کے تحقق ميں والد کے عاق کرنے يا نہ کرنے کو کوئى دخل نہيں...

... اس کا ثبوت بلا قصد مورث ووارث ہوتا ہے... ...

স্ত্রীর মোহর স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে আদায় করতে হবে

প্রশ্ন : এক লোক বিবাহ করার সময় স্ত্রীর মোহর এক লক্ষ টাকা ধার্য করে এবং ওই টাকা থেকে মাত্র ২০ হাজার টাকা তার পুরো জীবনে আদায় করে, আর ৮০ হাজার টাকা তার জিম্মায় বাকি থেকে যায়। এমতাবস্থায় সে দুই লক্ষ টাকার সম্পদ রেখে মৃত্যুবরণ করে। এ টাকা থেকে ৩০ হাজার টাকা দিয়ে মানুষের ঋণ আদায় করে। তারপর বাকি টাকা উত্তরাধিকাররা বণ্টন করে নিতে চায়। প্রশ্ন হলো, বাকি টাকা থেকে স্ত্রীর মোহর আদায় করা ওয়াজিব কি না? স্ত্রীর মোহর আদায় না করলে সে

Scanned by CamScanner

উত্তরাধিকারীদের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারবে কি না? এবং স্ত্রী এ মুহূর্তে চুপ থাকলে উত্তরাধিকারীদের ওপর উত্তরাধিকার সম্পদ থেকে ঋণ হিসেবে মোহরের টাকা আদায় করা ওয়াজিব কি না?

উত্তর : স্ত্রীর মোহরও যেহেতু মৃত স্বামীর জিম্মায় অন্যান্য কর্জের মতো পরিশোধযোগ্য কর্জ। তাই প্রশ্নের বিবরণ মতে, যেহেতু স্বামী স্ত্রীর মোহর আদায় করেনি, আর স্ত্রীর পক্ষ থেকে মোহর মাফ করার কথাও উল্লেখ নেই। আর স্বামীর রেখে যাওয়া সম্পদ থেকে সর্বপ্রথম অন্যান্য ঋণের মতো স্ত্রীর অবশিষ্ট মোহর আদায় করে দেওয়া স্বামীর ওয়ারিশিনদের কর্তব্য ও জরুরি। আদায় না করলে স্ত্রী তার প্রাপ্য আদায় করার জন্য আইনের আশ্রয় নিতে পারবে। এমনকি স্ত্রী মোহরের টাকা দাবি না করলেও ওয়ারিশদের জন্য মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর মোহর আদায় করে মৃতকে তার ঋণ থেকে মুক্ত করা ওয়াজিব। (৯/১৯৪/২৫৫৮)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٢ /٢٩١ : (وأما) بيان ما يتأكد به المهر فالمهر يتأكد بأحد معان ثلاثة :

📖 الدخول والخلوة الصحيحة وموت أحد الزوجين، سواء كان مسمى أو مهر المثل حتى لا يسقط شيء منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحق، أما التأكد بالدخول فمتفق عليه، والوجه فيه أن المهر قد وجب بالعقد وصار دينا في ذمته، والدخول لا يسقطه؛ لأنه استيفاء المعقود عليه، واستيفاء المعقود عليه، يقرر البدل لا أن يسقطه كما في الإجارة؛ ولأن المهر يتأكد بتسليم المبدل من غير استيفائه لما نذكر فلأن يتأكد بالتسليم مع الاستيفاء أولى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ /٤٤٧ : التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من تجهيزه -

📖 خیر الفتاوی (زکریا) ۴ /۵۴۳ : الجواب- مہر بھی چونکہ میت کے ذمے ایک قرض ہے، لہذا جب تک عورت معاف نہ کرے معاف نہیں ہو سکتا، لہذا میت کے ترکے میں سے دوسرے قرضوں کی طرح مہر بھی ادا کیا جائیگا، پھر ترکہ تقسیم کیا جائیگا جیسا کہ عالمگیری میں موجود ہے کہ خلوۃ صحیحہ کے بعد مہر لازم ہو جاتا ہے اور صاحب حق کے بری کرنے سے ختم ہو گا۔

Scanned by CamScanner

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ /۱۵۶ : ج: عورت کا مہر شوہر کے ذمہ قرض ہے خواہ شادی کو کتنے ہی سال ہو گئے ہوں وہ واجب الاداء رہتا ہے اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور اس نے مہر نہ ادا کیا تو اس کے ترکہ میں سے پہلے مہر ادا کیا جائیگا پھر ترکہ تقسیم ہو گا۔

দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানরা মিরাছ না পাওয়ার শর্তে বিয়ে করা

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি এ শর্তে দ্বিতীয় বিয়ে করতে চায় যে, স্ত্রীর মোহরানা ছাড়াও দ্বিতীয় স্ত্রী ও তার সন্তানদের যা দেবে তাতে তাদের সন্তুষ্টি থাকতে হবে। এ ব্যাপারে শরীয়তের নির্দেশনা জানতে চাই। এ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার সন্তানদের যা দেওয়ার দেবে এবং তার মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী সম্পত্তিতে তারা কোনো প্রকার দাবি বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। অর্থাৎ প্রথম স্ত্রী এবং তার সন্তানদের কি সম্পত্তি প্রদান করা হলো বা রেখে যাওয়া হলো–এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন বা হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে বিবাহ করলে উক্ত বিবাহ সহীহ হবে। তবে উক্ত শর্তগুলো পূর্ণ করা জরুরি নয় এবং দ্বিতীয় বিবাহের পর স্বামী মারা গেলে উভয় স্ত্রী এবং তার সব সন্তান মিরাছের অধিকারী হবে। (১৭/৮৬৫/৭৩৪২)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 فتح القدير (حبيبيه) ٣ / ١٥٢ : لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة بل تبطل هي ويصح النكاح، فصار كما إذا تزوجها على أن يطلقها بعد شهر صح وبطل الشرط.

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣ / ٥٣ : (ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع

Scanned by CamScanner

شرط فاسد لم يبطل النكاح بل الشرط بخلاف ما لو علقه بالشرط
(إلا أن يعلقه بشرط).

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ / ۲۳ : الجواب—وراثت ملک غیر اختیاری ہے، لہذا باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد ورثہ میں سے کسی کو محروم کردے، شریعت نے جو حصہ جس وارث کا متعین کردیا ہے وہ اس کو ضرور پہونچے گا، خواہ مورث راضی ہو یا ناراض ہو۔

স্ত্রীর নামে কেনা সম্পত্তি তার মিরাছ নয়

প্রশ্ন : আমার পিতা একটি জমি ক্রয় করেছিলেন। ওই সময় জমিটি আমার পিতার নামে ও কিছু (চার আনা) আমার মাতার নামে খরিদ করেন। অতঃপর উক্ত জমিতে তিনতলা বাড়ি করেন। পিতার পূর্বেই মা মারা যান। মাতার মৃত্যুর পর পিতা উক্ত বাড়িতে দক্ষিণ দিক দিয়ে আরো একটি তিনতলা বিল্ডিং করেন। মা যখন মারা যান তখন তাঁর এক স্বামী, তিন পুত্র, ছয় কন্যা, পিতা ও মাতা জীবিত ছিল। উক্ত বাড়িটির মায়ের অংশ এখনো মিরাছ হিসেবে বণ্টন হয়নি। এখন প্রশ্ন, মাতার অংশটি মিরাছ হিসেবে বণ্টিত হবে কি? বণ্টন হইলে জমির মূল্য বা জমি বণ্টিত হবে, নাকি বিল্ডিংসমেত জমি বণ্টিত হবে? পিতা জমি লিখে দিয়েছিলেন; কিন্তু বিল্ডিং নির্মাণ করেছেন পিতা নিজের টাকায়, মায়ের কোনো টাকা ছিল না। বিল্ডিং নির্মাণ পিতা নিজের থেকে করেছেন। এই বিল্ডিংয়ে মায়ের চার আনা অংশ থাকবে তেমন মনোভাব ছিল না। উক্ত জমিতে মা জীবিতকালে বসবাস করতেন।

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে যে সম্পদ ক্রয় করে সে নিজেই ওই সম্পদের মালিক হয়। কাগজপত্রে কারো নাম লেখার দ্বারা মালিকানা সাব্যস্ত হয় না, যতক্ষণ পর্যন্ত ওই সম্পদ হেবাকরত ভোগদখল দেওয়া না হয়। প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্বামী ওই স্ত্রীর নামে ক্রয় করা জমিটি হেবাকরত স্ত্রীর ভোগদখলে দিয়েছিলেন বলে প্রতীয়মান হয় না বিধায় উক্ত জমির মালিক স্বামীই রয়ে গেছেন। তাই আপনার মাতার অংশটি মিরাছ হিসেবে তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে না। বরং আপনার পিতার মিরাছ হিসেবে তাঁর সব ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধান মতে বণ্টন হবে। (৬/৩৯৮/১২৬৩)

📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٥٠ : (كتاب الهبة) هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۳۸ :الجواب- اگر فی الواقع زید یہ مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیا تھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام لکھوادیا تھا تو یہ مکان زوجہ کی ملک نہیں ہوا اور بعد اس کی وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہوگا، بلکہ بدستور زید کی ملک میں رہے گا، کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے

Scanned by CamScanner

سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

স্ত্রীর রেখে যাওয়া সম্পদের উত্তরসূরি কারা হবে

প্রশ্ন : স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার যদি কোনো অলংকার থাকে তাহলে কে কে পাবে? স্ত্রীর সম্পদ স্বামী একা ভোগ করতে পারবে কি না?

উত্তর : স্ত্রীর মৃত্যুর পর তার জীবিত ওয়ারিশরা মোহর ও অন্যান্য সম্পদের মালিক হয়ে থাকে। স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ শরীয়তে মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধান মতে, অন্য ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টন না করে স্বামীর জন্য সব সম্পদ একা ভোগ দখল করা অবৈধ। (৯/১৫৫/২৪৮৬)

📖 سورة النساء الآية ١١، ١٢ : ﴿يُوصِيكُمُ اللّٰهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

যোগাযোগ না থাকলেও স্বামী-স্ত্রী একে-অপরের মিরাছ পাবে

প্রশ্ন : এক লোক তার স্ত্রীর সাথে বনিবনা না হওয়ায় বা মনোমালিন্যের কারণে দ্বিতীয় বিয়ে করে দ্বিতীয় স্ত্রীর সাথে ঘর-সংসার আরম্ভ করে। কেউ কারো সাথে কোনো যোগাযোগ বা ফোনালাপও নেই। যখন স্বামীকে প্রথম স্ত্রীর কথা বলা হয় তখন সে বলে, ওই অসভ্য আমার কেউ না, তাদের সাথে আমার কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই।

Scanned by CamScanner

এমনিভাবে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ১৩-১৪ বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। এই সম্পর্কবিহীন অবস্থায় তার স্বামী মারা যায়। এখন সে মহিলা স্বামীর মিরাছ নেওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। জানার বিষয় হলো, উক্ত স্ত্রী স্বামীর মিরাছ পাবে কি না?

উত্তর : স্বামী স্ত্রী থেকে যত দিনই দূরে থাক না কেন, এর দ্বারা তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছেদ হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বামী তালাক দেবে না।
প্রশ্নে বর্ণিত 'ওই অসভ্য আমার কেউ না, তাদের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক করে না' উক্ত বাক্যদ্বয় তালাক অধ্যায়ে আলফাজে কিনায়ার অন্তর্ভুক্ত। তালাকের নিয়্যাতে বলে থাকলে স্ত্রীর ওপর এক তালাকে বায়েন পতিত হয়। তালাকের নিয়্যাত না থাকলে এসব বাক্যের দ্বারা তালাক হয় না। স্বামী যেহেতু বর্তমানে মৃত, তাই তার নিয়্যাতের ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। সুতরাং সেই মহিলার সাথে তার বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া ছিল নিশ্চিত, বাক্যদ্বয়ের দ্বারা তালাকের নিয়্যাত করার বিষয়টি অনিশ্চিত বিধায় তাকে স্ত্রী ধরে নিয়ে উক্ত স্বামীর থেকে মিরাছ প্রদানই শরীয়তের নির্দেশ। (১৭/৫৭/৬৯০৩)

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٣/ ٥٩٠ : (ولا يفرق بينهما بعجزه عنها) بأنواعها الثلاثة (ولا بعدم إيفائه) لو غائبا (حقها ولو موسرا) وجوزه الشافعي بإعسار الزوج وبتضررها بغيبته، ولو قضى به حنفي لم ينفذ-

📖 رد المحتار (ايج ايم سعيد) ٣/ ٢٣٠ : (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح أو كناية فخرج الفسوخ على ما مر، وأراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة وإشارة الأخرس والإشارة إلى العدد بالأصابع في قوله أنت طالق هكذا كما سيأتي. وبه ظهر أن من تشاجر مع زوجته فأعطاها ثلاثة أحجار ينوي الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما أفتى به الخير الرملي وغيره، وكذا ما يفعله بعض سكان البوادي من أمرها بحلق شعرها لا يقع به طلاق وإن نواه-

📖 آپ کے مسائل اوران کا حل (امدادیہ) ۵/۱۹۳ : جواب-اگر شوہر نے طلاق نہیں دی تو میاں بیوی کے الگ الگ رہنے سے نکاح ختم نہیں ہوتا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٣٧٥ : ولو قال لها لا نكاح بيني وبينك أو قال لم يبق بيني وبينك نكاح يقع الطلاق إذا نوى ولو قالت المرأة لزوجها لست لي بزوج فقال الزوج صدقت ونوى به

Scanned by CamScanner

الطلاق يقع في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲/۴۳۲— ۴۳۳ : سوال-ایک شخص نے اپنی عورت کو اپنے گھر سے نکالا اور کہدیا 'چلی جا' اور عرصہ دس سال اس بات کو گزر گئے کہ وہ عورت اپنے خاوند کے گھر سے نکلی ہوئی ہے اور اس دس سال کے عرصہ میں اس کے خاوند نے اس سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا اب وہ شخص عرصہ قریب چار سال سے فوت ہو چکا ہے اور اس کے فوت ہونے کے بعد وہ عورت شریعت میں اپنے خاوند کے ورثہ پانے کی مستحق ہے یا نہیں؟ اور صرف اس قدر مدت گھر سے نکال دینے سے طلاق ہو گی یا نہیں؟

الجواب- یہ کہنا کہ 'چلی جا' ان کنایات سے ہے جن میں ہر حال میں نیت طلاق کی شرط ہے اور نیت کا علم اب ہو نہیں سکتا، لہٰذا طلاق واقع نہیں ہو گی اور وہ عورت مستحق میراث پانے کی ہے۔

মৃত স্বামীর ঋণ পরিশোধ করে মিরাছ থেকে তা দাবি করা

প্রশ্ন : স্বামীর মৃত্যুর পর নিজস্ব সম্পত্তি হতে স্ত্রী কয়েক হাজার টাকা সদকা প্রদান করেন এবং ২৩,০০০ টাকা ঋণ শোধ করেন। বর্তমানে স্বামীর অফিস থেকে যে অর্থ দেওয়া হচ্ছে, তা থেকে সেই ২৩,০০০ টাকা যা দিয়ে স্বামীর ঋণ শোধ করেছেন, তা স্ত্রী দাবি করছেন। শরীয়ত অনুযায়ী স্ত্রীর হক কী? এবং ওয়ারিশগণের র্কতব্য কী? স্ত্রী যদি এ টাকা পাওনা হয়ে থাকেন, তবে ওয়ারিশগণ আদায় না করলে গোনাহগার কে হবে? স্বামী, না ওয়ারিশগণ?

উত্তর : স্ত্রী নিজস্ব সম্পদ থেকে স্বামী মারা যাওয়ার পর তার পক্ষ থেকে মৃত ব্যক্তির যে ঋণ শোধ করার দাবি করেছে তা দুজন সাক্ষী দ্বারা প্রমাণিত হলে স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে এ অর্থ স্ত্রী প্রাপ্ত হবে। ওয়ারিশগণ তা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অন্যের হক ভক্ষণ করার গোনাহ হবে। অতঃপর শরীয়তসম্মতভাবে অবশিষ্ট অর্থ স্ত্রীসহ সকল ওয়ারিশের মধ্যে বণ্টন হবে। (১৩/৯১৬/৫৪৩৪)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧١٧ : (قوله أو قضى دين الميت) قال في أدب الأوصياء: وفي الخانية اشترط الإشهاد إذا قضاه بلا أمر الوارث ولم يشترطه في النوازل. وقال وهو المختار، فإنه ذكر أن الوصي إذا نفذ الوصية من مال نفسه يرجع في مال الميت وهو المختار فتكون الرواية في الوصية رواية في الدين لأنه مقدم عليها

Scanned by CamScanner

ووجوب قضائه آكد من لزوم إنفاذها اهوهو الموافق لما مر عن المنح والدرر من قوله فكان كقضاء الدين-

📖 فيه أيضا ٥/ ٤٥٨ : (قوله أو اشترى الوارث الكبير إلخ) كذا في الخانية ونصها أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/١٥٥ : أحد الورثة إذا قضى دين الميت من خالص ملكه حتى كان له الرجوع في التركة قبل أن يرجع فيها ثم ورثوا عن ميت آخر لا يكون للذي قضى دين الميت أن يرجع في تركة الميت الثاني، كذا في الذخيرة. وللوارث أن يقضي دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة وكان له أن يرجع في مال الميت.

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۲۷۸ : الجواب۔اگر قرض شہادت شرعیہ یا سب ورثہ کے اقرار سے ثابت ہو تو وصی اور وارث کو کل ترکہ سے وصول کرنے کا حق ہے، ورنہ صرف ان ورثہ کے حصہ سے وصول کیا جائیگا جب قرض کا اقرار کرتے ہوں۔

স্ত্রী মারা গেলে বিবাহের পর শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত জিনিসপত্রের হুকুম

প্রশ্ন : আমি গত বছর বিবাহ করি। বিবাহের সময় ও পরবর্তীতে আমি শ্বশুরালয় থেকে বিনা চাওয়ায় অনেক কিছু পেয়েছি। আর তাদের মেয়ে আমার ঘরে থাকার কারণে সংসারে অনেক কিছু দিয়েছে। বর্তমান আমার স্ত্রী পরলোকগত। কিন্তু তাদের সাথে আন্তরিকতার অভাব নেই। এমতাবস্থায় শ্বশুরালয় থেকে প্রাপ্ত জিনিসগুলোর হুকুম কী? উল্লেখ্য, যে সমস্ত জিনিস (যেমন : খাট, ফার্নিচার ইত্যাদি) আমি বা আমার সংসারে এসেছে তা তাদের মেয়ে আমার ঘরে থাকার কারণেই। সুতরাং এমতাবস্থায় ওই সমস্ত সম্পদ ইত্যাদির হুকুম কী? অনুগ্রহপূর্বক জানিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : বিবাহ উপলক্ষে বর বা কনের পক্ষ থেকে কোনো কিছু চেয়ে নেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে নাজায়েয ও অবৈধ, যা মালিকের নিকট ফেরতযোগ্য। কিন্তু যদি পাত্রের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবেও চাওয়া বা দাবি করা ছাড়াই এসে থাকে তা বৈধ হবে। তবে সেসব জিনিসের মালিক কে–তা দাতাদের নিয়্যাতের ওপরেই নির্ভর করবে। অর্থাৎ যদি মেয়েকে দিয়ে থাকে তাহলে মেয়ে মালিক বলে বিবেচিত হবে এবং তার মৃত্যুর পর তা মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে। আর যদি তা স্বামীকেই দিয়ে থাকে তাহলে স্বামী মালিক হবে এবং তা শ্বশুরালয়ে ফেরত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তবে কারো

Scanned by CamScanner

নিয়্যাত নির্দিষ্ট না থাকাবস্থায় সাধারণ সমাজের প্রচলনের ওপরই নির্ভর করবে এবং সে মোতাবেক ফয়সালা হবে। (৯/৫৭৪/২৭৪৮)

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ /٥٨٥ : فلا يملك الزوج طلب الجهاز؛ لأن الشيء لا يقابله عوضان وإن لم يدرج فيه ولم يعقد عليه فهو كالهبة بشرط العوض، فله طلب الجهاز على قدر العرف والعادة أو طلب الدستيمان، وبذلك يحصل التوفيق بين القولين (قوله فله مطالبة الأب بالنقد) أي المنقود، وهو ما بعثه إلى الأب لا على كونه من المهر، بل على كونه بمقابلة ما يتخذ للزوج في الجهاز لما علمت من أنه هبة بشرط العوض فله الرجوع بها عند عدم المعوض فافهم (قوله إلا إذا سكت) أي زمانا يعرف به رضاه (قوله وعليه) أي يبتني على ما ذكر من أن له المطالبة به؛ لأنه يصير ملكه حين تسلمه بعد الزفاف (قوله فينبغي العمل بما مر) أي من أنه لا يحرم الانتفاع به بلا إذنها.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۲ /۲۹۲ : اسباب جہیز کا واپس کرنا یہ بات عرف کے متعلق ہے اگر عرفا جہیز کو دختر کے ملک کرتے ہوں تو وہ اسباب اس کا مملوک ہے اپنی چیز کی واپسی کا اختیار ہے۔ اور عرفا شوہر کی ملک کرتے ہوں تو واپس کرنا عورت کو تو جائز نہیں اور ولی کا واپس کرنا رجوع فی الہبہ ہے جو اس کا حکم ہے وہی اس کا جو شرائط و موانع اس کے ہیں وہی اس کے اور واپس کرنا مکروہ ہوگا، جو عرفا دونوں کا مملوک کرتے ہوں تو شئ مشترک ہے بغیر تقسیم واپسی درست نہیں۔

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ۴/ ۳٦۵ : الجواب- یہ تو جہیز کا سامان دینے والے کی نیت پر موقوف ہے، اگر اس نے لڑکے کو دیا ہو تو اس کی ملکیت ہے اور اگر لڑکی کو دیا ہو تو اس کی ملکیت ہے۔ چونکہ یہ سامان لوگ عموما اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، اس لئے عدم نیت کی صورت میں یہ سامان لڑکی کا متصور ہوگا۔ قال فی الهندية : لو جهز ابنته وسلمه إليها ليس له فی الاستحسان استرداده وعليه الفتوی-

স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তি সাবেক স্বামী পাবে না

প্রশ্ন : ১৯৬৪ সালের ঘটনা। আমি ভুলুমিয়া আয়েশা খাতুন নামের এক মহিলাকে বিবাহ করি, যার পূর্বে অন্যত্র বিবাহ হয়েছিল। তার পূর্বের স্বামীর সাথে ঝগড়া-বিবাদের কারণে একপর্যায়ে তাকে মৌখিক তালাক দেয়, এ কথা আমি আমার স্ত্রীর

Scanned by CamScanner

কাছ থেকে শুনি। ১৯৭১ সালে আমি স্ত্রীর বাবার বাড়িতে এলে সেখানকার মাতবররা আমার এই বিবাহকে বৈধ ঘোষণা দেন এবং আমাকে আমার স্ত্রীর বাবার বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকার অনুমতি দেন। আমার স্ত্রীর পক্ষ থেকে পূর্বের স্বামীর ঘরে মেয়েসন্তান ছিল এবং আমার ঘরে এসে দুই ছেলেসন্তান জন্মলাভ করে। আমি আমার স্ত্রী ও দুই সন্তানকে নিয়ে স্ত্রীর বাবার বাড়িতে স্থায়ীভাবে থাকতে আরম্ভ করি। ১৯৮০ সালে আমার স্ত্রী ইন্তেকাল করে। আমার স্ত্রীর মিরাছি সম্পত্তি আমার ছেলে ও আমার স্ত্রীর পূর্বের ঘরের মেয়ে ও আমি বণ্টন করে নিই। আজ ১৯৯৬ সালে এসে ওই পূর্বের স্বামী দাবি করছে যে আমি আয়েশা খাতুনকে তালাক দিইনি। প্রশ্ন হলো, আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমি প্রায় ১৮ বছর ঘর-সংসার করছি। এই ১৮ বছরের মধ্যে কোনো দিন এমন দাবি উঠায়নি বা কোনো প্রকার ভরণপোষণ দেয়নি। আজ তার মৃত্যুর ১৬ বছর পর এ দাবি কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে? এবং আমার আয়েশাকে বিবাহ করা সহীহ হয়েছে কি না? যদি সহীহ না হয়ে থাকে তাহলে কি এখনো প্রথম স্বামীর বিবাহ বাকি আছে? আর আয়েশার পরিত্যক্ত সম্পত্তি কি আমি পাব, না প্রথম স্বামী পাবে?

উত্তর : কোনো স্ত্রী যদি স্বামীর পক্ষ থেকে তালাক দেওয়ার কথা নিজ কানে শোনে অথবা নির্ভরযোগ্য ব্যক্তির মাধ্যমে জানতে পারে অথচ স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করে তাহলে এমতাবস্থায় স্ত্রীর জন্য ইদ্দতের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার অধিকার থাকে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আয়েশা খাতুন ১৮ বছর পূর্বে যখন প্রথম স্বামীর পক্ষ থেকে মৌখিক তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার কথা স্বীকার করেছিল, সে মুহূর্তেও যদি প্রথম স্বামী তালাকের কথা অস্বীকার করত, তাহলে সে অবস্থায়ও তার (আয়েশার) জন্য ইদ্দতের পর অন্যত্র বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া বৈধ হতো। অন্যদিকে প্রথম স্বামীর ১৮ বছর পর্যন্ত নীরব ভূমিকা পালন করা এবং তালাকের কথা অস্বীকার না করা আয়েশা খাতুনের কথা সত্য প্রমাণ করে। সুতরাং দীর্ঘ ১৮ বছর পর্যন্ত আয়েশা খাতুনের কোনো প্রকার ভরণপোষণ বা খবরাখবর না নিয়ে আজ তার মৃত্যুর ১৬ বছর পর আয়েশা খাতুনকে তালাক না দেওয়ার দাবি উত্থাপন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়। আর আয়েশা খাতুনের দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়েছে বিধায় তার মৃত্যুর পর পরিত্যক্ত সম্পত্তির মধ্যে প্রথম স্বামীর কোনো অধিকার থাকবে না। (৫/১৭৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٤/ ٥٧ : وكذلك إن سمعته طلقها ثلاثا ثم جحد، وحلف أنه لم يفعل، وردها القاضي عليه لم يسعها المقام معه، ولم يسعها أن تتزوج بغيره أيضا قال يعني البديع. والحاصل أنه جواب شمس الإسلام الأوزجندي ونجم الدين النسفي والسيد أبي شجاع وأبي حامد والسرخسي يحل لها أن تتزوج بزوج آخر فيما بينها وبين الله تعالى، وعلى جواب الباقين لا يحل انتهى، وفي

Scanned by CamScanner

الفتاوى السراجية إذا أخبرها ثقة أن الزوج طلقها، وهو غائب وسعها أن تعتد وتتزوج، ولم يقيده بالديانة، والله أعلم.

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ص ١١٣ : ٢٨٢ - قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول لكنه في معرض الحاجة بيان (مج شن)

📖 فيه أيضا ص ٦٧ : ٧٢ - قاعدة تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز (سر)

📖 وفيه أيضا ص ١٠٤ : ٧ - الأصل أن للحالة من الدلالة كما للمقالة -

📖 وفيه أيضا ص ٩٠ : ١٧٦ - قاعدة العادة محكمة (شن)-

স্বামীর ত্যাজ্য সম্পত্তি তার বৈধ স্ত্রী পাবে

প্রশ্ন : আমরা দুই বোন একই বাপের সন্তান, কিন্তু গর্ভধারিণী মা দুজন। আমার বড় বোনকে বিবাহ করে হযরত আলী। বড় বোন তার বিবাহে থাকা অবস্থায় হযরত আলী আমাকে বিবাহ করে। এ অবস্থায় আমার গর্ভ থেকে একটি মেয়ে জন্ম নেয়, এরপর আমাকে তালাক দেয়। আমার স্বামী বড় বোনকেও সরকারি কাজি অফিসে তালাক দেয়। এরপর আবার আমাকে বিবাহ করে এবং ঘর-সংসার করা অবস্থায় আমার স্বামী মারা যায়। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

১. বড় বোন ও ছেলেরা বলে, ছোট বোনের বিবাহ অবৈধ। তাদের কথা সঠিক কি না?

২. স্বামী মারা যাওয়ার পর বড় বোন ও তার সন্তানরা আমার স্বামীর পরিত্যাজ্য সম্পদ আমাকে ও আমার মেয়েকে বাদ দিয়ে ভোগদখল করে খাচ্ছে। তালাকপ্রাপ্তা মহিলা স্বামীর সম্পত্তি পায় কি না? আর পেনশন আমি খাচ্ছিলাম। এখন আমাকে না দিয়ে বড় বোন ও তার ছেলেরা খাচ্ছে, পেনশনের টাকা কারা পাবে?

৩. বড় বোনকে তালাক দেওয়ার পর আমাকে বিবাহ করেছে, এটা সঠিক হয়েছে কি না?

উত্তর : বড় বোনের বিবাহ বিচ্ছেদের পূর্বে আপনার সাথে প্রথম যে বিবাহ হয়েছিল, তা বৈধ ছিল না। তবে বড় বোনকে তালাক দেওয়ার পর আবার দ্বিতীয় বিবাহ বৈধ হয়েছে। আপনার প্রথম বিবাহে যে মেয়ে জন্ম হয়েছে, তা ওই স্বামীর সন্তান বলে বিবেচিত হবে।

আপনি ও আপনার মেয়ে এবং আপনার বড় বোনের সন্তানরা তার ওয়ারিশ হবে। আপনার বড় বোন তার ওয়ারিশ হবে না। সরকারি পেনশন যেহেতু স্ত্রীর জন্য দেওয়া

Scanned by CamScanner

হয়, তাই আপনিই তার হকদার হবেন, আপনার বড় বোন হকদার হবে না।
(১৯/৭৯০/৮৪৬০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ١/ ٧٨-٢٧٧ : وإن تزوجهما في عقدتين فنكاح الأخيرة فاسد ويجب عليه أن يفارقها ولو علم القاضي بذلك يفرق بينهما فإن فارقها قبل الدخول؛ لا يثبت شيء من الأحكام وإن فارقها بعد الدخول فلها المهر ويجب الأقل من المسمى ومن مهر المثل، وعليها العدة ويثبت النسب ويعتزل عن امرأته حتى تنقضي عدة أختها، كذا في محيط السرخسي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۳۴۲ : الجواب- چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض تبرع واحسان سرکار کا ہے بدون قبضہ کے مملوکہ نہیں ہو تا، لہذا آئندہ جو وظیفہ ملے گا اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، سرکار کو اختیار ہے جس طرح چاہے تقسیم کردے۔

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ۵ / ۱۰۳ : ج: بیک وقت دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا شرعا ناجائز و حرام ہے، اگر کسی نے نکاح کرلیا اور اولاد بھی ہوگئی تو دونوں بہنوں کی اولاد جائز اور ثابت النسب ہوگی، پہلی بہن کی اولاد تو نکاح صحیح میں پیدا ہوئی اس لئے اس کا نسب ثابت ہے اور دوسری بہن کے ساتھ جو نکاح ہوا ہے یہ نکاح فاسد ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اس نکاح فاسد کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ثابت النسب ہے، لیکن دونوں کے درمیان تفریق ضروری اور لازمی ہے۔

মৃত স্ত্রীর সম্পদ তার সন্তান ও প্রমাণিত স্বামী পাবে

প্রশ্ন : মৃত আমেলা বেগমের স্বামী আবুল হাশেমের মৃত্যুর পর আমেলা বেগম দুই-তিনটি বিবাহ করেছিলেন। এ বিয়েগুলোর শরীয়তমতো কাবিন ছিল কি না, তা আমাদের জানা নেই। আমেলা বেগমের মৃত্যুকালে ১ (এক) কাঠা সম্পত্তি রেখে গেছেন। আমেলা বেগমের প্রথম স্বামী আবুল হাশেমের ঘরে এক ছেলে ও চার মেয়ে আছে। এই পাঁচজন ব্যতীত আমেলা বেগম, আবুল হাশেমের মৃত্যুর পর যে দুই-তিনটি বিবাহ করেছিলেন তাদের কাবিন থাকুক বা না থাকুক তারা কি আমেলা বেগমের উক্ত ১ (এক) কাঠা সম্পত্তির ওপর কোনো প্রকার হিস্যা পাবে? উল্লেখ্য যে ওই ব্যক্তি আমেলার মৃত্যুর পর নিজেকে আমেলার স্বামী বলে দাবি করে অংশ চাচ্ছে, তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে প্রশ্নে বর্ণিত আমেলা বেগমের ছেলেমেয়ে এবং যে স্বামীর বিবাহে থাকা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়েছে, ওই স্বামী আমেলা বেগমের সম্পত্তির মিরাছ পাবে। যে ব্যক্তি আমেলা বেগমের স্বামী বলে দাবি করছে তার দাবি তথা আমেলা বেগমের মৃত্যুকালে সে তার স্বামী ছিল–এর ওপর শরীয়তসম্মত প্রমাণ পেশ করতে সক্ষম হলে তার দাবি গ্রহণযোগ্য হবে। (১৭/৮০৪/৭৩১০)

📖 سورة النساء الآية ١٢ : ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٧٨ : رجلان ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة لا يقضى لواحد منهما إلا إذا أقرت المرأة لأحدهما وهذا إذا لم يؤرخا أو أرخا تاريخا واحدا وإن أرخا وتاريخ أحدهما أسبق فهو أولى وإن كان تاريخهما سواء ولأحدهما يد فهي له وإن أرخ أحدهما دون الآخر فصاحب التاريخ أولى وإن كان لأحدهما تاريخ وللآخر يد فصاحب اليد أولى فإن أقرت لأحدهما وللآخر تاريخ فهي للذي أقرت له؛ وهذا كله في حال حياة المرأة أما بعد موتها فإن كان أحدهما أسبق يقضى له وإن كان تاريخهما سواء أو لم يؤرخا يقضى بالنكاح بينهما وعلى كل واحد منهما نصف المهر ويرثان ميراث زوج واحد -

মৃত স্ত্রীর সম্পদ বণ্টন না করে যৌথ রাখা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তির বিবি মারা গেছে। তার স্বামী, একজন পুত্র ও চার মেয়ে দুনিয়াতে আছে। এ অবস্থায় যদি স্বামী স্ত্রীর ত্যাজ্য সম্পত্তি শরয়ী ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন করে ওই সম্পদ আলাদা না করে, স্বামী গোনাহগার হবে কি না? যদি ওই ওয়ারিশগণের ২-৩ জন নাবালেগ থাকে এবং স্বামী সম্পদ আলাদা না করে, ওই ঘরে দাওয়াত গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কোনো ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া জরুরি, এর ব্যতিক্রম করা গোনাহ।
প্রশ্নে বর্ণিত ঘটনায় স্বামী অথবা বালেগ ওয়ারিশগণ তাদের অংশ থেকে দাওয়াতের ব্যবস্থা করলে তা গ্রহণ করা জায়েয হবে। (৬/১১/১০৩৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٢٥٣ : وقال - {وإذا حضر القسمة أولو القربى} [النساء: ٨]- وبالسنة فإنه «- عليه الصلاة والسلام - باشرها في الغنائم والمواريث وقال أعط كل ذي حق حقه وكان يقسم بين نسائه» وهذا مشهور، وأجمعت الأمة على مشروعيتها معراج-

📖 فيه أيضا ٢/ ٢٤٠- ٢٤١ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة : ... ... ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب، مع قطع النظر عما يحصل عند ذلك غالبا من المنكرات الكثيرة-

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢/ ٣١٧ : مسئلہ: ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ وخیرات کچھ جائز نہیں، اس طرح کے صدقہ وخیرات کرنے سے مردے کو کوئی ثواب نہیں پہنچتا، بلکہ ثواب سمجھ کر دینااور بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اس لئے کہ عورت کے مرنے کے بعد اب یہ سب مال تمام وارثوں کا حق ہے اوران میں یتیم بھی ہوتے ہیں۔

তালাকের ইদ্দত চলাকালীন স্বামী-স্ত্রীর কেউ মারা গেলে অন্যের মিরাছ পাবে কি না

প্রশ্ন : তিন তালাক দেওয়ার পর যদি স্ত্রী ইদ্দতে থাকা অবস্থায় স্বামী মারা যায় বা স্ত্রী মারা যায়, তাহলে উভয় অবস্থায় যেকোনো অবস্থায় মিরাছের অধিকারী হবে?

উত্তর : দুই তালাকে বায়েন বা তিন তালাকের ইদ্দতের মধ্যে যদি স্ত্রী মারা যায় তাহলে স্বামী ওই স্ত্রী থেকে কোনো মিরাছ পাবে না। তবে যদি স্বামী মৃত্যুশয্যায় স্ত্রীর অসন্তুষ্টিতে তালাক দেয় এবং স্ত্রীর ইদ্দতের মধ্যেই স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রী ওই স্বামী থেকে মিরাছ পাবে। আর যদি স্ত্রীর সন্তুষ্টিতে তিন তালাক বা তালাকে বায়েন দেয় তাহলে স্ত্রী ওই স্বামী থেকে মিরাছ পাবে না। (১৭/৩৬৯/৭০৭৬)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٣/ ٢١٨ : منها الإرث عند الموت وجملة الكلام فيه أن المعتدة لا تخلو إما إن كانت من طلاق رجعي وإما إن كانت من طلاق بائن أو ثلاث والحال لا يخلو إما إن كانت حال الصحة وإما إن كانت حال المرض فإن كانت العدة من طلاق رجعي فمات أحد الزوجين قبل انقضاء العدة ورثه الآخر بلا خلاف سواء كان الطلاق في حال المرض أو في حال الصحة؛ لأن الطلاق الرجعي منه لا يزيل النكاح فكانت الزوجية بعد الطلاق قبل انقضاء العدة قائمة من وجه والنكاح القائم من كل وجه سبب لاستحقاق الإرث من الجانبين كما لو مات أحدهما قبل الطلاق، وسواء كان الطلاق بغير رضاها أو برضاها فإن ما رضيت به ليس بسبب لبطلان النكاح حتى يكون رضا ببطلان حقها في الميراث، وسواء كانت المرأة حرة مسلمة وقت الطلاق أو مملوكة أو كتابية ثم أعتقت أو أسلمت في العدة؛ لأن النكاح بعد الطلاق قائم من كل وجه ما دامت العدة قائمة وأنه سبب لاستحقاق الإرث. وإن كانت من طلاق بائن أو ثلاث فإن كان ذلك في حال الصحة فمات أحدهما لم يرثه صاحبه سواء كان الطلاق برضاها أو بغير رضاها، وإن كان في حال المرض فإن كان برضاها لا ترث بالإجماع، وإن كان بغير رضاها فإنها ترث من زوجها عندنا.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣/ ٣٨٧ : (ومات) فيه، فلو صح ثم مات في عدتها لم ترث (بذلك السبب) موته (أو بغيره) كأن يقتل المريض أو يموت بجهة أخرى في العدة للمدخولة (ورثت هي) منه لا هو منها لرضاه بإسقاطه حقه.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٣٨٧ : (قوله لا هو منها) أي لو أبانها في مرضه فماتت هي قبل انقضاء عدتها لا يرث منها بخلاف ما لو طلقها رجعيا.

মৃত স্ত্রী ও সন্তান জীবিত স্বামী ও পিতার সম্পদ পাবে না

প্রশ্ন : আমার পিতা মৃত আঃ গফুর ফকিরের প্রথম স্ত্রী সালেহা বেগম, দ্বিতীয় স্ত্রী লাল বিবি। প্রথম স্ত্রী দুই ছেলেমেয়ে রেখে স্বামীর পূর্বে মারা যায়। দ্বিতীয় স্ত্রী চার ছেলে

Scanned by CamScanner

রেখে স্বামীর মৃত্যুর পর মৃত্যুবরণ করে। এখন প্রথম স্ত্রীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক কে কে হবে? প্রথম মৃত স্ত্রী স্বামীর সম্পত্তির মালিক হবে কি? আমার পিতা মৃত আঃ গফুর মৃত্যুকালে আমার ছোট ভাইদের জন্য কিছু সম্পত্তি অসিয়ত করে যায়, আমার জন্য পিতার এই অসিয়ত পালন করার ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম কী? আঃ গফুরের প্রথম স্ত্রীর ছোট মেয়ে বাবার পূর্বে মারা যায়, ওই মেয়ে বা তার সন্তানরা সম্পত্তি পাবে কি?

উত্তর : স্ত্রী স্বামীর পূর্বে বা সন্তান পিতার পূর্বে মারা গেলে শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মৃত ব্যক্তিরা স্বামী/পিতার সম্পদের মালিক হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম স্ত্রী আঃ গফুরের সম্পদ থেকে কিছুই পাবে না। এরূপ ওই স্ত্রীর ছোট মেয়ে ও তার সন্তানরাও কিছুই পাবে না। সালেহা বেগমের উল্লিখিত দুই ছেলেমেয়েও স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো ওয়ারিশগণ না থাকলে তার ব্যক্তিগত সম্পদ চার ভাগে ভাগ হয়ে স্বামী এক ভাগ, ছেলে দুই ভাগ ও মেয়ে এক ভাগ পাবে। তবে শরীয়তসম্মত ওয়ারিশগণ মৃত ব্যক্তির সম্পদের উত্তরাধিকারী হওয়ার কারণে তাদের জন্য কৃত অসিয়ত কার্যকর করা জরুরি হবে না। এতদসত্ত্বেও বালেগ ওয়ারিশগণ স্বেচ্ছায় অসিয়ত অনুযায়ী নিজের ছোট ভাইদের সম্পত্তি দিয়ে দিলে জায়েয হবে। (৬/৬৪৪/১৩৭১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٥٣ (٢٨٧٠) : عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٣٧ : ومنها أن يكون حيا وقت موت الموصي حتى لو قال: أوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة، فولدت لأقل من ستة أشهر من وقت موت الموصي ولدا ميتا لا وصية له؛ لأن الميت ليس من أهل استحقاق الوصية، كما ليس من أهل استحقاق الميراث۔

📖 فيه أيضا ٧/ ٣٣٨ : ولو أوصى لبعض ورثته، فأجاز الباقون؛ جازت الوصية؛ لأن امتناع الجواز كان لحقهم لما يلحقهم من الأذى والوحشة بإيثار البعض، ولا يوجد ذلك عند الإجازة، وفي بعض الروايات عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه قال «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» ، ولو أوصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي، فإن أجاز بقية الورثة؛ جازت الوصية لهما جميعا.

Scanned by CamScanner

📖 الفقه الإسلامي وأدلته (دار الفكر) ٨/ ٢٥٣ : يشترط لثبوت الحق في الميراث ثلاثة شروط: وهي موت المورث، وحياة الوارث، ومعرفة جهة القرابة-

স্বামী ছেড়ে অন্যের সাথে ভেগে গেলে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : এক মেয়ে বাবা-মাসহ পরিবারের সবার কথা অমান্য করে পূর্বের স্বামী ছেড়ে অন্যের সাথে চলে যায়। এ জন্য বাবা বলেছেন, এই মেয়ের সাথে আমাদের কোনো সম্পর্ক নেই। দুনিয়াতেও না, আখেরাতেও না। কেননা সে হারাম কাজে লিপ্ত। তাই বাবা চাচ্ছেন, তাঁর যে সম্পদ আছে ওই মেয়ে ছাড়া অন্য সন্তানদের মাঝে বণ্টন করে দিতে এবং লিখিতভাবে বাবার এই কাজ শরীয়তসম্মত কি না? বা এ ক্ষেত্রে কোন পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে?

উত্তর : যে মেয়ে বাবা-মাসহ পরিবারের সবার কথা অমান্য করে উল্লিখিত হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছে–নিঃসন্দেহে সে বড় গোনাহের কাজ করেছে। এ জন্য আল্লাহ পাকের দরবারে তাকে জবাব দিতে হবে। হারাম কাজ ছেড়ে দিয়ে আল্লাহর দরবারে তাওবা ছাড়া তার কোনো বিকল্প পথ নেই। এ ধরনের সন্তানকে বাপের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা জায়েয। যার সঠিক পদ্ধতি হলো অন্য ওয়ারিশদের সম্পত্তি দান করে তাদের ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া। তবে সন্তানকে তাওবা করানোর যথাসাধ্য চেষ্টা করা দরকার, যাতে এ পরিস্থিতির সম্মুখীন না হয়। (১৪/৬৬৭/৫৬৮৭)

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٤٠٠ : ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية، ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له اكثر من قوته-

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦ / ٢٣٧ : ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله، ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به، وإن كانا سواء لا يفعله، وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له؛ لأنه إعانة على المعصية، وكذا لو كان ابنه فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته.

Scanned by CamScanner

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۳۰۴ : الجواب- بے دین اولاد کو بقدر قوت سے زائد دینا
خلاف اولی ہے، لہذا اپنے مصارف کیلئے یا کسی کار خیر میں لگانے کی نیت سے جائیداد
فروخت کرنا جائز بلکہ مستحب ہے۔

পিত্রালয় থেকে পাওয়া মায়ের সম্পদে ছেলেমেয়ে সমান অংশীদার

প্রশ্ন : মা তার পিত্রালয় থেকে যে সম্পদ পেয়ে থাকে তা কি শুধু কন্যাসন্তানদের মধ্যে বণ্টন হবে, না ছেলেরাও ভাগ পাবে?

উত্তর : মা মারা যাওয়ার পর তার মালিকানা সকল সম্পত্তির প্রতিটি অংশেই ছেলেমেয়ে সকলেই অংশ পাবে। মেয়েরা ছেলেদের অর্ধেক পাবে। (৯/৫৬৩/২৭৫৪)

📖 سورة النساء الآية ۱۱ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٦٢ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة -

বাবা ও ছেলের যৌথ পুঁজির বণ্টননীতি

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই, তিন বোন, বাবা-মাসহ স্থায়ীভাবে আমেরিকায় বসবাস করি। আমি বড় ছেলে। আমার বাবা গত আট বছর পূর্বে স্ট্রোক করার কারণে শারীরিকভাবে প্যারালাইজড ও মানসিকভাবে অসুস্থ। অর্থাৎ স্মরণশক্তিতে ব্যাঘাত ঘটেছে। তিনি সুস্থ অবস্থায় ব্যাংকে নগদ অর্থ রেখে যান। আমি সেই অর্থের সাথে নিজের কিছু অর্থ মিলিয়ে ব্যবসা শুরু করি। সেই ব্যবসার সাথে আমার সম্পূর্ণ শ্রম বিনিয়োগ করি। এখন বাবার মৃত্যুর পর ওই সম্পদ কিভাবে বণ্টন হবে? অর্থাৎ আসল রেখে যাওয়া সম্পদ, নাকি লাভ-লোকসানেরও বণ্টন হবে?

উত্তর : যদি আপনি পিতার সাথে একান্নভুক্ত পরিবারে হন এবং চুক্তি ছাড়া স্বেচ্ছায় নিজের অর্থ যোগ করে থাকেন, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে আপনি বাবার সহযোগী হিসেবে গণ্য হবেন। এ ক্ষেত্রে ব্যবসার বর্ধিত লাভসহ সম্পূর্ণ টাকার মালিক আপনার বাবা-ই হবেন। তাই মৃত্যুর পর ওই সম্পূর্ণ টাকা ভাই-বোনদের মধ্যে বণ্টন হবে। অন্যথায় শুধু বাবার রেখে যাওয়া অর্থ ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। (১৭/১৮/৬৯১৭)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٤ / ٣٢٥ : [تنبيه] يؤخذ من هذا ما أفتى به في الخيرية في زوج امرأة وابنها اجتمعا في دار واحدة وأخذ كل منهما يكتسب على حدة ويجمعان كسبهما ولا يعلم التفاوت ولا التساوي ولا التمييز. فأجاب بأنه بينهما سوية، وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي اهوقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه؛ لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب -

📖 هكذا فى تنقيح الفتاوى الحامدية ١٧/٢

📖 فتاوی رحیمیہ ١٦٠/٦

ছেলের আয় দিয়ে পিতার নামে নেওয়া সম্পত্তির বণ্টন

প্রশ্ন : ব্যবসা করে আমি প্রচুর লাভবান হই এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ টাকা আমার হাতে জমা হয়। পরিবারের মামলা-মোকদ্দমার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ টাকা আব্বাকে দিই। যে সমস্ত জায়গা বন্ধক দেওয়া অবস্থায় ছিল তাও মুক্ত করি, আব্বার যত ধারদেনা ছিল তাও পরিশোধ করে তাঁকে সম্পূর্ণরূপে ঋণমুক্ত করি। এর সাথে সাথে আব্বা সম্পত্তি ক্রয় করতে থাকে। আব্বা যে সকল সম্পত্তি ক্রয় করছে তা কার কার নামে নিচ্ছে, তা আমি জানতে চাইতাম না। তবে ধারণা ছিল, আব্বা বেশির ভাগ সম্পত্তি আমার নামে এবং কিছু কিছু সম্পত্তি হয়তো অন্য ভাইদের নামেও নিচ্ছে। আমি ঢাকা থেকে গ্রামে এলে আমার সামনে ভাইয়েরা আব্বাকে ওই রকম, অর্থাৎ বেশির ভাগ সম্পত্তি আমার নামে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দিতে শুনতাম। ১৯৭৮ ইং সাল থেকে আমি পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকি। অদ্যাবধি আমি ঢাকায় থাকার জন্য বাড়ি করিনি, কিন্তু গ্রামে অনেক টাকা খরচ করে অনেক আগেই বাড়ি করে দিয়েছি। ১৯৮০ সালের দিকে ভাইদের কষ্ট দেখে তাদের বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়ে আসি। যেমন : আমার ছোটজনকে ট্রলার ও লবণের ব্যবসায়, তার ছোটজনকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে চাকরি দিয়েছি। বাকি ভাই-বোনেরা লেখাপড়ায় ছিল বিধায় তাদের লেখাপড়া চালিয়ে যাই। সে সময় থেকে অদ্যাবধি সংসারের যাবতীয় খরচ আমি চালিয়ে যাচ্ছি। ১৯৭৭ সাল থেকে যত সম্পত্তি ক্রয় করা হয়েছে তাও আমার ব্যবসার আয় থেকেই নেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে দেখা গেল, আব্বা প্রায়ই সম্পত্তি তার নামে ও আব্বার নামে ক্রয় করেছে, এটা অবগত হওয়ার পর আমরা সবাই আশ্চর্যান্বিত হই। এমতাবস্থায় প্রশ্ন, আমাদের সম্পত্তিগুলো

Scanned by CamScanner

কিভাবে ভাগ হওয়া উচিত? যেহেতু সম্পত্তিগুলো দুই ভাগে, অর্থাৎ ১৯৭৭ সালের আগেরগুলো আব্বার আয় থেকে বা আব্বার পৈতৃক সম্পত্তি এবং ১৯৭৭ থেকে অদ্যাবধি যে সমস্ত সম্পত্তি নেওয়া তা আমার ব্যবসার আয় থেকে নেওয়া। আমরা পরিবারের সবাই বর্তমানে আমাদের সম্পত্তিগুলো শরীয়ত মোতাবেক কিভাবে ভাগ হওয়া উচিত বা কার কতটুকু অধিকার থাকা উচিত—এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছি। অতএব শরীয়তসম্মতভাবে এ সমস্যার সমাধানের জন্য আপনাদের সুপরামর্শ চাচ্ছি।

উত্তর : শরীয়তের নীতি এই যে বাপ জীবিত থাকাবস্থায় বাপের তত্ত্বাবধানে একান্নভুক্ত পরিবারে ছেলেদের উপার্জিত আয় দ্বারা বাপের অর্জিত সম্পদ বাপের সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। বাপ মৃত্যুবরণ করলে উক্ত সম্পদ শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন হবে। পক্ষান্তরে ছেলে যদি পৃথক সংসারে কিংবা পৃথক ব্যবসায় আয়-রোজগারের মাধ্যমে সম্পদ জমা করে থাকে, তা তার নিজস্ব সম্পদ হিসেবে পরিগণিত হবে। এতে অন্য ভাই-বোনদের হক সাব্যস্ত হবে না। তবে পৃথক ব্যবসায়ী সন্তান যদি পিতা-মাতা ও ভাই-বোনদের সহায়তায় নিজ উপার্জিত সম্পদ বা টাকা-পয়সা ব্যয় করে, তা তার পক্ষ হতে দান হিসেবে গণ্য হবে। উল্লিখিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্নকারী হাজী মাজহারুল হক সাহেব ১৯৭৭ ইং সাল থেকে পৃথক হয়ে যে সম্পদ উপার্জন করেছে তা তার নিজস্ব সম্পদ বলে বিবেচিত হবে। এতে অন্য ভাই-বোনদের হক থাকবে না। তবে পিতা হাজী মাজহারুল হকের টাকা দিয়ে ১৯৭৭ ইং সাল থেকে যে সম্পদ ক্রয় করেছে উক্ত সম্পদ যদি দাতা নিজের জন্য ক্রয় করার উদ্দেশ্যে পিতাকে টাকা দিয়ে থাকে, তাহলে পৃথক ব্যবসায়ী ছেলের টাকা নিয়ে নিজের নামে সম্পদ ক্রয় করা পিতার জন্য বৈধ হয়নি। উক্ত সম্পদ ছেলেকে মালিক বানিয়ে হাস্তান্তর করে দেওয়া বাপের নৈতিক দায়িত্ব, অন্যথায় বাপ গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ছেলে যদি বাপকে যা ইচ্ছা করার অনুমতি সাপেক্ষে টাকা প্রদান করে থাকে, তাহলে উক্ত টাকা ছেলের পক্ষ হতে দান হিসেবে গণ্য হবে এবং উক্ত টাকা দ্বারা ক্রয়কৃত সম্পদ বাপের পৈতৃক সম্পদ বলে বিবেচিত হবে, সমস্ত ওয়ারিশের মধ্যে শরীয়তসম্মত বণ্টন হবে। প্রশ্নের বিবরণে এ কথা প্রতীয়মান হয় যে ছেলে যদিও সংসারের খরচ নিজস্ব আয় থেকে চালিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সম্পদ পিতা-মাতার নামে ক্রয় করার জন্য টাকা দেয়নি, বরং নিজ নামে সম্পদ ক্রয় করার মানসে টাকা প্রদান করা হয়েছে বিধায় ১৯৭৭ ইং সাল থেকে ক্রয়কৃত সম্পদের মালিক হাজী মাজহারুল হক সাহেবই বিবেচিত হবে। বাপ নিজ নামে ক্রয় করে থাকলে অনতিবিলম্বে ছেলেকে হস্তান্তর করে গোনাহমুক্ত হওয়া বাপের নৈতিক দায়িত্ব। তদুপরি হাজী মাজহারুল হক পৈতৃক সম্পদ হতেও শরীয়তসম্মত ওয়ারিশসূত্রে অংশীদার থাকবে। (৮/৩৫১/২১২১)

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ١٨ : وأما قول علمائنا أب وابن يكتسبان في بصنعة واحدة ولم يكن لهما شيء ثم اجتمع

Scanned by CamScanner

لهما مال يكون كله للأب إذا كان الابن في عياله فهو مشروط كما
يعلم من عباراتهم بشروط منها اتحاد الصنعة وعدم مال سابق لهما
وكون الابن في عيال أبيه فإذا عدم واحد منها لا يكون كسب
الابن للأب وانظر إلى ما عللوا به المسألة من قولهم؛ لأن الابن إذا
كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يضع فمدار الحكم على
ثبوت كونه معينا له فيه فاعلم ذلك اه

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۳۱۵ : جواب- جبکہ لڑکوں نے جداجدا کمایا اور جداجدا جائیداد بنائی تو ہر ایک اپنی کمائی اور جائیداد کا جداگانہ مالک ہوگا، صرف ہم طعام ہونے سے جائیداد مشترک نہیں ہو جاتی، ہاں باپ کا ترکہ سب وارثوں میں قاعدۂ وراثت کے موافق تقسیم ہوگا۔

📖 فتاوی نظامیہ ۱/ ۳۱۲ : اور جو کمائی لڑکوں کی ہو لڑکے اس کے خود مالک شمار ہوں گے اور باپ ان پر فقط نگران اور منتظم شمار ہوگا اور حاصل اس کا یہ نکلے گا کہ جس لڑکے کا جو کمائی ہو اس کو اس لڑکے کے نام پر اور اس لڑکے کیلئے رکھنی لازم رہے گی اور اس لڑکے کی اجازت و مرضی کے خلاف یا مرضی کے بغیر کسی دوسرے لڑکے وغیرہ کو دینا باپ کے لئے درست نہ رہے گا، ورنہ آخرت میں اس پر بازپرس اور مؤاخذہ ہوگا۔

ছেলেদের জন্য কেনা দোকানে পিতার সহযোগী হিসেবে কাজ করলেই দখলস্বত্ব লাভ হয় না

প্রশ্ন : জনৈক পিতা তাঁর ছেলেদের নামে একটি দোকান ক্রয় করেন। তিনি ওই দোকানে বসে নিজের কর্তৃত্বে ব্যবসা-বাণিজ্য করেছেন। তবে তাঁর এক ছেলেও সহযোগী হিসেবে বেশি বেশি বসেছে, আর অন্য এক ছেলে বা ছেলেরা মাঝে মাঝে, এমনি বা কাজে গেছে বা বসেছে—এটাকে দখলস্বত্ব বোঝায় কি? বোঝালে তা এক ছেলের জন্য, না সবার জন্য বোঝায়? ছেলেরা উক্ত দোকান থেকে বোনদের বা মায়ের কোনো অংশ না দিলে শরীয়তসম্মত হবে কি?

উত্তর : কারো নামে কোনো জিনিস খরিদ করলেই সে মালিক হয়ে যায় না। তাই বর্ণিত প্রশ্নে কেবলমাত্র ছেলেদের নামে খরিদ করার দরুন ছেলেরা মালিক সাব্যস্ত হবে না। হ্যাঁ, শরীয়ত কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতি মতে মালিক বানিয়ে তাদের দখলস্বত্ব বোঝার জন্য শরীয়ত কর্তৃক যে নিয়মাবলি আছে তা প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণে পাওয়া যাচ্ছে না বিধায়

Scanned by CamScanner

ছেলেরা সহযোগী বলে গণ্য হবে। সুতরাং উক্ত দোকান মিরাছ হিসেবে ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান মতে বণ্টিত হবে। (৬/৩৮৩/১২৫৮)

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۳۸- ۳۹ : الجواب- کسی کے نام جائداد خریدنے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہبہ کرنا مقصود ہوتا ہے، اور ہبہ کیلئے شرط یہ ہے کہ وہ موہوب وقت ہبہ ملک واہب میں ہو اور ظاہر ہے کہ ملک بعد اشتراء کے ثابت ہو گی، سو اس سے بعد کوئی عقد دال علی التملیک ہونا چاہئے اور بدون اس کے وہ مشتری لہ مالک نہ ہو گا بلکہ وہ بدستور ملک مشتری کے رہے گی، پس اس بناء پر یہ جائداد ملک زید مرحوم کی قرار پاکر داخل ترکہ ہو گی۔

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۳۷ : الجواب- اگر فی الواقع زید یہ مکان اپنی زوجہ کی ملک نہ کیا تھا بلکہ کسی مصلحت سے کاغذات سرکاری میں اس کا نام لکھوادیا تھا تو یہ مکان زوجہ کی ملک نہیں ہوا اور بعد اس کی وفات کے اس کے وارثوں کا اس میں حق نہ ہو گا، بلکہ بدستور زید کی ملک میں رہے گا، کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

ছেলের নিজস্ব সম্পত্তি পিতার তরকা নয়

প্রশ্ন : আমি একজন ব্যবসায়ী। আমার পিতা-মাতা জীবিত আছেন। আমরা চার ভাই ও তিন বোন। আমি লেখাপড়া শেষ করে ঢাকায় বিবাহ করি। পরিবার শ্বশুরবাড়িতে থাকে। মাদরাসায় চাকরি করে সংসার চালানো কষ্ট হয় বিধায় শ্বশুর কিছু আর্থিক সাহায্য করেন এবং আমিও আত্মীয়দের নিকট হতে ঋণ নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করি। বাড়ি থেকে ছোট ভাইকে আমার সাহায্যকারী হিসেবে নিই। তাকে পারিশ্রমিক হিসেবে কিছু টাকা ধার্য করে দিয়েছি। কিন্তু বর্তমানে আমার ভাইয়েরা আমার অর্জিত সম্পদকে মিরাছ হিসেবে সমানভাবে বণ্টন করার দাবি করছে। আমি এ ব্যাপারে শরীয়তের হুকুম জানতে চাই।

উত্তর : বাপের সংসার থেকে পৃথক হয়ে ছেলে নিজস্ব উদ্যোগে যা উপার্জন করে, তা সম্পূর্ণ ছেলেরই হয়ে থাকে। এতে বাপের মালিকানা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় না। সুতরাং প্রশ্নে বর্ণিত অবস্থায় আপনার অর্জিত মালে বাপের মালিকানা সাব্যস্ত হয়নি বিধায় তার ওয়ারিশদের অংশীদারের দাবি গ্রহণযোগ্য হবে না। ওই সম্পদ সম্পূর্ণ আপনার এখতিয়ারভুক্ত। তবে ভাই-বোনদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পিতা-মাতার সেবা করা আপনার ওপর দ্বীনি দায়িত্ব হিসেবে থাকবে। (৬/৫২৪/১৩১৬)

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٣/ ٦٢٢ : والحاصل أنه يشترط في نفقة الأصول اليسار على الخلاف المار في تفسيره إلا إذا كان الأصل زمنا لا كسب له، فلا يشترط سوى قدرة الولد على الكسب. فإن كان لكسبه فضل أجبر على إنفاق الفاضل، وإلا فلو كان الولد وحده أمر ديانة بضم الأصل إليه، ولو له عيال يجبر في الحكم على ضمه إليهم.

📖 الفتاوى الخيرية ٢/ ٥٨ : سئل فى ابن كبير ذو زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه اموالا ومات هل هى لوالده خاصة ام تقسم بين ورثته ؟ (أجاب) هى للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كاله كسب مستقل بنفسه -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٦٠ : اور جو لڑکے باپ سے الگ ہو کر اپنا مستقل کاروبار کرتے ہوں، کھانے پینے کی حساب بھی ان کا الگ ہے تو ان کی کمائی کے وہی مالک ہوں گے۔

সুস্থ অবস্থায় সন্তানদের মাঝে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া

প্রশ্ন : যদি কোনো পিতা জীবদ্দশায় স্বজ্ঞানে ও সুস্থ শরীরে মৃত্যুর অনেক পূর্বে তার জায়গাজমি, বাড়িঘর অথবা নগদ টাকা-পয়সা সন্তানদের মধ্যে তার ইচ্ছা অনুযায়ী বণ্টন-রেজিস্ট্রি করে লিখে দেয়, তা শরীয়তে জায়েয কি না?

উত্তর : যদি কোনো ব্যক্তি তার জীবদ্দশায় জায়গা-জমি ইত্যাদি সন্তানদের মাঝে তার ইচ্ছামতো বণ্টন করে দেয় এবং এতে কাউকে বঞ্চিত/ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে তা বৈধ হবে। (১০/৫৬৪/৩২৪৯)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦ / ٢٣٧ : ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله، ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به، وإن كانا سواء لا يفعله.

ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যাকে ভিটার বদলে জমি দেওয়া

প্রশ্ন : হাজী জয়নুদ্দিন তাঁর জীবিত অবস্থায় চিন্তা করলেন, জামাই ও মেয়ে বড় দুষ্ট। আমার ইন্তেকালের পর ছেলেদের সঙ্গে বাড়ির জমি নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ করবে, ছেলেরা বাড়ির জমি ছাড়া অন্য স্থান থেকে দিতে চাইলে নেবে না, বরং বাড়ির জমি নিয়ে ছাড়বে। আর এমনটি হলে ছেলেদের বাড়ি করতে সমস্যা হবে। তাই হাজী সাহেব জীবিত অবস্থাতেই সিদ্ধান্ত নিলেন কন্যাকে অন্য স্থান থেকে জমি ক্রয় করে বাড়ির জমির পরিবর্তে দেবেন।

প্রশ্ন হলো, এভাবে ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যার অংশ পরিবর্তন করে অন্য স্থান থেকে দেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর : জীবদ্দশায় নিজ মালিকানাধীন সম্পদ যাকে যতটুকু যেখানে ইচ্ছা দেওয়ার শরীয়ত কর্তৃক অধিকার রয়েছে, যদি অন্য কোনো সন্তানকে ঠকানো বা ক্ষতি করার উদ্দেশ্য না থাকে। তাই প্রশ্নোক্ত পদ্ধতিতে ছেলেদের সুবিধার্থে কন্যাকে অন্য স্থান থেকে দেওয়াটা জায়েয হবে। (১১/২৫১)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢١٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته -

📖 الدر المختار (ايج ايم سعيد) ٥/٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن

Scanned by CamScanner

عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم۔

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦ / ٢٣٧ : ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله، ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به، وإن كانا سواء لا يفعله.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۷۰ : الجواب- فی الدر المختار قبيل باب الرجوع فی الهبة عن الخانية : لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده سوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى، فی رد المحتار أی علی قول أبی يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذى هو قول محمد، رملی- چونکہ صورت مسئولہ میں بعض اولاد کو بغرض شادی و تعلیم کے زیادہ دینے سے مقصد دوسری اولاد کو ضرر پہچانا نہیں بلکہ ایک ضرورت و مصلحت سے زیادہ دیتا ہے، بناء بر روایت بالا اس میں کچھ حرج نہیں، اس زائد کے علاوہ اور جو کچھ ترکہ ہو سب اولاد ذکور واناث کو برابر تقسیم کر دینا چاہئے، لیکن صحت تقسیم کے لئے ہر حصہ کا جدا کرنا اور بالغین کا قبضہ بھی کرا دینا ضروری ہے۔

মেয়েদের নামে সম্পদ লিখে দেওয়া ও মানগত দিক দিয়ে তারতম্য করা

প্রশ্ন : ১. এক ব্যক্তির পাঁচজন মেয়ে আছে। তার কোনো ছেলে নেই। তবে তার মা, ভাই-বোন এবং ভাতিজা ও ভাগিনা আছে। এমতাবস্থায় ওই ব্যক্তি তার সমস্ত জমি তার পাঁচ মেয়ের নামে লিখে দিতে চায়। প্রশ্ন হলো, যদি ওই ব্যক্তি ওই সমস্ত ওয়ারিশ থাকা সত্ত্বেও তার সমস্ত জমি তার পাঁচ মেয়ের নামে লিখে দেয়, তাহলে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এবং মৃত্যুর পরে শাস্তি হবে কি না?

২. এক ব্যক্তির পাঁচজন মেয়ে আছে। তাদের মধ্যে থেকে চারজনকে ৭ শতাংশ করে জমি দিয়েছে, যার এক শতকের দাম ২০ হাজার টাকা। অন্য মেয়েকে এমন ৭ শতাংশ জমি দিতে চায়, যার এক শতকের দাম ৪০ হাজার টাকা। এমতাবস্থায় চারজনকে একটা ও একজনকে বেশি দামের জমি দেওয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয আছে কি না? এবং আল্লাহর দরবারে শাস্তি হবে কি না?

Scanned by CamScanner

৩. এক ব্যক্তির পাঁচজন মেয়ে আছে। তার কোনো ছেলে নেই। তবে তার ওয়ারিশ আছে। এমতাবস্থায় শরীয়তের দৃষ্টিতে এমন কোনো সুরত আছে কি না যে, তার সমস্ত সম্পদ তার মেয়েদের থাকবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মানুষের মালিকানাধীন সম্পদ নিজ জীবদ্দশায় যেখানে বা যাকে ইচ্ছা দান বা হেবা করার অধিকার রাখে। তবে যদি কোনো ওয়ারিশকে ঠকানো বা বঞ্চিত করার ইচ্ছায় এ কাজ করা হয় তাহলে তার জন্য কঠোর শাস্তির কথা হাদীসে শরীফে উল্লেখ রয়েছে। তাই উক্ত সুরতে যদি মা ও ভাই-বোনদের বঞ্চিত করার ইচ্ছা ব্যতীত শরীয়তসম্মত কারণে পাঁচ মেয়ের নামে সমস্ত সম্পদ লিখে দেয় এবং ভোগদখল দিয়ে দেয়, তাহলে ওই দানপত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে শুদ্ধ হবে। তবে জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে সন্তানাদির মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা উচিত। শরীয়তসম্মত কারণে কাউকে অগ্রাধিকার দেওয়াতে শরীয়তের কোনো আপত্তি নেই। (১৩/৮৫৮/৫৪১০)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٩١ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

সংগত কারণে কোনো ছেলেকে বঞ্চিত করা

প্রশ্ন : আমাদের গ্রামের জনৈক ব্যক্তি বিবাহের পর তার এক পুত্রসন্তান জন্ম নেয়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন পর উক্ত স্ত্রীর মৃত্যু হলে পুনরায় সে দ্বিতীয় বিবাহ করে এবং সন্তানটি যখন বড় হয় তখন সে পিতা ও সৎমাতার সাথে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়ে পিতার শত্রুদলের হাতে হাত মিলিয়ে তাদের কথায় বিভিন্নভাবে সংসারের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। এমনকি তাকে কন্ট্রোল করতে ব্যর্থ হয় এবং সেই ছেলে শত্রুর কথায় চলতেই থাকে। এমনকি পিতাকে অমান্য করে বিবাহও করল। তখন পিতা তার ক্ষতির থেকে বাঁচার জন্য অবাধ্য সন্তানকে ঘর থেকে বের করে দেয় এবং সে অন্য ঘরে বসবাস করতে থাকে।

Scanned by CamScanner

এদিকে পিতা দ্বিতীয় সংসারের স্ত্রী, সন্তান, নিজের শ্রম ও শ্বশুরবাড়ির সাহায্যে অনেক জমির মালিক হয়ে যায়। উল্লেখ্য, প্রথম স্ত্রীর সেই অবাধ্য সন্তানের কোনো শ্রমও এই সংসারে নেই। যেহেতু প্রথম স্ত্রীর সন্তানের কোনো শ্রম নেই, বরং ক্ষতি করেছে, তাই পিতা উক্ত সন্তানকে বঞ্চিত করে দ্বিতীয় সংসারের সন্তানের নামে জমি রেজিস্ট্রি করে দিতে চায়। যাতে প্রথম স্ত্রীর সেই সন্তানটি পিতার মৃত্যুর পর অংশীদারিত্বের দাবি করতে না পারে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, পিতা জীবদ্দশায় ওপরে বর্ণিত কারণে সকল জমিজমা তার দ্বিতীয় স্ত্রীর সন্তানদের মাঝে রেজিস্ট্রি করে দিলে এবং প্রথম স্ত্রীর সেই অবাধ্য সন্তানকে বঞ্চিত করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে জায়েয হবে কি না? এবং এ কারণে পিতা গোনাগার হবে কি না?

উত্তর : পিতা জীবদ্দশায় স্বীয় সম্পদকে সন্তানদের যথাযথভাবে দান করে দিলে তা হেবা বলে গণ্য হয়। আর হেবা করার ক্ষেত্রে কোনো বিহিত কারণ ছাড়া সন্তানদের মাঝে সমানভাবে বণ্টন করে দেওয়াটাই শরীয়তের নির্দেশ। বিহিত ও শরীয়তসম্মত কারণ ছাড়া সন্তানদের কমবেশি করলে বা কাউকে বঞ্চিত করলে তা জুলুম বলে গণ্য হয়ে পিতা গোনাহগার হবে। পক্ষান্তরে কোনো বিহিত ও শরীয়তসম্মত কারণে কমবেশি বা বঞ্চিত করলে পিতা গোনাহগার হবে না। তাই প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ পুরোপুরি সত্য হলে এবং বাস্তবে প্রথম ঘরের সন্তান পিতার অবাধ্য ও তাকে কষ্ট দিলে এবং সম্পদ অবৈধ গোনাহের কাজে ব্যয় করলে তাকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা পিতার জন্য অবৈধ হবে না। তবে এ ধরনের সন্তানকে পুরোপুরি বঞ্চিত না করে সে চলতে পারে–এমন কিছু দিয়ে দেওয়াটাই সমীচীন। (১৬/৭৯০)

📖 صحيح البخارى (دار الحديث) ٢/ ٢١٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته -

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٨٨ : (قوله فروع) يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط -

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ١/ ٥٦٢ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم -

ত্যাজ্যপুত্র মিরাছ পাবে

প্রশ্ন : কোনো পিতা তার ছেলেকে কোনো কারণে ত্যাজ্য করে দিয়েছে। ওই পিতার ইন্তেকালের পর ত্যাজ্যপুত্র তার সম্পদের মিরাছ পাবে কি না?

উত্তর : সন্তান-সন্ততি ত্যাজ্য করার কোনো নিয়ম শরীয়তে নেই বিধায় কেউ ত্যাজ্য করলে শরীয়তের দৃষ্টিতে সন্তান-সন্ততি পিতার সম্পদ থেকে বঞ্চিত হবে না। (১৯/২৭৯/৮১৬৪)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/٤٥٣ : [الباب الخامس في موانع الإرث] القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأ،رق يمنع الإرث ولا فرق في ذلك بين أن يكون قنا وهو الذي لم ينعقد له سبب الحرية أصلا وبين أن ينعقد له سبب الحرية كالمدبر والمكاتب وأم الولد ومعتق البعض عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، كذا في التبيين وأما المستسعى في إعتاق الراهن المعسر فيرث ويورث عنه، كذا في الكافي.القاتل بغير حق لا يرث من المقتول شيئا عندنا سواء قتله عمدا أو خطأ،... واختلاف الدين أيضا يمنع الإرث والمراد به الاختلاف بين الإسلام والكفر، وأما اختلاف ملل الكفار كالنصرانية واليهودية والمجوسية وعبدة الوثن فلا يمنع الإرث حتى يجري التوارث بين اليهودي والنصراني والمجوسي.

📖 خلاصة الفتاوى (رشيديه) ٤/٤٠٠ : ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه؛ لأن فيه إعانة على المعصية، ولو كان ولده فاسقا لا يعطى له اكثر من قوته -

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ٨٦٩ : الجواب-عاق و محروم کرنے کی دوصورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپنا تمام مال و جائیداد اس وارث کے علاوہ

Scanned by CamScanner

دوسرے وارثوں یا غیر وارثوں میں تقسیم کرکے مالک بنادے اور اس کیلئے کچھ نہ چھوڑے، اس صورت میں اس کا یہ تصرف اس کی ملک میں نافذ ہے، پھر اگر اس نے بلاوجہ وارث کو محروم کیا ہے، تو سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة والبيهقي، كذا في المشكوة باب الوصية، اور اگر اس وارث کی ایذاؤں اور تکالیف سے یا فسق وفجور سے تنگ ہو کر ایسا کیا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں۔

دوسری صورت یہ کہ اپنی حیات میں کسی کو مالک نہیں بنایا، بلکہ بطور وصیت زبانی یا تحریری یہ طے کردیا کہ فلاں شخص کو میرے میراث نہ ملے تو یہ کہنا اور لکھنا فضول اور بیکار ہے، شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعد وفات حسب حصہ شرعیہ اس کو میراث ملے گی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۷۳

বদ-দ্বীন সন্তানকে ত্যাজ্য করা

প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই-বোন। তিন ভাই ও তিন বোন। আমার বড় ভাই আব্বা-আম্মার অমতে নিজে নিজে বিবাহ করেছে। এ জন্য তার ওপর আব্বা-আম্মা দুজন অসন্তুষ্ট। আব্বা এই মেয়েকে বিবাহ করার পূর্বেই বলে দিয়েছিলেন যে, সে যদি এই মেয়েকে বিবাহ করে তবে তাকে ত্যাজ্য করে দেবেন এবং সম্পত্তি কিছুই দেবেন না। বড় ভাই কোনো দিন পিতার খিদমত করেনি এবং তাঁদের প্রতি দায়িত্ব-কর্তব্যও তেমন পালন করেনি। শুধু তা-ই নয়, তাকে আব্বা-আম্মা দ্বীনের সকল কিছু শিক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও সে দ্বীন মোতাবেক না চলে ইহুদি-নাসারার মতোই চলে। তো এ সব কারণে আব্বা-আম্মা তার ওপর পূর্বে থেকে অসন্তুষ্ট। জমি যখন বণ্টন হবে, আব্বা তাকে কিছুই দিতে চাইবেন না। এমতাবস্থায় তাকে কি সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা শরীয়তের দৃষ্টিতে ঠিক হবে কি না? যদি ঠিক হয় তাহলে তখন আমাদের ভাই-বোনদের করণীয় কী হতে পারে?

উত্তর : ওয়ারিশি স্বত্ব খোদাপ্রদত্ত। কোনো পিতা পুত্রকে তা থেকে বঞ্চিত করার অধিকার রাখে না। শরীয়ত যার জন্য যে অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, অবশ্যই সে তা পাবে। তবে পিতা জীবদ্দশায় সঙ্গত কারণে বিশুদ্ধ নিয়্যাতে কোনো পুত্রকে সম্পদ না দিয়ে সব সম্পদ বাকিদের মাঝে দাম করে গেলে তা শরীয়ত পরিপন্থী ও কোনো গোনাহ হবে না। (১১/৭১৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٤٤٤ : وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا

Scanned by CamScanner

بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى وقال محمد: ويعطي للذكر ضعف الأنثى.

📖 امداد المفتيين (دار الاشاعت) ص۸۲۹ : الجواب-عاق ومحروم کرنے کی دوصورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپنا تمام مال وجائیداد اس وارث کے علاوہ دوسرے وارثوں یا غیر وارثوں میں تقسیم کر کے مالک بنادے اور اس کیلئے کچھ نہ چھوڑے، اس صورت میں اس کا یہ تصرف اس کی ملک میں نافذ ہے، پھر اگر اس نے بلاوجہ وارث کو محروم کیا ہے، تو سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة والبيهقي، كذا في المشكوة باب الوصية، اور اگر اس وارث کی ایذاؤں اور تکالیف سے یا فسق وفجور سے تنگ ہو کر ایسا کیا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں۔
دوسری صورت یہ کہ اپنی حیات میں کسی کو مالک نہیں بنایا، بلکہ بطور وصیت زبانی یا تحریری یہ طے کردیا کہ فلاں شخص کو میرے میراث نہ ملے تو یہ کہنا اور لکھنا فضول اور بیکار ہے، شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعد وفات حسب حصہ شرعیہ اس کو میراث ملے گی۔

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵ /۲۳ : حامداومصليا، الجواب- وراثت ملک غیر اختیاری ہے، لہذا باپ کو حق نہیں ہے کہ اپنے بعد ورثہ میں سے کسی کو محروم کردے شریعت نے جو حصہ جس وارث کا متعین کردیا ہے وہ اس کو ضرور پہونچے گا، خواہ مورث راضی ہو یا ناراض ہو، البتہ اصل مالک کو یہ اختیار ہے کہ اپنی زندگی اور صحت کی حالت میں اپنی ملک میں جس نوع کا چاہے تصرف کرے، بیع، ہبہ، صدقہ وقف سب کچھ کر سکتا ہے، اگر اولاد شریر ہو اور باپ کو خیال ہو کہ میرے بعد تمام جائداد خدا کی نافرمانی میں صرف کرے گی، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی زندگی کی اور صحت میں اس جائداد کو مصارف خیر میں صرف کردے۔

অবাধ্য মেয়েকে বঞ্চিত করে অন্যদের সম্পদ দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার তিনটি মেয়ের মধ্যে বড়টি অত্যন্ত মেধাবিনী হওয়ায় ওর প্রতি স্নেহটা বড্ড বেশি ছিল। সে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় খুব ভালো করেছে। অথচ আমার অজ্ঞাতে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তার মামাতো ভাইকে বিয়ে কারেছে। ছেলেটি বখাটে। ভিসিডি ব্যবসা, গান-বাজনাসহ অসৎ কর্মের সাথে জড়িত। আমার দৃষ্টিতে এ

Scanned by CamScanner

বিয়ে বৈধ নয় বলে মনে হচ্ছে। তাই এটাকে মেনে নিতে পারছি না। আমি এ ব্যাপারে বিয়ের পূর্বে আমার মেয়েকে বিভিন্নভাবে বুঝিয়েছি। এমনকি পিতা হয়ে মেয়ের পা পর্যন্ত ধরেছি এ ভুল না করার জন্য। কিন্তু সে তা শোনেনি বলে আমি বর্তমানে মেয়ের সাথে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। ভবিষ্যতে এ সম্পর্কহীনতা রাখতে চাই। ছেলের পিতা-মাতা এ বিয়েতে পুরো ইন্ধন জুগিয়েছে। তারাই আমার মেয়েকে অবৈধ সম্পর্কের সেতুবন্ধনরূপে কাজ করেছে বলে তাদের পক্ষে এ অবৈধ বিয়ে সম্ভব হয়েছে। এদিকে সরকারি আইনের কারণে মেয়ের এ বিয়েকে অস্বীকার করার কোনো উপায় পাচ্ছি না। কিন্তু আমার মনে মেয়ে এবং তার স্বামীপক্ষের কারো সাথে সম্পর্ক রাখার বিষয়ে সীমাহীন ঘৃণা ও ক্ষোভ রয়েছে। আমি সারাক্ষণ আমার অন্তরে অসীম যন্ত্রণা ভোগ করছি। এ অবস্থায় আমি আমার অন্য দুই মেয়ের জন্য আমার সম্পত্তি অসিয়ত করতে পারি কি না?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত ব্যক্তি জীবদ্দশায় তার সমস্ত সম্পদের মালিক সে যাকে চায় তাকে দিতে পারে, তবে শর্ত হলো কোনো ওয়ারিশকে ক্ষতিগ্রস্ত করার নিয়্যাত না থাকতে হবে। প্রশ্নোক্ত মেয়ে তার পিতার অবাধ্য হয়ে রেজিস্ট্রি অফিসে বিবাহ করে পিতার সাথে নাফরমানী করেছে। যদি শরীয়তের বিধান মতে বিয়ে হয়ে থাকে তাহলে বিবাহ সম্পন্ন হয়ে যাবে। এমতাবস্থায় পিতা তার মেয়েকে বঞ্চিত করতে চাইলে তা মূলত জায়েয। তবে সন্তান যতই নাফারমানী করুক না কেন তার পরও সন্তান। এ জন্য অবাধ্য সন্তানকে সম্পত্তি থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত না করে তাকে বোঝানোর চেষ্টা করবে এবং দু'আও করবে, যাতে সে পিতার বাধ্য হয়ে যায়।

উল্লেখ্য, শরীয়তের বিধান মতে ওয়ারিশদের জন্য অসিয়ত করা জায়েয নয়। তাই পিতা মেয়েকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে অন্য ওয়ারিশদের জন্য সম্পত্তির অসিয়ত করে গেলেও মেয়ে ওয়ারিশ হিসেবে সম্পত্তির মালিক হয়ে যাবে। তবে কোনো ওয়ারিশকে সম্পত্তি না দেওয়ার ইচ্ছা হলে তার শরয়ী পদ্ধতি হচ্ছে পিতা তার জীবদ্দশায় সুস্থ মস্তিষ্কে অন্য ওয়ারিশকে হেবা মূলে সম্পত্তির মালিক বানিয়ে তাদের দখলে দিয়ে দেবে। (৩/১৭৬/৫৩১)

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٢٥٣ (٢٨٧٠) : عن شرحبيل بن مسلم، سمعت أبا أمامة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث» -

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٢٧ : ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا

Scanned by CamScanner

على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة.

📖 الفتاوى البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٦ / ٢٣٧ : ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله، ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به، وإن كانا سواء لا يفعله، وإن أراد أن يصرف ماله إلى الخير وابنه فاسق فالصرف إلى الخير أفضل من تركه له؛ لأنه إعانة على المعصية، وكذا لو كان ابنه فاسقا لا يعطيه أكثر من قوته.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٩١ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان. وإن كان في ولده فاسق لا ينبغي أن يعطيه أكثر من قوته كي لا يصير معينا له في المعصية، كذا في خزانة المفتين.ولو كان ولده فاسقا وأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا في الخلاصة.

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۸۶۹ : الجواب-عاق و محروم کرنے کی دو صورتیں ہیں: ایک تو یہ ہے کہ اپنی زندگی اور صحت میں اپنا تمام مال وجائیداد اس وارث کے علاوہ دوسرے وارثوں یا غیر وارثوں میں تقسیم کرکے مالک بنادے اور اس کیلئے کچھ نہ چھوڑے، اس صورت میں اس کا یہ تصرف اس کی ملک میں نافذ ہے، پھر اگر اس نے بلاوجہ وارث کو محروم کیا ہے، تو سخت گنہگار ہوگا۔ حدیث میں ہے : من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة رواه ابن ماجة والبيهقى، كذا فى المشكوة باب الوصية، اور اگر اس وارث کی ایذاؤں اور تکالیف سے یا فسق وفجور سے تنگ ہو کر ایسا کیا ہے تو توقع ہے کہ اللہ تعالی معاف فرمادیں۔

دوسری صورت یہ کہ اپنی حیات میں کسی کو مالک نہیں بنایا، بلکہ بطور وصیت زبانی یا تحریری یہ طے کر دیا کہ فلاں شخص کو میرے میراث نہ ملے تو یہ کہنا اور لکھنا فضول اور بیکار ہے، شرعا اس کا کوئی اعتبار نہیں، بعد وفات حسب حصہ شرعیہ اس کو میراث ملے گی۔

জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টন করে দেওয়ার নীতিমালা

প্রশ্ন : পিতা যদি বে-ইনসাফের ভয়ে নিজ হাতে তার ওয়ারিশি সম্পদ বণ্টন করে যেতে চায়, তাহলে সন্তানদের মধ্যে কিভাবে বণ্টন করবে? এতে তারতম্য করে কাউকে বেশি দিতে পারবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়ত যেহেতু ওয়ারিশিনদের অংশ নির্ধারণ করে দিয়েছে, সেহেতু মৃত্যুর আগে বণ্টনের প্রয়োজন নেই। তা সত্ত্বেও যদি কেউ জীবদ্দশায় নিজ সম্পদ বণ্টন করতে চায়, এর অনুমতি আছে। তবে এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েকে সমানভাবে বণ্টন করাই শরীয়তের বিধান। বিশেষ কোনো কারণ ছাড়া তারতম্য করার অনুমতি নেই। কাউকে বঞ্চিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে তারতম্য করা পাপ। সংগত ও বিশেষ শরয়ী কারণে তারতম্য করা শরীয়ত কর্তৃক আপত্তিকর নয়। (৯/৫৬৩/২৭৫৪)

📖 الدر المختار (ايچ ايم سعيد) ٦٩٦/٥ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم-

📖 البزازية بهامش الهندية (زكريا) ٢٣٧/٦ : نوع : الأفضل فى هبة الابن والبنت التثليث كالميراث، وعند الثانى التنصيف وهو المختار، ولو وهب جميع ماله من ابنه جاز وهو آثم نص عليه محمد رحمه الله، ولو خص بعض أولاده لزيادة رشده لا بأس به، وإن كانا سواء لا يفعله.

জীবদ্দশায় সম্পদ বণ্টনকালে ছেলেমেয়ের মাঝে তারতম্য করা

প্রশ্ন : পিতার মৃত্যুর পূর্বেই মিরাছ বণ্টন করতে চাইলে ছেলে দুই মেয়ের সমপরিমাণ অংশ পাওয়ার অধিকার রাখে কি? না উভয়ে সমান অংশ পাওয়ার অধিকার রাখে?

উত্তর : পিতা-মাতার মৃত্যুর পূর্বে তাদের সম্পদ বণ্টন করতে চাইলে তা মূলত মিরাছ বণ্টন নয়, বরং হেবার অন্তর্ভুক্ত। আর হেবার ক্ষেত্রে ছেলে এবং মেয়ে উভয়ের মাঝে সমানভাবে সম্পদ বণ্টন করে দেওয়া উত্তম। তবে যদি কারো ক্ষতির উদ্দেশ্য না থাকে, তাহলে কমবেশি করা যেতে পারে। (১৭/৭৭৩/৭২৯৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى-

Scanned by CamScanner

الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٩١ : ولو وهب رجل شيئا لأولاده في الصحة وأراد تفضيل البعض على البعض في ذلك لا رواية لهذا في الأصل عن أصحابنا، وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل له في الدين، وإن كانا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه لا بأس به إذا لم يقصد به الإضرار، وإن قصد به الإضرار سوى بينهم يعطي الابنة مثل ما يعطي للابن وعليه الفتوى۔

فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ١٤٥- ١٤٦ : الجواب-میراث کی تقسیم کا مسئلہ بعد انتقال جاری ہوتا ہے، زندگی میں مال کی تقسیم میراث کی تقسیم نہیں ہے بلکہ ہبہ ہے اور ہبہ (بخشش) کا قاعدہ یہ ہے کہ اولاد کو لڑکا ہو یا لڑکی از روئے حدیث وفقہ سب کو برابر دیا جائے، قوله عليه الصلاة والسلام : فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ... ... لہذا صورت مسئولہ میں شوہر کو اس کا ربع حصہ (چار آنہ) دے کر باقی مال کے آٹھ حصے ہوں گے اور ہر ایک کو ایک ایک حصہ دیا جائے۔

জীবদ্দশায় বন্টনে ছেলেমেয়েদের মাঝে সমতা উত্তম

প্রশ্ন : পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশদের মধ্যে যে হিসেবে সম্পত্তি বণ্টিত হতো, তার জীবদ্দশায় সে হারে বণ্টন করে দিয়ে যাওয়া যায় কি না? শোনা যায়, হাদীসে আছে, পিতা জীবদ্দশায় সম্পদ সন্তানদের মধ্যে বণ্টন করে দিলে ছেলেমেয়ে তথা উভয় শ্রেণীর সকলকে সমান দিতে হবে, যদি তা-ই হয় তবে হাদীসের এ হুকুম কি ওয়াজিব? অর্থাৎ বেশি-কম করলে গোনাহগার হতে হবে কি না?

উত্তর : পিতার মৃত্যুর পর তার পরিত্যাজ্য সম্পত্তি সন্তানদের মধ্যে যে হারে বণ্টন করা হতো, অর্থাৎ ছেলেদের মেয়েদের দ্বিগুণ প্রদান করা পিতা জীবিত অবস্থায়ও সে হিসেবে বণ্টন করে দেওয়া জায়েয আছে। তবে জীবিত অবস্থায় বণ্টন যেহেতু দান ও বখশিশের অন্তর্ভুক্ত এবং এ ক্ষেত্রে হাদীস শরীফে ছেলেমেয়েদের মধ্যে পার্থক্য না করে সমানভাবে বণ্টন করার হুকুম এসেছে, তাই হাদীসের বর্ণনা অনুসারে সমানভাবে বণ্টন করাই উত্তম। উল্লেখ্য, হাদীসের এই হুকুম ওয়াজিব নয়। (১/৩২৮/১২৬)

صحيح البخاري (دار الحديث) ٢/ ٢١٢ (٢٥٨٧) : عن عامر، قال: سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما، وهو على المنبر يقول: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: «أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟»، قال: لا، قال: «فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، قال: فرجع فرد عطيته -

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٥/ ٣٤ : وفي رواية للبخاري: «اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم»، ولأن العدل في القسمة والمعاملة مطلوب، وقدحملوا الأمر في هذه الأحاديث على الندب.

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦/ ١٢٧ : وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: ٩٠]. (وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى وقال محمد العدل بينهم أن يعطيهم على سبيل الترتيب في المواريث للذكر مثل حظ الأنثيين كذا ذكر القاضي الاختلاف بينهما في شرح مختصر الطحاوي وذكر محمد في الموطإ ينبغي للرجل أن يسوي بين ولده في النحل ولا يفضل بعضهم على بعض.وظاهر هذا يقتضي أن يكون قوله مع قول أبي يوسف وهو الصحيح لما روي أن بشيرا أبا النعمان أتى بالنعمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل ولدك نحلته مثل هذا فقال لا فقال النبي - عليه الصلاة والسلام - فأرجعه وهذا إشارة إلى العدل بين الأولاد في النحلة وهو التسوية بينهم.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٨٨ : يكره تفضيل بعض الأولاد على البعض في الهبة حالة الصحة إلا لزيادة فضل له في الدين وإن وهب ماله كله الواحد جاز قضاء وهو آثم كذا في المحيط وفي فتاوى قاضي خان رجل أمر شريكه بأن يدفع إلى ولده مالا فامتنع الشريك عن الأداء كان للابن أن يخاصمه إن لم يكن على وجه الهبة وإن كان على وجهها لا لأنه في الأول وكيل عن الأب وفي الثاني لا وهي غير تامة لعدم الملك لعدم القبض وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة-

Scanned by CamScanner

জীবদ্দশায় সন্তানদের মধ্যে জমির বণ্টন

প্রশ্ন : আমার বাবার জীবদ্দশায় আমাদের পাঁচ ভাইকে চাষ করার জন্য জমি বণ্টন করে দিয়েছেন। এর মধ্যে একজনের প্রায় ১০ বছর কোনো খবর নেই। তার জমি আমরা ছোট দুই ভাই ভোগ করছি। এখন আব্বা জমি বণ্টন করে রেজিস্ট্রি করতে চান। এতে আম্মার আগের নিজস্ব স্বর্ণ ও কিছু টাকা আব্বার সংসারে খরচ করেছেন। আম্মা এগুলোর বদলায় জমি চান, যা মূল অংশ থেকে অতিরিক্ত। আবার বোনকে বিয়ে দিয়েছেন জমি বিক্রি করে। ভাইয়েরা তা তার অংশ থেকে কাটতে চায়। আর যে ভাইয়ের কোনো খবর নেই, তার অংশের কী হুকুম? আবার বড় দুই ভাই কামাই করে জমি ক্রয় করেছে, তা আব্বার নামে, ওরা এর থেকে ছোট ভাইদের অংশ দিতে চায় না। তাই আরজ হলো, শরীয়ত মতে, আমরা পাঁচ ভাই-বোন, মা ও বাবার মধ্যে জমি বণ্টনের সমাধান দিয়ে বাধিত করিবেন।

উত্তর : পিতা জীবিত অবস্থায় সন্তানদের মধ্যে সম্পদ বণ্টন করা হেবা তথা দানের অন্তর্ভুক্ত। যার শরয়ী বিধান হলো, ছেলেমেয়ে উভয়ের মধ্যে সমভাবে বণ্টন করে তাদের ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া। যদি কোনো ওয়ারিশের ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্য ছাড়া শরীয়তসম্মত কোনো কারণে কমবেশ করতে চায়, তাও জায়েয আছে। উল্লেখ্য, হেবা পূর্ণ হওয়ার জন্য দখল শর্ত।

আর নিখোঁজ সন্তান যেহেতু দখল করতে অক্ষম, তাই নিখোঁজ সন্তানের জন্য হেবা অসিয়ত করা যেতে পারে। তবে এ অসিয়ত কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত হলো, পিতার মৃত্যুর পর ওয়ারিশগণের সমর্থন থাকা। এমতাবস্থায় তার সমবয়সী লোক জীবিত থাকা তথা ৯০ বছর পর্যন্ত সম্পদগুলো সংরক্ষণ করার পরও যদি ফিরে না আসে তবে মৃত সাব্যস্ত হবে। অসিয়তকৃত সম্পদ অসিয়তকারীর ওয়ারিশগণের মাঝে বণ্টন হবে।

স্বামী স্বীয় স্ত্রীর স্বর্ণ-টাকা যে পরিমাণ খরচ করেছে সে পরিমাণ স্বর্ণ বা তার সমপরিমাণ জমি পাবে। অতিরিক্ত দাবি গ্রহণযোগ্য নয়। আর মেয়ে বিবাহ দেওয়া পিতার দায়িত্ব। সুতরাং বিবাহের খরচ পিতার সম্পদ থেকে ধর্তব্য হবে। তা থেকে মেয়ের অংশ কর্তন করা বৈধ হবে না।

পিতার সাথে একান্নভুক্ত থাকাকালীন যদি বড় দুই ভাই কামাই ও ক্রয় করে থাকে, তাহলে জমি বণ্টন হবে। পক্ষান্তরে পিতার থেকে ভিন্ন হওয়ার পর ছেলেরা নিজস্ব আয় দ্বারা খরিদ করে থাকলে তারাই ওই জমির মালিক হবে। (৯/৮১০/২৮৪১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٤ /٤٤٤ : متى وقف حال صحته وقال على الفريضة الشرعية قسم على ذكورهم وإناثهم بالسوية هو المختار المنقول عن الأخبار كما حققه مفتي دمشق يحيى ابن المنقار في الرسالة المرضية على الفريضة الشرعية -

Scanned by CamScanner

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ١١ /٤٥ : ولو أوصى رجل للمفقود بوصية لم أقض بها له، ولم أبطلها ولم أنفق على ولده منها؛ لأن الوصية أخت الميراث، وشرط لاستحقاق الموصى له بقاؤه حيا بعد موت الموصي كالميراث. وقد بينا أنه يوقف نصيبه من الميراث حتى يتبين حاله، ولا ينفق على ولده منه شيء فكذلك الوصية.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٥/ ١٦٥ : لو أوصى للمفقود ومات الموصي لا يستحق الوصية لكن قال محمد لا أقضي بها ولا أبطلها حتى يظهر حال المفقود يعني يوقف نصيب المفقود الموصى له به إلى أن يقضي بموته فإذا قضى بموته جعل كأنه مات الآن.والحاصل أنه حي في مال نفسه فلا يورث ميت في حق غيره فلا يرث، وهذا إذا لم تعلم حياته إلى أن يحكم بموته وإن علم حياته في وقت من الأوقات يرث من مات قبل ذلك الوقت من أقاربه كما في الحمل لاحتمال أن يكون حيا فيرث فإن تبين حياته في وقت مات فيه قريبه وإلا يرد الموقوف لأجله إلى وارث مورثه الذي وقف من ماله-

📖 تنقيح الفتاوى الحامدية (دار المعرفة) ٢/ ١٧ : (سئل) في رجل ساكن في بيت أبيه في جملة عياله وصنعتهما متحدة يعينه بتعاطي أموره ولا يعرف للابن مال سابق فاجتمع مال بكسبه ويريد أن يختص به بدون وجه شرعي فهل جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه ولا شيء له فيه؟

(الجواب) : نعم جميع ما حصله بكسبه ملك لأبيه لا شيء له فيه حيث كان من جملة عياله والمعين له في أموره وأحواله وصنعتهما متحدة ولا يعرف للابن مال سابق؛ لأن الابن إذا كان في عيال الأب يكون معينا له فيما يصنع كما صرح بذلك في الخلاصة والبزازية ومجمع الفتاوى وأفتى بذلك الخير الرملي إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة وهم في دار أبيهم كلهم في عياله فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه لنفسه فإن المتاع يكون للأب وللبنين الثياب التي عليهم لا غير إلخ من القول لمن في كتاب الدعوى.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤ /٣٢٥ : في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون

Scanned by CamScanner

للأب ثم ذكر خلافا في المرأة مع زوجها إذا اجتمع بعملهما أموال كثيرة، فقيل هي للزوج وتكون المرأة معينة له، إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، وقيل بينهما نصفان.

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٥/ ٢١٩٠ (٥١٤٧) : عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من عال ثلاث بنات، فأدبهن، وزوجهن، وأحسن إليهن، فله الجنة»۔

বন্টননীতি ও সমাধানের স্বার্থে এওয়াজ-বদল

প্রশ্ন : সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান কী? এবং সমাধানের জন্য এওয়াজ-বদল করা শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : ওয়ারিশগণ আপসে সন্তুষ্টচিত্তে যথাসম্ভব বরাবর করে ভাগ করে নেবে। তার পরও প্রয়োজনে সমাধানের জন্য যেকোনো বস্তু এওয়াজ-বদল করা জায়েয, বরং ঝগড়া মিটানোর জন্য এওয়াজ-বদল করা জরুরিও বটে। (১৭/৬১৫/৭২০৫)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ١٩ : فإن كان في تبعيضه ضرر بكل واحد منهما فلا تجوز قسمة الجبر فيه، وذلك نحو اللؤلؤة الواحدة والياقوتة والزمردة والثوب الواحد والسرج والقوس والمصحف الكريم، والقباء والجبة والخيمة والحائط والحمام والبيت الصغير والحانوت الصغير والرحى والفرس والجمل والبقرة والشاة؛ لأن القسمة في هذه الأشياء قسمة إضرار بالشريكين جميعا، والقاضي لا يملك الجبر على الإضرار، وكذلك النهر والقناة والعين والبئر؛ لما قلنا فإن كان مع ذلك أرض؛ قسمت الأرض وتركت البئر والقناة على الشركة. (فأما) إذا كانت أنهار الأرضين متفرقة أو عيونا أو آبارا؛ قسمت الآبار والعيون؛ لأنه لا ضرر في القسمة، وكذا الباب والساحة والخشبة إذا كان في قطعهما ضرر فإن كانت الخشبة كبيرة يمكن تعديل القسمة فيها من غير ضرر؛ جازت، وتجوز قسمة الرضا في هذه الأشياء بأن يقتسماها بأنفسهما بتراضيهما۔

📖 المحيط البرهاني (دار الكتب العلمية) ٧/ ٣٣٦ : أن يكون الكل في دور مختلفة، ولكن تراضوا على ذلك إلا أنهم طلبوا المعادلة من

Scanned by CamScanner

القاضي فيما بينهم، وعند أبي حنيفة تجوز القسمة حالة التراضي من الشركاء. وإذا كانت الدور من قوم ميراث، فإن أراد أحدهم أن يجمع نصيبه منها في دار واحدة وأبى الآخر، قال أبو حنيفة رحمه الله: القاضي لا يجمع نصيب كل واحد منهم في دار على حدة، بل يقسم كل دار بينهم على حدة إلا أن يتراضوا على ذلك، سواء كانت الدار متلازقة أو متفرقة، وسواء كانت الدور في محلة واحدة أو محلتين، في مصر واحد أو في مصرين.

মেয়েদের টাকা দিয়ে ছেলেদের স্থাবর সম্পত্তি দেওয়া

প্রশ্ন : জীবিত অবস্থায় সম্পত্তি ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগ-ভাটোয়ারা করে দেওয়া কি গোনাহ? অবশ্য এতে ভবিষ্যতে তাদের মধ্যে ঝগড়া-ফ্যাসাদ কম হওয়ার সম্ভাবনা। মেয়েদের কিছু অর্থ দিয়ে স্থাবর সম্পত্তি ছেলেদের দিলে কি গোনাহ হবে?

উত্তর : জীবদ্দশায় ছেলেমেয়েদের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন করে দেওয়া হেবার নামান্তর। এতে কোনো গোনাহ হবে না। তবে এ ক্ষেত্রে মেয়েদেরকেও ছেলেদের সমান দেওয়া উত্তম। কাউকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে কোনো সন্তানকে বেশি পরিমাণ দেওয়া গোনাহ। সমতা রক্ষাপূর্বক স্থাবর-অস্থাবরের বণ্টনে এদিক-সেদিক করা যায়। (৬/৩৯/১০৭৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم-

পালক মেয়ের নামে সমস্ত সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমি নিঃসন্তান ছিলাম। আল্লাহ তা'আলার রহমতে আমি একটি কন্যাসন্তান পালক নিয়েছি। আমি চাই, আমার মৃত্যুর পর আমার সকল সম্পদ আমার কন্যা ভোগ করুক। তাই সরকারি এফিডেভিটের মাধ্যমে সকল সম্পদ তার নামে রেজিস্ট্রি করে দিতে চাই। ইসলামী শরীয়তের বিধান আমার এই ইচ্ছাকে অনুমোদন করবে কি না? উল্লেখ্য, বর্তমানে আমার স্ত্রী, পিতা ও এক ভাই জীবিত আছেন। এমতাবস্থায় আমার প্রতি শরীয়তের দিকনির্দেশনা কী?

Scanned by CamScanner

উত্তর : আপনার পিতা ও স্ত্রীকে সম্পদ থেকে বঞ্চিত করা উদ্দেশ্য না হলে আপনার প্রশ্নোল্লিখিত কাজ তথা পালক কন্যাকে সকল সম্পদের মালিক বানিয়ে দেওয়া বৈধ হলেও উত্তম হলো সকল সম্পদ না দিয়ে সর্বোচ্চ এক-তৃতীয়াংশ তাকে দিয়ে অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের জন্য রেখে দেওয়া। আর যদি এর দ্বারা ওয়ারিশদের বঞ্চিত করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে আপনি গোনাহগার হবেন। (১৬/৮২৫/৬৭৯৮)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٩١/٤ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨ /١٥٩ : سوال-زید نے اپنے ایک بھائی عمرو کو بچپن سے اپنا بیٹا بنایا؛ کیونکہ زید کے یہاں کوئی اولاد نہیں، ہاں زید کے بھائی بہن موجود ہیں، زید چاہتا ہے کہ عمرو کو جو کہ اس کا متبنی بیٹا ہے اپنی جائداد کا کل حصہ یا جزو حصہ وقف کرے تو وہ ایسا کرنے میں عند اللہ گناہ گار تو نہ ہوگا؟

جواب-زید کو چاہئے کہ اپنی جائداد کا ١/٣ حصہ عمرو کے کیلئے وقف کرے باقی ٣ /٢ دوسرے شرعی وارثوں کے لئے رہنے دے، یہی اس کیلئے بہتر ہے۔

ছেলেদের দেওয়া অংশে নির্মিত ঘরে মেয়েদের দাবি অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : পিতা জীবিত থাকতে নিজ সন্তানদের মাঝে ঘরের সকল ফ্ল্যাট ভাগ করে দিয়েছেন এবং খোলা ছাদের অংশ মেয়েরা পাবে না বলেছেন। বর্তমানে ছাদে বানানো ঘরে বোনেরা অংশ নিতে চাচ্ছে। ভাইয়েরা কি দিতে বাধ্য বা বোনেরা কি অংশ পাবে?

উত্তর : পিতা তাঁর জীবদ্দশায় সম্পত্তি বণ্টন করে দিলে তাকে হেবা বা দান বলে। দানের ক্ষেত্রে পিতা স্বাধীন হলেও বিহিত কারণ ছাড়া ছেলেমেয়েদের মাঝে সমতা রক্ষা করা উচিত। বিহিত কারণে তাদের মাঝে কমবেশি করার অনুমতি রয়েছে। তাই প্রশ্নে বর্ণিত ফ্ল্যাটের ছাদে বানানো ঘরের অংশ ছেলেদের নামে দিয়ে তাদের দখলে দিয়ে দিলে মেয়েরা তার মধ্যে দাবি করতে পারবে না। ছেলেদের দখলে না দিয়ে গেলে শুধু 'মেয়েরা পাবে না'–বলার দ্বারা ওই দান কার্যকর হবে না। বরং মৃতের তথা মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী সম্পদ হিসেবে তা বণ্টিত হবে। (১৬/৩৮০/৬৫৭৩)

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٣٩١/٤ : رجل وهب في صحته كل المال للولد جاز في القضاء ويكون آثما فيما صنع، كذا في فتاوى قاضي خان.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت-

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٦١٦ : ولا يجوز لأحد شريكى الملك أن يتصرف فى المشترك بغير إذن الشريك تصرفا يتضرر به الشريك-

হেবা সম্পদের ওপর কবজা না হলে তা মিরাছ সম্পদ গণ্য হবে

প্রশ্ন : ভারত বিভক্তির পর আমার পিতা আসাম রাজ্য থেকে পূর্ব পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশে পূর্বপুরুষদের অবস্থান টাঙ্গাইলে সপরিবারে প্রত্যার্বতন করেন। শুধু আমার বোন থেকে যায় সেখানে। আমার পিতা ওই বোনের জন্য এক বিঘা জমি দান করেন। কিন্তু তা সরাসরি তার হাতে না দিয়ে অন্য এক জাতির হাতে দিয়েছে, যেন সে তা বিক্রি করে বোনকে টাকা দেয়। এখন আমার পিতা ইন্তেকাল করেছেন। তাই আমরা সম্পদ বণ্টন করব। কিন্তু পরে জানতে পাই, আমার আসামের সেই বোন জমিটির টাকা বা জমি পায়নি। দায়িত্বশীল তা আদায় করেনি। প্রশ্ন হলো, আমাদের বোন যদি পিতার জীবদ্দশায় সেই জমি পেয়ে থাকে তাহলে সে বর্তমানে পুনরায় মিরাছ পাবে কি না? আর যদি বোন সেই জায়গা পেয়ে না থাকে, তাহলে মোট সম্পত্তির সাথে ওই জায়গাও কি বণ্টন করা যাবে? এ ক্ষেত্রে আসামে ছেড়ে আসা জমি থেকে আসামের বোনকে মিরাছ দিলে হবে কি না?

উত্তর : আপনার পিতার জীবদ্দশায় আপনার বোন সেই জমি বা তার মূল্য বুঝে পেয়ে থাকলে তা হেবা বা দান হিসেবে গণ্য হবে। তবে পিতার মৃত্যুর পর শরয়ী অধিকার বলে পুনরায় মিরাছের অংশ পাবে। পক্ষান্তরে তা বুঝে না পেয়ে থাকলে তা এবং বর্তমানে কারো দখলে থাকলে তা হেবা বা দান হবে না। বরং পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে তা ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা হবে। এ ক্ষেত্রে আপনার বোনের অংশ ওই জমি থেকে দেওয়া যাবে। (১৬/৭৪১)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

Scanned by CamScanner

ভাই-ভাতিজাকে বঞ্চিত করে স্ত্রী ও মেয়েদের সম্পদ লিখে দেওয়া

প্রশ্ন : আমার তিনটি মেয়ে ও এক স্ত্রী আছে। আমার স্থাবর-অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তি যদি জীবিতাবস্থায় তাদের নামে রেজিস্ট্রি করে দিই, তা জায়েয হবে কি না? অর্থাৎ ছেলে না থাকায় আমার আপন ভাই বা ভাতিজা যে হকদার হতো তাদের কিছু না দিয়ে আমি তাদের বঞ্চিত করার জন্য পাপী হব কি না? যদি পাপী না হই তাহলে কেন তাদের ওয়ারিশ সাব্যস্ত করা হয়েছে? হয়তো বলা যেতে পারে যে মৃত্যুর পর তারা ওয়ারিশ হবে। কিন্তু আমি যদি জীবিতাবস্থায় তাদের সম্পত্তি না দিয়ে আমার উক্ত তিন মেয়েকে এবং স্ত্রীকে দিই তবে কি ওয়ারিশদের বঞ্চিত করলাম? এ ক্ষেত্রে আমি কী করতে পারি?

উত্তর : মালিক নিজ সম্পদ জীবিতাবস্থায় যাকে ইচ্ছা দিয়ে দিতে পারে। নিজ সন্তান হোক বা অপর কেউ হোক। যদি নির্দিষ্ট কোনো ওয়ারিশকে বঞ্চিত করার নিয়্যাতে জীবদ্দশায় বণ্টন করে দেওয়া হয় তাহলে তা কার্যকর হলেও অসদিচ্ছার কারণে গোনাহ হবে। (৭/১৬৭/১৫৭৫)

📖 سنن الترمذي (دار الحديث) ٤/ ١٨٦ (٢١١٧) : عن أبي هريرة أنه حدثه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار»، ثم قرأ علي أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} [النساء: ١٢]ـ إلى قوله ـ {ذلك الفوز العظيم} [المائدة: ١١٩]-

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ٦/ ٢٧٥ : الجواب- دوسرے وارثوں کو محروم کرنے کی نیت سے اپنی ملکیت صرف لڑکیوں کو بخشش کرنا غلط اور موجب گناہ ہے، حدیث میں ہے کہ بعض لوگ تمام عمر خدا کی فرمانبرداری میں گذارتے ہیں لیکن موت کے وقت وارثوں کو محروم کر جاتے ہیں، ایسے لوگوں کو حق تعالی دوزخ میں ڈال دیگا،... ...لہذا بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی ملکیت اپنے پاس رکھیں، آپ کے انتقال کے بعد لڑکیوں کو بطور میراث ثلثان (دوحصے) مل جائیں گے اور ایک حصہ دوسرے وارثوں (بھائیوں) کو ملیگا وہ بھی حقدار ہیں، اللہ تعالی نے ان کو حقدار بنایا ہے، اس لئے دل تنگ نہ کیا جائے۔

Scanned by CamScanner

বাবার কেনা অংশ ফুফু থেকে ছেলের কেনা ও মিরাছের হুকুম

প্রশ্ন : আমার দাদা আব্দুল মাজীদ প্রায় ৩০ বছর পূর্বে চার ছেলে ও এক মেয়ে রেখে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের পর চার ছেলে মিলে ১/৯ অংশের টাকা দলিল করা ছাড়া বোনকে দিয়ে দেন। এখন প্রায় ৩০ বছর পর যখন তিন ছেলে মারা যায়, শুধু আমার পিতা রহমাতুল্লাহ জীবিত আছেন। এখন ফিরোজা খাতুন আদালতে মামলা দায়ের করে যে আমার সম্পদ দেওয়া হয়নি। আমি আমার সম্পদ চাই। এমতাবস্থায় আমার পিতা ও বাকি তিন ছেলের সন্তানরা ফিরোজা খাতুনকে ডেকে অনেক তর্ক-বিতর্ক হওয়ার পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে আমরা চার গ্রুপ মিলে চার হাজার করে ১৬ হাজার টাকা দেব, আপনি আমাদের দলিল করে দেবেন। কিন্তু আমার পিতা রহমাতুল্লাহ সাহেব এই সিদ্ধান্ত মানেননি। বরং বলেন, আমি একবার টাকা দিয়েছি, এখন আবার কিসের টাকা দেব, জমি দিলে দে। তখন অবস্থা মারাত্মক হওয়ার আশঙ্কা বিধায় আমি কিছু লোকের সাথে পরামর্শ করে পিতার পক্ষ থেকে চার হাজার টাকা দিয়ে উক্ত তিন গ্রুপের সাথে পিতার অংশ আমার নামে দলিল করে নিই। এখন আমার জানার বিষয় হলো :

(১) প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে আমার পিতা রহমাতুল্লাহ সাহেব অনেক জমি বিক্রয় করেন এবং কিছু জমি ক্রয় করেন। এখন আমি ফিরোজা খাতুন থেকে ক্রয়সূত্রে শুধু দাদার থেকে প্রাপ্ত যে জমি বিক্রয় করেনি তার অংশ পাব, নাকি পিতার সমস্ত মালিকানাধীন সম্পদ থেকে তার অংশ পাব?

(২) ফিরোজা খাতুন থেকে প্রাপ্ত সম্পদে মাতা-পিতা ও ভাইদের কোনো হক আছে কি না?

উত্তর : শরীয়তের আইন অনুযায়ী ভাইদের জন্য বোনের হক না দেওয়া মারাত্মক গোনাহ ও বড় অপরাধ। শরীয়ত কর্তৃক তার নির্ধারিত হক দিয়ে দিতে হবে। তবে প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে তথা চার ভাই মিলে যদি ফিরোজা খাতুনের অংশের টাকা প্রদান করে থাকে, তাহলে ফিরোজা খাতুনের জন্য দ্বিতীয়বার তার সম্পদের দাবি করা জঘন্যতম অপরাধ এবং গোনাহ হবে। এমতাবস্থায় রহমাতুল্লাহ টাকা না দিলেও গোনাহগার হবে না এবং শরীয়ত কর্তৃক সে উক্ত সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে, রহমাতুল্লাহ যদি তা সাক্ষ্য-প্রমাণের মাধ্যমে সাব্যস্ত করতে পারে। এমতাবস্থায় ওই সম্পদ অন্য কারো জন্য ক্রয় করাও দুরুস্ত হবে না। পক্ষান্তরে যদি সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকে এমতাবস্থায় রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে বিক্রি করলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণে তা সহীহ হবে না। রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় যে ক্রয় করবে সে উক্ত সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে, এতে অন্য কারো হক থাকবে না। (১৩/১২৬/৫১৫০)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢٦٨/٤ : إذا كانت التركة بين ورثة فأخرجوا أحدهما منها بمال أعطوه إياه والتركة عقار أو عروض صح قليلا كان ما أعطوه أو كثيرا وإن كانت التركة ذهبا فأعطوه

Scanned by CamScanner

فضة أو كانت فضة فأعطوه ذهبا فهو كذلك لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يشترط التساوي-

📖 الفقه الإسلامى وأدلته ٣٢٤/٥ : يصح الصلح عن حصة الوارث في التركة، وتطبق أحكام البيع، ويسمى هذا الصلح مخارجة. والمخارجة: هي عقد يتصالح فيه أحد الورثة على أن يخرج من التركة، فلا يأخذ نصيبه، نظير مال يأخذه من التركة، أو من غيرها.

📖 رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٣٢٥/٤ : الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له ألا ترى لو غرس شجرة تكون للأب.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٥٤٥ : الجواب-آپ چونکہ اپنے والد صاحب کے فوت ہو جانے کے بعد ان کے ترکہ میں حصہ شرعی کے حقدار ہیں اور وہ حصہ آپ کی ملکیت ہے اس لئے آپ کے لئے یہ جائز ہے کہ اپنے حصہ کی جائیداد تقسیم سے قبل یا بعد اپنے بھائیوں میں سے کسی ایک پر فروخت کردیں۔

পিতার সম্পদ সব ছেলেরা সমান পাবে খেদমতগুজার হোক বা না হোক

প্রশ্ন : মাওলানা মোঃ আলী সাহেবের পাঁচ ছেলে। এর মধ্যে আমরা তিন ছেলে আজীবন পিতার কথামতো চলেছি, খেদমত করেছি এবং যৌথ সংসারে টাকা দিয়েছি। কিন্তু মোহাম্মাদুল্লাহ দেশে আয় করে পিতাকে বা সংসারে দেয় না। বিদেশেও আয় করে স্বাধীনভাবে চলছে পিতার অ্যাকাউন্টে দেয়নি। নিজের ছেলেদের অ্যাকাউন্টে দিয়েছে। তার ছেলেমেয়েরা সংসারে ৩৫ বছর পর্যন্ত খেয়ে-পরে বড় হয়েছে। আমরাই তাদের খরচ দিয়েছি। সমান ভাগ নিতে হলে আমাদের ছেলেমেয়েরাও সংসারে তার ছেলেমেয়েদের মতো লালিত-পালিত হয়ে লেখাপড়া করে তাদের মতো শিক্ষিত হবে। তবে আমরা যেভাবে পিতার কথা মেনে চলেছি, পিতাকে কামাই-রোজগার করে দিয়েছি, সেও যদি এভাবে পিতার কথা মানত, দেশ-বিদেশে কামাই করে পিতার অ্যাকাউন্টে বা যৌথ সংসারে দিত তাহলে সেও সমান পেত। কিন্তু সে তো কামিয়ে তার সন্তানদের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে, পিতার অ্যাকাউন্টে পাঠানোর কোনো প্রমাণ নেই। সুতরাং উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে মরহুম মাওলানা মোঃ আলী সাহেবের উক্ত দুই ছেলে পিতাকে কামাই-রোজগার না করে দিয়েও স্বাধীনভাবে কামিয়ে স্বাধীনভাবে ছেলে ও বউয়ের অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে স্বাধীনভাবে খরচ করেও কি পিতার সম্পত্তি সবার সমান পেতে পারে? কেননা অন্য ভাইয়েরা উক্ত দুই ভাইয়ের কামাইয়ের পয়সা পিতার

Scanned by CamScanner

অ্যাকাউন্টে না দেওয়ার দরুন পিতার ইন্তেকালের পর পিতার উক্ত দুই ছেলেকে এ কারণে সমান ভাগ দিতে রাজি নয়। মেহেরবানিপূর্বক উক্ত বিষয়টির শরীয়তসম্মত উত্তর দানে কৃতজ্ঞ করবেন।

উত্তর : প্রশ্নের বিস্তারিত বিবরণ পড়ে বোঝা গেল, দুই ছেলে পিতার আর্থিক খিদমত করেনি, অন্যরা যারা পিতার আর্থিক খিদমত করেছে তারা বাবার দু'আ পেয়েছে, সাথে সাথে তাদের আমলনামায় এর সাওয়াবও লেখা হয়েছে, আর যারা করেনি তারা এই ফজীলত ও সাওয়াব থেকে বঞ্চিত রয়েছে। তবে সম্পদ বণ্টনের ব্যাপারে কোনো রকম তারতম্য করা শরীয়তের দৃষ্টিতে দুরুস্ত হবে না, বরং শরীয়তের বিধানুযায়ী বাবার পরিত্যক্ত সম্পদ সব ছেলের মধ্যে সমানভাবে বণ্টন করতে হবে। এটি আল্লাহপ্রদত্ত বিধান, এতে হস্তক্ষেপ করার অধিকার কারো নেই। বিধায় মাওলানা মোঃ আলী সাহেবের পাঁচ ছেলের মধ্যে তার পরিত্যক্ত সম্পদ সমানহারে বণ্টন করতে হবে কাউকে কম দেওয়া যাবে না। (১৩/৪১৮/৫২৮১)

📖 قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار (ايچ ايم سعيد) ٨/ ١١٦ :
الإرث جبري لا يسقط بالإسقاط.

নাবালেগ সন্তানের টাকা দিয়ে পিতার নামে কেনা জমির মিরাছের হুকুম

প্রশ্ন : নাবালেগের টাকা দিয়ে পিতা যদি তার নিজের নামে জমি ক্রয় করে, তাহলে এই সম্পত্তির প্রকৃত মালিক কে হবে? তার বাকি ওয়ারিশরা এই সম্পদ থেকে মিরাছ পাবে কি না?

উত্তর : নাবালেগের টাকা পিতা-মাতার নিকট আমানত। তাই নাবালেগের টাকা শুধু নাবালেগের কাজে ব্যবহার করতে হবে। পিতা-মাতা নিজের জন্য নাবালেগের কোনো টাকা-পয়সা ব্যবহার করার অনুমতি নেই। নাবালেগের টাকা দিয়ে পিতা নিজের নামে জমি ক্রয় করতে পারবে না, করলে সে গোনাহগার হবে। এমতাবস্থায় শরয়ী বিধান মতে, উক্ত জমির মালিক ওই নাবালেগই হবে। এতে অন্য কারো হস্তক্ষেপ বৈধ হবে না। (১৩/৬২২/৫৩৬৮)

📖 فتاوى قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٤٤٢ : رجل اشترى لنفسه مال ولده الصغير أو استهلك مال ولده الصغير أو اغتصب حتى وجب عليه الضمان، ذكر الخصاف رحمه الله تعالى أنه لو أفرز من ماله شيئا وأشهد وقال قبضت هذا المال من نفسي لابني الصغير جاز ويصير قابضا.

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٦٩٦/٥ : لا يجوز أن يهب شيئا من مال طفله ولو بعوض لأنها تبرع ابتداء.

📖 فيه أيضا ٦٩٧/٥ : ولو وهب دارا لابنه الصغير ثم اشترى بها أخرى فالثانية لابنه الصغير-

কারো কাছে রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ ও মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে

প্রশ্ন : মরহুম ব্যক্তি বিয়ের পূর্বে চাকরিরত অবস্থায় সংসারের যে সকল আসবাব অথবা অন্য সামগ্রী ক্রয় করে অথবা ক্রয় করতে নগদ অর্থ দেয়, যদি নির্দিষ্টভাবে কাউকে দান অথবা মালিকানা করে না দিয়ে থাকে, সংসারের একজন অথবা সকলেই তা ব্যবহার করে, তবে মৃত্যুর পর শরীয়ত অনুযায়ী সব ওয়ারিশের মধ্যেই বণ্টন হবে কি না? তাতে স্ত্রীর কি হক আছে? কোনো লোক মৃত্যুর পূর্বে যদি কোনো টাকা ওয়ারিশগণের কারো কাছে রেখে যায় অথবা দিয়ে যায় কিন্তু কাউকে মালিকানা না করে, তবে সেই টাকার ব্যাপারে শরীয়তের কী হুকুম? শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশদের যদি হক আদায় না করে তবে কি গোনাহ হবে? কী ধরনের গোনাহ হবে?

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত মরহুম ব্যক্তির রেখে যাওয়া আসবাব ও অন্য সামগ্রী শরীয়ত অনুযায়ী সব ওয়ারিশের মধ্যেই বণ্টন হবে। এতে স্ত্রীর জন্যও হক রয়েছে। যদি মরহুম ব্যক্তির কোনো সন্তান না থাকে তাহলে স্ত্রী মোট সম্পদের এক-চতুর্থাংশ পাবে। আর যদি সন্তান থাকে তাহলে স্ত্রী মোট সম্পদের এক-অষ্টমাংশ পাবে। তদ্রূপ শরীয়তের দৃষ্টিতে মরহুমের রেখে যাওয়া টাকার হুকুমও অনুরূপ। অর্থাৎ ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। শরীয়ত অনুযায়ী ওয়ারিশদের হক আদায় না করলে কবীরা গোনাহ হবে। যেহেতু ওয়ারিশদের হক কোরআন কর্তৃক নির্ধারিত। (১৩/৭১৪/৫৪৩৫)

📖 سورة النساء الآية ١١، ١٢ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ

Scanned by CamScanner

﴿فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

📖 سنن أبي داود (دار الحديث) ٣/ ١٥٤١ (٣٥٦٥) : عن شرحبيل بن مسلم، قال: سمعت أبا أمامة، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها، فقيل: يا رسول الله، ولا الطعام، قال: «ذاك أفضل أموالنا» ثم قال: «العور مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم» -

মরহুমের গর্ভবতী স্ত্রীর সন্তান প্রসবের পূর্বে মিরাছ বণ্টন করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মৃত্যুকালে কয়েকজন সন্তানকে এবং স্ত্রীকে গর্ভবতী অবস্থায় রেখে যান। এখন সন্তানগণ পিতার সম্পত্তি ভাগ করতে চায়। প্রশ্ন হলো, স্ত্রীর গর্ভের সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে সম্পত্তি ভাগ করা জায়েয হবে কি? জায়েয হলে গর্ভের যে সন্তান আছে তাকে কি সন্তান ধরে ভাগ করবে? ছেলে না মেয়ে?

উত্তর : সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্বেও সম্পত্তি বণ্টন করা জায়েয। এ অবস্থায় গর্ভের সন্তানকে ছেলে গণ্য করে সম্পদ বণ্টন করা হবে। তবে ঝামেলামুক্ত থাকার জন্য গর্ভ ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বণ্টন করা উত্তম। কারণ অনেক ক্ষেত্রে যমজ সন্তান হওয়ারও সম্ভাবনা থাকে। (১৩/৮৪১/৫৪৩১)

📖 الفقه الإسلامى وأدلته (دار الفكر) ٤١٢/٨ : ورأى الجمهور: أن التركة تقسم من غير انتظار الولادة، منعاً من إضرار الورثة، ومنع المالك من الانتفاع بملكه، ويؤخذ كفيل من الورثة، احتياطاً لحق الحمل من الضياع.

📖 فيه أيضا ٤١٤/٨ : يوقف للحمل من تركة المتوفى أكبر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۹/ ۳۳۴ : تقسیم ترکہ میں بہتر تو یہ ہے کہ حمل کی پیدائش کا انتظار کرلیں تاکہ اس کا وارث یا غیر وارث اور مرد یا عورت ہونا ظاہر ہو جائے، لیکن اگر انتظار نہ کریں اور پیدا ہونے سے پہلے ہی تقسیم کرنا چاہیں، تو حمل کے لئے بتقدیر ذکورۃ و

Scanned by CamScanner

انو میہ جدا جدا دو مسئلے نکالیں، حمل کے سوا باقی وارثوں کو جس صورت میں کم ملے وہ ان کو دے کر مسئلہ سے جو باقی بچے وہ حمل کے لئے امانت رکھیں۔ ایک حمل سے زیادہ بچے پیدا ہو جانے کا بھی احتمال ہے اس لئے بہتر ہے کہ وارثوں سے ضامن لے لیا جائے۔

হেবা করা সম্পত্তি ও হজের জন্য রাখা জমিতে ওয়ারিশদের দাবি

প্রশ্ন : আমার পিতা মরহুম কারী ছফিউল্যাহ সাহেবের দুই পরিবার ছিল। তাঁর মৃত্যুর ৭-৮ বছর পর নিজ বংশীয় বিজ্ঞ আলেম ও গণ্যমান্য লোকজনের পরামর্শক্রমে এবং তাঁদের উপস্থিতিতে দুই পরিবারের মধ্যে তাঁর স্থাবর সম্পত্তি বণ্টন করে দেন। উক্ত বণ্টননামায় উল্লিখিত আলেম ও গণ্যমান্য সালিসদার দস্তখত ও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান কর্তৃক দস্তখত নেওয়া হয়েছে। উক্ত বণ্টনকৃত সম্পদ তিনি ভোগদখলের জন্য আমাদের বুঝিয়ে দেন। উল্লেখ্য, আমার পিতার স্থাবর সম্পত্তি কিছু চাঁদপুর জেলার শাহরাস্তি থানার শিমুলিয়া গ্রামে আর কিছু খুলনা জেলার সদরে। আমাকে (প্রথম পক্ষকে) চাঁদপুর জেলার গ্রামের বাড়ির চাষাবাদের জমির কিছু অংশ দিয়ে যান। দ্বিতীয় পক্ষকে খুলনা সদরের বাড়ির দোকান ও জায়গা এবং দেশের চাষাবাদ জমি থেকে কিছু অংশ দিয়ে যান। আমি (প্রথম পক্ষ) দীর্ঘ ২৪-২৫ বছর যাবৎ ভোগ করে আসছি। তথা বাড়িতে বসবাস, চাষাবাদ, বাগবাগিচা লাগানো ও পুনর্নির্মাণকাজ করে আসছি। ভোগ দখলসূত্রে ২৬/১২/৮৯ ইং বাংলাদেশে সরকারের মাঠ জরিপের কাগজেও আমার নাম হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় পক্ষের একটি জমি আমার পিতা তাদের প্রয়োজনে আমার নিকট বিক্রি করেন। উক্ত জমির রেজিস্ট্রি দলিলে তিনিও উক্ত বণ্টননামার কথা স্বীকার করেন।

দীর্ঘ ২৪ বছর পর দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেরা দাবি করছে যে আমার পিতা নাকি তাদের মাকে আমাদের অংশের বাড়িতে অর্ধাংশ দান করেছেন। অথচ এ বিষয়ে আমাদের পিতা কোনো দিন বলেননি এবং তাদের মাও এরূপ দাবি করেনি যে তার স্বামী তাকে বাড়ির অর্ধাংশ দান করেছেন। কিন্তু তার মৃত্যুর পর ছেলেরা দাবি করছে। উক্ত দাবি কতটুকু গ্রহণযোগ্য, তাও আলোচ্য বিষয়। অন্যদিকে আমার পিতা হজের জন্য অসিয়ত করে একখানা জমি তাঁর বড় জামাতার জিম্মায় হজ করার জন্য দিয়ে যান। বর্তমানে তা আমার জিম্মায় আছে। তাঁরা উভয়ে ইন্তেকাল করেছেন। আমার আছে পিতার জিম্মায় হজের হুকুম ছিল না।

শরীয়তের আলোকে উক্ত বণ্টননামা কার্যকর হবে কি না? হয়ে থাকলে এক পক্ষের বণ্টনকৃত সম্পদ তাদের অগোচরে অন্য পক্ষকে দান করলে তা কতটুকু বৈধ হবে এবং হজের জন্য রাখা জমির শরীয়তের বিধান কী?

উত্তর : হেবা তথা দানপত্র কার্যকর হওয়ার জন্য শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত হলো, দানকৃত সম্পদ যাদের দান করা হয় তাদের ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া। যেহেতু প্রশ্নে

Scanned by CamScanner

উক্ত শর্ত বাস্তবায়িত হওয়ার বিবরণ দেওয়া হয়েছে বিধায় আপনার পিতার জীবদ্দশায় সম্পদের বণ্টননামা শরীয়তের আলোকে কার্যকর হবে। দ্বিতীয় পক্ষের ছেলেদের দাবি, পিতা তাদের মাকে বাড়ির অর্ধাংশ দান করা হলেও পিতার জীবদ্দশায় ভোগদখলে না দেওয়ার কারণে উক্ত হেবা দান শরীয়তের আলোকে গ্রহণযোগ্য হবে না। আর আপনার পিতার হজের জন্য অসিয়তকৃত রেখে যাওয়া জমি মূল সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের বেশি না হলে ওই জমি বিক্রি করে হজ করতে হবে। অন্যথায় এক-তৃতীয়াংশ পরিমাণ বিক্রি করে হজ আদায় করতে হবে। (১৬/৮৩৬/৬৮৩৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٤٢٤ : وإن وهب له الدار والمتاع جميعا وخلى بينه وبينهما صح فيهما جميعا، هكذا في الجوهرة النيرة.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢/ ١٣٣ : الأصل أن المناولة والأخذ إقباض وقبض، كذلك تكون التخلية قبضا إذا خلى الواهب بين الموهوب له والشيء الموهوب.

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (قوله: بالقبض) فيشترط القبض قبل الموت -

বণ্টনের আগেই কিছু সম্পদ ভোগদখলে নেওয়া

প্রশ্ন : জনৈক হাজী সাহেব ও তার স্ত্রী মারা যায়। তাদের ১০০ বিঘার মতো সম্পত্তি আছে। তাদের ওয়ারিশদের মধ্যে এক ছেলে ও তিন মেয়ে ছিল। ছেলেটি বিভিন্ন টালবাহানা করে মেয়েদের পিতা-মাতার মিরাছ থেকে বঞ্চিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। মেয়েদের পক্ষে ছোট মেয়ের জামাতা আনুমানিক ২৭ বছর ধরে কোর্টে মামলা চালাতে থাকে। ইতিমধ্যে মেয়েরা সম্মিলিতভাবে কিছু সম্পত্তি নামেমাত্র মূল্যে বিক্রি করেছে। কিন্তু ছোট মেয়ের জামাতা আনুমানিক ১০ বছর যাবৎ এককভাবে কিছু জমি ভোগ করতে থাকে। এখন প্রশ্ন হলো, মিরাছ বণ্টন হওয়ার পূর্বে ওয়ারিশদের মধ্যে এককভাবে কেউ সম্পদের কোনো অংশ ভোগ করতে পারবে কি না? যেহেতু মূল সম্পদে তার পাওনা আছে।

উত্তর : মরহুমের স্থাবর-অস্থাবর ত্যাজ্য সম্পত্তি হতে তার দাফন-কাফন ঋণ আদায়করত অবশিষ্ট সম্পদ তার ওয়ারিশদের মাঝে শরীয়তের মুহাম্মদী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বিধান অনুযায়ী বণ্টন করে দেবে। ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ না দেওয়ার চেষ্টা করা এবং ওয়ারিশদের হক নিজে ভোগ করা সম্পূর্ণ হারাম মারাত্মক গোনাহ। মেয়েদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন করার পূর্বে যৌথ থাকা অবস্থায় অংশীদারদের

Scanned by CamScanner

অনুমতি ছাড়া কোনো মেয়ের একা ভোগ করাও শরীয়তসম্মত নয়। কারণ এতে সকলের অংশ রয়েছে। (১৬/৫১১/৬৫৯৮)

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٦١٦ : ولا يجوز لأحد شريكي الملك أن يتصرف في المشترك بغير إذن الشريك تصرفا يتضرر به الشريك-

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٢٦٨ : (بنى أحدهما) أي أحد الشريكين (بغير إذن الآخر) في عقار مشترك بينهما (فطلب شريكه رفع بنائه قسم) العقار (فإن وقع) البناء (في نصيب الباني فبها) ونعمت (وإلا هدم) البناء، وحكم الغرس كذلك بزازية.

বোনদের সম্পত্তি ভোগ করার বিভিন্ন বাহানা

প্রশ্ন : মৃত লোকের মেয়েদের অনুমতি ছাড়া ছেলেদের সম্পূর্ণ সম্পত্তি ভোগ করার অনুমতি আছে কি না? মেয়েরা অংশ দাবি করবে বলে, সমাজে কত মানুষ মারা গেল, তারা ভাই বেঁচে থাকা পর্যন্ত অংশের দাবি করে নিতে পারেনি। তোমাদের এতই অমানবিক সাহস কোত্থেকে আসে। আর অনেক পরিবারের মেয়েরা ভাইদের রাজি রাখার জন্য হকের জোরদার দাবি করে না। অথচ তারা অনেক কষ্টে দিন যাপন করে, ভাইয়েরা তাদের কষ্টে তেমন দুঃখিত হয় না। আবার কোনো পরিবারে সম্পত্তি কৌশল করে বাধ্য করে বোনদের কাছ থেকে জমি ক্রয় করে, যাতে বোন অংশের দাবি না করে এবং তাদের মন যেন সম্পত্তির দিকে না থাকে। অপারগ হওয়ার কারণে অংশের দাবি করে না। আবার কোন সময় ঝগড়া বেধে দেয়। কোন পরিবারে বাহানা অজুহাত পেশ করে। এ ব্যাপারে শরীয়তে হুকুম কী?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ছেলেরা যেমন পিতার সম্পদের ওয়ারিশ, মেয়েরাও তেমন ওয়ারিশ। কোরআন-হাদীসের দৃষ্টিতে ছেলেমেয়েদের প্রাপ্য অংশের তারতম্য থাকলেও উভয়ের অধিকারে ও মালিকানায় কোনো ধরনের তারতম্য নেই। তাই মৃত লোকের মেয়েদের অনুমতি ছাড়া সব সম্পদ ছেলেদের ভোগ করা জুলুম ও অনধিকার চর্চার শামিল হওয়ায় তা হারাম। কোনো ধরনের কৌশল গ্রহণে বা বাধ্যগত পন্থা সৃষ্টি করে বোনদের অংশ ক্রয় করে নেওয়াও সম্পূর্ণ জুলুম হবে। যেহেতু এ ধরনের কর্মকাণ্ড জাহেলী যুগের বর্বরতার অনুসরণের শামিল, তাই কোরআন-হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী বোনদের অংশ বিন্দুমাত্র হলেও তা বোনদের প্রদান করা ঈমানী কর্তব্য। উপরন্তু যত দিন এসব সম্পদ এককভাবে দখল করে যা উপার্জন করবে, বোনের অংশের উপার্জন বোনদেরকেই প্রদান করতে হবে। অন্যথায় পরকালে ভয়ংকর এবং কঠিন শাস্তির

Scanned by CamScanner

সম্মুখীন হতে হবে। তবে মেয়েরা তাদের অংশ ভাইদের দিয়ে দিতে চাইলে প্রথমে তাদের অংশ বুঝে নিতে হবে। অতঃপর স্বেচ্ছায় বিক্রিও করতে পারে বা নিজেও ভোগ করতে পারে। (১৬/৮৪০/৬৮২৪)

📖 سورة النساء الآية ٢٩ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٤٥ (١٦١١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» -

📖 احسن الفتاوی(سعید) ۹/ ۲۸۱ : جہاں بھائیوں سے حصہ نہ لینے کا دستور ہو وہاں طیب خاطر کا یقین نہ ہونے کی وجہ سے عوض دیکر حصہ میراث روکنا جائز نہیں، بلکہ طیب خاطر کا یقین ہونے کی صورت میں بھی چونکہ اس سے رسم جاہلیت اور ظلم عظیم کی تائید ہوتی ہے اس لئے جائز نہیں۔

বোন নিজের অংশ ভাইকে দিয়ে দিলে আর দাবি করতে পারবে না

প্রশ্ন : পিতার মিরাছ বোনেরা মাফ করে দিলে আর কোনো দাবি থাকবে কি না?

উত্তর : পিতার সম্পত্তি বণ্টন করে বোনদের অংশ বুঝিয়ে দেওয়ার পর বোনেরা যদি তা কাউকে মালিক বানিয়ে দখলদারিত্ব বুঝিয়া দেয়, তবে পুনরায় মালিকানার দাবি করা শরীয়তসম্মত হবে না। (১৬/১৯৬/৬৩৯২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ / ٣٧٦- ٣٧٧ : ولا تصح في مشاع يقسم ويبقى منتفعا به قبل القسمة وبعدها، هكذا في الكافي. ويشترط أن يكون الموهوب مقسوما ومفرزا وقت القبض لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب له نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل تجوز، كذا في الظهيرية.ولو وهب نصف الدار لرجل وسلم ثم وهب النصف الباقي وسلم لا تجوز وكلتاهما فاسدتان، هكذا في النهاية.ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا، هكذا في المحيط.

Scanned by CamScanner

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ٣/ ٣٥٤ : قوله: لو قال الوارث: تركت حقي إلخ. اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان دينا فلا بد من الإبراء-

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲۰ / ۲۳۸ : الجواب- محض نہ لینے سے وارث کی ملک مال مورث سے زائل نہیں ہوتی، لہذا اگر ہندہ وغیرہ نے باب اللہ کو اپنا حصہ ہبہ کرکے باقاعدہ قبضہ کرادیا تھا تب تو ہندہ کے ورثاء کو باب اللہ کے ورثاء سے اس کے لینے کا حق حاصل نہیں اور اگر باقاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے۔

হেবা সম্পত্তিতে ওয়ারিশদের দাবি অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : পিতার ইন্তেকালের পর বোন পৈতৃক সম্পত্তি তার দুই ভাইকে মৌখিক হেবা করে। বোন ইন্তেকালের পর তার একমাত্র সন্তান (ছেলে) উক্ত হেবাকে বলবৎ রাখে। সেই ছেলের ইন্তেকালের পর হেবাকৃত সম্পত্তি মরহুমার নাতিরা পাবে কি না?

উত্তর : পিতার ইন্তেকালের পর বোন পৈতৃক সম্পত্তি তার দুই ভাইকে মৌখিক হেবা করার পর তাদের ভোগদখলকে মেনে নেওয়ার কারণে হেবা সম্পূর্ণ হয়ে যায় বিধায় বোনের ছেলেরা বা নাতিরা হেবাকৃত সম্পত্তি হতে অংশ পাবে না। (১৫/৩৭৮/৬০৯৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها-

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ٨/ ١٦٤ : جواب-اگر ہندہ نے وہ حصۂ جائداد عمرو کو ہبہ کرکے قبضہ دیدیا تھا تو بیشک وہ عمرو کی ملک میں داخل ہوگا، مگر قبضہ سے مراد یہ ہے کہ حصۂ موہوبہ کو اپنی جائداد سے علیحدہ متمیز کردیا ہو کیونکہ مشاع کا ہبہ صحیح نہیں ہے اور اپنا قبضہ اس پر سے اٹھالیا ہو، بعد ملک وہبۂ صحیحہ کے ثبوت کے پھر کسی وارث کو حق دعوی نہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

পৈতৃক সম্পত্তি আনতে স্ত্রীকে বাধ্য করা

প্রশ্ন : কোনো স্ত্রী যদি তার পিতার বাড়ি থেকে মিরাছ না নেয়, সে ক্ষেত্রে স্বামী তাকে নিতে বাধ্য করতে পারবে কি না? যদি মিরাছ প্রাপ্য থেকে কম দেয় সে ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ আনতে বাধ্য করতে পারবে কি না?

উত্তর : মেয়েদের মিরাছ শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত তার প্রাপ্য হক। সুতরাং তার প্রাপ্য হকের ব্যাপারে সে স্বাধীন। সে স্বেচ্ছায় উক্ত হক নিতে না চাইলে স্বামীর জন্য তাকে বাধ্য করা জায়েয হবে না। তবে স্বামীর সুপরামর্শ গ্রহণ না করলে পরস্পর মনোমালিন্যের প্রবল সম্ভাবনা থাকাবস্থায় স্বামীর পরামর্শ এড়িয়ে যাওয়া উচিত হবে না। উল্লেখ্য, ওয়ারিশদেরকে বঞ্চিত করার লক্ষ্যে অন্যকে সম্পত্তি দিয়ে দেওয়া (হেবা) গোনাহ। (১০/৩৫০/৩১৩১)

📖 سنن ابن ماجه (دار إحياء الكتب) ٢/ ٩٠٢ (٢٧٠٣) : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فر من ميراث وارثه، قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة».

📖 أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة ص ١٢٠ : وبالجملة ليس للزوج ولاية على مال الزوجة مطلقا إلا بتوكيل منها إن كانت أهلا لتوكيله أو بتوكيل ممن له حق الولاية على مالها إن كانت فاقدة الأهلية أو قاصرتها فلو استوى زوجها على شيئ من مالها بدون إذنها فهو غاصب والشريعة توجب عليه أن يرده إليها -

📖 تحفۂ زوجین ص ٦٣ : اگر خاوند عورت کے مملوک مال میں جائز موقع میں خرچ کرنے سے روکے تو عورت کو اس کے حکم کی تعمیل واجب نہیں جبکہ بغیر کسی شرعی وجہ کے روکے لیکن یہ ضروری ہے کہ آپس میں فساد کرنا اچھا نہیں اس لئے حتی الامکان خوب موافقات سے رہنا چاہئے۔

আগে বা পরে মৃত্যুবরণকারী প্রমাণিত না হলে মিরাছ পাবে না

প্রশ্ন : ১৯৭১ সালে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় আমার দাদা হযরত মাওলানা এ কে দেওয়ান বাহরুল উলূম সাহেব এবং আমার পিতা জুলকারনাইন সাহেবকে আমাদের গ্রামের বাজার থেকে কিছু দুর্বৃত্ত ধরে নিয়ে যায়। এর দুই-তিন দিন পর আমার দাদার মৃতদেহ পাওয়া যায়, কিন্তু আমার পিতার মৃতদেহ পাওয়া যায়নি। এমতাবস্থায় কে আগে মারা গেছে তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। এ ক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক আমি আমার দাদার/বাবার অংশীদার কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে দুই বা ততধিক লোক যদি একই দুর্ঘটনায় মারা যায় এবং কে আগে মারা গেছে, এ ব্যাপারে কোনো তথ্য না থাকে তাহলে মৃতরা পরস্পর একে-অপরের কাছ থেকে মিরাছ পাবে না। সে হিসেবে আপনার বাবা আপনার দাদার কাছ থেকে মিরাছ সূত্রে কিছু পাবে না। তদ্রূপ মৃত ব্যক্তির ছেলে জীবিত থাকলে নাতিরা মিরাছ পাবে না। তবে আপনার পিতার নিজস্ব কোনো সম্পত্তি থেকে থাকলে তা তার এক ছেলে (আপনার) ও স্ত্রীর মাঝে বন্টন হবে। (১৬/৯৪৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤٥٧ : إذا مات جماعة من الغرق والحرق ولا يدرى أيهم مات أولا جعلوا كأنهم ماتوا جميعا معا فيكون مال كل واحد منهم لورثته ولا يرث بعضهم بعضا إلا إذا عرف ترتيب موتهم فيرث المتأخر من المتقدم، وكذا الحكم إن ماتوا بانهدام الجدار عليهم أو في المعركة ولا يدرى أيهم مات أولا، كذا في التبيين مثاله أخوان غرقا ولكل واحد تسعون دينارا وخلف بنتا وأما وعما فعند عامة العلماء - رحمهم الله تعالى - يقسم تركة كل واحد بين الأحياء من ورثته البنت والأم والعم على ستة، ولا يرث أحدهما من الآخر وإن علم موت أحدهما أولا ولا يدرى أيهم هو أعطي كل واحد اليقين ووقف المشكوك حتى يتبين أو يصطلحوا، كذا في خزانة المفتين.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٩٨ : (قوله: إلا إذا علم إلخ) اعلم أن أحوالهم خمسة على ما في سكب الأنهر وغيره. أحدها: هذا وهو ما إذا علم سبق موت أحدهما ولم يلتبس فيرث الثاني من الأول ثانيها: أن يعرف التلاحق ولا يعرف عين السابق ثالثها: أن يعرف وقوع الموتين معا رابعها: أن لا يعرف شيء ففي هذه الثلاثة لا يرث أحدهما من الآخر شيئا خامسها: أن يعرف موت أحدهما أولا بعينه ثم أشكل أمره بعد ذلك وسيأتي الكلام عليه اهـ ومثله في الدر المنتقى -

মেয়েদের সাথে মরহুমের চাচাতো ভাই কখন মিরাছ পাবে

প্রশ্ন : আমার এক নিকটতম আত্মীয় জনাব এ এম মোহাম্মদ বদিউল আলম সাহেব ১৫-১৬ বছর আগে ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের সময় তিনি এক স্ত্রী ও পাঁচ

Scanned by CamScanner

কন্যাসন্তান রেখে যান। তারা এ যাবৎকাল মরহুমের সম্পত্তি নির্বিঘ্নে ভোগ করে আসছিল। কিছুদিন যাবৎ মরহুমের একজন চাচাতো ভাই মরহুমের সম্পত্তির ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক মালিক বলে দাবি করছে, যা নিষ্পত্তির জন্য উপজেলা চেয়ারম্যানের কোর্টে বিচারাধীন। সে মতে আপনার নিকট আমার আরজ, ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক উক্ত চাচাতো ভাইয়ের মরহুমের ত্যাজ্য সম্পত্তিতে কোনো হক আছে কি না? তা লিখিত আকারে ফাতওয়া দিয়ে বাধিত করবেন।

উত্তর : মরহুম এ এম বদিউল আলম সাহেবের স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি থেকে তার স্ত্রী ও পাঁচ কন্যাকে ইসলামী শরীয়াহ মোতাবেক তাদের নির্দিষ্ট অংশ বণ্টনের পর যদি মরহুমের পূর্বপুরুষগণ তথা বাপ-দাদা প্রমুখ, অথবা ভাই-ভাতিজা ও তাদের পরবর্তী বংশধর এবং চাচা কেউ মৃত্যুকালে জীবিত না থাকে প্রশ্নে উল্লিখিত চাচাতো ভাই ওয়ারিশ হিসেবে অবশিষ্ট অংশের হকদার হবে, অন্যথায় হকদার হবে না। (১৬/১২৩/৫৪৩৭)

📖 الدر المختار (سعيد) ٧٧٣/٦ : (يحوز العصبة بنفسه وهو كل ذكر) فالأنثى لا تكون عصبة بنفسها بل بغيرها أو مع غيرها (لم يدخل في نسبته إلى الميت أنثى) فإن دخلت لم يكن عصبة كولد الأم فإنه ذو فرض وكأبي الأم وابن البنت فإنهما من ذوي الأرحام (ما أبقت الفرائض) أي جنسها (وعند الانفراد يحوز جميع المال) بجهة واحدة. ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كما مر (ثم الجد الصحيح) وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين (ثم) لأب ثم (ابنه) لأبوين ثم لأب (وإن سفل) تأخير الإخوة عن الجد وإن علا قول أبي حنيفة وهو المختار للفتوى -

📖 فيه أيضا ٦/ ٧٧٩ : ثم شرع في الحجب فقال (ولا يحرم ستة) من الورثة (بحال) ألبتة (الأب والأم والابن والبنت) أي الأبوان والولدان (والزوجان) وفريق يرثون بحال، ويحجبون حجب الحرمان بحال أخرى وهم غير هؤلاء الستة سواء كانوا عصبات أو ذوي فروض وهو مبني على أصلين أحدهما (أنه يحجب الأقرب ممن سواهم الأبعد) لما مر أنه يقدم الأقرب فالأقرب اتحدا في

Scanned by CamScanner

السبب أم لا (و) الثاني (أن من أدلى بشخص لا يرث معه) كابن الابن لا يرث مع الابن (إلا ولد الأم) فيرث معها لعدم استغراقها للتركة بجهة واحدة (والمحروم) كابن كافر أو قاتل (لا يحجب عندنا أصلا (ويحجب المحجوب) اتفاقا كأم الأب تحجب بالأب.

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲۰ / ۵۲۰

লিঙ্গ পরিবর্তন হলে মিরাছ কতটুকু পাবে

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক ব্যক্তি পুরুষরূপে জন্মগ্রহণ করে এবং পর্যায়ক্রমে সে বালেগ হয়। সে পিতার তিন মেয়ে ও দুই ছেলের মাঝে সবার ছোট। এমতাবস্থায় তার পিতা ইন্তিকাল করে। তার সে ছেলেটি আল্লাহর কুদরতে মেয়ে হয়ে যায় এবং তার আকৃতি সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে মেয়ের আকৃতি ধারণ করে। প্রশ্ন হলো, এ ছেলেটি (যে বর্তমানে মেয়ে) তার বোনের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে, না বোনদের সমপরিমাণ সম্পদ পাবে?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের আলোকে মৃতের মিরাছী সম্পদ ওয়ারিশগণের অংশ নির্ধারিত হয় মৃত্যুকালীন তাদের অবস্থার ওপর ভিত্তি করে। প্রশ্নোক্ত মেয়েটি যেহেতু তার বাবার মৃত্যুকালে ছেলেই ছিল। তাই সে হিসেবে বোনদের দ্বিগুণ সম্পদ পাবে। (১৬/২৬৩/৬৪৭০)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦ /٧٦٧ : كافر مات عن زوجته حاملا ووقفنا ميراث الحمل فأسلمت ثم ولدت ورث الولد ولم أره لأئمتنا صريحا (و) الرابع (اختلاف الدارين) فيما بين الكفار عندنا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٦٧ : قوله ولم أره لأئمتنا صريحا) أقول: قيد بقوله صريحا لأن كلامهم يدل عليه دلالة ظاهرة فمنه قولهم إرث الحمل فأضافوا الإرث إليه وهو حمل، وأما اشتراطهم خروجه حيا، فلتحقق وجوده عند موت مورثه، ومن ثم قيل لنا: جماد يملك وهو النطفة.

📖 وفي حاشية الحموي عن الظهيرية: متى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه، وأما إذا فصل فهو من جملة الورثة، بيانه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا ورث، لأن الشارع أوجب على الضارب الغرة وجوب الضمان بالجناية على الحي دون

Scanned by CamScanner

الميت فإذا حكمنا بالجناية كان له الميراث ويورث عنه نصيبه، كما يورث عنه بدل نفسه وهو الغرة اهـ أقول: فقد جعلوه وارثا وموروثا، وهو جنين قبل انفصاله، ومعلوم أنه حين موت مورثه لم يكن مسلما فلم يوجد المانع حين استحقاقه الإرث، وإنما وجد بعده فكان كمن أسلم بعد موت مورثه الكافر، فلم يكن في الحقيقة إرث مسلم من كافر بل هو إرث كافر من كافر. نعم يتصور عندنا إرث المسلم من الكافر في مسألة المرتد-

কোনো সন্তানকে জমি বিক্রি করে টাকা দিলে সে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হবে না

প্রশ্ন : আমি পিতার কাছে টাকা চাইলে বাবা কিছু জমি বিক্রি করে আমাকে টাকা দেয়, যা দ্বারা আমি একটি জমি ক্রয় করে বাড়ি করি। প্রশ্ন হলো, আমি বাবার বিক্রীত জমির টাকা নেওয়ার কারণে মিরাছ থেকে বঞ্চিত হব কি না?

আমার ভাইয়েরা আমাকে মিরাছে শামিল করে না। তারা ভাগ করে নিয়ে যায়। এখন তারা বলে, তোমাকে পিতা আগে জমি বিক্রি করে টাকা দিয়েছে। এ জন্য তারা আমাকে মিরাছ দিতে অস্বীকার করে। এর শরয়ী হুকুম কী?

উত্তর : পিতা নিজ জীবদ্দশায় ছেলেমেয়ের দান বা হেবার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখাই শরীয়তের নির্দেশ। তবে বিশেষ কারণ থাকলে ভিন্ন কথা। তা সত্ত্বেও যদি স্বীয় মালিকানাধীন সম্পদ নগদ টাকা-পয়সা নিজ জীবদ্দশায় কাউকে দিয়ে মালিক বানিয়ে দেয় সে ওই সম্পদ বা টাকার মালিক হয়ে যায়। এতে অন্য ভাইবোনের আপত্তির সুযোগ থাকে না। কেউ আপত্তি করলেও তা গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে আপনার পিতার টাকা আপনার জন্য দান হিসেবে বিবেচিত হবে। প্রদত্ত টাকার কারণে মিরাছ থেকে আপনাকে বঞ্চিত করার অধিকার ভাইবোন কারোরই নেই। শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত হারে সব ভাইবোনের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টন করতে হবে। যারা মিরাছ দিতে অস্বীকার করে সবাই গোনাগার হবে এবং জালিম ও অন্যের সম্পদ ভক্ষণকারী বলে সাব্যস্ত হবে। (১৬/৩৪০/৬৫১৬)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : وفي الخانية لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده فسوى بينهم يعطي البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى ولو وهب في صحته كل المال للولد جاز وأثم -

Scanned by CamScanner

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٦٩٦ : (قوله: وإن قصده) بسكون الصاد ورفع الدال، وعبارة المنح: وإن قصد به الإضرار وهكذا رأيته في الخانية (قوله وعليه الفتوى) أي على قول أبي يوسف: من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذي هو قول محمد رملي.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۷۰ : الجواب- فی الدر المختار قبيل باب الرجوع فی الهبة عن الخانية : لا بأس بتفضيل بعض الأولاد في المحبة لأنها عمل القلب، وكذا في العطايا إن لم يقصد به الإضرار، وإن قصده سوى بينهم يعطى البنت كالابن عند الثاني وعليه الفتوى، فی رد المحتار أی على قول أبی يوسف من أن التنصيف بين الذكر والأنثى أفضل من التثليث الذی هو قول محمد، رملی- چونکہ صورت مسئولہ میں بعض اولاد کو بغرض شادی و تعلیم کے زیادہ دینے سے مقصد دوسری اولاد کو ضرر پہنچانا نہیں بلکہ ایک ضرورت و مصلحت سے زیادہ دیتا ہے، بناء بر روایت بالا اس میں کچھ حرج نہیں، اس زائد کے علاوہ اور جو کچھ ترکہ ہو سب اولاد ذکور واناث کو برابر تقسیم کردینا چاہئے، لیکن صحت تقسیم کے لئے ہر حصہ کا جدا کرنا اور بالغین کا قبضہ بھی کرادینا ضروری ہے۔

ছেলেসন্তান থাকলে বোন ও তার সন্তানরা হকদার হবে না

প্রশ্ন : হালিমা নামে একজন মহিলা মৃত্যুবরণ করার সময় স্বামী, এক ছেলে ও বোন এবং বোনের ঘরের দুজন মেয়ে রেখে যায়। প্রশ্ন হলো, হালিমার রেখে যাওয়ার সম্পত্তিতে বোন এবং বোনের মেয়ে হকদার হবে কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী প্রশ্নে বর্ণিত মৃত হালিমার ঔরসজাত ছেলেসন্তান থাকাকালীন তার বোনেরা এবং বোনের মেয়েরা হকদার হবে না। (১৬/৬৯৪/৬৭৭৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٥٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب

Scanned by CamScanner

الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة أولى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/٤٥٠ : السابعة - الأخوات لأم للواحدة السدس وللثنتين فصاعدا الثلث، كذا في الاختيار شرح المختار ويسقط الإخوة والأخوات بالابن وابن الابن وإن سفل وبالأب بالاتفاق وبالجد عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ويسقط أولاد الأب بهؤلاء وبالأخ لأب وأم ويسقط أولاد الأم بالولد وإن كان بنتا وولد الابن والأب والجد بالاتفاق، كذا في الكافي.

পিতা থাকাবস্থায় খালা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না

প্রশ্ন : মোঃ আব্দুর রহমান নামের এক লোক মৃত্যুবরণ করার সময় তার ওয়ারিশ হিসেবে তার বাবা, খালা ও খালার ঘরের দুই মেয়ে থাকে। প্রশ্ন হলো, আব্দুর রহমানের সম্পত্তিতে খালা ও খালার মেয়েরা হকদার হবে কি না?

উত্তর : আব্দুর রহমানের একমাত্র তার পিতাই হকদার হবে। খালা ও খালার মেয়েরা সম্পদের হকদার হবে না। (১৬/৬৯৪/৬৭৭৩)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٥٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة أولى.

বাবা-মা থাকতে সন্তান মারা গেলে নাতি মিরাছ পায় না

প্রশ্ন : আমরা দুই ভাই ও চার বোন। একটি বোন একটি পুত্রসন্তান রেখে স্বামী কর্তৃক তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। দ্বিতীয় স্বামী কর্তৃক নিঃসন্তান অবস্থায় তালাকপ্রাপ্তা হওয়ার পর আমাদের পিতা-মাতার জীবিতাবস্থায় বোনটি মারা যায়। এমতাবস্থায় তার ওই পুত্রসন্তানটি আমাদের সম্পত্তির ওয়ারিশ হবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মাতা-পিতার জীবদ্দশায় ছেলেমেয়ের কেউ মারা গেলে মাতা-পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে মৃত ছেলে বা মেয়ের কোনো অংশ থাকে না। সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনানুযায়ী আপনার বোন মাতা-পিতা থেকে কোনো উত্তরাধিকার সম্পদ পাবে না। তাই বোনের ছেলের তার মার পক্ষে উত্তরাধিকার সম্পদ দাবি করা অবান্তর। ওই বোনের নিজস্ব কোনো সম্পদ থাকলে সেখানে ছেলে তার অংশ পাওয়ার দাবি করতে পারবে। তবে আপনারা নিজ বোনের ছেলেকে নিজের সম্পদ থেকে স্বেচ্ছায় কিছু দান করা খুবই উত্তম কাজ হবে। (৩/২১৯/৫৬১)

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۳۲۳ : جواب- جبکہ کوئی متوفی اپنا لڑکا اور پوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملیگی اور پوتا محروم رہیگا، کیونکہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت بعیدہ کو محروم کردیتی ہے، یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں گے خواہ ان پوتوں کے باپ زندہ ہوں یا وفات پا چکے ہوں۔

নাতি-নাতনির মিরাছ আইন

প্রশ্ন : শুনেছি, বাপ জীবিত অবস্থায় ছেলে মারা গেলে শরীয়তের আইনে নাতি-নাতনিরা দাদার সম্পত্তির কোনো অংশ পায় না। ব্যাপারটি সাধারণ দৃষ্টিতে অমানবিক বলে মনে হয়। কারণ এরূপ অবস্থায় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে নাতি-নাতনিরা নাবালেগ থাকার সম্ভাবনা। এ রকম নাবালেগ, অসহায়, এতিমদের সাধারণ বিবেকের দৃষ্টিতে সম্পত্তির অংশ সাধারণ অবস্থার চেয়ে বেশি দেওয়া সমীচীন বলে মনে হয়। তা না করে এ ক্ষেত্রে একেবারে বঞ্চিত করা হলো।

পাকিস্তান আমলে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নাকি এ ব্যাপারে একটি আইন প্রণয়ন করেছিলেন। সে আইনটি কী? এবং বর্তমানে বাংলাদেশের আইনে তা বলবৎ আছে কি না? এবং শরীয়তের দৃষ্টিতে ওই আইনের কার্যকারিতা কতটুকু?

উত্তর : আপনি যা শুনেছেন এটাই বাস্তবে শরয়ী বিধান যে, পিতার জীবদ্দশায় ছেলে মারা গেলে নাতি-নাতনিরা দাদার উত্তরাধিকার সম্পত্তির অংশীদার হয় না। একজন মুসলমানের প্রথম দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথা যুক্তিতে না এলেও বিনা সংশয়ে মনেপ্রাণে গ্রহণ করা। আল্লাহর বিধানের সব রহস্য ও মর্ম বোঝার ক্ষমতা মানুষের নেই। আর তা বুঝে না এলে সেটাকে অমানবিক বলা বড় মারাত্মক গোনাহ। তাই কোরআন-হাদীসের কথা যুক্তি ছাড়া মানার নামই ঈমান। তবে যুক্তি তালাশ না করে মেনে নেওয়ার পর মনের সন্তুষ্টির জন্য মর্ম যুক্তি বোঝার চেষ্টা করতে কোনো আপত্তি নেই।

আল্লাহ তা'আলা স্বীয় কোরআনে পাকে যে উত্তরাধিকার সম্পত্তির বণ্টন করেছেন তার নীতি না বোঝার কারণে এ বিষয়টিকে অমানবিক মনে হচ্ছে। কোরআনে পাকে

Scanned by CamScanner

নিকটতম আত্মীয়তার ভিত্তিতেই সম্পত্তি বণ্টন করা হয়েছে। দরিদ্রতা দুঃখ-দুর্দশা বিমোচনের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং নাতি-নাতনির তুলনায় ছেলেমেয়েরা তার নিকটতম আত্মীয় হওয়ায় তারাই সম্পত্তি পাওয়ার অধিকার রাখে। নাতি-নাতনিরা ছেলেমেয়ের তুলনায় দূরসম্পর্কের আত্মীয়, তাই তাদের নির্ধারিত সীমিত তরকা থেকে নাতির ভিত্তিতে মাহরুম রাখা হলেও দান-অসিয়ত ইত্যাদির মাধ্যমে দাদার জন্য দারিদ্র্য বিমোচনের ব্যাপক পথ উন্মুক্ত রাখা হয়েছে, যা অত্যন্ত যুক্তিসংগত। তাই এই আইন অমানবিক নয়, বরং এটা মানবতা প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ বিধান।

৬১ সালের আইনে নাতি-নাতনিকে ছেলেমেয়ের স্তরে রেখে তাদের তরকা নাতি-নাতনিদের দেওয়া হয়েছে, যা কোরআন-সুন্নাহর সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা কোনো মুসলমান গ্রহণ করতে পারে না, সেই কোরআনবিরোধী আইন আজও আমাদের দেশে বলবৎ রয়েছে, যা সংশোধন করে কোরআনের বিধান চালু করার চেষ্টা করা সকল ধর্মপ্রাণ মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব। (৮/১০৩/১৯৫৯)

📖 سورة النساء الآية ٧ : ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا﴾

📖 سورة النساء الآية ٨ : ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

📖 التفسير الكبير (دار إحياء التراث) ٩/ ٥٠٣ : وعلم تعالى أن في الأقارب من يرث ومن لا يرث، وأن الذين لا يرثون إذا حضروا وقت القسمة، فإن تركوا محرومين بالكلية ثقل ذلك عليهم، فلا جرم أمر الله تعالى أن يدفع إليهم شيء عند القسمة حتى يحصل الأدب الجميل وحسن العشرة -

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٢٩/ ١٤١ : وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا قال الله تعالى {يا بني آدم} [الأعراف: ٢٧]

.

📖 معارف القرآن (المكتبة المتحدة) ٢/ ٣١٣ : خلاصہ یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت اگر کچھ دور کے رشتہ دار یتیم، مسکین وغیرہ جمع ہو جائیں جن کا کوئی حصہ ضابطۂ شرعی سے اس میراث میں نہیں ہے، تو ان کے جمع ہو جانے سے تم تنگدل نہ ہو بلکہ جو مال خدا تعالی نے تمہیں بلا محنت عطا فرمایا ہے، اس میں سے بطور شکرانہ کچھ عطا کردو، ... ...

Scanned by CamScanner

اس میں مرنے والے کا محروم الارث پوتا بھی آگیا، اس کے چچاؤں اور پھوپھیوں کو چاہئے
کہ اس کو اپنے اپنے حصہ سے بخوشی کچھ دے دیں۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۳۲۴ : وراثت کا مدار قرابت پر ہے نہ کہ افلاس واحتیاج
پر، اور قرابت میں واسطہ ذی واسطہ کے لئے حاجب ہوتا ہے، اور قریب کے ہوتے ہوئے
بعید محروم ہو جاتاہے، اگر چہ بعید محتاج اور قریب مالدار ہو۔

লা-শরীকের বিধান

প্রশ্ন : আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, দাদার পূর্বে দাদার ছেলে মারা গেলে নাতিরা নাকি দাদার সম্পত্তি থেকে কোনো অংশ পাবে না, যাকে লা-শরীক বলে, এর হুকুম কী?

উত্তর : নাতি পর্যন্ত দাদার সম্পত্তি পৌছার জন্য তার পিতাই হলো একমাত্র মাধ্যম। দাদার বর্তমানে পিতার মৃত্যু হওয়ায় ওই মাধ্যমে দাদার সম্পত্তি পেতে পারে না। শরীয়ত যুক্তিসংগত বিষয়ের সমর্থন করে মাত্র। এতে কোনো অসংগত বিষয়ের প্রবর্তন বা সমর্থন শরীয়ত করেনি—এটাই বাস্তব সত্য। নাতি দাদার সরাসরি ওয়ারিশ না হওয়ার হেতু তাই। এতদসত্ত্বেও শরীয়ত তার জন্য দাদাকে মনোযোগী হয়ে কিছু দান করার জন্য তাগিদ দিয়েছে। অর্থাৎ যুক্তিসংগত কারণে সে ওয়ারিশ না হলেও একেবারে যেন মাহরুম করা না হয় এর জন্য শরীয়ত দাদার প্রতি নাতিকে দানের নির্দেশ প্রদান করে। (৬/১৫৪/১১২১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤٥٢ : فالأقرب يحجب الأبعد كالابن يحجب أولاد الابن والأخ لأبوين يحجب الإخوة لأب ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم.

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٤٩٤ : قال - رحمه الله - (ويحجب بالابن) أي ولد الابن يحجب بالابن ذكورهم وإناثهم فيه سواء؛ لأن الابن أقرب وهم عصبة فلا يرثون معه بالعصوبة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۴ : الجواب- حامدا ومصلیا، حاجی عبد الرزاق صاحب کے انتقال کے وقت ایک لڑکا موجود ہے اور دوسرے لڑکے کی اولاد موجود ہے اور دوسرا لڑکا خود انتقال کر چکاہے تو اس دوسرے لڑکے کی اولاد کو حاجی عبد الرزاق کے ترکہ سے وراثت نہیں ملے گی۔

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۳۲۳ : جواب- جبکہ کوئی متوفی اپنا لڑکا اور پوتا چھوڑے تو متوفی کی میراث لڑکے کو ملیگی اور پوتا محروم رہیگا، کیونکہ وراثت میں قرابت قریبہ قرابت

Scanned by CamScanner

بعیدہ کو محروم کردیتی ہے، یہی اصول اس صورت میں بھی جاری ہے کہ بیٹوں کے سامنے پوتے محروم ہوں گے خواہ ان پوتوں کے باپ زندہ ہوں یا وفات پاچکے ہوں۔

মুসলিম-অমুসলিম পরস্পরের মিরাছ পায় না

প্রশ্ন : আমি হিন্দু ধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হই। আমার বংশের আর কেউ মুসলমান নেই। আমার পিতা মৃত্যুর পূর্বে অসিয়ত করেছেন। আমার ওই মুসলমান ছেলেকে তোমাদের নিকট মিরাছ চাইলে তাকে বঞ্চিত করিও না। এখন আমার মা দিতে রাজি, তবে ভাইয়েরা অস্বীকার করে। আমি শরীয়ত অনুযায়ী উক্ত মিরাছ গ্রহণ করতে পারব কি?

উত্তর : মুসলিম ও অমুসলিম পরস্পর একে-অপর থেকে মিরাছ পায় না বিধায় আপনি আপনার অমুসলিম পিতার মিরাছ পাবেন না। তবে পিতার অসিয়তের পরিপ্রেক্ষিতে আপনার মা ও ভাইয়েরা সন্তুষ্টিচিত্তে আপনাকে কিছু দিলে তা আপনার জন্য নেওয়া নাজায়েয হবে না। বরং হিন্দু-মুসলিমের পরস্পরের অসিয়তের ব্যাপারে রাষ্ট্রীয় আইন থাকলে প্রয়োজনে আদালতের আশ্রয় নিয়ে তা উসুল করতে পারবেন। (১৬/২৯৬/৬৫১৭)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٧/ ٣٣٥ : وأما إسلام الموصي فليس بشرط لصحة وصيته فتصح وصية الذي بالمال للمسلم، والذمي في الجملة؛ لأن الكفر لا ينافي أهلية التمليك ألا ترى: أنه يصح بيع الكافر، وهبته فكذا وصيته وكذا الحربي المستأمن إذا أوصى للمسلم، أو الذمي يصح في الجملة لما ذكرنا غير أنه إن كان دخل وارثه معه في دار الإسلام، وأوصى بأكثر من الثلث وقف ما زاد على الثلث على إجازة وارثه؛ لأنه بالدخول مستأمنا التزم أحكام الإسلام، أو ألزمه من غير التزامه لإمكان إجراء الإحكام عليه ما دام في دار الإسلام، ومن أحكام الإسلام: أن الوصية بما زاد على الثلث ممن له وارث تقف على إجازة وارثه.

📖 فيه أيضا ٧/ ٣٥٦ : إذا أوصى لرجل بجزء من ماله أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو ببعض أو بشقص من ماله، فإن بين في حياته شيئا، وإلا أعطاه الورثة بعد موته ما شاءوا؛ لأن هذه الألفاظ تحتمل القليل، والكثير، فيصح البيان فيه مادام حيا، ومن ورثته إذا مات؛ لأنهم قائمون مقامه لو أوصى بألف إلا شيئا-

Scanned by CamScanner

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٤٨٨ : وأما ما يحرم به الميراث فأنواع ثلاث الرق والكفر والقتل مباشرة بغير حق أما الرق فلأنه سلب أهلية الملك، وأما الكفر فلقوله - عليه الصلاة والسلام - «لا يتوارث أهل ملتين» يعني لا يرث كافر مسلما ولا مسلم كافرا، وأما القتل فلما يأتي في بابه، وأما الحقوق المتعلقة بالتركة فأربعة الكفن والدفن والوصية والدين والميراث فأول ما يبدأ منها بكفن الميت ودفنه-

মিথ্যা ওয়ারিশ সেজে অন্যের সম্পত্তি নিজের করে নেওয়া

প্রশ্ন : একজন আমেরিকান নাগরিক খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী সমাজসেবক ২০০৩ সালে বিমান দুর্ঘটনায় সপরিবারে মারা গেল। উক্ত ব্যক্তির নামে ব্রিটিশ একটি ব্যাংকে ১৭৫ কোটি টাকা জমা ছিল। কিন্তু উক্ত ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর উত্তরাধিকারী হিসেবে আজ অবধি কোনো দাবিদার পাওয়া যায়নি, বা সাব্যস্ত হয়নি। সম্প্রতি এক বাংলাদেশি মুসলমান ব্যক্তি যিনি সমাজসেবার কাজে নিয়োজিত। তিনি উক্ত ব্যক্তির উচ্চপর্যায়ের অফিসারের সহায়তায় উক্ত মৃত খ্রিস্টান ব্যক্তির ওয়ারিশ হিসেবে আন্তর্জাতিক আদালত ও বিলেতি আদালতের রায় পেয়েছেন। এখন উক্ত মৃত্য ব্যক্তির উত্তরাধিকারী হিসেবে তার জমাকৃত টাকার মালিক উক্ত বাংলাদেশি গণ্য হচ্ছেন, যদিও তিনি প্রকৃত উত্তরাধিকারী নন। কিন্তু উক্ত টাকা তিনি সমাজসেবাতেই ব্যয় করার নিয়্যাত রাখেন, যা বাংলাদেশের কোনো এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হবে। উক্ত টাকা যাতে সঠিকভাবে ব্যবহার হয়, এর জন্য আমাকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান হিসেবে থাকার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমান উক্ত টাকা ব্যাংক থেকে রিলিজ হওয়ার জন্য অনতিবিলম্বে ৬ লক্ষ টাকার প্রয়োজন, যা ট্যাক্স হিসেবে ব্রিটিশ সরকারকে দিতে হবে। এমতাবস্থায় উক্ত সহায়তা করা আমার জন্য শরীয়তসম্মত হবে কি না?

উত্তর : মুসলমান হোক, চাই অমুসলিম–কারো সম্পদ মিথ্যা এবং প্রতারণার মাধ্যমে লাভ করা ইসলামী শরীয়ত অনুমোদন করে না। অবৈধ পন্থায় অর্জিত সম্পদ সেবামূলক কাজে সাওয়াবের নিয়্যাতে ব্যয় করাতে সাওয়াবের পরিবর্তে গোনাহের আশঙ্কা প্রবল। তাই প্রশ্নে বর্ণিত আমেরিকান খ্রিস্টান নাগরিকের মিথ্যা উত্তরাধিকারী দাবি করে সমাজসেবার নিয়্যাতে তার সম্পদ দখল করা বৈধ হবে না। অবৈধ কাজের সহায়তা করা ও অবৈধ বিধায় আপনার জন্য আর্থিক সহায়তা বা সদস্য হওয়া কোনোক্রমেই বৈধ হবে না। বরং নিজেকে উক্ত কাজ থেকে বিরত রাখাই হবে আপনার জন্য উত্তম পন্থা। (১৬/৭১০/৬৭৮৬)

Scanned by CamScanner

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٣٦ /٤٠ :حرمة مال المسلم والذمي:
اتفق الفقهاء على حرمة مال المسلم والذمي، وأنه لا يجوز غصبه ولا الاستيلاء عليه، ولا أكله بأي شكل كان وإن كان قليلا؛ لقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} وقوله عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وقوله: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس منه، فأنا حجيجه يوم القيامة -

📖 تفسير ابن كثير (دار المعرفة) ٢/ ٧ : وقوله تعالى: ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾ يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات وهو البر، وترك المنكرات وهو التقوى وينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم، قال ابن جرير: الإثم ترك ما أمر الله بفعله والعدوان مجاوزة ما حد الله لكم في دينكم ومجاوزة ما فرض الله عليكم في أنفسكم وفي غيركم -

সন্তান থাকতে নাতি-নাতনিরা ওয়ারিশ হয় না

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি আছে। এমতাবস্থায় মৃত ব্যক্তির ছেলেমেয়ে ও নাতি-নাতনি সবাই ওয়ারিশ হবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির ছেলে থাকা অবস্থায় তার নাতি-নাতনি ওয়ারিশ হিসেবে তারা দাদা হতে কিছু পাবে না। তবে দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় তার নাতি-নাতনিকে দান হিসেবে কিছু দিতে শরীয়ত উৎসাহিত করেছে তাই হেবা মূলে তাদেরকে কিছু দেওয়া উত্তম। (৯/২৮২/২৬১৫)

📖 رد المحتار (سعيد) ٦ /٧٧٢ : الثانية: يسقطن بالصلبيتين فأكثر إلا أن يكون معهن غلام ليس أعلى منهن فيعصبهن. الثالثة: يسقطن بالابن الصلبي وسيأتي بيانها.

Scanned by CamScanner

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۳۴۱ : الجواب- زید کو پورا اختیار ہے کہ اپنی جائداد پوتوں کو دیدے یا کسی اور کو دے، لیکن اتنا خیال رہے کہ مستحق کو محروم کرنے قصد نہ ہو کہ یہ ظلم اور معصیت ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پوتوں کو کل جائداد نہ دے، بلکہ ایک تہائی کے اندر اندر دیدے اور اپنا مالکانہ قبضہ ہٹا کر ان کا قبضہ کرادے اور جو چیز تقسیم کے قابل ہو ان کو تقسیم کر کے ان کو دیدیا جائے۔

নাতি-নাতনির জন্য দাদা-দাদি কর্তৃক হেবা করা

প্রশ্ন : ১. এক ব্যক্তি দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও ভাই এবং মা-বাবা রেখে মারা যায়। মৃতের বাবা-মা মৃতের এতিম ছেলেমেয়েদের জন্য পাঁচ বিঘা জমি, একটি মেশিন ও একটি দোকান হেবা করে দেয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত হেবা সহীহ হয়েছে কি না?
২. উক্ত মৃতের ছেলেমেয়েরা তাদের দাদার মৃত্যুর পর দাদার সম্পদের মিরাছ পাবে কি না?

উত্তর : ১, ২. প্রশ্নের বর্ণনা মতে, শরীয়তের দৃষ্টিতে উক্ত হেবা সহীহ হয়েছে এবং দাদার মৃত্যুর পূর্বে হেবাকৃত সম্পদ তাদের দখলে দিয়ে দিলে ওয়ারিশদের কোনো দাবি ওই সম্পদে গ্রহণযোগ্য হবে না এবং শরয়ী দৃষ্টিতে মৃতের ছেলেসন্তান থাকা অবস্থায় নাতিরা মিরাছ পায় না বিধায় প্রশ্নের বর্ণনা মতে দাদার মৃত্যুকালে তার নিজের ছেলে থাকায় নাতিরা দাদার ওয়ারিশ হবে না। (১৫/৯৮৩/৬৩০৩)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٩٠ : (و) تصح (بقبول) أي في حق الموهوب له أما في حق الواهب فتصح بالإيجاب وحده؛ لأنه متبرع.
📖 فيه أيضا ٦/ ٧٧٤ : (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل.
📖 ملتقى الأبحر (دار الكتب العلمية) ٢/ ١٥٠ : (كتاب الهبة) هي تمليك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول، وتتم بالقبض الكامل.
📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۵/ ۲۴ : الجواب- حامدا ومصليا، حاجی عبد الرزاق صاحب کے انتقال کے وقت ایک لڑکا موجود ہے اور دوسرے لڑکے کی اولاد موجود ہے اور دوسرا لڑکا خود انتقال کر چکا ہے تو اس دوسرے لڑکے کی اولاد کو حاجی عبد الرزاق کے ترکہ سے وراثت نہیں ملے گی۔

Scanned by CamScanner

ছেলেমেয়ে থাকতে জামাতা ও তার সন্তানরা মিরাছ পাবে না

প্রশ্ন : মরহুম লোকমান সাহেব মারা যাওয়ার চার বছর ছয় দিন পূর্বে তার এক মেয়ে মারা যায়। এই মেয়ের স্বামী আছে এবং তিন মেয়ে ও দুই ছেলে আছে। প্রশ্ন হলো, মৃতের পূর্বে মারা যাওয়া মেয়ের স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা মিরাছ পাবে কি না? উল্লেখ্য, মরহুম লোকমান সাহেব মারা যাওয়ার সময় উক্ত মেয়ে ছাড়াও তিন ছেলে এবং সাত মেয়ে রেখে যায়।

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী মরহুম লোকমান সাহেবের মৃত্যুর পূর্বে মারা যাওয়া মেয়ের স্বামী এবং ছেলেমেয়েরা তার নিজ অবশিষ্ট ছেলে জীবিত থাকার কারণে মিরাছ পাবে না এবং তাদের মিরাছের দাবিও গ্রহণযোগ্য নয়। (১৮/২৩৪/৭৫৬৫)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٥٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة أولى.

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤٥٨ : وذوو الأرحام كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة وهم كالعصبات من انفرد منهم أخذ جميع المال، كذا في الاختيار شرح المختار وذوو الأرحام أربعة أصناف: صنف ينتمي إلى الميت وهم أولاد البنات وأولادبنات الابن، وصنف ينتمي إليهم الميت وهم الأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات، ...وإنما يرث ذوو الأرحام إذا لم يكن أحد من أصحاب الفرائض ممن يرد عليه ولم يكن عصبة -

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٣٤٣ : جواب- شرعا صرف وہی لڑکیاں لڑکے وارث ہوتے ہیں، جو والدین کی وفات کے وقت زندہ ہوں، جن لڑیوں کی وفات والدین سے پہلے ہوگئی وہ وارث نہیں نہ ان کی اولاد کا حصہ ہے۔

মৃতের ভাই কখন মিরাছ পাবে

প্রশ্ন : মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, মেয়ে ও ভাই জীবিত। এমতাবস্থায় ভাই কোনো সূত্রে হকদার হবে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : মৃত ব্যক্তির শুধুমাত্র স্ত্রী, মেয়ে ও ভাই থাকলে স্ত্রী ও মেয়ে তার সম্পদ হতে তাদের নির্ধারিত অংশ নেওয়ার পর ভাই 'আসাবা' হিসেবে অবশিষ্ট সম্পদের হকদার হবে। (৯/২৮২/২৬১৫)

📖 سورة النساء الآية ١٧٦ : ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٧٤ : ثم العصبات بأنفسهم أربعة أصناف جزء الميت ثم أصله ثم جزء أبيه ثم جزء جده (ويقدم الأقرب فالأقرب منهم) بهذا الترتيب فيقدم جزء الميت (كالابن ثم ابنه وإن سفل ثم أصله الأب ويكون مع البنت) بأكثر (عصبة وذا سهم) كما مر (ثم الجد الصحيح) وهو أبو الأب (وإن علا) وأما أبو الأم ففاسد من ذوي الأرحام (ثم جزء أبيه الأخ) لأبوين -

সৎমায়ের নামে আসা পেনশনের টাকায় মিরাছের হুকুম

প্রশ্ন : আমার আব্বা একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন। তিনি বিগত ১৭/৫/২০১২ ইং মৃত্যুবরণ করেন। তিনি সরকারি তহবিল হতে পেনশন পেতেন। বর্তমানে তা আমার সৎমা পান। অর্থাৎ আমার নিজের মার মৃত্যু পর বাবা দ্বিতীয় বিবাহ করেন সেই মার নামে সরকার প্রদান করছে। এখন জানার বিষয় হলো, আমরা সন্তানরা এই টাকা মিরাছ হিসেবে পাব কি না? যদি পাই তাহলে এই টাকা কী নিয়মে পাব?

উত্তর : পেনশন বেতনের অংশ নয়, বরং সরকারের পক্ষ থেকে চাকরিজীবীর জন্য বখশিশ। আর বখশিশের মালিক হওয়ার জন্য ভোগদখল শর্ত। তাই পেনশনের সে টাকা সরকার ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর প্রদান করবে, তার মালিক সে হবে না। বরং সরকার নিয়মতান্ত্রিকভাবে যাকে দেবে সে-ই একমাত্র তার মালিক হবে বিধায় উক্ত টাকায় মিরাছ জারি হবে না। কেননা মিরাছ মরহুমের মালিকানাভুক্ত সম্পত্তিতে জারি হয়। (১৯/২৮৮/৮১২৯)

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ / ٦٩٠ : (وتتم) الهبة (بالقبض) الكامل (ولو الموهوب شاغلا لملك الواهب لا مشغولا به) والأصل أن الموهوب إن مشغولا بملك الواهب منع تمامها،

📖 فيه أيضا ٦/ ٧٥٩ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير) ... ...ولو مطلقة على الصحيح خلافا لما اختاره في الاختيار (من ثلث ما بقي) بعد تجهيزه وديونه وإنما قدمت في الآية اهتماما لكونها مظنة التفريط (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) -

📖 رد المحتار (سعيد) ٥ /٧٥٩ : (قوله الخالية إلخ) صفة كاشفة لأن تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية.

📖 امداد الفتاوى (زکریا) ۴/ ۳۴۲ : الجواب- چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض تبرع واحسان سرکار کا ہے بدون قبضہ کے مملوکہ نہیں ہوتا، لہذا آئندہ جو وظیفہ ملے گا اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، سرکار کو اختیار ہے جس طرح چاہے تقسیم کردے۔

অবসর ভাতা থেকে চাচা ও দাদি মিরাছ পাবে কি না

প্রশ্ন : আমার পিতা একজন বেসরকারি স্কুলের মাস্টার ছিলেন। কিছুদিন পূর্বে তিনি ইন্তেকাল করেন। আমার আরো দুই চাচা আর দাদি আছেন। সংসারে সবাই একত্রে, কেউ ভিন্ন হয়নি। আমার আব্বার অবসর ভাতা হিসেবে কিছু টাকা পাবেন, যা পরিবার চলার জন্য দিয়ে থাকেন এবং আমাদের এটাই চলার সম্বল। প্রশ্ন হলো, সে টাকা থেকে আমার চাচা ও দাদি কোনো অংশ পাবে কি না? পেলে কত টাকা পাবেন। উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তি ইন্তেকালের সময় তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলে ও এক মেয়ে রেখে যান।

উত্তর : অবসর ভাতা মৃত ব্যক্তির মালিকানাধীন কোনো অর্থ নয়, বরং এটা সরকারের পক্ষ থেকে তার পরিবারের জন্য অনুদান। সুতরাং সরকার কর্তৃপক্ষ যাদের উদ্দেশ্য করে এ অনুদান প্রদান করে তারাই এ অর্থের মালিক বলে বিবেচ্য হবে। এতে মিরাছের দাবি করা সহীহ হবে না। (৯/৬১২/২৭০৭)

Scanned by CamScanner

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۳۴۲ : الجواب- چونکہ میراث مملوکہ اموال میں جاری ہوتی ہے اور یہ وظیفہ محض تبرع واحسان سرکار کا ہے بدون قبضہ کے مملوکہ نہیں ہو تا، لہذا آئندہ جو وظیفہ ملے گا اس میں میراث جاری نہیں ہوگی، سرکار کو اختیار ہے جس طرح چاہے تقسیم کردے۔

মিরাছ হিসেবে প্রভিডেন্ট ফান্ডের বণ্টননীতি

প্রশ্ন : মৃত আমীন শরীফ। জীবিত আছেন পিতা-মাতা, স্ত্রী ও পাঁচ মেয়ে। মরহুম আমীন শরীফের সরকারি চাকরি হতে বেতন পাওয়ার পূর্বে বেতনের অংশ, যা সরকার কেটে রেখেছে সেগুলো বর্ণিত অংশীদারগণের মধ্যে কিভাবে ভাগ-বণ্টন হবে?

উত্তর : বাধ্যতামূলক প্রভিডেন্ট ফান্ড হতে প্রাপ্ত টাকা সুদ নয়, বরং তা বেতনের অংশ। চাকরিজীবী তার প্রকৃত মালিক। তাই উক্ত টাকা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন করা যাবে। আর স্বেচ্ছায় গঠনকৃত ফান্ডের অতিরিক্ত টাকা সুদের অন্তর্ভুক্ত বিধায় তা ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হতে পারবে না। বরং গরিবদের দিয়ে দিতে হবে। প্রশ্নের বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমীন শরীফের প্রভিডেন্ট ফান্ড বাধ্যতামূলক হয় তাহলে ওয়ারিশদের সততা প্রমাণে অংশ অনুযায়ী তাদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। অন্যথায় (অর্থ স্বেচ্ছায় গঠনকৃত ফান্ড) শুধু আসল টাকাই বণ্টন করা হবে। (৬/৯৬/১১০৪)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۴/ ۴۶۳ : الجواب- ملازم کی کارکردگی کی اجرت کا جز جو کہ جمع کرلیا جاتا ہے، وہ ملازم کا دین ہے اس پر جتنی رقم زائد ملتی ہے وہ اسی کا انعام ہے گو کہ اس پر ابھی ملازم کی ملک حاصل نہیں ہوئی لیکن اس کا اصل مستحق ملازم ہی ہے، ملازمت ختم ہونے پر وہ اس کو وصول کر سکتا ہے، اگر اس سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو ورثاء پر بحصہ شرعی اس کی بھی تقسیم ہوگی۔

নানির সম্পদ নাতিরা পাবে কি না

প্রশ্ন : জীবিত নানির সম্পদের অংশ মৃত মেয়ের সন্তানরা (নাতিরা) পাবে কি না? যেমন : নানি জীবিত আছেন তাঁর তিন ছেলে ও একমাত্র মেয়ে ছিল। ওই মেয়ে মারা গেছে, তার সন্তান রয়েছে (নাতি আছে)। এমতাবস্থায় জীবিত নানির সম্পদ থেকে মৃত মেয়ের সন্তানরা (নাতিরা অংশ পাবে) কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জীবদ্দশায় নিজের সম্পদের অংশ অন্য কেউ পায় না। হ্যাঁ, হেবা বা দানের পদ্ধতিতে পেতে পারে বিধায় প্রশ্নোক্ত অবস্থায় নাতিরা নানির জীবদ্দশায় তাঁর সম্পদের কোনো প্রকার হক দাবি করতে পারবে না। আর নানির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলেমেয়ে জীবিত থাকলে নাতিরা মিরাছ সূত্রে কিছু পাবে না। (১৯/৩৪৯/৮১৯১)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٥٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة أولى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٩١ : باب توريث ذوي الأرحام (هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ (ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما (فيأخذ المنفرد جميع المال) -

📖 كفايت المفتى (دار الاشاعت) ٨ / ٣٣٦ : جواب- زید کے بھائی موجود ہوں گے یا بھتیجے موجود ہوں گے تو نواسہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، زید کو یہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں نواسہ کو اپنی جائداد میں سے کچھ دیدے اور بہتر یہ ہے کہ ثلث سے زیادہ نہ دے۔

নাতিরা নানার থেকে মিরাছ পাবে কি না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির জীবদ্দশায় তাঁর মেয়ে জহুরা খাতুন তাঁর তিন ছেলে জীবিত রেখে ইন্তেকাল করেন। জানার বিষয় হচ্ছে, মরহুমার ছেলেরা তাঁর নানার সম্পত্তি হতে কোনো অংশ পাবে কি না? উল্লেখ্য, জহুরা খাতুনের অন্য ভাই-বোনেরা বর্তমানে জীবিত।

উত্তর : প্রশ্নে বর্ণিত জহুরা খাতুন যেহেতু তাঁর পিতার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন, তাই জহুরা খাতুনের ছেলেরা নানার সম্পত্তির অংশীদার হবে না। (১৫/৩৭৮/৬০৯৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٨/ ٥٠٦ : قال - رحمه الله - (ولا يرث مع ذي سهم وعصبة سوى أحد الزوجين لعدم الرد عليهما) أي لا يرث ذوو الأرحام مع وجود ذوي فرض أو عصبة إلا إذا كان صاحب

Scanned by CamScanner

الفرض أحد الزوجين فيرثون معه لعدم الرد عليه؛ لأن العصبة أولى.

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٩١ : باب توريث ذوي الأرحام (هو كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة) فهو قسم ثالث حينئذ (ولا يرث مع ذي سهم ولا عصبة سوى الزوجين) لعدم الرد عليهما (فيأخذ المنفرد جميع المال).

📖 کفایت المفتی (دارالاشاعت) ۸ / ۳۳۶ : جواب- زید کے بھائی موجود ہوں گے یا بھتیجے موجود ہوں گے تو نواسہ کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملے گا، زید کو یہ حق ہے کہ اپنی زندگی میں نواسہ کو اپنی جائداد میں سے کچھ دیدے اور بہتر یہ ہے کہ ثلث سے زیادہ نہ دے۔

নাতিদের অংশে নানির হস্তক্ষেপ

প্রশ্ন : মৃত নানার অংশ মিরাছ হিসেবে মায়ের মাধ্যমে নাতিরা পূর্ণরূপে পেয়েছে। কিন্তু নানি চান নাতিদের প্রয়োজন অনুপাতে কিছু অংশ দিয়ে বাকি অংশগুলো তিন ছেলে ও মৃত মেয়ের জন্য সদকায়ে জারিয়া হিসেবে মসজিদ-মাদরাসা ইত্যাদি খাতে দান করতে। তাতে নাতিদের প্রতি নানির কোনো প্রকার বে-ইনসাফি ও গোনাহগার হবেন কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা অনুযায়ী যেহেতু নাতিরা মিরাছ সূত্রে নানার সম্পদ থেকে মায়ের অংশের পরিপূর্ণভাবে মালিক হয়ে গেছে। তাই নানির জন্য তাদের সম্পদ সদকা করার কোনো অধিকার নেই। হ্যাঁ, তাদের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে পারবেন, যদি তারা সবাই বালেগ হয়। (১৯/৩৪৯/৮১৯১)

📖 السنن الكبرى للبيهقي (دار الحديث) ٦/ ١٨٦ (١١٥٤٥) : عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ".

📖 الدر المختار (سعيد) ٥ /٦٨٧ : (وشرائط صحتها في الواهب العقل والبلوغ والملك) فلا تصح هبة صغير ورقيق، ولو مكاتبا.

📖 الموسوعة الفقهية الكويتية ٤٢ /١٢٢ : اشترط الفقهاء في الواهب أن يكون من أهل التبرع وذلك بأن يكون عاقلا بالغا رشيدا، وأن يكون مالكا للشيء الموهوب.

Scanned by CamScanner

দাদা-দাদির ঘর ও গাছগাছালি ভোগ করা

প্রশ্ন : ১. দাদা যদি আমগাছ, কাঁঠালগাছ এমনকি ফলের গাছ লাগিয়ে যায়, তাহলে নাতি-পুতিদের জন্য খাওয়া জায়েয হবে কি না?
২. পিতামহ-মাতামহ নাতি-পুতিদের জন্য দালানঘর রেখে গেলে সেই দালানের ভাড়ার টাকা ভোগ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : নাতি-পুতিরা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যেহেতু ওয়ারিশ, সুতরাং তাদের জন্য দাদা-নানার রোপণকৃত বৃক্ষের ফলফলাদি খাওয়া জায়েয হবে। দালানঘরের ভাড়ার টাকার হুকুমও অনুরূপ। (১৯/৯৯/৮০১৭)

📖 الفتاوى السرجية (سعيد) ص ١٥١ : أقرب العصبات بنفسها إلى الميت بنو الصلب ثم بنوهم ثم بنو بنيهم وإن سفلوا، ثم الأب ثم الجد أى أب الأب وإن علا-

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ /٤٥١ : فالعصبة نوعان: نسبية وسببية، فالنسبية ثلاثة أنواع: عصبة بنفسه وهو كل ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميت أنثى وهم أربعة أصناف: جزء الميت وأصله وجزء أبيه وجزء جده، كذا في التبيين فأقرب العصبات الابن ثم ابن الابن وإن سفل ثم الأب ثم الجد أب الأب وإن علا، ثم الأخ لأب وأم، ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأب وأم، ثم ابن الأخ لأب ثم العم لأب وأم ثم العم لأب ثم ابن العم لأب وأم، ثم ابن العم لأب ثم عم الأب لأب وأم ثم عم الأب لأب ثم ابن عم الأب لأب وأم، ثم ابن عم الأب لأب ثم عم الجد، هكذا في المبسوط.

কোনো অংশীদার তার অংশ না নিলে কারা পাবে

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তি মৃত্যুর সময় দুই স্ত্রী ও ছেলেমেয়ে রেখে যান। তারা পিতার মৃত্যুর পর নিজেদের মধ্যে জমি বণ্টন করে নেয়। একজন বোন বিদেশে থাকার কারণে তার অংশ পৃথক করে রেখে যায়। পরে বোন তাদের জানায় যে তার অংশ সে নেবে না। প্রশ্ন হলো, উক্ত বোনের অংশ কারা পাবে এবং কিভাবে পাবে? শুধু আপন ভাইদের মাঝে বণ্টন হবে, নাকি সৎ ভাই-বোনসহ সকলের মধ্যে বণ্টন হবে?

উত্তর : আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত প্রাপ্য বাতিল করার দ্বারা বাতিল হয় না। বাতিল করার পরও তার মালিকানাধীন থেকে যায়। তাই প্রশ্নে বর্ণিত সুরতে প্রবাসী বোন

Scanned by CamScanner

পৈতৃক সূত্রে প্রাপ্য অংশ ছেড়ে দেওয়ার পরও তার মালিকানা থেকে যাবে। হেবা না করা পর্যন্ত অন্য কেউ তার সম্পদের মালিক হবে না। তবে যদি বোন তার অংশকে হেবা করে হস্তান্তর করে দেয়, তাহলে বোন যাকে যতটুকু দেবে, সে ততটুকু নিতে পারবে। (১৯/১৭৩/৮০৭৩)

📖 حاشية الشلبي على التبيين (امداديه) ٥ /٥٠ : (قوله ولا يتصور الإبراء) أي؛ لأن الإبراء عن الأعيان غير المضمونة لا يصح. اهـ

📖 غمز عيون البصائر (دار الكتب العلمية) ٣/ ٣٥٤ : قوله: لو قال الوارث: تركت حقي إلخ. اعلم أن الإعراض عن الملك أو حق الملك ضابطه أنه إن كان ملكا لازما لم يبطل بذلك كما لو مات عن ابنين فقال أحدهما: تركت نصيبي من الميراث لم يبطل لأنه لازم لا يترك بالترك بل إن كان عينا فلا بد من التمليك وإن كان دينا فلا بد من الإبراء -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ٨ /٣٦٠ : الجواب- محض نہ لینے سے وارث کی ملک مال مورث سے زائل نہیں ہوتی، لہذا اگرہندہ وغیرہ نے باب اللہ کو اپنا حصہ ہبہ کرکے باقاعدہ قبضہ کرادیا تھا، تب تو ہندہ کے ورثہ کو باب اللہ کے ورثہ سے اس کے لینے کا حق حاصل نہیں اور اگر باقاعدہ ہبہ نہیں کیا تو پھر حق حاصل ہے۔

কোনো সন্তানের নামে সম্পত্তি কিনলেই সে তার মালিক হয় না

প্রশ্ন : আমার পিতা ১৯৭৫ সালে বর্তমান রাজউক তৎকালীন ডিআইটি হতে নিলামে গুলশান এভিনিউয়ে অবস্থিত ৮ আট কাঠা জমি আমার বড় ভাইয়ের নামে ক্রয় এবং তার নামেই জমি রেজিস্ট্রি করেন। যদিও আমার ভাই সে সময় দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮০ সালে আমার পিতা হজে গিয়ে মারা যান। তারপর হতে আমার ভাই দোতলা অফিস দালান তৈরি করে ভোগদখল করে আসছে। আমরা আমার পিতার অন্যান্য সন্তান, অর্থাৎ আমি ও আমার চার বোন আমাদের পিতার ওয়ারিশ হিসেবে এ জমিটির অংশ দাবি করলে ভাই এ বলে আমাদের নাকচ করে দেয় যে উক্ত জমিটি আমাদের পিতা তার নামে ক্রয় এবং রেজিস্ট্রি করেছেন। মৃত্যুর পূর্বে তাকে কাগজে-কলমে কোনো হেবা করেননি। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পত্তির অংশ দাবি করার অধিকার আছে কি?

Scanned by CamScanner

উত্তর : জমি হোক কিংবা অন্য কোনো জিনিস যিনি ক্রয় করেন তিনিই ওই জিনিসের মালিক হন। অতঃপর তিনি অন্য কাউকে হেবা বা বিক্রির মাধ্যমে মালিক না বানালে কেউ ওই বস্তুর মালিক হতে পারে না। শুধুমাত্র ক্রয়কালে অন্যের নামে কাগজ করা বা রেজিস্ট্রি করার দ্বারা মালিকানা হস্তান্তর হয়েছে বলা যায় না। সুতরাং প্রশ্নের বিবরণ মতে, আপনার আব্বাই ওই জমির ক্রেতা, তাই আপনার আব্বাই এর মালিক। পরবর্তীতে তিনি আপনার বড় ভাইকে হেবা করেছেন মর্মে কোনো প্রমাণ না থাকলে মৃত্যু পর্যন্ত তিনিই এর মালিক ছিলেন বলতে হবে। এমতাবস্থায় তাঁর অন্যান্য সম্পদের মতো প্রশ্নে উল্লিখিত জমিও ওয়ারিশিনদের মাঝে শরীয়তের নীতি অনুযায়ী বণ্টন হবে। (১৫/৩৫৭/৬০৯৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ١٠٩ : لو اشترى لغيره نفذ عليه إلا إذا كان المشتري صبيا أو محجورا عليه فيوقف-

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ١٠٩ : (قوله: نفذ عليه) أي على المشتري-

📖 امداد الفتاوى (زكريا) ٣/ ٣٨ : الجواب- کسی کے نام سے جائداد خریدنے کے بارہ میں میں نے بہت دفعہ غور کیا اور غالبا ایک دو بار لکھا بھی ہے، ہبہ تو کسی طرح یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ ہبہ ہوتا ہے بعد ملک کے اور یہاں پہلے سے ملک نہیں، اس اشتراہی سے تو خود مالک ہی ہوا ہے اور بعد اشتراء کوئی عقد پایا نہیں گیا، البتہ اگر بعد اشتراء کے کوئی تصرف موجب تملیک پایا جاوے، تو بیشک ملک اس کی ہو جاتی، و اذ لیس فلیس، اس لئے یہ فعل مہمل ہے اگر کسی کو یہ شبہ ہو کہ یہ اشتراء فضولی ہے تو اس مشتری لہ کی اجازت کے بعد اس کی ملک ہو جانا چاہئے، جواب یہ ہے کہ بیع للغیر میں تو اجازت غیر سے اس غیر پر نفاذ ہوتا ہے، مگر شراء للغیر میں خود مشتری پر نفاذ ہوتا ہے، کذا فی الدر المختار، پس اس غیر کی تملیک کے لئے عقد جدید کی حاجت ہو گی۔

টালবাহানা ও ধোঁকা দিয়ে বোনদের সম্পদ না দেওয়া এবং লিখে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার নানিরা দুই ভাই ও পাঁচ বোন। নানির পিতা ও মাতার রেখে যাওয়া সম্পদ নিয়ে ভাই-বোনের সম্পর্ক তিক্ত অবস্থায়। প্রথমে নানির আব্বা মারা যান, তখন সম্পদ নিয়ে কথা উঠালে বিভিন্ন অজুহাতে পাশ কেটে যায়। প্রায় ১২-১৪ বছর পর নানির মাও ইন্তেকাল করেন। তখন পুনরায় দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বসতে সম্মত হলেও নানির মায়ের সম্পদ দুই ভাইয়ের নামে দিয়ে গেছেন বলে দুই ভাই দাবি তোলে। কথিত আছে, দলিলকালীন তারা বোন নেই বলে উল্লেখ করেছে। আর নানার আব্বার সম্পদ ১২ বছর পর অনুমাননির্ভর হিসাব করে ১২ গণ্ডা পাবে উল্লেখ করে দাম নির্ধারণ করা হয় মাত্র ৪৫ হাজার টাকা এবং নাদাবি লিখে দেওয়ার জন্য বৈঠকে মত দেয়।

Scanned by CamScanner

উল্লেখ্য, তাদের এ বন্টন ও টাকা নির্ধারণ চার বোনই অস্বীকার করেন। তার পরও আমার নানি ও তাঁর আরেক বোন থেকে জোরপূর্বক দস্তখত নিয়ে নেয়। প্রশ্ন হলো,

১. নানির মায়ের সম্পদ দুই ভাইকে দিয়ে গেছে এমন দাবি, যার কোনো দলিল নেই এবং বৈঠকের আগে কোনো দিন তাঁদের জানানোও হয়নি।

২. নানির বাবার সম্পদের অনুমাননির্ভর ভাগ ও মূল্য নির্ধারণ কি গ্রহণযোগ্য? যেখানে বোনদের পক্ষ থেকে তখন এবং এখনো তা নাকচ করেই যাচ্ছে।

৩. নানির বাবা মৃত্যুর ১২-১৪ বছর তারা দুই ভাই যা ভোগ করেছে তাতে বোনেরা কিছুই দাবি করতে পারবে না?

৪. পুনরায় বণ্টনের দাবি করা যাবে কি না?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পদ তার জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টনের যে নীতি শরীয়তে বর্ণনা করা হয়েছে, তার অনুসরণ করা প্রত্যেক ঈমানদার নারী-পুরুষের জন্য অপরিহার্য। ফরযের বিরোধিতা বা অমান্য করার অধিকার কারো নেই। কেউ করলেও তা অগ্রহণীয় এবং জুলুমের পর্যায়ভুক্ত হবে। সুতরাং প্রশ্নপত্রে লিখিত বিবরণ যদি সত্য হয়, তাহলে আপনার নানির পিতা-মাতার রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ দুই ভাই ও পাঁচ বোনের মধ্যে ইসলামী আইন মতে ৯ ভাগ করে প্রতি ভাই দুই ভাগ, প্রতি বোন এক ভাগ করে সম্পদের মালিক বলে বিবেচিত হবে। এর বিপরীত দলিলবিহীন দাবি, অনুমাননির্ভর মূল্য নির্ধারণ ও ১২-১৪ বছর বোনের হক অন্যায়ভাবে ভোগ করা ইত্যাদি অবৈধ ও শাস্তিযোগ্য অপরাধ এবং জুলুমের নামান্তর। অতীতের অন্যায়ের ক্ষমা চেয়ে বোনদের হক আদায় করে দিতে হবে। নতুনভাবে খোদাপ্রদত্ত নীতি অনুসরণ করে বণ্টন করে দেবে, অন্যথায় বোনেরা রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে নিজের প্রাপ্য হক আদায় করে নিতে পারবে। (১৮/৮৮/৭৪৮৫)

📖 صحيح مسلم (دار الغد الجديد) ١١/ ٤٥ (١٦١١) : عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه، إلا طوقه الله إلى سبع أرضين يوم القيامة» -

📖 سنن الترمذى (دار الحديث) ٣/ ٤٠٣ (١٣٤٠) : عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا غلبني على أرض لي، فقال الكندي: هي أرضي وفي يدي ليس له فيها حق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: «ألك بينة؟»، قال: لا، قال: «فلك يمينه؟»، قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه، وليس يتورع من شيء، قال: «ليس لك منه إلا ذلك»، قال: فانطلق الرجل ليحلف له، فقال

Scanned by CamScanner

رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر: «لئن حلف على ماله ليأكله ظلما، ليلقين الله وهو عنه معرض» -

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٥٤٦ : (و) ذكر (أنه) أي العقار (في يده) ليصير خصما (ويزيد) عليه (بغير حق إن كان) المدعى (منقولا) لما مر (ولا تثبت يده في العقار بتصادقهما بل لا بد من بينة أو علم قاض) -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٥/ ١٤٤ : وسئل شيخ الإسلام عطاء بن حمزة عمن زرع أرض إنسان ببذر نفسه بغير إذن صاحب الأرض هل لصاحب الأرض أن يطالبه بحصة الأرض قال نعم إن جرى العرف في تلك القرية أنهم يزرعون الأرض بثلث الخارج أو ربعه أو نصفه أو بشيء مقدر شائع يجب ذلك القدر الذي جرى به العرف -

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ۲/ ۲۵۴ : الجواب- میراث کی تقسیم کے بارے میں شرعی حکم نہ ماننا اور لڑکیوں کو ان کے حق سے محروم کرنا اور ان کو ان کا حق نہ دینا بہت سخت گناہ کا کام ہے، بلکہ حد کفر تک پہونچ جانے کا اندیشہ ہے، خدائے پاک نے اپنے کلام پاک میں وراثت کے قانون و قواعد بیان کرنے کے بعد صریح الفاظ میں فرمایا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهٗ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهٗ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ، ... ...لہذا صورت مسئولہ میں بہنوں کو ان کا حق دینا ضروری ہے انکار کرنا رسم کفار کی اتباع ہے۔

ছোট সন্তান মারা গেলে তার নামে থাকা সম্পদের মিরাছ

প্রশ্ন : আমি ও আমার এক ছোট ভাইকে রেখে আম্মাজান ইন্তেকাল করলে আমার নানাজান আমাদের দুই ভাইকে কিছু জমি সাফকাওলামূলে লিখে দেন। কিছুদিন পর আমার ছোট ভাইও ইন্তেকাল করে। আমার আব্বা এখনো জীবিত। ওই জমিটুকুর ব্যাপারে শরীয়তসম্মত বিধান জানানোর জন্য অনুরোধ করছি।

উত্তর : যাদের নামে দানপত্র করা হয় তাদের নামে জমি পৃথক করে দেওয়া দানপত্র শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্বশর্ত। আর যৌথ নামে দান করা হলেও পরবর্তীতে তাদের ভোগদখলে দিলে এই দানপত্র অশুদ্ধ হলেও তারা জমির মালিক হয়ে যাবে। অতএব

Scanned by CamScanner

আপনার নানার প্রদত্ত জমি আপনাদের বিবেচিত হবে। তবে নানা জীবিত থাকলে জমিটুকু পৃথক করে দ্বিতীয়বার দানপত্র করে বিষয়টি শুদ্ধ করে নেওয়া উচিত। ছোট ভাই মৃত্যুর পূর্বে জমি দখল করে না থাকলে সেই অংশের মালিক আপনার নানা। তাঁর অবর্তমানে তাঁর ওয়ারিশগণ মালিক বলে বিবেচিত হবে। আর দখল করে থাকলে সে মালিক হয়েছে বিধায় আপনি ও আপনার আব্বা ছাড়া আর অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকলে উক্ত জমিসহ তাঁর সমুদয় সম্পত্তির মালিক আপনার আব্বাই হবেন। আর যদি অন্যান্য ওয়ারিশও থাকে তাহলে তারাও ওই জমি ও অন্যান্য সম্পদের অংশীদার হবে। (৭/৩৬১/১৬৭৭)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤/ ٣٧٦ : ويشترط أن يكون الموهوب مقسوما ومفرزا وقتالقبض لا وقت الهبة بدليل أنه لو وهب له نصف الدار شائعا ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر وسلم الكل تجوز، كذا في الظهيرية.ولو وهب نصف الدار لرجل وسلم ثم وهب النصف الباقي وسلم لا تجوز وكلتاهما فاسدتان، هكذا في النهاية.ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا،... ... هبة المشاع فيما يحتمل القسمة من رجلين أو من جماعة صحيحة عندهما وفاسدة عند الإمام، وليست بباطلة حتى تفيد الملك بالقبض، كذا في جواهر الأخلاطي.ذكر الصدر الشهيد إذا وهب من رجلين ما يحتمل القسمة حتى فسدت الهبة عنده ثم قبضها يثبت الملك ملكا فاسدا، قال وبه يفتى، كذا في الفتاوى العتابية. لا يثبت الملك للموهوب له إلا بالقبض هو المختار، هكذا في الفصول العمادية.

📖 فيه أيضا ٦/ ٤٤٨ : أما الرجال فالأول الأب وله ثلاثة أحوال: الفرض المحض وهو السدس مع الابن أو ابن الابن وإن سفل، والتعصيب المحض وذلك أن لا يخلف غيره فله جميع المال بالعصوبة وكذا إذا اجتمع مع ذي فرض ليس بولد ولا ولد ابن كزوج وأم وجدة فيأخذ ذو الفرض فرضه والباقي للأب بالعصوبة-

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٧٤ : (قوله: ويقدم الأقرب فالأقرب إلخ) أي الأقرب جهة ثم الأقرب درجة ثم الأقوى قرابة فاعتبار الترجيح أولا بالجهة عند الاجتماع، فيقدم جزؤه كالابن وابنه على أصله كالأب وأبيه ويقدم أصله على جزء أبيه كالإخوة لغير أم وأبنائهم-

Scanned by CamScanner

📖 كفايت المفتى (امداديه) ٨/ ١٧٢ : جواب- صحت ہبہ کیلئے یہ شرط ہے کہ موہوب مشترک مشاع نہ ہو بلکہ مقسوم مفرز ہو یعنی جو چیز جس کو ہبہ کی جائے اس کو تقسیم کرکے علیحدہ کردیاجائے، اگر موہوب لہم متعدد ہوں تو ہر ایک کا حصہ جداجدا کرکے ہبہ کیاجائے، اگر متعدد اشخاص کو کوئی جائیداد مشترک (بغیر اس کے کہ تقسیم کرکے ہر ایک کا حصہ جدا کردیاجائے) ہبہ کردی جائے تو ہبہ صحیح نہ ہوگا، اور اس شرط کی رعایت کرکے ہبہ کیاگیاہو تو اس کی تمامی اور تکمیل اس پر موقوف رہیگی کہ موہوب لہ کو موہوب پر قبضہ دے دیاجائے، اگر قبضہ نہ دیاگیا اور واہب کا انتقال ہوگیا تو موہوب لہ مالک نہ ہوگا، بلکہ جائداد موہوبہ واہب کا ترکہ قرار پائیگی اور فرائض شرعیہ کے موافق تقسیم ہوگی۔

যৌথ সম্পদ দিয়ে মায়ের নামে জমি ক্রয় করা

প্রশ্ন : আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা। আমার বাবা প্রায় ৮ মাস পূর্বে ইন্তেকাল করেন। আমরা তিন ভাই ও দুই বোন। আমি সবার বড়। আমার এক ভাই ও এক বোন বিবাহিত। আর ছোট দুই ভাই ও বোন নাবালেগ। তারা মাদরাসায় পড়ালেখা করছে। আমার মা বর্তমানে জীবিত আছেন। আমার বাবা জীবিত থাকা সত্ত্বেও আমি ৬-৭ বছর যাবৎ সংসারের দায়িত্ব পালন করে আসছি। বর্তমানে একই অবস্থায় আছে। আমাদের সমস্ত সম্পত্তির মালিক আমার বাবা ও মা। বাবার মৃত্যুর পর মায়ের এবং অপর ভাই-বোনের পরামর্শক্রমে আমি সংসারের দায়িত্ব পালন করছি। যে সম্পদ খরিদ করেছি তা মায়ের নামে করা হয়েছে। বর্তমানে আমার বালেগ ভাই বা বোন কেউই পৃথক হতে চান না। তারা সকলেই আমাকেই দায়িত্ব পালন করতে বলছে। এমতাবস্থায় আমার করণীয় কী? উল্লেখ্য, সমস্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব আমি ডায়েরিতে লিপিবদ্ধ করেছি।

উত্তর : বাবার মৃত্যুর পর সাথে সাথে তার সম্পদ ওয়ারিশদের হয়ে যায়। তাই ওয়ারিশদের মধ্যে যারা বালেগ তারা যদি একসঙ্গে থেকে আপনার পরিচালনায় সন্তুষ্ট থাকে তা জায়েয হবে। তবে নাবালেগের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না। সে ক্ষেত্রে তাদের সম্পদ হিসাব রেখে তাদের জন্য সম্পদ বাড়াবেন, নতুবা জমা রাখবেন। যৌথ সম্পদ দিয়ে মায়ের নামে সম্পদ খরিদ করা নাবালেগের অংশে বৈধ হয়নি। (৫/২৫৮/৮৯৮)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٥٩ : (يبدأ من تركة الميت الخالية عن تعلق حق الغير بعينها كالرهن والعبد الجاني) والمأذون المديون والمبيع المحبوس بالثمن والدار المستأجرة وإنما قدمت على

Scanned by CamScanner

التكفين لتعلقها بالمال قبل صيرورته تركة (بتجهيزه) يعم التكفين (من غير تقتير ولا تبذير)... ... (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته)-

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٠٧ : [تنبيه] يقع كثيرا في الفلاحين ونحوهم أن أحدهم يموت فتقوم أولاده على تركته بلا قسمة ويعملون فيها من حرث وزراعة وبيع وشراء واستدانة ونحو ذلك، وتارة يكون كبيرهم هو الذي يتولى مهماتهم ويعملون عنده بأمره وكل ذلك على وجه الإطلاق والتفويض، لكن بلا تصريح بلفظ المفاوضة ولا بيان جميع مقتضياتها مع كون التركة أغلبها أو كلها عروض لا تصح فيها شركة العقد، ولا شك أن هذه ليست شركة مفاوضة، خلافا لما أفتى به في زماننا من لا خبرة له بل هي شركة ملك كما حررته في تنقيح الحامدية.ثم رأيت التصريح به بعينه في فتاوى الحانوتي، فإذا كان سعيهم واحدا ولم يتميز ما حصله كل واحد منهم بعمله يكون ما جمعوه مشتركا بينهم بالسوية-

📖 أحكام القرآن للتهانوى (إدارة القرآن) ٢/ ١١٧ : وفى الكافى : وللإمام الأعظم قوله تعالى (وآتوا اليتامى أموالهم) المراد بعد البلوغ، فهو تنصيص على وجوب دفع المال بعد البلوغ-

📖 فيه أيضا ٢/ ١٢٧ : لا يجوز لولى اليتيم ولا لوصيه الأكل من مال اليتيم غنيا كان أو فقيرا-

পৃথক ছেলে, ভাইয়ের সম্পদে অন্য ভাইদের দাবি ও পুত্রবধূর পাওনা ঋণ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমি মাদরাসায় লেখাপড়া করা অবস্থায় আমার পিতা আমার বিবাহের ব্যবস্থা করেন। আমার বিবাহের পরপরই আমার পিতা আমার লেখাপড়ার যাবতীয় খরচ বন্ধ করে দেন। কিন্তু আমার লেখাপড়ার অধিক ইচ্ছা থাকার দরুন আমি নিজেও আমার চাচার দ্বারা পিতার নিকট লেখাপড়ার খরচের জন্য মাসিক শুধু ১০০-১৫০ টাকা করে দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে আমার চাচার উপস্থিতিতে উত্তর দেন যে তাকে আর কোনো খরচ দিতে পারব না, যেহেতু আমার অন্য ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা ও বিবাহের খরচ বহন করতে হবে। আমাকে আর বিরক্ত করো না। আমি পিতার উত্তর শোনার পরপরই বাড়ি থেকে নিরাশ হয়ে বের হয়ে যাই। আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা

Scanned by CamScanner

নির্ধারণের জন্য আমি প্রথমে দোকানে চাকরি করি। চাকরির মাধ্যমে আমি পড়ালেখা ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা শিখি। পরে চাকরি ত্যাগ করে ছোটখাটো কিছু ব্যবসার জন্য বাবার নিকট কিছু টাকা চাই। তাঁর নিকট অর্থবিত্ত থাকা সত্ত্বেও আমাকে টাকা দিতে কিছুতেই রাজি হলেন না। ফলে কয়েকজন লোক থেকে ১৫০০০ টাকা ঋণ করে একটি দোকান নিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করি। কিন্তু ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, কিছুদিন পর রাস্তা প্রশস্ত করার কারণে আমার দোকানটি ভাঙা পড়ে। এতে ব্যবসা শেষ হয়ে যায়। পরে ব্যবসা চালু করার জন্য অর্থের অভাব পূরণ করার জন্য নিরুপায় হয়ে মামা মাওলানা সলিমুল্লাহসহ পিতার নিকট গিয়ে একখানা জমি এক বছরের জন্য বন্ধক দিয়ে আমাকে কিছু টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়ার অনুরোধ করি এবং সঙ্গে সঙ্গে ইহা বলে দিই যে, ইনশাল্লাহ এক বছর পরে উক্ত জমি ছাড়িয়ে দেব। তবুও তিনি রাজি হলেন না। অবশেষে অপারগ হয়ে আমার স্ত্রীর দুই কানি জমি বন্ধক দিয়ে পুনরায় ব্যবসা আরম্ভ করি। এরপর বাবার ভিটা হতে প্রায় ১০ মাইল দূরে রামুতে সপরিবারে চলে আসি। সম্পূর্ণ পৃথকভাবে পরিবার-পরিজন নিয়ে বসবাস করতে থাকি। রামু চলে আসার পূর্বে আমি আমাদের দুই বোন ও এক ভাইয়ের বিবাহের যাবতীয় খরচ বহন করি। তা ছাড়া আমার মাতা-পিতার পোশাক ও ওষুধ খরচ বহন করি। স্ত্রীর পরামর্শক্রমে এক ভাই ও এক বোনের বিবাহ আমার স্ত্রীর সম্পদ দ্বারা সম্পন্ন করি। আমার পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় তাঁর এক কানি জমি বন্ধক দিয়েছিলেন। তিনি আমার স্ত্রীর চার ভরি স্বর্ণালংকার বিক্রি করে বন্ধকি জমি উদ্ধার করেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার পিতা মারা যান, ফলে আমার স্ত্রীর চার ভরি স্বর্ণ তাকে পূরণ করতে পারেননি। আমার পিতা আমার স্ত্রীকে পরিশোধ করে দেবেন ওয়াদা করেছিলেন। আমার পিতা মারা যাওয়ার সময় চার ছেলে ও চার মেয়ে রেখে যান। তন্মধ্যে আমি সকলের বড়। এখন আমার আরজ এই যে,

১. আমি আমার পিতার স্থাবর-আস্থাবর সম্পত্তির ওয়ারিশ হব কি না?

২. আমার নিজস্ব অর্জিত সম্পদ পিতার অন্য ওয়ারিশগণ পাবে কি না?

৩. জীবদ্দশায় পিতা নিজের বন্ধক দেওয়া জমি খালাস করার জন্য আমার স্ত্রীর চার ভরি স্বর্ণ হস্তান্তর করেছিলেন তা পিতার উত্তরাধিকার সম্পত্তি থেকে আদায় করা অন্য ওয়ারিশগণের ওপর কর্তব্য কি না?

উত্তর : ১. যতক্ষণ পর্যন্ত শরীয়ত বর্ণিত বঞ্চিত হওয়ার কারণসমূহ পাওয়া না যায়, মৃত ব্যক্তির ওয়ারিশগণ শরীয়ত বর্ণিত অংশ অবশ্যই পাবে। তাই প্রশ্নকারী তার পিতার ওয়ারিশ হবে। (২/২১)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِيٓ أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾

Scanned by CamScanner

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٦٢ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة -

২. কোনো ছেলে যদি বাপের সংসার থেকে ভিন্ন হয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ রোজগার করে, ওই সম্পদের মালিক ওই ছেলেই থাকবে। তাই প্রশ্নকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে বাপের কোনো ওয়ারিশ অংশ পাবে না।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٢٥ : في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب إن كان الابن في عياله لكونه معينا له -

📖 الفتاوى الخيرية ٢/ ٩٢ : سئل فى ابن كبير ذى زوجة وعيال له كسب مستقل حصل بسببه أموالا ومات، هل هى لوالده خاصة أم تقسم بين ورثته ؟

أجاب هى للابن تقسم بين ورثته على فرائض الله تعالى حيث كان له كسب مستقل بنفسه -

৩. মৃত ব্যক্তির সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বণ্টনের পূর্বশর্ত হলো যে কাফন-দাফনের খরচ এবং কর্জ অসিয়ত বাদ দেওয়া। তাই আপনার স্ত্রীর কর্জ প্রমাণিত হলে তা অবশ্যই মৃত ব্যক্তির সম্পদ হতে দিতে হবে।

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦ /٤٤٧ : التركة تتعلق بها حقوق أربعة: جهاز الميت ودفنه والدين والوصية والميراث. فيبدأ أولا بجهازه وكفنه وما يحتاج إليه في دفنه بالمعروف، كذا في المحيط ويستثنى من ذلك حق تعلق بعين كالرهن والعبد الجاني فإن المرتهن وولي الجناية أولى به من تجهيزه -

Scanned by CamScanner

মৃত্যুরোগে আক্রান্ত ব্যক্তির সন্তানের নামে করা হেবা অগ্রহণযোগ্য, সম্পত্তি-আয় সকল ওয়ারিশের মাঝে বণ্টন হবে

প্রশ্ন : আমরা ছয় ভাই ও পাঁচ বোন। আব্বা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর একটি দোকান ছিল। তিনি দোকানটির অর্ধেক খরিদ সূত্রে মালিক ছিলেন এবং বাকি অর্ধেক ভাড়া সূত্রে ব্যবহার করতেন। অতঃপর আমার ছোট ভাই ব্যবসার সাথে জড়িয়ে গেল এবং বাবা ধীরে ধীরে ব্যবসার পরিচালনা তার ওপর ছেড়ে দিলেন। ইনকাম ট্যাক্সের ঝামেলা হতে মুক্ত হওয়ার জন্য নিজ নাম বাদ দিয়ে প্রতিষ্ঠানের নাম মেসার্স মাহবুবুল হক ব্রাদার্স রেখে ব্যবসা থেকে সরে এলেন। আব্বার সামান্য পুঁজির ওপরে প্রায় ২০-৩৫ হাজার হতে পারে মাহবুবুল হক ব্যবসা শুরু করে। কয়েক বছর পরিশ্রম করে ব্যবসায় প্রভূত উন্নতি সাধন করে এবং দোকানের যে অর্ধেক অংশ ভাড়া ছিল সেটাও খরিদ করে নেয়। পূর্বের টিনশেড দোকানকে সে পাকা তিনতলা ভবনে পরিণত করে। উল্লেখ্য, গ্রামে আমাদের দুটি বাড়ি রয়েছে। একটি পুরাতন, সেখানে আমরা সবাই মিলে থাকতাম। কোনো কারণবশত আম্মা সেখানে থাকতে অনিচ্ছুক হলে আব্বা নতুন একটি বাড়ি বানান। আম্মা ও অন্য ভাইয়েরা নতুন বাড়িতে চলে যায়। মাহবুবুল হক ও মরহুম বড় ভাইয়ের (যিনি আব্বা থাকতেই মারা যান) পরিবার পুরাতন বাড়িতে থাকত। উভয় বাড়ির দৈনন্দিন খরচপাতি দোকানের আয় থেকেই করা হতো। কিন্তু এতেও অসুবিধা দেখা দিলে তখন আব্বা ছোট ভাই মাহবুবুল হককে নতুন বাড়ির খরচ বাবদ প্রতি মাসে তিন হাজার টাকা আম্মাকে দেওয়ার জন্য ধার্য করে দেন। এভাবেই চলতে থাকে। কিছুদিন পর মাহবুবুল হকের জন্য যখন শারীরিক এবং অন্যান্য অসুবিধায় একা ব্যবসা পরিচালনা কষ্টকর হওয়ায় ছোট ভাই ফজলুল হককে ব্যবসায় সহযোগিতার লক্ষ্যে (উল্লেখ্য, সে অন্য জায়গায় চাকরি করত) দোকানে নিয়ে আসে। আব্বা ফজলুল হকের ব্যক্তিগত হাত খরচের জন্য মাসিক তিন হাজার টাকাক ধার্য করলেন। অতঃপর মাহবুবুল হক অসুস্থ হয়ে পড়লে ফজলুল হকই ব্যবসা পরিচালনা করতে থাকে।

কিছুদিন পর আব্বা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন, আমরা চিকিৎসা করাই। অসুস্থতার কারণে আব্বার মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে। এ অবস্থায় আব্বা ইন্তেকাল করেন। ইন্তেকালের এক বছর পর জানতে পারি যে ছোট ভাই মাহবুবুল হককে পুরাতন বাড়ি ও দোকান হেবা দান সত্ত্বে রেজিস্ট্রি করে দিয়েছেন। আর এ দাবি অন্য ভাইয়েরা মানতে অস্বীকৃতি জানালে সার্বিক অবস্থার অবনতি ঘটে। রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের হাত থেকে রক্ষাকল্পে সালিসের মাধ্যমে সকলের লিখিত সম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় যে বছর শেষে ব্যবসায়িক লেনদেনের হিসাব মিটিয়ে যা নগদ টাকা পাওয়া যাবে পাঁচ ভাই মরহুম বড় ভাইয়ের পরিবার ও আম্মাসহ সাত ভাগে ভাগ করে নেবে। এতে বোনদের কোনো অংশ রাখা হয়নি। আব্বার নামে অন্য যেসব স্থাবর সম্পত্তি রয়েছে সেগুলোতে মরহুম বড় ভাইয়ের সন্তানরা শরীয়তের দৃষ্টিতে মিরাছ হিসেবে পায় না। কিন্তু সরকারি

Scanned by CamScanner

আইনে তারা অংশ পায়। উল্লিখিত বিস্তারিত বর্ণনার পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তের দৃষ্টিতে সঠিক সিদ্ধান্ত জানার লক্ষ্যে কিছু প্রশ্ন :

১. পূর্ব বর্ণিত অবস্থার প্রেক্ষাপটে মাহবুবুল হকের দাবি অনুযায়ী উক্ত হেবা ও দান স্বত্ব শরীয়তের দৃষ্টিতে কতটপুকু গ্রহণযোগ্য?

২. উক্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানটিকে যৌথ হিসেবে ধরা হবে, নাকি মাহবুবুল হকের একক ধরা হবে?

৩. ওই সময় যদি মাহবুবুল হক কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি নিজ নামে বা স্ত্রীর নামে খরিদ বা জমা করে থাকে সেটা কি তার একক হবে, নাকি সেটাতে সকল ওয়ারিশের অংশ আছে?

৪. সালিসের মাধ্যমে আমরা যে টাকা মাহবুবুল হক থেকে তার সম্মতিক্রমে পেয়েছি (সে তার ওপর আমাদের থেকে স্বীকারোক্তিনামায় দস্তখত করিয়ে নেয়।) তা বৈধ কি না? এবং এ টাকার ওপর বোনদের কোনো দাবি থাকতে পারে কি না?

৫. মরহুম বড় ভাইয়ের সন্তান বা সরকারি আইনের আশ্রয় নিয়ে কোনো একজন ওয়ারিশ বা সকলের সম্মতি ছাড়া অংশীদারিত্বের দাবি করলে তাহা বৈধ হবে কি না?

৬. আব্বার নামের সকল সম্পত্তির দলিলপত্র ছোট ভাই মাহবুবুল হকের কাছেই ছিল। দেশে যখন জরিপকার্য শুরু হয় তখন সে সকল ওয়ারিশিনের সম্মতি ছাড়া মরহুম বড় ভাইয়ের সন্তানদের নামে অন্যান্য ওয়ারিশিনের সমপরিমাণ জমি জরিপ করে নেয়। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি বৈধ হবে কি না?

উত্তর : ১. সন্তানের জন্য পিতার দান গ্রহণযোগ্য হয় যদি তা মৃত্যুরোগে পতিত হওয়ার পূর্বে সম্পাদিত হয়ে থাকে। প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে দানপত্র শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা মাহবুবুল হককে দেওয়া দানপত্র পিতার মৃত্যুরোগে আক্রান্ত হওয়ার পরই সম্পাদিত হয়েছে। (২/১৭৩/৩০৯৪)

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۶۹۷ : الجواب- قال فی الدر المختار :
إعتاقه ومحاباته وهبته ووقفه الخ كل ذلك حكمه كحكمه وصية
الخ وفيه ولا لوارثه الخ... ... پس معلوم ہوا کہ مرض الموت میں ہبہ کرنا بحکم
وصیت ہے اور وصیت وارثوں کیلئے درست نہیں ہے۔

২. উক্ত ব্যবসায়প্রতিষ্ঠানকে যৌথ ধরা হবে।

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٢٦ : حاصله أن الشركة الفاسدة إما بدون
مال أو به من الجانبين أو من أحدهما، فحكم الأولى أن الربح
فيها للعامل كما علمت، والثانية بقدر المال، ولم يذكر أن لأحدهم

Scanned by CamScanner

أجرا؛ لأنه لا أجر للشريك في العمل بالمشترك كما ذكروه في قفيز الطحان والثالثة لرب المال وللآخر أجر مثله -

৩. এ সময়ে মাহবুবুল হকের খরিদকৃত সকল সম্পত্তি মরহুম পিতার ওয়ারিশগণের গণ্য হবে।

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۲/ ۱۵۹ : لیکن اگر زید والدین کے ساتھ رہتا تھا اور رہنا سہنا کھانا پینا ان کے ساتھ تھا اور ان کے ماتحت رہکر کمائی ہوئی رقم سے زمین خریدی ہے تو وہ جگہ والد کی شمار ہوگی اور اس میں والد صاحب کے تمام ورثاء حقدار ہوں گے۔

৪. যেখানে উত্তরাধিকার সূত্রে ভাইদের প্রাপ্য, সেখানে বোনদেরও প্রাপ্য। তাই স্বীকারোক্তি দিয়ে মাহবুবুল হক থেকে ভাইয়েরা যে টাকা নিয়েছে, তা তাদের জন্য বৈধ এবং এতে বোনরাও দাবি করতে পারবে। তবে স্বীকারোক্তি নামায় স্বাক্ষরকারীরা ধারাসমূহ অমান্য করতে পারবে না।

📖 الهداية (دار إحياء التراث) ٣/ ١٩٦ : وأصل هذا أن الدين المشترك بين اثنين إذا قبض أحدهما شيئا منه فلصاحبه أن يشاركه في المقبوض

📖 امداد المفتین ص ۹۱۵ : ابراء نامہ سے دست برداری کا حق نہیں ہے کیونکہ ابراء سے رجوع کسی حال صحیح نہیں ہے۔

৫, ৬. পিতার পূর্বে মৃত্যুবরণকারী ভাইয়ের সন্তানরা অংশীদারত্বের দাবি করতে পারে না এবং এর জন্য সরকারি আইনের আশ্রয় নেওয়াও বৈধ নয়। অবশ্য দাদা স্বেচ্ছায় তাদের জন্য কিছু সম্পত্তি নির্দিষ্ট করে দিয়ে জরিপ করে দিলে তাদের প্রাপ্য হবে। শুধু জরিপের কোনো মূল্য নেই।

📖 امداد المفتین (دارالاشاعت) ص ۸۳۷ : کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

ব্যবহৃত আসবাবও মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে

প্রশ্ন : আমার পিতার রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্রও মিরাছ হিসেবে বণ্টিত হবে কি? বর্তমানে যার যার ঘরে যেসব আসবাব আছে সেগুলো যার

Scanned by CamScanner

যার হবে? আব্বার ব্যবহৃত যেসব আসবাব আমার ঘরে আছে, তা কি আমার আম্মার জন্যই খাস, না সবার মাঝে তা ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টিত হবে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া সম্পত্তির মধ্যে ঘরে ব্যবহৃত জিনিসপত্র ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টিত হবে। যৌথ পরিবারে যদিও প্রত্যেকের সুবিধার্থে প্রত্যেকের আসবাব ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু শরীয়ত মতে সকলের ব্যবহৃত আসবাবের মালিক পিতাই হয়ে থাকে। হ্যাঁ, কোনো জিনিস বিশেষ কাউকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার সাক্ষী কেউ পেশ করতে পারলে তার মালিক সে হবে। সুতরাং তা ছাড়া ঘরের সকলের জিনিসপত্র পিতার মৃত্যুর পর ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

পিতার ঘরের আসবাবের মধ্যে যদি তাঁর শ্বশুরবাড়ির পক্ষ থেকে দেওয়া কোনো জিনিস থাকে তার মালিক তাঁর স্ত্রীই হবে এবং দেনমোহর বাবদ অলংকারাদি ও পরিধেয় কাপড় এবং বিশেষভাবে কোনো জিনিসপত্র তাঁর স্ত্রীকে মালিক বানিয়ে দেওয়ার প্রমাণ থাকলে এগুলোর মালিক তাঁর স্ত্রী হবে। তা ছাড়া অন্য আসবাব ফারায়েয অনুযায়ী বণ্টন হবে। (৪/৩৫৬/৭৫২)

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٦٢ : (ثم) رابعا بل خامسا (يقسم الباقي) بعد ذلك (بين ورثته) أي الذين ثبت إرثهم بالكتاب أو السنة -

📖 رد المحتار (سعيد) ٦/ ٧٥٩ : لأن تركه الميت من الأموال صافيا عن تعلق حق الغير بعين من الأموال كما في شروح السراجية.

📖 عزیز الفتاوی (دار الاشاعت) ص ۷۴۳ : الجواب-اس صورت میں جو زیور وغیرہ شوہر نے تیار کرایا یا روپیہ بغرض تیار کرانے زیور کے زوجہ کو دیا وہ بعد مرنے متوفی کے متوفی کا ترکہ شمار ہوگا اور جملہ ورثہ حسب حصص تقسیم ہوگا، بعد ادائے حقوق مقدمہ علی المیراث، عرف اس زمانہ کا یہی ہے کہ جو زیور زوجہ کو دیا جاتا ہے وہ عاریۃً ہوتا ہے مالک اس کا شوہر ہوتا ہے، اسی طرح جو اسباب خانہ داری ظروف وغیرہ شوہر کی ملک ہیں وہ بھی ترکۂ شوہری میں داخل ہے، زوجہ کی ملک صرف وہ اشیاء وزیور وظروف وغیرہ ہیں جو جہیز میں اس کو والدین کی طرف سے دئے گئے یا زوجہ نے اس روپیہ سے خریدے جو اس کو اس کے اقرباء ووالدین وغیرہما کی طرف سے دیا گیا یا وہ کپڑے وغیرہ جو شوہر نے زوجہ کو بطریق نفقہ وملبس دئے۔

যৌথ মিরাছি সম্পত্তি দিয়ে মেহমানদারি, দু'আর মাহফিল ইত্যাদি করা

প্রশ্ন : আমার পিতা মৃত্যুকালে যে সম্পত্তি রেখে যান তা ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টনের পূর্বেই আমরা ওয়ারিশরা সবাই মেহমানসহ একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, বসবাস ও অন্যান্য জরুরি খরচ করি। তৎসহ মৃত পিতার কাফন-দাফন, কবরস্থান রক্ষণাবেক্ষণ, জিয়ারত,

Scanned by CamScanner

দু'আর মাহফিল ইত্যাদি বহু প্রকার খরচ করি। অতঃপর ওয়ারিশ থেকে এ ব্যাপারে না-দাবি চাওয়া হয়েছে। তারাও সবাই দাবি ছেড়ে দিয়েছে যে এতে কারো অংশ কমবেশি হয়ে থাকলে তা ধর্তব্য নয়। ওই রূপ কাজ কি শরীয়তসম্মত হয়েছে?

উত্তর : মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের খরচ পরিমাণ সম্পদ কোনো ওয়ারিশের মালিকানাধীন নয়, তাই এর জন্য কারো অনুমতির প্রয়োজন নেই। প্রশ্নোল্লিখিত বাকি খরচাদির খাত কিছু এমন রয়েছে, যা শরীয়তসম্মত নয়। যেমন টাকা দেওয়ার শর্তে কবর জিয়ারত বা দু'আর মাহফিল, এতে কোনো রকমের টাকা ব্যয় করা বৈধ হবে না। এ ছাড়া অন্যান্য বৈধ খাতে এজমালি সম্পদ থেকে ব্যয় করা বালেগ ও বুদ্ধিসম্পন্ন ওয়ারিশদের অনুমতি সাপেক্ষে জায়েয আছে। নাবালেগ বা জ্ঞান-বুদ্ধিহীন ওয়ারিশদের অনুমতি বা না-দাবি শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। (৪/৩৮১/৭৪৩)

📖 قواعد الفقه (المكتبة الأشرفية) ١/ ١٦ : ٢١ - الأصل أن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة -

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٥٦ : (و) لا (لأجل المعاصي مثل الغناء والنوح والملاهي) ولو أخذ بلا شرط يباح (و) لا لأجل الطاعات مثل (الأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه) ويفتى اليوم بصحتها لتعليم القرآن والفقه والإمامة والأذان.

📖 رد المحتار (سعيد) ٢/ ٢٤١ : وأخذ الأجرة على الذكر وقراءة القرآن، وغير ذلك مما هو مشاهد في هذه الأزمان، وما كان كذلك فلا شك في حرمته وبطلان الوصية به، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم-

📖 فيه أيضا ٢/ ٢٤٠ : ويكره اتخاذ الضيافة من الطعام من أهل الميت لأنه شرع في السرور لا في الشرور، وهي بدعة مستقبحة: وروى الإمام أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح عن جرير بن عبد الله قال " كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعهم الطعام من النياحة". اهـ ... ... ولا سيما إذا كان في الورثة صغار أو غائب.

📖 الهداية (مكتبة البشرى) ٤/ ٣٦١ : فشركة الأملاك: العين يرثها رجلان أو يشتريانها فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في نصيب الآخر إلا بإذنه، وكل منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي".

Scanned by CamScanner

অবৈধ টাকা দিয়ে বাবার নামে ছেলের কিনে দেওয়া জমির অংশ নেওয়া

প্রশ্ন : আমার বড় ভাই সরকারি চাকরিজীবী। তিনি ১২ শতক জায়গা আমার পিতার নামে কিনেছেন। তাঁর টাকার মধ্যে বেশির ভাগই হারাম। তিন ভাইয়ের মধ্যে ওই জমি ভাগ করে দেবেন। এখন আমি উক্ত জমি নিতে পারব কি না? এবং ভোগ করতে পারব কি না? যদি আমার জন্য ভোগ করা ইসলামী বিধান মতে নাজায়েয হয়, তবে উক্ত অংশ তাঁর কেনা দামের পরিবর্তে আমি ভোগ করতে পারব কি না?

উত্তর : যতক্ষণ না বড় ভাই এ কথা বলবে যে আমি অবৈধ সম্পদ দিয়ে জমি ক্রয় করেছি শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে জমির ভাগ নেওয়া থেকে বিরত থাকার প্রয়োজন নেই। বরং ওই জমি ভোগ করা আপনার জন্য জায়েয হবে। তবে যদি বড় ভাই স্পষ্ট বলে যে অবৈধ সম্পদ দ্বারা উক্ত জমি ক্রয় করা হয়েছে, তাহলে নিজ অংশের মূল্য পরিশোধ করেও ভোগ করতে পারবেন। (৪/৪৩৭/৭৬৩)

📖 رد المحتار (سعيد) ٥/ ٩٩ : وإن كان مالا مختلطا مجتمعا من الحرام ولا يعلم أربابه ولا شيئا منه بعينه حل له حكما، والأحسن ديانة التنزه عنه -

📖 مجمع الأنهر (دار إحياء التراث) ٢/ ٤٦٠ : (ولا يحل انتفاعه) أي انتفاع الغاصب (به) أي بالمغصوب المغير (قبل أداء الضمان) استحسانا والقياس الحل وهو رواية عن الإمام وقول الحسن قول زفر؛ لأن ملكه ثبت بكسبه والملك مبيح للتصرف ولهذا لو وهبه أو باعه صح وجه الاستحسان أن في إباحة الانتفاع به قبل الأداء فتحا لباب الغصب فيحرم الانتفاع لكن جاز للغاصب بيعه وهبته؛ لأنه مملوك له بجهة محظورة كالمقبوض بالبيع الفاسد -

বণ্টনের আগে বোনদের দাবি ছেড়ে দেওয়া ও নাবালেগ থাকতে যৌথ সম্পদ থেকে খরচ করা

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার পর ১০-১২ বছর যাবৎ তাঁর মিরাছ বণ্টন হয়নি। কেননা সামাজিক রেওয়াজ না থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন হয়নি। তাঁর ওয়ারিশদের মধ্য দুজন নাবালেগ ছিল। তিনি মৃত্যুর সময় কিছু টাকা ব্যাংকে এবং কিছু বই ও আসবাব স্থাবর-অস্থাবর জমি রেখে যান। উক্ত মিরাছ ওয়ারিশদের মাঝে বিভিন্ন সময়ে বণ্টন হয়, যা নিম্নে দেওয়া হলো। ব্যাংকের টাকা যা দ্বারা কাফন-দাফনের পর কিছু টাকা দু'আ-মাহফিলে খরচ হয়। এরপর অবশিষ্ট টাকা মৃতের স্ত্রী

Scanned by CamScanner

তার দুই এতিম সন্তান ও পরিবারের সবাইকে নিয়ে একান্নভুক্ত পরিবারে খরচ করে। মৃতের কন্যারা ওই টাকার ভাগ পায়নি এবং তারা দাবিও করেনি। এমনিভাবে কিছু বই ও আসবাব রেখে যায়, যা কেউ কেউ চেয়ে নিয়ে যায়, বাকি একটি প্রতিষ্ঠানে দান করে দেওয়া হয়। আর ঢাকা শহরের বাড়ি ও জমি, যার ভাড়ার অর্ধেক মৃতের স্ত্রী নিয়ে সবাই মিলে সংসারে খরচ করত, যার মধ্যে এতিম দুই পুত্র ছিল, কিন্তু চার কন্যাকে ওই বাড়ির ভাড়া দেওয়া হয়নি এবং তারা কোনো রূপ দাবিও করেনি। বরং এক পরামর্শ সভায় মৃতের স্ত্রী ও কন্যারা তাদের অংশ ওই ছয় পুত্রকে স্বেচ্ছায় দান করার ঘোষণা করে। আর কন্যারা বলে যে আমরা আমাদের অংশ নেব না। এরপর ছয় পুত্র উক্ত জমিতে চারতলাবিশিষ্ট দালান নির্মাণ করে। এমনিভাবে গ্রামের জমির অংশ কন্যারা পায়নি এবং দাবিও করেনি। উল্লেখ্য যে পুত্ররা কন্যাদের ঢাকা শহরের জমির পরিবর্তে কুমিল্লা শহরের জমি দান করে। বর্তমানে ফারায়েয সম্পর্কে কিছু বইপত্র পড়ে মৃতের ওয়ারিশদের সন্দেহ হচ্ছে যে নিজেদের মধ্যে ওপরে বর্ণিত উপায়ে যেভাবে বণ্টন হয়েছে তা শরীয়তসম্মত হয়েছে কি না? উপরোক্ত বণ্টনে কোনো ভুল হয়ে থাকলে কিভাবে সংশোধন করতে হবে, পৃথকভাবে বর্ণনার প্রয়োজন।

উত্তর : কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী কালবিলম্ব না করে প্রথমে তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হতে কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করা। তারপর ঋণ থাকলে ঋণ পরিশোধ করার পর অসিয়ত করে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ থেকে অসিয়ত পুরা করার পর অবশিষ্ট সম্পদ ওয়ারিশদের মাঝে কোরআন-হাদীস মতে সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করে দেওয়া জরুরি। প্রশ্নে বর্ণিত বিবরণ মতে মৃতের মিরাছ ওয়ারিশদের মাঝে সঠিকভাবে বণ্টিত হয়নি।

বিশেষতঃ যেহেতু ওয়ারিশদের মধ্যে নাবালেগ ওয়ারিশদের প্রাপ্য অংশ সংরক্ষিত হয়নি এবং মেয়েদের প্রাপ্য অংশ তাদের মালিকানায় আসার পূর্বেই তারা দাবি ছেড়ে দিয়েছে, যা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে এ ঘটনা দীর্ঘদিনের পুরাতন, এমতাবস্থায় এখন সংশোধনের একমাত্র পথ হলো, মৃত ব্যক্তির স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ হতে যা বর্তমানে মজুদ আছে, সেগুলো ওয়ারিশদের মাঝে শরীয়তসম্মত পদ্ধতিতে বণ্টন করে দিতে হবে। অতীতে যা ঘটে গেছে, সেগুলোর জন্য একে-অপরকে ক্ষমা করে দিতে হবে। কেউ ক্ষমা না করলে যার কারণে এ ভুল হয়েছে, সে দায়ী থাকবে।

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ওয়ারিশদের মধ্য হতে মেয়েদের প্রাপ্য অংশ বণ্টন হওয়ার পর মেয়েরা না নিয়ে কাউকে দিয়ে দিতে চাইলে তা পারবে। বণ্টনের পূর্বে শুধুমাত্র দাবি ছেড়ে দিলে তা শরীয়তের দৃষ্টিতে কার্যকর হবে না। (৮/৫৯/১৯৯৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۴۰۸ : الجواب- حامداو مصلیا، ترکۂ میت سے اولا تجہیز و تکفین میت کیجائے، اس کے بعد دین میت ادا کیا جائے، پھر اگر وصیت کی ہو تو ایک ثلث سے وصیت پوری کی جائے، ایک ثلث سے زائد میں وصیت نافذ نہیں ہوتی، الا یہ

Scanned by CamScanner

کہ ورثہ اجازت دیدیں بشرطیکہ ورثہ بالغ ہوں، نابالغ کی اجازت بھی معتبر نہیں، بغیر وصیت مطلقا اور بصورت وصیت ایک ثلث سے زائد ضیافت وغیرہ میں خرچ کرنا درست نہیں جبکہ ورثہ نابالغ ہوں، یاغائب ہوں۔

📖 فتاوی محمودیہ (ادارۂ صدیق) ۲۰ / ۲۳۸ : الجواب- محض نہ لینے سے وارث کی ملک مال مورث سے زائل نہیں ہوتی، لہذا اگر ہندہ وغیرہ نے باب اللہ کو اپنا حصہ ہبہ کر کے باقاعدہ قبضہ کرادیا تھاتب تو ہندہ کے ورثاء کو باب اللہ کے ورثاء سے اس کے لینے کا حق حاصل نہیں اور اگر باقاعدہ ہبہ نہیں کیاتو پھر حق حاصل ہے۔

মা-বাবার সম্পদে ছেলেমেয়ের হক ও পৃথক ছেলের অংশ

প্রশ্ন : জীবিত পিতার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ের সরাসরি কিরূপ হক আছে? ছেলেমেয়ে কে কত অংশ পাবে? পরবর্তীতে মা মারা গেলে মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেমেয়েরা কে কত অংশ পাবে? এ অবস্থায় মায়ের সম্পত্তিতে ছেলেমেয়ে ছাড়া অন্য কারো কোনো হক আছে কি না? পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় সন্তান যদি পিতা থেকে আলাদা হতে চায় তবে পিতার সম্পত্তিতে কোনো হক দাবি করতে পরবে কি না? পারলে কত অংশ পাবে?

উত্তর : পিতার জীবদ্দশায় তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তিতে বালেগ সুস্থ ছেলের কোনো হক থাকে না। স্ত্রী, নাবালেগ ছেলে এবং মেয়ে অবিবাহিত হলে তাদের ভরণপোষণ ও প্রয়োজনীয় খরচাদি বাপের দায়িত্ব। এ ছাড়া বাপের সম্পদের জীবিত অবস্থায় কারো কোনো হক নেই, দাবিও করতে পারবে না। তবে স্বেচ্ছায় কাউকে কিছু দিলে তা হেবা তথা দান হিসেবে পরিগণিত হবে। পিতার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে শরীয়ত কর্তৃক বণ্টনের যে পদ্ধতি রয়েছে, তা বাস্তব বিচারে মৃত্যুকালে রেখে যাওয়া ওয়ারিশিনের লিস্ট পাওয়া যাওয়ার শর্তে অংশ বণ্টন করা যেতে পারে, তার পূর্বে নয়। (৮/৬৯০/২৩১৮)

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۴۳۴ : الجواب-زیداپنی زندگی میں اپنی مملوکہ جائیداد میں تصرف کامختار ہے جس کو جس قدر مناسب سمجھے دیدے کسی کو اعتراض کا حق نہیں، البتہ اتناضرور ہے کہ کسی ہونے والے وارث کو طبعی رنج کی وجہ سے ضرر پہونچانا مقصود نہ ہو۔

📖 فتاوی رحیمیہ (دارالاشاعت) ۶/ ۱۴۹ : جن چار لڑکے اور دو لڑکیوں کی شادی کرنا باقی ہے اگلے بچوں کی شادی کے وقت جتنا خرچ ہوا تھاان کو اس قدر بطور بخشش دے کر مالک ومختار بنادیا جائے تاکہ وہ اپنی شادی کے وقت اس کو استعمال کریں، اس کے بعد جو

Scanned by CamScanner

باقی بچے اس کے آپ مالک ہیں جن بچوں کو الگ ہونا ہو وہ الگ ہو سکتے ہیں، ان کو آپ سے
زبردستی مطالبہ کا حق نہیں ہے، اگر آپ ان کو کچھ دیتے ہیں تو سب کو برابر سرابر دیں۔

পৈতৃক সম্পদ না নিয়ে ভাইকে দিয়ে দেওয়া

প্রশ্ন : আমরা তিন বোন ও এক ভাই। বাবা ইন্তেকাল করেছেন। মা জীবিত আছেন। আমরা তিন বোন বিবাহিতা, স্বামীর বাড়িতে থাকি। ভাই সবার বড়, তিনি পিতার সম্পদের দেখাশোনা করেন এবং তা থেকে উপকৃত হন। আমাদের তিন বোনের মাঝে সম্পদ বণ্টন করা হয়নি। তবে আমরা তিন বোন এ কথার ওপর ঐকমত্য করেছি যে ভাই যদি আমাদের কোনো সম্পদ নাও দেয়, তাহলে আমরা কোনো অভিযোগ করব না। কিন্তু আমরা উলামায়ে কেরামের কাছে তার ইসলামী বিধিবিধান জানতে চাই এবং আমরা সম্পদ না নিলে সাওয়াবের অধিকারী হব কি না?

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের দৃষ্টিতে পিতা মারা যাওয়ার পর তার রেখে যাওয়া সম্পদ তার জীবিত ওয়ারিশিনের মধ্যে আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত বণ্টনের নীতিমালা মোতাবেক বণ্টন করে দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য। অন্যথায় যে বা যারা মৃত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততির মধ্যে শরীয়তের নীতিমালা অনুযায়ী সম্পদ হারাহারি ভাগ-বণ্টন করবে না, তারা অপরাধী ও গোনাহগার হিসেবে বিবেচিত হবে। সুতরাং আপনাদের প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয়ে থাকে তাহলে পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে হক দিয়ে দেওয়া আপনার বড় ভাইয়ের একান্ত দায়িত্ব ছিল, তা না করে এত দিন একাকী ভোগ করা যদি আপনাদের সন্তুষ্টি এবং অনুমতি সাপেক্ষে হয়ে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই, অন্যথায় এত দিন বোনদের হক না দেওয়া তার জন্য উচিত হয়নি। শরীয়ত কর্তৃক এবং রাষ্ট্রীয় আইনে প্রাপ্য হকের দাবি করার অধিকার বোনদের রয়েছে বিধায় আপনারা আইন/সালিসের মাধ্যমে প্রাপ্য হক আদায় করে নিতে পারেন। নেওয়ার পরে পরবর্তীতে ইচ্ছা করলে তা ভাইকে দানও করে দিতে পরেন। ভাইকে দান করাতে অবশ্যই সাওয়াব পাওয়া যাবে। (১৪/৪৯৩/৫৬৬৫)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ

Scanned by CamScanner

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 سورة النساء الآية ١٤ : ﴿وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٥/ ٦٨٧ : قال الإمام أبو منصور يجب على المؤمن أن يعلم ولده الجود والإحسان كما يجب عليه أن يعلمه التوحيد والإيمان؛ إذ حب الدنيا رأس كل خطيئة نهاية مندوبة وقبولها سنة قال - صلى الله عليه وسلم - «تهادوا تحابوا».

📖 آپ کے مسائل اور ان کا حل (امدادیہ) ٦/ ٣٠٥ : البتہ اگر وارث سب عاقل وبالغ ہوں تو اپنی خوشی سے ساری وراثت ایک وارث کو دے سکتے ہیں۔

কোনো সন্তানের নামে বাবার করা ঋণ ও অন্যান্য ঋণ ত্যাজ্য সম্পত্তি দিয়ে পরিশোধ করবে

প্রশ্ন : কয়েক বছর পূর্বে আমার আব্বা ইন্তেকাল করেন। তখন আব্বার ওপর অনেক কর্জ ছিল। যেমন–ব্যাংক লক্ষাধিক টাকা পাবে। এলাকার লোকজনও প্রায় লক্ষাধিক টাকা পাবে। আর যখন আব্বা ইন্তেকাল করেন, তখন ৮-৯ কানি জমি ছেড়ে গেলেন। বর্তমানে আমার আম্মা আর আমরা ছয় ভাই ও তিন বোন ওয়ারিশ হিসেবে আছি। তিন বোনের শাদি হয়ে গেছে এবং বড় ভাই আব্বা জীবিত থাকাকালীন থেকেই নিজ স্ত্রী নিয়ে আলাদা হয়ে গেছে। তখন থেকে আমরা বাকি পাঁচ ভাই আম্মাসহ আব্বার রেখে যাওয়া জমিগুলো ভোগ করছি, এখন পর্যন্ত সেভাবে আছে। উল্লেখ্য যে ব্যাংক যে কর্জগুলো পাবে সব হলো বড় ভাইয়ের নামে। এখন প্রশ্ন হলো :

১. ব্যাংকের যে কর্জ আছে এগুলো আদায় করা কি আমরা বাকি ওয়ারিশিনেরও কর্তব্য, না শুধু বড় ভাইয়ের দায়িত্ব? যেহেতু ওই টাকা দিয়ে বর্তমানে যে ঘর আছে এবং ঘরের জায়গা আছে ওইগুলোতে খরচ করা হয়েছে, অর্থাৎ ওই টাকার মুনাফা সবাই ভোগ করছি।

২. আর এখন কি মিরাছ বণ্টন হবে, না আগে আব্বার কর্জ আদায় করা হবে? যদি আগে কর্জ আদায় করা হয় পরে বণ্টন হয় তাহলে যত দিন পর্যন্ত কর্জ আদায় শেষ হবে না, তত দিন পর্যন্ত ওই জমিগুলো আগের মতো আমরা ও ভাই, আম্মাসহ ভোগ করতে পারব কি না? যেহেতু এখানে বড় ভাই এবং তিন বোনেরও অংশ আছে, নাকি মিরাছ বণ্টন হয়ে যাবে আর ওয়ারিশিনের মধ্যে কর্জগুলো ভাগ করে দেওয়া হবে? শরয়ী দৃষ্টিকোণ জানালে উপকৃত হব।

Scanned by CamScanner

উত্তর : ইসলামী শরীয়তের বিধান মতে মৃত ব্যক্তির রেখে যাওয়া স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ থেকে তার কাফন-দাফন শেষে সম্পদ বাকি থাকলে তা দ্বারা প্রথমে কর্জ পরিশোধ করা হবে। এরপর বাকি সম্পদ থেকে অসিয়ত করে থাকলে এক-তৃতীয়াংশ দ্বারা অসিয়ত পূরণ করে বাকি সম্পদ তার ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে। সুতরাং প্রশ্নকারীর স্বীকারোক্তি মতে কর্জ থাকায় যদিও বড় ছেলের নাম ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে কর্জ বাপের কর্জ হিসেবে ব্যাংক ও অন্যান্য সব কর্জ মরহুমের সম্পদ থেকে পরিশোধ করতে হবে। কর্জ পরিশোধ করার পূর্বে কোনো ওয়ারিশের জন্য সম্পদ বণ্টন হতে পারবে না। কর্জ পরিশোধের পর অবশিষ্ট সম্পদ শরীয়তের বণ্টননীতির ভিত্তিতে সব ওয়ারিশের মাঝে বণ্টন হবে। (১০/৬০৮/৩২৬০)

📖 مبسوط السرخسى (دار المعرفة) ٢٩/ ١٣٧ : قال علماؤنا - رحمهم الله - الدين إذا كان محيطا بالتركة يمنع ملك الوارث في التركة -

📖 الفتاوى السراجية مع قاضيخان (أشرفيه) ٤/ ٤٣٦ : قال : أول ما يبدأ من تركة الميت تجهيزه وتكفينه بما يحتاج إليه ودفنه، ثم قضاء ديونه الأولى فالأولى، ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقى بعد الدين والكفن، ثم قسمة الباقى بين ورثته على فرائض الله تعالى، ثم العصبات الأقرب فالأقرب-

যৌথ সম্পদ দ্বারা উপার্জিত অর্থবিত্তে সকলের হক আছে, মাকে কোনো সন্তানের কাছে যেতে বাধা দেওয়া

প্রশ্ন : আমাদের এলাকায় এক পরিবারে পাঁচ ভাই। পিতা জীবিত নেই এবং মিরাছও বণ্টন হয়নি। এমতাবস্থায় ওই পাঁচ ভাইয়ের মধ্য থেকে একজন এজমালি টাকা নিয়ে বিদেশ যায় এবং পুরো পরিবারের দেখাশোনা করে। পরবর্তীতে ওই ভাই নিজের উপার্জিত সম্পদের সাথে অন্য ভাইদের থেকে কিছু টাকা নিয়ে একটি বাড়ি ক্রয় করে। তাদের মধ্য থেকে অন্য এক ভাই দোকান করে ১৩-১৪ লক্ষ টাকা ঋণী হয়ে স্বীয় স্থান থেকে পালিয়ে যায়। আর ওই ঋণদাতাগণ তার বাড়িতে গিয়ে অনেক গালমন্দ করে। অবশেষে তার অন্য চার ভাই মিলে ওই টাকা পরিশোধ করে দেয়। এখন ওই চার ভাই মাকে বলে আপনি যদি ওই এক ভাইয়ের সাথে থাকতে চান তাহলে আমাদের সাথে থাকতে পারবেন না। পক্ষান্তরে যদি আমাদের সাথে থাকেন তাহলে ওই ভাইয়ের নিকট যেতে পারবেন না। আর ওই চার ভাই মিলে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে ওই ভাইকে শুধুমাত্র পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ দেবে, পরবর্তীতে উপার্জিত সম্পদের অংশ দেবে না। এখন প্রশ্ন হলো :

Scanned by CamScanner

১. ওই এক ভাই শুধুমাত্র পিতার রেখে যাওয়া সম্পদের অংশ পাবে? নাকি পরবর্তীতে অন্য ভাইয়েরা নিজেদের উপার্জিত অর্থ দিয়ে যে সম্পদ ক্রয় করেছে ওই সম্পদের অংশও পাবে।

২. ওই এক ভাই যে আয়-রোজগার না করে শুধু সংসারের সম্পদ নষ্ট করেছে, তার অন্য ভাইদের চাপে পড়ে তার মা ওই ছেলে থেকে সকল ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে কি না? উল্লেখ্য যে পরবর্তীতে ক্রয়কৃত সম্পদের মধ্যে ওই এক ভাইয়ের অর্থের কোনো অংশ নেই।

উত্তর : বাপের রেখে যাওয়া স্থাবর-আস্থাবর সব সম্পত্তি তার সব ছেলের মাঝে সমানভাবে বণ্টন হবে। আর সম্পদ বণ্টন করার পূর্বে সবাই মিলে যৌথভাবে উক্ত সম্পদের ওপর ভিত্তি করে যে সম্পদ বৃদ্ধি করেছে, তাতেও সবাই সমান অংশ পাবে, কোনো ভাইকে উক্ত সম্পদ হতে বঞ্চিত করা জায়েয হবে না। আর চার ভাই মিলে মাকে পঞ্চম ভাইয়ের ওখানে যেতে বাধা প্রধান করা এবং তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য চাপ প্রয়োগ করা শরীয়ত সমর্থিত নয়। (১০/৯৭৫/৩৪২৯)

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٣٢٥ : وكذا لو اجتمع إخوة يعملون في تركة أبيهم ونما المال فهو بينهم سوية، ولو اختلفوا في العمل والرأي اهـ وقدمنا أن هذا ليس شركة مفاوضة ما لم يصرحا بلفظها أو بمقتضياتها مع استيفاء شروطها، ثم هذا في غير الابن مع أبيه؛ لما في القنية الأب وابنه يكتسبان في صنعة واحدة ولم يكن لهما شيء فالكسب كله للأب -

📖 احسن الفتاوى (سعيد) ٦/ ٣٩٤ : يہ رقم مشترک ہے اور اس میں تمام بھائی برابر کے حصہ دار ہیں قال فی التنوير وشرحه : (وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل (وما حصله أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك)-

যৌথ দোকান ও তার আয়ের মধ্যে সকল ওয়ারিশ আনুপাতিকহারে অংশীদার হবে

প্রশ্ন : একজন লোক মৃত্যুকালে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যায়। সে একটি দোকান রেখে যায়, যে দোকানের মধ্যে পাঁচ ছেলে ও দুই মেয়ে পিতার সন্তান-সন্ততি হিসেবে সমানভাবে মালিক। তার মেজ ছেলে আগে থেকে দোকানটি দেখাশোনা করত, বাকিরা

Scanned by CamScanner

করত না। বরং তারা পড়ালেখায় রত ছিল। তাই তার মৃত্যুর পর মেজ ছেলেটি দোকান দাবি করছে, আর বাকি ছেলেরা পড়ালেখা করছে। এখন প্রশ্ন হলো, তার মেজ ছেলেটি উক্ত দোকানের আয় দ্বারা তার বাকি চার ভাইকে না জানিয়ে শুধু নিজের নামে জায়গাজমি খরিদ করা শরীয়তে জায়েয হবে কি না? এবং দোকান থেকে নিজের মনে যা চায় সে হিসেবে খরচ করা জায়েয হবে কি না?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা যদি সত্য হয় তাহলে পিতার রেখে যাওয়া দোকানে যেহেতু সবাই শরীয়তসম্মত অংশীদার হিসেবে মালিক, তাই ওই দোকানের উপার্জিত আয়ের মধ্যেও সবাই নিজ নিজ অংশ অনুপাতে মালিক হবে। সুতরাং মেজ ভাই ওই দোকানের আয় দ্বারা বাকি চার ভাইকে না জানিয়ে নিজের জন্য জায়গাজমি ক্রয় করা এবং দোকান থেকে মনমতো খরচ করা শরীয়ত পরিপন্থী ও সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে অন্য ভাইদের সম্মতিক্রমে মেজ ভাই দোকানের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে থাকলে ওই দোকানের আয় দিয়ে নিজ নামে ক্রয়কৃত জমির মধ্যেও ওয়ারিশদের অংশ থাকবে। (৬/১৪০/১১১২)

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفكر) ٤/ ٧٩٤ : وأما الربح فيكون على قدر رأس المال متساوياً أو متفاضلاً، فإن كان رأس المال متساوياً بينهما (أي مناصفة) يكون الربح بينهما متساوياً، سواء شرط العمل عليهما أو على أحدهما؛ لأن استحقاق الربح عند الحنفية إما بالمال أو بالعمل أو بالتزام الضمان، وقد وجد التساوي في رأس المال، فينبغي التساوي في الربح.

📖 الفتاوى السراجية (سعيد) ص ٨٥ : ولو عمل أحدهما فى المالين دون الآخر بعذر أو بغير عذر كان الربح بينهما -

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۳۴۵ : بعد تقدیم حقوق متقدمہ علی المیراث ترکہ زید کا (۱۲۸) سہام پر منقسم ہو کر ساتوں لڑکوں میں سے ہر لڑکے کو ۱۴، ۱۴ اور دونوں لڑکیوں کو ۷- ۷ اور زوجہ کو ۱۶ ملیں گے ... اور باقی ترکہ حسب حصص بالا مشترک ہے، پھر بقیہ لڑکے جو یکجا کام کرتے رہے اگر یہ کام سب حصہ داروں کی رضامندی سے تھا تو نفع میں بھی سب شریک ہوں گے، اور اگر بعض ورثہ راضی نہ تھے تو وہ نفع میں شریک نہ ہونگے، البتہ یہ نفع بوجہ اس کے کہ مال غیر میں تصرف بلااذن تھا جائز نہ ہوگا، بلکہ اس کا تصدق واجب ہوگا۔

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۶/ ۳۹۴ : یہ رقم مشترک ہے اور اس میں تمام بھائی برابر کے حصہ دار ہیں قال فی التنویر وشرحه : (وما حصله أحدهما فله وما حصلاه معا فلهما) نصفين إن لم يعلم ما لكل (وما حصله

Scanned by CamScanner

أحدهما بإعانة صاحبه فله ولصاحبه أجر مثله بالغا ما بلغ عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجاوز به نصف ثمن ذلك)-

মেয়ে এবং বোন থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই অংশীদার হবে না

প্রশ্ন : জনৈক ব্যক্তির দুই স্ত্রী। প্রথম স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে আলাউদ্দীন এবং এক মেয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রীর ঘরে এক ছেলে জসীমউদ্দীন। আলাউদ্দীন যখন মারা যায় তখন একদিকে তার এক বোন, এক মেয়ে ও এক স্ত্রী জীবিত। অন্যদিকে তার বৈমাত্রেয় ভাই জসীমউদ্দীন জীবিত ছিল, পরে জসীমউদ্দীন মারা যায়। প্রশ্ন হলো, আলাউদ্দীনের সম্পত্তি থেকে জসীমউদ্দীনের ছেলেমেয়েরা অংশ পাবে কি না?

উত্তর : শরীয়তের দৃষ্টিতে মৃত ব্যক্তির মেয়ে এবং আপন বোন জীবিত থাকাবস্থায় বৈমাত্রেয় ভাই সম্পত্তি পায় না। সুতরাং আলাউদ্দীনের সম্পত্তি থেকে জসীমউদ্দীন কোনো অংশ পায়না বিধায় তার মৃত্যুর পর আলাউদ্দীনের সম্পত্তি থেকে তার ছেলেমেয়েদের অংশ পাওয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। (৬/৩৬৭/১১৭৯)

📖 السراجى ص ٢١ : ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالاخت لأب وأم إذا صارت عصبة -

জুমু'আ তরক করে উপার্জনকারীর ত্যাজ্য সম্পত্তি ভোগ করা বৈধ

প্রশ্ন : জুমু'আর আযানের পর সব ধরনের কামাই-রোজগার হারাম। তাই যদি হয় তাহলে যে ব্যক্তি দীর্ঘ অনেক বছর যাবৎ জুমু'আ তরক করে কামাই-রোজগারে ব্যস্ত, তার কামাই ভোগ করা জায়েয হবে কি না? তার মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ওয়ারিশদার হিসেবে গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না।

উত্তর : জুমু'আর নামাযের আযানের পর নামাযের প্রস্তুতি ছাড়া ক্রয়-বিক্রয়সহ সর্বপ্রকারের ব্যস্ততা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এতদসত্ত্বেও কেউ যদি নামায বা নামাযের প্রস্তুতি বাদ দিয়ে সে সময়ে কামাই-রোজগারে ব্যস্ত থাকে অন্য কোনো শরয়ী অসুবিধা না থাকলে সেই উপার্জিত টাকা তার জন্য হারাম বলা যাবে না। যদিও সে শরয়ী নির্দেশ লংঘন করার কারণে গোনাহগার হবে। তাই তার কামাই ভোগ করা জায়েয হবে এবং মৃত্যুর পর তার রেখে যাওয়া সম্পত্তি ওয়ারিশগণের জন্য গ্রহণ করা বৈধ হবে। (৬/৬৩৫/১৩৪২)

Scanned by CamScanner

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ١/ ٢٧٠ : وكذا يكره البيع والشراء يوم الجمعة إذا صعد الإمام المنبر وأذن المؤذنون بين يديه لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع} [الجمعة: ٩] والأمر بترك البيع يكون نهيا عن مباشرته وأدنى درجات النهي الكراهة.ولو باع يجوز؛ لأن الأمر بترك البيع ليس لعين البيع بل لترك استماع الخطبة.

📖 البناية (دار الفكر) ٣/ ١٠٦ : وقال الأترازي: قوله في وجوب السعي وحرمة البيع فيه نظر، لأن البيع وقت الأذان جائز لكنه يكره، وبه صرح في " شرح الطحاوية "، وهذا لأن النهي في معنى لغيره لا يعدم المشروعية.قلت: فيه اختلاف العلماء، فقال أبو حنيفة، وأبو يوسف ومحمد وزفر والشافعي - رحمهم الله - يجوز البيع مع الكراهة، وهو قول الجمهور-

সহোদর ভাই থাকলে বৈমাত্রেয় ভাই ও বোন অংশীদার হবে না

প্রশ্ন : মৃত মুসলিম সুন্নি নিঃসন্তান ভাইয়ের বৈমাত্রেয় বোন (মা দুই, বাপ এক) ভাইয়ের সম্পত্তির অংশ পাবে কি? পেলে অংশ কতটুকু পাবে? উল্লেখ্য, মৃত ব্যক্তির স্ত্রী, এক ভাই, এক বোন বৈমাত্রেয় (মা দুই, বাপ এক) জীবিত আছে। মৃত দুই বড় ভাইয়ের সন্তান বর্তমান আছে।

উত্তর : প্রশ্নের বিবরণের পরিপ্রেক্ষিতে শরীয়তে মুহাম্মাদীর বিধানানুযায়ী মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই থাকার কারণে তার বৈমাত্রেয় বোন ভাইয়ের সম্পত্তি হতে বঞ্চিত হবে। (৬/৭৭৮/১৪৩৭)

📖 السراجى ص ٢٣ : ويسقط بنو العلات أيضا بالأخ لأب وأم وبالأخت لأب وأم إذا صارت عصبة -

কারো নামে নমিনি করলেই সে সম্পদের মালিক হবে না

প্রশ্ন : কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে নমিনি বানিয়ে মারা গেলে তার মৃত্যুর পর উক্ত টাকাগুলো এককভাবে সেই পাবে, নাকি ওয়ারিশগণ সবাই পাবে?

Scanned by CamScanner

উত্তর : কেউ কোনো ব্যক্তিকে নমিনি বানালেই ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর সে ব্যাংক এ্যাকাউন্টে রক্ষিত টাকার মালিক হবে না। সে তার ভাই হোক, ছেলে হোক বা অন্য কেউ। বরং ওই টাকা মৃত ব্যক্তির সমস্ত ওয়ারিশগণ তাদের অংশ অনুযায়ী পাবে। এক্ষেত্রে যাকে নমিনি করা হয়েছে সে মৃত ব্যক্তির শরিয়া মোতাবেক ওয়ারিশ হলে সে ও তার নির্দিষ্ট অংশ পাবে। (১৭/১৮৭/৬৯৮১)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٤٣٥ : إن المدرس لو مات أو عزل في أثناء السنة قبل مجيء الغلة وظهورها من الأرض، يعطى بقدر ما باشر، ويصير ميراثا عنه-

📖 مجلة الأحكام العدلية (كارخانه تجارتِ كتب) ص ٢١٠ : المادة (١٠٩٢) كما تكون أعيان المتوفى المتروكة مشتركة بين وارثيه على حسب حصصهم كذلك يكون الدين الذي له في ذمة آخر مشتركا بين وارثيه على حسب حصصهم.

মোহরানা বাবদ দেওয়া জমিতে অন্যের দাবি অগ্রাহ্য

প্রশ্ন : রজব আলী প্রথমে বিবাহ করেন হাসিনাকে। তাঁর ঘরে একটি মেয়ে হয় শামসুন্নেসা। এরপর রজব আলীর প্রথম স্ত্রী মারা যান। তারপর দ্বিতীয় বিবাহ করেন ফাতেমাকে ৬০ শতক জমি মোহরানা হিসেবে দিয়ে। দ্বিতীয় স্ত্রী ফাতেমা তিনটি মেয়েসন্তান রেখে মারা যান। জানার বিষয় হলো, রজব আলী দ্বিতীয় বিবাহ করার সময় ফাতেমাকে যে ৬০ শতক জমি দিয়েছেন, তার মধ্যে মরহুম রজব আলীর প্রথম স্ত্রীর মেয়ে শামসুন্নেসা কোনো অংশ পাবে কি না? নাকি দ্বিতীয় স্ত্রীর তিন মেয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

উত্তর : মরহুমা ফাতেমার উক্ত তিন মেয়ে ছাড়া আর কোনো ওয়ারিশ না থাকলে তাঁর সমস্ত সম্পদ ওই তিন মেয়ের মধ্যেই বণ্টন হবে। আর কোনো ওয়ারিশ থাকলে

Scanned by CamScanner

ভিন্নভাবে বণ্টন করা হবে। তবে শামসুন্নেসা মরহুমা ফাতেমার সম্পদের অংশ পাবে না। (১৭/২৭১/৭০২৪)

📖 السراجی ص ۱۰ : أصحاب هذه السهام اثنا عشر نفرا، أربعة من الرجال وهم الأب والجد الصحيح والأخ لأم والزوج، وثمان من النساء وهن الزوجة والبنت وبنت الابن وإن سفلت والأخت لأب وأم والأخت لأم والأم والجدة الصحيحة -

📖 فتاوی محمودیہ (زکریا) ۱۱/ ۴۴۲ : الجواب- اگراور کوئی وارث نہیں تو ترکہ دونوں لڑکیوں کو ملے گا، سوتیلا (شوہر کا لڑکا) اس کا وارث نہیں۔

📖 کفایت المفتی (دار الاشاعت) ۸/ ۳۱۴ : سوتیلی ماں کے ترکہ میں ان لڑکوں کا کوئی حق نہیں ہے۔

ধোঁকা দিয়ে সম্পদ নিজের নামে লিখে নেওয়া

প্রশ্ন : আমার পিতা চাচা থেকে ক্রয় সূত্রে মালিকানা সম্পত্তির আংশিক জায়গা অজানা সত্ত্বে বেদখল থাকে। সে বেদখল জায়গা ছোট ভাই আমার বোনদের ১ শতাংশের সাথে সকল ভাই-বোনের অজান্তে চার বোন থেকে রেজিস্ট্রি করে নেয়। এটি শরীয়তসম্মত কি না?

উত্তর : মালিকানাধীন বেদখল জায়গায় সকলের প্রাপ্য অধিকার রয়েছে বিধায় প্রশ্নোক্ত ছোট ভাইয়ের জন্য বেদখল জায়গায় তার চার বোনের প্রাপ্য অংশ ছাড়া বাকি অংশ তার মাতা ও ভাইদের হক হওয়ার কারণে তার জন্য ভোগ করা বৈধ হবে না।

উল্লেখ্য, বোনদের নিকট হতে তাদের অনিচ্ছায় তাদের ধোঁকা দিয়ে স্বাক্ষর নেওয়া হলে শরীয়তে তাদের হক এবং মাতা ও অন্য ভাইদের ন্যায় বিদ্যমান থাকবে। তাই পূর্ণ সম্পদকে শরীয়তসম্মতভাবে বণ্টন করে নিতে হবে। (১৩/১০২২/৫৫৩৬)

📖 الفتاوى الخانية بهامش الهندية (زكريا) ٣/ ٦١٦ : ولا يجوز لأحد شريكي الملك أن يتصرف في المشترك بغير إذن الشريك تصرفا يتضرر به الشريك-

Scanned by CamScanner

বাবার টাকা দিয়ে দাদার নামে কেনা জমিতে সন্তানদের মিরাছ

প্রশ্ন : আমি একজন মহিলা। শরীয়তের বিধান মেনে চলতে আগ্রহী। এ জন্য অনুগ্রহপূর্বক আপনি আমার সমস্যাটির উত্তর শরীয়তসম্মত সমাধান লিখে পাঠালে খুব উপকৃত হব।

আমার পিতা আমার দাদার নামে কিছু মাটি কেনেন। দুর্ভাগ্যবশত আমার দাদার আগেই আমার পিতা স্ত্রী ও দুই সন্তান রেখে মারা যান। দুনিয়ার আইনে চাচাদের সাথে আমরাও দাদার ওই সম্পত্তির অংশ পেয়েছি। কিন্তু শরীয়তের আইনে আমার তা গ্রহণ করা জায়েয হবে কি না?

এদিকে আমি একেবারে নিরাশ্রয়। আমার স্বামী আমাকে নিতান্ত অন্যায়ভাবে তালাক দিয়েছেন। আমার একটি অবিবাহিতা চাকরিজীবী মেয়ে ছাড়া আমার দায়িত্ব নেওয়ার আর কেউ নেই। আমি কি সেই মেয়ের ওপর ভরসা করে ভাড়া বাসায় থাকব?

উত্তর : শুধুমাত্র কারো নামে সম্পদ ক্রয় করা তার মালিকানা ও দানপত্র সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়, বরং তার ভোগদখলে দিয়ে দেওয়া দানপত্র কার্যকর হওয়ার পূর্বশর্ত। তাই আপনার পিতা যদি নিজ অর্থ দ্বারা আপনার দাদার নামে মাটি খরিদ করে তার ভোগদখলে দেওয়ার পূর্বে মারা যায়, তবে ওই সম্পদ আপনার পিতার মিরাছ হিসেবে বণ্টন হবে এবং আপনি মিরাছের অধিকারী হবেন। আর যদি ভোগদখলে দেওয়ার পর মারা যায়, তবে শরীয়তের আইন অনুসারে আপনি মিরাছের অধিকারী না হলেও দাদার ওয়ারেশিনের সম্মতিক্রমে ওই সম্পদ থেকে হিস্যা গ্রহণ করা জায়েয হবে।

আপনার চলার মতো আয়ের ব্যবস্থা না হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার ভরণপোষণের দায়িত্ব মেয়ের ওপর থাকবে এবং প্রয়োজনে আপনি ভাড়া বাসায় থাকতে পারেন। কিন্তু কোনো মহিলা স্বামী গ্রহণ করে স্বামী-স্ত্রীর জীবন যাপন করার উপযোগী থাকা সত্ত্বেও স্বামীবিহীন আরেক মহিলার ওপর ভরসা করে থাকা ইসলামী শরীয়তে কাম্য নয়। (৯/৪৯৩/২৭০৩)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٤ /٣٧٤ : ومنها أن يكون الموهوب مقبوضا حتى لا يثبت الملك للموهوب له قبل القبض وأن يكون الموهوب مقسوما إذا كان مما يحتمل القسمة وأن يكون الموهوب متميزا عن غير الموهوب ولا يكون متصلا ولا مشغولا بغير الموهوب حتى لو وهب أرضا فيها زرع للواهب دون الزرع، أو عكسه أو نخلا فيها ثمرة للواهب معلقة به دون الثمرة-

📖 فيه أيضا ٤ /٣٧٧ : ولا يتم حكم الهبة إلا مقبوضة ويستوي فيه الأجنبي والولد إذا كان بالغا، هكذا في المحيط. والقبض الذي

Scanned by CamScanner

يتعلق به تمام الهبة وثبوت حكمها القبض بإذن المالك، والإذن تارة يثبت نصا وصريحا وتارة يثبت دلالة.

📖 مبسوط السرخسي (دار المعرفة) ٢٩ /١٤١ : من الإخوة وأولاد الابن يقومون مقام أولاد الصلب عند عدم أولاد الصلب في جميع ما ذكرنا لقوله تعالى {يوصيكم الله في أولادكم} [النساء: ١١] واسم الأولاد يتناول أولاد الابن مجازا قال الله تعالى {يا بني آدم} [الأعراف: ٢٧]. وعند نزول الآية لم يكن بقي أحد من صلب آدم - عليه السلام - وقال ابن عباس - رضي الله عنه - لرجل أي أب لك أكبر فتحير الرجل ولم يفهم ما قال له فتلا ابن عباس قوله عز وجل {يا بني آدم} [الأعراف: ٢٧] وجعل يقول من كنت ابنه فهو أبوك فإن اجتمع أولاد الصلب وأولاد الابن فإن كان في أولاد الصلب ذكر فلا شيء لأولاد الابن ذكورا كانوا، أو إناثا أو مختلطين لأن الذكر من أولاد الصلب مستحق لجميع المال باعتبار حقيقة الاسم.

📖 الدر المختار (سعيد) ٣ /٦٢٢- ٦٢٤ : وفي الخلاصة: المختار أن الكسوب يدخل أبويه في نفقته. وفي المبتغى: للفقير أن يسرق من ابنه الموسر ما يكفيه إن أبى ولا قاضي ثمة وإلا أثم (النفقة لأصوله) ولو أب أمه ذخيرة (الفقراء) ولو قادرين على الكسب والقول لمنكر اليسار والبينة لمدعيه (بالسوية) بين الابن والبنت، وقيل كالإرث، وبه قال الشافعي. (والمعتبر فيه القرب والجزئية) فلو له بنت وابن ابن أو بنت بنت وأخ النفقة على البنت أو بنتها؛ لأنه (لا) يعتبر (الإرث) إلا إذا استويا كجد وابن ابن فكإرثهما إلا لمرجح.

📖 رد المحتار (سعيد) ٣ / ٦٢٣ : (قوله ولو قادرين على الكسب) جزم به في الهداية، فالمعتبر في إيجاب نفقة الوالدين مجرد الفقر، قيل وهو ظاهر الرواية فتح، ثم أيده بكلام الحاكم الشهيد،... ... (قوله بالسوية بين الابن والبنت) هو ظاهر الرواية وهو الصحيح هداية، وبه يفتى خلاصة، وهو الحق فتح.

Scanned by CamScanner

📖 امداد المفتین (دار الاشاعت) ص ۷۳۸ : کاغذات سرکاری میں کسی کا نام درج ہو جانے سے شرعا اس کی ملک ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ مالک اپنی رضاء سے اس کو مالک نہ بنائے اور قبضہ نہ کرائے۔

এতিমের সম্পদ এওয়াজ-বদল করা

প্রশ্ন : আমি ও আমার ভাই আমীর হোসেন নিজেদের কেনা একই বাড়ির দুই অংশে দীর্ঘ ২২ বছর যাবৎ বসবাস করে আসছি। ৮ বছর পূর্বে সে তিন পুত্র, এক কন্যা ও এক স্ত্রী রেখে মারা যায়। চলতি বছর তার স্ত্রী-পুত্ররা দাবি তুলছে, তাদের পিতা তাদের ঠকিয়েছে। তাই তারা নিজেদের অংশ আমাকে ছেড়ে দেবে, এর পরিবর্তে আমি যেন আমার একক কেনা জমি তাদের ছেড়ে দিই। উল্লেখ্য, তার দুই পুত্র এখনো নাবালেগ, তারা বড় ভাই, বোন ও মায়ের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। এমতাবস্থায় যদি আমি এতিম জড়িত সম্পত্তি নিয়ে আমার একক কেনা সম্পত্তি তাদের ছেড়ে দিই। তারা বড় হওয়ার পর তাদের জমি যা আমাকে ছেড়ে দেবে তাতে দাবি করার শরীয়ত মতে কোনো সুযোগ থাকবে কি না?

উত্তর : নাবালেগ ছেলেমেয়ের লেনদেন শরীয়ত কর্তৃক এবং প্রচলিত রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় গৃহীত ও ধর্তব্য নয়। অভিভাবকদের জন্যও তাদের সম্পদে হস্তক্ষেপ করার অনুমতি নেই বিধায় নাবালেগ ছেলেমেয়ে থাকাবস্থায় তাদের সম্পদ পরিবর্তন করা যাবে না। তবে তারা বালেগ হয়ে গেলে তাদের অনুমতি সাপেক্ষে রাষ্ট্রীয় আইনের আওতায় প্রশ্নে বর্ণিত পদ্ধতি অবলম্বন করা নাজায়েয হবে না। (১২/৫০৪)

📖 الدر المختار (سعيد) ٧١١/٦ : وجاز بيعه عقار صغير من أجنبي لا من نفسه بضعف قيمته، أو لنفقة الصغير أو دين الميت، أو وصية مرسلة لا نفاذ لها إلا منه، أو لكون غلاته لا تزيد على مؤنته، أو خوف خرابه أو نقصانه، أو كونه في يد متغلب درر وأشباه ملخصا.

قلت: وهذا لو البائع وصيا لا من قبل أم أو أخ فإنهما لا يملكان بيع العقار مطلقا ولا شراء غير طعام وكسوة، ولو البائع أبا فإن محمودا عند الناس أو مستور الحال يجوز ابن كمال -

📖 احسن الفتاوی (سعید) ۱۹۵/۷ : الجواب-زید کا وکیل اگر زید کے والد یا دادا کا وصی تھا تو یہ مبادلہ درست ہے بشرطیکہ زید کو مبادلہ میں ملنے والی زمین زید کی زمین سے دوگنا قیمت کی ہو اس سے کم قیمت کی ہو تو درست نہیں، اگر اس وکیل کو زید کے والد یا دادا نے

Scanned by CamScanner

متعین نہیں کیا تو وہ کسی صورت میں بھی زید کی زمین فروخت نہیں کرسکتا، یہ مبادلہ کالعدم تصور کیا جائیگا۔

মৃত নারীর কোনো ওয়ারিশ নেই, আছে স্বামীর অন্য ঘরের মেয়ে–করণীয় কী

প্রশ্ন : আছিমন নামক এক মহিলা মারা গেছে। তার আপনজন কে আছে জানা নেই। তবে তার মৃত স্বামীর এক মেয়ে আছে। ওই মৃত স্বামীর মৃত পুত্রগণের পুত্রগণ ও কন্যাগণ আছে। এ ছাড়া তার আর কোনো আত্মীয়ের পরিচয় জানা নেই। মহিলাটি প্রায় ৪৫ বছর পূর্বে মারা গেছে। বর্তমানে আছিমন কিছু জায়গার মালিক, তার মিরাছ কিভাবে বণ্টিত হবে?

উত্তর : প্রশ্নের বর্ণনা মতে, আছিমন মৃত স্বামীর মেয়ে ও তার মৃত পুত্রগণের পুত্র ও কন্যাগণ বলতে যদি স্বামীর অন্য সংসারের মেয়ের পুত্র ও তার পুত্র ও কন্যাগণ বোঝায়, তাহলে ইসলামী বিধান অনুযায়ী কেউই আছিমনের পরিত্যক্ত সম্পদের অংশীদার হবে না। তবে আছিমনের নিকটতম ও দূরবর্তী অন্য কোনো ওয়ারিশ আছে কি না, সে জন্য পূর্ণ অনুসন্ধান চালিয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমানত হিসেবে সংরক্ষণ করতে হবে। পূর্ণ অনুসন্ধানের পরও কোনো ওয়ারিশ পাওয়া না গেলে উক্ত সম্পদ কোনো দ্বীনি কাজে ও মুসলমানদের সেবামূলক কাজে খরচ করা হবে। (৬/৩৯৯/১২৬৫)

📖 الفقه الإسلامی وأدلته (دار الفکر) ۸/ ٤٠٧ : اتفقت المذاهب الأربعة على أن المال الذي يتركه الميت، ولم يكن له مستحق بإرث أو وصية، يوضع في بيت المال، غير أنه عند الحنفية والحنابلة ليس بطريق الإرث، وإنما من باب رعاية المصلحة، فيصرف في مصارف المصالح العامة لجميع المسلمين، إذ لا مستحق له، كما يوضع فيه مال الذمي الذي لا وارث له-

📖 السراجی ص ٦- ٧ : ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنة وإجماع الأمة فيبدؤ بأصحاب الفرائض وهم الذين لهم سهام مقدرة فی کتاب الله تعالى بالعصبات من جهة النسب والعصبة كل من ياخذ ما أبقته أصحاب الفرائض، وعند الانفراد يحرز جميع المال ثم بالعصبة من جهة السبب وهو مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب ثم الرد على ذوى الفروض النسبية بقدر

Scanned by CamScanner

حقوقهم ثم ذوى الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقرله بالنسب على الغير بحيث لم يثبت نسبه بإقراره من ذلك الغير إذا مات المقر على إقراره ثم الموصى له بجميع المال ثم بيت المال -

📖 کفایت المفتی (امدادیہ) ۸/ ۳۲۶ : جواب- مرحوم کا کوئی قریب یا بعید کا وارث موجود ہو تو مرحوم کا مال اس کا حق ہے، اگر وہ کہیں باہر کے تھے تو ان کے وطن سے تحقیق کی جائے اور تکمیل تحقیق تک مال امانت رکھا جائے۔

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۴/ ۳۵۵ : الجواب- امور خیر میں صرف کرنا قائم مقام بیت المال کے ہے۔

স্বামী ও দুই মেয়ের মধ্যে সম্পদের বণ্টন

প্রশ্ন : আমি মুহাম্মাদ আঃ হাকীম, পিতা মৃত মনির উদ্দীন। আমার স্ত্রী জামীলা খাতুন, পিতা মৃত ইয়াছিন মুরশিদ। আমি আর আমার স্ত্রী মিলে সাড়ে ১১ শতাংশ জমি ক্রয় করি। আমার স্ত্রী মারা যায়। মৃতকালে স্বামী, ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে যায়। কিছুদিন পর ছেলে অবিবাহিত অবস্থায় মারা যায়। আমি ও আমার দুই মেয়ের মধ্যে শরীয়ত মোতাবেক জমিটি ভাগ করে দিয়ে কৃতার্থ করবেন।

উত্তর : স্বামী-স্ত্রী মিলে যে জায়গা ক্রয় করা হয়েছে, তন্মধ্যে স্ত্রীর ক্রয় সূত্রে অংশটুকু শরীয়তের বিধান মতে বর্ণিত ওয়ারিশগণের সত্যতা প্রমাণে নিম্নে বণ্টন করা হলো। যথা : আপনার অংশ ৩৭.৫% বাকি ৬২.৫ % আপনার দুই মেয়ের অংশ। (৬/৬৫৬/১৩৭৯)

📖 سورة النساء الآية ١١، ١٢ : ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ○ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ

Scanned by CamScanner

أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾

বোনের সম্পত্তি তার ওয়ারিশরা ভোগ করবে

প্রশ্ন : আমার এক বোন অসুস্থ হয়ে মারা যায়। আমার সাথে তার স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ হয়েছে। স্বামী আমার বোনকে টাকা-পয়সা খুবই কম দিত। আমার বোনের দুই মেয়ে আছে, তারা আমার পরিবারের সাথেও থাকে আবার তার পিতার সাথেও থাকে এবং তাদের পিতাও খরচ দেয়। এমতাবস্থায়

(ক) উত্তরাধিকারী সূত্রে প্রাপ্ত বোনের সম্পত্তি কে ভোগদখল করবে?

(খ) বোনের জীবদ্দশায় তার সম্পত্তি বিক্রি হলে টাকা-পয়সা কে পাবে?

(গ) বোনের অবর্তমানে তার সম্পত্তি কে পাবে কিংবা কিভাবে বণ্টন হবে।

উত্তর : (ক,খ) আপনার বোনের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সম্পদ অথবা উক্ত সম্পদ বিক্রীত টাকা-পয়সা তার জীবদ্দশায় সে নিজেই ভোগ করবে। তার অমতে অন্য কারো ভোগ করার অধিকার নেই।

(গ) আপনার বোনের অবর্তমানে স্বামী জীবিত থাকলে তার মূল সম্পদকে ১২ ভাগ করে স্বামী ৩ অংশ, দুই মেয়ে ৮ অংশ আর অবশিষ্ট ১ অংশ ভাই-বোনেরা পাবে। তবে ভাই বোনের দ্বিগুণ পাবে। (১৭/৮৫০/৭৩৪০)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 الدر المختار (سعيد) ٦/ ٧٧٠ : (والربع للزوج) فأكثر كما لو ادعى رجلان فأكثر نكاح ميتة وبرهنا ولم تكن في بيت واحد منهما ولا دخل بها فإنهم يقسمون ميراث زوج واحد لعدم الأولوية (مع أحدهما) أي الولد أو ولد الابن (والنصف له عند عدمهما) فللزوج حالتان النصف والربع.

Scanned by CamScanner

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٣٢٩ : وكذا الحكم في الزوجين إذا لم يكن لهما شيء ثم اجتمع بسعيهما أموال كثيرة فهي للزوج وتكون المرأة معينة له إلا إذا كان لها كسب على حدة فهو لها، كذا في القنية. وما تغزله من قطن الزوج وينسجه هو كرابيس فهو للزوج عندهم جميعا، كذا في الفتاوى الحمادية.

মেয়েদের সম্পদ না দিয়ে চাচা-ভাতিজাদের ভোগ করা

প্রশ্ন : আমাদের দেশে একটি নিয়ম আছে। তা হলো, যদি কোনো ব্যক্তির ছেলে না থাকে, শুধুমাত্র মেয়ে থাকে, তবে ওই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার সমস্ত সম্পত্তির মালিক তার ভাই ও ভাতিজারা হয়ে থাকে–এ নিয়ম শরীয়তসম্মত কি না? যদি না হয় তবে শরীয়তসম্মত পদ্ধতি কী?

উত্তর : প্রচলিত এ নিয়ম শরীয়ত পরিপন্থী। শরীয়তসম্মত পদ্ধতি হচ্ছে, ছেলে না থাকাবস্থায় শুধু একজন মেয়ে থাকলে বাপের পরিত্যক্ত সম্পদের অর্ধেক একাধিক হলে সকলে মিলে দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদের মালিক হবে। স্ত্রী থাকলে সে দুই আনা সম্পদের মালিক হবে। অন্য কোনো ওয়ারিশ না থাকলে বাকি সম্পদ মৃত ব্যক্তির সহোদর ভাই-বোনরা পাবে। (১৭/৯৮৫/৭৪১২)

📖 سورة النساء الآية ١١ : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾

📖 فتاوی رحیمیہ (دار الاشاعت) ١٠/ ٥٠٣ : الجواب- عورت (بیوی) ہو، تو آٹھویں حصہ کی وہ حقدار ہے اور لڑکیاں چھ ہیں وہ آپ کے ترکہ میں سے دو ثلث کی حقدار ہیں، آپس میں برابر سرابر تقسیم کرلیں، اس کے بعد جو بچے اس میں بھائی بہن حقدار ہوں گے اور للذکر مثل حظ الانثیین کے اصول پر بھائی کو دو حصے اور بہن کو ایک حصہ (یعنی ایک بھائی کو دو بہنوں کے برابر) ملیگا۔

Scanned by CamScanner

باب المفقود

পরিচ্ছেদ : নিখোঁজ ব্যক্তির উত্তরাধিকার

নিখোঁজ ছেলে বাপের ওয়ারিশ কি না

প্রশ্ন : এক ব্যক্তি প্রায় ৩২ বছর থেকে নিখোঁজ। সব ধরনের তত্ত্ব-তালাশের পরও তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এদিকে তার নিখোঁজ হওয়ার ১৪ বছর পর তার পিতা ইন্তেকাল করে। এখন মুফতি সাহেবের কাছে জিজ্ঞাসা হলো, উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি ও তার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তির হুকুম কী?

উত্তর : উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তি তার পিতার ত্যাজ্য সম্পত্তি থেকে কোনো অংশের মালিক সাব্যস্ত হবে না। তবে তার অংশ পরিমাণ অবশ্যই সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। আর তার ব্যক্তিগত সম্পত্তিও কাউকে বণ্টন করে দেওয়া যাবে না। তবে তার স্ত্রী-সন্তানরা প্রয়োজনমতো তার সম্পদ থেকে খরচ করতে পারবে। উক্ত নিখোঁজ ব্যক্তির সমবয়সী সবাই মারা যাওয়ার পর তাকেও মৃত ধরে তার সম্পত্তি ওয়ারিশদের মাঝে বণ্টন করা যাবে। (১৬/৭/৬৩৫২)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٢٩٩ : هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت ولا يعلم له مكان ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار، وحكمه أنه حي في حق نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت في حق غيره لا يرث ممن مات حال غيبته، كذا في خزانة المفتين.

📖 فيه أيضا ٢/ ٣٠٠ : ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته، حال حضرته بغير قضاء كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما -

নিখোঁজ ব্যক্তির সম্পদ বিক্রি ও ভোগ করা

প্রশ্ন : আমাদের এলাকার একজন লোক ১৯৭৪ সালে নিখোঁজ হয়। কিন্তু তার ৪-৫ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে তার একটি সন্তানও নিখোঁজ হয়। এখন আমার জানার বিষয় হলো, উল্লিখিত ব্যক্তিদ্বয়ের সম্পদ তাদের ওয়ারিশদের জন্য বিক্রি করা জায়েয হবে কি না এবং তা ভোগ করতে পারবে কি না?

Scanned by CamScanner

উত্তর : নিরুদ্দেশ হওয়া ব্যক্তির সম্পদ তাদের বয়স ৯০ বছর হওয়া পর্যন্ত বিক্রি করা জায়েয হবে না এবং তা ভোগ করাও যাবে না, বরং তা হেফাজত করে রাখতে হবে। তাদের স্ত্রী-সন্তান ও মাতা-পিতা ন্যায্য পরিমাণ ভরণপোষণ বাবদ খরচ নিতে পারে। সুতরাং প্রশ্নে উল্লিখিত ব্যক্তিদের সম্পদ কারো জন্য বিক্রি করা জায়েয হবে না এবং স্ত্রী-সন্তান, মাতা-পিতা বাদে অন্য ওয়ারিশরা ভোগও করতে পারবে না। (১৮/২৫০/৭৫৬১)

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٢/ ٢٩٩ : هو الذي غاب عن أهله أو بلده أو أسره العدو ولا يدرى أحي هو أو ميت ولا يعلم له مكان ومضى على ذلك زمان فهو معدوم بهذا الاعتبار، وحكمه أنه حي في حق نفسه لا تتزوج امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته وهو ميت في حق غيره لا يرث ممن مات حال غيبته، كذا في خزانة المفتين.

📖 فيه أيضا ٢/ ٣٠٠ : ينفق من ماله على من تجب عليه نفقته، حال حضرته بغير قضاء كزوجته وأولاده وأبويه وكل من لا يستحقها بحضرته إلا بقضاء فإنه لا ينفق عليه كالأخ والأخت ونحوهما -

নিখোঁজ ছেলের স্ত্রী ও সন্তানরা শ্বশুর ও দাদার সম্পদ পাবে কি না

প্রশ্ন : আমার দাদা হাজী আসআদ আলী। তার দুই ছেলে ও দুই মেয়ে। দাদা আসআদ আলীর জীবিত অবস্থায় বড় ছেলে নিখোঁজ হয়ে যায়। বড় ছেলে আবিদুর রহমানের নিখোঁজের দুই বছর পর দাদার ইন্তেকাল হয়। বড় ছেলে আবিদুর রহমানের এক মেয়ে ও স্ত্রী আছে। উল্লেখ্য, ৫ বছর পূর্বে এই স্ত্রীর অন্য স্থানে বিবাহ হয়ে যায়। এখন আবিদুর রহমানের এই মেয়ে ও স্ত্রী দাদা আসআদ আলী থেকে সম্পদ পাবে কি না? পেলে কতটুকু পাবে? বিঃদ্রঃ. বড় ছেলে নিখোঁজ হয়েছে প্রায় ২৫ বছর পূর্বে।

উত্তর : ইসলামী বিধান মতে, যদি কোনো ব্যক্তি হারিয়ে যায় অনুসন্ধানের পরও তার কোনো খোঁজ না পাওয়া যায় তাহলে তার সম্পদের ব্যাপারে জীবিত বলে ধর্তব্য। তাই তার সম্পদের বণ্টন না করে তার জন্য রেখে দেওয়া হবে। আর তার সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ সরকারের দায়িত্ব। যখনই সে উপস্থিত হবে তার সম্পদ তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি তার বয়স ৯০ বছর অতিবাহিত হয়ে যায় সরকার কর্তৃক তার মৃত্যু ঘোষণা করা হয় তখন তার সম্পদ জীবিত ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টিত হবে। আর পিতৃসম্পদ বাপের অন্য ওয়ারিশদের মধ্যে বণ্টন হবে, নিখোঁজের ওয়ারিশদের মধ্যে নয়।

Scanned by CamScanner

সুতরাং প্রশ্নের বর্ণনা সত্য হলে আসআদ আলীর সম্পদ শরীয়তে মুহাম্মদীর বিধান মতে তিন ভাগ করে দুই ছেলের দুই ভাগ ও দুই মেয়ের এক ভাগ হিসাব বণ্টন করতে হবে। নিখোঁজ আবিদুর রহমানের সম্পদ সরকার কর্তৃক বা এলাকাবাসী আমানতদার ব্যক্তির নিকট তা আমাতনস্বরূপ থাকবে। বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে উক্ত সম্পদ কোনো ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষণ রাখাই নিশ্চয়তার সঠিক ব্যবস্থা বলে বিবেচিত। আবিদুর রহমান কখনো ফিরে এলে তার সম্পদ সে পেয়ে যাবে। অন্যথায় আসআদ আলীর ওয়ারিশ তথা এক ছেলে ও দুই মেয়ের মধ্যে তা বণ্টন করতে হবে। আবিদুর রহমানের ওয়ারিশদের মাঝে উক্ত সম্পদ বণ্টন করা যাবে না। (১১/৩১৩/৩৫৩)

📖 بدائع الصنائع (سعيد) ٦ / ١٩٧ : وأما حكم ماله: فهو أنه إذا مضت من وقت ولادته مدة لا يعيش إليها عادة يحكم بموته ويعتق أمهات أولاده ومدبره وتبين امرأته ويصير ماله ميراثا لورثته الأحياء وقت الحكم ولا شيء لمن مات قبل ذلك، ولم يقدر لتلك المدة في ظاهر الرواية تقديرا.

📖 رد المحتار (سعيد) ٤/ ٢٩٦ : (قوله: إلى موت أقرانه) هذا ليس خاصا بالوصية بل هو حكمه العام في جميع أحكامه من قسمة ميراثه وبينونة زوجته وغير ذلك -

📖 الفتاوى الهندية (زكريا) ٦/ ٤٥٦ : كذا في المحيط قال مشايخنا رحمهم الله تعالى: مدار مسألة المفقود على حرف واحد إن المفقود يعتبر حيا في ماله ميتا في مال غيره حتى ينقضي من المدة ما يعلم أنه لا يعيش إلى مثل تلك المدة، أو تموت أقرانه وبعد ذلك يعتبر ميتا في ماله يوم تمت المدة أو مات الأقران -

📖 فيه أيضا ٦/ ٤٥١ : وباقي العصبات ينفرد بالميراث ذكورهم دون أخواتهم وهم أربعة أيضا: العم وابن العم وابن الأخ وابن المعتق، كذا في خزانة المفتين.

📖 فتاوی حقانیہ (مکتبۂ سید احمد) ٦/ ٥٤٢ : الجواب-شریعت مقدسہ میں مفقود الخبر ۹۰ سال تک زندہ اور اپنی جائیداد کا مالک ہوتا ہے۔اس لئے جب تک مفقود الخبر کی عمر ۹۰ سال نہ ہو جائے اور مسلمان حاکم اس کی موت کا فیصلہ نہ کردے اس وقت تک اس کی جائیداد کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، جب مسلمان حاکم یا قاضی کی طرف سے اس کی موت کی تصدیق وفیصلہ ہو جائے، تو اس وقت موجود ورثاء میں اس کی جملہ جائیداد بطور میراث تقسیم ہوگی اور فوت شدہ ورثاء محروم ہوں گے۔

Scanned by CamScanner

নিখোঁজ ছেলেকে বঞ্চিত করে অন্যদের সম্পদ হেবা করে দেওয়া

প্রশ্ন : একজন লোক ১৫-১৬ বছর পূর্বে কাউকে না বলে বাড়ি থেকে চলে গেছে। বর্তমানে সে কোথায় আছে, জীবিত না মৃত, তা তার পিতা কিংবা বাড়ির কোনো লোকই বলতে পারে না। এ দীর্ঘ সময়ের মাঝে বাড়ির খোঁজখবর নেয়নি এবং কোনো প্রকার সাহায্য-সহযোগিতাও করেনি। পিতা তার ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নিয়ে অতি কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন এবং তিনি খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছেন। তাই পিতার ইচ্ছা হলো, তিনি তাঁর জমিজমা সবার মাঝে নিয়ম অনুযায়ী বণ্টন করে দেবেন। উক্ত পরিস্থিতিতে পিতা যদি তাকে সম্পত্তির কোনো অংশ না দিয়ে অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেন, তাহলে এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কী?
উল্লেখ্য, ওই ছেলে বাড়ি থেকে চলে যাওয়ার কিছুদিন পর পত্রের মাধ্যমে তার স্ত্রীকে তালাক দিয়েছে। তার সন্তানও আছে। পিতা তাকে বিয়ে দিয়েছেন। বাড়িতে থাকাকালীন সময় সে পিতার অনেক আর্থিক ক্ষতি করেছে এবং পিতার মানহানিকর কাজ করেছে। চলে চাওয়ার চার বছর পরও কিছু ক্ষতি করেছে। পিতার উপকার হতে পারে–এমন কোনো কাজ সে করেনি এবং চলে যাওয়ার পর পিতার অনেক জরিমানা দিতে হয়েছে। পিতার এই ভয়ও আছে যে তাকে জমি দিলে হয়তো ভালো কাজে যাবে না। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : বাপ যদি জীবিত অবস্থায় তার ছেলেসন্তানের মাঝে সম্পত্তি বণ্টন করে দিতে চায় শরীয়তের দৃষ্টিতে তা জায়েয হবে। তবে এ ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ে উভয়কে সমানভাবে দেওয়াটাই উত্তম। হ্যাঁ, ছেলেসন্তানের মধ্যে যদি কেউ বাপের অবাধ্য এবং শরীয়ত গর্হিত কাজে টাকা-পয়সা ব্যয় করায় অভ্যস্ত এবং বাবার প্রবল আশঙ্কা যে ভবিষ্যতে ওই ছেলে সম্পত্তি ভালো কাজে ব্যয় করবে না। যেমন–প্রশ্নের বর্ণনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে তাহলে এমতাবস্থায় বাবা যদি তাকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে চায় শরীয়তের আলোকে তা জায়েয হবে। (৪/২৪৮)

📖 البحر الرائق (سعيد) ٧/ ٢٨٨ : وفي الخلاصة المختار التسوية بين الذكر والأنثى في الهبة ولو كان ولده فاسقا فأراد أن يصرف ماله إلى وجوه الخير ويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه لأن فيه إعانة على المعصية.

📖 امداد الفتاوی (زکریا) ۳/ ۴۷۰ : اگر کسی وجہ شرعی سے مثل نافرمانی وایذا رسانی وفسق وظلم وغیرہ پسر کو بے حق کیا تو گناہ بھی نہ ہوگا اور اگر بے وجہ کیا تو گناہ ہوگا۔

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين

فتاوى فقيه الملة

ফাতাওয়ায়ে ফকীহুল মিল্লাত

তত্ত্বাবধান ও দিকনির্দেশনায়

ফকীহুল মিল্লাত মুফতী আব্দুর রহমান (রহ.)

প্রতিষ্ঠাতা : মারকাযুল ফিকরিল ইসলামী বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

১২

প্রকাশনায়

ফকীহুল মিল্লাত ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

বসুন্ধরা, ঢাকা।

Scanned by CamScanner